অদ্বৈতবাদের প্রাচীন কাহিনী

প্রথম খণ্ড

স্বামী বিদ্যারণ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭২

মূল্য—১৩ টাকা

ভূমিকা

বেদ কাহারো রচিত নহে ; বেদ ধ্যানতপস্বী ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিভাত। সেই রকম ভারতীয় দর্শনও, যুক্তি-তর্ক-বিচারের ধারায়, শুষ্ক জ্ঞানানুশীলনের ফল নহে ; উহাও দৃষ্ট। প্রমাণ, ভারতীয় দর্শনের মূল বেদ, উপনিষদ্—যাহা অপৌরুষেয়, শুদ্ধ বোধিতে স্বতঃস্ফূর্ত। বেদাদির সার নিষ্কর্ষ ব্রহ্মসূত্রে ভারতীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা। আগে দর্শন তার পর যুক্তি বিচার—তারপর ব্রহ্মসূত্রে অধিস্থাপন। উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। ভগবান্ আছেন কি, নাই—এই বিষয়ে শুষ্ক তর্কে বিতর্কে ঋষিরা সন্তুষ্ট হন নাই যতক্ষণ না তাঁহারা ভগবান্‌কে ধ্যানযোগে দর্শন পাইয়াছেন, পরমহংসদেবের ভাষায় টিপে টিপে দেখিতে পাইয়াছেন। এই দর্শনের পর বেদ উপনিষদে তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্তী কালের সিদ্ধযোগীরা তাঁহাদের ধ্যানকৃত দর্শনের সমর্থন অনুসন্ধান করিয়াছেন বেদ উপনিষদে। নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তী স্বামী বিবেকানন্দ) ছিলেন যুক্তিবাদী বা বিচারমল্ল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর সংশয়াকুল। সিদ্ধ মহাযোগী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তর্কের ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি তাঁহার পা দিয়া নরেন্দ্রনাথের বক্ষঃ স্পর্শ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, জীবজন্তু, মন্দির প্রভৃতি সমস্ত দৃশ্য জগৎ বিলীন হইয়া যাইতেছে, সব একাকার হইয়া যাইতেছে, ফুটিয়া উঠিতেছে কেবল 'বরেণ্য ভর্গঃ'। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন ; প্রত্যক্ষ করিলেন অদ্বৈতবাদ। শেষে তাঁহার অহম্‌ও যখন বিলীন হইবার উপক্রম হইল, তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে আবার দ্বৈতের জগতে ফিরাইয়া আনিলেন। ইহাই হইল দর্শন।

দর্শনকে ইংরেজিতে Philosophy বলা হয়। উহার নিরুক্তিগত অর্থ love of knowledge অর্থাৎ জ্ঞানানুরক্তি। যুক্তি তর্ক বিচার মনন ইহার সাধন—কিন্তু নিদিধ্যাসন নহে। অবশ্য ইহাও এক রকমের সাধনা। এই সাধনাকে, বেদের পরিভাষায়, 'পিতৃযান বলা যাইতে পারে। ইহা স্বধা বা অন্নের পথ, পিতৃর পথ, material পথ। আর্য পন্থাকে দেবযান অর্থাৎ ভজনের পথ, জ্যোতির পথ বলা যাইতে পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে,

পরম সত্যের দর্শনই যদি যোগীদের হইয়া থাকে, তবে নানা মুনির নানা মত কেন? এই কৌতূহল পণ্ডিতদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইলেও এই প্রসঙ্গে অবান্তর। অন্ধের হস্তিদর্শনের সহিত ইহার তুলনা অসঙ্গত। দ্রষ্টা-দৃশ্য, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এই দ্বিত্ব-ভাব, যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ এইরকম হইবে। জ্ঞাতা শুদ্ধ জ্ঞেয়ে বিলীন হইলে কেই বা বলিবে? কিই বা বলিবে?

ভারতীয় দর্শনের মূল এবং প্রধান দ্রষ্টব্য ও জিজ্ঞাস্য বিষয়—জীব, জগৎ, ব্রহ্ম এই তিনটির স্বরূপ এবং সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদ অতি সুপ্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মত। ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—ভাষ্যকার অদ্বিতীয় মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য। পরবর্তী কালে বহু যোগী মহাপুরুষ এই অদ্বৈতবাদের ইতরবিশেষ করিয়াছেন—কিন্তু ভারতবর্ষে হইতে ইহার প্রতিষ্ঠা, প্রসার এবং মর্যাদা বিচ্যুত হয় নাই। এখনও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এই শাঙ্কর অদ্বৈতবাদই দর্শন-বিদ্যার্থীদের প্রধান পাঠ্য বিষয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্বৈতবাদ ছাড়া অন্য বাদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও হয় না। যদিও বৈষ্ণবেরা শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে ভয় করেন, কারণ তাহাতে উপাস্য-উপাসক-ভাব থাকে না, যদিও তাঁহারা উহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদ বা শূন্যবাদ বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তবুও তাঁহাদের যখন দর্শন হয়, 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' তখন তাঁহারাও অন্যান্য বৈষ্ণবগণকেও কৃষ্ণরূপে দেখেন এবং তাঁহারাও অদ্বৈতবাদেরই শুক্ত আওড়ান। তখন তাঁহারা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। জগৎ কৃষ্ণময় হইয়া যায়। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিও তাঁহার আত্মীভূত হইয়া যায়। এই বিষয়ে আমার অধিক আলোচনা করিবার দরকার নাই। কৌতূহলী পাঠক স্বামী বিদ্যারণ্যের অপর গ্রন্থ 'ভগবত-ধর্মের প্রাচীন কাহিনী' (বাণী মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত) পাঠ করিতে পারেন।

তন্ত্র এই অদ্বৈতবাদ হিন্দুর ঘরে ঘরে আচরণ-অর্চনায় প্রতিষ্ঠিত—প্রচলিত করিয়া গিয়াছে। তন্ত্র অদ্বৈতবাদেরই সাধনা। মূলে এই অদ্বৈততত্ত্ব (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মে অভেদ, উপাস্য-উপাসকে অভেদ) স্মরণ রাখিয়া পূজায় বিধান দেওয়া হইয়াছে। পূজক 'আমিই তিনি' এই চিন্তা করিয়া (সোঽহমিতি বিচিন্ত্য) প্রথমে নিজ মস্তকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়া (স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা) তবে সেই অর্ঘ্য দেবতার চরণে নিবেদন করিবে। দুর্গাপূজায় বহিঃপ্রাকার-রচনা

করিয়া ভৌতিক দেহ দগ্ধ করিয়া, মাতৃকান্যাসাদির সাহায্যে, বর্ণময় দেহ রচনা এই অদ্বৈততত্ত্বেরই অনুশীলন মাত্র।

অদ্বৈতবাদের প্রবক্তারা সংক্ষেপে এই বাদ বুঝাইতে গিয়া যত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব-ব্রহ্মই'—এইটি অদ্বৈতবাদের মূল নির্দেশক। জীব-ব্রহ্মের একাত্মতা নিয়া তর্ক তত প্রচণ্ড নহে, যত প্রচণ্ড 'জগৎ মিথ্যা' নিয়া। আমাদের এই ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ—বৃক্ষলতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, গ্রহ, নক্ষত্র, মাটি জল বায়ু প্রভৃতি নিয়া যে জগৎ, যে জগৎ নিয়া আমাদের জীবন, প্রতিক্ষণের কারবার, তাহা, এমন কি আমরাও, কি করিয়া মিথ্যা হইতে পারে? অদ্বৈতবাদীরা বলেন, নামরূপের জগৎও আসলে ব্রহ্ম। আমাদের অ-ব্রহ্ম দৃষ্টি ভ্রম, মায়া।

এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনা কারবার আগে, পদার্থের স্বরূপ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে, দেখা যাউক। আধুনিক বিজ্ঞান মতে, বস্তু মাত্রই অণুর (meleculeএর) সমষ্টি। আর প্রতিটি অণু পরমাণুর (atomএর) সমবায়ে গঠিত। আবার প্রতি পরমাণু, প্রোটন (proton), নিউট্রন (neutron) এবং ইলেকট্রন (electron) এই তিন রকমের বিদ্যুৎকণার সমবায় মাত্র। বস্তুর পরমাণুতে অন্য কোন কিছু নাই। পরীক্ষায় আরও জানা গিয়াছে, তড়িৎ-উদাসী নিউট্রন এবং তড়িৎ-আহিত প্রোটন এবং ইলেকট্রন কণা—সমস্তই একে অপরে পরিণত হইতে পারে, এবং পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ এই তিন প্রকার তড়িৎকণা স্বরূপতঃ এক—কেবল বাহিক প্রকাশ ভিন্ন। ইহা দুগ্ধের দধিতে পরিণত হওয়ার মত নহে। কারণ দধি আবার দুগ্ধে পরিণত হয় না। আর তড়িৎকণা ক্ষেত্রে এই তিন রকমের বিদ্যুৎকণা অনবরত, এক সেকেণ্ডের কোটিভাগের এক ভাগের কম সময়ের মধ্যে, পরস্পরে বিনিময় হইতেছে। মোট কথা, জড় বস্তু এবং বিদ্যুৎ স্বরূপতঃ এক। বিদ্যুৎই জড়ের মত দেখাইতেছে। ভাগবতের প্রথম শ্লোকের 'তেজোবারিমৃদাং বিনিময়:' এর অর্থ এখন সুস্পষ্ট। এই কথা বলা ভাল, বিদ্যুৎ-শক্তিও ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। যদিও যাহাকে জড় বস্তু বলা হয়, তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও, আধুনিক বিজ্ঞানমতে স্বরূপতঃ বিদ্যুৎ হইলেও, দুইই এক নহে। ব্রহ্ম চিচ্ছক্তি, চিৎস্বরূপ ; জড় অচিৎ।

একই বিদ্যুৎ ক্ষিতি (মৃৎ), অপ্ (বারি) এবং তেজঃ এই তিন রূপে দেখা

যাইতেছে। মরুৎ বা বায়ুও তেজ, ব্যোমও তেজ। এখন, এই যে কালি কলম দিয়া কাগজে কিতাব লিখিতেছি, এই কালি-কলম-কাগজ-কিতাব আসলে কি? ইহাদিগকে, নিত্য ব্যবহারে, বিদ্যুন্ময় বলিতে পারি কি? কিংবা বিদ্যুদ্বর্জিত জড় বস্তুও বলিতে পারি কি? অথচ এইগুলি বিদ্যুন্ময় না দেখিয়া দৃশ্যতঃ ব্যবহারতঃ বিদ্যুদ্ভিন্ন উপাদানে গঠিত বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। যে বিজ্ঞানীরা ল্যাবোরেটরিতে বসিয়া ধ্যাননেত্রে পদার্থ মাত্রেই বিদ্যুন্ময় জানেন, তাঁহারাও টেবিল চেয়ারে বসিয়া ভাত রুটি মাছ মাংস চা বিস্কুট প্রভৃতি খান। বিদ্যুতের উপর বসিয়া বিদ্যুৎ খান না। এখন এই আলোচনার আলোকে এইটি বলিলে ভুল হইবে না যে জগৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম হিসাবে স্বরূপতঃ জগৎ সত্যই, মিথ্যা নহে। কিন্তু এই যে অবিভক্ত ব্রহ্মে নানা নামরূপে বিভক্ত অসংখ্য বস্তু দেখা যায়, এই রকম ভেদদৃষ্টি আসলে মিথ্যা। অথচ নামরূপও ব্রহ্ম। ইহার বিস্তৃত আলোচনা গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১২—৩২ শ্লোক) আছে। দুয়েকটি পদের উল্লেখ করা যাউক:—

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২

পর ব্রহ্মের আদি নাই, যেমন অন্তও নাই; তিনি সৎও নহেন। অর্থাৎ একমাত্র সৎ হইয়াও তিনি সৎ নহেন, কেননা আমাদের তো বস্তুবুদ্ধি, কাজেই ব্রহ্মকে বস্তুতে দেখি না। তিনি অসৎও নহেন। বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ না হইলেও বস্তু ব্রহ্ম নহেন, একথা বলা ঠিক হইবে না।

কেননা,—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৫

সমস্ত ভূতের (বস্তুর) ভিতরে বাহিরে তিনি—অর্থাৎ তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। স্থাবরও (কাঠ-পাথর কালি কলম প্রভৃতি) তিনি; জঙ্গমও (মানুষ পশু পক্ষী প্রভৃতি) তিনি। তিনি সূক্ষ্মভাবে আছেন বলিয়া তাঁহাকে জানা যাইতেছে না। তিনি অন্তিকে অর্থাৎ অন্তরের অন্তরে অতি সমীপে থাকিলেও তিনি দূরে আছেন বলিয়া মনে হয়।

পরং ব্রহ্ম,—

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্॥ ১৬

তিনি ভূতে ভূতে অবিভক্ত হইলেও ভূতে ভূতে বিভক্ত হইয়া আছেন বলিয়া মনে হয়।

কেননা, তিনি,—

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্। ১৪

এই ইন্দ্রিয়ের জগতে, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্জিত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণে আভাসিত।

এই হলো দৃষ্টিভ্রমের কারণ।

স্বরূপতঃ তিনি,—

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে॥ ১৭

তিনি তমঃ অর্থাৎ দৃশ্যমান ভেদময় প্রকৃতির অতীত। এই তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতিতে সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্র বিদ্যুৎ প্রভৃতি যত জ্যোতি আছে, সমস্তই তাঁহারই জ্যোতিঃ।

এইখানে পরিষ্কার বলা হইল, বস্তুর স্বরূপ যে তড়িৎ, সেই তড়িৎ জ্যোতি হইলেও ব্রহ্ম নহে, উহা ব্রহ্মজ্যোতিরই আভাস মাত্র।

ব্রহ্মকে দৃষ্টির অধিষ্ঠান (Stand-point) করিতে পারিলে কোন ভেদ থাকে না, সমস্ত একাকার হইয়া যায়। কিন্তু তমঃকে, জগৎকে দৃষ্টির অধিষ্ঠান করিলে অনন্তকোটি নামরূপভেদ দেখা যায়। এইজন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, জগতের ব্যবহারিক সত্যতা আছে। তাহা হইলে জগৎ মিথ্যা (বা অসৎ) বলিতে এই বুঝায়, নামরূপভেদান্বিত সকলের ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়া, ভেদদৃষ্টিই অন্যথাজ্ঞানই স্বরূপাভিধানে মিথ্যা।

কাজকর্ম সমস্ত দ্বৈতের জগতে অর্থাৎ দুই না হইলে কিছুই চলে না। কথা বলিতে গেলেও দুইজন চাই। অদ্বৈত হইল দ্বৈতবিহীন অর্থাৎ এক ব্রহ্মের তত্ত্ব। কাজেই অদ্বৈতের ভাষা নাই। এইজন্যও ব্রহ্ম অনির্বচনীয়, অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝাইতে গেলেই দ্বৈতের ভূমিতে দাঁড়াইতে হয়। অদ্বৈততত্ত্ব নিয়া বাদবিসংবাদের অন্যতম কারণ ভাষার অযোগ্যতা। অদ্বৈততত্ত্বের মূল শ্রুতিবচনে আছে :—(১) সোঽহম্। এইখানে সঃ এবং অহম্ এই দুই ভিন্ন পদ আছে ; (২) সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ; এইখানেও ইদম্ সর্বম্ এবং ব্রহ্ম দুই ভিন্ন পদ আছে। সেইরূপ (৩) তত্ত্বমসি এই বাক্যেও তৎ এবং ত্বম্ এই দুই ভিন্ন পদ আছে। সেইরূপ অদ্বৈতমতে জগৎ এবং তার নামরূপ আসলে ব্রহ্ম

হইলেও জগতের দৃশ্য জড়রূপ কেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া অদ্বৈতবাদীরা বলেন, উহা মায়াই। আবার এই মায়াও অনাদি। ইহাতে দ্বৈতবাদীরা বলেন, তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম এবং মায়া দুই অনাদিতত্ত্ব স্বীকার করা তো হইল। মানুষের বুদ্ধিগম্য কোন কিছুর সঙ্গত কারণ নির্দেশ করিতে না পারিলে বৈষ্ণবেরা বলেন, উহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা। মায়া প্রায় ঐ রকম। উভয়পক্ষই বলেন, এই মায়া এবং লীলা দুইটি অনির্বচনীয় অর্থাৎ যুক্তি দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না, বুদ্ধিতে ধরা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানও এই পর্য্যন্ত বলিতে পারে নাই বস্তুমাত্রেই স্বরূপতঃ কেবল বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছু না হইলেও কেন তাহার এই দ্যুতিহীন জড়-রূপ। অথচ এই জড়ত্ব জীবের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। চরম বা পরম তত্ত্ব নিয়া জগতের কোন কাজ চলে না। এইজন্য শঙ্করাচার্য্যও জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। না করিলে তাঁহার জীবন বা অস্তিত্বও সম্ভবপর হইত না।

গ্রন্থকার স্বামী বিদ্যারণ্য ছিলেন পূর্বাশ্রমে ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত D. Sc: P.R.S, ফলিত গণিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক। তিনি গণিতে গবেষণা করিয়া আরও অনেক পুরস্কার লাভ করেন। ৪৫।৪৬ বছর বয়সে অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের প্রধান সাধনপীঠ ছিল ভারতের প্রাচীনতম তীর্থরাজ পুষ্কর। তিনি কিন্তু ছিলেন আজন্ম সন্ন্যাসী। স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়িবার সময়ে মাতাপিতাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না, সন্ন্যাসী হইবেন। সেই বয়সেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অধ্যয়ন অনুধাবন করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই সত্যানুসন্ধিৎসা, তত্ত্বানুশীলন বাড়িতে থাকে। তিনি ছিলেন শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী। কিন্তু অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কাহারো সঙ্গে তর্ক করিতেন না। কারণ তিনি গুরু হইতে চান নাই। নিজ মত চালাইতে গেলে গুরু হইতে হয়। তিনি শিষ্যও করেন নাই। পুত্রাদি নিয়ে সংসার করাও যা, শিষ্য করাও তাই। ফলে, তিনি কোন দার্শনিকবাদের সমালোচনা বা নিন্দা করিতেন না। ভারতে এবং ভারতের বাহিরে এমন কোন দার্শনিক মত এবং পথ নাই যাহা তিনি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন—অনুধাবন করেন নাই। বেদ

হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ধর্ম-দর্শনের যত গ্রন্থ, শাস্ত্র, তাহার ভাষ্য, ব্যাখ্যা টীকা টিপ্পনী আছে তাহা অনলসভাবে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাদের গূঢ় রহস্য অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যতক্ষণ একা জাগ্রত থাকিতেন, ততক্ষণ কোলের উপর থাকিত বই, খাতা, কলম। পড়িতেন এবং টুকিতেন। তিনি কিন্তু শুষ্ক অর্থাৎ সাধনবর্জ্জিত জ্ঞানানুশীলন করিতেন না। তিনি পঠিত তত্ত্বের মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতেন। এই লেখক গ্রন্থকার স্বামী বিদ্যারণ্যের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে অনুজ। দেখিতাম রাত্রে তো বটেই, দিনেও যখন শয়ান থাকিতেন, তখন প্রায়ই চাদর মুড়ি দিয়া শবাসনে থাকিতেন। সন্দেহ হইত, তিনি ঘুমাইতেন কিনা, ঘুমাইলে কতক্ষণ ঘুমাইতেন। হয়তো তিনি সাধনা বা নিদিধ্যাসন করিতেন।

পুষ্করে তিনি বাঙালী মহারাজ নামে খ্যাত ছিলেন। পুষ্করের ভিন্ন ভিন্ন পন্থার সাধুসন্তগণ বিকাল বেলা তাঁহার কাছে সমবেত হইতেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধনপথের সঙ্কটের কথা তাঁহাকে জানাইতেন। তিনি কখনও কাহারো উপর তাঁর নিজের অদ্বৈতমতের কথা চাপাইতেন না। যাঁর যে মত ও পথ, তাঁহাকে তদনুযায়ী নির্দেশ দিতেন। তা না হইলে গুরুগিরি করিতে হয়। এই জন্য, কোন সাধু-যোগীর মনে বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া তাঁর সাধন-পথে চলার ভার নিজে গ্রহণ করেন নাই। মোটকথা, সকল মত পথকে সম্মান করিয়া চলিতেন। 'পরং সত্যং' (Ultimate Reality) এর দর্শন সাধনার অন্তে হইবেই। তাহা নিয়া সাধক অবস্থায় বাদ-বিবাদের গোলক-ধাঁধায় নিজেকে হারিয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

প্রত্যেক মত-পথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, মনে হয়, তাঁহার রচিত গ্রন্থে নিজস্ব শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদী মনের ছাপ পড়িয়াছে। তিনি বেদ হইতে পুরাণ, এমন কি চৈতন্যচরিতামৃত পর্য্যন্ত সর্বত্রই মূলে অদ্বৈতবাদ দেখিয়াছেন। তবে তাঁর দৃষ্টি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। কোথাও নিজ মতের সমর্থন করিতে যান নাই, তার অনুকূলে যুক্তি-তর্ক জাল বিস্তার করেন নাই।

তাঁর গ্রন্থের দু'চার পাতা উল্টাইলেই দেখা যাইবে, তাঁহার শাস্ত্রানুশীলনের সীমা ছিল না এবং এই আবাল্য ধৃতবীর্য্য ব্রহ্মচারীর স্মৃতিশক্তিরও অবধি ছিল না। তিনি নিজের কাছে কোন বহি রাখিতেন না অথচ পাতায় পাতায় দেখা যায়, এক একটা বিষয়ে চার পাঁচটি প্রমাণপঞ্জী, প্রতি প্রমাণে

দুই বা ততোধিক সূচক সংখ্যা। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহা ধারণার অতীত।

মনীষীরা সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব এবং তাঁর আলোচনা অত্যন্ত বজ্রকূট পরিভাষায় আবদ্ধ করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে অদীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে তাহাতে দন্তস্ফুট করা অসাধ্য। গ্রন্থকার স্বামী বিদ্যারণ্য, সত্যসত্যই বিদ্যার অরণ্য হইলেও, অরণ্য অর্থাৎ অরমণীয় পরিভাষার অরণ্যে পাঠকবর্গকে বিভ্রান্ত করেন নাই; অতি প্রাঞ্জল যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জ্জিত ভাষায় বক্তব্য বিবৃত করিয়াছেন, কোথাও অর্থদ্বৈতের অবকাশ রাখেন নাই। দর্শনশাস্ত্রে এবং দার্শনিক ভাষায় অপরিশীলিতমনা ব্যক্তির পক্ষেও বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।

অদ্বৈতবাদে তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে ভগবানের মত তাঁহারও সর্বশক্তি আছে এইটি তিনি বিশ্বাস করিতেন মনে হয়। তিনি তাঁর কলেজের পাঠ্য নিয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। অথচ কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রও কোন অঙ্ক কষিতে পারে নাই শুনিলে তিনি তাহা কষিয়া দিতেন। M. A. পরীক্ষার ছয় মাস আগে তিনি সকলের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বড় দাদা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া অভিযোগ করেন, 'পড়াশুনা করে নাই, ফেল হইবার ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।' শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'ফেলের ভয়ে বিভূতি পালায় না। আমি First Class পাইয়া ছাড়িব।' সত্যসত্যই তিনি ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইবার আগেই একটি গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সত্যসত্যই তিনি সন্ন্যাসী কিনা তারও পরীক্ষা করিয়া নিতেন। পূর্বাশ্রমের মাতা পিতা ভাই বোন বন্ধুবান্ধবের সহিত সম্পর্ক পরিহার করিয়া চলেন নাই। অথচ যিনি ছিলেন তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা পূজনীয়, সেই পিতার মৃত্যুতেও তিনি এতটুকু বিচলিত হন নাই। একই পাতে ভাইপোদের বসাইয়া মাছ খাওয়াইয়া দিতেন। তাদের খাওয়া হইয়া গেলে, হাত ধুইয়া নিজের আহার গ্রহণ করিতেন—সেই অন্নাদি আগেই পাতে দেওয়া থাকিত। প্রকৃতি সম্ভাষণে একেবারে ইতস্তত: করিতেন না। বড় বৌদিকেও ভূনত হইয়া প্রণাম করিতেন। আবার মরণের তিন চার বছর আগে এই দীর্ঘ হিরণ্যদ্যুতি বপু উলঙ্গ করিয়া পুষ্করের সঙ্কীর্ণ জনারণ্য পথে, দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু নিয়া, ভ্রমণ করিয়াছেন। দুয়েকদিন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অদ্বৈতবাদে

এবং সন্ন্যাসে—এই দুই বিষয়েই নিজেকে পরীক্ষা করিয়া নিয়াছিলেন। সংসারের স্পর্শ বর্জনও সন্ন্যাসের অপূর্ণতা মনে করিতেন।

গীতার দৈবী সম্পদে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে ঐশ্বর্য্যশালী। তাঁহার এমন জ্ঞানযোগ, সত্ত্বসংশুদ্ধি হইয়াছিল যে, কোন রকমের ভয় তাঁহার ছিল না। না ছিল অনটন অনাহারের ভয়, প্রাণের ভয়, কামের ভয়, মায়ার ভয়, না ছিল সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদের ভয়। তিনি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় গুণ্ডাদের মধ্য দিয়াও, বন্ধুবান্ধবগণের নিষেধ সত্ত্বেও, নির্বিকারে চলিয়া গিয়াছেন। গুণ্ডারা ছুরি উঁচাইয়া দৌড়াইয়া আসিয়াও সেই ভাগবত জ্যোতির কাছে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পুকুরের বাঘ, ময়াল সাপ তাঁর কাছে আসিয়াও সরিয়া গিয়াছে। সাংসারিক কর্তব্য পালন করিতে গেলে আসক্ত হইয়া পড়ার ভয়ও তাঁহার ছিল না। নানা পন্থার সাধক-যোগীদের সঙ্গে নিবিড় আলাপ-আলোচনায়ও তাঁহার অদ্বৈততত্ত্বে সংশয় জাগ্রত হইবার ভয়ও ছিল না।

গ্রন্থকারের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া, তাঁহারই আশীর্বাদে, অযোগী অপণ্ডিত কামাধীন সংসারী হইয়া, কামাতীত সর্বদর্শনপারঙ্গম পরমযোগী সন্ন্যাসীর এই বিস্ময়কর গ্রন্থের ভূমিকা-রচনার ধৃষ্টতা করিয়া গেলাম।

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

অদ্বৈতবাদের প্রাচীন কাহিনী

বিষয়ানুক্রমণী

১। জগদ্ব্রহ্মবাদ—

দেবতা ব্রহ্মই (পৃঃ ১৮)—দেবৈকত্ববাদ (২৯)—জীব ব্রহ্মই (৩২)

২। ব্রহ্ম সর্বাত্মক—

বিশ্বরূপ (পৃঃ ৩৯)—ব্রহ্মবৃক্ষ বা সংসারবৃক্ষ (৫১)—ব্রহ্মসার্ব্বাত্ম্যবাদরহস্য (৫৪)—জগদ্ব্রহ্মবাদরহস্য (৬২)—নাম ও রূপ ব্রহ্মই (৬৩)—ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ (৬৪)

৩। সৃষ্টি প্রলয়বাদ—

সৃষ্টিতত্ত্ব রহস্যাবৃত (পৃঃ ৭১)—অনীশ্বরবাদ (৭৫)—ব্রহ্মকারণবাদ (৭৮)—অসৎকারণবাদ (৮৪)—ব্রহ্মাভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণবাদ (৮৮)—সৎকার্য্যবাদ (৯৬)—কার্য্য ও কারণের অভেদ (৯৭)—প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর সৃষ্টিবাদ—(১০১)—কাম (১০৮)—সৃষ্টির প্রয়োজন (১১২)—কল্পবাদ ও অনাদিবাদ (১১৬)—সৃষ্টিযজ্ঞ (১১৮)—অন্যোন্যোৎপত্তি (১২১)—উচ্ছিষ্ট প্রলয়যজ্ঞ (১২৩)—প্রলয় সলিল (১২৪)—শব্দব্রহ্মবাদ (১২৮)

৪। ব্রহ্ম সর্বাতীত (পৃঃ ১৩৫)

৫। মুক্তি (অভয় প্রার্থনা)—

মৃত্যু, অতিমৃত্যু, অমৃত্যু, অমৃত (পৃঃ ১৫৯)—অমৃত প্রার্থনা (১৬১)—যমের নিকট অভয় প্রার্থনা (১৬২)—দীর্ঘায়ু প্রার্থনা (১৬৪) দীর্ঘায়ুত্ব-অমৃতত্ব (ঐ)—বিশেষ অনুষ্ঠান (১৬৫)—মৃত্যু অপরিহার্য (১৬৯) পুত্র-পৌত্রাদিরূপে সন্ততি অমৃতত্ব (১৭১)—উহার নিন্দা (১৭৫)—উহার কঠিনতা (১৭৭)—পরলোকে অমৃত (১৭৮)—অমৃত অপুনর্মৃত্যু (১৭৯) অমৃত অপুনর্ভব (১৮০)—অমৃত = মুক্তি (ঐ)—মৃত্যু কি কি (১৮৪)—প্রজাপতি মৃত্যু (১৮৭)—তমঃ হইতে উত্তরণ বা মুক্তি, তমোনাশ (১৮৮)—তমঃ কি কি (১৯০)—তমঃ = অজ্ঞান (১৯৪)—তমঃ জগৎপ্রপঞ্চ (১৯৬)

জ্যোতিঃ-কামনা (১৯৯)—জ্যোতি কি? (২০১)—জ্যোতিঃ অমৃত (২০৩) —ব্রহ্ম জ্যোতিঃ (ঐ)—জীবাত্মা জ্যোতিঃ (২০৬)—সুখপ্রার্থনা (ঐ)—অমৃত (২০৮)—পরলোকে অবাঞ্ছনীয় স্থান (২১১)—পিতৃযান ও দেবযান পথসমূহ (২১২)—স্বর্গে গমন (২১৪)—সশরীরে স্বর্গে গমন (২১৪)—উহা অমৃত ও অভয় (২১৫)—দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক (২১৭)—দেবভবনের দৃষ্টান্ত (২১৯)—দেবতাভবন ও অমৃত (২২০)—দেবসাযুজ্যাদিও অমৃত (২২১)—আদিত্য-ভবন, আদিত্যসাযুজ্যাদি (২২২)—বিষ্ণুভবন, বিষ্ণুসাযুজ্যাদি (২২৭)—নাকের পৃষ্ঠ দ্যোর পৃষ্ঠ (২২৮)—সুকৃতের লোক (২২৯)—বিদ্যা ও কর্ম (২৩০)—প্রকৃত অমৃত (২৩০)—দীর্ঘতমার মত (২৩৫)—নারায়ণের মত (২৩৭)—আত্মজ্ঞানে অমৃত (২৩৮)—উপনিষদে অমৃততত্ত্ব (২৩৯)—ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হয় (২৪৩)—ব্রহ্মভবনবিষয়ে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার মত (২৪৬)—ইহজীবনে অমৃত (২৪৯)—ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানে অশোক (২৫৩)—ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞানে অভয় (২৫৫)—প্রকারান্তরে অভয় (২৫৮)—ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র বেদলভ্য (২৫৯)—ঋচীসম (২৬২)—সর্বভবন (২৬৪)—সর্বাতীতভবন (২৭৬)—ব্রহ্মসাম্যভবন (২৭৯)—ব্যক্তিত্বলোপ (২৮০)—স্বরূপপ্রাপ্তি (২৮২) —সর্বব্যাপিত্বলাভ (২৮৫)—জীবন্মুক্তের ব্যবহার (২৮৭)।

৬। মুক্তির সাধন (২৮৮)—

অভেদোপাসনা (২৯১)—সর্বভবনসাধন (২৯৮)—সর্বমেধ বা প্রপঞ্চবিলয় (৩০৬)—ভেদোপাসনার নিন্দা (৩১২)—মুক্তির আসন (৩১৩)—মুক্তি দুর্লভ (৩১৩)—কর্মের নিকৃষ্টতা (৩১৬)।

৭। একায়নবাদ বা একত্ববাদ (৩২২)—

জগৎ ব্রহ্মের শরীর (৩৩১)

৮। অদ্বৈতবাদ (৩৪৬)—

একায়ন ধর্ম অদ্বৈতমূলক (৩৫০)—একায়ন শ্রুতি অদ্বৈতপরক (৩৫৬) —বৈদিক একায়নবাদ মায়াবাদই (৩৫৯)—ইন্দ্র মায়ী (৩৬২)—কায়ব্যূহ (৩৬৩)—অপর দেবতার মায়া (৩৬৫)—বরুণ মায়ী (৩৬৬) —অশ্বিনীদ্বয়ও মায়াবান্ (৩৬৭)—অসুরদানবাদি মায়ী (৩৬৮)—মানুষের মায়া (৩৭০)—অচেতন বস্তুর মায়া (৩৭১)—যজ্ঞের মায়া (৩৭২)—

দেবী ও অদেবী মায়া (৩৭২)—আসুরী মায়া (৩৭৪)—অহিমায় (৩৭৬) —সু ও কু মায়া (৩৭৭)—মায়া, মায়াবান্ ও মায়াকর্ম (৩৭৮)—জগৎ মায়া (৩৭৯)—মায়ার স্বরূপ—মায়া কোন্ প্রজ্ঞা (৩৮৫)—মায়া তত্ত্বজ্ঞান (৩৮৬) —সৃষ্টিকারিণী মায়া কাম (৩৮৯)—মায়া শক্তিবিশেষ (৩৯১)—মায়া অনাদি (৩৯৩)—ইন্দ্র অশক্ত (৩৯৭)—ইন্দ্রের যুদ্ধাদি কল্পিত (৩৯৮)— ইন্দ্রের রূপ কল্পিত (৩৯৯)—বৃহস্পতির মতে মায়া (৪০১)—সৃষ্টিকারী মায়া কিংবিধ (৪০২)—ইন্দ্র মায়াতীত (৪০৫)—বিবর্তবাদ (৪০৫)— অবিদ্যাবাদ ও অধ্যাসবাদ (৪০৮)—জগন্মিথ্যাবাদ (৪১২)—প্রত্যক্ষ সত্য নহে (৪২০)—জগৎ স্বপ্নবৎ (৪২৬)—অদ্বৈতপ্রশংসা ও দ্বৈতনিন্দা (৪২৯) —জগতের আপেক্ষিক সত্যতা (৪৩০)।

৯। জীবস্বরূপ (৪৩৩)—

জন্মান্তরবাদ (৪৩৩)—জীব নিত্য, জন্মমৃত্যু ঔপাধিক (৪৩৭)—অপর ক্রিয়াদিও শরীর সম্পর্ক জনিত (৪৩৮)—দেহ সম্পর্ক অবাস্তব (৪৩৯)— জীবব্রহ্মবাদ (৪৪০)—উপাধিবাদ (৪৪৯)—একজীববাদ (৪৫৭)—বিভু- জীববাদ (৪৬১)—পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড (৪৬২)—উপাধি ব্রহ্মই (৪৬৬)।

১০। পরব্রহ্ম (৪৬৯)—

সর্বাত্মক ব্রহ্ম জন্মবান্ (৪৬৯)—প্রজাপতি কি সংসারী? (৪৭৪)— পরমবস্তু অজ্ঞ (৪৭৬)—পরব্রহ্ম (৪৭৭)—দ্বিবিধ ব্রহ্ম (৪৮৩)—রহস্য (৪৮৯) —সত্যের সত্য (৪৯৬)—জগৎ ব্রহ্মে নাই (৪৯৯)—ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান (৫০০)।

১১। অদ্বৈতবাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি (৫০৯)—

পুরুষ সূক্তের অর্থ (৫২৩)—নাসদীয় সূক্ত (৫৩০)—ঐ তাৎপর্য্য (৫৩০) মধুবিদ্যা (৫৩২)—পতঙ্গ সূক্ত বা মায়াসূক্ত (৫৩৬)—ব্রহ্মণস্পতি (৫৪০)— —উপাস্য ও উপাসকের ঐকাত্ম্যবাদ (৫৪১)—ব্রাত্যস্তোম (৫৪৩)— বৈদিকসাধনে অদ্বৈতপ্রভাব (৫৪৬)—ঋগ্‌বিধান (৫৫০)।

প্রথম অধ্যায়

জগদ্ব্রহ্মবাদ

বেদের বহু মন্ত্রে বহু প্রকারে বিবৃত হইয়াছে যে, জগৎ ব্রহ্মই। যথা, সুপ্রসিদ্ধ 'পুরুষসূক্তে' নারায়ণ ঋষি প্রত্যক্ষভাবে বলিয়াছেন,—

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।"

'এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্ত এবং যাহা ছিল ও যাহা হইবে—তৎসমস্তও পুরুষই।' অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই ত্রিকালাবচ্ছিন্ন সমস্ত বস্তু পুরুষই। এই মন্ত্র বেদের চারও সংহিতায় আছে।[১] কোথাও কোথাও আছে,—

"সর্বো বৈ পুরুষঃ"[২]

'সমস্ত পুরুষই।' 'মুণ্ডকোপনিষদে' আছে,—

"পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।"[৩]

'এই সমস্ত জগৎ, কর্ম এবং তপ পুরুষই। সমস্তই পরম অমৃত ব্রহ্মই।'

গৌতম ঋষি বলেন, সমস্ত অদিতিই।

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষ-
মদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥"

'দ্যৌ অদিতি এবং অন্তরিক্ষ অদিতি। অদিতিই মাতা, পিতা এবং পুত্র। সমস্ত দেবতা অদিতিই। পঞ্চজনও[৪] অদিতি। যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা

১। ঋক্‌সং, ১০।৯০।২; বাজসং (মাধ্য), ৩১।২; কাথসং, ৪।৫।১।২; সামসং, পূ, ৬।১৩।৫; অথসং, ১৯।৬।৪; তৈত্তিআ, ৩।১২।২; শ্বেতাউ, ৩।১৫

২। কাঠসং, ৮।১২; কপিসং, ৭।৭; ৮।১২

৩। মুণ্ডকউ, ২।১।১০; আরও দেখ,—"বিশ্বমেবেদং পুরুষং"—['তৈত্তিআ, ১০।১১।২ (নারাউ)]

৪। পঞ্চজন কে কে তৎসম্বন্ধে মতান্তর পরিদৃষ্ট হয়। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৩।৩১) আছে, দেবগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্বাপ্সরগণ, সর্পগণ ও পিতৃগণ—এই পঞ্চজন। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে'র (১।৪১।৭) মত, আদিত্যস্থ পুরুষ, চন্দ্রস্থ পুরুষ, বিদ্যুৎস্থ পুরুষ, জলস্থ পুরুষ এবং চক্ষুস্থ পুরুষ—এই পঞ্চজন। এই প্রকার পঞ্চ পুরুষের উল্লেখ অপর উপনিষদেও আছে। যথা, বৃহউ, ২।১।২;

(অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ) অদিতি এবং যাহা উৎপত্তির মূলস্বরূপ (অর্থাৎ জগতের কারণ) তাহাও অদিতিই।' এই অদিতিমন্ত্রও একাধিক সংহিতায় পাওয়া যায়।[১] ব্রাহ্মণগ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, উহাতে সমস্ত জগতের অদিতিত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।[২]

কোথাও কোথাও বিবৃত হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎ অগ্নিই। যথা, বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন,—

"ত্বমগ্নে গৃহপতিস্ত্বং হোতা নো অধ্বরে :
ত্বং পোতা বিশ্ববার প্রচেতা যক্ষি বেষি চ বার্য্যম্॥"[৩]

'হে বিশ্ববরেণ্য অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে তুমিই গৃহপতি, তুমিই হোতা, তুমিই পোতা এবং প্রচেতা। তুমি বরণীয় হবি যজন কর এবং কামনা কর বা ভক্ষণ কর।' গৃৎসমদ ঋষিও অগ্নিকে সেই প্রকার বলিয়াছেন,—

"ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে।"[৪]

'আমাদের যজ্ঞে তুমিই অধ্বর্যু, তুমিই ব্রহ্মা এবং তুমিই গৃহপতি।' তিনি আরও বলিয়াছেন, সমস্ত দেবতাও অগ্নিই।[৫] সুতরাং, তাঁহার উক্তিমতে, উপাস্য এবং উপাসক উভয়েই অগ্নি। পরাশর ঋষি প্রত্যক্ষত বলিয়াছেন,—

"যমো হ জাতো যমো জনিত্বং"[৬]

ছান্দোউ, ৪।১১ ; কৌষীব্রাউ, ৪।২ : আচার্য যাস্ক লিখিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও মতে, দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ ও রাক্ষসগণ—এই পঞ্চজন ; আচার্য ঔপমন্যবের মতে, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং পঞ্চম বর্ণ নিষাদ—এই পঞ্চজন। ('নিরুক্ত', ৩।৮)। যাহা হউক, উহা দ্বারা জীবমাত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'বৃহদ্দেবতা', ৭।৬৮-৭২ দেখ। তথায় উল্লিখিত হইয়াছে (৭।৭১-১) যে, আত্মবাদিগণের মতে, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্ ও প্রাণ—এই পঞ্চজন।

১। ঋক্‌সং, ১।৮৯।১০ ; বাজসং (মাধ্য), ২৫।২৩ ; কাঠসং, ৩৭।১১।১৭ ; অথসং, ৭।৬।১ ; মৈত্রাসং, ৪।১৪।৪

২। যথা, 'শাঙ্খায়নারণ্যকে' (৭।১৬) আছে,—

"তদেতদেকমেব সর্বমভ্যাপ্তং মাতা চ হোবেদং পিতা চ প্রজা চ সর্বং সৈষাঽদিতিঃ সংহিতাঽদিতির্হীদং সর্বং যদিদং কিঞ্চিদ্বিশ্বকৃতং তদেতদৃচাঽভ্যুদিতমদিতিদ্যৌঃ" ইত্যাদি।

আরও দেখ—[ঐতব্রা, ৩।৩১ ; ঐতআ, ৫।১।৬ ; তৈত্তিআ, ১।১৩।৬ ; জৈমিউব্রা, ১।৪১।৪ ; 'নিরুক্ত', ৪।২৩ ; 'বৃহদ্দেবতা', ৫।১২৩।২ ; 'নিরুক্তে' (১।১৫) কৌৎস নামক জনৈক পূর্বাচার্যের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে অদিতিমন্ত্রের তাৎপর্য "অদিতিঃ সর্বমিতি"]

৩। ঋক্‌সং, ৭।১৬।৫ ; সামসং, পূ, ১।৬।৭

৪। ঋক্‌সং, ২।১।২

৫। পরে ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

৬। ঋক্‌সং, ১।৬৬।৮

'জাত (অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তু) যমই এবং জনিত্বও (বা উৎপৎস্যমান বস্তু) যমই। অর্থাৎ কার্য ও কারণ্ উভয়ই যম। আচার্য যাস্ক প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই মন্ত্রোক্ত 'যম' অগ্নিই।[১] অগ্নির 'যম' নাম অন্যত্রও পাওয়া যায়।[২]

ইন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে বলেন যে, সমস্ত কিছু প্রাণই।

"প্রাণো বা অহমস্ম্যৃষে প্রাণস্ত্বং প্রাণঃ সর্বাণি ভূতানি প্রাণো
হ্যেষ য এষ তপতি।"[৩]

'হে ঋষি! আমি প্রাণই; তুমিও প্রাণই; এবং সমস্ত ভূতবর্গ প্রাণই। এই যিনি তাপ দিতেছেন (সূর্য), তিনিও প্রাণই।' 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'ও আছে,—

"প্রাণো বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিং চ"[৪]

'এই যাহা কিছু আছে, এই সমস্ত ভূত প্রাণই।' মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিয়াছেন, 'ইনি (প্রাণ) অগ্নি হইয়া তাপ দেন, ইনি সূর্য, ইনি পর্জন্য, ইনি মঘবান্, ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনিই প্রকাশ-স্বভাব রয়ি। যাহা সৎ, অসৎ, বা অমৃত (তাহাও ইনিই)। যেমন রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ অবস্থিত, তেমন ঋক্, যজুঃ, সাম, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—(এক কথায়) সমস্তই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। (হে প্রাণ!) তুমিই প্রজাপতি, তুমিই গর্ভে প্রবেশ কর এবং তুমিই অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। ...তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বহ্নিস্বরূপ, পিতৃগণের স্বধা এবং অথর্বাঙ্গিরস ঋষিগণের সত্য চরিত। হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র, তুমি তেজে রুদ্র এবং তুমি (জগতের) পরিরক্ষক। তুমি সূর্যরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ কর এবং তুমি জ্যোতিষ্কদিগের পতি।'[৫] 'অথর্ববেদে' আছে,—

"প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব উপাসতে।
প্রাণো হ সূর্য্যশ্চন্দ্রমাঃ প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥"[৬]

'প্রাণই বিরাট্ (পুরুষ)। প্রাণই প্রেরকদেবতা। প্রাণকেই সকলে উপাসনা করে। সূর্য ও চন্দ্রমা প্রাণই। প্রাণকেই প্রজাপতি বলা হয়।' তথায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু এবং জ্বরাদিরোগ প্রাণই;[৭] মাতরিশ্বা বা বায়ুও প্রাণই।[৮] সুতরাং তাৎপর্যত সমস্ত জগৎ প্রাণই।

১। 'নিরুক্ত', ১০।২০

২। যথা,—তৈত্তিসং, ৪।৬।৭।১; ঈশউ, ১৭-৮ (একটা শ্রুতিও আছে, "অগ্নির্বাব যমঃ")

৩। ঐতআ. ২।২।৩ ৪। ছান্দোউ, ৩।১৫।৪ ৫। প্রশ্নউ, ২।৫-৯

৬। অথসং, ১১।৬।১২ ৭। অথসং, ১১।৬।১১ ৮। অথসং, ১১।৬।১৫

কোথাও আছে, এই জগৎ প্রজাপতিই। যথা,—

"সর্বং বা ইদং প্রজাপতির্যদিমে লোকা যদিদং কিং চ।"[১]

'এই লোকসমূহ এবং এই যাহা কিছু—সমস্তই প্রজাপতি।'

"সর্বং বৈ প্রজাপতির্বিশ্বজিৎ"[২]

'সমস্ত (জগৎ) নিশ্চয় বিশ্বজিৎ প্রজাপতিই।'[৩]

আবার কোথাও আছে, এই জগৎ রুদ্রই। 'শতরুদ্রীয়ে' সর্বরূপে রুদ্রকে বরণ করা হইয়াছে।[৪] কেননা, সব তিনিই। "বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ।"[৫]

"সর্বো বৈ রুদ্রঃ....পুরুষো বৈ রুদ্রঃ। সন্মহো...বিশ্বং ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানং চ যৎ সর্বো হ্যেষ রুদ্রঃ... ।"[৬]

'সমস্তই রুদ্র...পুরুষ রুদ্রই। উহা সংস্বরূপ এবং মহান্...সমস্ত ভূত এবং লোকসমূহ—যে সকল বহু বিচিত্র প্রকারে জাত এবং জায়মান, তৎসমস্ত এই রুদ্রই।' শ্রুতিমূলে মহর্ষি বোধায়ন সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—

"রুদ্রো হ্যেবৈতৎ সর্বম্"[৭]

'এই সমস্ত নিশ্চয়ই রুদ্র।'

১। শতব্রা (মাধ্য), ৫।১।৩।১১ ২। কৌষীব্রা, ২৫।১২

৩। জগতের প্রজাপতিত্বখ্যাপক বচন ব্রাহ্মণগ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়। যথা,—

"সর্বঃ হি প্রজাপতিঃ"—[শতব্রা (কাণ্ব), ৫।৭।৪।৫]

"সর্বঃ বৈ প্রজাপতিঃ"—[শতব্রা (মাধ্য), ১।৩।৫।১০ ; ৪।৫।৭।২]

"উভয়ং বা এতৎ প্রজাপতির্নিরুক্তশ্চানিরুক্তশ্চ পরিমিতশ্চাপরিমিতশ্চ"

—[শতব্রা (মাধ্য), ৭।২।৪।৩০]

"তস্মাদিদং সর্বং শিথিলমিবাধ্রুবমিবাভবৎ প্রজাপতির্বাব তৎ।"—(তৈত্তিআ, ১।২৩।৮)

"প্রজাপতির্দশহোতা। স ইদং সর্বম্।"—(তৈত্তিআ, ৩।৭।৪)

"ইমে চ বৈ লোকা দিশশ্চ প্রজাপতিঃ"—[শতব্রা (মাধ্য) ৬।৩।১।১১] ইত্যাদি।

৪। বাজসং (মাধ্য), ১৬।২৪-৪৬ সভা ও সভাপতি, অশ্ব ও অশ্বপতি, অব্যাধিনী ও বিবিধ্যন্তী, উগণা ও তৃংহতী, গণ ও গণপতি, ব্রাত ও ব্রাতপতি, গৃৎস ও গৃৎসপতি, বিরূপ ও বিশ্বরূপ, সেনা ও সেনানী, রথী ও অরথী, ক্ষত্তৃ ও সংগ্রহীতৃ, মহৎ ও অল্প, তক্ষা, রথকার, কুলাল, কর্মার, নিষাদ, পুঞ্জিষ্ঠ, শ্বন্ (বা শ্বগণি), ও মৃগয়ু, শ্ব ও শ্বপতি, ইত্যাদি রূপে রুদ্রের হোম করা হইয়াছে।

৫। বাজসং (মাধ্য), ১৬।২৫ ৬। তৈত্তিআ, ১০।১৬।১

৭। 'বোধায়ন সূত্র'।

কোথাও আছে,—

"সর্বং বৈ বিশ্বে দেবাঃ"[১]

"সর্বমিদং বিশ্বে দেবাঃ"[২]

'এই সমস্তই বিশ্বদেব।'

কোন কোন শ্রুতিবচন অনুসারে, সমস্ত জগৎ আত্মাই। যথা—

"সর্বং বা ইদমাত্মা জগৎ"[৩]

'এই সমস্ত জগৎ আত্মাই।'

"আত্মা বৈ প্রজাপতিঃ সর্বমু বা আত্মা সর্বমু বৈ বিশ্বে দেবাঃ।"[৪]

'প্রজাপতি আত্মাই; সমস্ত দেবতা আত্মাই; এবং সমস্ত (জগৎ)ও আত্মা।' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন,—

"ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা।"[৫] 'এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয় (এবং অপর বর্ণসমূহ), এই লোকসমূহ, এই দেবতাসমূহ এবং এই ভূতসমূহ—(এ সংক্ষেপে) এই সমস্তই আত্মাই।'

এইরূপে দেখা যায়, বেদে জগৎপ্রপঞ্চকে কখন পুরুষ, কখন অদিতি, কখন অগ্নি, প্রাণ, প্রজাপতি, রুদ্র বা আত্মা বলা হইয়াছে। এখন বিচার্য, ঐ সকল পুরুষাদি সংজ্ঞা কি একই ভাবের না ভিন্ন ভিন্ন ভাবের দ্যোতক। তত্ত্বদৃষ্টিতে উহারা অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুবাচক হইতে পারে না। কেননা, একই জগৎ অনেক বস্তু হইতে পারে না।

বেদের 'পুরুষসূক্ত' হইতেই জানা যায় যে, পুরুষ অমৃতের স্বামী—তিনি অমৃত-স্বরূপ। তথাপি প্রাণীদিগের কর্মফলভোগের নিমিত্ত জগদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৬] যজ্ঞ ঋষি বলিয়াছেন, পুরুষ জগৎ সৃষ্টি ও সংহার করেন।[৭] সুতরাং পুরুষ বিশ্বস্রষ্টা নিজেই।[৮] অপর শ্রুতি হইতে জানা যায়, পুরুষ পরম

১। শতব্রা (মাধ্য), ৩।৯।১।১৩ ২। শতব্রা (মাধ্য), ৩।৯।১।১৪

৩। শতব্রা (মাধ্য), ৪।৫।৯।৮ ৪। শতব্রা (কাণ্ব), ৫।৬।৬।৭

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৪।৬; বৃহউ, ২।৪।৬

৬। ঋক্‌সং, ১০।৯০।২.৫; (১ম পৃষ্ঠা দেখ) ৭। ঋক্‌সং, ১০।১৩০।২

৮। "যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে॥"—('মনুস্মৃতি', ১।১১)

তত্ত্ব, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।[১] ব্রাহ্মণগ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রজাপতিই।[২] কোথাও আছে পুরুষ আত্মা বা ব্রহ্মই।[৩] স্রষ্টার 'পুরুষ' সংজ্ঞার নিরুক্তিও শ্রুতিতে পাওয়া যায়। কোথাও আছে—জীবের শরীরসমূহই পুর ;[৪] উহাদের সৃষ্টি করত ব্রহ্ম জীবরূপে উহাদিগেতে, বিশেষতঃ উহাদের অভ্যন্তরেই হৃদয়পুরসমূহে প্রবেশ করত শয়ন করিয়া আছেন ; সেই হেতু তাঁহাকে 'পুরুষ' বলা হয়।[৫] কোথাও আছে—লোকসমূহই পুর ; উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, উহাদিগকে পূর্ণ করিয়া শয়ন করিয়া আছেন বলিয়াই স্রষ্টাকে 'পুরুষ' বলা হয়।[৬] 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে, যেহেতু তিনি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, সেই হেতু তাঁহাকে 'পুরুষ' নামে অভিহিত করা হয়। তথায় বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, 'পুরুষসূক্তে'র সহস্রশীর্ষাদি পুরুষ তিনিই।[৭] আচার্য যাস্ক লিখিয়াছেন,[৮] বিষয়োপলব্ধ্যর্থ (শরীর বা বুদ্ধি রূপ) পুরে অবস্থান করেন বলিয়া, অথবা তদ্দ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণ বলিয়া,

---

১। "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।"—(কঠউ, ১৩।১১.১) ; (অথসং, ১০।২।২৮,৩০)

২। "স বৈ পুরুষঃ প্রজাপতিঃ পূর্বাহস্ত সর্বস্ত"—(কৌষীব্রা, ২৩।৪) ; আরও দেখ—[শতব্রা (মাধ্য), ১১।১।৬।১]

৩। বৃহউ, ১।৪।১.১১ ; ছান্দোউ, ১।৭।৫ ৪। ঋক্‌সং, ১০।৯০।৫

৫। "পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ॥

ইতি। স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্।"—[শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১৮ ; বৃহউ, ২।৫।১৮ ; 'অথর্ববেদের ১০।২।২৮-৩০ মন্ত্র দৃষ্টেও প্রতীতি হয় যে, মনুষ্যশরীরই পুর।'] আরও দেখ—

"স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে।"—('প্রশ্নউ, ৫।৫) ; (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৭।১৪।৩৭ দ্রষ্টব্য।

৬। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৬।২।১ ৭। তৈত্তিআ, ১।২৩ ; কৌষীব্রা, ২৩।৪

৮। "পুরুষঃ পুরিষাদঃ পুরিশয়ঃ পূরয়তের্বা পূরয়ত্যন্তরপুরুষমভিপ্রেত্য।
'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।' শ্বেতাউ, ৩।৯

ইত্যপি নিগমো ভবতি।" ('নিরুক্ত', ২।৩) দুর্গাচার্য টীকা করিয়াছেন, "পুরুষঃ পুরিষাদঃ।

স্রষ্টাকে 'পুরুষ' বলা হয়। শেষোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি একটা বেদমন্ত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সকল ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, 'পুরুষ' সংজ্ঞা স্থিতিভাবের জ্ঞাপক।[১]

'অদিতি' শব্দ বেদে অনেকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইখানে উহাদের সকলের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন, অদিতি দক্ষের দুহিতা; তাঁহা হইতে দেবতাগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। সাত পুত্র সহ অদিতি দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অষ্টম পুত্র মার্তণ্ডকে তিনি দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টির প্রথমে, সাত পুত্র সহ অদিতি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। পুনঃ উহাদের মৃত্যুর জন্য মার্তণ্ডকে ধারণ করিয়াছেন।"[৩] এইরূপে দেখা যায়, অদিতি প্রজার সৃষ্টি ও সংহার করেন। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র (৬।৫।৬) মতে, অদিতির অষ্ট পুত্র অষ্ট আদিত্য। অপর শ্রুতি হইতে জানা যায় যে,[৪] মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ (বা মার্তণ্ড)—ইঁহারাই অষ্ট আদিত্য। অদিতির পুত্র আদিত্য, তাহা সত্যই। পরন্তু আদিত্য মিত্রাদি অষ্টকমাত্র নহে;[৫] উহারা সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপলক্ষণ-মাত্র। তাই কোন কোন শ্রুতিতে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অদিতি

পুঃ শরীরং বুদ্ধির্বা তয়োরসৌ বিষয়োপলব্ধ্যর্থং সীদতীতি পুরিষাদঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি। উদ্ধৃত শ্রুতি, 'কিঞ্চিৎ' স্থলে 'কশ্চিৎ' পাঠান্তর 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' [১০।১০।২০ (নারাউ)] এবং 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' (৩।৯) পাওয়া যায়।

১। 'পুরুষ' সংজ্ঞার ঐ সকল নিরুক্তি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম উপাধিসম্পর্কে জীব হইয়াছেন। 'শতপথ-ব্রাহ্মণে' (মাধ্য. ১৪।৫।৫।১৮ ; (কাণ্ব বা) বৃহউ, ১।৪।১) উহার আর একটি নিরুক্তি পাওয়া যায়। "স যৎ পূর্বোঽস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মান ঔষৎ, তস্মাৎ পুরুষঃ।" তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্তমান কল্পের স্রষ্টা পূর্বকল্পের সিদ্ধ জীববিশেষ।

২। ঋক্‌সং, ১০।৭২।৫ ; তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, দক্ষের জন্মও অদিতি হইতে।

"অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদদিতিঃ পরি॥" (ঋক্‌সং, ১০।৭২।৪)

৩। ঋক্‌সং, ১০।৭২।৮-৯ ; তৈত্তিআ, ১।১৩।৭-৮ প্রথম মন্ত্রের উল্লেখ অন্যত্রও আছে; যথা— (মৈত্রাসং, ৪।৬।৯ ; তাণ্ড্যব্রা, ৪।৬।৯ ; ২৪।১২।৬)

৪। মৈত্রাসং ১।৬।১২ ; তাণ্ড্যব্রা, ২৪।১২।৪ ; তৈত্তিব্রা, ১।১।৯।১ ; তৈত্তিআ, ১।১৩।৯

৫। সাংখ্যবেদান্তের সঙ্গে সমন্বয় করিতে বলা যাইতে পারে যে, অদিতি অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি; আর উঁহার আট পুত্র—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রা এবং কাল। সাংখ্যশাস্ত্রে কালকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে গণনা করা হয় না। পরন্তু 'মহাভারতা'দিতে বিবৃত সাংখ্যবেদান্তে উহার পৃথক্ গণনা আছে। মহদাদি সপ্ত পুত্রকে লইয়া অদিতি জগৎ সৃষ্টি করেন এবং কাল সংহার করেন।

সর্বভূতের মাতা,[১] সুতরাং এই সমস্ত প্রজাই আদিত্য।[২] সুতরাং অদিতি জগৎস্রষ্টা বা প্রজাপতিই। 'শতপথব্রাহ্মণে' তাহা স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে। তাঁহার 'অদিতি' নামের নিরুক্তিও তথায় প্রদত্ত হইয়াছে। 'তিনি যাহা সৃষ্টি করিলেন, তৎসমস্তই ভক্ষণ করিতে মনস্থ করিলেন। যেহেতু তিনি সমস্তই অদন (=ভক্ষণ) করেন (সর্বং অত্তীতি) সেই হেতুই তিনি 'অদিতি' নামে অভিহিত হন।'[৩] সেই হেতু তথায় তাঁহাকে বিশেষভাবে অশনায়া রূপ মৃত্যু বলা হইয়াছে।[৪] আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন, বেদের 'অদিতিমন্ত্রে'র অদিতি তিনিই।[৫] আচার্য যাস্ক মনে করেন যে, ঐ অদিতি "অদীনা দেবমাতা।"[৬] আচার্য শৌনক বলেন, উনি জগদীশ্বর ইন্দ্রই। ইন্দ্রের 'অদিতি' নামের ব্যুৎপত্তিও তিনি দিয়াছেন। যথা—"যিনি (সমস্ত জগৎকে) আবৃত করিয়া মধ্যে অবস্থিত আছেন, (তিনি) কাহারও (বা কোথাও) হইতে দীন নহেন বলিয়া' রাহুগণ গোতম ঋষি তাঁহাকে 'অদিতি' বলিয়াছেন।"[৭] 'কঠোপনিষদে' আছে, "অদিতি সর্বদেবতাময়ী। উঁহা প্রাণ (বা হিরণ্যগর্ভ) রূপে পরব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। তিনি সমস্ত ভূতবর্গসমন্বিত হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত আছেন। উঁহা নিশ্চয়ই তাহা (সেই ব্রহ্ম)।"[৯] ইহা হইতে জানা যায়, পুরুষ ও

১। "অদিতির্দেবা গন্ধর্বা মনুষ্যাঃ পিতরোঽসুরাস্তেষাং সর্বভূতানাং মাতা মেদিনী মহতা মহী সাবিত্রী গায়ত্রী জগত্যুর্বী পৃথ্বী বহুলা বিশ্বা ভূতা কতমা কা যা সা সত্যেত্যমৃতেতি বশিষ্ঠঃ" —[তৈত্তিআ, ১০।২১ (নারাই')]

"অদিতেঃ পুত্রা ভুবনানি বিশ্বা"—(অথসং. ১৩।২।৯)

২। "আদিত্যা বা ইমা প্রজাঃ"—(মৈত্রাসং, ২।২।১; ৩।৭।১)

"সর্বাঃ বা আদিত্যাঃ"—[শতব্রা (মাধ্য), ৫।৫।২।১০]

আরও দেখ—কাঠসং, ১১।৬; মৈত্রাসং, ২।২।২; তাণ্ডব্রা, ১৮।৮।১০ অদিতির অষ্ট পুত্র-বিষয়ক ঋক্‌মন্ত্রের (১০।৭২।৮) উল্লেখ করত 'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় (৪।৬।৯) বলা হইয়াছে যে, "প্রজা আদিত্যাঃ...পশব আদিত্যাঃ।" একটা প্রার্থনাও আছে,—

"স্বাদিত্যা অদিতয়ে স্যামানেনস ইতি"—[শতব্রা (মাধ্য), ১।৫।১।২৭]

'(আমরা) সুপ্রীত আদিত্য। অদিতির জন্য নিষ্পাপ হইব।'

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৬।৫।৫; বৃহউ, ১।২।৫

৪। বৃহউ, ১।২।১

৫। বৃহউ' ১।২।৫ শঙ্কর-ভাষ্য

৬। 'নিরুক্ত', ৪।৪

৭। "স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।"

৮। 'বৃহদ্দেবতা', ২।৪৭

৯। কঠউ, ২।১।৭

অদিতি অভিন্ন। তবে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'শতপথব্রাহ্মণে'র ব্যাখ্যামতে, 'অদিতি' নাম জগৎপ্রপঞ্চের প্রলয়ভাবাত্মক। পরন্তু বেদের কোথাও কোথাও অদিতিকে জগতের ধারক ও ঈশান বলা হইয়াছে। যথা,—"জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎ-ক্ষিতিং স্বর্বতীম্" (অর্থাৎ অদিতি জ্যোতিষ্মতী, পৃথিবীর ধারক এবং দ্যুলোকবতী)।[১]

"বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা
অস্যেশানো জগতো বিষ্ণুপত্নী।
বিশ্বব্যচাঃ ইষয়ন্তী সুভূতিঃ
শিবা নো অস্তু অদিতিরুপস্থে॥"[২]

'দ্যুলোকের বিষ্টম্ভক, পৃথিবীর ধারক, এই জগতের ঈশান, সর্বব্যাপী, এবং সুভূতি বিষ্ণুপত্নী অদিতি, বীর্যপ্রদান করত, তাঁহার উপস্থে (স্থিত) আমাদের প্রতি মঙ্গলময় হউন।' যেমন এই বচনে, তেমন অপর কোন কোন শ্রুতি-বচনেও অদিতিকে 'বিষ্ণুপত্নী' বলা হইয়াছে।[৩] কোথাও উহাকে 'ঋতের পত্নী' বলা হইয়াছে।[৪] বেদে 'বিষ্ণু' এবং 'ঋত' উভয়শব্দ 'যজ্ঞ' অর্থেও বহু ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ অর্থে 'বিষ্ণুপত্নী' ও 'ঋতপত্নী' শব্দ একার্থকই 'যজ্ঞের পালয়িত্রী' (পত্নী=পালয়িত্রী)।

"অদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী"[৫]

১। ঋক্‌সং, ১।১৩৬।৩

অন্যত্র (ঋক্‌সং, ১০।১৩২।২) অদিতির পুত্র, মিত্র এবং বরুণকে "ধারয়ৎ-ক্ষিতি" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

২। তৈত্তিসং, ৪।৪।১২।৫ ; মৈত্রাসং, ৩।১৬।৪ ('ধরুণঃ' ও 'বিশ্বব্যচা' স্থলে 'ধরুণা' ও ব্যচস্বতী' পাঠান্তরে) ঋক্‌সং, ৯।৮৯।৬

৩। যথা—বাজসং (মাধ্য), ২৯।৬০ ; তৈত্তিসং, ৪।৪।১২।৫ ; ৭।৫।১৪।১ ; শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র, ৯।২৭।১ ; তৈত্তিসং ১।৫।১১।৫ ; কাঠসং, ৩০।৪, ৫ ; কপিসং, ৪৬।৭ ; তৈত্তিব্রা, ৩।১।৩।৩

৪। "মহীমূষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হুবেম।
তুবিক্ষত্রামজরন্তীমুরূচীং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্॥"
—[বাজসং (মাধ্য), ২১।৫ ; অথসং, ৭।৬।২ ; মৈত্রাসং, ৪।১০।১]

'সুব্রতদিগের মাতা (=মাতৃবৎ স্নেহশীলা), ঋতের পালয়িত্রী, তুবিক্ষত্রা (অর্থাৎ বহু ক্ষত হইতে ত্রাণশীলা), জরারহিতা, বহুব্যাপী, সুকল্যাণাশ্রয়া এবং সুপ্রণীতি (অর্থাৎ যাহার প্রণীতি বা ভজন শোভন) মহতী অদিতিকে আমাদের রক্ষার্থ আহ্বান করিতেছি।'

৫। মৈত্রাসং, ২।৮।১৪

বশিষ্ঠ ঋষি অগ্নিকে 'অদিতি' ও 'অপের গর্ভ' বলিয়াছেন।[১] গৃৎসমদ ঋষি এবং বামদেব ঋষিও অগ্নিকে 'অদিতি' বলিয়াছেন।[২] 'ঋগ্বেদে'র ১।৯৪।১৫ এবং ১।১৫২।৬ মন্ত্রেও নাকি অদিতি অগ্নিই।[৩] অন্যত্র আছে, "অগ্নি....বৈশ্বানর (বা বিশ্বনরাত্মক বিরাট পুরুষ), বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বশম্ভূ;"[৪] অগ্নি 'বিশ্বের কেতু এবং ভুবনের গর্ভ।'[৫] মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় আছে অগ্নি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।[৬] 'কঠোপনিষদে' স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি ব্রহ্মই। "গর্ভিণী স্ত্রীগণদ্বারা উত্তমরূপে পোষিত গর্ভের ন্যায় জাতবেদা (অগ্নি) অরণীদ্বয়ে নিহিত। প্রমাদরহিত এবং হোমসামগ্রীযুক্ত পুরুষ দ্বারা উহা প্রতিদিন পূজার যোগ্য। উহা নিশ্চয়ই তাহা (সেই ব্রহ্ম)।"[৭] উহাকে 'জগতের কারণ'[৮] এবং 'প্রতিষ্ঠা'[৯] বলা হইয়াছে। উহাকে আত্মা-স্বরূপে উপলব্ধি করার কথাও আছে।[১০] তাই আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, বেদের অগ্নিকেও অদিতি বলা হয় এবং অগ্নি পরমাত্মাই।[১১] পরে প্রদর্শিত হইবে যে, অগ্নি ও রুদ্র অভিন্ন; রুদ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা।

১। ঋক্‌সং, ৭।৯।৩ ২। ঋক্‌সং, ২।১।১১; ৪।১।২০

৩। 'বৃহদ্দেবতা', ৪।১৮ দেখ।

৪। অথর্বসং, ৬।৪৭।১; মৈত্রাসং, ১।৩।৩৬; তৈত্তিসং, ৩।১।৯।১

'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য, ১।২।৬।১৭) আছে, ভুবপতি, ভুবনপতি এবং ভূতপতি—এই নামত্রয় অগ্নিরই।

৫। ঋক্‌সং, ১০।৪৫।৬

৬। "'বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে কবিরি'তি বিশ্বা হি রূপাণ্যগ্নিঃ 'প্রাসাবীদ্ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদা' ইত্যাহ প্রসূতা এব 'বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যো' ইতি সবিতৃপ্রসূত এবাগ্নিং বিভর্তি 'অনু প্রয়াণমুষসো বিরাজতী'তি।'—(মৈত্রাসং, ৩।২।১)

এই বচনে উদ্ধৃত মন্ত্র বহুত্র পাওয়া যায়। যথা—মৈত্রাসং, ২।৭।৮ ('চতুষ্পদা' স্থলে 'চতুষ্পদে' পাঠান্তরে); ঋক্‌সং, ৫।৮১।২; কাঠসং, ১০।১২; ১৬।৮; কপিসং, ৩২।১; তৈত্তিসং, ৪।১।১০।৪; বাজসং (মাধ্য), ১২।৩; 'নিরুক্ত', ১২।১৩

৭। কঠউ', ২।১।৮ "এতদ্বৈ তৎ" অংশ ব্যতীত এই মন্ত্র অন্যত্রও আছে। যথা—ঋক্‌সং, ৩।২৯।২; সামসং, পূ, ১।৮।৭

৮। 'লোকাদিমগ্নিং'—(কঠউ, ১।১।১৫।১) ৯। ঐ, ১।১।১৪।১

১০। ঐ, ১।১।১৭।২ ১১। "অগ্নিরপ্যদিতিরুচ্যতে।" ('নিরুক্ত', ১১।২১)

"ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানং একমাত্মানং বহুধা মেধাবিনো বদন্তি। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিং দিব্যং চ গরুত্মন্তং দিব্যো দিবিজো গরুত্মান্ গরণবান্ গুর্বাত্মা মহাত্মেতি বা।"—('নিরুক্ত', ৭।১৮)

'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ১২১তম সূক্তের দেবতা হিরণ্যগর্ভ। উহার অন্তে (১০ম ঋকে) উক্ত হইয়াছে যে, হিরণ্যগর্ভ এবং ক প্রজাপতিই।[১] উহা হইতে জানা যায় যে, হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি জগতের স্রষ্টা[২] এবং স্থিতিকর্তা।[৩] তিনিই জগৎ হইয়াছেন।[৪] শ্রুতির আরও অনেক স্থলে আছে যে, প্রজাপতি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা।[৫]

প্রাণ ব্রহ্মই। ভগবান্ বাদরায়ণও তাহা মীমাংসা করিয়াছেন।[৬] 'অথর্ববেদে' উক্ত হইয়াছে যে,—

"প্রাণো হ সর্বস্যেশ্বরো যচ্চ প্রাণতি যচ্চ ন।"[৭]

'যাহারা প্রাণন করে এবং যাহারা করে না,—সকলেরই ঈশ্বর প্রাণ।'

"প্রাণো হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।[৮]

'ভূত, ভবিষ্যৎ (এবং বর্তমান) সমস্ত বস্তুই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।' ইত্যাদি।[৯] 'মুণ্ডকোপনিষদে' আছে,[১০] "প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি" (অর্থাৎ প্রাণই সর্বভূতরূপে বা সর্বভূতের অন্তরাত্মারূপে বিভাসিত হইতেছে); উহা আত্মা; উহা ব্রহ্ম। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'ও আছে,—

"প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে।"[১১]

'(সেই এক দেবতা) প্রাণই। তিনি ব্রহ্মই। তাঁহাকে 'ত্যৎ' বলা হয়।' 'কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে'ও তাহা আছে,

'প্রাণো ব্রহ্ম ইতি হ স্মাহ কৌষীতকিঃ। প্রাণো ব্রহ্ম ইতি হ স্মাহ

১। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় (৫।৫।১।২) ও উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতি এবং হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন।

২। ঋক্‌সং, ১০।১২১।৯ ৩। ঋক্‌সং, ১০।১২১।১,৫ ৪। ঋক্‌সং, ১০।১২১।১০

৫। যথা—"প্রজাপতে বিশ্বসৃজ্"—(মৈত্রাসং, ৪।১৪।১; তৈত্তিব্রা, ২।৮।১।৪; ঐতব্রা, ২।৮।১।৪)

"প্রজাপতে ত্বং নিধিপাঃ পুরাণো
দেবানাং পিতা জনিতা প্রজানাম্।
পতির্বিশ্বস্য জগতঃ পরস্পা
... ...॥"
—(মৈত্রাসং, ৪।১৪।১; তৈত্তিব্রা, ২।৮।১।৩)

৬। 'ব্রহ্মসূত্র', ১।১।২৩ ৭। অথসং, ১১।৪।১০ ৮। অথসং, ১১।৪।১৫

৯। অথসং, ১১।৪।১ ১০। মুণ্ডকউ, ৩।১।৪ ১১। বৃহউ, ৩।৯।৯

পৈঙ্গ্যঃ।"[১] 'প্রাণ ব্রহ্মই। কৌষীতকি (ঋষি) তাহা বলিয়াছেন। প্রাণ ব্রহ্মই। পৈঙ্গ্য (ঋষি) তাহা বলিয়াছেন।'

"প্রাণঃ প্রজাপতিঃ"[২]

'প্রাণ প্রজাপতিই।'

গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন, "রুদ্র এই ভুবনের ঈশ্বর এবং ভর্তা। তাঁহার বল কখনও পৃথক্ হয় না (অর্থাৎ ক্ষীণ হয় না)।"[৩] ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ঋজিশ্বন্ ঋষি বলিয়াছেন, রুদ্র "ভুবনের পিতা", "বৃহৎ, দর্শনীয়, অজর, এবং শোভনমুখবিশিষ্ট।"[৪]

"এক এব রুদ্রোঽবতস্থে ন দ্বিতীয়ো
রণে নিঘ্নন্ পৃতনাসু শত্রূন্।
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপ্তা
প্রত্যঙ্ জনান্ সঙ্কুকোচান্তকালে॥"[৫]

'সংগ্রামে শত্রুদিগকে হনন করত একমাত্র রুদ্রই অবস্থিত আছেন, দ্বিতীয় কেহ (রণার্থ) নাই। তিনি বিশ্ব-ভুবনসমূহকে সৃজন করেন, পালন করেন এবং অন্তকালে (সৃষ্টির) বিপরীতক্রমে জনসমূহকে সঙ্কোচ করেন।' এই সকল বচন হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায়,—রুদ্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়-কর্তা। তবে মনে হয়, 'রুদ্র' সংজ্ঞা মূলত সংহারভাবের দ্যোতক ছিল। সংহারভাব যাঁহার, সৃষ্টি এবং স্থিতিভাবও বস্তুত তাঁহারই। ভাবভেদ বা কর্মভেদ

১। কৌষাব্রাউ, ২।১-২ ২। শতব্রা (মাধ্য), ৬।৩।১।৯

৩। "ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যম্।"—(ঋক্সং, ২।৩৩।৯)

৪। "ভুবনস্য পিতরং গীর্ভিরাভী রুদ্রং দিবা বর্ধয়া রুদ্রমক্তৌ।
বৃহন্তমৃষ্বমজরং সুষুম্নমৃধগ্ হুবেম কবিনেষিতাসঃ॥"—(ঋক্সং, ৬।৪৯।১০)

৫। মহর্ষি যাস্ক-কর্তৃক বেদমন্ত্ররূপে ধৃত। ('নিরুক্ত', ১।১৫।৭) এই প্রকার মন্ত্র আরও অনেক পাওয়া যায়। যথা—

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোচান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥"—(শ্বেতাউ, ৩।২)

"যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।"—(শ্বেতাউ, ৩।৪; ৪।১২)

থাকিলেও ব্যক্তিভেদ প্রকৃতপক্ষে নাই। সুতরাং সংহার-কর্তা রুদ্রকে সৃষ্টি এবং স্থিতি-কর্তাও বলা হইয়াছে। রুদ্রের মাহাত্ম্য শ্রুতির আরও বহু স্থলে পাওয়া যায়।[১] 'জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে' আছে,—

"যো বৈ রুদ্রো স ভগবান্"[২]

'যিনি রুদ্র, তিনিই ভগবান্।' অনেক সংহিতায় আছে, রুদ্র অগ্নিরই নামান্তর। যথা—

"রুদ্রো বৈ এষ যদগ্নিঃ"[৩]

'যিনি অগ্নি তিনিই রুদ্র।'

"এষ হি রুদ্রো যদগ্নিস্তং"[৪]
"যো বৈ রুদ্রঃ সোঽগ্নিঃ"[৫]
"অগ্নির্বৈ রুদ্রঃ"[৬]

'মহাভারতে'ও আছে, "রুদ্রমগ্নিং দ্বিজাঃ প্রাহুঃ" ('দ্বিজগণ অগ্নিকে রুদ্র বলেন')।[৭]

"যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপ্স্বন্ত-
র্য ওষধীর্বীরুধ আবিবেশ।
য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাকৢপে
তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্নয়ে॥"[৮]

"যে রুদ্র অগ্নিতে, যিনি জলাভ্যন্তরে, যিনি ওষধী ও বনস্পতিসমূহে আবিষ্ট, যিনি এই বিশ্বভুবনকে নির্মাণ করেন, রুদ্ররূপী সেই অগ্নিকে নমস্কার।" 'ঋগ্বেদে'ও আছে,. রুদ্র অগ্নিই।[৯] 'শতপথব্রাহ্মণে' অগ্নির রুদ্র নামকরণের হেতুও প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অগ্নির্বৈ রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাৎ রুদ্রঃ।"[১০]

১। যথা—বাজসং (মাধ্য), ১৬।১- ; কাথসং, ২।৭।১- ; তৈত্তিসং, ৪।৫।১-১১ ; কাঠসং, ১৭।১১- ; মৈত্রাসং, ২।৯।১- ; কপিসং, ২৭ম অধ্যায়।

২। জৈমিব্রা,

৩। তৈত্তিসং, ৫।৪।৩।১ ; ৫।৫।৭।২, ৪ ইত্যাদি।

৪। মৈত্রাসং, ১।৬।৬,৭ ইত্যাদি।

৫। শতব্রা (মাধ্য), ৫।২।৪।১৩

৬। শতব্রা (মাধ্য), ৫।৩।১।১০

৭। মহাভা, ৩।২২৯।২৭,২

৮। অথসং, ৭।৯২।১

৯। ঋক্সং, ২।১।৬

১০। শতব্রা (মাধ্য) ৬।১।৩।১০

'অগ্নিই রুদ্র। যেহেতু তিনি রোদন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি রুদ্র (নামে অভিহিত হন)।' শ্রুতিতে রুদ্রের আরও অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়। যথা—ভব, শর্ব, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ঈশান ও অশনি।[১] অধিকন্তু, একাধিক স্থলে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সকল নাম অগ্নিরই।[২] 'শতপথ-ব্রাহ্মণে' অগ্নির ঐ সকল নামের উপপত্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। "অগ্নিই রুদ্র। যেহেতু তিনি রোদন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি (রুদ্র নামে অভিহিত হন) তিনি বলেন, 'আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ; আমাকে নাম দাও।' (প্রজাপতি) তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি সর্ব'। তাঁহাকে যখন ঐ নাম দেওয়া হইল, তখন অপ্ তাঁহার মূর্তি হইল; কারণ, অপই সর্ব,—অপ্ হইতে এই সকল জন্মিয়াছে" ইত্যাদি।[৩] ইহা হইতে আরও জানা যায় যে, ঐ অগ্নি সাধারণ পার্থিব বা ভৌতিক অগ্নি নহেন; তাঁহার এক রূপ অপ্ বা কারণ সলিল। অর্থাৎ একরূপে তিনি জগৎপ্রপঞ্চের কারণ। সর্ব বা জগৎপ্রপঞ্চ বীজরূপে তাঁহাতে ছিল,—তিনিই সর্বের বীজ। সুতরাং তিনি সর্ব। যাহা হউক, রুদ্র ও অগ্নি যে শ্রুতির মতে অভিন্ন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'কৌষীতকিব্রাহ্মণে' আছে, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, ইত্যাদি পুরুষ রুদ্রই।[৪]

প্রজাপতি এবং আত্মা বা পরমাত্মা যে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর্তার নামান্তর তাহা প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং এখানে তাহার পুত্র প্রতিপালনে নিষ্প্রয়োজন।[৫]

১। কৌষীব্রা, ৬।১-৯ পৃষ্ঠার ৪ সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত শ্রুতি দেখ।

২। বাজসং (মাধ্য), ৩৯।৮ ; শতব্রা (মাধ্য), ১।৭।৩।৮ ; ৬।১।৩।৭-১৬ ; শতব্রা (কাণ্ব), ২।৭।১।৭ ; কৌষীব্রা, ৬।১-

"তান্যেতান্যষ্টাবগ্নিরূপাণি"—[শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।৩।১৬]

('রুদ্র, শর্ব, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভব, ঈশান এবং অশনি) এই আটটি অগ্নিরই রূপ।' তথায় আরও আছে যে, "অগ্নির্বৈ স দেবস্তস্যৈতানি নামানি শর্ব ইতি যথা প্রাচ্যা আচক্ষতে ভব ইতি যথা বাহীকাঃ পশূনাং পতী রুদ্রোঽগ্নিরিতি তান্যস্যাশান্তান্যেবেতরাণি নামান্যগ্নিরিত্যেব শান্ততমং।" (ঐ, ১।৭।৩।৮)

৩। শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।৩।১০-   ৪। কৌষীব্রা, ৬।১

৫। আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, "প্রজাপতিঃ প্রজানাং পাতা বা পালয়িতা বা।" ('নিরুক্ত', ১০।৪২৮)। আচার্য শৌনক লিখিয়াছেন, "এই প্রজাপতি সৎ এবং অসৎ উভয়েরই যোনি। যেমন শাশ্বত ব্রহ্ম, উহা তেমন অক্ষর, পরন্তু বাচা।" ('বৃহদ্দেবতা,' ১।৬২). অর্থাৎ প্রজাপতি পরব্রহ্মেরই রূপবিশেষ। পরন্তু পরব্রহ্ম নিত্য অক্ষর, এবং মন ও বাণীর অতীত; আর প্রজাপতি সদসৎপ্রপঞ্চের কারণ, সুতরাং প্রপঞ্চরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন এবং মন ও বাণীর গম্য। প্রপঞ্চরূপে পরিণাম সত্ত্বেও প্রজাপতি অক্ষর থাকেন; কেননা, উঁহার বিনাশ হয় না।

জগতের সৃষ্ট্যাদি কর্তার ব্রহ্ম নামই ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে সবিশেষ প্রচলিত আছে। যথা—'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' বর্ণিত আছে যে,—

"ব্রহ্ম দেবানজনয়ৎ ব্রহ্ম বিশ্বমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রং নির্মিতং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণে আত্মনা ॥"[১]

'ব্রহ্ম দেবতাগণকে উৎপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্ম এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে ক্ষত্রিয় নির্মিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিজেই ব্রাহ্মণ (হইয়াছেন)।' ঐ নাম 'সংহিতাগ্রন্থে'ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যথা—'অথর্ববেদে' আছে, "ব্রহ্ম ভূমি বিধান করেন। ঊর্ধস্থিত দ্যৌ ব্রহ্মই বিধান করেন। ব্রহ্মই ঊর্ধ, তির্যক্, এবং অন্তরিক্ষ বিধান করিয়াছেন।...(ব্রহ্ম) ঊর্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তির্যক্ সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষ সমস্ত দিক্ হইয়াছেন। যে ব্রহ্মের সেই পুরকে জানে,—যেহেতু (ব্রহ্ম) 'পুরুষ' নামে কথিত হয়।"[২] এই শ্রুতি হইতে আমরা আরও জানিতে পাই যে, ব্রহ্ম ও পুরুষ অভিন্ন, এবং যেমন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, জগৎপ্রপঞ্চরূপ পুরে অবস্থিতি হেতু ব্রহ্মকে পুরুষ বলা হয়।

"ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্
বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ
সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ ॥"[৩]

'ব্রহ্ম প্রথম উৎপন্ন হন। তিনি (ইন্দ্রিয়ের) সীমার অতীত হইতে সর্বত উত্তম জ্যোতির্যুক্ত এবং কমনীয় রূপে সম্মুখে আবির্ভূত হন। তিনি মূলের উপমা। তিনি সৎ ও অসতের যোনি এবং ইহার (= পরিদৃশ্যমান জগতের) বিষ্ঠা—(এইরূপেই) আবির্ভূত হন।' এই মন্ত্রের বিশেষ বিবেচনা পরে করা যাইবে। এইখানে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তন্মতে ব্রহ্ম সদসদাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের যোনি এবং স্থিতিকারক; জগৎ বিবিধ রূপে,—অনন্তবৈচিত্র্যময়রূপে, অথবা বিশেষরূপে, তাঁহাতে স্থিত বলিয়া তিনি জগতের 'বিষ্ঠা' (= বি + স্থা)।

১। তৈত্তিব্রা, ২।৮।৮।৯

২। অথসং, ১০।২।২৫,২৮

৩। অথসং, ৪।১।১, ৫।৬।১

এই মন্ত্র শ্রুতির বহুত্র উপলব্ধি হয়।[১] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, বিশ্বস্রষ্টার 'ব্রহ্ম' নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল।

এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে, পূর্বোক্ত পুরুষ, অদিতি প্রভৃতি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্তার নামসমূহ। উপনিষদাদিতে তাঁহার ব্রহ্ম, ওঁ এবং আত্মা বা পরমাত্মা নামই বিশেষ প্রচলিত। সেই হেতু তথায় উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্ম, ওঁ, বা আত্মাই। যথা—

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[২]

'এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম।'

"স এবেদং সর্বং"[৩]

'এই সমস্ত তিনিই (ভূমা ব্রহ্মই)।'

"আত্মৈবেদং সর্বং"[৪]

'এই সমস্ত আত্মাই।'

"সর্বং হ্যয়মাত্মা"[৫]

'কেননা, এই সমস্তই আত্মা।'

"ইদং সর্বং যদয়মাত্মা"[৬]

'যাহা ঐ আত্মা, তাহাই এই সমস্ত।'

"ওঙ্কার এবেদং সর্বম্"[৭]

'এই সমস্ত ওঙ্কারই।'

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্।"[৮]

'ওঁ ব্রহ্মই। ওঁই এই সমস্ত।'

১। তৈত্তিসং, ৪।২।৮।২ ; ৫।২।৭।১ ; বাজসং (মাধ্য), ১৩।৩ ; সামসং, পূ, ৪।৩।৯ ; মৈত্রাসং, ২।৭।১৫ ; কাঠসং, ১৬।১৫ ; ২০।৫ ; ৩৮।১৪ ; কাপসং, ২৫।৫ ; ৩২।৭ ; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৮।৮ : ৩।১২।১।১ ; তৈত্তিআ, ১।১৩।৩ ; ১০।১।১০ ; শতব্রা (মাধ্য), ৭।৪।১।১৪ ; 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণ' (১।১৯) এবং 'গোপথব্রাহ্মণে' (২।২।৬) উহার প্রতীক আছে।

২। ছান্দোউ, ৩।১৪।১ ৩। ছান্দোউ, ৭।২৫।১

৪। ছান্দোউ, ৭।২৫।২ ৫। শতব্রা (মাধ্য), ৪।২।২।১

৬। বৃহউ, ২।৪।৬ ; শাখাআ, ১৩ ৭। ছান্দোউ, ২।২৩।৩

৮। তৈত্তিউ, ১।৮ ; "ওমিতি বা সর্বম্"—('শাখায়নশ্রৌতসূত্র', ৭।১৮।৬)

"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং। তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।"[১]
'এই সমস্ত "ওঁ" এই অক্ষরই। তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান (এই)—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বস্তু ওঙ্কারই। এবং ত্রিকালাতীত আরও যাহা কিছু, তাহাও ওঙ্কারই।'

"সর্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম।"[২]

'এই সমস্তই ব্রহ্ম, এবং এই আত্মা ব্রহ্ম।'

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম
পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥"[৩]

'ইহা (= এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ) অমৃত ব্রহ্মই। ব্রহ্ম পূর্বে, ব্রহ্ম পশ্চিমে, ব্রহ্ম উত্তরে ও দক্ষিণে, এবং ব্রহ্ম ঊর্ধ্বে ও অধে। (সর্বত্র) প্রসৃত এই বিশ্ব বরেণ্যতম ব্রহ্মই।'

"ওঁ তদ্ব্রহ্ম। ওঁ তদ্বায়ুঃ। ওঁ তদাত্মা। ওঁ তৎসর্বম্। ওঁ তৎপুরোর্নমঃ।"[৪]
'ওঁ (প্রতিপাদ্য) তাহা ব্রহ্ম; তাহাই বায়ু (= সূত্রাত্মা); তাহাই আত্মা (= জীবাত্মা); তাহাই সমস্ত (জগৎ); এবং তাহাই পুর (= স্থূলসূক্ষ্মকারণ-শরীর)। তাদৃশ ব্রহ্মকে নমস্কার।'

"গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিং চ॥"[৫]

'এই প্রাণিবর্গ এবং অপর যাহা কিছু (স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ আছে),—সমস্তই নিশ্চয় গায়ত্রী (বা ব্রহ্ম)।' এই 'গায়ত্রী' শব্দ ব্রহ্ম-বাচক। ভগবান্ বাদরায়ণ তাহা মীমাংসা করিয়াছেন।[৬] 'ঐতরেয়ারণ্যকে'ও আছে, "ব্রহ্ম বৈ গায়ত্রী" ('গায়ত্রী নিশ্চয়ই ব্রহ্ম')।[৭] গায়ত্রী প্রকৃতপক্ষে বেদের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রবিশেষ,—

১। মাণ্ডূউ, ১
২। মাণ্ডূউ, ২
৩। মুণ্ডউ, ২।২।১১
৪। তৈত্তিআ, ১০।২৯ (নারাউ)
৫। ছান্দোউ, ৩।১২।১
৬। 'ব্রহ্মসূত্র', ১।১।২৫-৬
৭। ঐতআ, ১।১।১ ; ১।৫।১

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ" ইত্যাদি[১] উহা ব্রহ্মের প্রতিপাদক। সেই হেতু পরব্রহ্ম গায়ত্রী নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।

দেবতা ব্রহ্মই

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত চেতন দেবমনুষ্যাদি এবং অচেতন অব্যক্তাদি সমস্তকেই লইয়া জগৎপ্রপঞ্চ। সুতরাং জগৎকে ব্রহ্ম বলিলে দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণকেও ব্রহ্ম বলা হয়। তথাপি বেদে স্থলে স্থলে তাহা পৃথক্ পৃথক্ রূপেও প্রত্যক্ষত ব্যক্ত হইয়াছে। এইখানে আমরা সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করিব।

বেদে নানা দেবতার নামোল্লেখ আছে। যথা—অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, বসু, রুদ্র, ইন্দ্র, মরুৎ, বৃহস্পতি, প্রভৃতি।[২] বেদের প্রত্যেক সূক্তের বা মন্ত্রগুচ্ছের এক বা ততোধিক দেবতা আছে, প্রত্যেক সূক্তে কোন না-কোন দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বেদের কোন কোন মন্ত্রে দেবতাদিগের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখও পাওয়া যায়। যথা—ঋষি শুনঃশেপ মহৎ ও ক্ষুদ্র এবং যুবা ও বৃদ্ধ দেবতাগণের বিভাগোল্লেখ করিয়াছেন।[৩] সকল ঋষি ঐ শ্রেণীবিভাগ অবশ্য মানিতেন না। যথা—ঋষি বৈবস্বত মনু বলিয়াছেন, "হে দেবগণ! তোমাদের কেহ ক্ষুদ্র বা যুবা নহ। তোমাদের সকলেই মহৎ।"[৪] কোন কোন মন্ত্রে দেবতার সংখ্যাও স্পষ্টত নির্দেশ করা হইয়াছে।[৫] তথাপি বৈদিক ঋষিগণের অন্তত কেহ কেহ দেবগণের অভিন্নতা বুঝিয়াছিলেন। উঁহাদের নানা জনে নানা প্রকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

১। এই গায়ত্রীমন্ত্র বেদের বহুত্র পাওয়া যায়। যথা—ঋক্‌সং, ৩৬২।১০; সামসং, উ, ৬।৩।১০; বাজসং (মাধ্য), ৩।৩৫; ২২।৯; ৩০।২; ৩৬।৩; তৈ,ত্তসং ১।৫।৬।৪; ১।৫।৮।৪; ৪।১।১১।১; ইত্যাদি।

২। যথা—

"অগ্নির্দেবতা, বাতো দেবতা সূর্যো দেবতা চন্দ্রমা দেবতা বসবো দেবতা রুদ্রা দেবতা আদিত্যা দেবতা মরুতো দেবতা বিশ্বদেবা দেবতা বৃহস্পতির্দেবতা ইন্দ্রো দেবতা বরুণো দেবতা।"

—[বাজসং (মাধ্য), ১৪।২০]

৩। ঋক্‌সং, ১।২৭।১৩

৪। ঋক্‌সং, ৮।৩০।১

৫। ২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(১) প্রজাপতি ঋষি দেবগণের 'অসুরত্বে'র (অর্থাৎ শক্তি, সামর্থ্য বা বলের) একত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। 'ঋগ্বেদে'র ৩য় মণ্ডলের ৫৫তম সূক্তে ২২ ঋকে তিনি নানা দেবতার নানা কার্যকলাপ বিবৃত করিয়াছেন। প্রত্যেক ঋকের শেষেই আছে,—

"মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্"

'দেবতাদিগের মহদ্ অসুরত্ব একই।' তাহাতে অনায়াসে জানা যায় ঋষি বুঝিয়াছিলেন যে, একই পরম শক্তি নানা দেবাধারে নানা প্রকারে কার্য করিতেছে, —সমস্ত দেবতার সমস্ত শক্তিসমূহ একই পরম শক্তির বিভূতিসমূহ মাত্র।

(২) কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন, অপর সমস্ত দেবতা একই পরম-দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সেই হেতু দেবতা বস্তুত একই, যথা—'অথর্ববেদে' আছে, সবিতাই মহেন্দ্র।[১]

"স ধাতা স বিধর্তা স বায়ুর্নভ উচ্ছ্রিতম্ ॥
সোঽর্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ ॥
সোঽগ্নিঃ স উ সূর্যঃ স উ এব মহাযমঃ ॥"[২]

'তিনি ধাতা, তিনি বিধর্তা, তিনি বায়ু এবং তিনি ঊর্ধ্বস্থিত নভ। তিনি অর্যমা. তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র, তিনিই মহাদেব, তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য, এবং তিনিই মহাযম।' অনন্তর ঋষি বলিয়াছেন,—

"তমিদং নিগতং সহঃ স এব এক একবৃদেক এব ॥
এতে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি ॥"[৩]

'এই সমস্ত নির্গমন (অর্থাৎ তদুৎপন্ন বিশ্বপ্রপঞ্চ) সহ উহা এক, একবৃৎ এবং একই। এই দেবতাসমূহ উহাতে একবৃৎ হয়।' কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলিয়াছেন,—

"তাবাংস্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তন্বঃ শতম্ ॥"[৪]

"হে মঘবন্! তোমার মহিমা ঐ প্রকারই, তোমার তনুসমূহ শত শত।' অর্থাৎ সমস্ত দেবতা, অধিকন্তু সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ, একই মূল বা আদি দেবতা সবিতা হইতে নির্গত। সেই হেতু মূল দেবতা সর্বাত্মক। সুতরাং অপর সমস্ত

১। অথসং, ১৩।৪।১-২
২। ঐ, ১৩।৪।৩-৫
৩। ঐ, ১৩।৪।১২-৩ ; ২০-১
৪। ঐ, ১৩।৪।৪৪

দেবতা, যেমন সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' (৩।৪) সাক্ষাদ্ভাবে তাহা বলা হইয়াছে,—

"অগ্নির্বা এতা সর্বাস্তনো যদেতা দেবতা।"

(৩) অপর কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন, দেবতা বস্তুত একই,—বহু দেব-নাম একই পরমদেবতার ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র। যথা—ঋষি দীর্ঘতমা বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু-
রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য-
গ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"[১]

'(তাঁহাকে) ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলা হয়। তিনি দিব্য সুপর্ণ গরুত্মান্।[২] (তিনি) এক হইলেও বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে বহু প্রকারে অভিহিত করেন। তাঁহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলিয়া থাকেন।'[৩] ঋষি বিশ্বকর্মা লিখিয়াছেন,

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব
তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥"

'যিনি আমাদের পিতা (বা পালয়িতা) এবং জনিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম জানেন (অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ) এবং যিনি এক হইয়াও

১। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৪৬; অথসং, ৯।২৫।২৮

২। যাস্ক বলেন, 'গরুত্মান্' অর্থ 'গরণবান্' বা গুর্বাত্মা' (=মহাত্মা)।

৩। এই মন্ত্রকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারেও ব্যাখ্যা করা হয়। "অগ্নিকে ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ বলা হয়। এবং উহা দিব্য সুপর্ণ গরুড়। (অগ্নি) এক হইলেও বিদ্বান্‌গণ উহাকে বহু প্রকারে অভিহিত করেন। উহাকে যম ও মাতরিশ্বা বলিয়া থাকেন।" এই ব্যাখ্যামতে, এই মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, "অগ্নিঃ সর্বাঃ দেবতাঃ" (অর্থাৎ 'অগ্নি সমস্ত দেবতা')। ('নিরুক্ত', ৭।১৭) তথায়ও 'অগ্নি' অর্থ 'পরমাত্মা'। "ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানং একমাত্মানং বহুধা মেধাবিনো বদন্তি। ইন্দ্রং মিত্রং" ইত্যাদি। (ঐ, ৭।১৮; আরও দেখ—১৪।১) সুতরাং পূর্বোক্ত অর্থের সঙ্গে ইহার কোন ভেদ নাই। কাত্যায়ন ঐ মন্ত্রকে সূর্য পক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন। 'সূর্য'ও পরমাত্মার নামান্তর।

সমস্ত দেবগণের নাম ধারণ করেন, অপর ভূতগণ তাঁহার বিষয়ে সম্যক্ প্রশ্ন করেন।[১] এই শ্রুতি কিঞ্চিৎ পাঠভেদে অনেক সংহিতায় পাওয়া যায়। এইখানে ধৃত পাঠ 'ঋক্‌সংহিতা'র।[১] 'শুক্ল-যজুঃসংহিতা'য়ও সেই পাঠ আছে।[২] অন্যত্র অপর কোন কোন চরণের কিঞ্চিৎ পাঠভেদ থাকিলেও তৃতীয় চরণের পাঠ—"যো দেবানাং নামধা এক এব"—সর্বত্র একই।[৩] আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে তাহাই অতি মূল্যবান্। ঋষি সব্রি বলিয়াছেন,—

"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভি-
রেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"[৪]

"সুপর্ণ (পরমাত্মা) একই আছেন। মেধাবী তত্ত্বদর্শিগণ তাঁহাকে বাণী দ্বারা বহু প্রকারে কল্পনা করিয়া থাকেন (অর্থাৎ তাঁহাকে বহুরূপে কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন)।"[৫]

কোন কোন শ্রুতি অনুসারে সেই পরমদেবতা অগ্নিই। যথা—ঋষি গৃৎসমদ এই প্রকারে অগ্নির স্তুতি করিয়াছেন, "হে অগ্নি! তুমি সাধুদিগের ইন্দ্র এবং বৃষভ (অর্থাৎ অভীষ্ট কামনাসমূহ বর্ষণকারী)। তুমি বহুজনের উপাস্য ও নমস্য। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি রয়িবিৎ ব্রহ্মা। হে বিধর্তা (বিবিধ রূপধারী বা বৈশ্বানর)! তুমি বহু প্রকার বুদ্ধিযুক্ত। হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত রাজা বরুণ, তুমি শত্রুবিধ্বংসী এবং স্তবনীয় মিত্র, তুমি সৎপতি অর্যমা,—যাঁহার (দান) বহু বা সম্ভোগযোগ্য। তুমি অংশ। তুমি আমাদের যজ্ঞের ফলদাতা।"[৬] আরও তিনি অগ্নিকে ত্বষ্টা,[৭] রুদ্র, মরুৎ ও পূষণ,[৮]

১। ঋক্‌সং, ১০।৮২।৩

২। বাজসং (মাধ্য), ১৭।২৭; কাণ্বসং, ২।৮।৩।৩

৩। তৈত্তিসং, ৪।৬।২।১ (দ্বিতীয় চরণের পাঠ "যো নঃ সতো অভ্যা সজ্জান"); অথসং, ২।১।৩ (প্রথম চরণের পাঠ "স নঃ পিতা জনিতা স উত বন্ধুঃ" এবং চতুর্থ চরণে 'অন্যা' স্থলে 'সর্বা' পাঠান্তরে); মৈত্রাসং, ২।১০।৩ (প্রথম চরণে 'বিধাতা' স্থলে 'বিধর্তা' পাঠান্তরে 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র পাঠ); কাঠসং, ১৮।১ (দ্বিতীয় চরণে 'জজান' স্থলে 'নিনায়' পাঠান্তরে 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র পাঠ)। একমাত্র 'কপিষ্ঠলকঠসংহিতা'য় (২৮।২) তৃতীয় চরণে 'এব' স্থলে 'অস্তি' পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৪। ঋক্‌সং ১০।১১৪।৫

৫। এই মন্ত্রাংশের প্রকৃত তাৎপর্যের জন্য পরে দেখ।

৬। ঋক্‌সং, ২।১।৩-৪

৭। ঋক্‌সং, ২।১।৫

৮। ঋক্‌সং, ২।১।৬

সবিতা ও ভগ,[১] ঋভু,[২] অদিতি,[৩] প্রভৃতি বলিয়াও স্তুতি করিয়াছেন? মোটের উপর তিনি অগ্নিকে ১২ দেবতা এবং ৫ দেবী বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, "হে অগ্নি! তুমি বরুণ ও মিত্র।"[৪] 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' অগ্নির প্রতি বলা হইয়াছে, "যাঁহাকে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও সত্য বলা হয়, যাঁহাকে দেবতাদিগের (অর্থাৎ দীপ্তিমান্‌দিগের) মধ্যে দেবতম বলা হয় এবং যাঁহা তপোজ" ইত্যাদি।[৫] এই সকল শ্রুতির একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সমস্ত দেব-নাম অগ্নিরই—সমস্ত দেবতা অগ্নিই। কোন কোন সংহিতা এবং ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে, পরন্তু অতি স্পষ্ট বাক্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অগ্নির্দেবতা বিশ্বাস্ত্ন্যাঃ"[৬]

"অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ"[৭]

"অগ্নিঃ সর্বা দেবতা"[৮]

"সর্বেষামু হৈষ দেবানামাত্মা যদগ্নিঃ"[৯]

'যাস্কের ব্যাখ্যামতে, ঋষি দীর্ঘতমাও পরমদেবতার নাম 'অগ্নি' বলিয়া মনে করিতেন।'[১০]

অপর কোন কোন শ্রুতিমতে, প্রজাপতিই সমস্ত দেবতা।

"প্রজাপতিঃ সর্বা দেবতাঃ"[১১]

"প্রজাপতির্বৈ সর্বা দেবতাঃ"[১২]

'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' (২।৭।১।৪) আছে—

"প্রজাপতিশ্চতুস্ত্রিংশো দেবতানাম্। যাবতীরেব দেবতাঃ।"[১৩]

১। ঋক্‌সং, ২।১।৭ ২। ঋক্‌সং, ২।১।১০ ৩। ঋক্‌সং, ২।১।১১

৪। ঋক্‌সং, ৭।১২।৩ ৫। তৈত্তিব্রা, ৩।৭।১।৩- ৬। ঋক্‌সং, ১।৩১।৩

৭। কাঠসং, ১০।১ ; ১১।৮ ; মৈত্রাসং, ২।১।৭ ; ২।৩।১ ; কপিসং, ৪৫।৫ ; শতব্রা (মাধ্য), ১।৫।১।৮ ; শতব্রা (কাণ্ব), ৫।৭।২।১ ; তাণ্ডাব্রা, ১।৪।৫ ; ঐতব্রা, ১।১ ; জৈমিব্রা, ১।৩৪২

৮। তৈত্তিসং, ২।২।৯।১,৩ ; কপিসং, ৩৭।৮ ; ৪৪।৪ ; তৈত্তিব্রা, ১।৬।১।৫ ; ১।৮।১০।৩ ; যাস্কের 'নিরুক্তে'ও (৭।১১) ইহা ব্রাহ্মণবচনরূপে ধৃত হইয়াছে।

৯। শতব্রা (মাধ্য), ৭।৪।১।২৫

১০। পূর্বে ২০ পৃষ্ঠার ৩ সংখ্যক পাদটীকা দেখ। 'মহাভারতে' (১৪।২৪।১০-১) আছে,—

"অগ্নির্বৈ দেবতাঃ সর্বা ইতি দেবস্ত (? বেদস্ত) শাসনম্।"

১১। তৈত্তিসং, ২।১।৪।৩ ; ৩।৪।৩।৪ ; ৩।৫।৯।১,৩ প্রভৃতি ; তৈত্তিব্রা, ৩।৩।৭।৩

১২। জৈমিব্রা, ১।৩৪২ ১৩। তৈত্তিব্রা, ২।৭।১।৪

'(সাধারণ দৃষ্টিতে) প্রজাপতি দেবতাদিগের চতুস্ত্রিংশত্তম. (সুতরাং অপর তেত্রিশ দেবতা হইতে ভিন্ন)। পরন্তু, প্রকৃতপক্ষে, তিনি সমস্ত দেবতাই।'

কোথাও ইন্দ্র বা বিষ্ণুকে সর্ব দেবতা বলা হইয়াছে।

"ইন্দ্রঃ সর্বা দেবাঃ"[১]

"বিষ্ণুর্বৈ সর্বা দেবতাঃ"[২]

আবার কোথাও আছে, আদিত্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষই সমস্ত দেবতা। যথা—

"যমেতমাদিত্যে পুরুষং বেদয়ন্তে স ইন্দ্রঃ স প্রজাপতিস্তদ্‌ব্রহ্ম··· ।"[৩]
'আদিত্যে যে পুরুষ জ্ঞাত হয়, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তাহাই ব্রহ্ম···।' কাত্যায়ন মনে করেন যে, ঋষি দীর্ঘতমার মতেও সূর্যই পরম-দেবতা।[৪]

তপসের পুত্র মন্যু ঋষি বলিয়াছেন,

"মন্যুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেবো
মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।"[৫]

'মন্যুই ইন্দ্র, মন্যুই (সমস্ত) দেবতা, মন্যুই হোতা, মন্যুই বরুণ এবং মন্যুই জাতবেদা (অগ্নি)।' কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে এই মন্ত্র অন্যত্রও পাওয়া যায়।[৬] মন্যুকে হব্যদেবতা, হোতা এবং অগ্নি এই তিনই বলাতে তাঁহার কেবল সর্বদেবাত্মত্ব নহে, অধিকন্তু সর্বজগদাত্মত্ব বা সর্বাত্মত্বও সিদ্ধ হয়।

বেদোক্ত অগ্নিদেবতা যে বিশ্বের সৃষ্ট্যাদিকর্তা তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রজাপতি, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুও তাঁহারই নাম। মন্যুও তাঁহারই নাম। ঋগ্বেদে আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মধ্যমাগ্নি ইন্দ্রেরই নাম মন্যু।[৭] আচার্য শৌনকও তাহাই বলিয়াছেন।[৮] তিনি মন্যু-নামের উপপত্তিও প্রদর্শন

১। জৈমিব্রা, ১।৩২১ ২। ঐতব্রা, ১।১ ৩। কৌষীব্রা, ৮।৩

৪। পূর্বে ১২ পৃষ্ঠা ও ১৩ পৃষ্ঠার ৩ সংখ্যক পাদটীকা দেখ।

৫। ঋক্‌সং, ১০।৮৩।২

৬। অথসং, ৪।৩২।২; মৈত্রাসং, ৪।১২।৩ ('জাতবেদাঃ' স্থলে 'বিশ্ববেদাঃ' পাঠান্তরে); তৈত্তিব্রা, ২।৪।১।১১ ('ইন্দ্রঃ' স্থলে 'ভগঃ' ও 'জাতবেদা' স্থলে 'বিশ্ববেদা' পাঠান্তরে)।

৭। ঋক্‌সং, ১০।৮৩।৩; ৮৪।১ ৮। 'বৃহদ্দেবতা', ১।১২৩

করিয়াছেন।[১] মন্যুদেবতা সম্বন্ধে সত্রি ঋষি নিজেই বলিয়াছেন যে, উনি "অভিভূত্যোজা" (=পরাভিভববলসম্পন্ন), "স্বয়ম্ভু", "ভাম" (=ক্রুদ্ধ), "অভিমাতিষাহ" (=সর্বশত্রুহিংসক), "বিশ্বচর্ষণি" (=সর্বদ্রষ্টা), ইত্যাদি।[২] আচার্য যাস্কের মতে, মন্যু "সর্বজ্ঞ, দীপ্তিকারী, ক্রোধকারী বা বধকারী"-দেবতা।[৩] এই সকল গুণ-পরিচয় হইতে মন্যু ও রুদ্র অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কোন কোন শ্রুতিবচনে স্পষ্টতই তাহা বলা হইয়াছে। যথা—

"নমস্তে রুদ্র মন্যবে"[৪]

'শতপথব্রাহ্মণে' আছে, মন্যু "শতশীর্ষ, সহস্রাক্ষ এবং শতেষুধি রুদ্র" হন।[৫]

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে, "যাহা এক, অব্যক্ত ও অনন্তরূপ বিশ্ব, পুরাণ (অর্থাৎ সনাতন, নিত্য) এবং (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারের অতীত, তাহাই ঋত, তাহাই সত্য এবং তাহাই তত্ত্বদর্শিগণের পরব্রহ্ম। তাহা ইষ্টাপূর্ত, এবং বহুধা জাত ও জায়মান বিশ্বকে ধারণ করে,—তাহা ভুবনের নাভি। তাহাই অগ্নি, তাহাই বায়ু, তাহাই সূর্য এবং তাহাই চন্দ্রমা। তাহাই শুক্র ও অমৃত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অপ্ (বা কারণসলিল) এবং তাহাই প্রজাপতি।"[৬] "পরমাত্মাই ব্যবস্থিত। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র এবং তিনিই অক্ষয় ও পরম স্বরাট্।"[৭] এইরূপে দেখা যায়, বেদের সমস্ত দেবতা ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই।

এখন প্রশ্ন—দেবতা যদি বস্তুত একই হয়, সমস্ত দেবতা-নাম যদি একই পরমদেবতার ভিন্ন ভিন্ন নামই হয়, তবে এক দেবতার এতগুলি নামকরণের কারণ কি? কেবল নাম-সম্পদ্ বৃদ্ধিরই জন্য কি এক দেবতার বহু নামকরণ হইয়াছে? না, উহার মধ্যে কোন রহস্য নিহিত আছে?

(১) কোন কোন ঋষি মনে করেন যে, একই দেবতা অবস্থাভেদে ভিন্ন

১। বৃহদ্দেবতা, ২।৫৩

২। ঋক্সং, ১০।৮৩।৪ ; অথসং, ৪।৩২।৪ ; মৈত্রাসং, ৪।১২।৩

৩। "মন্যুর্মন্যতের্দীপ্তিকর্মণঃ ক্রোধকর্মণো বধকর্মণো বেতি।"—('নিরুক্ত', ১০।২৯)

সায়ণ বলেন, "মন্যুঃ মন্যতে সর্বং জানাতীতি মন্যুঃ নিরাবরণজ্ঞান ঈশ্বরঃ।" (অথর্ববেদ ভাষ্য, ১১।১০।১)।

৪। তৈত্তিসং, ৪।৫।১।১ ; মৈত্রাসং, ২।৯।২ ; ৪।১২।১

৫। শতব্রা (মাধ্য), ৯।১।১।৬

৬। তৈত্তিআ, ১০।১।৫,২-৭

৭। তৈত্তিআ, ১০।১১।১২ ; এই প্রকারের উক্তি উপনিষদে আরও পাওয়া যায়। যথা—ঐতউ, ৩।৩ ; প্রশ্নউ, ২।৫ ; তৈত্তিআ, ১০।৩১ ; মৈত্রাউ, ৪।৪-৫, ১২-৩ ; কৈবল্যউ, ১।৮

ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। যথা—বসুশ্রুত আত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন, "হে অগ্নি! তুমি জাত হইয়া বরুণ হও এবং সমিদ্ধ হইয়া মিত্র হও। সমস্ত দেবতাগণ তোমাতে (অবস্থিত)। হে সহসস্পুত্র! তুমিই (হবির্গ্রহীতা) ইন্দ্র এবং তুমিই হবির্দাতা মর্ত্ত্য (জীব) হও। কন্যাগণের সম্বন্ধে তুমি অর্যমা হও। হে স্বধাবন্! তুমি গুহ্য নাম ধারণ কর।"[১] বিশ্বামিত্র ঋষিও অগ্নি সম্বন্ধে সেই প্রকার বলিয়াছেন।[২] 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' (৩।৪) আছে, "সেই অগ্নি যে প্রবল হইয়া দহন করে, তাহা তাঁহার বাযব্যরূপ।...অগ্নি যে হৃষ্ট হইয়া কখন উচ্চে উঠেন, কখন বা নীচে নামেন, তাহাই তাঁহার মৈত্রাবরুণ-রূপ।" ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—

"অথ যদেনমেকং সন্তং বহুধা বিহরন্তি তদস্য বৈশ্বদেবং রূপম্।"

'তিনি এক হইয়াও যে বহুধা বিচরণ করেন, তাহা তাঁহার বৈশ্বদেব রূপ।' সুতরাং সমস্ত দেবতা অগ্নিরই রূপভেদসমূহ মাত্র। উহাতে আরও স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে, "যো বা অগ্নিঃ স বরুণস্তদপ্যেতদৃষিণোক্তং 'ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে' যদিতি।" (১৭।১০)

(২) কোন কোন ঋষি মনে করেন যে, কালভেদেই একই দেবতার নামভেদ হইয়াছে। যথা—

"স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্।
স সবিতা ভূত্বাঽন্তরিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবম্॥"[৩]

'তিনি অগ্নি সন্ধ্যাকালে বরুণ হন। তিনি প্রভাতে উদিত হইয়া মিত্র হন। তিনি সবিতা হইয়া অন্তরিক্ষ দিয়া গমন করেন। তিনি ইন্দ্র হইয়া দ্যুমধ্যে তাপ দিতে থাকেন।'

(৩) অপরে মনে করেন যে, কর্মভেদেই দেবতার নামভেদ হইয়াছে। যথা—আচার্য শৌনক বলিয়াছেন,—

"সর্বাণ্যেতানি নামানি কর্মতঃ"[৪]

১। ঋক্‌সং ৫।৩।১-২

২। "মিত্রো অগ্নির্ভবতি যৎসমিদ্ধো
মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মিত্রো অধ্বর্যুরিষিরো দমূনা
মিত্রঃ সিন্ধূনামুত পর্বতানাম্॥"—(ঋক্‌সং, ৩।৫।৪)

৩। অথর্বসং, ১৩।৩।১৩ আরও দেখ—[শতব্রা (মাধ্য) ২।৩।২।৯-১৩]

৪। 'বৃহদ্দেবতা', ১।২৭

'এই সমস্ত নামসমূহ কর্মত (হইয়াছে)।' তিনি আরও বলিয়াছেন, "কর্ম ব্যতীত ভাব বা বস্তু নাই, কোন নাম নিরর্থক নহে এবং ভাব ব্যতীত নাম নাই। সুতরাং, এই সমস্ত নাম কর্মতই।[১] তাঁহার শিষ্য আচার্য কাত্যায়নও সেই প্রকার বলিয়াছেন,—

"কর্মপৃথক্‌ত্বাদ্ধি পৃথগভিধানাঃ স্তুতয়ো ভবন্ত্যেকৈব বা মহানাত্মা দেবতা।"[২]

'কর্মের ভিন্নতা হেতুই স্তুতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নামে হইয়া থাকে। পরন্তু মহান্ আত্মাদেবতা একই।'

বেদোক্ত দেবতাতত্ত্বের আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা সংক্ষেপে করা যাইতেছে। তাহাতে আমাদের বর্তমান প্রতিপাদ্য দেবব্রহ্মবাদ আরও অধিকতর সমর্থিত হইবে। বেদের কোথাও কোথাও ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] পরন্তু ঐ ৩৩৩৯ দেবতা ৩৩ দেবতারই রূপভেদমাত্র। ৩৩ দেবতার উল্লেখ বেদের বহুত্র পাওয়া যায়।[৪] কথিত হইয়াছে যে, ঐ ৩৩ দেবতার ১১টি পৃথিবীতে, ১১টি দ্যুলোকে এবং ১১টি অন্তরিক্ষে। যথা—"যে দেবতাগণ (স্ব স্ব) মহিমাবলে দ্যুলোকে একাদশ, পৃথিবীতে একাদশ এবং অন্তরিক্ষে একাদশ, সেই দেবগণ এই যজ্ঞ দ্বারা প্রীত হউক।"[৫] উঁহারা অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য এই দেবতাত্রয়েরই মহিমা। তন্মধ্যে অগ্নি পৃথিবীতে, বায়ু অন্তরিক্ষে এবং আদিত্য দ্যুলোকে অবস্থিত। ঐ দেবতাত্রয় আবার এক দেবতারই রূপভেদ বা কার্যনামভেদ মাত্র। যথা—কথিত হইয়াছে যে,—

"প্রজাপতিরকাময়তাত্মন্বন্মে জায়তেতি। সোহজুহোৎ। তস্যাত্মন্বদজায়ত—অগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ।"[৬]

'প্রজাপতি কামনা করিলেন, আমার আত্মরূপ উৎপন্ন হউক। তিনি

১। 'বৃহদ্দেবতা', ১।৩১

২। সর্বানুক্রমণী', ১২-৪

৩। যথা—ঋক্‌সং, ৩।৯।৯ ; ১০।৫২।৬ ; বাজসং (মাধ্য), ৩৩।৭

৪। যথা—ঋক্‌সং, ১।৩৪।১১ ; ১।৪২।২ : ৩।৬।৯ ; ৮।২৮।১ ইত্যাদি। ৩৪ দেবতার উল্লেখও আছে। যথা—ঋক্‌সং, ১০।৫৫।৩

৫। ঋক্‌সং, ১।১৩৯।১১ : তৈত্তিসং, ১।৪।১০।১ (ঈষৎ পাঠভেদে) ; বাজসং (মাধ্য), ৭।১৯ ; শতব্রা (মাধ্য), ৪।২।২।৯

৬। তৈত্তিব্রা, ২।১।৬।১

(আপনাকে) হবন করিলেন। (তাহাতে) তাহার আত্মরূপ উৎপন্ন হইল—অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য।'

"প্রজাপতির্বৈ ত্রীন্ মহিম্নাঽসৃজতাগ্নিং বায়ুং সূর্যম্।"[১]

'প্রজাপতি (স্বীয়) মহিমা দ্বারা অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য এই তিনকে সৃজন করিলেন।'

"স ত্রেধা আত্মানং ব্যকুরুত। (অগ্নিং তৃতীয়ং) আদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ম্॥"[২]

'তিনি নিজেকে তিন ভাগে ভাগ করিলেন—অগ্নি বায়ু ও আদিত্য (প্রত্যেকে) তৃতীয় ভাগ।' কোথাও আছে, ঐ রূপত্রয় অগ্নিরই।[৩] বেদোক্ত অগ্নিদেবতা ও প্রজাপতি যে অভিন্ন, তাহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে জানা যায়, অগ্ন্যাদি দেবতাত্রয়,—অতএব ৩৩ বা ৩৩০৬ দেবতা অর্থাৎ বেদোক্ত সমস্ত দেবতা,—বেদের নিজ সিদ্ধান্তানুসারে, একই দেবতারই কার্যনামভেদ বা রূপভেদমাত্র। 'শতপথব্রাহ্মণে'র শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৪] তাহাতে মহর্ষি শাকল্য ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বারংবার একই প্রশ্ন করেন,—"হে যাজ্ঞবল্ক্য! দেবতা কতিপয়?" পরন্তু উহার উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিভিন্নবারে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ করেন। প্রথমবারে তিনি উত্তর করেন যে, দেবতার সংখ্যা ৩৩০৬। অনন্তর তিনি পর পর উত্তর করেন যে, দেবতার সংখ্যা ৩৩, ৬, ৩, ২, ১½ ("অধ্যর্দ্ধ") ও ১। শাকল্যও প্রতিবারে তাহা স্বীকার করেন। অতঃপর শাকল্য জিজ্ঞাসা করেন, "৩৩০৬ দেবতা কে কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি।"[৫]

'দেবতা কিন্তু ৩৩ টিই। উঁহারা ইঁহাদেরই মহিমা।' অনন্তর শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং

১। দুর্গাচার্যের 'নিরুক্তবৃত্তি'তে (৭।৫) ধৃত। ঐতব্রা. ৫।৩২ ; ছান্দোউ, ৪।১৭।১

২। শতব্রা (মাধ্য) ১০।৬।৫।৩। শতব্রা (মাধ্য), ১১।২।৩।১

৩। ঋক্‌সং, ১০।৪৫।১-২

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১১।৬।৩ (ব্রাহ্মণ) ; বৃহউ, ৩।৯ (ব্রাহ্মণ)

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১১।৬।৩।৫ ; বৃহউ, ৩।৯।২

প্রজাপতি ইহারাই ৩৩ দেবতা।[১] অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহ—ইহারা অষ্ট বসু। জীবের দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ("আত্মা")—ইহারা একাদশ রুদ্র। দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ আদিত্য। স্তনয়িত্নু বা অশনি ইন্দ্র এবং যজ্ঞ বা পশুসমূহ প্রজাপতি। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য ও দ্যৌ—ইহারা ছয় দেবতা। "এই তিন লোকই তিন দেবতা; কেননা, সমস্ত দেবতা ইহাদিগেতেই (অবস্থিত), অথবা ইহাদেরই সম্পর্কে উৎপন্ন।" অন্ন ও প্রাণ দুই দেবতা। সূর্য অধ্যর্দ্ধ দেবতা। পরিশেষে শাকল্য জিজ্ঞাসা করেন, "এক দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে।"[২]

'তিনি ব্রহ্মই। তাঁহাকে 'ত্যৎ' বলা হয়।'

বিশেষ প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, দেবতার পরিচয় দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য স্থূলত কালসহ জগতের সমস্ত অচেতন বস্তুরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে তিনি উহাদিগকে ২, ৩, ৬ বা ৩৩ (=৮+১১+২+১+১) ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তত্তৎ সম্পর্কে তিনি দেবতার সংখ্যা, ২, ৩ ইত্যাদি বলিয়াছেন। তাহাতে নিরূপিত হয় যে, দেবতা বস্তুত একটিই—ব্রহ্মই। ভিন্ন ভিন্ন উপাধি সম্পর্কে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং সমস্ত দেবতা ব্রহ্মেরই মহিমা,—বস্তুত ব্রহ্মই। 'শতপথব্রাহ্মণে'র অন্যত্র তাহা স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে।

"তদ্ যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ।"[৩]

'এই যে (যাজ্ঞিকগণ) বলেন, "ইহাকে যজন কর, ইহাকে যজন কর", (নাম, শস্ত্র, স্তোত্র, কর্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অগ্নি, ইন্দ্র, প্রভৃতি

১। শতব্রা (মাধ্য), ১১।৬।৩।৫ পরন্তু ঐ ব্রাহ্মণের অন্যত্র (৪।৫।৭।২) ইন্দ্র এবং প্রজাপতির স্থলে দ্যৌ এবং পৃথিবীর উল্লেখ আছে। তথায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, "প্রজাপতিশ্চতুস্ত্রিংশঃ" [প্রজাপতি ৩৪তম (দেবতা)]

২। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৯।১০; (কাণ্ব শাখার পাঠ কিঞ্চিৎ ভিন্ন),—

"প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে।"

—(বৃহউ, ৩।৯।৯)

৩। বৃহউ, ১।৪।৬

বৈদিক) দেবগণকে এক-এক (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মানিয়াই তাঁহারা ঐ প্রকার বলিয়া থাকেন। পরন্তু) ঐ বিসৃষ্টি (বা দেবভেদ) নিশ্চয় ইহারই (প্রজাপতিরই), ইনিই নিশ্চয় সর্বদেবতা।'

বেদোক্ত দেবতাতত্ত্বের পর্যালোচনা করত আচার্য যাস্ক লিখিয়াছেন,[১] "নিরুক্তকারদিগের মতে দেবতা তিনটি। যথা, অগ্নি—যাঁহার স্থান পৃথিবী, ইন্দ্র বা বায়ু—যাঁহার স্থান অন্তরিক্ষ এবং সূর্য—যাঁহার স্থান দ্যুলোক। মহাভাগ্য হেতু উঁহাদের প্রত্যেকের বহু নাম। অথবা যেমন কার্যভেদ হেতু একই ব্যক্তি হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হয়, তেমন একই দেবতা কার্যভেদ হেতু বহু নামে অভিহিত হন।" আচার্য শৌনকও তাহাই বলিয়াছেন।[২] ঐ দেবতাত্রয় আবার একই পরমদেবতারই রূপভেদমাত্র।[৩] সুতরাং দেবতা প্রকৃতপক্ষে একই। তিনি আত্মা বা ব্রহ্মই।[৪] যাস্ক বলিয়াছেন, "আত্মা দেবতার ঐশ্বর্য মহান্। সেই হেতু এক হইলেও বহু প্রকারে উঁহার স্তুতি করা হয়। অপর সমস্ত দেবতা একই আত্মারই প্রত্যঙ্গসমূহ হয়। আরও দেখ, ঐ আত্মা সর্ববস্তুর মূল প্রকৃতি। (সেই হেতু সর্ববস্তু উঁহার রূপসমূহ-বিশেষই)। সেই প্রকারে ঋষিগণ (উঁহাকে) নানারূপে স্তুতি করিয়াছেন। কেহ কেহ এইরূপ বলেন। ঐ দৃষ্টিতে সমস্ত (বস্তু) নাম ঐ মূলপ্রকৃতি আত্মারই নাম। সুতরাং নানা নামে তাঁহার স্তুতি করা যায়। ঐরূপে বৈদিক দেবতাগণকে ইতরেতরজন্মা অর্থাৎ পরস্পরকে পরস্পরের কারণ বলা যায়। অথবা উঁহাদিগকে কর্মজন্মা অর্থাৎ কর্মভেদে উৎপন্ন বলা যায়। পরন্তু সকলেই আত্মজন্মা। আত্মাই উঁহাদের রথ; আত্মাই উঁহাদের অশ্ব; আত্মাই আয়ুধ এবং আত্মাই বাণসমূহ। আত্মাই দেবতাদিগের সমস্ত কিছু। আত্মাই সমস্ত দেবতা।"[৫] অপর সমস্ত দেবতা

১। 'নিরুক্ত,' ৭।৫।১-৪

২। "এতাসামেব মাহাত্ম্যান্ নামান্তত্বং বিধীয়তে।
তত্তৎস্থানবিভাগেন তত্র তত্রেহ দৃশ্যতে॥"
—(বৃহদ্দেবতা, ১।৭০)

৩। 'বৃহদ্দেবতা,' ১।৬১-৭৫

৪। যাস্ক বলেন,
"স এষ মহানাত্মা সত্তালক্ষণঃ তৎপরং তৎ ব্রহ্ম···স ভূতাত্মা সৈষা ভূতপ্রকৃতি···"

৫। 'নিরুক্ত,' ৭।৪

যে একই পরমদেবতা ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র,—এই মতের উল্লেখ 'অথর্ববেদে'ও পাওয়া পাওয়া যায়।[১] তথায় ঐ বিষয়ে বৃক্ষের স্কন্ধ এবং শাখাসমূহের দৃষ্টান্তও প্রদত্ত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, যেমন বৃক্ষের শাখাসমূহও স্কন্ধকে আশ্রয় করিয়া, উহারই চারিদিকে অবস্থিত থাকে, তেমন সমস্ত দেবতা এক মহদ্‌যক্ষকে বা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে।[২]

"সর্বে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি"[৩]

'সমস্ত দেবতা ইহাতে (ব্রহ্মে) একবৃত হয়।'

বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে কাত্যায়ন লিখিয়াছেন, "দেবতা তিনই। উহারা) ক্ষিতি, অন্তরিক্ষ ও দ্যু(লোক) স্থায়ী (এবং যথাক্রমে) অগ্নি, বায়ু ও সূর্য (বলিয়া অভিহিত হন)।...ওঁ (এই শব্দ) সর্বদেবত্য (অর্থাৎ সর্বদেবতার অভিধায়ক), পারমেষ্ঠ্য, ব্রাহ্ম, দৈব (=দেবদেবতাভিধায়ক) ও আধ্যাত্মিক (='শরীরবর্তী প্রত্যগাত্মার অভিধায়ক')। তত্তৎস্থানবর্তী অন্য দেবতাগণ তাঁহাদের বিভূতিসমূহ। কর্মপৃথক্ত্ব হেতুই পৃথক্ পৃথক্ নামে (দেবতার) স্তুতিসমূহ হইয়াছে।[৪] পরন্তু দেবতা একই (তিন নহে,) তিনি

১। "যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে গাত্রা বিভেজিরে।
তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥"—(অথসং, ১০।৭।২৭)

২। "মহদ্‌যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে।
তস্মিঞ্ছ্রয়ন্তে য উ কে চ দেবা বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ॥"—(অথসং, ১০।৭।৩৮)

৩। অথসং, ১৩।৪।২১ ; ১৩।৪।১৩ ; ('সর্বে' স্থলে 'এতে' পাঠান্তরে)

৪। বেদের মতে, বহু নাম বা রূপ যে একই দেবতারই, তাহা সিদ্ধ করিতে কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'র টীকাকার ষড়্‌গুরুশিষ্য (১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) এই সকল শ্রুতি-প্রতীক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"নামানি তে শতক্রতো বিশ্বাভির্গীর্ভিরীমহে"—(ঋক্‌সং, ৩।৩৭।৩)
"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—(ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১৮)
"নহি নু তে মহিমনঃ সমস্য"—(ঐ, ৬।২৭।৩)
"ন তে মহিত্বমন্বশ্বুবন্তি"—(ঐ, ৭।৯৯।১)
"ভুবনস্য পিতরং গীর্ভিরাভিঃ"—(ঐ, ৬।৪৯।১০)
"আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন"—(ঐ, ১।১৫৬।৩)
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা"—(বাজসং, ১৩।৫৩, ৫৪)
"সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধি ভূম্যাম্"—(ঐতআ, ২।৪।১)

ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে।

মহানাত্মা। তিনি সূর্য বলিয়াও কথিত হইয়া থাকেন। তিনি নিশ্চয় সর্বভূতাত্মা। ঋষি-কর্তৃক তাহাই উক্ত হইয়াছে—'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চেতি' (সূর্য জঙ্গমের ও স্থাবরের আত্মা)। অন্য দেবতাগণ তাঁহার বিভূতিসমূহ। ঋক্‌মন্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে—'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরিতি' (ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলা হয়, ইত্যাদি)।"

ইহাও বোধ হয় এইখানে বলা উচিত যে, শ্রুতির ঐ দেবৈকত্ববাদ বা দেবব্রহ্মবাদ মহাভারত-পুরাণাদি শ্রুতানুযায়ী স্মৃতিগ্রন্থসমূহেও সম্যক্ পরিগৃহীত হইয়াছে। যথা—মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন, "ইহাকে (পরমাত্মাকে) কেহ অগ্নি বলেন, কেহ মনু (নামক) প্রজাপতি বলেন, কেহ ইন্দ্র বলেন, অপরে প্রাণ বলেন এবং অন্যে শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন।"[১] মহর্ষি সনৎকুমারও তাহাই বলিয়াছেন।[২] মহাভারতাদিতে দেখা যায়, যিনি যখন যে দেবতার স্তুতি করিয়াছেন, অপর সমস্ত দেবতা সেই দেবতাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] তাহাতেও নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হয় যে, সমস্ত দেবতা অভিন্ন,—সমস্ত দেব-নাম একই দেবতার নামভেদসমূহ-মাত্র। যে নাম যখন যাহার প্রিয় বোধ হইয়াছে, তিনি তখন সেই নামকে পরমদেবতার মুখ্য নাম বলিয়া মনে করত, অপর সমস্ত নামগুলিকে তাহার পর্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে নিশ্চিত হয় যে, অপর সমস্ত দেবতা বস্তুত ঐ এক দেবতাই।

১। 'মনুস্মৃতি,' ১২।১২৩

২। মহর্ষি সনৎকুমার দৈত্যরাজ বৃত্রকে বলেন,

> "স ব্রহ্ম পরমো ধর্মস্তপশ্চ সদসচ্চ সঃ ॥ ২৬ ॥
> শ্রুতিশাস্ত্রগ্রহোপেতঃ ষোড়শর্ত্বিক্ ক্রতুশ্চ সঃ।
> পিতামহশ্চ বিষ্ণুশ্চ সোঽশ্বিনৌ স পুরন্দরঃ ॥ ২৭ ॥
> মিত্রোঽথ বরুণশ্চৈব যমোঽথ ধনদস্তথা।
> তে পৃথগ্দর্শনাস্তস্য সংবিদস্তু তথৈকতাম্ ॥
> একস্য বিদ্ধি দেবস্য সর্বং জগদিদং বশে ॥ ২৮ ॥
> নানাভূতস্য দৈত্যেন্দ্র তস্যৈকত্বং বদত্যয়ম্।
> জন্তুঃ পশ্যতি বিজ্ঞানাত্ততো ব্রহ্ম প্রকাশতে ॥ ২৯ ॥"
>
> —(মহাভা, ১২।২৭১ অধ্যায়);

আরও দেখ—(ঐ, ৩।১৮৯।৫-৬)

৩। মহাভা, ১২।২৮৪।৬৬; ৮।৩৩।৪৮-৫০.১ প্রভৃতি দেখ।

জগতস্তস্থুষশ্চ" বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, অপর সমস্ত দেবতা উঁহারই বিভূতি। তাহার প্রমাণরূপে তিনি "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং" ইত্যাদি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহর্ষি বাধ্বের মতে, পুরুষ চতুর্বিধ—শরীরপুরুষ, ছন্দঃপুরুষ, বেদপুরুষ, এবং মহাপুরুষ। এই দৈহিক আত্মাই শরীরপুরুষ। উহার রস বা প্রকৃত স্বরূপ "অশরীর, প্রজ্ঞাত্মা"। সংবৎসর মহাপুরুষ এবং উহার রস ঐ আদিত্য (বা আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ)। অতঃপর ঋষি বলেন,—

"স যশ্চায়মশরীরঃ প্রজ্ঞাত্মা যশ্চাসাবাদিত্য একমেব তদিতি বিদ্যাৎ।"[1]

'এই যে অশরীর প্রজ্ঞাত্মা এবং ঐ যে আদিত্য (পুরুষ) নিশ্চয়ই এক বলিয়া জানিও।' উহার প্রমাণরূপে বাধ্ব ঋষি সেই বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহার চতুর্থ চরণ "সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।"

আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এবং জীবাত্মা যে অভিন্ন, তাহা অপর শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে।[2] আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ব্রহ্মই। শ্রুতি স্পষ্টতই তাহা বলিয়াছেন।

"ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মৈবেমে কিতবাঃ।"[3]

'কৈবর্তগণ ব্রহ্ম, দাসগণ ব্রহ্ম, এবং দ্যূতকারিগণও ব্রহ্মই।' এই শ্রুতিতে হীনবর্ণগণের এবং নীচপাপকর্মকারীদিগের উল্লেখ আছে বটে। পরন্তু তাহাতে উচ্চবর্ণদিগের এবং পুণ্যকর্মকারীদিগেরও, সুতরাং সমস্ত জীবেরই ব্রহ্মত্ব বলা হইয়াছে। 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে,—

"সর্বে বৈ পশবঃ প্রজাপতিঃ পুরুষোঽশ্বো গৌরবিরজঃ"[4]

'মনুষ্য, অশ্ব, গো, মেষ, অজ, (প্রভৃতি) সমস্ত পশুই নিশ্চয়ই প্রজাপতি।'

১। ঐতআ, ৩।২।৩ ; ঐতআ, ৩।২।৪ ; শাখাআ, ৮।৩ ; শাখাআ, ৮।৬

২। যথা—

"যদেতন্মণ্ডলং তপতি যশ্চৈষ...অথ য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চৈষ হিরণ্ময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ।"—[শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।৭]

"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ।"—(তৈত্তিরি, ২।৮।৫ ; ৩।১০।৪)

৩। এই শ্রুতিবচন নাকি আথর্বণ শাখায়। পরন্তু ঐ গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে'ও উহার উল্লেখ আছে। (২।৩।৪৩)

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১০।২।১।১

চারি বেদের চারিটি মহাবাক্য আছে,—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," "অহং ব্রহ্মাস্মি," ('আমি ব্রহ্মই'), "তত্ত্বমসি" ('তুমি সেই ব্রহ্মই') এবং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ('এই আত্মা ব্রহ্মই')। উহারা যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের মহাবাক্য। উহাদের তিনটির মতে, জীব ব্রহ্মই।[১]

এইরূপে দেখা যায়, বেদের পরম তাৎপর্য জীবব্রহ্মবাদে। ইহার অধিকতর আলোচনা পরে নবম অধ্যায়ে করা যাইবে।

১। 'অধ্যাত্মোপনিষৎ' 'শুকরহস্যোপনিষৎ' প্রভৃতিতে এই সকল মহাবাক্যের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্ম সর্বাত্মক

ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত জগৎ ("সর্ব") ব্রহ্মই। বেদে নানা স্থানে নানা প্রকারে উহা উক্ত হইয়াছে। পূর্ব অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু ঐ সকল উক্তি জগতের পক্ষ হইতেই করা হইয়াছে। ব্রহ্মের পক্ষ হইতে বলা হয় যে ব্রহ্ম সর্বই,—তিনি সর্বাত্মক। যথা—

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥"[1]

'তাহাই (পরব্রহ্ম) অগ্নি, তাহাই আদিত্য, তাহাই বায়ু এবং তাহাই চন্দ্রমা। তাহাই শুক্র (অর্থাৎ শুভ্র জ্যোতিঃস্বরূপ), তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই আপ্ (বা কারণ-সলিল) এবং তিনিই প্রজাপতি (বা স্রষ্টা)।

"এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ॥"[2]

'এই দেবতাই সমস্ত দিক্ বিদিকে বর্তমান। তিনিই পূর্বে (সৃষ্টির আদিতে) উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তিনিই গর্ভাভ্যন্তরে (প্রবেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জগদ্রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন)। তিনিই জাত (বা উৎপন্ন বস্তু) এবং তিনিই জনিষ্যমাণ (বা উৎপৎস্যমান বস্তু)। তিনি প্রতি পদার্থ হইয়াছেন। হে জনগণ, তিনি সর্বতোমুখ।' "তিনি ধাতা, তিনি বিধাতা, তিনি বায়ু (বা সূত্রাত্মা) এবং তিনি ঊর্ধ্বস্থিত আকাশ (বা ব্রহ্ম)।...তিনি অর্যমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র এবং তিনি মহাদেব।....তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য এবং তিনিই মহাযম।"[3]

১। বাজসং (মাধ্য). ৩২।১; কাণ্বসং, ৪।৪।৩।১; তৈত্তিআ, ১০।১।৭ ('তদাদিত্যস্তদ্বায়ুঃ' স্থলে 'তদ্বায়ুস্তৎ সূর্যঃ', 'শুক্রং' স্থলে 'শুক্রমমৃতং' এবং 'তা' স্থলে 'তৎ' পাঠান্তরে); শ্বেতউ, ৪।২ (চতুর্থ চরণের পাঠ "তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ")।

২। বাজসং (মাধ্য), ৩২।৪; কাণ্বসং, ৪।৪।৩।৪; শ্বেতউ, ২।১৬; তৈত্তিআ, ১০।১।১২ 'হ' স্থলে 'হি', 'এব জাতঃ' স্থলে 'বিজায়মানঃ' এবং 'প্রত্যঙ্ জনান্' স্থলে 'প্রত্যঙ্মুখঃ' পাঠান্তরে)।

৩। অথর্বসং ১৩।৪।৩-৫

"স এব মৃত্যুঃ সোঽমৃতং সোঽভ্বং স রক্ষঃ।"[১]

তিনিই মৃত্যু এবং তিনিই অমৃত। তিনি যক্ষ এবং তিনি রক্ষঃ।

"তমেব মৃত্যুমমৃতং তমাহুঃ তং ভর্তারং তমু গোপ্তারমাহুঃ।"[২]

'তাঁহাকেই মৃত্যু এবং তাঁহাকেই অমৃত বলা হয়। তাঁহাকেই ভর্তা এবং তাঁহাকেই গোপ্তা বলা হয়।'

"যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥"[৩]

'যিনি ভূত ও ভব্য সমস্তই, যিনি তাহাদের উপরেও অবস্থিত, এবং যাঁহার স্বরূপ কেবল স্বঃ (অর্থাৎ যিনি আকাশস্বরূপ), (স্বস্তরূপী) সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।'

আরণ্যক গ্রন্থে আছে, যে পরমাত্মা জীবের শরীরমধ্যে (প্রজ্ঞাত্মারূপে) এবং আদিত্যমণ্ডলে (মহাপুরুষ বা হিরণ্ময় পুরুষরূপে) অভিন্নভাবে অবস্থিত আছেন, "তাঁহাকেই বহ্বৃচগণ মহত্যুক্থে, অধ্বর্য্যুগণ অগ্নিতে, এবং ছন্দোগগণ মহাব্রতে মীমাংসা (অর্থাৎ বর্তমান বলিয়া নিরূপণ) করেন। তাঁহাকে অগ্নিতে, দ্যুলোকে, বায়ুতে, আকাশে, জলে, ঔষধীসমূহে, বনস্পতিসমূহে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, এবং সর্বভূতে মীমাংসা করেন। তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা হয়।"[৪] ইহা হইতে জানা যায় যে 'ব্রহ্ম' সর্বাত্মক বস্তুরই নাম বিশেষ। "ইনিই ব্রহ্ম (=হিরণ্যগর্ভ) ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, ইনিই পৃথিবী, বায়ু,

---

১। অথসং, ১৩।৪।২৫ ২। তৈত্তিআ, ৩।১৪।২-১

৩। অথসং ১০।৮।১। আরও দেখ—

"স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥
স এব সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥"—(কৈবল্যোপনিষৎ, ১।৮-৯)

৪। ঐতআ, ৩।২।৩; শাখাআ. ৮।৪। 'শাখায়নারণ্যকে' (৮।৪-৫) উক্ত হইয়াছে যে

"উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥"

এই ঋক্‌মন্ত্রের (১।৫০।১০) তাৎপর্যও তাহাই। এই মন্ত্র শ্রুতির বহুত্র পাওয়া যায়। উহার তাৎপর্য পরে বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে।

আকাশ, জল ও তেজঃ—এই সমস্ত পঞ্চভূত, ইনিই ক্ষুদ্র ও মিশ্র প্রাণিসমূহ, ইনিই সমস্ত বীজ (=কারণ) এবং তদ্ভিন্ন (অর্থাৎ কার্য), ইনিই সমস্ত অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিসমূহ,—(যথা) অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী প্রভৃতি, সমস্ত জঙ্গম পশুপক্ষী এবং স্থাবর পদার্থ। এই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র। সমস্ত লোক প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞানেত্র এবং প্রজ্ঞানেই উহাদের প্রতিষ্ঠা (বা লয়স্থান)। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।"[১]

বামদেব ঋষি বলিয়াছেন

"হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষস-
দ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্॥"[২]

এই ঋকটি হংসবতী ঋক্ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রুতির আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়।[৩] ইহার তাৎপর্য এই[৪]—ব্রহ্ম সর্বগামী ও সর্বব্যাপী। সেই হেতু তাঁহাকে 'হংস' বলা হয় ("হন্তি গচ্ছতীতি হংসঃ")। তিনি 'শুচি' অর্থাৎ স্বর্গরূপ শুদ্ধ প্রদেশে বা শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করেন বলিয়া 'শুচিষৎ'। সর্বলোকের স্থিতি সাধক এবং সর্বলোকে অবস্থিত বলিয়া তিনি 'বসু'। 'অন্তরিক্ষে' অবস্থান করেন বলিয়া তিনি 'অন্তরিক্ষসৎ'। তিনি অগ্নিরূপ 'হোতা'। তিনি পৃথিবীরূপ 'বেদি'তে অবস্থান করেন বলিয়া 'বেদিষৎ', 'অতিথি' (বা সোম) রূপে 'দুরোণে' (কলসে) অবস্থান করেন বলিয়া 'অতিথি' ও 'দুরোণসৎ'; 'নৃ'গণে অবস্থান করেন বলিয়া 'নৃষৎ', বরণীয় স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া 'বরসৎ', 'ঋতে' অবস্থান করেন বলিয়া 'ঋতসৎ' 'ব্যোমে অবস্থিত বলিয়া 'ব্যোমসৎ, 'জলে' ('অপ্') মৎস্যাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া 'অব্জা', 'গো' (বা পৃথিবী) হইতে ব্রীহ্যাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া 'গোজা, 'ঋত' (বা যজ্ঞাঙ্গ-দ্রব্যাদি) রূপে উৎপন্ন হন বলিয়া 'ঋতজা' এবং 'অদ্রি' হইতে নদ্যাদি রূপে

১। ঐতআ, ২।৬।১=ঐতউ, ৩।১।৩ ২। ঋক্‌সং, ৪।৪০।৫

৩। কাঠসং, ১৫।৮; ১৬।৮; মৈত্রাসং, ২।৬।১২ অনেক শ্রুতিতে 'ঋতম্' এর পরে "বৃহৎ" পদও আছে। যথা—তৈত্তিসং, ১।৮।১৫।২; ৪।২।১।৫; বাজসং (মাধ্য), ১০।২৪; ১২।১৪; কাণ্বসং, ২।১।৭।৪; শতব্রা (মাধ্য), ৫।৪।৩।২২; শতব্রা (কাণ্ব), ৭।৩।৩।২০; তৈত্তিআ, ১০।১০।৩; ১০।৫০; কঠউ, ২।২।২

৪। কঠউ, ২।২।২, শঙ্করভাষ্য

উৎপন্ন হন বলিয়া 'অদ্রিজা'। তিনি 'ঋত' বা সত্যস্বরূপ। এইরূপে এই মন্ত্র হইতে ব্রহ্মের সর্বাত্মকতা সিদ্ধ হয়। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৪।২০) উক্ত হইয়াছে যে এই মন্ত্র আদিত্য বিষয়ক, উহাতে আদিত্যেরই সর্বাত্মকতা বিবৃত হইয়াছে।[১] আচার্য শঙ্কর বলেন, "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" এই মন্ত্রে আদিত্যকে আত্ম-স্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করাতে[২] উহা আত্মাপক্ষে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ঐ মন্ত্রে লক্ষিত বস্তু অবশ্যই সর্বাত্মক। তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। শঙ্কর বলেন, "সর্বপ্রকারেই জগতে আত্মা একই, আত্মভেদ নাই—ইহাই ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য।" যাস্কাচার্যও বলিয়াছেন যে ঐ মন্ত্রে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৩] মহর্ষি শৌনক বলেন, উহাতে আপাতত আদিত্যকে লক্ষ্য করিতে হয় বটে, পরন্তু উহার জপ দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয়।[৪] সুতরাং, তন্মতে, ঐ মন্ত্রের পরম দেবতা ব্রহ্মই, আদিত্য ব্রহ্মোপাসনার প্রতীক মাত্র। 'শতপথব্রাহ্মণে' ঐ মন্ত্র অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৫] বেদে 'অগ্নি' ব্রহ্ম বা পরমাত্মারই নামান্তর-বিশেষ। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশ্বরূপ

ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব শ্রুতিতে কবিত্বময় ভাষায়ও বর্ণিত হইয়াছে। যথা, 'পুরুষসূক্তে' নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন,

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।"[৬]

১। "এব এতানি সর্বাণেষ হ বা অস্ত ছন্দঃসু প্রত্যক্ষতমাদিব রূপম।"

২। ৩১ পৃষ্ঠা দেখ। ৩। নিরুক্ত, ১৪।২৯

৪। মহর্ষি শৌনক লিখিয়াছেন,

"হংসঃ শুচিষদিত্যৃচা শুচিরীক্ষেদ্দিবাকরম্।
অন্তকালে জপন্নেতি ব্রহ্মণঃ সদ্ম শাশ্বতম্॥"

(ঋগ্বিধান, ২।১৩)

৫। অগ্নি বা পরমাত্মা সর্বাত্মক। সুতরাং আদিত্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিও তিনিই। সেই হেতু 'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য, ৬।৭।৩।১১) ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে—আদিত্য হংস ও শুচিষৎ; বায়ু বসু ও অন্তরিক্ষসৎ; অগ্নি হোতা ও বেদিষৎ, অতিথি ও দুরোণসৎ; প্রাণ নৃষৎ; ইত্যাদি।

৬। ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১; বাজসং (মাধ্য), ৩১।১; কাঠসং, ৪।৫।১।১; সামসং, পূ, ৬।১৩।৩; অথসং, ১৯।৬।১ ('সহস্রশীর্ষা' স্থলে 'সহস্রবাহুঃ' পাঠান্তরে); তৈত্তিআ, ৩।১২।১; শ্বেতউ, ৩।১৪

'পুরুষের অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু এবং অনন্ত চরণ।' মূলের 'সহস্র' শব্দ 'সর্ব' বা 'অনন্ত' বাচক।[১] অন্যত্র আরো কিঞ্চিৎ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে

"সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥"[২]

'সেই ভগবান্ (পুরুষ) সমস্ত মুখ, মস্তক ও গ্রীবা যুক্ত, সর্বভূতের হৃদয়-গুহায় স্থিত এবং সর্বব্যাপী। সেই হেতু তিনি সর্বগত এবং শিব (বা কল্যাণময়)।'

"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"[৩]

'তাঁহার হস্ত ও পাদ সর্বত্র, চক্ষু, শির ও মুখ সর্বত্র, এবং তাঁহার কর্ণ সর্বত্র। তিনি লোকে সমস্তই আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন।'

ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা ঋষি লিখিয়াছেন,

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
স বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥"[৪]

'এক (অদ্বিতীয়) স্বয়ংপ্রকাশ (বিশ্বকর্মা) গমনশীল (অর্থাৎ পরিণামী) বস্তু-সমূহ দ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়া (ধর্মাধর্মরূপ) বাহুদ্বয় দ্বারা উহাদিগকে সম্যক্ প্রেরণ করিতেছেন। সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্বত্র তাঁহার মুখ, সর্বত্র তাঁহার বাহু এবং সর্বত্র তাঁহার পাদ।' আচার্য উদয়ন বলেন, 'বিশ্বতশ্চক্ষু' শব্দে 'সর্বজ্ঞত্ব' প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কেননা, চক্ষু দৃষ্টির উপলক্ষণাত্মক ; 'বিশ্বতোমুখ' শব্দে 'সর্ববক্তৃত্ব', কেননা, মুখ বাক্যের উপলক্ষণাত্মক, 'বিশ্বতোবাহু' শব্দে 'সর্বসহকারিত্ব', কেননা, বাহু সহকারিত্বের উপলক্ষণাত্মক এবং 'বিশ্বতস্পাৎ'

১। "সর্বং বৈ সহস্রং"—শতব্রা (মাধ্য), ৪।৬।১।১৫ ; ৮।৭।৪।১১

২। শ্বেতউ, ৩।১১ ৩। শ্বেতউ, ৩।১৬

৪। ঋক্‌সং, ১০।৮১।৩ ; বাজসং (মাধ্য), ১৭।১৯ ; কাঠসং, ২।৮।২।৪ ; শ্বেতউ, ৩।৩ ; তৈত্তিসং, ৪।৬।২।৪ ('বিশ্বতোহস্তঃ' ও 'নমতি' পাঠান্তরে) ; তৈত্তিআ, ১০।১।১০ ('নমতি' পাঠান্তরে)। ঈষৎ পাঠান্তরে এই মন্ত্র 'কাঠকসংহিতা' (১৮।২), 'মৈত্রায়ণীসংহিতা' (২।১০।২), 'কপিষ্ঠলকঠসংহিতা' (২৮।২) এবং 'অথর্বসংহিতা'র (১৩।২।২৬) পাওয়া যায়।

শব্দে 'সর্বব্যাপকত্ব', কেননা, পদ ব্যাপ্তির উপলক্ষণাত্মক, প্রতিপাদিত হইয়াছে।[১] যাহা হউক, উক্ত মন্ত্রেই ঋষি বলিয়াছেন যে বিশ্বকর্মা বিশ্বস্রষ্টাই। অপর মন্ত্রেও তিনি তাহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।[২]

তিনি আরও বলিয়াছেন যে সমস্ত দেবনাম বস্তুত তাঁহারই নাম।[৩] তাহাতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে বিশ্বকর্মা ব্রহ্মই। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে বিশ্বকর্মা প্রজাপতিই।[৪] কোথাও কোথাও আছে, তিনি ইন্দ্র।[৫] অন্যত্র পাওয়া যায় যে তিনি পরমাত্মা।[৬] তথায় ইহা প্রত্যক্ষত উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি বিশ্বস্রষ্টা এবং বিশ্বরূপ বা বহুরূপ।[৭]

সৃষ্টিকে যজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়া ঋষি বলিয়াছেন,

"ব্রহ্ম হোতা ব্রহ্ম যজ্ঞঃ ব্রহ্মণা স্বরবো মিতাঃ।
অধ্বর্যুর্ব্রহ্মণো জাতো ব্রহ্মণোঽন্তর্হিতং হবিঃ॥
ব্রহ্ম স্রুচো ঘৃতবতীর্ব্রহ্মণা বেদিরুদ্ধিতা।
ব্রহ্ম যজ্ঞস্য তত্ত্বং চ ঋত্বিজো যে হবিষ্কৃতঃ
শমিতায় স্বাহা॥"[৮]

১। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ৫ম স্তবক, ৩য় শ্লোকের পর।

২। যথা, ঋগ্বেদে দেখ—
"যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা" (১০৮১।২)
"যো ন পিতা জনিতা যো বিধাতা" (১০।৮২।৩)
"বিশ্বকর্ম বিমনা আদ্বিহায়া
ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্।" (১০।৮২।২)

যাস্ক বলেন 'বিমনা'—"বিভূতমনা" এবং 'বিহায়া' — "ব্যাপ্তা"। তিনি অধিদৈবত এবং আধ্যাত্মিক উভয় অর্থে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মতে "বিশ্বকর্মা সর্বস্য কর্তা"। ('নিরুক্ত', ১০।২৫।২৬)

৩। ঋক্‌সং, ১০।৮২।৩ (পূর্বে ১৩ পৃষ্ঠা দেখ)।

৪। বাজসং (মাধ্য), ১২।৬১; ১৭।৪০; তৈত্তিসং, ৪।২।৫।২; শতব্রা (মাধ্য), ৮।২।১। ১০; ৮।২।৩।১৩; ৯।৪।১।১২; ঐতব্রা, ৩।৭।৯।৬

৫। যথা,
"ত্বমিন্দ্র···বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি।" (অথসং, ২০।৬৩।৩)
আরও দেখ—বাজসং (মাধ্য), ৮।৪৫-৬; ঋক্‌সং, ৮।৯৮।২; শতব্রা (মাধ্য), ৪।৬।৪।৫-৬

৬। "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা" ইত্যাদি। (শ্বেতউ, ৪।১৭)

৭। "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্‌"—(শ্বেতউ, ৪।১৪ : ৫।১৩)
"তং বিশ্বরূপং"—(শ্বেতউ, ৬।৫)

৮। অথসং, ১৯।৪২।১-২; আরও দেখ—তৈত্তিব্রা, ২।৪।৭।১০

'ব্রহ্ম যজ্ঞ, ব্রহ্ম হোতা, ব্রহ্ম উদ্‌গাতা, ব্রহ্ম অধ্বর্যু, ব্রহ্ম ঘৃত, ব্রহ্ম ঘৃত প্রদানের স্রুচ্, ব্রহ্ম বেদি-নির্মাতা, এবং ব্রহ্ম হবিষ্‌কর্তা ঋত্বিক্।[১] ব্রহ্মই যজ্ঞের তত্ত্ব। (উক্ত প্রকারে যজ্ঞ-হোতাদিরূপে) শমিত (কল্যাণযুক্ত) ব্রহ্মকে স্বাহা।'[১] তাৎপর্য এই যে ব্রহ্ম বিশ্বরূপ।

ইন্দ্রও বিশ্বরূপ। যথা, বিশ্বামিত্রগোত্রীয় বাক্‌ঋষির পুত্র প্রজাপতি ঋষি ইন্দ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"মহত্তদ্‌বৃষ্ণো অসুরস্য নামা
বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ॥"[২]

'(উপাসকের অভীষ্ট ফল) বর্ষণকারী সেই অসুরের নাম (বা যশ) মহান্। বিশ্বরূপ তিনি (বরুণরূপে) অমৃতসমূহে অবস্থিত আছেন।' বিশ্বরূপ ইন্দ্রকে বিশেষ করিয়া "বিশ্বচর্ষণী"[৩], "বিশ্বানর"[৪] এবং "বিশ্বদেব"[৫] ও বলা হইয়াছে। উহাদের অর্থ যথাক্রমে 'সর্বমানব' এবং 'সর্বদেব'। 'বৈশ্বানর'ও 'বিশ্বকৃষ্টি' (বা 'সর্বমানব')।'[৬]

হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিয়াছেন, "বজ্রবাহু ইন্দ্র স্থাবর ও জঙ্গমের রাজা। তিনি শান্ত ও শৃঙ্গীদিগের (অর্থাৎ অহিংস্র ও হিংস্র পশুগণের) রাজা। সমস্ত প্রজাদিগের রাজাও তিনিই। যেমন (রথচক্রের) নেমি অরসমূহের চারিদিকে আছে, তেমন তিনি সমস্ত বিশ্বের চারিদিকে আছেন।"[৭]

দ্যুতন ঋষি (কিংবা তিরশ্চীন ঋষি) বলিয়াছেন, ইন্দ্র সর্বজগতের স্রষ্টা।

"তমু ষ্টবাম য ইমা জজান
বিশ্বা জাতান্যবরাণ্যস্মাৎ।"[৮]

'আমরা তাঁহা'কেই স্তুতি করিব যে (ইন্দ্র) এই (পরিদৃশ্যমান সর্বজগৎ) উৎপন্ন করিয়াছেন। অবরকালীন সমস্ত জাতবস্তুসমূহ তাঁহা হইতেই (উৎপন্ন হয়)।

১। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্"
'ভগবদ্‌গীতা'র এই প্রসিদ্ধ বাক্যের (৪।২৪।১) মূল ঐ শ্রুতিই। উহা 'শরভোপনিষদে' (২৯) ও আছে।

২। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৪ ; বাজসং (মাধ্য), ৩৩।২২ ; অথসং, ৪।৮।৩ ; 'বৃষ্ণঃ' স্থলে 'অস' পাঠান্তরে কাঠসং, ৩৭।৯ ; তৈত্তিব্রা, ২।৭।৮।১

৩। ঋক্‌সং, ১।৯।৩ ৪। বাজসং (মাধ্য), ৩৩।২৩

৫। ঋক্‌সং, ৮।৯৮।২ ; অথসং, ২০।৬২।৬ ৬। ঋক্‌সং, ১।৫৯।৭

৭। ঋক্‌সং, ১।৩২।১৫ ৮। ঋক্‌সং, ৮।৯৬।৯

আঙ্গিরস নৃমেধ ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র সূর্যকে তেজ দ্বারা দীপ্ত করেন ; তিনি "বিশ্বকর্মা ও বিশ্বদেব, (সুতরাং) মহান্"।[১]

'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় আছে, ইন্দ্রই জগদীশ্বর এবং ইন্দ্রই জগৎ।

> "ইন্দ্রো ভূতস্য ভুবনস্য রাজেন্দ্রো দাধার পৃথিবীমুতেমাম্।
> ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনা শ্রিতানীন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ॥
> ইন্দ্রঃ পৃণন্তং পপুরিং চেন্দ্রা ইন্দ্রঃ স্তবন্তং স্তবিতারমিন্দ্রঃ।
> দধাতি শক্রঃ সুকৃতস্য লোক ইন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ॥
> ইন্দ্রো দ্যৌরুর্ব্যুত ভূমিরিন্দ্রো ইন্দ্রঃ সমুদ্রো অভবদ্গভীরঃ।
> উর্বন্তরিক্ষং স জনানা ইন্দ্রা ইন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ॥
> ইন্দ্রো বৃত্রং বজ্রেণাবধীদ্দীন্দ্রো বাংসমুত শুষ্ণমিন্দ্রঃ।
> ইন্দ্রঃ পুরং শম্বরস্যভিনদ্দীন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ॥
> ইন্দ্রো বভূব ব্রহ্মণা গভীর ইন্দ্রা আভূতঃ পরিভূম্বিন্দ্রঃ।
> ইন্দ্রো ভবিষ্যদ্ভূত ভূতমিন্দ্রা ইন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ॥
> ইন্দ্রোঽস্মান্ অবতু বজ্রবাহুরিন্দ্রে ভূতানি ভুবনানীন্দ্রে।
> অস্মাকমিন্দ্রো ভবতু প্রসাহ ইন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ॥"[২]

'ইন্দ্র ভূত, ভবিষ্যৎ (এবং বর্তমানের) রাজা। ইন্দ্র এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন। বিশ্বভুবন ইন্দ্রে আশ্রিত। ইন্দ্রকে পিতা এবং মাতা (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী) মনে করি। যাঁহাকে প্রীত করা হয়, তিনি ইন্দ্র এবং যে প্রীত করে, সেও ইন্দ্র। যাঁহাকে স্তুতি করা হয়, তিনি ইন্দ্র, এবং যে স্তুতি করে, সেও ইন্দ্র। ইন্দ্র সুকৃতের লোক প্রদান করেন। ইন্দ্রকে দ্যাবাপৃথিবী মনে করি। ইন্দ্র বিস্তৃত দ্যৌ, ইন্দ্র বিস্তৃত পৃথিবী, ইন্দ্র গভীর সমুদ্র (বা অন্তরিক্ষ) হইয়াছেন। সেই ইন্দ্র অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত করিয়াছেন। ইন্দ্রকে দ্যাবাপৃথিবী মনে করি। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন। ইন্দ্র শুষ্ণকে হনন করেন। ইন্দ্র সম্বরের পুর ভিন্ন করেন। ইন্দ্রকে দ্যাবাপৃথিবী মনে করি। ইন্দ্র ব্রহ্ম সহ গভীর হইলেন। ইন্দ্রই সমস্ত ভূত। সর্বোপরিদিগের মধ্যে ইন্দ্র। ইন্দ্রই ভূত ও ভবিষ্যৎ (এবং বর্তমান)। ইন্দ্রকে দ্যাবাপৃথিবী মনে করি। বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন।

১। ঋক্‌সং, ৮।৮৭।৩ ২। মৈত্রাসং, ৪।১৪।৭

প্রাণিবর্গ, তথা (অচেতন) বস্তুবর্গ, ইন্দ্রে (স্থিত আছে)। ইন্দ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ইন্দ্রকে পিতা ও মাতা মনে করি।'

বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি লিখিয়াছেন,

"যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি।"[১]

'(বিদ্বান্‌গণ ইন্দ্রকে) ব্রধ্ন, অরুষ, চরন্ত, এবং চতুর্দিকস্থ রূপে (স্ব স্ব কর্মসমূহে) যোজনা করেন। তিনিই রোচনা রূপে দ্যুলোকে প্রকাশিত হইতেছেন।' 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[২] তদনুসারে ব্রধ্ন—আদিত্য,[৩] অরুষ—অগ্নি, চরন্ত—বায়ু, রোচনা=নক্ষত্রসমূহ এবং চতুর্দিকস্থ=এই লোকসমূহ। এইরূপে উক্ত মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্রই আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্রসমূহ এবং চতুর্দিকস্থ লোকসমূহ রূপে অবস্থিত। বামদেব ঋষির পুত্র বৃহদুক্থ ঋষি ইন্দ্রের চারিটি অসুর্য রূপের ("অসুর্যানি নাম") উল্লেখ করিয়াছেন।[৪] ঐ রূপেই ইন্দ্র সমস্ত কর্ম করেন। (১) প্রথম রূপ ("নাম") অতি গুহ্য। তদ্রূপে ইন্দ্র ভয়ভীত দ্যাবাপৃথিবীর আহ্বানে উহাদিগকে পাশাপাশি স্তম্ভিত রাখিয়াছেন এবং ভ্রাতার পুত্রগণকে (অর্থাৎ উদকসংস্ত্যায়কে) দীপ্ত করিয়া জগতে অন্নের বৃদ্ধি করিয়াছেন।[৫] (২) দ্বিতীয় রূপ "সর্বস্পর্শী"। ঐ রূপে তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্তকে উৎপন্ন করিয়াছেন। উহা হইতে "প্রিয় জ্যোতি" উৎপন্ন হইয়াছে।[৬] (৩) তৃতীয় রূপে ইন্দ্র অন্তরিক্ষে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় তেজের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ করিয়াছেন। তদ্ধেতুই পঞ্চ দেবগণ (=দেব, মনুষ্য, পিতৃগণ, অসুর ও রাক্ষস) এবং সপ্ততত্ত্ব (=সপ্ত মরুদ্গণ, সপ্ত আদিত্যরশ্মি, বা সপ্ত লোক) কালে কালে বিবিধ প্রকারে কর্ম করেন।[৭] (৪) চতুর্থ রূপে যুবা বৃদ্ধ হয়, জরাগ্রস্ত হইয়া মরে, আবার পুনর্জন্ম লাভ করে।[৮] প্রথমটি ঈশ্বর-রূপ, দ্বিতীয়টি অব্যক্ত বা অব্যাকৃত-রূপ,[৯] তৃতীয়টি

১। ঋক্‌সং, ১।৬।১; বাজসং (মাধ্য), ২৩।৫; তৈত্তিসং, ৭।৪।২০।১; অথসং, ২০।২৬।৪; ২০।৪৭।১০; ২০।৬৯।৯; সামসং, উ, ৬।৩।১৪; মৈত্রাসং, ৩।১২।১৮; ৩।১৬।৩

২। তৈত্তিব্রা, ৩।৯।৪।১-

৩। 'শতপথব্রাহ্মণে'র (মাধ্য; ১০।২।৬।১) মতেও, ব্রধ্ন=আদিত্য।

৪। ঋক্‌সং, ১০।৫৪।৪ ৫। ঋক্‌সং, ১০।৫৫।১ ৬। ঋক্‌সং, ১০।৫৫।২

৭। ঋক্‌সং, ১০।৫৫।৩ ৮। ঋক্‌সং, ১০।৫৫।৫ ৯। সায়নের মতে, এইটি আকাশ-রূপ।

আদিত্য-রূপ, এবং চতুর্থটি কাল-রূপ। প্রথমটিতে বিদ্যুদ্রূপ বা পর্জন্যরূপের প্রতিও লক্ষ্য করা হইয়াছে। বিদ্যুদ্রূপের ভ্রাতা পর্জন্য, আর পর্জন্য-রূপের ভ্রাতা বায়ু। যাহা হউক, এই প্রকারে সিদ্ধ হয় যে, সমস্ত জগৎ ইন্দ্রেরই রূপ।

'জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে বেন-তনয় পৃথু দিব্য ব্রাত্য-গণকে জিজ্ঞাসা করেন,

"ইন্দ্রমুক্থং উদ্গীথমাহুর্ব্রহ্ম সাম প্রাণং ব্যানম্।
মনো বা চক্ষুরপানং আহুঃ শ্রোত্রং শ্রোত্রিয়া বহুধা বদন্তি ॥"[১]

'বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ ইন্দ্রকে বহু প্রকারে বর্ণনা করেন। তাঁহাকে উক্থ, উদ্গীথ, ব্রহ্ম, সাম, প্রাণ ও ব্যান বলেন; এবং তাঁহাকে মন, চক্ষু, অপান ও শ্রোত্র বলেন। (ইহা কি সত্য?)' তাহাতে দিব্য ব্রাত্যগণ উত্তর করেন, 'প্রাচীন মন্ত্রকৃৎ ঋষিগণ বেদরক্ষার্থ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।

হে বৈন্য! সেই বিদ্বান্‌গণ তাহাই বলিয়া থাকেন।

"সমানং পুরুষং বহুধা নিবিষ্টম্।"

একই পুরুষ বহুধা অবস্থিত আছেন।'[২]

'বাষ্কলমন্ত্রোপনিষদে' আছে, ইন্দ্র স্বয়ং কাণ্ব মেধাতিথি ঋষিকে বলিয়াছিলেন,—

"অহং জ্যোতিরহমমৃতং বিনদ্ধি-
রহং জাতং জনি জনিষ্যমাণম্।
অহং ত্বমহমহং ত্বমিন্ত্বমহং
চক্ষ বিচিকিৎসীর্ম ঋদ্ধা ॥

'আমি জ্যোতিঃস্বরূপ। আমি অমৃত এবং বন্ধনরহিত। (আবার) আমিই জাত, জায়মান এবং জনিষ্যমাণ। আমি তুমি এবং আমি আমি। তুমিও নিজেকে তুমি আমিই (বলিয়া) জান। সম্প্রতি (এই প্রকার উপলব্ধি না হইলেও) তুমি তাহাতে সংশয় করিও না।'

"বিশ্বশাস্তা বিধরণো বিশ্বরূপো
রুদ্রঃ প্রণীতী তমনঃ প্রজাপতিঃ।
হংসো বিশোকা অজরঃ পুরাণ
ঋতীয়মানো অহমস্মি নাম ॥

১। জৈমিউব্রা, ১।৪৫।১ ২। জৈমিউব্রা, ১।৪৫।২

'আমিই বিশ্বশাস্তা, বিশ্ববিধারক, বিশ্বরূপ, রুদ্র, (বিশ্ব-) প্রেরক, যম এবং প্রজাপতি। আমি হংস, বিশোক, অজর, পুরাণ, এবং নির্লেপ।'

"অহমস্মি জরিতা সর্বতোমুখঃ
পর্যারণঃ পরমেষ্ঠী নৃচক্ষাঃ।
অহং বিশ্বঙ্ঙহমস্মি প্রসত্বান-
হমেকোঽস্মি যদিদং স্থ কিং চ॥"[১]

'আমি যজমান। আমি সর্বতোমুখ, ব্যাপক, পরমেষ্ঠী এবং নৃচক্ষা। ব্যাপকত্ব হেতুই আমি সাক্ষী, এক আমিই এই যাহা কিছু।' এইখানে ইন্দ্র আপনাকে সর্বাত্মক বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। বেদের বহুত্র বহু প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্র বিশ্বস্রষ্টাই।[২]

'তৈত্তিরীয়োপনিষদে' ওঙ্কারকে বিশ্বরূপ এবং ইন্দ্র বলা হইয়াছে।[৩] ওঁ ব্রহ্মেরই নামান্তর। সুতরাং ইন্দ্র ব্রহ্মই। উহাতে সাক্ষাদ্‌ভাবেও 'ব্রহ্ম' অর্থে 'ইন্দ্র' শব্দের প্রয়োগ আছে।[৪]

আচার্য যাস্ক বৈদিক 'ইন্দ্র' নামের অনেক নিরুক্তি দিয়াছেন।[৫] তিনি বলিয়াছেন,—আগ্রায়ণ আচার্যের মতে "ইদং করোতীতি ইন্দ্রঃ" (ইদংকর – ইন্দ্র); আর ঔপমন্যব আচার্যের মতে "ইদং পশ্যতীতি ইন্দ্রঃ" (ইদং+দৃশ্+ড – ইদদ্র = ইংদপ্র = ইন্দ্র)। এই শেষোক্ত নির্বচন 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'ও আছে, "তদিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্রমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ।"[৬] যাস্ক বলেন, 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ 'ঐশ্বর্যবান্'ও; কেননা, তিনি শত্রুদিগের 'দারয়িতা' ও দ্রাবয়িতা এবং যজ্ঞকারীদিগের 'আদরয়িতা'। সুতরাং যিনি জগতের কর্তা, সাক্ষী, এবং শাসক,—শত্রুদিগকে নাশ করেন, আর উপাসকগণকে আদর করেন, তিনিই ইন্দ্র।' সুতরাং ইন্দ্র পরমেশ্বরই।

১। 'বাস্কলমন্ত্রোপনিষৎ', ২০-৫

২। যথা দেখ—
"যঃ ইমা জজান বিশ্বা জাতানি অবরাণি অস্মাৎ।" (ঋক্‌সং, ৮।৯০।৬)
"মাতরং চ পিতরং চ সাকমজনয়থাস্তন্বাঃ স্বায়াঃ।" (ঋক্‌সং, ১০।৫৪।৩)
"ইন্দ্র ব্রহ্মেন্দ্র ঋষিঃ"—(ঋক্‌সং, ৮।১৬।৭)
"জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ"—(ঋক্‌সং, ৮।৩৬।৪)
ইত্যাদি।

৩। তৈত্তিউ, ১।৪।১ ৪। তৈত্তিউ, ১।৬।১ ৫। 'নিরুক্তি,' ১০।৮।৪

৬। ঐতব্রা, ২।৪।১৪

আচার্য শৌনক লিখিয়াছেন,

"ইষ্টে চৈবাস্য সর্বস্য তেনেন্দ্র ইতি স স্মৃতঃ ॥"[১]

'তিনি এই সমস্ত জগতের শাসন করেন। সেই হেতু তিনিই 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত হন।' আচার্য শঙ্কর বলেন, ইন্দ্র 'সর্বকামেশ পরমেশ্বর'।

বেদে অতি স্পষ্টত বলা হইয়াছে যে, ত্বষ্টা বিশ্বরূপ। যথা—

"ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপং"[২]

'এইখানে (=এই যজ্ঞে) অগ্রণী বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে।'

"দেবঃ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ
পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান ॥"[৩]

'জ্যোতিঃস্বরূপ ত্বষ্টা সবিতা (=জগতের প্রসবিতা বা প্রেরয়িতা) এবং বিশ্বরূপ। তিনি বহুরূপে উৎপন্ন হইলেন এবং প্রজাকে পালন করিতে লাগিলেন।' এই প্রকার শ্রুতিবচন আরও আছে।[৪]

'ত্বষ্টা' শব্দ 'ত্বক্ষ্' বা 'তক্ষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'তক্ষণ-কর্তা,'—'যিনি জগৎপ্রপঞ্চকে তক্ষণ করিয়াছেন।' অতএব ত্বষ্টা জগৎস্রষ্টা।

শ্রুতি নিজেই তাহা বলিয়াছেন,—তিনিই ত্বষ্টা

"য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী
রূপৈরপিংশদ্ ভুবনানি বিশ্বা।"[৫]

'যিনি স্বর্গ ও মর্ত্য উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং বিশ্বভুবনকে রূপবান্ (বা আকারবান্) করিয়াছেন।'

"ত্বষ্টেদং বিশ্বং ভুবনং জজান
বহোঃ কর্তারমিহ যক্ষি হোতা।"[৬]

১। 'বৃহদ্দেবতা,' ২।৩৫-২

২। ঋক্‌সং, ১।১৩।১০ ; তৈত্তিসং, ৩।১।১১।১ ৩। ঋক্‌সং, ৩।৫৫।১৯

৪। যথা—ঋক্‌সং, ১০।১০।৫ ; মৈত্রাসং, ৪।৮।৪ : অথসং, ১৮।১।৫

৫। ঋক্‌সং, ১০।১১০।৯ ; বাজসং (মাধ্য), ২৯।৩৪ ; অথসং, ৫।১২।৯ ; মৈত্রাসং, ৪।১৩।৩ ; কাঠসং, ১৬।২০, তৈত্তিব্রা, ৩।৬।৩।৪

৬। বাজসং (মাধ্য), ২৯।৯ ; তৈত্তিসং ৫।১।১১।৪

'ত্বষ্টা এই বিশ্বভুবনকে উৎপন্ন করিয়াছেন। হে হোতা! এই যজ্ঞে সেই বহুর (অর্থাৎ বহুভেদ-ভিন্ন জগতের) কর্তাকে হবন কর।' ত্বষ্টা রূপকৃৎ,—তিনি সমস্ত বস্তুর রূপ বা আকার প্রদান করেন।[১] রাজর্ষি ত্রসদস্যু বলিয়াছেন,—

"ত্বষ্টা ইব বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্
সমৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ ॥"[২]

'আমি ত্বষ্টার ন্যায় বিশ্বভুবনকে জানিয়া দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ এবং সমভাবে পরিচালন করি।' তাহাতে জানা যায়, ত্বষ্টা সর্বজ্ঞ, জগতের ধারক ও পরিচালক। তিনি 'ভুবনস্য সক্ষণি' (ভুবনের প্রভু),[৩] এবং প্রথমোৎপন্ন রক্ষক ও নেতা।[৪]

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ রূপহীন বা একরূপ ছিল, পরে বহুরূপ হইয়াছে। ত্বষ্টা জগৎকে বহুরূপ করিয়াছেন। ত্বষ্টা নিজেই জগতের উপাদান। তাই, প্রকৃত বলিতে, সৃষ্টির পূর্বে ত্বষ্টা একরূপ ছিলেন, পরে বিশ্বরূপ হইয়াছেন। ত্বষ্টা নিজেই নিজেকে বিশ্বরূপ করিয়াছেন। সুতরাং অপর কথায় বলা যায়, ত্বষ্টা নিজ হইতে বিশ্বরূপকে উৎপন্ন করিয়াছেন। তাই কোন কোন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বরূপ ত্বষ্টার পুত্র।

বিরাট্ পুরুষ

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বেদে কখন কখন 'পুরুষ' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। ঐ নামের একাধিক নিরুক্তিও তথায় পাওয়া যায়।

১। যথা, দেখ—

"ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং রূপকৃৎ রূপমেব পশুষু দধাতি।"
—(তৈত্তিসং, ৬।১।৮।৫ ; ৬।৫।৮।৪ ; তৈত্তিব্রা, ৩।৮।১১।২)

"যাবদ্ধ্যো বৈ রেতসঃ সিক্তস্য ত্বষ্টা রূপাণি বিকরোতি তাবদ্ধ্যো বৈ তৎ প্রজায়তে।"
—(তৈত্তিসং, ১।৫।৯।১)

"ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং প্রজনয়িতা"—(তৈত্তিসং, ২।১।৮।৪)

আরও দেখ—ঋক্সং, ১।১৮৮।৯ ; ৮।৯১।৪ ; ১০।১৮৪।১ ; অথসং, ২।২৬।১ ; ৫।২৬।৮ ; ৯।৪।৬

২। ঋক্সং, ৪।৪২।৩ (পরে দেখ) ৩। ঋক্সং, ২।৩১।৪

৪। "ত্বষ্টারং অগ্রজাং গোপাং পুরোযাবানম্ আ হুবে।"—(ঋক্সং, ৯।৫।৯)

ঐ সকল নিরুক্তি হইতে ব্রহ্ম কোন প্রকার আকারবিশিষ্ট কিনা, বলা যায় না। 'পুরুষ' শব্দ 'মনুষ্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোধ হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বৈদিক ঋষি সর্বাত্মক ব্রহ্মকে কখন কখন পুরুষ বা মানুষরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ঐ কল্পনামতে, ব্রহ্ম বিরাট্ পুরুষ এবং জগতের বিভিন্ন বস্তুসমূহ ঐ পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। 'পুরুষসূক্তে'র মতে, দ্যুলোক ঐ বিরাট্ পুরুষের শির, অন্তরিক্ষ তাঁহার নাভি, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, দিক্‌সমূহ তাঁহার শ্রোত্র, সূর্য তাঁহার চক্ষু, চন্দ্র তাঁহার মন, ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহার মুখ এবং বায়ু তাঁহার প্রাণ।[১] আবার প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু, বৈশ্য তাঁহার উদর এবং শূদ্র তাঁহার পদ।[২] 'স্কম্ভসূক্তে'র মতে, ভূমি স্কম্ভের বা জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মের প্রমা, অন্তরিক্ষ তাঁহার উদর, দ্যুলোক তাঁহার শির, সূর্য ও চন্দ্র তাঁহার চক্ষু, অগ্নি তাঁহার মুখ, বায়ু তাঁহার প্রাণাপান, ইত্যাদি।[৩] সর্বাত্মক ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে শ্রুতিতে বৈশ্বানর আত্মাও বলা হয়।[৪] 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৫।১৮।২) বিবৃত হইয়াছে যে, 'দ্যুলোক সেই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, সূর্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ শরীরের মধ্যভাগ, জল বস্তি, পৃথিবী পাদদ্বয়, বেদি বক্ষঃস্থল, কুশ লোম, গার্হপত্যাগ্নি হৃদয়, দক্ষিণাগ্নি মন, এবং আহবনীয়াগ্নি তাঁহার মুখ।'[৫]

১। ঋক্‌সং, ১০।৯০।১৩-৪ ; বাজসং (মাধ্য), ৩১।১২-৩ ; কাণ্বসং, ৪।৫।১।১২-৩ ; অথসং, ১৯।৬।৭-৮ ; তৈত্তিআ, ৩।১২।১৪-৫

২। ঋক্‌সং, ১০।৯০।১২ ; বাজসং (মাধ্য), ৩১।১১ ; কাণ্বসং, ৪।৫।১।১২ ; অথসং, ১৯।৬।৬ ; তৈত্তিআ, ৩।১২।১৩

৩। অথসং, ১০।৭।৩২-৪

৪। অগ্নিকেও 'বৈশ্বানর' বলা হয়।

যাস্কাচার্যের মতে ঐ নামের নিরুক্তি এই—"বৈশ্বানরঃ কস্মাদ্বিশ্বান্নরান্নয়তি বিশ্বে এনং নরা নয়ন্তীতি বা। অপি বা বিশ্বানর এব স্যাৎ। প্রত্যৃতঃ সর্বাণি ভূতানি তস্য বৈশ্বানরঃ।"—('নিরুক্ত', ৭।২১) আচার্য শৌনক বলেন,

"সংপ্রত্যেকৈকশস্ত্বেনং যন্নয়ন্তে.পৃথঙ্‌নরাঃ।
বিশ্বে বিশ্বানরস্তেন কর্মণা স্তুতিষু স্তুতঃ॥"

—(বৃহদ্দেবতা, ২।৬৬)

উহাদের অনুসরণে শঙ্করাচার্য আত্মার 'বৈশ্বানর' সংজ্ঞার উপপত্তি এই প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন,—"বিশ্বান্নরান্নয়তি পুণ্যাপাপানুরূপাং গতিং, সর্বাত্মৈষ ঈশ্বরো বৈশ্বানরঃ, বিশ্বো নর এব বা সর্বাত্মত্বাৎ, বিশ্বৈর্বা নরৈঃ প্রত্যগাত্মতয়া প্রবিভজ্য নীয়ত ইতি বৈশ্বানরঃ।"—(ছান্দোগোপনিষদ্ভাষ্য, ৫।১৮।১)

৫। আরও দেখ, শতব্রা (মাধ্য), ১০।৬।১।৪-৯। (এখানকার বিবৃতি কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত)।

অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে,—

"অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা॥"[১]

'তিনি (ব্রহ্ম) সর্বভূতান্তরাত্মা। অগ্নি (বা দ্যুলোক) তাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য তাঁহার চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণ, বেদসমূহ বাগ্‌বিস্তার (বা বাগিন্দ্রিয়), বায়ু প্রাণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হৃদয় এবং পৃথিবী পদ।'

স্মৃতিশাস্ত্রে[২] এবং ভগবান্ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে'ও (১।২।২৩-৫) এই পুরুষ রূপের উল্লেখ আছে। বিশেষ প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, এই সকল বর্ণনার মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্তর আছে। যথা—'পুরুষসূক্তে'র বর্ণনানুসারে সূর্য বিরাট্ পুরুষের চক্ষু এবং চন্দ্র তাঁহার মন। পরন্তু 'স্কম্ভসূক্ত' এবং 'মুণ্ডকোপনিষদে'র বর্ণনানুসারে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই তাঁহার চক্ষু। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে মনের উল্লেখ নাই। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র মতে, ব্রহ্মপুরুষের চক্ষু সূর্য এবং মন দক্ষিণাগ্নিই। চন্দ্র কি তাহা তথায় উল্লিখিত হয় নাই। আবার একই গ্রন্থের বিভিন্ন মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপবর্ণনাও দৃষ্ট হয়। যথা—'পুরুষসূক্তে'র দ্বিবিধ রূপবর্ণনা এবং 'অথর্বসংহিতা'র 'পুরুষসূক্ত' ও 'স্কম্ভসূক্তে'র বর্ণনান্তর। ব্রহ্ম বস্তুত নিরাকার, তাঁহার কোন বিশেষ রূপ নাই। উপাসক প্রথমে নিরাকারের ধারণা করিতে পারে না। তাই তাঁহার উপাসনার সৌকর্যার্থ ব্রহ্ম রূপবান্ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মের রূপ কল্পিত মাত্র বলিয়া উহার বর্ণনায় অন্তর হেতু বিশেষ কোন দোষ হয় না। কেননা, ঐ অন্তর হেতু, উপাসকের ব্রহ্ম-স্বরূপোপলব্ধিরূপ অভীষ্টসিদ্ধিতে কোন বিঘ্ন হয় না। 'অথর্ববেদে' আছে,—

১। মুণ্ডউ, ২।১।৪

২। 'ব্রহ্মসূত্রে' ভগবান্ বাদরায়ণ ব্রহ্মের রূপোপন্যাস বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন (১।২।২৫ সূত্র.)। উহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য নিম্নোক্ত বচনদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রং তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ॥"

"দ্যাং মূর্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিং চ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্বভূতপ্রণেতা॥"

"বিরাড্ বাগ্ বিরাট্ পৃথিবী
বিরাডন্তরিক্ষং বিরাট্ প্রজাপতিঃ।
বিরাণ্ মৃত্যুঃ সাধ্যানামধিরাজো
বভূব তস্য ভূতং ভব্যং বশে··· ॥"[১]

'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' আর এক প্রকার পুরুষরূপ-কল্পনা পাওয়া যায়।[২] তথায় বিবৃত আছে, "সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি বেদ"ই (অর্থাৎ জ্ঞানময়) ছিলেন। তিনি বহু হইতে কামনা করিলেন।[৩] তিনি ষোল ভাগে আপনাকে পরিণত করিলেন ("আত্মানং ব্যকুরুত")—ভদ্র, সমাপ্তি, আভূতি, সম্ভূতি, ভূত, সর্ব, রূপ, অপরিমিত, শ্রী, যশ, নাম, অগ্র, সজাত, পয়ঃ, মহীয় এবং রস। ভদ্র তাঁহার হৃদয়। উহা হইতে তিনি সংবৎসর সৃষ্টি করিলেন। সমাপ্তি তাঁহার কর্ম। উহা হইতে তিনি ঋতুসমূহ সৃষ্টি করেন। আভূতি তাঁহার অন্ন। উহা হইতে তিনি মাস, পক্ষ, অহোরাত্র এবং উষা সৃষ্টি করেন। সম্ভূতি তাঁহার রেতঃ। উহা হইতে তিনি চন্দ্র সৃষ্টি করেন। ভূত তাঁহার প্রাণ। উহা হইতে বায়ু সৃষ্টি করেন। সর্ব তাঁহার অপান। উহা হইতে তিনি পশু সৃষ্টি করেন। রূপ তাঁহার ব্যান। উহা হইতে তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন। অপরিমিত তাঁহার মন। উহা হইতে তিনি দিক্‌সমূহ সৃষ্টি করেন। শ্রী তাঁহার বাক্। উহা হইতে তিনি সমুদ্র সৃষ্টি করেন। যশ তাঁহার তপঃ। উহা হইতে তিনি অগ্নি সৃষ্টি করেন। নাম তাঁহার চক্ষু। উহা হইতে তিনি আদিত্য সৃষ্টি করেন। অগ্র তাঁহার মস্তক। উহা হইতে তিনি দ্যুলোক সৃষ্টি করেন। সজাত তাঁহার অঙ্গসমূহ। উহা হইতে তিনি বনস্পতিসমূহ সৃষ্টি করেন। পয়ঃ তাঁহার লোমসমূহ। উহা হইতে তিনি ওষধীসমূহ সৃষ্টি করেন। মহীয় তাঁহার মাংস। উহা হইতে তিনি পক্ষিসমূহ সৃষ্টি করেন। রস তাঁহার মজ্জা। উহা হইতে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেন। এইরূপে 'প্রজাদিগের জনিতা সেই হিরণ্ময় পুরুষ উত্থিত হইল।'

ব্রহ্ম-বৃক্ষ বা সংসার-বৃক্ষ

বৈদিক ঋষিগণ সর্বাত্মক ব্রহ্মকে কখন বা এক বিরাট্ বৃক্ষ রূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই বৃক্ষের বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া যায়। তথায় উহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ মনে করা হইয়াছে।

১। অথসং, ৯।১০।২৪ ২। জৈমিউব্রা, ১।৪৬।১-১।৪৮।৮

৩। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ভূমানং গচ্ছেয়ম্ ইতি"।

"ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥"[১]

'এই অশ্বত্থ বৃক্ষ সনাতন। উহার মূল ঊর্ধ্বে এবং শাখা নীচের দিকে বিস্তৃত। সমস্ত ভুবন উহাতে আশ্রিত এবং কিছুই উহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। উহা শুদ্ধ এবং অমৃত ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়।' 'মহাভারতে' উহার আরও বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।[২] যে ঘনপল্লবযুক্ত বৃক্ষে ("বৃক্ষে সুপলাশে") বসিয়া যম ও দেবগণ সহপান করিয়াছিলেন বলিয়া 'ঋগ্বেদে' উক্ত হইয়াছে[৩] অথবা 'অসুর-কর্তৃক অনপহৃততেজস্ক এবং শুভ্রবর্ণ যে পিপ্পলকে মরুদ্দেবতা বিবিধ প্রকারে সঞ্চালিত করেন'[৪]) তাহা ঐ 'ব্রহ্ম-বৃক্ষ'ই। ঋষি শুনঃশেফ বলেন যে, ঐ বৃক্ষ অধোমুখে অবস্থিত; উহার মূল ঊর্ধ্বদিকে; এবং বরুণদেব ঊর্ধ্বে মূলহীন প্রদেশে ("অবুধ্নে") বসিয়া উহার মূলকারণকে ("বনস্যোর্ধ্বং স্তূপং") ধারণ করিয়া আছেন।[৫] 'মহাভারতে'র অন্তর্গত 'বিষ্ণু-সহস্রনামে' বিষ্ণুর এক নাম 'বারুণ-বৃক্ষ'। ঐ নামের উৎপত্তি শুনঃশেফের ঐ উক্তি হইতে মনে হয়। বেদে কথিত হইয়াছে যে, ঐ (পিপ্পল) বৃক্ষের উপর মিত্রভাবে পরস্পর সংযুক্ত ("সযুজা সখায়া") দুইটি পক্ষী বাস করে; উহাদের একটি স্বাদু পিপ্পল (ফল) ভক্ষণ করে এবং অপরটি কিছু ভক্ষণ করে না, দর্শনমাত্র করে।[৬] 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১।১১) আছে,—যে ঊর্ধ্বমূল ও অবাক্‌শাখ বৃক্ষকে জানে, সে নিজের মৃত্যুতে কখনও শ্রদ্ধা করে না। অর্থাৎ সে তখন বুঝিতে পারে যে, তাঁহার জন্মমৃত্যু বস্তুত নাই, সুতরাং পূর্বে অজ্ঞানাবস্থায় সে নিজের মৃত্যু হইবে বলিয়া যে বিশ্বাস করিত, সেই বিশ্বাস তখন পরিত্যাগ করে।

১। কঠউ, ২।৩।১

২। 'মহাভারতে'র 'ভগবদ্গীতা'র (১৫।১-২) বর্ণনা 'কঠোপনিষদে'র বর্ণনা অনুযায়ী। পরন্তু 'অনুগীতা'র (অশ্বমেধপর্ব, ৩৫।২০-৩, ৪৭।১২-৫) সাংখ্যবেদান্তের তত্ত্ব অবলম্বনে "ব্রহ্ম-বৃক্ষ" বর্ণিত হইয়াছে।

৩। ঋক্‌সং, ১০।১৩৫।১; তৈত্তিআ, ৬।৫।৩ ৪। ঋক্‌সং, ৫।৫৪।১২ ৫। ঋক্‌সং, ১।২৪।৭

৬। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যন-
শ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি॥"
—(ঋক্‌সং, ১।১৬৪।২০; অথসং, ৯।৯।২০; মুণ্ডকউ, ৩।১।১; 'নিরুক্ত', ১৪।৩০)

ব্রহ্মচক্র বা ঋতচক্র

সর্বাত্মক ব্রহ্ম কথন কথন চক্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন। কেননা, যেমন ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

"এষ সর্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্তিভিঃ।
জন্মবৃদ্ধিক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ ॥"[১]

'ইনি (আকাশাদি) পঞ্চ মূর্তি দ্বারা সমস্ত ভূতবর্গকে ব্যাপিয়া জন্ম, বৃদ্ধি এবং ক্ষয় দ্বারা নিত্য চক্রবৎ ঘুরিতেছেন।' কাল, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাসাদি দ্বারা ক্রমাগত চক্রবৎ ঘুরিতেছে। মানুষ পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু চক্রে ঘুরিতেছে। এইরূপে সমগ্র জগৎ সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্রমে চক্রবৎ ঘুরিতেছে। জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই। সেই কারণ মনু বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম চক্রবৎ ক্রমাগত আবর্তিত হইতেছেন। অতএব ব্রহ্ম চক্রবিশেষই। উহা বৃহৎ ব্রহ্মচক্র।

ব্রহ্মচক্রের উল্লেখ 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' আছে,—

"স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥"[২]

'কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বভাবকে কারণ বলেন। অপরে কালকে কারণ বলেন। পরন্তু তাঁহারা মোহগ্রস্ত। এই ব্রহ্মচক্র যে লোকে আবর্তিত হইতেছে, তাহা ভগবানেরই মহিমা।'

"সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥"[৩]

'জীব আপনাকে এবং জগৎপ্রেরক পরমাত্মাকে পৃথক্ মনে করিয়া সমস্ত ভূতবর্গের জীবন এবং প্রলয়ভূমি এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ঘুরিতেছে। তাঁহাকে (অভিন্নরূপে) সেবা করিলে পরে অমৃতত্ব লাভ করে।' তথায় ব্রহ্মচক্রের

১। 'মনুস্মৃতি', ১২।১২৪ ২। শ্বেতাশ্ব, ৬।১ ৩। শ্বেতাশ্ব, ১।৬

আরও কিঞ্চিৎ বিশদ বর্ণনা আছে। উহা 'একনেমি' (অর্থাৎ একই কারণ-রূপ নেমি-যুক্ত), 'ত্রিবৃৎ' (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়-যুক্ত। ষোড়শ অন্ত, পঞ্চাশ অর, বিংশতি প্রত্যর, ছয় অষ্টক, বিশ্বরূপ এক পাশ, তিন মার্গ, দুই নিমিত্ত এবং এক মোহ যুক্ত।"[১]

দীর্ঘতমা ঋষি উহাকে ঋতচক্র ("চক্রং…ঋতস্য") বলিয়াছেন।[২] তিনি আরও বলেন, উহা জীর্ণ হয় না ;[৩] অজরভাবে বিবর্তিত হইতেছে।[৪]

"তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ
সনাদেব ন শীর্য্যতে সনাভিঃ ॥"[৫]

'(সকল ভুবন-বহন হেতু) প্রভূতভারযুক্ত হইলেও উহার অক্ষ তপ্ত হয় না, উহা সনাতনই একনাভিক এবং উহা জীর্ণ হয় না।' ব্রহ্মচক্রের বর্ণনা বেদে অন্যত্রও অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।[৬] 'অথর্ববেদে' উহাকে কালচক্র বলা হইয়াছে।[৭]

ব্রহ্মসার্বাত্ম্যবাদরহস্য

ব্রহ্ম সর্বাত্মক। তাহাই বেদের সিদ্ধান্ত। পরন্তু ব্রহ্ম সর্বাত্মক, এই মাত্র বলিলে কতিপয় দোষের আগমের আশঙ্কা থাকে। কেননা, তাহাতে মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্মে সর্ব বা জগৎপ্রপঞ্চ নিত্যই থাকে,—ব্রহ্মকে ছাড়িয়া যেমন সর্ব থাকে না—থাকিতে পারে না,[৮] তেমন সর্ব ব্যতীত বুঝি ব্রহ্ম থাকেন না—থাকিতে পারেন না,—উভয়ের মধ্যে বুঝি অবিনাভাব নিত্য আছে। এই প্রকার মনে করিলে জগৎকে নিত্য মানিতে হয়। কেননা, ব্রহ্ম নিত্য—তাহাই শ্রুতির স্থির সিদ্ধান্ত। তখন হয়ত সৃষ্টিকে অস্বীকার করিতে হয় ; অথবা, সৃষ্টিকে অঙ্গীকার করিলে বলিতে হয় যে, জগৎ নিত্য হইলেও উহা সর্বদা সমভাবে একরূপ থাকে না ; উহা কখন প্রকট বা ব্যক্ত অবস্থায় থাকে, আর কখন অপ্রকট বা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্তিই

১। শ্বেতাউ, ১।৪ ২। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।১১ ; অথসং, ৯।৯।১৩

৩। "নহি তৎ জরায়"—(ঋক্‌সং, ১।১৬৪।১১ ; অথসং, ৯।৯।১৩)

৪। "সনেমি চক্রং অজরং বি বাবৃতে"—ঋক্‌সং ১।১৬৪।১৪ ; অথসং, ৯।৯।১৪

৫। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।১৩ ; অথসং, ৯।৯।১১ ৬। যথা—অথসং, ১০।৮।৪-

৭। "কালো…তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা"—(অথসং, ১৯।৫৩।১)

৮। দেখ, "তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।"—(কঠউ, ২।৩।১)

সৃষ্টি এবং উহার আবার অব্যক্তভবনই প্রলয়। সুতরাং সৃষ্টি ও প্রলয় আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র, সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি বা বিনাশ নহে। ঐ প্রকার সৃষ্টি ও প্রলয় পর্যায়ক্রমে সমানভাবে হয় এবং ঐ পর্যায় আদি ও অন্তবিহীন—এরূপ মানিলে উহাকে নিত্য বলা যায়।[১] এইরূপে বিশ্বকে পরিণামী নিত্য বলিতে হয় এবং ঐ পরিণাম আবার সতত একরূপ না হইয়া তরঙ্গশ্রেণীবৎ সৃষ্টি-প্রলয়-পর্যায়যুক্ত মনে করিতে হয়। ব্রহ্মের নিত্যতাও কি সেই প্রকার?—তখন এই প্রশ্ন উদিত হয়। যদি উহা অন্য প্রকার হয়, ব্রহ্মকে সর্বদা সর্ববিশিষ্ট মানিলে সর্বের ঐ প্রকার পরিণামবশত ব্রহ্মের পরিণাম না হইয়া থাকিতে পারে কি? জগৎ অনিত্য; ইহা সর্বদা একরূপে নাই, ক্ষণে ক্ষণে অনন্ত প্রকারে পরিবর্তিত হইতেছে। তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জগতের এই পরিণাম হেতু ব্রহ্মের কোন বিকার হয় কিনা, তাহাও বিবেচ্য। যাহা হউক, এই প্রকারের সকল কারণে শ্রুতি কোন্ দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে সর্ব বা সর্বাত্মক বলিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রণিধান কর্তব্য।

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' সৃষ্টি প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে যে, প্রজাপতি আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন এবং তদুভয় দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন।[২] অনন্তর,

"সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি।"[৩]

'তিনি মনে করিলেন, যেহেতু আমিই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতু আমিই সৃষ্টি (বা সৃষ্ট জগৎ)।'

"তদ্ যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ।"[৪] অর্থাৎ কর্মকাণ্ডী যাজ্ঞিকগণ যজমানকে বলিয়া থাকেন, 'অমুক

১। ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, নিত্য দ্বিবিধ—কূটস্থ নিত্য এবং পরিণামী নিত্য। "অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণং—ধ্রুবং কূটস্থমবিচাল্যনপায়োপজনবিকার্যনুৎপত্ত্য-বৃদ্ধ্যব্যয়যোগি যন্নিত্যমিতি। তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে। কিং পুনস্তত্ত্বম্? তদ্ভাব-স্তত্ত্বম্ আকৃতাবপি তত্ত্বং ন বিহন্যতে।" সুতরাং যাহা ভগবান্ বার্ষ্যায়ণি-কথিত ষড়্ভাববিকার রহিত, তাহাই পাণিনির মতে কূটস্থ নিত্য।

২। "স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং…" ইত্যাদি। (বৃহউ, ১।৪।৩–)

৩। বৃহউ, ১।৪।৫; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।১০

৪। বৃহউ, ১।৪।৬; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।১২

দেবতার যজ্ঞ কর, অমুক দেবতার যজ্ঞ কর', ইত্যাদি। যজ্ঞীয় দেবতাদিগের নাম, স্তোত্র এবং কর্মাদির পার্থক্য দেখিয়া তাঁহারা উহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন। পরন্তু ঐরূপ ভেদজ্ঞান করা উচিত নহে। কেননা, ঐ সকল দেবতা স্রষ্টা প্রজাপতিরই বিসৃষ্টি, সুতরাং তিনিই সমস্ত দেবতা। এইখানে কেবল সৃষ্টিরই স্পষ্ট উল্লেখ আছে বটে।[১] পরন্তু বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ শ্রুতি-মতে স্রষ্টা স্বয়ংই সৃষ্টির উপাদান, তিনি নিজেই জগদ্রূপ হইয়াছেন। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র এতৎসম্পর্কীয় বচনে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়—তিনটিরই উল্লেখ আছে।

"যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
তদেব ভূতং তদু ভব্যমা ইদং
তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্॥"[২]

'এই জগৎ যাহাতে (প্রলয়কালে) বিলীন হয়, যাহা হইতে (সৃষ্টিকালে) আবির্ভূত হয় এবং যাহাতে সমস্ত দেবতাগণ (জগৎপ্রপঞ্চ সহ) আশ্রিত, তাহাই ভূত, ভবিষ্যৎ এবং এই সমস্ত (বর্তমান) জগৎ। তাহা অক্ষয় এবং পরম ব্যোমে (অর্থাৎ ব্রহ্মে) অবস্থিত।' তবে তথায়ও এক স্থলে মাত্র সৃষ্টির উল্লেখ আছে।

"নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥"[৩]

'(তুমিই) নীল পতঙ্গ এবং হরিত লোহিতাক্ষ (অর্থাৎ শুকাদি প্রাণী)। তুমিই তড়িদ্গর্ভ মেঘ, ঋতুসমূহ ও সমুদ্রসমূহ। তুমি অনাদি এবং বিভুরূপে বর্তমান। সমস্ত ভুবন তোমা হইতেই উৎপন্ন।' অর্থাৎ সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং তিনিই সমস্ত বস্তু। নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের উল্লেখে সমস্ত প্রাণীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১। 'ভগবদ্গীতা'য় এতৎ প্রসঙ্গে কেবল লয়ের উল্লেখ আছে। অর্জুন বিশ্বরূপধারী ভগবান্‌কে বলেন,—

"সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ"—(১১।৪০)

২। তৈত্তিআ, ১০।১।২ ; ১।২৩ ৩। শ্বেতাউ, ৪।৪

এই সকল শ্রুতিবচন হইতে সমাহার দ্বারা জানা যায়, যাহা হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, যাহাতে সেই বস্তু স্থিত এবং যাহাতে সেই বস্তু লীন হয়, অধিকন্তু যাহা সেই বস্তুর উপাদান, সুতরাং যাহা ব্যতীত সেই বস্তু গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তাহাকে সেই বস্তু বলা শ্রুতির নিয়ম ছিল। রাজর্ষি প্রতর্দনের নিম্নোক্ত ঋকের তাৎপর্য্যও তাহা মনে হয়।

"সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং
জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য
জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ॥
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনা-
মৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্।
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং
সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্॥"[1]

'সোম ভাসমান হইতেছে। উহা ইন্দ্রিয়সমূহ, দ্যুলোক, ভূলোক, অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর (অর্থাৎ সর্বজগতের) উৎপাদক। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিপ্রগণের মধ্যে ঋষি, পশুদিগের মধ্যে মহিষ, পক্ষীদিগের মধ্যে শ্যেন, এবং বননীয় বস্তুসমূহের মধ্যে স্বধিতি। তিনি তত্ত্বদর্শিগণের পদবী বা পরমগতি। সোম শব্দ করত অর্থাৎ স্পর্দ্ধা সহকারে সমস্ত বস্তুকেই অতিক্রম করেন।' যেহেতু সোম সমস্ত জগতের স্রষ্টা, সেই হেতু তিনিই সমস্ত জগৎ। জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তুসমূহের মাত্র কতিপয়ের উল্লেখ ঐ মন্ত্রে কৃত হইয়াছে। ঐ মন্ত্রোক্ত সোম অবশ্যই সোম-নামক ঔষধীবিশেষ কিংবা চন্দ্র নহেন। কেননা, উহাতে বলা হইয়াছে যে, সোম ইন্দ্রিয়াদির অর্থাৎ সমস্ত জগতের জনিতা। 'ঋগ্বেদে'র অন্যত্রও আছে যে, সোম সমস্ত ভুবন উৎপন্ন করিয়াছে।[2] সোম 'দেবগণের জনিতা এবং পিতা। সুদক্ষ (তিনি) দ্যুলোকের বিষ্টম্ভ এবং

১। ঋকসং, ৯।৯৬।৫-৬; সামসং, ৩।১।১৯; পূ, ৬।৪।৫; 'নিরুক্ত', ১৪।১২-৩; এই বচনের দ্বিতীয় মন্ত্র আরও অনেক স্থলে আছে। যথা—তৈত্তিসং, ৩।৪।১১।১; কাঠসং, ২৩।১২; মৈত্রাসং, ৪।১২।৬ ('ঋষিঃ' স্থলে 'কবিঃ' পাঠান্তরে); তৈত্তিআ, ১০।১০।১; উহা 'ভগবদ্‌গীতা'র দশম অধ্যায়ের বিভূতিযোগ স্মরণ করায়।

২। যথা—ঋক্‌সং, ২।৪০।১,৫ দেখ।

পৃথিবীর ধারক।'[১] তথায় আরও উল্লিখিত আছে যে, সোমই বৃত্রহন্তা বা ইন্দ্র (৯।৯৮।৫), সোমই ব্রহ্মণস্পতি (৯।৮৩।১), মঘবা (৯।৯৭।৫৫), বিশ্বদেব (৯।১০৩।৪) এবং ঋতবা ও সবিতা (৯।৯৭।৪৮)। সপ্তর্ষি সোমকে বলিয়াছেন,—"তুমি কবি, তুমি দেবগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাস। তুমি সূর্যকে আকাশে আরোহণ করাও।"[২] জমদগ্নি ঋষি বলিয়াছেন,—"হে কবি সোম, তোমার মহিমাতেই এই ভুবনসকল স্থিত আছে, তোমার আদেশেই নদীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে।"[৩] 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে,—"সোম সত্য, শ্রী ও জ্যোতিঃ,[৪] সোম বিষ্ণু,[৫] সোম নিশ্চয়ই প্রজাপতি।"[৬] এই সকল শ্রুতিপ্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে, সোম বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতিলয়কর্তার নামান্তরবিশেষ। আচার্য যাস্কও তাহ বলিয়াছেন।[৭] তিনি উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৮] অধিদৈবত-পক্ষে সোম = সূর্য এবং অধ্যাত্ম-পক্ষে সোম = আত্মা। তবে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত ঋক্‌দ্বয় পরমাত্মাকেই প্রখ্যাপন করে।[৯] শ্রুতি-সিদ্ধান্ত মতে একই ব্রহ্ম বা সোম আদিত্য ও জীবাত্মারূপে অবস্থিত। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উভয়কেই সোম বলা যায়।

এই সকল শ্রুতিপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মসার্বাত্ম্যবাদ, ব্রহ্মসর্ববাদ, সৃষ্টিপ্রলয়বাদ এবং ব্রহ্মনিমিত্তোপাদান-কারণবাদের আধারে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিজে নিজেকে সর্ব বা জগৎ রূপে উৎপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মই সর্ব বা ব্রহ্ম সর্বাত্মক। অতএব ঐ বাদের মূলে আছে পরিণামবাদ।

শ্রুতিতে কথন কথন এতদ্ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতেও এক বস্তুকে অপর সর্ববস্তু বলা হইত বোধ হয়। মনুর পুত্র এবং সূর্যের পৌত্র নাভানেদিষ্ঠ ঋষি এই বলিয়া সূর্যের স্তুতি করিয়াছেন যে, 'ঐ দ্যুলোক আমাদের নাভি (বা অধিষ্ঠানভূত) এবং আমাদের মধ্যে বেশী অন্তর নাই।'[১০] অতঃপর তিনি বলিয়াছেন,—

১। ঋক্‌সং, ৯।৮৭।২; ৯।৮৯।৬

২। ঋক্‌সং, ৯।১০৭।৭ ৩। ঋক্‌সং, ৯।৬২।১৭ ৪। শতব্রা (মাধ্য) ৫।১।২।১০

৫। "যো বৈ বিষ্ণুঃ সোমঃ স"—[শতব্রা (মাধ্য), ৩।৩।৪।২১]

৬। "সোমো হি প্রজাপতিঃ"—[শতব্রা (মাধ্য), ৫।১।১।২৬]

৭। 'নিরুক্ত', ১৪।১১

৮। 'নিরুক্ত', ১৪।১২-৩ এই ব্যাখ্যাদ্বয় 'বৃহদ্দেবতায়'ও (৬।১৩৬) পরিগৃহীত হইয়াছে।

৯। "অথৈতং মহান্তমাত্মানমেতানি শুক্তাক্তেতা ঋচাঽনুপ্রবদন্তি ('নিরুক্ত', ১৪।১১)

১০। ঋক্‌সং, ১০।৬১।১৮

"ইঙ্কং মে নাভিরিহ মে সধস্থ-
মিমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ ॥"[১]

'ইহা (সূর্য) আমার নাভি। এইখানেই আমার নিবাস। এই দেবগণ আমার এবং এই সর্ব আমিই। সায়ন বলেন যে, ঐ মন্ত্রে 'দেবা' (বা দেবগণ) অর্থ 'দ্যোতমান রশ্মিসমূহ' এবং সূর্যের সহিত জন্যজনকভাব-সম্বন্ধে অভেদ হেতু নাভানেদিষ্ঠ আপনার সর্বাত্মকত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' (২।১।৪) দেখা যায়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ('দেবা') এই প্রকারে প্রাণের স্তুতি করেন,—

"ত্বমুক্থমসি ত্বমিদং সর্বমসি তব বয়ং স্বস্ত্বমস্মাকমিতি।"

'(হে প্রাণ!) তুমি (দেহের উত্থানের হেতু বলিয়া[২]) উক্থ। তুমিই এই সমস্ত। আমরা তোমার, তুমি আমাদের।' ঐ অর্থ দৃঢ় করিতে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তদপ্যেতদৃষিণোক্তং ত্বমস্মাকং তব স্মসীতি।"

'ঋষিও তাহা বলিয়াছেন, 'তুমি আমাদের, আমরা তোমার হইব।' এই বচনে উল্লিখিত ঋষি শ্রুতকক্ষ সুকক্ষ এবং তদুক্ত ঐ ঋক্‌মন্ত্র এই—

"ত্বয়েদিন্দ্র যুজা বয়ং প্রতি ব্রুবীমহি স্পৃধঃ।
ত্বমস্মাকং তব স্মসি।"[৩]

'হে ইন্দ্র (প্রাণরূপ পরমেশ্বর)! আমরা (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ) তোমারই যোগে আমাদের প্রতিস্পর্ধী শত্রুদিগকে নিরাকরণ করিব। তুমি আমাদের, আমরা তোমার হইব।' সায়ন বলেন, এই ঋকে মুখ্য প্রাণ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে স্বামি-ভৃত্য সম্পর্ককে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরন্তু ইহার পরের ঋকে উভয়ের মধ্যে সখাভাবের কথা আছে ("সখায় ইন্দ্র কারবঃ")। সেই হেতু এই ঋকেও সখ্যভাব বলা হইয়াছে মনে করাই সঙ্গত। সুতরাং 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র উক্ত বচনেও সেই ভাবের কথাই আছে। যাহা হউক, উক্ত শ্রৌত দৃষ্টান্তদ্বয়ের সায়ন-কৃত ব্যাখ্যা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ঐ জন্যজনক, স্বামিভৃত্য, উপাস্যোপাসক

১। ঋক্‌সং, ১০।৬১।১৯
২। ঐ শ্রুতিতেই আছে, "প্রাণঃ প্রাবিশত্তৎ প্রাণে প্রপন্ন উদতিষ্ঠত্তদুক্থমভবৎ।"
৩। ঋক্‌সং, ৮।৯২।৩২

বা সখা প্রভৃতি সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্ব বা জগৎ বলিয়াছেন। ঐ অনুমান সত্য হইলে, ব্রহ্মসর্ববাদমূলে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা যায় না এবং সৃষ্টিবাদ সিদ্ধ করা যায় না। পরন্তু ঐ অনুমান প্রকৃত নহে। আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম দৃষ্টান্তে সূর্যের রশ্মিসমূহ সূর্য হইতে উৎপন্ন এবং সূর্য উহাদের উপাদান; অথবা আরও প্রকৃত বলিতে উভয়ের উপাদান একই অভিন্ন বস্তু। সেই হিসাবে বলা যায়, সূর্যই সর্বরশ্মি। নাভানেদিষ্ট সূর্যের সহিত আপনার অভেদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। একই পরমাত্মা আদিত্যমণ্ডলে এবং জীবাত্মারূপে বর্তমান। তাহাই বেদের সিদ্ধান্ত। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। নাভানেদিষ্ট ঐ প্রকারে সূর্যের সহিত আপনার ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আদিত্যভবনের দৃষ্টান্তও বেদে আছে। আমরা পরে যথাস্থানে তাহা প্রদর্শন করিব। যাহা হউক, আদিত্যের সহিত অভেদ উপলব্ধি হেতুই নাভানেদিষ্ট বলিয়াছেন যে, তিনি সর্বসূর্যরশ্মি, তিনি সর্বাত্মক। উপাসকের সার্বাত্ম্যলাভের উদাহরণ বেদে অনেক আছে। আমরা পরে তাহা প্রদর্শন করিব। সুতরাং এক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে বলা যায় না যে, নাভানেদিষ্টের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি ব্রহ্মসর্ববাদের উপরে প্রদর্শিত মূলতত্ত্বের প্রতিকূল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তকেও সেই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। শ্রুতিতে আছে যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়াসমূহ একই প্রাণদেবতার বা ব্রহ্মের ঔপাধিক ক্রিয়াভেদ মাত্র। ব্রহ্মই ক্রিয়াভেদে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[১] সুতরাং প্রাণকে সর্ব বলা অতি সমীচীনই হয়। পূর্বোদ্ধৃত 'ঐতরেয়শ্রুতি-বচনেও তাহা লক্ষিত হইয়াছে মনে হয়। অথবা, বলা যাইতে পারে যে, 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র মতে (২।১।৫), অগ্ন্যাদি দেবতাগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে এবং ব্রহ্ম মুখ্য প্রাণরূপে প্রবেশ করিয়াছে। সমস্ত দেবতা ব্রহ্মই। সুতরাং চক্ষুরাদি অমুখ্য প্রাণ এক হিসাবে মুখ্য প্রাণই এবং উহাই সমস্ত জগৎ। এই প্রকারে ঐ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তও ব্রহ্ম-সর্ববাদের উপরে প্রদর্শিত মূলতত্ত্বের বিরোধী হয় না। উহাতে যে উপকার্যোপকারক বা সেব্যসেবকভাবের উল্লেখ আছে, তাহা ব্যাবহারিক মাত্র। উপাধির ভেদবশতই উহা হইয়াছে।

১। "অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব" ইত্যাদি। (বৃহউ, ১।৪।৭)

পরন্তু অপর কতকগুলি দৃষ্টান্তও বেদে পাওয়া যায় যেগুলিকে ঐ প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদে অনেক স্থলে সমস্ত দেবতাকে ইন্দ্র বা অগ্নি বলা হইয়াছে। 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে,—

"ইন্দ্রস্য শ্রিয়াংতিষ্ঠন্ত তস্মাদাহুঃ—ইন্দ্রঃ সর্বা দেবতা, ইন্দ্রশ্রেষ্ঠা দেবা ইতি।"[১]
'ইন্দ্রের কল্যাণে (দেবতাগণ) অবস্থান করিতেছেন। সেই হেতু বলা হয়, সর্বদেবতা ইন্দ্রই, দেবতাগণ ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ।'

"অথ যদিন্দ্রে সর্বে দেবাস্তস্থানাঃ। তস্মাদাহুরিন্দ্রঃ সর্বা দেবতা ইন্দ্রশ্রেষ্ঠা দেবা ইতি।"[২]

'যেহেতু সর্বদেবতা ইন্দ্রে অবস্থিত আছেন, সেই হেতু বলা হয়, সর্বদেবতা ইন্দ্রই, দেবতা-ইন্দ্রশ্রেষ্ঠা।'

"সোমং সর্বেভ্যো দেবেভ্যো জুহ্বতি তস্মাদাহুঃ সোমঃ সর্বা দেবতা ইতি।"[৩]
'সোম সর্বদেবতাকে হোম করা হয়। সেই হেতু বলা হয়, সোমই সর্বদেবতা।'

"অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতা অগ্নৌ হি সর্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহ্বতি।"[৪]

'অগ্নিই সর্বদেবতা ; কেননা, অগ্নিতে সর্বদেবতাকে হোম করা হয়।' 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা'য় আছে,—

"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্ তে দেবা বিভ্যতোঽগ্নিং প্রাবিশন্ তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্বা দেবতা ইতি।"[৫]

'দেবতা ও অসুরগণ পরস্পরে যুদ্ধ করিয়াছিল। দেবতাগণ ভীত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন। সেই হেতু বলা হয়, অগ্নিই সর্বদেবতা।' তথায় উহার ভিন্ন প্রকার হেতুও প্রদর্শিত হইয়াছে।[৬] এই দেবাগ্নিবাদের অগ্নি সাধারণ অগ্নিই, পরমাত্মা নহেন। যাহা হউক, তথাপি দেখা যায়, ইন্দ্র ও দেবতা এবং অগ্নিও পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে কোন না কোন সম্বন্ধবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'ইন্দ্রই সর্বদেবতা', 'অগ্নিই সর্বদেবতা।' তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম ও জগৎ পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে শাস্যশাসক, সৃষ্টস্রষ্টা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের

১। শতব্রা (মাধ্য), ৩।৪।২।২ ; (কাণ্ব), ৪।৪।২।২
২। শতব্রা (মাধ্য), ১।৬।৩।২২ ; (কাণ্ব), ২।৬।১।১৫ (পাঠান্তরে)
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১।৬।৩।২১
৪। শতব্রা (মাধ্য), ১।৬।২।৮, ৬।৪।১।১৯ প্রভৃতি ; (কাণ্ব) ২।৫।৪।৮ প্রভৃতি।
৫। তৈত্তিসং, ৬।২।২।৬
৬। তৈত্তিসং, ৬।২।১।৭ ; ৬।৩।৫।২

প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিতে জগৎকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অপর কথায়, ঐ অনুমানমতে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান না হইলে, অথবা জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম না হইলেও জগদ্‌ব্রহ্মবাদ প্রপঞ্চিত করা যায়। পরন্তু ঐ অনুমান বা তদ্বিধ কোন অনুমান গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেননা, কোন্ হেতুতে শ্রুতি জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, শ্রুতি নিজেই তাহা অতীব পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং অপর কোন হেতুর কল্পনা করিয়া উহাকে অস্বীকার করিলে শ্রুতির বিরোধ করা হয়। ঐ প্রকার অনুমানের অনুরূপ শ্রুতিবচন পাওয়া গেলেও স্পষ্ট মুখ্য প্রমাণ পরিত্যাগ করত অতি গৌণ দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুতেই সমীচীন নহে। অতএব ঐ প্রকার কল্পিত মতবাদ গ্রাহ্য নহে।

জগদ্‌ব্রহ্মবাদ রহস্য

এইরূপে সিদ্ধ হয় যে, শ্রুতির জগদ্‌ব্রহ্মবাদ এবং ব্রহ্মসর্ববাদের মূল ভিত্তি সৃষ্টি-প্রলয়বাদ এবং ব্রহ্মাভিন্ননিমিত্তোপাদান-কারণবাদ। সুবর্ণ নির্মিত অলঙ্কারসমূহ বস্তুত সুবর্ণই। মৃত্তিকানির্মিত ঘটশরাবাদি বস্তুত মৃত্তিকাই। জলের ফেন-তরঙ্গাদি বস্তুত জলই। সেইরূপ ব্রহ্মনির্মিত জগৎ বস্তুত ব্রহ্মই। জগতের ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিতে 'যোগশিখোপনিষদে' বস্তুত সুবর্ণের দৃষ্টান্তই প্রদর্শিত হইয়াছে।

"সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বং চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বং চ তথা ভবেৎ ॥"[১]

'সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন বস্তুর সুবর্ণত্ব নিত্যই আছে। সেই প্রকার ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগতের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়।' আচার্য শঙ্করও সেই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।[২] শুধু উৎপত্তির কথা বলিলে দধির দৃষ্টান্তও মনে হইতে পারে। দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি বস্তুত দুগ্ধই বটে,—একমাত্র দুগ্ধই দধির উপাদান। পরন্তু দধির স্থিতিকালে দুগ্ধ থাকে না এবং দধি পুনরায় দুগ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে বলিতে হইবে যে, সৃষ্টিতে ব্রহ্ম থাকে না এবং সৃষ্ট জগৎ কখন ব্রহ্ম হয় না অর্থাৎ ব্রহ্ম আপন স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্ত হয় না। তাহাতে মহান্ অনর্থ হয়। সুবর্ণের দৃষ্টান্ত সেই প্রকার নহে। দুগ্ধের দধিভবনে বস্তুর বিকার হয়, পরন্তু সুবর্ণের হার-বলয়াদিভবনে সুবর্ণ বস্তুর কোন বিকার হয় না। হার-বলয়াদি আপন আপন

১। 'যোগশিখোপনিষৎ', ৪।৭ ২। 'অপরোক্ষানুভূতি', ৫১ শ্লোক।

রূপ পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব রূপই প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ ও দধির দৃষ্টান্ত হইতে পার্থক্য নির্দেশের জন্যই বোধ হয় শ্রুতি কখন কখন উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি এবং বিনাশেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

নাম ও রূপ ব্রহ্মই

সুবর্ণনির্মিত হার-কেয়ূর-বলয়াদি কিংবা মৃত্তিকানির্মিত ঘটশরাবাদি সুবর্ণ কিংবা মৃত্তিকাবস্তু দৃষ্টিতে অভিন্ন হইলেও নাম এবং রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই প্রকার জাগতিক পদার্থসমূহ উপাদান ব্রহ্ম হিসাবে অভিন্ন হইলেও নাম এবং রূপে ভিন্ন ভিন্ন। পরন্তু কোন কোন শ্রুতিতে স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে যে, নাম এবং রূপও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই। যথা—'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' আছে,—

'প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তাঃ সৃষ্টাঃ সমশ্লিষন্। তাঃ রূপেণানুপ্রাবিশৎ। তস্মাদাহুঃ 'রূপং প্রজাপতিরি'তি। তাঃ নাম্নাঽনুপ্রাবিশৎ। তস্মাদাহুঃ 'নাম বৈ প্রজাপতিরি'তি।"[১]

'প্রজাপতি প্রজা সৃজন করেন। সেই সৃষ্টবস্তুসমূহ সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ আকৃতি-বিহীন) রহিল। তিনি রূপ দ্বারা (অর্থাৎ রূপ হইয়া) উহাদিগেতে অনুপ্রবেশ করেন। সেই হেতু (ব্রহ্মবাদিগণ) বলেন, "রূপ প্রজাপতিই"। তিনি নাম দ্বারা (অর্থাৎ নাম হইয়া) উহাদিগেতে অনুপ্রবেশ করেন। সেই হেতু (ব্রহ্মবাদিগণ) বলেন, "নাম প্রজাপতিই"।' 'জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে' আছে যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি পূর্বক নাম লইয়া উহাদিগেতে প্রবেশ করেন, সেই হেতু লোকে নাম দ্বারা বস্তু পরিজ্ঞাত হয়।[২] 'শতপথব্রাহ্মণে' এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে,—"ইহা (এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) অগ্রে ব্রহ্মই ছিল। তিনি দেবতাগণকে সৃষ্টি করেন। তিনি দেবতাগণকে সৃষ্টি করত এই লোকসমূহে স্থাপন করিলেন,—এই (ভূ) লোকে অগ্নিকে, অন্তরিক্ষে বায়ুকে এবং দ্যুলোকে সূর্যকে। যে সকল ইহাদিগের ঊর্ধ্বে, উহাদিগেতে তিনি যে সকল দেবতা ইহাদিগের ঊর্ধ্বে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিলেন। যেমন এই সকল আবির্লোক এবং এই সকল দেবতা, তেমন ঐ সকল (ঊর্ধ্ব) আবির্লোক এবং ঐ সকল (ঊর্ধ্ব) দেবতা ; উহাদিগেতে তিনি ঐ সকল দেবতাকে স্থাপন করেন। অনন্তর ব্রহ্ম পরার্ধে গমন করেন। ঐ পরার্ধে গমন করত তিনি ঈক্ষণ

১। তৈত্তিব্রা, ২।২।৭।১ ; ৩।১০।৫।১ ; ৩।১২।৭।৫ ২। জৈমিব্রা, ১।৩১৪

করিলেন 'আমি কি প্রকারে এই লোকসমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইব।' তিনি রূপ দ্বারা এবং নাম দ্বারা—এই উভয়েরই দ্বারা (লোকসমূহ) পুনঃপ্রাপ্ত হন। যাহার কাহার নাম আছে, তাহা নাম। আর যাহার নাম নাই, যাহা রূপ দ্বারাই জানা,—'ইহাই রূপ' এই প্রকারে (জানা যায়) তাহা রূপ। "এতাবদ্বৈ ইদং যাবদ্রূপং চৈব নাম চ" (এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এতাবৎই যাবৎ নাম ও রূপ)। এই দুইটি ব্রহ্মের মহৎ অভূদ্বয়। যে ব্রহ্মের এই মহৎ অভূদ্বয়কে জানে, সে নিশ্চয়ই মহৎ অভূ হয়। এই দুইটি ব্রহ্মের মহান্ যক্ষদ্বয়। যে ব্রহ্মের এই মহান্ যক্ষদ্বয়কে জানে, সে নিশ্চয়ই মহান্ যক্ষ হয়। তদুভয়ের একটি রূপ অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, যাহা নাম, তাহা নিশ্চয়ই রূপও। তদুভয়ের শ্রেষ্ঠকে যে জানে, সে নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, (যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে সে ইচ্ছা করে। দেবতাগণ আগে মর্ত্য ছিলেন। যখন তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহারা অমৃত হন। তিনি যে মন দ্বারা আহরণ করেন, তাহাতে রূপ প্রাপ্ত হন; কেননা, মন রূপই, যেহেতু মন দ্বারাই জানা যায় যে, 'ইহা রূপ'। তিনি বাণী দ্বারা আহরণ করেন, তাহাতে নাম প্রাপ্ত হন; কেননা, বাণী নিশ্চয়ই নাম, যেহেতু বাণী দ্বারাই নাম গৃহীত হয়। যাবৎ এই নাম ও রূপ, এই সমস্ত তাবৎই। তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয়। সমস্তই অক্ষয্য। তাহাতে তাঁহার অক্ষয্যসুকৃতি এবং অক্ষয্যলোক হয়।"[১]

ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্

সমস্ত জগৎ ব্রহ্মই। ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নাই। তিনি জ্ঞানময় এবং তাঁহার জ্ঞানের অপহতি নাই। সুতরাং তিনি সতত সমস্তই জানেন। তাই বেদে তাঁহাকে সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, সর্বদ্রষ্টা প্রভৃতি বলা হয়। বিশ্বকর্মা "পরমঃ সন্দৃক্" (অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠতম সম্যক্ দ্রষ্টা')।[২] কথিত হইয়াছে যে, বরুণ সমস্তই জানেন।[৩] তিনি 'মনুষ্যগণের সত্য, তথা অনৃত, আচরণসমূহ দেখেন।'[৪] বরুণের সর্বজ্ঞতার পরিচয় দিতে গিয়া শুনঃশেফ ঋষি বলিয়াছেন,—"তিনি আকাশগামী পক্ষীর এবং সমুদ্রগামী নৌকার পদ জানেন,[৫] কালের গতি

১। শতব্রা (মাধ্য), ১১।২।৩।১-৫
২। ঋক্‌সং, ১০।৮২।২; তৈত্তিসং, ৪।৬।২।১, ইত্যাদি।
৩। "অসুরো বিশ্ববেদাঃ"—(ঋক্‌সং, ৮।৪২।১)
৪। ঋক্‌সং, ৭।৪৯।৩
৫। ঋক্‌সং, ১।২৫।৭

জানেন,[১] বায়ুর গতিও জানেন,[২] এবং যাহা যাহা কৃত হইয়াছে ও যাহা যাহা কৃত হইবে সমস্ত অদ্ভুত বিষয়সমূহ তিনি দেখেন।"[৩] 'অথর্ববেদে' তাহার আরও সুন্দর বর্ণনা আছে,—"যাহারা মনে করে যে, তাহারা গোপনে চুরি করিয়া করিতেছে, তৎসমস্তই এই জগতের বৃহৎ অধিষ্ঠাতা (বরুণদেব) অতি সমীপ হইতেই যেন দেখেন। যে স্থিত আছে, যে চলিতেছে, যে বঞ্চনা করিতেছে, যে গৃহে বা শয্যায় গমন করিতেছে এবং যে তথা হইতে প্রতিমুখে গমন করিতেছে, সমস্তই বরুণ দেখেন। যেখানে দুই ব্যক্তি অতি পাশাপাশি বসিয়া চুপে চুপে কিছু আলাপ করিতেছে, রাজা বরুণ তৃতীয় ব্যক্তিরূপে তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাহা জানেন। এই পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং ঐ বৃহৎ অনন্ত, দ্যৌ রাজা বরুণের রাজ্য। উভয় সমুদ্র বরুণের কুক্ষি। আবার এই ক্ষুদ্র জলবিন্দুতেও তিনি নিলীন আছেন। যদি কেহ দ্যুলোকের অপর দিকে অতি দূরেও বা গমন করে, তথাপি সে বরুণের রাজ্য অতিক্রম করিতে পারে না। ইহার সহস্র চক্ষু আকাশের সর্বত্র বিচরণ করিতেছে এবং এই পৃথিবীতেও সমস্তকে অতিক্রম করিয়া দেখিতেছে" ইত্যাদি।[৪] বরুণ সর্বব্যাপী, ত্রিভুবন তাঁহার অভ্যন্তরে নিহিত[৫] এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আবার তাঁহার অসংখ্য চক্ষু।[৬] সুতরাং তিনি যে বিশ্বের সমস্ত কিছু দেখিবেন এবং জানিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কথিত হইয়াছে যে, এমন কি রাজা বরুণের চরগণও স্বর্গ এবং মর্ত্য উভয়ই দেখেন,—উহাদের কে কোথায় তাঁহার (বরুণের) স্তুতি করিতেছে, তাহা দেখেন।[৭] তাহাতে অবশ্য বরুণেরই সর্বদ্রষ্টৃত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব প্রকারান্তরে সিদ্ধ করা হইয়াছে। হবির্ধান ঋষি অগ্নি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"বিশ্বং স বেদ বরুণো যথা" ('তিনি বরুণের ন্যায় সমস্তই জানেন')।[৮] তাহাতে বোধ হয় যে, সর্বজ্ঞতায় বরুণকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হইত। যাহা হউক, তাহাতে ইহাও জানা যায় যে, অপর কোন কোন দেবতাকেও ঋষিগণ সর্বজ্ঞ মনে করিতেন। যথা—কুরুসুতি ঋষি বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র "বিশ্বং শৃণোতি পশ্যতি" ('সমস্তই শুনেন ও দেখেন')।[৯] তিনি

১। ঋক্‌সং, ১।২৫।৮ ; ২।২৮।৬
২। ঋক্‌সং, ১।২৫।৯
৩। ঋক্‌সং, ১।২৫।১১
৪। অথর্বসং, ৪।১৬।১-
৫। ঋক্‌সং, ৭।৮৭।৫
৬। "উরুচক্ষুঃ" (ঋক্‌সং, ১।২৫।৫, ১৬); "সহস্রচক্ষু" (ঋক্‌সং, ৭।৩৪।১০)
৭। ঋক্‌সং, ৭।৮৭।৩
৮। ঋক্‌সং, ১০।১১।১
৯। ঋক্‌সং, ৮।৭৮।৫

বিশ্ববিৎ।[১] অগ্নি এবং পূষাও বিশ্ববিৎ।[২] সূর্যও "বিশ্বদ্রষ্টা।"[৩] তিনি বিশ্বভুবনকে দেখেন;[৪] সমস্ত জীবগণকে দেখেন[৫] এবং তাহাদের সুকৃত ও দুষ্কৃতকে দেখেন।[৬] গৃৎসমদ ঋষি আদিত্যগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"অন্তঃ পশ্যন্তি বৃজিনোত সাধু
সর্বং রাজভ্যঃ পরমা চিদন্তি।"[৭]

'(তাঁহারা লোকের) অন্তরস্থ পাপ ও পুণ্য (বাসনা) দেখেন। সমস্তই এই রাজগণের পরম সন্নিকটে।' বৈদিক ঋষিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি একই পরমদেবতার,—ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। সুতরাং ঐ সকল বচন হইতে নিশ্চিত হয় যে, ব্রহ্ম সর্বদ্রষ্টা ও সর্ববিৎ।

ইন্দ্র 'বিশ্বৌজাঃ' ও 'বিশ্বমনাঃ'।[৮] তিনি "শবসস্পতি" (অর্থাৎ 'শক্তির অধিপতি')[৯] কোথাও কোথাও তাঁহাকে "শক্তির পুত্র বলা হইয়াছে।[১০] বৃহদুক্‌থ ঋষি বলিয়াছেন,—"সেই অরুণ সুপর্ণ (=ইন্দ্র) সনাতন মহান্ শূর এবং অনীড়ঁ (অর্থাৎ অপ্রমেয়)। তিনি (নিজ) শক্তি দ্বারা সমস্তই (করিতে) সমর্থ। যাহা (কর্তব্য বলিয়া) জানেন, তাহা অবশ্যই সত্য হয়, ব্যর্থ হয় না।[১১] গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"বিশ্বান্যস্মিন্ সম্ভৃতাধি বীর্যা"[১২]

১। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১২

২। যথা দেখ—

(অগ্নি) "বিশ্ববিৎ" (ঋক্‌সং, ১০।৯১।৩); "পূষা বিশ্ববেদাঃ"—(ঋক্‌সং, ১।৮৯।৬)
"অগ্নিস্তা বিশ্বা ভুবনানি বেদ"—(ঋক্‌সং, ৩।৫৫।১০)
"যো বিশ্বা অভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।"
—[ঋক্‌সং, ৩।৬২।৯ (পূষা); ১০।১৮৭।৪ (অগ্নি)]
"সম্পশ্যন্ বিশ্বা ভুবনানি"—[ঋক্‌সং, ১০।১০৯।১ (পূষা)]

৩। "সূরায় বিশ্বচক্ষসে" (ঋক্‌সং, ১।৫০।২); "সূর্য উরুচক্ষা" (ঋক্‌সং, ৭।৩৫।৮); "বিশ্বচক্ষাঃ" (ঋক্‌সং, ৭।৬৩।১); "উরুচক্ষাঃ" (ঋক্‌সং, ৭।৬৩।৪)

৪। "অভি যো বিশ্বা ভুবনানি চষ্টে"—(ঋক্‌সং, ৭।৬১।১)

৫। "পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য"—(ঋক্‌সং, ১।৫০।৭)

৬। "ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্"—(ঋক্‌সং, ৬।৫১।২; ৭।৬০।২)

৭। ঋক্‌সং, ২।২৭।৩ ৮। ঋক্‌সং, ১০।৫৫।৮ ৯। ঋক্‌সং, ১।১৩৩।৪; ৮।৯০।৫;

১০। ঋক্‌সং, ৮।৯০।২, ৮।৯২।১৪; মিত্র এবং বরুণ ও "নপাতা শবসো মহঃ"—(ঋক্‌সং, ৮।২৫।৫); অগ্নি "সহসঃ সূনু"—(ঋক্‌সং, ৮।৬০।২; ৮।৭১।১১; ৮।৭৫।৩)

১১। ঋক্‌সং, ১০।৫৫।৬; সামসং, উ; ৯।১।৭

১২। ঋক্‌সং, ২।১৬।২; ঋক্‌সং, ৫।৪২।৬; ৮।৬।১৫; ৮।৫১।৭

'ইহাতে সমস্ত বীর্য অধিকতর বর্তমান।' বার্ষাগির ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রের "অজস্রং শবসা·মানং" ('শক্তির অজস্র পরিমাণ') আছে, অর্থাৎ তাঁহার শক্তির পরিমাণের অন্ত নাই। কিঞ্চিৎ পরে তাঁহারা স্পষ্টতও সেই কথা বলিয়াছেন,—

"ন যস্য দেবা দেবতা ন মর্তা
আপশ্চন শবসো অন্তমাপুঃ।"[১]

'দেবগণ তাঁহাদের দৈবীশক্তি দ্বারা, মনুষ্যগণ এবং জলসমূহও (অর্থাৎ বিশ্বের অব্যক্ত কারণ) তাঁহার শক্তির অন্ত পায় নাই।'

ইন্দ্রের সর্বশক্তিমত্তা খ্যাপন করিতে গিয়া কোন কোন ঋষি এমনও বলিয়াছেন যে, যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহা তিনি (ইন্দ্র) করিতে পারেন; ঐ বিষয়ে কেহ তাঁহাকে বারণ করিতে পারে না। যথা—গর্গ ঋষি বলিয়াছেন, "কে তাঁহাকে (ঠিক ঠিক) স্তুতি করিতে পারে? কে তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে? কে তাঁহার (যথোচিত) যজন করিতে পারে?[২] যেমন (মনুষ্য চলিতে গিয়া ভূমিতে) পদদ্বয়ের প্রহার করিয়া থাকে, তেমন (ইন্দ্র আপন) শক্তিসমূহ দ্বারা অন্যকে অন্য,—পূর্বকে অপর করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, বীর (ইন্দ্র) সমগ্র উগ্র ব্যক্তিকে দমন করেন এবং একককে অতিক্রম করিয়া অন্যকে (অথবা কখন একককে, কখন অপরকে) অগ্রে নিয়া থাকেন।···যাহারা (উপাসনায় বা অনুভূতিতে) উৎকৃষ্ট, তাহাদের সখ্যতা ইন্দ্র পরিবর্জন করেন এবং তাহাদিগকে বিনষ্ট করত নিকৃষ্টদিগের সহিত গমন করিয়া থাকেন।"[৩] এই বচনের শেষভাগের যথাশ্রুত অর্থের তাৎপর্য এই মনে হয় যে, ইন্দ্র স্বেচ্ছানুসারে আপন উপাসকদিগের বড়কে ছোট এবং ছোটকে বড় করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি যথেচ্ছাচারী। পরন্তু, ঐ অনুমান সত্য নহে। কেননা, উহার তাৎপর্য প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রকার নহে, যেহেতু ইন্দ্রকে ঐ প্রকার যথেচ্ছাচারী বলিয়া প্রদর্শন করা ঋষির উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, ঐ বচনে ঋষি উহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, "স্পর্দ্ধাকারীদিগের দ্বেষ্টা এবং (স্বর্গ ও মর্ত্য) উভয়ের রাজা ইন্দ্র তাঁহার

১। ঋক্‌সং, ১।১০০।১৫

২। রহূগণ ঋষি অগ্নি সম্বন্ধে সেই প্রকার বলিয়াছেন।—(ঋক্‌সং, ১।৭৬।১)

৩। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১৫-১৭.১

উপাসকগণকে রক্ষা করেন (বা উৎসাহিত করেন)।....অথবা, যাহারা তাঁহার অনুভূতি করে নাই (কিংবা করিতে চেষ্টা করে না), তাহাদিগকে অবধুনন করত, তিনি (উপাসনায় এবং অনুভূতিতে) উৎকৃষ্টদিগের সহিত (বহু) বৎসর বাস করেন।"[১] তৎপূর্বেও তিনি ইন্দ্রকে উপাসকগণের রক্ষাকর্তা এবং ত্রাণকর্তা বলিয়াছেন।[২] অধিকন্তু, তিনি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, "হে বিদ্বান্ ইন্দ্র! আমাদিগকে মহান্ লোকে (অর্থাৎ পরম পদে) লইয়া যাও। সুখস্বরূপ ও অভয় জ্যোতিতে—স্বস্তিতে লইয়া যাও। স্থবির তোমার শরণ্য, দর্শনীয় এবং মহান্ বাহুদ্বয়ের সমীপে উপস্থিত থাকিব (অর্থাৎ উহাদিগকে আশ্রয় করিব)।"[৩] "উত্তম ত্রাতা ইন্দ্র রক্ষণ দ্বারা আমাদের সুখপ্রদ হউক। সর্ববিৎ ইন্দ্র (আমাদিগের) দ্বেষকারিগণকে বাধা প্রদান করুক এবং (আমাদিগকে) অভয় করুক। (তাঁহার প্রসাদে) আমরা উত্তম বীর্যের অধিকারী হইব।"[৪] সুতরাং গর্গ ঋষির মতে ইন্দ্র "সুত্রামা" ('উত্তম ত্রাতা');[৫] সুতরাং মনুষ্যগণকে ত্রাণ করিতে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।

১। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১৬.২, ১৭.২
২। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১১
৩। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।৮
৪। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১২
৫। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১৩

তৃতীয় অধ্যায়

সৃষ্টিপ্রলয়বাদ

বৈদিক ঋষিগণ মুখ্যত সৃষ্টিপ্রলয়বাদী ছিলেন। তাঁহাদের জগৎব্রহ্মবাদের এবং ব্রহ্মসর্ববাদ বা ব্রহ্মসার্বাত্ম্যবাদের মুখ্য আধার সৃষ্টিপ্রলয়বাদ। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।[১] সৃষ্টি ক্রিয়াবিশেষ। উহার ফল বা কার্য এই জগৎ-প্রপঞ্চ। কার্যের কারণ থাকে। বিনা কারণে কার্য হয় না। এই কার্য-কারণবাদ ঋষিগণ সম্যক্ অঙ্গীকার করিয়াছেন। কারণ সাধারণত ত্রিবিধ—নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ এবং সহকারিকারণ। যথা—মৃন্ময় ঘটরূপ কার্যোৎপাদনে কুম্ভকার নিমিত্তকারণ, মৃত্তিকা উপাদানকারণ এবং দণ্ড-চক্রাদি সহকারিকারণ; গৃহনির্মাণ কার্যে শিল্পী নিমিত্তকারণ, কাষ্ঠ-মৃত্তিকাদি উপাদানকারণ এবং যন্ত্রাদি সহকারিকারণ। এই ত্রিবিধ কারণের কোন একটির অভাবে মৃন্ময় ঘট বা গৃহনির্মাণরূপ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এই প্রকারের দৃষ্টান্তসমূহ হইতে বৈদিক ঋষিগণ জগতের ত্রিবিধ কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। মায়াবিগণ মায়াশক্তি প্রভাবে এবং যোগিগণ যোগৈশ্বর্য প্রভাবে উপাদান এবং সহকারী কারণদ্বয় ব্যতীতও বস্তু উৎপাদন করিতে পারেন দেখা যায়। ঐ সকল উহাদের মহিমা। বিশ্বস্রষ্টা কি সেই প্রকারে নিজ মহিমা দ্বারা অপর কারণদ্বয় বা উহাদের কোন একটি ব্যতীতও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহাও ঋষিগণ সম্যক্ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। যথা—বিশ্বকর্মা ঋষি বলিয়াছেন,—

> "কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠান-
>   মারম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ।
> যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা
>   বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥"[২]

১। ৫৪ পৃষ্ঠা হইতে দেখ।

২। ঋক্‌সং, ১০।৮১।২; বাজসং (মাধ্য), ১৭।১৮; কাথসং, ২।৮।২।০; তৈত্তিসং, ৪।৬।২।৪-৫ ('কথা' ও 'যতো' স্থলে 'কিং' ও 'যদী' পাঠান্তরে); কাঠসং, ১৮।২; মৈত্রাসং, ২।১০।২; কপিসং, ২৮।২

'(সৃষ্টিকালে) অধিষ্ঠান (বা আশ্রয়স্থান) কি ছিল? আরম্ভণ (বা উপাদান-কারণ) কি ছিল? (সহকারিকারণই বা) কি ছিল?—যাহাতে সর্বদ্রষ্টা (বা সর্বজ্ঞ) বিশ্বকর্মা ভূমি উৎপাদন করেন এবং দ্যুলোক বিস্তার করেন। (অথবা তিনি কি নিজ) মহিমা দ্বারা (অপর কোন কারণ বিনা জগৎ সৃষ্টি করেন)?' জগৎ সৃষ্টিকে মূর্তিখোদাইয়ের সঙ্গে তুলনা করত তিনি লিখিয়াছেন,—

> "কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস
>
> যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
>
> মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু
>
> তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥"[১]

'সেই বন কোনটি? সেই বৃক্ষই বা কোনটি?—যাহা হইতে (স্রষ্টা) এই দ্যাবাপৃথিবী খোদিত করিয়াছেন। হে মনীষিগণ! তোমরা আপন আপন মনে এই সকল প্রশ্ন কর (অর্থাৎ আলোচনা কর)। ভুবনসমূহ ধারণ করত তিনি কোথায় দাঁড়াইয়া আছেন? তাহাও (মনে মনে জিজ্ঞাসা কর)।' এই উপমার সাহায্যে সৃষ্টির কারণ কবষ ঋষিও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।[২]

অপরে সৃষ্টিকে যজ্ঞ মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

> "কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদান-
>
> মাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ।
>
> ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থং
>
> যদ্দেবা দেবমযজন্ত বিশ্বে ॥"[৩]

'যখন সমস্ত দেবগণ (মিলিয়া) দেবকে (চিন্ময় পুরুষকে দিয়া) যজ্ঞ করিয়াছিলেন,[৪] তখন ঐ যজ্ঞের প্রমা (বা পরিমাণ) কত ছিল? প্রতিমা কি ছিল? নিদান কি ছিল? ঘৃত কি ছিল? পরিধি কি ছিল? ছন্দঃ কি ছিল? প্রউগ কি ছিল? এবং উক্থ কি ছিল?' কেহ কেহ বা বিশ্বসৃষ্টিকে বস্ত্রবয়ন রূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাই তাঁহারা উহার তন্তু এবং ওতু (টানা ও পৈরান) প্রভৃতি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

১। ঋক্‌সং, ১০।৮১।৪; বাজসং (মাধ্য), ১৭।২০; কাঠসং, ২১৮।২।৫; তৈত্তিসং, ৪।৬।২।৫ ('আস' স্থানে 'আসীৎ' পাঠান্তরে); কাঠসং, ১৮।২; মৈত্রাসং, ২।১০।২; কপিসং, ২৮।২; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৮ ('আসীৎ' ও 'পৃচ্ছতেদু তৎ' পাঠান্তরে)। এই প্রশ্নের উত্তর 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' পাওয়া যায়। পরে দেখ।

২। ঋক্‌সং, ১০।৩১।৭; পরে ৭।৮ পৃষ্ঠা দেখ।

৩। ঋক্‌সং, ১০।১৩০।৩

৪। সৃষ্টিযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবৃতির জন্য পরে দেখ।

সৃষ্টিতত্ত্ব রহস্যাবৃত

ঐ সকল বিভিন্ন প্রশ্ন বৈদিক ঋষিগণের কাব্যপ্রিয়তা মাত্র প্রকাশ করে না। উহাদের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। সৃষ্টির প্রকৃত তত্ত্ব গাঢ়তম রহস্যাবৃত। উহা ভেদ করিতে বৈদিক ঋষিগণ মহান্ প্রচেষ্টা করিয়াছেন। নানা দিক্ হইতে নানা উপমার সহায়ে তাঁহারা উহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রশ্ন তাহাই প্রদর্শন করে। পরন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যজাল ছিন্ন করিতে তাঁহারা সম্যক্ সমর্থ হন নাই। ঐ সকল প্রশ্নের মধ্যে তাঁহাদের অসামর্থ্যের কথাও আছে মনে হয়। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি নিজের অসামর্থ্য এবং সৃষ্টিরহস্যের অজ্ঞেয়তা স্পষ্টত প্রকাশ করিয়াছেন।

> "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
> কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
> অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ
> কো বেদ যত আবভূব ॥"[১]

'এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা (= কোন উপাদানকারণ) হইতে এবং কাহা (=কোন নিমিত্তকারণ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কে তাহা যথার্থত জানে? কে তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিতে পারে? (কেননা,) দেবতাগণও এই বিসর্গের পরে উৎপন্ন। সুতরাং (এই বিসর্গ) যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কে জানিবে?'

> "ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
> যদি বা দধে যদি বা ন।
> যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
> সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥"[২]

'এই বিসৃষ্টি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা তাহা যদি ইহা ধারণ করে, কিংবা না করে (অর্থাৎ সৃষ্টি বস্তুত হইয়াছে, কি হয় নাই), পরমব্যোমস্থ ইহার যে অধ্যক্ষ (হিরণ্যগর্ভ) তিনিই উহা জানেন। অথবা, (তিনিও) যদি (উহা না জানেন তবে কেহ) উহা জানেন না।'

১। ঋক্‌সং, ১০।১২৯।৬ ; মৈত্রাসং. ৪।১২।১ ; তৈত্তিব্রা. ২।৮।৯।৫-৬ ('বিসর্জনায়' পাঠান্তর)।

২। ঋক্‌সং, ১০।১২৯।৭ ; মৈত্রাসং, ৪।১২।১ ; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৬

এই ঋক্‌দ্বয়ের পূর্বের পাঁচ ঋকে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী জগৎসৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন।[১] বর্ণনা অতি সুন্দর এবং গভীর তত্ত্বপূর্ণ। প্রজাপতি সত্যই বলিয়াছেন যে, দার্শনিক বিচারে সম্যক্ স্থিত থাকিয়া তদপেক্ষা প্রকৃষ্টতর রূপে সৃষ্টির কথা বলা যায় না। পরন্তু তাহা বলিয়া উহাকে তত্ত্ব বিচারে একেবারে নির্দোষ এবং বাস্তব বলা যায় না। সেই হেতু পরমেষ্ঠী নিজে তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব গহন রহস্যাবৃত। যথাযথ নিশ্চিতরূপে উহা কেহ জানে না। জগতে জ্ঞানসামর্থ্য দেবগণেরই সর্বাপেক্ষা অধিক। কেননা, তাঁহারা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা তাঁহাদের সমধিক। পরন্তু তাঁহারাও সৃষ্টির পরভবী। সেই হেতু তাঁহাদের উৎপত্তির পূর্বের কথা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা তাঁহাদের পক্ষেও সম্ভব নহে। সুতরাং মানুষের কথা আর কি? দেবতাদিগেরও পূর্বে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন। তিনি দেবতাদিগকে, তথা সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্ট জগতের তিনিই একমাত্র অধ্যক্ষ। সুতরাং জগৎ সৃষ্টির কথা তিনিই সম্যক্ জানিতে পারেন এবং জানেন বুঝি। পরন্তু তিনিও পরভবী, তিনিও "জাত"। জন্মের পর তিনি জগতের স্রষ্টা এবং অধ্যক্ষ হইয়াছেন।[২] তাঁহার জন্মের পূর্বের কথা তিনি জানেন কি? তাহা জ্ঞাত না হইলে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব সম্যক্ পরিজ্ঞাত হয় না। তিনিও যদি তাহা না জানেন, তবে আর কেহ উহা জানে না, আর কাহারও পক্ষে উহা জানার সম্ভাবনাও নাই। সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে হইয়াছে, কি হয় নাই তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা মানুষের পক্ষে সুকঠিন। এইরূপে দেখা যায়, সৃষ্টিতত্ত্ব অতি গহন রহস্য দ্বারা সুদৃঢ়রূপে আবৃত। উহা অতীব দুর্ভেদ্য। ইহাই প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর পূর্বোক্ত ঋক্‌দ্বয়ের তাৎপর্য।

সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয়তা এবং আপন অসামর্থ্য মহর্ষি ভরদ্বাজ নিম্ন প্রকারে বিবৃত করিয়াছেন,—দিন ও রাত্রি স্ব স্ব বেদনীয় প্রবৃত্তিসমূহ সহ লোকত্রয়ে বিবর্তিত হইতেছে। বৈশ্বানর অগ্নি (প্রজাপতি) উদীয়মান সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃ দ্বারা

১। পরে দেখ।

২। যথা, প্রজাপতির পুত্র হিরণ্যগর্ভ ঋষি বলিয়াছেন,—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।"—(ঋক্‌সং, ১০।১২১।১)

এ বিষয়ের বিশেষ বিবেচনার জন্য পরে দেখ।

অন্ধকারসমূহ তিরোহিত করেন। (বিশ্ব বিস্তারের জন্য প্রজাপতি) যাহাদের বয়ন করেন, সেই .তন্তু এবং ওতুকে আমি জানি না। ইহ সংসারে কাহার পুত্র, পিতার অবর হইয়া তাঁহার পরকে বলিতে পারেন? যিনি অমৃতের পালককে জানেন, যিনি পিতার অবর হইয়াও ইহলোকে বিচরণ করত পিতার পরকে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই সেই তন্তু এবং ওতুকে বিজ্ঞাত হন এবং যথাসময়ে তদ্বিষয়ে বক্তব্যসমূহ বলিতে পারেন। ইনিই (বৈশ্বানর অগ্নি) প্রথম হোতা। (হে নরগণ!) মর্ত্যসমূহের মধ্যে বর্তমান সেই অমৃত জ্যোতিকে দর্শন কর। ইহা ধ্রুব, সর্বব্যাপী এবং অমর্ত্য। তথাপি শরীর দ্বারা জন্মে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ধ্রুব, অথচ মন অপেক্ষাও বেগবান্, জ্যোতিঃস্বরূপ প্রজাপতি পরিণামশীল জগতের অভ্যন্তরে দর্শনার্থ নিহিত আছেন। সমস্ত দেবতা সমনস্ক এবং চেতন হইয়া ঐ এক ক্রতুর (প্রজ্ঞানের) অভিমুখে বিবিধরূপে গমন করেন।"[১]

১। "অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চ
বি বর্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানো
ন রাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি ॥ ১ ॥
নাহং তন্তুং ন বিজানাম্যোতুং
ন যং বয়ন্তি সমরেঽতমানাঃ।
কস্য স্বিৎ পুত্র ইহ বক্ত্বানি
পরো বদাত্যবরেণ পিত্রা ॥ ২ ॥
স ইত্তন্তুং স বিজানাত্যোতুং
স বক্ত্বান্যৃতুথা বদাতি।
য ঈং চিকেতদমৃতস্য গোপা
অবশ্চরন্ পরো অন্যেন পশ্যন্ ॥ ৩ ॥
অয়ং হোতা প্রথমঃ পশ্যতেম-
মিদং জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেষু।
অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুব আ নিষত্তোঽ-
মর্ত্যস্তন্বা বর্ধমানঃ ॥ ৪ ॥
ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়ে কং মনো জবিষ্ঠং পতয়ৎস্বন্তঃ।
বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্রতুমভি বি যন্তি সাধু ॥ ৫ ॥"
—(ঋক্‌সং, ৬।৯ সূক্ত)

উপরের বিবৃতি হইতে দেখা যায়, প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর মতে সৃষ্টির পরম রহস্য যদি কেহ জানেন, একমাত্র স্রষ্টাই জানেন। মানুষের পক্ষে তাহা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে। ভরদ্বাজ ঋষি মনে করেন যে, মানুষও তাহা জানিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে ব্যাখ্যাও করিতে পারে, যদি সে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে পারে। পরন্তু তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সুকঠিন। কেননা, মানুষ সচেতা এবং সমনস্ক হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহির হইতে অন্তর্মুখ এবং একাগ্র করিতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। পরন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতই বহিঃপ্রবণ। উহাদিগকে অন্তর্মুখ করা দুঃসাধ্য। ভরদ্বাজ ঋষি এই প্রকারে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—

বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্বীদং
জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ
কিং স্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু নু মনিষ্যে॥"[১]

'আমার কর্ণ বিপরীতমুখে (অর্থাৎ বহির্মুখে) বিবিধ দিকে যাইতেছে, আমার চক্ষু বিপরীতমুখে বিবিধ দিকে যাইতেছে, আমার হৃদয়ে নিহিত (বুদ্ধিরূপ ব্রহ্ম) জ্যোতিঃ বিপরীতমুখে বিবিধ দিকে যাইতেছে এবং আমার মন বিপরীতমুখে বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ে বিবিধরূপে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং (হৃদয়াভ্যন্তরস্থ অমৃত জ্যোতিঃ বিষয়ে) আমি কি মনন করিব? কি বলিব?' এইরূপে প্রকারান্তরে তিনিও সৃষ্টিতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ স্পষ্টত বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পরম রহস্য বিশ্বস্রষ্টাও জানেন না।

"জাতো ব্যখ্যৎ পিত্রোরুপস্থে
ভুবো না বেদ জনিতুঃ পরস্য।"[২]

'(ইন্দ্র) জাত (হইয়াই) পিতার ক্রোড়ে বিখ্যাত হন। (পরন্তু) পরম পিতার পরম-স্বরূপ তিনি জানেন না।' সুতরাং মানুষের পক্ষে তাহা জানিবার সম্ভাবনা কোথায়?

১। ঋক্‌সং, ৬।৯।৬ ২। ঋথসং, ২০।৩৪।১৬

অনীশ্বরবাদ

সৃষ্টিতত্ত্বের অতি দুর্জ্ঞেয়তা হেতু তৎসম্বন্ধে বৈদিক যুগেও নানা প্রকার কল্পনা-জল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল। উহাদের সমস্তগুলির বিশদ পরিচয়প্রদান আমাদের পক্ষেও বর্তমানে অনাবশ্যক। আমরা এখানে যথাপ্রয়োজন কোন কোন বাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বলিব। জগতের স্রষ্টা কেহ আছেন কিনা, কেহ কেহ তাহাতেও সংশয় করিতেন। গৃৎসমদ ঋষির নিম্নোক্ত ঋক্ হইতে অনীশ্বরবাদের সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

> "যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোর-
> মুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
> সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবা মিনাতি
> শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ ॥"[১]

'হে মনুষ্যগণ! যে ঘোর (দেবতা) সম্বন্ধে (কেহ কেহ) জিজ্ঞাসা করেন,—তিনি কোথায়? এবং যাঁহার সম্বন্ধে (কেহ কেহ) বলেন যে, তিনি নাই, তিনি কঠোর শাস্তার ন্যায় (ঐ সকল) শত্রুর সমস্ত ধন বিনাশ করেন।[২] তাঁহাকে বিশ্বাস কর; তিনিই ইন্দ্র।' গৃৎসমদ ঋষি ঈশ্বরবাদী ছিলেন। তাই তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয়বাদী এবং অনীশ্বরবাদীদিগের নিন্দা করিয়াছেন। যাহা হউক, "অনিন্দ্র" বা ইন্দ্ররহিত অর্থাৎ যাঁহারা ইন্দ্রকে মানিত না,[৩] এমন লোকের সদ্ভাবের প্রমাণ বেদে আরো আছে।[৪]

নেম ঋষি অনীশ্বরবাদের এক জন বিশিষ্ট প্রবর্তক ছিলেন বোধ হয়। কেননা, কেহ কেহ ঐ বাদের সম্পর্কে তাঁহারই নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। ঋক্‌সং, ২।১২।৫ ; অথর্বসং, ২০।৩৪।৫

২। "যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানা-নমন্যমানাঞ্ছর্বা জঘান।"—(ঋক্‌সং, ২।১২।১০)

৩। যাস্ক বলেন,—"অনিন্দ্রাঃ যে ইন্দ্রং ন বিবিদুঃ।"—('নিরুক্ত', ৩।১৭)

৪। যথা দেখ—

> "উক্তে পুনামি রোদসী ঋতেন
> দ্রুহো দহামি সং মহীরনিন্দ্রাঃ।
> অভিব্লগ্য যত্র হতা অমিত্রা
> বৈলস্থানং পরি তৃহ্লা অশেরন্ ॥"—(ঋক্‌সং, ১।১৩৩।১)

ভৃগুগোত্রীয় নেম ঋষিও প্রথমে সেই মতবাদদ্বারা কথঞ্চিৎ প্রভাবিত হইয়াছিলেন দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন,—

"প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত
ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ
ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম॥"[১]

'হে সংগ্রামেচ্ছুগণ! ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত স্তোম সুষ্ঠুরূপে উচ্চারণ কর, যদি ইন্দ্র সত্যই থাকেন। (পরন্তু ইন্দ্র আছেন কিনা সন্দেহ। কারণ) নেম (ঋষি) বলেন যে, ইন্দ্র নাই; (অধিকন্তু) কে তাঁহাকে দেখিয়াছেন? ( ) আমরা কাহার স্তুতি করিব?' কথিত আছে যে, ভার্গব নেম ঋষির এই সংশয়াত্মক বচন শুনিয়া ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আপন মাহাত্ম্য খ্যাপন করেন। তখন নেম ইন্দ্রের স্তুতি করেন।[২] অর্থাৎ ঈশ্বরের সদ্ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া ভার্গব নেম অনীশ্বরবাদ পরিত্যাগ করত ঈশ্বরভক্ত হন।

অথবা, ঐ আখ্যায়িকার তাৎপর্য অন্য প্রকারও হইতে পারে। ভার্গব নেম ইন্দ্রের দর্শন লাভের জন্য অতীব উৎকণ্ঠিত হন। পরন্তু ইন্দ্রের দর্শন না পাইয়া হতাশায় তিনি বলেন যে, ইন্দ্র নাই। কেননা, ইন্দ্র যদি সত্যই থাকেন, তবে তাঁহার প্রার্থনায় নিশ্চয়ই দর্শন দিতেন। এই বিষয়ে তিনি অনীশ্বরবাদী নেম ঋষির মতের উল্লেখ করেন। এই প্রকারে ঐ মন্ত্র ভার্গব নেম-কৃত ইন্দ্রের প্রার্থনাবিশেষই হয়। আচার্য শৌনকও তাহাই মনে করেন।[৩] সুতরাং উহা ইন্দ্রদর্শনের জন্য তাঁহার অত্যধিক উৎকণ্ঠাই সূচনা করে। তাঁহার ঐ প্রকার উৎকণ্ঠা দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দেন। এই ব্যাখ্যাই অধিক স্বাভাবিক মনে হয়।

অনীশ্বরবাদিগণ কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা প্রভৃতিকে সৃষ্টির কারণ মনে করিতেন বোধ হয়। প্রাচীন কালে জগতের কারণ সম্বন্ধে যত প্রকার জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল, 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'র প্রারম্ভে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ

১। ঋক্‌সং, ৮।১০০।৩ ২। ঋক্‌সং, ৮।১০০।৪ (সায়ন-ভাষ্য দেখ)
৩। 'বৃহদ্দেবতা', ৬।১১৭.২-৮

আছে।[১] "ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন, (জগতের) কারণ কি ব্রহ্ম ? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ? আমরা কাহার দ্বারা নিয়মিত হইয়া সুখে ও দুঃখে ব্রহ্মবিদ্‌গণের ব্যবস্থার অনুসরণ করিতেছি ? কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, (অচেতন) ভূতবর্গ, পুরুষ, কিংবা উহাদের (দুইটি বা ততোধিকের) সংযোগ তাহার কারণ কিনা নিরূপণ করিতে হইবে। কালাদি কারণ হইতে পারে না, যেহেতু আত্মা আছে (অর্থাৎ চেতন আত্মা বিদ্যমান থাকিতে অচেতন কালাদিকে জগতের কারণ বলা যাইতে পারে না)। সুখদুঃখের কারণীভূত ধর্মাধর্মের অধীনতা প্রযুক্ত জীবও স্বতন্ত্র নহে। (সুতরাং উহাকেও কারণ বলা যাইতে পারে না)।"[২]

বেদের কোন কোন মন্ত্রে যাঁহারা দেবতাদিগকে মানিতেন না, তাঁহাদিগকে আহুতি প্রদান করিতেন না, উঁহাদের উপাসনা করিতেন না, তাঁহাদিগকে বিনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যথা,—রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি বলিয়াছেন,—

"কদা মর্ত্যমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ।
কদা নঃ শুশ্রবদ্‌গিরঃ ইন্দ্রো অঙ্গ॥"[৩]

'যাহারা উপাসনা করে না (কিংবা আহুতি প্রদান করে না) তাহাদিগকে কখন ইন্দ্র পায়ের দ্বারা ক্ষুম্পের (= ক্ষুদ্র বৃক্ষের বা কুণ্ডলীবদ্ধ সর্পের) ন্যায় বিদলিত করিবেন ? কখন তিনি আমাদিগের (প্রার্থনা) বাণী শ্রবণ করিবেন ?' অঙ্গিরা গোত্রীয় কুৎস ঋষি বলিয়াছেন,—"যিনি অশ্বদিগের এবং গোগণের (অর্থাৎ সমস্ত জীবগণের) অধিপতি, যিনি আরাধিত হইলে প্রতি কর্মে স্থির থাকেন (অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে ফল প্রদান করিয়া থাকেন) এবং যিনি যাহারা আরাধনা করে না তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকেন,—তাহারা যেমনই বলী হউক না কেন, সেই ইন্দ্রকে মরুদ্‌গণের সহিত আমাদের সখা হইতে ('সখ্যায়') আমরা আহ্বান করিতেছি।"[৪] কক্ষীবৎ ঋষি বলিয়াছেন,—"যাহারা তোমাদিগকে অভিদ্রোহ করে,—কোন প্রকারে তোমাদিগকে দ্রোহ করে এবং তোমাদিগকে জল প্রদান করে না, হে মিত্র ও বরুণ! তাহাদের হৃদয়ে যক্ষ্মা

১। আচার্য গৌড়পাদের 'মাণ্ডূক্যকারিকা'র (১।৬-৯) "সৃষ্টিচিন্তক" দিগের অনেক প্রকার মতবাদের উল্লেখ আছে।

২। শ্বেতউ, ১।১-২ ৩। ঋক্‌সং, ১।৮৪।৮ ৪। ঋক্‌সং, ১।১০১।৪

নিহিত কর। আর ধার্মিক যাহারা তোমাদের হবন করে তাহাদিগকে (আশীর্বাদ কর)।"[১] এই প্রকার মন্ত্র বেদে আরও অনেক পাওয়া যায়।[২] পরুচ্ছেপ ঋষি বলিয়াছেন,—"শাসস্বমিন্দ্র মর্ত্যমযজ্যুং শবসস্পতে" ('হে শক্তিপতি ইন্দ্র, যে তোমার যজন করে না, সেই মনুষ্যকে তুমি শাসন কর')।[৩] ঐ সকল বিরোধী ব্যক্তিগণের সকলকে ঠিক অনীশ্বরবাদী বলা যায় কিনা সন্দেহ। এই মাত্র সত্য যে, তাহারা বৈদিক ঋষিগণের উপাস্য দেবতাদিগকে মানিত না, উঁহাদের দ্বারা প্রবর্তিত এবং অনুসৃত উপাসনা পদ্ধতি মানিত না। হয়ত তাহাদের কেহ কেহ ঐ দেবতাদিগের এবং উপাসনা পদ্ধতির প্রতি দ্বেষ-বুদ্ধিও পোষণ করিত। তথাপি বলা যায় না যে, তাহারা সকলে অনীশ্বরবাদী ছিল। কেননা, হইতে পারে যে, তাহাদের কাহারও কাহারও ইষ্টদেবতা এবং উপাসনা পদ্ধতি ছিল, পরন্তু ঐ সকল ঋষিগণের ইষ্টদেবতা এবং উপাসনা পদ্ধতি হইতে ভিন্ন।

ব্রহ্মকারণবাদ

বৈদিক ঋষিগণ সাধারণত ব্রহ্মকারণবাদী ছিলেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জগৎপ্রপঞ্চ চেতন ব্রহ্ম-কর্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে, কোন অচেতন বস্তুকে কিংবা চেতন জীবকে উহার স্রষ্টা বলা যাইতে পারে না; উহা স্বতঃও উৎপন্ন হয় নাই কিংবা অনুৎপন্নভাবে যে বরাবর আছে, তাহাও নহে। কবষ ঋষি বলিয়াছেন,—

> "কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস
> যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
> সন্তস্থানে অজরে ইতউতী
> অহানি পূর্বীরুষসো জরন্ত॥

১। ঋক্‌সং, ১।১২২।৯

২। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।১২৪।৭; ১।১৮২।৩, ২।২৩।৪; ইত্যাদি। মুর সাহেব ঐ প্রকার মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করত আলোচনা করিয়াছেন। (J. Muir "On the relations of the priests to the other classes of Indian Society in the Vedic age." *JRAS*, 1866, pp. 272 ff; *Original Sanskrit Texts*, 2nd Edition, 1868, Vol. 1, pp. 269 ff).

৩। ঋক্‌সং, ১।১৩১।৪; ২।১২।১০; ৮।১৪।১৫

নৈতাবদেনা পরো অন্যদস্ত্য-
ক্ষাস দ্যাবাপৃথিবী বিভর্তি।
ত্বচং পবিত্রং কৃণুত স্বধাবান্
যদীং সূর্যং ন হরিতো বহন্তি॥"[১]

'সেই বন কোনটি? সেই বৃক্ষই বা কোনটি?—যাহা হইতে (স্রষ্টা) এই দ্যাবাপৃথিবী খোদিত করিয়াছেন। বহু দিন এবং উষা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহারা উহাদের হইতে রক্ষিত হইয়া অজরভাবে সম্যক্ স্থিত আছে। (তথাপি) এই (দ্যাবাপৃথিবী) মাত্র নহে। ইহাদেরও উপর অপর একজন আছেন। তিনিই বর্দ্ধকী (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীর খোদনকারী বা স্রষ্টা)। তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করেন। যখন সূর্যের অশ্বগণ সূর্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, (তখনও) বলবান্ (সেই বর্দ্ধকী) নিজের পবিত্র (বা শুদ্ধ চিন্ময়) শরীর নির্মাণ করিয়াছিলেন।' ঋষির এই উক্তির তাৎপর্য সংক্ষেপে এই—দিনরাত্রি বা কাল ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে, পরন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চ যথাবৎ থাকিয়া যাইতেছে।[২] মানুষের জরার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তৎক্রমে তাহার মৃত্যুও আসে দেখা যায়। জগতের জরা আগমনের সেই প্রকার কোন লক্ষণ সাধারণত দেখা যায় না। পরন্তু তাহা বলিয়া জগৎ বরাবর এই রকমেই থাকিয়া যাইবে, উহার ধ্বংস কখন হইবে না,—উহার বিনাশ নাই, অতএব উহার সৃষ্টিও হয় নাই, সুতরাং স্রষ্টাও নাই,—এই প্রকার অনুমান সমীচীন নহে। কেননা, ব্রহ্ম প্রকৃতই আছেন। জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই স্ব-সৃষ্ট জগৎকে ধারণ করিতেছেন। যখন কাল গণনা আরম্ভও হয় নাই, তখনও সেই সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি কালাতীত। ঋষি কুৎস বলিয়াছেন যে, অগ্নিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

"স পূর্বয়া নিবিদা কব্যতায়ো-
রিমাঃ প্রজা অজনয়ন্ মনূনাম্।

১। ঋকসং, ১০।৩১।৭-৮ পাঠান্তরে, অস্থনস্ত্যাক্ষাসঃ

২। 'অথর্ববেদে'ও এক স্থলে (২।১৫ সূক্ত) আছে, দ্যৌ ও পৃথিবী, দিন ও রাত্রি, সূর্য ও চন্দ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, ঋত ও অনৃত এবং ভূত ও ভব্য "ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ" অর্থাৎ 'ভীত হয় না এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।' তাহাতে উহাদের নিত্যত্ব সূচিত হয়। পরন্তু ঐ নিত্যতা আপেক্ষিক।

বিবস্বতা চক্ষসা দ্যামপশ্চ দেবা
অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্ ॥”[১]

‘পূর্ব নিবিদ্ দ্বারা,—আয়ুর[২] বিজ্ঞান দ্বারা তিনি (অগ্নি) মনুগণের সন্তানদিগকে উৎপন্ন করেন ; উদ্ভাসিত জ্যোতিঃ দ্বারা দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষকে (অর্থাৎ ত্রিলোককে উৎপন্ন করেন)। দেবগণ দ্রবিণোদা অগ্নিকে ধারণ করেন (অর্থাৎ অবগত হন)।’ ‘ঐতরেয়ব্রাহ্মণে’ এই মন্ত্র অনূদিত হইয়াছে, তন্মতে ঐ অগ্নি প্রজাপতিই এবং উহার তাৎপর্য এই যে, তিনিই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। “অগ্রে (= উৎপত্তির পূর্বে) ইহা (= এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) নিশ্চয়ই এক প্রজাপতিই ছিল। তিনি কামনা করিলেন, ‘জন্মিব,—বহু হইব’ ইতি। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি বাক্‌কে সংযত করিলেন। এক সংবৎসর পরে তিনি দ্বাদশ বার ব্যাহরণ করিলেন (অর্থাৎ উচ্চারণ করিলেন)। এই নিবিদ্ দ্বাদশপাদই। সেই এই নিবিদ্‌কেই তিনি ব্যাহরণ করিলেন। তদনন্তর তিনি সর্বভূতবর্গকে সৃজন করিলেন। ইহা দর্শন করিয়াই ঋষি পরে ‘স পূর্বয়া’ ইত্যাদি মন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন।”[৩] কতগোত্রীয় উৎকীল ঋষি বলিয়াছেন যে, “অগ্নি বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে ব্যাপিয়া আছেন।”[৪] অপর কোন কোন ঋষিও অগ্নিকে বিশ্বস্রষ্টা বলিয়াছেন। ‘বাজসনেয় সংহিতা’য় আছে যে, বিশ্বকর্মা অগ্নি বাক্ দ্বারাই বিশ্বকে সৃষ্টি করেন।

“যো অগ্নিরগ্নেরধি অজায়ত শোকাৎ পৃথিব্যা উত বা দিবস্পরি।
যেন প্রজা বিশ্বকর্মা জজান তমগ্নে হেড়ঃ পরি তে বৃণক্তু ॥”[৫]

‘যে অগ্নি অগ্নি হইতে,—পৃথিবীর এবং দ্যুলোকের শোক (বা দীপ্তি) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা বিশ্বকর্মা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই

১। ঋক্‌সং, ১।৯৬।২

২। সায়নের মতে ‘আয়ু’ মনুরই নামান্তর।

৩। “প্রজাপতির্বৈ ইদমেক এব অগ্রে আস। সোঽকাময়ত ‘প্রজায়েয় ভূয়ান্ স্যাম্’ ইতি। স তপোঽতপ্যত। স বাচময়চ্ছৎ। স সংবৎসরস্য পরস্তাদ্ ব্যাহরদ্ দ্বাদশকৃত্বঃ” ইত্যাদি (ঐতব্রা, ২।৩৩)

৪। “চক্রির্যো বিশ্বা ভুবনাভি সাসহিশ্চক্রিঃ”—(ঋক্‌সং, ৩।১৬।৪.১)

৫। বাজসং (মাধ্য), ১৩।৪৫ ; মৈত্রাসং, ২।৭।১৭ (প্রথম চরণের পাঠ “যো অগ্নিরগ্নেস্তপসো অধিজাতঃ ;” তৃতীয় চরণে ‘যেন’ স্থলে ‘য ইমাঃ’ পাঠান্তর আছে)।

অগ্নিকে, হে অগ্নি! তোমার ক্রোধ পরিত্যাগ করুক (অর্থাৎ উহার প্রতি ক্রোধ করিও না)'।[১] 'শতপথব্রাহ্মণে' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। তন্মতে, প্রথম 'অগ্নি' শব্দের অর্থ 'অজ' বা 'বাক্' এবং দ্বিতীয় 'অগ্নি' শব্দের অর্থ 'প্রজাপতি' বা 'বিশ্বকর্মা'। যাহা অগ্নি বা প্রজাপতির শোক বা দীপ্তি হইতে উৎপন্ন, তাহা দ্যুলোক ও পৃথিবীর শোক হইতে উৎপন্ন। 'বাক্' রূপ 'অজ' দ্বারাই বিশ্বকর্মা প্রজাপতি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন।[১]

ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা ঋষিও বলিয়াছেন যে, বিশ্বকর্মাই বিশ্বপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করিয়াছেন।[২] তাঁহার বিশ্বকর্মা নাম হইতেও অনায়াসে প্রতীতি হয় যে, তিনিই বিশ্বের কর্তা বা স্রষ্টা। কোন কোন বেদ মন্ত্রে ইন্দ্রকে,[৩] কোথাও ত্বষ্টাকে,[৪] কোথাও সোমকে[৫] কোথাও ব্রহ্মণস্পতিকে,[৬] আর কোথাও বা প্রজাপতিকে[৭] স্রষ্টা বলা হইয়াছে। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অগ্নি (বা প্রজাপতি), ইন্দ্র, ত্বষ্টা, সোম, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টারই নামান্তরসমূহ। সুতরাং সমস্ত মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, জগৎ ব্রহ্ম-কর্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহেও উহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"সর্বং হ্যেদং ব্রহ্মণা হৈব সৃষ্টম্"[৮]

'এই সমস্তই নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে।'

"অথ আহুঃ প্রজাপতিরেব ইমান্ লোকান্ সৃষ্ট্বা পৃথিব্যাং প্রত্যতিষ্ঠৎ।.... যতমথাঽসৃজত। প্রজাপতিস্ত্বেব ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।"[৯]

'তাই (ঋষিগণ) বলিয়া থাকেন যে, 'প্রজাপতি এই লোকসমূহ সৃষ্টি করত পৃথিবীতে প্রত্যবস্থিত রহিলেন।...যাহা হইতে যেই প্রকারে তিনি (যাহা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন) তাহা হইতে সেই প্রকারে তিনি (তাহা) সৃষ্টি করিলেন। পরন্তু এই যাহা কিছু তৎসমস্তই নিশ্চয়ই প্রজাপতি সৃষ্টি করিলেন।'

১। শতব্রা (মাধ্য), ৭।৫।২।২১

২। ঋক্‌সং, ১০।৮১।২-৩ এবং ১০।৮২।৩

৩। ঋক্‌সং ৮।৯৬।৬

৪। ঋক্‌সং, ১০।১১০।১, (পৃঃ ৪৭ দেখ)

৫। ঋক্‌সং, ২।৪০।১,৫

৬। ঋক্‌সং, ১০।৭২।২ ৭। ঋক্‌সং, ১০।১২১ সূক্ত। ৮। তৈত্তিব্রা, ৩।১২।৯।২

৯। শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।২।১১

"স যৎ কূর্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্মঃ। তস্মাদাহুঃ 'সর্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ' ইতি। স যঃ স কূর্মোঽসৌ স আদিত্যঃ।"[১]

'যাঁহার নাম কূর্ম তিনি তিনিই (প্রজাপতিই); ঐ রূপ পরিগ্রহণ করতই প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন। যাহা তিনি সৃষ্টি করেন, তাহা তিনি করেন ('অকরোৎ')। যেহেতু করেন ('অকরোৎ') সেই হেতু তিনি কূর্ম (নামে অভিহিত হন)।[২] 'কশ্যপ' (শব্দের অর্থ) নিশ্চয়ই কূর্ম। সেই হেতু (ঋষিগণ) বলেন যে, 'সমস্ত প্রজা কাশ্যপ (অর্থাৎ কশ্যপের অপত্য)'। এই যিনি কূর্ম তিনিই ঐ আদিত্য। "সেই এই সংবৎসর (অর্থাৎ কালনামক) প্রজাপতি সর্বভূতকে সৃষ্টি করেন।—যাহা প্রাণবান্ এবং যাহা অপ্রাণ তদুভয়কে, দেবতা ও মনুষ্য উভয়কে (তিনি সৃষ্টি করেন)" ইত্যাদি।[৩]

জগৎকারণ ব্রহ্মের সদ্ভাবের, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ উভয়বিধ, আরও অসংখ্য প্রমাণ বেদে পাওয়া যায়। এখানে আর অধিক প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। বেদে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই বেদের পরা নিষ্ঠা, পরম প্রতিপাদ্য। যথা, দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম"[৪]

'এই ব্রহ্মই (বেদ) বাণীর পরম ব্যোম (অর্থাৎ ব্যোমবৎ পর্যবসান ভূমি)।' 'কঠোপনিষদে'ও সেই প্রকার বলা হইয়াছে যে, সমস্ত বেদ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করে।[৫] উপনিষদে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কর্তা রূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে। বরুণ ঋষি তাঁহার পুত্র ভৃগুকে বলিয়াছিলেন,—

১। শতব্রা (মাধ্য), ৭।৫।১।৫

২। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।২।২

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।২।২

৪। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩৫ : বাজসং (মাধ্য), ২৩।৬২ ; তৈত্তিসং, ৭।৪।১৮।২ ("ব্রহ্মৈব" পাঠান্তরে) ; অথর্বসং, ৯।১০।১৪

৫। "সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" ইত্যাদি। (কঠউ, ১।২।১৫-৬) "ব্রহ্মায়ং" প্রথম বচন কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে 'গীতা'য়ও পাওয়া যায়। (৮।১১) উহার অন্যত্র আছে, "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ" (১৫।১৫-২)

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি"[১]

'যাহা হইতে এই ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, (এবং অন্তে) যাহাতে প্রতিগমন করে এবং সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করে, তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তাহাই ব্রহ্ম।' স্বপ্রণীত 'ব্রহ্মসূত্রে' ভগবান্ বাদরায়ণও ব্রহ্মের এই লক্ষণ পরিগ্রহণ করিয়াছেন।[২] উহাতে তিনি শ্রুতিমূলে অপর সমস্ত বাদ খণ্ডন করত ব্রহ্মকারণবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রতিপাদিত হয় যে, বেদে বিশেষভাবে ব্রহ্মকারণবাদই পরিগৃহীত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে তথায় অব্রহ্মবাদীর নিন্দাও আছে। অনীশ্বরবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত গৃৎসমদ ঋষির বচনে আমরা তাহা দেখিয়াছি। ঐ প্রকার নিন্দা-বাক্য আরও পাওয়া যায়। যথা—

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥"[৩]

'যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসৎ হয়। আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানে, তবে তাহাকেও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সৎ বলিয়াই জানেন।'

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা এইখানে বলা উচিত মনে হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণে পরিষ্কার বিবৃত হইয়াছে যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে অত্যন্ত পরিশ্রম করেন; তাহাতে তিনি পরিশ্রান্ত হন,—আপনাকে শূন্যবৎ মনে করিতে থাকেন। যথা—

"প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অসৃজত। স রিরিচানোঽমন্যত। স তপোঽতপ্যত। স আত্মন্ বীর্যমপশ্যত্তদবর্দ্ধত।"[৪]

"প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা বৃত্তোঽশয়ৎ। তং দেবা ভূতানাং রসং তেজঃ সংভৃত্য তেন এনমভিষজ্যন্ 'মহানববর্ত্তি' ইতি।"[৫]

"প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ব্যস্রংসত। স হৃদয়ং ভূতোঽশয়ৎ।"[৬]

"প্রজাপতির্বৈ প্রজাঃ সসৃজানো রিরিচান ইব অমন্যত" ইত্যাদি।[৭]

১। তৈত্তিউ, ৩।১
২। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—(ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২)
৩। তৈত্তিউ, ২।৬
৪। তৈ,ত্তব্রা, ১।১।১০।১
৫। তৈত্তিব্রা, ১।২।৬।১
৬। তৈত্তিব্রা, ২।৩।৬।১
৭। শতব্রা (মাধ্য), ৩।৯।১।১

"সোঽয়ং সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ সর্বাণি ভূতানি সসৃজে যচ্চ প্রাণি যচ্চ অপ্রাণম্ উভয়ং দেবমনুষ্যান্। স সর্বাণি ভূতানি সৃষ্ট্বা রিরিচান ইব মেনে। স মৃত্যো-র্বিভয়াঞ্চকার" ইত্যাদি।[১]

"প্রজাপতিং বৈ প্রজাঃ সৃজমানং পাপ্মা মৃত্যুরভিপরিজঘান। স তপোঽতপ্যত সহস্রং সংবৎসরান্ পাপ্মানং বিজিহাসন্।"[২]

এই প্রকার বচন আরও অনেক আছে।[৩] উহাদের প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তবে উহারাও বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির সদ্ভাব প্রতিপাদন করে।

অসৎকারণবাদ

কোন কোন প্রাচীন সৃষ্টিবাদী ঋষি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি মানিতেন বোধ হয়। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' তাহার উল্লেখ আছে।

"অসতোঽধি মনোঽসৃজত। মনঃ প্রজাপতিমসৃজত। প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অসৃজত।"[৪]

'অসৎ হইতে মন সৃষ্ট হইল। মন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিল। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন।' 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে,—

অসতঃ সদ্ যে ততক্ষুঃ ঋষয়ঃ সপ্ত অত্রিশ্চ যৎ" ইত্যাদি।[৫]

'অর্থাৎ অত্রি প্রভৃতি সাত ঋষি অসৎ হইতে সৎ তক্ষণ করেন।'

"অসজ্জজান সত আবভুব।"[৬]

'অসৎ উৎপন্ন করিল। (সেই প্রথমোৎপন্ন) সৎ হইতে (প্রাণ) উৎপন্ন হইল।'

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত।"[৭]

'পূর্বে ইহা (পরিদৃশ্যমান জগৎ) অসৎই ছিল। তাহা হইতে সৎ উৎপন্ন হইল।' 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'ও আছে,—

"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।"[৮]

১। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।২।২ ২। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।৪।১

৩। যথা দেখ—তৈত্তিব্রা, ১।৬।২।১; শতব্রা (মাধ্য), ২।৫।১।১

৪। তৈত্তিব্রা, ২।২।৯।১০ ৫। তৈত্তিআ, ১।১১।৪ ৬। তৈত্তিআ ৩।১৪।১

৭। তৈত্তিআ, ৮৭=তৈত্তিউ, ২।৭ ৮। ছান্দোউ, ৬।২।১

'কেহ কেহ বলেন যে উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎ (জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে।'

অসদ্বাদের উল্লেখ 'ঋগ্বেদে'ও দৃষ্ট হয়। যথা, বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন যে আদিতে,—দেবতাদিগেরও উৎপত্তির পূর্বে,[১]

"অসতঃ সদজায়ত"[২]

'অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছিল।' 'নাসদীয় সূক্তে'র চতুর্থ ঋকে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষিও জগৎকে 'সৎ' এবং উহার মূল কারণকে 'অসৎ' বলিয়াছেন।[৩]

মহর্ষি উদ্দালক আরুণি অসৎকারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না।[৪] তিনি বলেন,

"নেদমমূলং ভবিষ্যতি"[৫]

'এই জগৎ অমূল বা কারণবিহীন হইতে পারে না।'

সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।"[৬]

'হে সৌম্য! এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তু সন্মূলক (অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (অর্থাৎ সদ্ব্রহ্মে অবস্থিত) এবং সৎপ্রতিষ্ঠ (অর্থাৎ প্রলয়ে সদ্ব্রহ্মে লয় হয়)।'

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"[৭]

'হে সৌম্য! উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল।'

কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন যে বেদোক্ত অসৎ, যাহা হইতে সৎ উৎপন্ন হয়, তাহা অভাব বা শূন্য নহে, তাহা বস্তুত সৎই। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' এই মতের উল্লেখ আছে।

১। "দেবানাং পূর্ব্যে যুগে" (ঋক্‌সং, ১০।৭২।২); "দেবানাং যুগে প্রথমে" (ঋক্‌সং, ১০।৭২।৩)

২। ঋক্‌সং, ১০।৭২।২,৩

৩। "সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্" ইত্যাদি—(ঋক্‌সং, ১০।১২৯।৪)

৪। "কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি।" (ছান্দোউ, ৬।২।২)

৫। ছান্দোউ, ৬।৮।৩,৫ ৬। ছান্দোউ, ৬।৮।৪,৬

৭। ছান্দোউ, ৬।২।১। আরও দেখ

"সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"—(ছান্দোউ, ৬।২।২)

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীৎ।"[১]

'(উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল। (বস্তুত) উহা সৎই ছিল।' পরমেষ্ঠী ঋষি প্রোক্ত মূল কারণ 'অসৎ' যে শূন্য বা অভাব নহে, তদীয় সূক্তেই তাহার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় ঋকে তিনি উহাকে "আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং" অর্থাৎ স্বশক্তিমান্ চেতন বস্তু বলিয়াছেন। শতপথব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে 'নাসদীয়-সূক্তে'র তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[২] তাহা হইতেও জানা যায় যে তত্রোক্ত অসৎ অভাব বা শূন্য নহে। 'অথর্ববেদে'র সুপ্রসিদ্ধ 'স্কম্ভসূক্তে' আছে,

"বৃহন্তো নাম তে দেবা যেঽসতঃ পরি জজ্ঞিরে।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্য অসদাহুঃ পরো জনাঃ॥"[৩]

'যে সমস্ত দেবতা অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই বৃহৎ। লোকে যাহাকে 'অসৎ বলে তাহা স্কম্ভের এক পরম অঙ্গ।' তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে 'অসৎ' অভাব নহে।[৪] "অসজ্জজান" ('অসৎ উৎপন্ন করিল') শ্রুতির 'অসৎ' অভাব হইতে পারে না, কেননা যাহা নাই, তাহা কিছু করে বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, অসৎ উৎপন্ন করিয়াছে, সেইহেতু উহা বস্তুত আছেই, সুতরাং বস্তুত সৎই।

ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে উহার আরো প্রমাণ আছে। যথা, 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে—

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। তদাহুঃ 'কিং তদসদাসীদিত্যৃষয়ো বাব তেঽগ্রেঽসদাসীত্তদাহুঃ কে তে ঋষয়ঃ ইতি প্রাণা বা ঋষয়স্তে" ইত্যাদি।[৫]

'(উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল। (ব্রহ্মবাদিগণ) বলেন, সেই অসৎ কি ছিল? নিশ্চয়ই ঋষিগণই। তাঁহারাই পূর্বে সেই অসৎ ছিল। সেই ঋষিগণ কে? প্রাণসমূহই সেই ঋষিগণ ইত্যাদি।' এই প্রশ্নপ্রতিবচন হইতে জানা যায় যে, ঐ অসৎ নিশ্চয় অভাব নহে। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' আছে,—

১। ছান্দোউ, ৩।১৯।১ ২। পরে দেখ।

৩। অথসং, ১০।৭।২৫

৪। 'স্কম্ভসূক্তে'র অপর এক মন্ত্রে (১০.৭।১০) আছে, সৎ ও অসৎ উভয়েই স্কম্ভে নিহিত ছিল।

৫। শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।১।১

"ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ। ন দ্যৌরাসীৎ। ন পৃথিবী। নান্তরিক্ষম্। তদসদেব সন্মনোঽকুরুত স্যামিতি। তদতপ্যত। তস্মাত্তপনাদ্ধূমোঽজায়ত। তদ্ভূয়োঽতপ্যত। তস্মাত্তপনাদগ্নিরজায়ত" ইত্যাদি।[১]

'(উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না। দ্যৌ ছিল না, পৃথিবী কিংবা অন্তরিক্ষ ছিল না। অসৎই ছিল। সেই অসৎ মনে করিল, আমি (বহু) হইব। তাহা তপস্যা করিল। সেই তপস্যা হইতে ধূম উৎপন্ন হইল। তাহা পুনরায় তপস্যা করিল। সেই তপস্যা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল' ইত্যাদি। এই বচনে অসতের সঙ্কল্প এবং তপস্যা করার উল্লেখ থাকাতে সিদ্ধ হয় যে, উহা চেতনবস্তুবিশেষই, অচেতন কিছু নহে। কোন কোন শ্রুতিতে উহাকে স্পষ্টত আত্মা বলা হইয়াছে।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীদজাতমভূতমপ্রতিষ্ঠিতমশব্দমস্পর্শমরূপমরসমগন্ধমব্যয়ম-মহান্তমবৃহন্তমজমাত্মানং মত্বা" ইত্যাদি।[২]

(উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল। ঐ অজাত, অভূত, অপ্রতিষ্ঠিত, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ, অব্যয়, অমহান্ত, অবৃহন্ত এবং অজ আত্মাকে জানিয়া' ইত্যাদি। কোথাও বা উহাকে 'অশনায়ারূপ মৃত্যু' বলা হইয়াছে।[৩] 'অথর্ববেদে' আছে,—

"অসতি সৎ প্রতিষ্ঠিতং সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্।
ভূতং হ ভব্য আহিতং ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতম্।
তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্য্যাণি॥[৪]

'অসতে সৎ প্রতিষ্ঠিত; সতে ভূত প্রতিষ্ঠিত; ভূত ভব্যে অধ্যস্ত এবং ভূতে ভব্য প্রতিষ্ঠিত। হে বিষ্ণো! এই সকল তোমারই অনন্তবীর্য্য।' সতের আধার অসৎ অভাব হইতে পারে না। 'ব্রহ্মসূত্রে'ও মীমাংসিত হইয়াছে যে, শ্রুত্যুক্ত ঐ অসৎ অভাব বা শূন্য নহে।

১। তৈত্তিব্রা, ২।২।৯।১- আরও দেখ, জৈমিউব্রা, ৩।৩৮।১-
২। 'সুবালোপনিষৎ.' ৩
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৬।৫।১; বৃহউ, ১।২।১
৪। অথসং, ১৭।১।১৯

"অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।"[১]

যাহা হউক, এইরূপে বৈদিক ঋষিগণ এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না।[২] যেখানে যেখানে অসৎ হইতে উৎপত্তির কথা দৃষ্ট হয়, সেই অসৎ অভাব বা শূন্যরূপ বাস্তব অসৎ নহে ; উহা বস্তুত সৎই, পরন্তু নামরূপে অনভিব্যক্ত বলিয়াই উহাকে অসৎ বলা হইয়াছে মাত্র, অর্থাৎ ঐ অসৎ অব্যক্ত বা অব্যাকৃত অবস্থা মাত্র। সতের উৎপত্তি সৎ হইতেই হয়। যথা,—

"সতো অভ্যা সজ্জজান।"[৩]

ব্রহ্মাভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণবাদ

বৈদিক ঋষিগণের সিদ্ধান্তানুসারে, জগৎপ্রপঞ্চ অসৎ বা শূন্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই, সৎ উপাদান হইতে হইয়াছে এবং ব্রহ্মই উহা উৎপন্ন করিয়াছেন, তিনিই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং 'সৎ' বস্তু উপাদান কারণ। এ সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আমরা দেখাইব যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মতে, ব্রহ্ম নিজেই ঐ সৎউপাদান, তিনিই জগতের উপাদান কারণ ; সুতরাং জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ অভিন্ন। যথা, প্রজাপতির পুত্র হিরণ্যগর্ভ ঋষি বলিয়াছেন,

"প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা রূপাণি পরি তা বভূব"[৪]

'হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অপর কেহ এই বিশ্বরূপসমূহ হয় নাই।' অর্থাৎ প্রজাপতিই এই জগৎপ্রপঞ্চ হইয়াছেন। এই বচন শ্রুতির আরো বহুত্র পাওয়া যায়।[৫]

১। 'ব্রহ্মসূত্র', ২।১।১৭

২। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"(ভগবদ্গীতা, ২।১৬)

ককুদ কাত্যায়নও তাহা বলিতেন,—

"সতো নত্থি বিণাসো অসতো নত্থি সম্ভবো।" (সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র, ২।২)

৩। তৈত্তিসং, ৪।৬।২।১ ; মৈত্রাসং, ২।১০।৩ ; কাঠসং, ১৮।১ ('জজান' স্থলে 'নিনায়' পাঠান্তর)।

৪। ঋকসং, ১০।১২১।১০

৫। পরে ১৭-৮ পৃষ্ঠা দেখ

"স বেদ পুত্রঃ পিতরং স মাতরং
স সূনুর্ভবৎ স ভবৎ পুনর্মঘঃ।
স দ্যামৌর্ণোদন্তরিক্ষং স স্বঃ
স বিশ্বা ভুবো অভবৎ স আভবৎ ॥"[১]

'তিনি (প্রজাপতি) পুত্র, (তাই) তিনি পিতা ও মাতাকে জানেন। তিনিই পুত্র (জীব) হন এবং তিনি (যজমানকে) পুনঃ পুনঃ ধনদাতা হন। তিনি দ্যৌ, অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গকে বিস্তার করিয়াছেন। তিনিই বিশ্বভুবন হইয়াছেন। তিনি পরিত হইয়াছেন (অথবা তিনিই সত্যলোকে ব্রহ্মা হইয়াছেন)।

"বিধায় লোকান্ বিধায় ভূতানি
বিধায় সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য
আত্মনাঽত্মানমভিসংবিবেশ ॥"[২]

'প্রজাপতি ঋতের প্রথমে উৎপন্ন। তিনি নিজে নিজেকে লোকসমূহ, ভূতবর্গ এবং সমস্ত দিক্‌বিদিক (রূপে) বিধান করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন।' 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র মতে এই শ্রুতিবচনের তাৎপর্য এই, "তাহা প্রজাপতিই। তিনি নিজে নিজেকে (জগদ্রূপে) বিধান করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন।"[৩] হ্যাতান ঋষি বলিয়াছেন,

"তম্ ষ্টবাম য ইমা জজান
বিশ্বা জাতান্যবরাণ্যস্মাৎ।"[৪]

'যিনি এই সমস্তকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যাঁহা হইতে অবর সমস্তই উৎপন্ন

১। তৈত্তিসং, ২।২।১২।১; অথসং, ৭।১।২ ('ভুবৎ' ও "অন্তরিক্ষং স্বঃ স ইমং বিশ্বমভবৎ" পাঠান্তরে) তৈত্তিব্রা, ৩।৫।৭।২ ('ভুবৎ' পাঠান্তরে)

২। এই মন্ত্রটি 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১।২৩) উদ্ধৃত হইয়াছে। বোধায়নও উহার উল্লেখ করিয়াছেন,—"বিধায় লোকমিতি শুক্লবতীম্।" 'বিধায়' স্থলে 'পরীতা' এবং 'অভিসংবিবেশ' স্থলে 'অভিসংবভূব' পাঠান্তরেও এই মন্ত্র 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১০।১।১৮) পাওয়া যায়। আর প্রথম চরণে "পরীতা ভূতানি পরীতা লোকান্" এবং তৃতীয় চরণে "উপস্থায় প্রথমজামৃতস্য" পাঠান্তরে—বাজসং (মাধ্য), ৩২।১১; কাণ্বসং, ৪।৫।৩৮

৩। তৈত্তিআ, ১।২৩।৮

৪। ঋক্সং, ৮।৯৬।৬

হইয়াছে, তাঁহাকেই (ইন্দ্রকে) আমরা স্তুতি করিতেছি।' সুতরাং তন্মতে ইন্দ্রই জগৎ হইয়াছেন। অন্যত্র তাহা আরও অতি স্পষ্টতর বাক্যে উক্ত হইয়াছে।

"এতানি বৈ সর্বাণীন্দ্রোঽভবৎ।"[১]

'ইন্দ্রই এই সমস্ত হইয়াছেন।' সেই হেতু ইন্দ্রকে কখন কখন 'বিশ্বাভূ' 'বিশ্বানর' বলা হইয়াছে।[২] যেই হেতু "বিশ্বং ভবতি" অর্থাৎ তিনি বিশ্ব হইয়াছেন, সেই হেতু তাঁহার নাম 'বিশ্বাভূ'! 'বিশ্বাভূ' শব্দ 'বিশ্বভূ' শব্দের বৈদিক রূপ। যেহেতু তিনি 'বিশ্বভূ' সেই হেতু তিনি 'বিশ্বানর' (বা সর্বভূত) ও। কোথাও আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে জগৎ ইন্দ্রের শরীর হইতে উৎপন্ন। যথা, বামদেব ঋষির পুত্র বৃহদুক্থ ঋষি বলিয়াছেন,

"ক উ নু তে মহিমনঃ সমস্ত
অস্মৎ পূর্ব ঋষয়োঽন্তমাপুঃ।
যদ্ মাতরং চ পিতরং চ সাক-
মজনয়থাস্তন্বঃ স্বায়াঃ॥"[৩]

'আমাদের পূর্ববর্তী ঋষিগণের কে তোমার সম্যক্ মহিমার অন্ত পাইয়াছিলেন? তুমি পিতা এবং মাতাকে (অর্থাৎ দ্যুলোক এবং ভূলোককে) এক সঙ্গে তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন করিয়াছিলে।' অন্যত্র আছে—

"অনুমতিঃ সর্বমিদং বভূব যৎ
তিষ্ঠতি চরতি যদু চ বিশ্বমেজতি।"[৪]

'যাহা স্থাবর ও জঙ্গম এবং যাহা কম্পায়মান—তৎসমস্তই অনুমতি দেবী হইয়াছেন।'[৫]

"প্রজাপতিরকাময়ত প্র জায়েয়েতি স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত"

ইত্যাদি।[৬] 'প্রজাপতি কামনা করিলেন উৎপন্ন হইব। তিনি মুখ হইতে

১। মৈত্রাসং, ২।২।৮.৯ ; কাঠসং, ১০।১০

২। বাজসং (মাধ্য), ৩৩।২৩ ; ঋক্‌সং, ১০।৫০।১ ৩। ঋক্‌সং, ১০।৫৪।৩

৪। অথসং, ৭।২০।৬

৫। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় (৩।৩।১১।৪) আছে "এই যাহা চারিদিকে ও বিদিকে বিবিধরূপে ভাসিত হইতেছে তাহা" অর্থাৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ অনুমতি দেবীতে অবস্থিত।

৬। তৈত্তিসং, ৭।১।১।৪

ত্রিবৃৎ (স্তোম)কে নির্মাণ করিলেন।' তদনন্তর মুখ হইতে ক্রমে অগ্নি দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ, রথন্তর-সাম, ব্রাহ্মণ এবং অজ সৃষ্টি করেন। এইরূপে প্রজাপতির বাহু, মধ্যদেশ ও পাদ হইতে অপর বিভিন্ন বস্তু নির্মাণের কথা বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং জগৎ প্রজাপতি হইতেই উৎপন্ন, অপর কোন উপাদান হইতে নহে।

"বাজস্য ন প্রসব আবভূবেমা চ বিশ্বা ভুবনানি সর্বতঃ।
সনেমি রাজা পরিযাতি বিদ্বান্... ....॥"[১]

'অন্নের উৎপাদক (প্রজাপতি) সর্বত (অবস্থিত) এই সর্ব উৎপন্ন বস্তুসমূহ হইয়াছেন। পুরাতন রাজা (অর্থাৎ চিন্ময় প্রজাপতি) সমস্ত জানিয়া সর্বত গমন করেন।'

বিশ্বকর্মা ঋষি-দৃষ্ট সূক্তদ্বয়ে (ঋগ্বেদ, ১০।৮১-২) ব্রহ্মাভিন্ননিমিত্তোপাদান-কারণবাদের বীজ নিহিত আছে। তদুক্ত "সেই বন কোনটি?" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' লিখিত হইয়াছে,

"ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ
যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বঃ
ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্॥"[২]

'ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে (স্রষ্টা ব্রহ্ম) এই দ্যাবাপৃথিবী খোদিত করিয়াছেন। হে মনীষিগণ! মনে মনে (নিশ্চিত করিয়া) আমি তোমাদিগকে বিবিধ (রূপে) বলিতেছি! ভুবনসমূহ ধারণ করত ব্রহ্মই (ব্রহ্মে) অধিষ্ঠিত আছেন।'

ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগদ্রূপে পরিণত করেন।

'আত্মনাঽত্মানং বিধায় তদেবানুপ্রাবিশৎ'[৩]

'(প্রজাপতি) নিজেই নিজেকে (জগদাকারে) বিধান করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন।'

১। বাজসং (মাধ্য), ৯।২৫। আরও দেখ—
"বাজস্যেদং প্রসব আবভূবেমা চ বিশ্বা ভুবনানি সর্বতঃ।"—(মৈত্রাসং), ১।১১।৪

২। তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৬

৩। তৈত্তিআ, ১।২৩।৮৮—৯ পৃষ্ঠার ২ পাদটীকা দেখ।

"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"[১]

'তিনি নিজেই নিজেকে (জগৎ) করিলেন।' সুতরাং সৃষ্টিতে ব্রহ্মের কোন সহকারী কারণ ছিল না। অথবা, বলা যায় যে ব্রহ্মের কামনাই সহকারী কারণ। ব্রহ্ম জগৎ হইতে কামনা করেন এবং ফলে তিনি জগৎ হইয়াছেন। এই কথা বহুত্র নিবদ্ধ হইয়াছে। যথা,

"প্রজাপতির্বা এক আসীৎ সোঽকাময়ত 'বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি স মনসাঽত্মানমধ্যায়ৎ সোঽন্তর্ধানাভবৎ স বিজায়মানো গর্ভেণাতাম্যৎ স তান্তঃ কৃষ্ণঃ শ্যাবোঽভবত্তস্মাত্তান্তঃ কৃষ্ণ শ্যাব ইব ভবতি" ইত্যাদি।[২]

"একমাত্র প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি কামনা করিলেন, 'বহু হইব,—জন্মিব।' তিনি মনে মনে আপনাকে ধ্যান করিলেন। তখন তিনি অন্তর্ধান হইলেন। (অনন্তর) তিনি উৎপন্ন হইয়া গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তিনি কৃষ্ণ শ্যাব তান্ত হইলেন। সেই হেতু (এখনও) তান্ত কৃষ্ণ শ্যাবের ন্যায় হয়' ইত্যাদি।

"প্রজাপতিরকাময়ত স্যাং প্রজায়েয়েতি স দশধাত্মানং ব্যধত্ত"[৩]

'প্রজাপতি কামনা করিলেন, '(বহু) হইব,—জন্মিব'। তিনি আপনাকে দশ ভাগে বিধান করিলেন।'

"প্রজাপতির্বা ইদমেক আসীৎ সোঽকাময়ত প্রজাঃ পশূন্ সৃজেয়েতি স আত্মনো বপামুদকৃখিদত্তামগ্নৌ প্রাগৃহ্নাত্ততোঽজস্তূপর সমভবত্তং স্বায়ৈ দেবতায়া আলভত ততো বৈ স প্রজাঃ পশূনসৃজত।"[৪]

'ইহা (পরিদৃশ্যমান জগৎ) এক প্রজাপতিই ছিল। তিনি কামনা করিলেন, প্রজা এবং পশুসমূহ সৃজন করিব। তিনি আপনার বপা বাহির করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতে শৃঙ্গরহিত অজ উৎপন্ন হইল এবং উহাকে তিনি স্বায়দেবতারূপে প্রাপ্ত হইলেন। উহা প্রজা এবং পশুসমূহ সৃজন করিল।'

প্রজাপতির্ব ইদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়তান্নং সৃজেয় প্রজায়েয়েতি স প্রাণেভ্য এবাধি পশূন্ নিরমিমীত মনসঃ পুরুষ' চক্ষুষোঽশ্বং ইত্যাদি।[৫]

১। তৈত্তিউ, ২।৭।১

২। মৈত্রাসং, ৪।২।১ ৩। কাঠসং, ৯।১১ ৪। তৈত্তিসং, ২।১।১।৪

৫। শতব্রা (মাধ্য), ৭।৫।২।৬

'(উৎপত্তির) পূর্বে ইহা (পরিদৃশ্যমান জগৎ) প্রজাপতিই ছিল। তিনি একই ছিলেন। তিনি কামনা করিলেন অন্ন (জগৎ) সৃজন করিব,—জন্মিব। তিনি প্রাণসমূহ হইতে পশুসমূহকে নির্মাণ করিলেন, মন হইতে পুরুষকে, চক্ষু হইতে অশ্বকে,' ইত্যাদি

আর অধিক বচন উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।[১] তথাপি জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে'র একটা বচন উদ্ধৃত করিতেছি। কেননা, তাহাতে ব্রহ্মের জগদ্ভবন অতি স্পষ্ট বাক্যে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

"প্রজাপতির্বাবেদমগ্র আসীৎ। সোঽকাময়তাহমেবেদং সর্বং স্যামহম্ ইদম্ অভিভবেয়ম্ ইতি।—সোঽগ্নিরেব ভূত্বা পৃতনা অসহত। ভূমির্ভূত্বা ভূতং ভব্যম-ভবৎ। আপো ভূত্বা সর্বমাপ্নোৎ। মনো ভূত্বা সর্বম্ অমনুত। বাগ্ভূত্বা সর্বং ব্যভবৎ। চক্ষুর্ভূত্বা সর্বং ব্যপশ্যৎ। শ্রোত্রং ভূত্বা সর্বম্ অশৃণোৎ। বায়ুর্ভূত্বা প্রজানাং প্রাণোঽভবৎ। অন্তরিক্ষং ভূত্বা দিবমন্তয়োৎ। দ্যৌর্ভূত্বা সর্বমনুব্যভবৎ। বিরাড্ভূত্বাঽদিত্যোঽভবৎ। কামোঽভূত্বাঽনন্তোঽভবৎ। অনন্তো ভূত্বা মৃত্যুর-ভবৎ। সংবৎসরো ভূত্বা নাদশ্যৎ। ন হ দশ্যতি য এবং বেদ। চন্দ্রমা ভূত্বাঽর্ধমাসান্ পর্য্যগৃহ্লাৎ। পর্জন্যো ভূত্বা প্রজানাং জনিত্রমভবৎ। যজ্ঞো ভূত্বা দেবান্ বিভর্তি।

"তা অস্যেমাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন সমজানত। তা নাম ভূত্বাঽনুপ্রাবিশৎ। তা এতা নাম্না সংজানতেঽসৌ বা অয়মমুষ্য পুত্র ইতি। স এষ বাঽগ্নিষ্টোমো য এব তপ্যত্যেব ইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ এষ এবেদং সর্বং ইত্যুপাসিতব্যম্।"[২]

'অগ্রে (উৎপত্তির পূর্বে) ইহা (এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) প্রজাপতিই ছিল। তিনি কামনা করিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত হইব, আমি ইহাকে অভিভূত করিব। তিনি অগ্নি হইয়া পৃতনা সহন করিলেন। ভূমি হইয়া ভূত এবং ভব্য হইলেন। আপ হইয়া সমস্তকে প্রাপ্ত হইলেন। মন হইয়া সমস্তকে মনন করিলেন। বাক্ হইয়া সর্বকে প্রকাশ করিলেন। চক্ষু হইয়া সর্বকে দেখিলেন।

১। আর দেখ—শতব্রা (মাধ্য), ২।৫।১।১, ৬।১।১।৮- ; ঐতব্রা, ২।৫।১ ; ৪।৪।১ ; তৈত্তিব্রা, ১।১।৯।১ ; মৈত্রাসং, ১।৯।৩।৪ ; তৈত্তিউ, ২।৬ ; ছান্দোউ, ৬।২।৩ ; ইত্যাদি।

"পুরুষো হ নারায়ণোঽকাময়ত অতিতিষ্ঠেয়ং সর্বাণি ভূতান্যহমেবেদং সর্বং স্যামিতি।" শতব্রা (মাধ্য) ১৩।৬।১।১

২। জৈমিব্রা, ১।৩১৪

শ্রোত্র হইয়া সর্বকে শুনিলেন। বায়ু হইয়া প্রাণীদিগের প্রাণ হইলেন। অন্তরিক্ষ হইয়া দিবকে অস্তমিত (?) করিলেন। দ্যৌ হইয়া সর্বকে অনুভব করিলেন। বিরাড্ হইয়া আদিত্য হইলেন। কাম হইয়া অনন্ত হইলেন। অনন্ত হইয়া মৃত্যু হইলেন। সংবৎসর হইয়া ক্ষীণ হইলেন না। যিনি ইহা জানেন তিনিও ক্ষীণ হন না। চন্দ্রমা হইয়া অর্ধমাসসমূহ পরিগ্রহণ করিলেন। পর্জন্য হইয়া প্রজাদিগের জনিত্র হইলেন। যজ্ঞ হইয়া দেবতাদিগকে ভরণ করেন। তাঁহার এই সকল সৃষ্ট প্রজাগণ (অর্থাৎ, প্রজাপতি কর্তৃক পরিগৃহীত বিভিন্ন রূপসমূহকে) বিজ্ঞাত হইল না। তিনি নাম হইয়া উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। উহারা 'ইনি অমুক, অমুকের পুত্র' ইত্যাদি প্রকারে নাম দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়। তিনিই এই অগ্নিষ্টোম, যিনি তাপ প্রদান করিতেছে। ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি এবং ইনিই এই সমস্ত, এইরূপে উপাসনা করিবে।'

ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মই জগতের প্রাক্‌রূপ। শ্রুতির বহুত্র তাহা বিশেষভাবেও উক্ত হইয়াছে। উপরে উদ্ধৃত বচনসমূহের তিনটিতে আছে যে জগৎ আগে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতিই ছিল। অন্যত্রও সেই কথা পাওয়া যায়। যথা,

"প্রজাপতির্বা ইদমগ্র আসীৎ।"[১]

"প্রজাপতির্হ বা ইদমগ্র এক এবাস। স ঐক্ষত কথং নু প্রজায়েয়েতি সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যৎ সোঽগ্নিমেব মুখাজ্জনয়াঞ্চক্রে।"[২]

"প্রজাপতির্বা ইদমেক আসীৎ সো অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"[৩] ইত্যাদি।[৪] কোথাও কোথাও আছে, জগৎ পূর্বে আত্মা ছিল। যথা,

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।"[৫]

১। মৈত্রাসং, ১।৬।৩ ; কাঠসং, ৬।১ ; কপিসং, ৩।১২

২। শতব্রা (মাধ্য), ২।২।৩।১ ; শতব্রা (কাণ্ব) ১।২।৪।১; "সোঽগ্নিমেব" ইত্যাদি অংশ ব্যতীত মাধ্য, ২।৫।১।১ ; কাণ্ব, ১।৪।৩।১

৩। তাণ্ড্যব্রা, ৪।১।৪ ;

৪। আরও দেখ—শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।৩।১ ; ১১।৫।৮।১-; তাণ্ড্যব্রা, ৬।১।১ ; ৬।৫।১ ; ৭।৫।১ ; ইত্যাদি ; জৈমিব্রা, ১।৬৮ ;

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।১ ; বৃহউ, ১।৪।১

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ, একমেব।"[১]

কোথাও আছে, জগৎ পূর্বে ব্রহ্মই ছিল। যথা,

"ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আস তদকাময়ত কথং ন প্রজায়েয়েতি" ইত্যাদি।[২]

"ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীৎ স্বয়ম্ভ্বেকমেব তদৈক্ষত মহদ্বৈ যক্ষং যদেকমেবাস্মি হন্তাহং মদেব মন্মাত্রং দ্বিতীয়ং নির্মিমা ইতি।"[৩]

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ।"[৪]

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ এক এব"[৫]

ইত্যাদি।[৬] অন্যত্র আছে, জগৎ পূর্বে বিরাটই ছিল।

"বিরাড্ বা ইদমগ্র আসীৎ তস্যা জাতায়াঃ সর্বমবিভেদিয়মেবেদং ভবিষ্যতীতি।"[৭]

একটা কথা এইখানে বিশেষ করিয়া আলোচনা করা উচিত। পূর্বোক্ত বচনসমূহের কতিপয়ে আছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি কামনা করেন যে "প্রজায়েয়" ('জন্মিব')। 'ঋগ্বেদে'র একটা মন্ত্রে ঋষি প্রার্থনা করেন যে "প্র জায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ"[৮] "হে রুদ্র! আমি প্রজাসমূহের দ্বারা জন্মিব'), অপর এক মন্ত্রে আছে যে উপাসক "প্র প্রজাভির্জায়তে"[৯] ('প্রজাসমূহের দ্বারা জন্মে')। 'শতপথব্রাহ্মণে' মনু ও ইড়ার কাহিনীতে আছে যে "তয়া ইমাং প্রজাতিং প্রজজ্ঞে যা ইয়ং মনো প্রজাতিঃ।"[১০] এই প্রকার ব্যবহার দৃষ্টে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে প্রজাপতির "প্রজায়েয়" কামনা হইতে অনুমান করা যায় না যে তিনিই প্রকৃতপক্ষে প্রজা হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনিই জগতের উপাদান কারণ। পরন্তু যখন ঐ সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ক্রমে ইহাও বলা হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রজাপতি, আত্মা বা ব্রহ্ম ছিল, তখন আর সন্দেহ থাকে না যে তিনিই জগতের উপাদান কারণ।

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।১০; বৃহউ, ১।৪।১৭ আরো দেখ—ঐতউ, ১।১।১

২। শতব্রা (কাণ্ব), ৩।২।৫।১,

৩। গোপব্রা, ১।১

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১১।২।৩।১ : বৃহউ, ১।৪।১০

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।২৩; বৃহউ, ১।৪।১১

৬। ছান্দোউ ৬।২।১

৭। অথসং, ৮।১০।১

৮। ঋক্‌সং, ২।৩৩।১

৯। ঐ, ৬।৭০।৩

১০। শতব্রা (মাধ্য), ১।৮।১।১০

সৎকার্যবাদ

"ইদমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ 'সৃষ্টির পূর্বে, জগৎ ছিল', এই উক্তি হইতে জানা যায় যে বৈদিক ঋষিগণের মতে জগৎ সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি নহে, উহা সৃষ্টির পূর্বেও ছিল, কোন না কোন রূপে অবশ্যই ছিল। সৃষ্টিতে উহার রূপেরই পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। তাই বিশ্বকর্মা ঋষি বলিয়াছেন

"য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদ-
দৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ
প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ॥"[১]

'যিনি (প্রলয়ে) এই সমস্ত ভুবনসমূহ (আপনাতে) হোম করিয়া অবস্থিত ছিলেন, সেই ঋষি (=সর্বজ্ঞ) হোতা আমাদের পিতা। তিনি অভিলাষসহ (জগৎরূপ) ধনের কামনা করিয়া প্রথম রূপ আচ্ছাদন করত অপর রূপ-সমূহ ধারণ করিলেন।' "প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ" এই শ্রুতিবচনের প্রতি বিশেষ ধ্যান দিলে বুঝা যায় যে স্রষ্টা প্রথমে একরূপ ছিলেন, পরে বহুরূপ হন। তাই 'প্রথম' শব্দ একবচনান্ত এবং 'অবর' শব্দ বহুবচনান্ত করা হইয়াছে। 'অবরান্' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য ইহাও মনে হয় যে পরবর্তী কার্যরূপ বা জগদ্রূপ পূর্ববর্তী কারণরূপ হইতে নিকৃষ্ট। অন্যত্র আছে,

"তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ। তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়-মিদং রূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়মিদং-রূপ ইতি।"[২]

'তখন (উৎপত্তির পূর্বে) ইহা (এই জগৎ) অব্যাকৃত ছিল। উহা নাম ও রূপে ব্যাকৃত হইল,—অমুক নামের এই রূপ ইত্যাদি প্রকারে (ব্যাকৃত হইল)। অতএব এখনও ইহা (অব্যাকৃত) অমুক নামের এই রূপ—এই প্রকারে নাম ও রূপে ব্যাকৃত হয়।' সৃষ্টিতে নামরূপ-ব্যাকরণের উল্লেখ 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৬।৩।২) ও আছে :—

১। ঋক্‌সং, ১০।৮১।১; তৈত্তিসং, ৪।৬।২।১ ('নিষসাদ' ও 'পরমচ্ছদো বর' পাঠান্তরে) বাজসং (মাধ্য), ১৭।১৭; মৈত্রাসং, ২।১০।২

২। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।১৫; বৃহউ, ১।৪।৭

"ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তং আসীদব্যাকৃতম্। তে দেবা মিত্রাবরুণাবব্রুবন্, 'ইদং নো বিবাসয়তমিশতি।'[১]

এইরূপে দেখা যায়, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে ব্যাকৃত হইল, পূর্বে নামরূপ ছিল না, পরে নামরূপ হইল। যাহা পূর্বে কারণাবস্থায় ছিল, তাহা পরে কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল। যাহা বীজভাবে প্রসুপ্ত ছিল, তাহাই অঙ্কুরাদিরূপে উপ্ত হইল, সুতরাং সৃষ্টি সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি নহে,—যাহা ছিলই না, তাহার সম্ভাব নহে। ইহা সৎকার্যবাদই। বৈদিক ঋষিগণ সৎকার্যবাদী ছিলেন। এই নামরূপবিহীন অব্যাকৃত অবস্থা হইতে নামরূপযুক্ত ব্যাকৃত অবস্থাপ্রাপ্তিই সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়।

ইহা বলা উচিত যে সৎকার্যবাদ জগদ্‌ব্রহ্মবাদের অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত। জগদ্‌ব্রহ্মবাদের বিরুদ্ধে এই শঙ্কা উত্থাপন করা যাইতে পারে যে উহা সত্য হইলে,—যদি জগৎ ব্রহ্মই হয়, তবে, যেহেতু ব্রহ্ম সতত বিদ্যমান, সেই হেতু জগৎকেও সতত বিদ্যমান মনে করিতে হয়; সুতরাং জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হয় বলা যায় না; তাহাতে সৃষ্টি-প্রলয় বিষয়ক শ্রুতিবচন সমূহকে ব্যর্থ বলিতে হয়। এই শঙ্কানিরাসার্থ স্বীকার করিতেই হয় যে সৃষ্টি সম্পূর্ণ অপূর্বোৎপত্তি নহে, আবির্ভাব মাত্র, প্রলয়ও সম্যক্ বিনাশ নহে, তিরোভাব মাত্র। কেননা, যদি মনে করা যায় যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও উহা হইতে অতিরিক্তই,—অপূর্বই উৎপন্ন হয়, তবে উৎপন্ন জগৎকে ব্রহ্ম বলা যায় না। অতএব সৃষ্ট জগৎকে ব্রহ্ম মানিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে সৃষ্টি অপূর্বোৎপত্তি নহে, সতের আবির্ভাব মাত্র।

কার্য ও কারণের অভেদ

কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে কারণাবস্থায়ও জগৎ ব্রহ্ম ছিল এবং সৃষ্টির পরে কার্যাবস্থায়ও জগৎ ব্রহ্মই। সুতরাং কার্য এবং কারণ উভয় অবস্থাতেই জগৎ ব্রহ্মই। "অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বং" (কার্যও অদিতি এবং কারণও অদিতি), "যমো হ জাতো যমো জনিত্বং" ('কার্যও যম এবং কারণও যম')। অতএব কার্য ও কারণ অভিন্নই। এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ প্রাত্যক্ষিক শ্রুতিও আছে। যথা,

---

১। তৈত্তিসং, ৬'৪'৮; আরও দেখ—২।১।৭।৪

"প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো
বিশ্বা রূপাণি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু
অয়মমুষ্য পিতাসাবস্য পিতা।
বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং॥ স্বাহা॥"[১]

'হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অপর কেহ এই বিশ্বরূপ সমূহ হয় নাই। যাহার কামনায় তোমার হবন করিতেছি, সেই সকল আমাদের হউক। ইহা (পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ) উহার (প্রজাপতির) পিতা, উহা ইহার পিতা। আমরা যেন ধনের অধিপতি হই। স্বাহা।' এই মন্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে বেদের বহুত্র পাওয়া যায়। পরন্তু যে সকল স্থলে "অয়মমুষ্য পিতাসাবস্য পিতা" এই চতুর্থ চরণ নাই[২] সে সকল স্থানের পাঠ আমাদের পক্ষে বর্তমানে অনাবশ্যক। 'বাজসনেয় সংহিতা'র ভাষ্যকার মহীধর মনে করেন যে "অয়মমুষ্য পিতা" ('ইহা উহার পিতা') বাক্যাংশে পুত্রকে পিতা কল্পনা করা হইয়াছে। যথা, এই রাম ঐ দশরথের পিতা। আর "অসাবস্য পিতা" ('উহা ইহার পিতা') বাক্যাংশে যথার্থ কথাই বলা হইয়াছে। যেমন ঐ দশরথ এই রামের পিতা। সায়নও প্রায় সেই কথা বলিয়াছেন।[৩] 'শতপথ ব্রাহ্মণে' (মাধ্যন্দিন শাখায়) ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। উহার তাৎপর্য ঠিক স্পষ্ট নহে। তবে উহা কতেকটা তদ্রূপ মনে হয়। ঐ সকল ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে হয় না। ঐ শ্রুতিবচনে প্রকৃতপক্ষে পিতা-পুত্রের ঐক্যই স্থাপিত হইয়াছে। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' আছে,—

তদিদমাপ এবেদং বৈ মূলমদস্তূলময়ং পিতৈতে পুত্রা যত্র হ ক্ব চ পুত্রস্য তৎপিতুর্যত্র বা পিতুস্তত্বা পুত্রস্যেত্যেতত্তদুক্তং ভবতি।[৪]

১। বাজসং (মাধ্য), ১০।২০ : কাঠসং, ১৫।৮ (প্রথম চরণে 'নহি ত্বদন্য এতা' এবং 'অসা অমুষ্য পুত্রোঽমুষ্যাসৌ পুত্রঃ" পাঠান্তরে) ; মৈত্রাসং, ২।৬।১২ ('যৎস্মৈ ক জুহুমঃ' পাঠান্তরে কাঠসং পাঠ) ; শতব্রা (মাধ্য), ৫।৪।২।৯

২। ঋগ্বেদ, ১০।১২১।১০ ; তৈত্তিসং, ১।৮।১৪।২, ৩।২।৫।৬-৭, বাজসং (মাধ্য), ২৩।৬৫ ; কাঠসং, ২১।১৬।৫ : ৩।৫।১০।১৩ ; ৩।৯।৪।৪ ; অথসং, ৭।৮৫।৩ ; ৭।৮৪।৪ ('প্রজাপতে' স্থলে 'অমাবস্যে' পাঠান্তরে), তৈত্তিব্রা, ২।৮।১।২-৩ ; ৩।৫।৭।১-২ ; শাঙ্খাআ, ১২।২।৭

৩। শতব্রা (মাধ্য), ৫।৪।২।৯ এবং সায়নকৃত উহার ভাষ্য দেখ। ৪। ঐতআ, ২।১।৮

'(যেহেতু এই জগৎ আপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) সেই হেতু, ইহা নিশ্চয়ই আপ। উহা মূল (কারণ), আর ইহা তুল (কার্য); উহা পিতা, আর ইহারা পুত্র। সেই হেতু কথিত হয় যেখানে যাহা কিছু পুত্রের তাহা পিতার এবং যেখানে যাহা কিছু পিতার তাহা পুত্রের।' সায়ন বলেন, এই বাক্যে পিতা ও পুত্রের ঐক্য খ্যাপিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা কারণ ও কার্যের অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতির তাৎপর্যও তাহাই। অধিকন্তু তথায় তাহা আরও স্পষ্ট। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' বিবৃত হইয়াছে যে ঐতরেয় মহিদাসও কার্যকারণৈক্য বিশ্বাস করিতেন। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' আছে যে প্রথমজ দেব স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মই পিতা, মাতা এবং পুত্র।[১] সুতরাং তাহাতেও কার্য এবং কারণের অভেদ খ্যাপিত হইয়াছে। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে' আছে যে "এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্ত (জগৎ) সৃষ্টির পূর্বে অন্তরিক্ষ ছিল। এখনও তাহাই আছে।"[২] অন্যত্র আছে, "এই সমস্ত সৃষ্টি পূর্বে আকাশ ছিল। এখনও তাহাই আছে।"[৩] এইরূপে, সৃষ্টির পূর্বে যাহা ছিল, পরেও ঠিক তাহাই আছে, স্পষ্টতঃ বলিয়া 'জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ' কার্য ও কারণের অভেদই খ্যাপন করিয়াছে।

'ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৪-২০ সূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে কার্যও কারণ অনন্য। তাঁহার প্রথম সূত্র এই,—

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"[৪]

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে যে মহর্ষি উদ্দালক একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করত উহার দৃষ্টান্তরূপে আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেন,—

১। "যেনেদং বিশ্বং পরিভূতং যদস্তি
প্রথমজং দেবং হবিষা বিধেম
স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম পরমং তপো যৎ।
স এব পুত্রঃ স পিতা স মাতা
তপো হ যক্ষং প্রথমং সম্বভূব॥" (তৈত্তিব্রা, ৩।১২।৩।১)

প্রজাপতি বহুভবন কামনায় তপস্যা করত বহু হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তপঃ, তিনি বহু (পুত্র) এবং তিনি বহুর কারণ (পিতামাতা)।

২। জৈমিউব্রা, ১।২০।১) ৩। জৈমিউব্রা, ১।২৩।১ ; ১।২৫।১ ইত্যাদি

৪। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ।"[১]

'হে সোম্য! একটি মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলে যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায়, (যেহেতু কারণরূপ মৃত্তিকাই সত্য (পদার্থ), বিকার (কার্য পদার্থ) কেবলই বাক্যবদ্ধ নাম মাত্র।' সুবর্ণ এবং লৌহ সম্বন্ধেও তিনি ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন।[২] আবার তিনি বলিয়াছেন,

"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ।"[৩]

'অগ্নির যে লাল রূপ তাহা তেজেরই রূপ, যে শুক্ল রূপ তাহা অপেরই এবং যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নেরই। (সুতরাং) অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইল, (কেননা) উহা কেবলই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র। রূপত্রয়ই সত্য।' আদিত্য, চন্দ্রমা এবং বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও তিনি ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন।[৪] উক্ত সূত্রে বাদরায়ণ এ সকল শ্রুতি বাক্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে, ঐ সকল শ্রুতি কার্য ও কারণের অভেদ প্রতিপাদন করে।

"সত্ত্বাচ্চাবরস্য"[৫]

সূত্রে বাদরায়ণ

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"[৬]

ইত্যাদি জগতের প্রাক্‌রূপ বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসমূহকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্যের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। উহারাও অবশ্য কার্য এবং কারণের অভেদ সূচিত করে।

'শতপথব্রাহ্মণে'ও আছে, প্রজাপতি পিতা এবং পুত্র উভয়ই। তথায় উহার নিগমনও প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে প্রজাপতি সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ("ব্যস্রংসত")। তখন তিনি অগ্নিকে আদেশ করেন, 'আমাকে সন্ধান (বা সম্যগ্‌রূপে স্থাপন) কর' ("সন্ধেহি")।

১। ছান্দোউ, ৬।১।১

২। ঐ ৬।১।২-৩,

৩। ঐ, ৬।৪।১

৪। ঐ, ৬।৪।২-৪

৫। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৬

৬। ছান্দোউ, ৬।২।১

তাহাতে অগ্নি তাঁহাকে সম্যগ্‌রূপে স্থাপন করেন ("সমদধাৎ")।[১] অপরে বলেন, "বিস্রস্ত" প্রজাপতি আপনাকে স্বস্থ করিতে দেবতাদিগকে আদেশ করেন ("সং মা ধত্ত")। দেবতাগণ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত ("অভিষজ্যন্") প্রজাপতিকে আরোগ্য করেন ("ভিষজ্যাম")।[২] "তিনি (প্রজাপতি) পিতা ও পুত্র। যেহেতু তিনি অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়াছেন ("অসৃজত"), সেইহেতু তিনি অগ্নির পিতা; আর যেহেতু অগ্নি তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছেন ("সমদধাৎ"), সেইহেতু অগ্নি তাঁহার পিতা। যেহেতু তিনি দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইহেতু তিনি দেবতাদিগের পিতা, আর যেহেতু দেবগণ তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছেন, সেইহেতু দেবগণ তাঁহার পিতা। যে ইহা জানে সে পিতা এবং পুত্র—প্রজাপতি ও অগ্নি, অগ্নি ও প্রজাপতি, প্রজাপতি ও দেবগণ, দেবগণ ও প্রজাপতি—এই উভয়ই হয়।"[৩]

প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর সৃষ্টিবাদ

'ঋগ্বেদে'র 'নাসদীয় সূক্তে' (১০।১২৯) প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি নিম্ন প্রকারে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন,—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম-
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥"[৪]

'তখন (সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়দশায়) অসৎ ছিল না, এবং সৎও ছিল না। লোকসমূহ[৫] ছিল না, এবং উহাদের পর (অর্থাৎ আদিভূত) আকাশও

১। শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।২।১২-৩; আরও দেখ—৭।১।২।১

২। শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।২।২১-২; আরও দেখ—৭।১।২।২-৩ ("সংস্করবাম")

৩। শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।২।২৬-৭

৪। ঋক্‌সং, ১০।১২৯।১; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৩-

৫। মূলে আছে 'রজঃ'। উহার অর্থ 'লোক'। যাস্ক বলিয়াছেন,—"লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে।" ('নিরুক্ত', ৪।১৯।৩)

ছিল না। (এই অবস্থায়) কে (কাহাকে) আবরণ করিল? (আবরক যদি ছিল) কোথায় ছিল? এবং কাহার সুখের জন্য ছিল? অগাধ ও গহন জল ছিল কি?'

> "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
> ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
> আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
> তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥"[১]

'তখন মৃত্যু (অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত জগৎপ্রপঞ্চ) ছিল না, সেই হেতু অমৃতও (অর্থাৎ অবিনাশী পদার্থও) ছিল না (অর্থাৎ তখন মৃত্যু ও অমৃত ভেদ ছিল না)। দিন ও রাত্রির ভেদজ্ঞানের সাধন ছিল না। (যাহা ছিল) এক তাহা স্বমহিমাবলেই বায়ু বিনা শ্বাসোচ্ছ্বাস করিত (অর্থাৎ জীবিতবৎ ছিল)। তাহা হইতে ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না।'

> "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহ-
> প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
> তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসী-
> ত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্॥"[২]

'অগ্রে (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে) এই সমস্ত জগৎ তমঃ ছিল,—তমঃ দ্বারা গূঢ় অপ্রকেত (অর্থাৎ কোন বিশেষরূপে অপ্রজ্ঞাত) জল ছিল। কিংবা তুচ্ছা দ্বারা আবৃত আভু (বা বিভু ব্রহ্ম) ছিল (বলিয়া বলা হইয়া থাকে)।* একই (ব্রহ্মই) তপের মহিমা দ্বারা তাহা হইয়াছিল।'

১। ঋক্‌সং, ১০।১২৯।২ ; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৩ ("ন মৃত্যুরমৃতং তর্হি ন রাত্রিয়া" পাঠান্তরে)।

২। ঋক্‌সং ১০।১২৯।৩ ; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৪

৩। ভগবান্ মনু এই অবস্থার বর্ণনা এই প্রকারে করিয়াছেন,—

> "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
> অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥"—('মনুস্মৃতি', ১।৫)

"কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥"[১]

'যাহা প্রথমে মনের রেতঃ (বা বীজ) ছিল, তাহা অগ্রে (অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে বা পূর্বে) কাম (অর্থাৎ সিসৃক্ষা) হইয়াছিল। ক্রান্তদর্শিগণ মনীষা দ্বারা অন্তঃকরণে বিচার করত নিরূপণ করিয়াছেন যে উহাই অসতের মধ্যে সতের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের) (প্রথম) সম্বন্ধ।'

"তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা-
মধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥"[২]

'এই স্বপ্রকাশ চিদ্বস্তু ইহাদের (জগদ্বস্তুসমূহের) অন্তরালে বিতত। (যদি বল) উহা নীচে আছে, তবে উপরেও আছে। (উহার কিছু) রেতোধা (অর্থাৎ বীজভূত) হইল এবং (কিছু) স্বমহিমায় রহিল। স্বধা এদিকে এবং প্রযতি ওদিকে (ব্যাপ্ত) হইয়া থাকে।'

অতঃপর দুই ঋকে পরমেষ্ঠী বলিয়াছেন যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে অতি গূঢ় রহস্য, উহা ভেদ করা সু অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং এতদপেক্ষা প্রকৃষ্টতররূপে উহা প্রকাশ করা যায় না। এই ঋক্ মন্ত্রদ্বয় পূর্বে উদাহৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষির এই সৃষ্টিবাদের তাৎপর্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তন্মতে সৃষ্টির পূর্বে সৎ বা অসৎ, অমৃত বা মৃত্যু, দিন বা রাত্রি, আকাশ বা অব্যক্ত কিছুই ছিল না। দিন এবং রাত্রি আলো এবং অন্ধকারেরও বাচক। উহারাই আবার কালের মান। সুতরাং দিন এবং রাত্রি ছিল না বলাতে বুঝিতে হইবে যে আলো ও অন্ধকার ছিল না এবং কাল-জ্ঞানও

১। ঋক্‌সং ১০।১২৯।৪ ; অথর্বসং, ১১।৫২।১ (তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠ—"স কাম কামেন বৃহতা সযোনী রায়স্পোষং যজমানায় ধেহি) ; তৈত্তিব্রা, ২।৪।১।১০ ; ২।৮।৯।৪-৫ ; তৈত্তিআ, ১।২৩

২। ঋক্‌সং, ১০।১২৯।৫ ; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৫

ছিল না। দৃশ্য জগতের আদিভূত আকাশও যখন ছিল না, তখন তদন্তর্গত অপর বস্তুর আর কথা কি? অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত কিংবা পঞ্চতন্মাত্রা তখন ছিল না। উহাদের কারণস্বরূপ "গহন ও গভীর জল", তৃতীয় ঋকে যাহাকে "অপ্রকেত সলিল" বলা হইয়াছে—অর্থাৎ অব্যক্তও ছিল না। সুতরাং কার্যকারণভাব তখন ছিল না। এইরূপ বলা যায় না যে, ঐ সকল বা উহাদের কোন কোনটি ছিল, পরন্তু আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল বলিয়াই তাহারা বা তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছিল না। কেননা, ঐ আবরণ কি ছিল? কোথায় ছিল? এবং কি জন্য ছিল?—তাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না! আবরণের সদ্ভাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেইহেতু, আবরণ ছিল বলা যায় না। সুতরাং আবরণীয় ছিল বলা যায় না। অতএব তখন আবরণ ও আবরণীয় বিভাগ ছিল না। কোথায় ছিল?—প্রশ্ন হইতে দেশজ্ঞানের অভাব বুঝা যায়। সুতরাং কালের ন্যায় দেশও ছিল না। ইহা ছিল না, উহা ছিল না, ইত্যাদি নিষেধোক্তি হইতে মনে হইতে পারে যে, সর্ব-নিষেধে যখন অভাব বা শূন্যই পর্যবসিত থাকে, তখন অগ্রে অভাব বা শূন্যই ছিল। ঐ আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত ঋষি দ্বিতীয় ঋকে বিধিমুখে বলিয়াছেন যে কিছু ছিল। তাহাতে শূন্যবাদের আশঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে,—পরমেষ্ঠী শূন্যবাদী বা অসৎকারণবাদী ছিলেন না। অধিকন্তু তাহাতে পূর্ব নিষেধোক্তির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে ঐ মূল সদ্বস্তুকে সৎ বা অসৎ, মৃত্যু বা অমৃত, আলো বা অন্ধকার, দিন বা রাত্রি, আবৃত বা আবরক, ইত্যাদি পরস্পর-সাপেক্ষ দ্বৈতাত্মক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐ দ্বৈতবোধ সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত শব্দ সৃষ্টবস্তুসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং উহাদেরই বাচক। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে উহাদিগকে প্রয়োগ করা যায় না। ঐ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে বাক্য ও মনের অতীত। বাক্য এবং মনও সৃষ্টির পরভবী। তাই পূর্বাবস্থাকে উহারা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করাইতে এবং প্রকাশ করিতে পারে না। অথচ উহাকে বুঝিতে এবং বুঝাইতে তদ্ভিন্ন মানুষের অপর কোন সাধন নাই, ভাষার উপযোগ না করিয়া উপায় নাই। ঋষি বলিয়াছেন, ঐ মূল সদ্বস্তু 'আনীৎ'। এই শব্দের মূল 'অন্' ধাতুর অর্থ 'শ্বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করা'। 'প্রাণ' শব্দও সেই 'অন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[১]

১। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৫।২।১) আছে, 'অন' প্রাণের প্রত্যক্ষ নাম।

সুতরাং বুঝা যায় যে ঐ মূল সম্বস্ত সজীব প্রাণীর ন্যায় শ্বাসোচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতেছিল। সেই হেতু, তখন বায়ু ছিল আশঙ্কা হইতে পারে। কেননা, আমাদের অভিজ্ঞতায় বায়ু ব্যতীত শ্বাসোচ্ছ্বাসক্রিয়া হইতে পারে না। ঐ আশঙ্কা নিরসনের জন্য ঋষি বলিয়াছেন,—"অবাতং"—বায়ু বিনা। অর্থাৎ তখন বায়ু ছিল না, ঐ মূল বস্তু বায়ু বিনা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছিল।[১] প্রশ্ন হইতে পারে যে উহা কি প্রকারে সম্ভব? ঋষি বলেন, "স্বধয়া' অর্থাৎ 'স্ব-মহিমায়'। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, দেশকালপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে, এই বর্ণনায় বিরোধ দৃষ্ট হয় সত্যই, পরন্তু ঐ দোষ ভাষার। যাহা দ্বৈতাতীত, দেশকালাতীত এবং অনির্বাচ্য, দেশকালান্তর্গত দ্বৈতাত্মক ভাষায় উহার নির্বচন করিতে গেলে, ভাষার অপূর্ণতা প্রযুক্ত, ঐ দোষ অপরিহার্য। ঐ দোষ পরিহারের জন্যই পরমেষ্ঠী ঋষি বিশেষভাবে নিষেধমুখী পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ঠিক সেই প্রকারে "নেতি নেতি" বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।[২] মহর্ষি সনৎকুমার তাঁহার ন্যায় বলিয়াছেন,—উহা "স্বে মহিম্নি [প্রতিষ্ঠিতঃ], যদি বা ন মহিম্নীতি।"[৩] অপর ঋষিগণ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"[৪] ইত্যাদিও বলিয়াছেন। কখন কখন বলা হয় যে, সৃষ্টির পূর্বে তমঃ ছিল, তমঃ দ্বারা গূঢ় অপ্রকেত সলিল ছিল, কিংবা তুচ্ছ দ্বারা আবৃত আভু ছিল, ইত্যাদি। তৃতীয় ঋকে পরমেষ্ঠী বলিয়াছেন, মূল বস্তু সম্বন্ধে ঐ প্রকার যাহা কিছু বলা হইয়া থাকে, তৎসমস্তই মূল অনির্বাচ্য পরমাদ্বৈত তত্ত্ববস্তুরই মহিমা বা বিভূতি; উহা যখন তপঃ-মহিমায় বিবিধরূপে বিকশিত হইতেছিল বা কিঞ্চিৎ হইয়াও ছিল, সেই অবস্থারই ঐ সকল বর্ণনা, সুতরাং ঐ সকল পরম মূল বস্তু নহে। ব্রহ্ম যে 'তপস্যা দ্বারা উপচয় প্রাপ্ত হন' ("তপসা চীয়তে ব্রহ্ম") তাহা 'মুণ্ডকোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে। (১।১।৮)

১। ভগবান্ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—"আনীৎ" শব্দ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সৃষ্টির পূর্বে প্রাণ ছিল,—প্রাণ অজ। পরন্তু তিনি বলেন, "অবাতং" বিশেষণ থাকায় "আনীৎ" শব্দ প্রাণের সদ্ভাব সূচনা করে না। "তস্মাৎ কারণসদ্ভাবপ্রদর্শনার্থ এবায়মানীচ্ছব্দ ইতি।" (বেদান্তভাষ্য, ২।৪।৮)

২। বৃহউ, ২।৩।৬; ৩।৯।৬; ৪।২।৪; প্রভৃতি।

৩। ছান্দোউ, ৭।২৪।১

৪। ছান্দোউ, ৬।২।১

তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে, ঐ 'তপঃ' জ্ঞানবিশেষ ("যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ১।১।৯)। বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন,—"তপ আলোচনে" অর্থাৎ 'তপঃ আলোচনা'। যাহা হউক, পরমেষ্ঠী কি বিবক্ষায় 'তপঃ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, চতুর্থ ঋকে তাহার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মের মনে কাম বা সিসৃক্ষা ছিল। সেই হেতু তিনি সৃষ্টি পর্যালোচনা বা তপঃ করিতে আরম্ভ করেন। সেই প্রকার কথা শ্রুতির বহুত্র পাওয়া যায়—ব্রহ্ম বহু হইতে কামনা করিলেন ("অকাময়ত")[১] বা ঈক্ষণ করিলেন ("ঐক্ষত")[২]; তাহার পর তপস্যা করিলেন ("তপোঽতপ্যত") এবং তপস্যা করিয়া চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিলেন।[৩] কোথাও আছে, তিনি ধ্যান করিলেন ("অধ্যায়ৎ") এবং তৎপরে সৃষ্টি করিলেন।[৪] সুতরাং ভাবীসৃষ্টি বিষয়ে জ্ঞান, ধ্যান বা পর্যালোচনাই ব্রহ্মের তপস্যা। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' (২।১২।৩।১), "স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম পরমং তপো যৎ" ('স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম পরম তপ')। যাহা হউক, ঐ কাম কোথা হইতে আসিল? ঋষি বলেন,—উহা মনের রেতঃ বা বীজ এবং উহা প্রথম হইতেই ছিল। যাহা মনে বীজভাবে মাত্র ছিল, তাহা কামরূপে প্রথম প্রকাশ পাইল এবং তখন ব্রহ্ম ভাবীসৃষ্টি সম্বন্ধে তপঃ বা পর্যালোচনা আরম্ভ করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ ঐরূপেই। এই প্রকারে পরমেষ্ঠী ঋষি সৎকার্যবাদই খ্যাপন করিয়াছেন। যাহা পূর্বে বীজরূপে মাত্র ছিল, সৃষ্টিতে তাহা বিকশিত হইল মাত্র। সুতরাং সৃষ্টি নবীন উৎপত্তি,—যাহা ছিলই না, তাহার উৎপত্তি নহে। পরন্তু প্রশ্ন এই যে, সৃষ্টির পূর্বে যদি মন ছিল, ঐ মনে জগৎ বীজভূতরূপে ছিল, তবে কেন প্রথমে "নেতি নেতি" করিয়া নিষেধমুখে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না? ব্রহ্ম ও তাঁহার মন, ঐ মনে আবার জগদ্বীজ যদি ছিল, তবে কেন বলা হইয়াছে যে, সদসৎ ইত্যাদি কোন দ্বৈত ছিল না? পরমেষ্ঠী উত্তর করিয়াছেন, অসতের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত

১। যথা,—শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।৩।১ ; ১২।৫।৮।১ ; ১১।১।৬।২ ; শতব্রা (কাণ্ব), ৩।১।১২।১ ; ঐতব্রা, ৪।২২ ; ৫।৩২ ; তৈত্তিসং, ৩।১।১।১ ; তৈত্তিব্রা, ২।৬।৩।১ ; মৈত্রাসং, ১।৮।৪ ; ইত্যাদি

২। যথা, শতব্রা (মাধ্য), ২।২।৩।১ ; ২।৫।১।১ ; শতব্রা (কাণ্ব), ১।২।৪।১ ; ১।৪।৩।১ ; গোপব্রা, ১।১ ; ছান্দোউ, ৬।২.৩-৪

৩। যথা,—শতব্রা (মাধ্য), ১১।৫।৮।১- ; তৈত্তিউ, ২।৬ ;

৪। মৈত্রাসং, ৫।৫।১

বস্তুর সহিত সতের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের, অদ্বৈতের সঙ্গে দ্বৈতের, দেশকালাতীতের সঙ্গে দেশকালাত্মকের, অনির্বাচ্যের সঙ্গে নির্বাচ্যের সম্বন্ধ তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা স্ব স্ব অন্তঃকরণে সূক্ষ্ম বিচারপূর্বক ঐ রূপেই নির্দেশ করিয়াছেন। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে মন সৎও নহে, অসৎও নহে। সুতরাং সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, মন ছিল বলাতে কোন বিরোধ হয় না।[১] ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চিদ্বস্তু। জগৎ উৎপন্ন হওয়াতে উহার স্বরূপ বিনষ্ট হয় নাই। উহা এখনো জাগতিক সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরে সর্বত্র বর্তমান। 'অভ্যন্তরে' বলাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, উহা বস্তুসমূহের বাহিরে নাই। কেননা, উহা বাহিরেও আছে। প্রকৃতপক্ষে উহা সমস্ত বস্তুর অন্তরে এবং বাহিরে সর্বত্রই সতত আছে।[২] আমাদের দৃষ্টি হইতে জগৎ উহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, উহা স্বপ্রকাশ চিদ্বস্তু হইলেও এবং সর্বত্র সতত বর্তমান থাকিলেও জাগতিক বিষয়ে নিবদ্ধ আমাদের দৃষ্টি উহাকে উপলব্ধি করে না। তাই বলা হয় যে, উহা জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরালে বিতত আছে। আবার উহার সমস্তটাই যে 'রেতোধা' অর্থাৎ জগতের বীজ ধারণ করে, সুতরাং জগদ্রূপ হয়, তাহা নহে। জগৎ উহার একাংশেই অবস্থিত। অতএব ঐ অংশই জগদ্বীজ ধারণ করে। অপরাংশ নিত্য জগতের ঊর্ধ্বে স্ব-মহিমায় বা স্ব-স্বরূপে থাকে। উহাতে স্বধা অধোদিকে জগদভিমুখী। তদ্বশতঃ জীব অধোমুখে সংসারগ্রস্ত হয়, বারংবার জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়। আর প্রযতি তাহার বিপরীতদিকে স্বরূপাভিমুখী। উহার দ্বারা জীব স্বরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে আবার সেই প্রকার শঙ্কা উপস্থিত হয়,—দেশকালাতীত বস্তুর অংশ কল্পনা এবং অধঃ ঊর্ধ্ব দিক্ কল্পনা কি প্রকারে সম্ভব? যদি উহাতে দ্বিবিধ শক্তি বর্তমান ছিল, তবে কেন "নেতি নেতি" করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে? এখানেও সেই একই উত্তর, অসতের সঙ্গে সতের সম্পর্ক তত্ত্বদর্শিগণ এই প্রকারেই নিরূপণ করিয়া থাকেন। সৃষ্টিতত্ত্বের এই বর্ণনা নির্দোষ নহে, সুতরাং সম্পূর্ণ সন্তোষজনকও

১। "নেব বা ইদমগ্রেঽসদাসীন্নেব সদাসীৎ। আসীদিব বা ইদমগ্রে নেবাসীত্তদ্ধ তন্মন এবাস। তস্মাদেতদৃষিণাঽভ্যানূক্তম্। 'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীমি'তি নেব হি সন্মনো নেবাসৎ।"—(শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।৩।১-২)

২। দেখ—"স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু।"—বাজসং (মাধ্য), ৩২।৮; কাণ্বসং, ৪।৫।৩।৫

নহে। পরমেষ্ঠী সরলভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু, তিনি ইহাও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধিক রাজ্যে থাকিয়া তৎসম্বন্ধে ততোধিক প্রকৃষ্টতররূপে আর কিছু বলা যায় না। বুদ্ধির অতীত রাজ্যে,—যেখানে বুদ্ধির বুদ্ধিত্ব থাকে না, সেইখানে বুদ্ধিকে প্রবেশ করাইতে যাওয়াতে এবং অদ্বৈতের অধিকারে দ্বৈতের ভাষা প্রয়োগ করিতে যাওয়াতে ঐ সকল দোষ উৎপন্ন হইগাছে। উহাদিগকে পরিহারের কোন উপায় নাই।

কাম

প্রজাপতি পরমেষ্ঠী বলিয়াছেন, সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার মনে কাম ছিল, তাহা হইতে সৃষ্টি প্রারম্ভ হয়।[১] শুক্লযর্জুর্বেদে আছে,

"কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ।
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে॥"[১]

'কে দিয়াছিল? কাহাকে দিয়াছিল?[২] কাম দিয়াছিল এবং কামকে দিয়াছিল। কামই দাতা এবং কামই প্রতিগ্রহীতা। হে কাম! ইহা তোমারই।' ঠিক এই প্রকারের কথা বেদের অন্যত্রও পাওয়া যায়।[৪] যেমন দাতার দেওয়ার কাম আছে, তেমন প্রতিগ্রহীতার প্রতিগ্রহের কাম আছে। উভয়ের মনে কাম না থাকিলে দানক্রিয়া সম্পন্ন হইত না। সুতরাং সমস্ত ক্রিয়া কামেরই লীলা। 'শুক্লযর্জুর্বেদে' আছে, "মনই প্রজ্ঞান, চিত্ত ও ধৃতি। মন জীবের জ্যোতি (অর্থাৎ বিষয়প্রকাশক) এবং অমৃত। মন বিনা জীব কোনই কর্ম করে না।"[৪] কাম ও মন অভিন্ন।[৫] সুতরাং

১। বাজসং (মাধ্য), ৭।৪৮ ; কাণ্বসং, ১।১।২'১

২। 'অথর্ববেদে' (১১।৫২।০) ও সেই কথা আছে।

৩। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে'র (২।২।৫।৫) মতে এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ ভিন্ন।
"ক ইদং কস্মা অদাদ্ ইত্যাহ। প্রজাপতির্বৈ কঃ। স প্রজাপতয়ে দদাতি।"

৪। যথা, কাঠসং, ৯।৯, ১২ ; কপিসং, ৮।১২ ; অথসং, ৩।২৭।৭ ; শতব্রা (মাধ্য), ৪।৩।৪।৩২ ; শতব্রা (কাণ্ব), ৫।৪।২।২৮ ; তাণ্ডাব্রা, ১৮।১৭ ; তৈত্তিআ, ৩।১০।১, ৫

৫। বাজসং (মাধ্য), ৩৪।৩

ঐ উক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। অথর্ববেদে'র ৯ম কাণ্ডের ২য় সূক্তে কামের স্তুতি করা হইয়াছে। তথায় আছে,

"কামো জজ্ঞে প্রথমো নৈনং
দেবা আপুঃ পিতরো ন মর্ত্যাঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাং-
স্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি॥"[১]

'কাম প্রথম উৎপন্ন হইল। দেবতাগণ, পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণ উহাকে পাইল না। তাহাদের হইতে তুমি জ্যায়ান্, সর্বপ্রকারে মহান্। হে কাম! তোমাকে নমস্কার।' অতঃপর বলা হইয়াছে যে কাম দ্যাবাপৃথিবী, আপ, অগ্নি, দিক্‌বিদিক্ প্রভৃতি হইতেও মহান্।[২] এই সমস্তই যেহেতু কামমূলক, কামের ফলে উৎপন্ন এবং কাম প্রথমোৎপন্ন, সেই হেতু কাম সর্বাপেক্ষা বড়। আরও এক দৃষ্টিতে কামকে সর্বাপেক্ষা বড় বলা যায়। ঐ সমস্ত বস্তু পরিচ্ছিন্ন,—অন্তবান্। পরন্তু কাম অনন্ত। 'অথর্ববেদে' আছে,

"কামঃ সমুদ্রমা বিবেশ"[৩]

'কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিল' অর্থাৎ সমুদ্রবৎ অন্তহীন হইল। "তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে" স্পষ্ট বাক্যেই তাহা বলা হইয়াছে।

"সমুদ্র ইব হি কামঃ। নৈব হি কামস্যান্তোঽস্তি। ন সমুদ্রস্য।"[৪]

'কাম নিশ্চয়ই সমুদ্রতুল্য। কেননা, কামের অন্ত নিশ্চয়ই নাই, সমুদ্রেরও নাই।' 'অথর্ববেদে'র ১৯।৫২ সূক্ত কামপ্রতিপাদক বলিয়া 'কামসূক্ত' নামে খ্যাত।

সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার কাম বা ঈক্ষণ বর্তমান, তাহা বেদের বহুত্র উল্লিখিত আছে।[৫] ব্রহ্ম বহু হইতে, অনন্তবিচিত্রভেদভিন্ন জগৎ হইতে কামনা

১। "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব।"—শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।৩।৯ ; বৃহউ, ১।৫।৩, আর দেখ—ঐতআ, ২।৬

২। অথসং, ৯।২।১৯

৩। অথসং, ৯।২।২০-৪

৪। অথসং, ৩।২৯।৭

৫। তৈত্তিব্রা, ২।২।৫।৬

করিলেন এবং তাহা হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি বলিয়াছেন উহা "মনসো রেতঃ" অর্থাৎ মনের বীজ, এবং উহা প্রথম হইতেই ছিল।[১] সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহাই বেদের চরম কথা। কোন বৈদিক ঋষি ততোধিক কিছু বলিতে পারে নাই।

কোথাও কোথাও অগ্নিকেও কাম বলা হইয়াছে। যথা,

"যো দেবো বিশ্বাদ্ যম্ উ কামমাহু-
যং দাতারং প্রতিগৃহ্নন্তমহুঃ।
যো ধীরঃ শক্রঃ পরিভূরদাভ্য-
স্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ॥"[২]

'যে (অগ্নি) দেবতা সর্বভূক্, পুনঃ যাহাকে (বিদ্বান্‌গণ) কাম বলেন, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা বলেন, এবং যে ধীর, শক্র, পরিভূ এবং অজেয়—সে অগ্নিকে এই আহুতি প্রদত্ত হইল।'

"অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য।[৩]
সম্রাডেকো বি রাজতি।"

'অগ্নি, কাম, ভূত ও ভবিষ্যতের একমাত্র সম্রাট্ (আপন) প্রিয়ধাম সমূহে বিরাজ করিতেছে।' "অগ্নয়ে কাময়ে"[৪] ইত্যাদি।

"প্রজাপতির্বৈ মনুঃ স হীদং সর্বমমনুত"[৫]

'এই সমস্ত (জগৎ) প্রজাপতি মনন (অর্থাৎ মনে মনে কল্পনা) করিয়াছিলেন। সেইহেতু তাঁহার এক নাম নিশ্চয়ই মনু।' প্রজাপতির 'মনু' নামের উল্লেখ 'বাজসনেয় সংহিতা'য় পাওয়া যায়।[৬]

১। 'অথর্ববেদে' (১৯।৫২।১) আছে "স কাম কামেন বৃহতা সযোনিঃ" অর্থাৎ কাম কাময়িতা পরমেশ্বরের সযোনি, সুতরাং উভয়ে সদাই সঙ্গে সঙ্গে আছে।

২। অথসং, ৩।২১।৪

৩। বাজসং, ১২।১১৭; সামসং
অথসং, ৬।৩৬।৩ ('প্রিয়েষু' স্থলে 'পরেষু' পাঠান্তরে।)

৪। তৈত্তিসং, ২।২।৩।১।

৫। শতব্রা (মাধ্য), ৬।৬।১।১৯।

৬। বাজসং (মাধ্য), ১১।৬৭।

স্বষ্টির প্রয়োজন কি ?

বৈদিক ঋষি ব্রহ্মকে নির্গুণ, নির্দ্বন্দ্ব এবং অসঙ্গ মানেন। নির্গুণের এবং অসঙ্গের সিস্বক্ষা কেন হইল? হওয়া সম্ভব কি? সৃষ্টির প্রয়োজন কি? নানা বৈদিক ঋষি এই সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা বলিয়াছেন। যথা, নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন,

"যদন্নেনাতিরোহতি"[১]

অর্থাৎ পুরুষ অন্ন বা জীবের কর্মফল-হেতু জগদ্রূপ প্রাপ্ত হন। 'অথর্ববেদে'ও তাহাই আছে। কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় সমুদ্রে ব্রহ্ম, তপ এবং কর্মই ছিল, অপর কিছুই ছিল না। তপ কর্ম হইতেই উৎপন্ন হয় ("তপো হ জজ্ঞে কর্মণঃ")।[২] অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব কল্পের জীবের অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের পরিপাক বশতঃ ব্রহ্ম সৃষ্ট্যুন্মুখ হইয়া স্রষ্টব্য পর্যালোচনাত্মক তপঃ করেন এবং পরে সৃষ্টি করেন। ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু

"অকৃণুতমন্তরিক্ষং বরীয়োঽ
প্রথতং জীবসে নো রজাংসি।[৩]

'আমাদের জীবন ধারণের ও রক্ষণের জন্যই লোকসমূহ প্রথিত করিয়াছেন এবং অন্তরিক্ষকে বৃহত্তর করিয়াছেন। অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন।' অপর কোন কোন ঋষি সেই প্রকার বলিয়াছেন।[৪] দীর্ঘতমা ঋষি একবার বলিয়াছেন,

"বি যো মমে রজসী সুক্রতূয়য়া"।[৫]

'যিনি সুক্রতুর ইচ্ছায় দ্যাবাপৃথিবী নির্মাণ করিয়াছেন।' সুক্রতু কি? সায়ন বলেন, যে কর্ম দ্বারা জীবগণের সুখ লাভ হইতে পারে, তাহা সুক্রতু।[৬] এই অর্থে বলিতে হয়, জীবের সুখের জন্য ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।[৬] জীবের

১। ঋক্‌সং, ১০।৯০।২; বাজসং (মাবা), ৩১।২; ইত্যাদি। পরন্ত 'অথর্বসংহিতা'র পাঠ ভিন্ন "যদন্নেনাভবৎ সহ" ('যাহা অন্নের সহ উৎপন্ন হইল')। ঐ 'অন্ন' 'কর্মফল' হইলে, (হওয়াই সম্ভব) পাঠান্তর সত্ত্বেও তাৎপর্যের অন্তর হয় না।

২। অথস', ১১।১০।৬, ১০।১১.২

৩। ঋক্‌সং, ৬।৬৯।৫

৪। যথা, দেখ—ঋক্‌সং, ১।১৫৫।৪ ; ৬।৫৯।১০ ; ৮।১৩।১৩

৫। ঋক্‌সং, ১।১৬০।৪

৬। সায়ন আরও বলিয়াছেন যে ঐ মন্ত্রের অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও সম্ভব।

পরম সুখ হয় মুক্তিতে। তাই কেহ কেহ বলিয়াছেন যে জীবকে মোক্ষ প্রদানের জন্যই ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

"এতদ্বৈ প্রজাপতিঃ সর্বাণি ভূতানি পাপ্মনো মৃত্যোর্মুক্ত্বাকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়ে প্রজায়েয়েতি।"[1] 'সর্বভূতকে মৃত্যুরূপ পাপ হইতে মুক্ত করিতে প্রজাপতি কামনা করিলেন, প্রজা সৃষ্টি করিব, উৎপন্ন হইব।' 'সুক্রতু' শব্দের সাধারণ অর্থ 'শোভন কর্ম', 'উত্তম কর্ম'। ব্রহ্মের জগদ্রূপ অতি সুন্দর, অতীব চিত্তপ্রসাদক। উহা প্রকাশের জন্য ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন। দীর্ঘতমা ঋষির ঐ উক্তির তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে। অথবা, বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টি হওয়াতেই জীব ব্রহ্মজ্ঞান, তথা মুক্তিলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু তাহার পক্ষে সৃষ্টি সুক্রতু। গর্গ এবং দধ্যঙ্ ঋষি স্পষ্টতঃ তাহাই বলিয়াছেন—

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।"[2]

'আপনার স্বরূপ খ্যাপনার্থই (ইন্দ্র) প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছিলেন।' অর্থাৎ জগদ্রূপ ধারণ না করিলে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের অবগতি হইত না। তাই ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন।[3] শ্রুতির অন্যত্রও সেই প্রকার উক্তি আছে।

"হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া বিদথানি প্রচোদয়ন্।"[4]

'হোতা অমৃত দেব মায়া দ্বারা বেদিতব্য বিষয়সমূহ প্রচোদিত করিয়া সম্মুখে আগমন করেন (অর্থাৎ অনুভবগোচর হন)।'

১। শতব্রা (মাধ্য), ৮।৪।৩।১

২। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১৮ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১৯ ; বৃহউ, ২।৫।১৯

৩। আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তদস্যাত্মনো রূপং প্রতিচক্ষণায় প্রতিখ্যাপনায় ; যদি হি নামরূপে ন ব্যাক্রিয়েতে, তদা অস্যাত্মনো নিরুপাধিকং রূপং প্রজ্ঞানঘনাখ্যং ন প্রতিখ্যায়েতে, যদা পুনঃ কার্যাকরণাত্মনা নামরূপে ব্যাকৃতে ভবতঃ তদাস্য রূপং প্রতিখ্যায়েত। (বৃহউ-ভাষ্য, ২।৫।১৯) পরন্তু সায়ন মনে করেন যে, "অস্য চেন্দ্রস্য তৎপ্রাপ্তমগ্ন্যাদিদেবতাস্বরূপং প্রতিচক্ষণায় প্রতিনিয়তদর্শনায়ায়মখিলয়ং বিক্ষুরয়ম্ ইন্দ্র ইত্যেবমসঙ্কীর্ণদর্শনায় ভবতি।" (ঋগ্বেদ ভাষ্য) সায়ন ঐ মন্ত্রের জনৈক পূর্বাচার্যকৃত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যা সম্যক্ প্রকারে শঙ্করের ব্যাখ্যার অনুযায়ী। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

৪। ঋক্‌সং, ৩।২৭।৭ ; সামসং, ৬।৩।১৭

সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ঐ সকল যুক্তির কোনটাই নির্দোষ নহে ; সুতরাং সন্তোষজনকও নহে। কেননা, জীবকে নিত্য মানিলেও সৃষ্টির পূর্বে জীবের কর্মফল কোথা হইতে আসিল যে তদ্ধেতু ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রবৃত্তি হইল ? তাহার পাপ ও বন্ধন কোথা হইতে আসিল যে তাহাকে মুক্তি দিতে ব্রহ্মের সৃষ্টি-প্রবৃত্তি হইল ? পরে প্রদর্শিত হইবে যে সৃষ্টি প্রলয় তরঙ্গাকারে বারংবার হইতেছে। প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐ সকলকে কারণ বলা যাইতে পারে। পূর্বের সৃষ্টিতে যাহাদের কর্মফল ভোগ শেষ না হইয়া কিছু বাকী রহিয়া গিয়াছে তাহাদের কর্মের সেই অনুশয় হেতু পুনঃ সৃষ্টিতে ব্রহ্মের প্রবৃত্তি হয়, বলা যাইতে পারে। পূর্বসৃষ্টিতে যাহারা মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে মুক্তিলাভের সুযোগ প্রদান করিতে ব্রহ্ম পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন, বলা যাইতে পারে। পরন্তু প্রথম সৃষ্টির প্রয়োজন সেই প্রকারে নির্দেশ করা যায় না। জীবকে অনিত্য মানিলে উহাদের কোনটাকে সৃষ্টির কারণ বলা যায় না। বৈদিক ঋষিগণের মতে জীব নিত্য। সুতরাং অনিত্য জীববাদের আলোচনা আমাদের প্রয়োজন নাই। সৃষ্টিকে জীবসাপেক্ষ মনে করিলে ঐ সকল শঙ্কা আপতিত হয়। আর সৃষ্টিকে জীবনিরপেক্ষ মানিলে প্রশ্ন হয়, নির্গুণ এবং অসঙ্গ ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হয় কেন ? এবং হওয়া সম্ভব কিনা ? যেমন বর্তমান প্রকরণের প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন উপনিষদ্ প্রমাণমূলে সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিতে না পারিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন,

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।"[১]

অর্থাৎ সৃষ্টি ব্রহ্মের নিষ্প্রয়োজন লীলামাত্র। ঐ মতের সমর্থনে কোন উপনিষদ্ প্রমাণ না পাইয়া তিনি বলিয়াছেন "লোকবৎ" অর্থাৎ যেমন লোকমধ্যে কখন কখন প্রয়োজন ব্যতীতও কাহারো কাহারো লীলাপ্রবৃত্তি দেখা যায়, ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রবৃত্তিও সেইপ্রকার। অগস্ত্য ঋষি বলিয়াছেন,

"কতরা পূর্বা কতরাপরায়োঃ
কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম
বি বর্তেতে অহনী চক্রিয়েব ॥"[২]

১। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৩ ২। ঋক্‌সং, ১।১৮৫।১

'ইহাদের (দ্যাবাপৃথিবীর) মধ্যে কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে, এবং ইহারা কি কারণে উৎপন্ন হইয়াছে, কবিগণের কে তাহা বিশেষরূপে জানে? যাহা কিছু (বস্তু) আছে, তৎসমস্তই ইহাদের দ্বারা আত্মারূপে ধৃত (অর্থাৎ ইহাদেরই অন্তর্গত, সুতরাং যাহা কারণ বলা যাইতে পারে, তাহা ইহাদের অন্তর্গত হওয়াতে কারণ হয় না)। ইহারা দিন রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ ঘুরিতেছে।' ব্রহ্মবিদুষী বাক্‌ বলিয়াছেন,

"অহমেব বাত ইব প্র বাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সং বভূব॥"[১]

'বিশ্বভুবনকে প্রারম্ভ করিতে আমি বায়ুরই ন্যায় প্রবৃত্ত হই। আমি এই ভূলোকের পরে, আকাশেরও পরে। আমারই মহিমায় এই সমস্ত সম্ভূত হইয়াছে।' এই উক্তি হইতে বোধ হয় যে বাক্‌ঋষি সৃষ্টিকে নিষ্কারণ মনে করিতেন। বায়ুর প্রবাহিত হওয়ার যেমন কোন বিশেষ কারণ নাই, প্রবাহিত হওয়াই বায়ুর স্বভাব, সেইপ্রকার সৃষ্টি করা ব্রহ্মের স্বভাব,—আপন স্বভাববশেই তিনি সৃষ্টি করেন। উহার অপর কোন কারণ নাই। আচার্য্য গৌড়পাদও বলিয়াছেন

"দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়ং আপ্তকামস্য কা স্পৃহা।"
(মাণ্ডুক্যকারিকা, ১।)

এই সৃষ্টি তাহার মহিমা। ইহাই বাক্‌ঋষির মত। দীর্ঘতমা ঋষি একবার বলিয়াছেন যে "সুক্রতুর" অভিলাষে ব্রহ্মের সৃষ্টির কামনা হয়। তাহা সন্তোষজনক নহে বলিয়া, তিনি পরে বলিয়াছেন,

"কবীয়মানঃ ক ইহ প্রবোচৎ
দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম্‌।"[২]

'এই দেব মন কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ সংসারে তত্ত্বদর্শী বলিয়া খ্যাত (ঋষিদিগের) কে তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছেন?' অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রথম সিসৃক্ষার হেতু কেহ নির্দেশ করিতে পারেন না। তাহা মানব বুদ্ধির অতীত

১। ঋক্‌সং, ১০।১২৫।৮
২। ঋক্‌, ১।১৬৪।১৮ ; অথসং, ৯।১৪।১৮

বলিয়াই বোধ হয়, কোন ঋষি তাহা বলেন নাই। ইহা উল্লেখ করা উচিত যে 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' ঐ "দেব মন"কে 'শ্বোবস্তস ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। প্রথমে উক্ত হইয়াছে যে "(উৎপত্তির) পূর্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না, দ্যৌ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, এবং অন্তরিক্ষ ছিল না। অসৎই ছিল। সেই অসৎ মনে করিল, আমি (বহু) হইব। তাহা তপস্যা করিল। সেই তপস্যা হইতে ধূম উৎপন্ন হইল। তাহা পুনরায় তপস্যা করিল। সেই তপস্যা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। তাহা পুনরায় তপস্যা করিল। সেই তপস্যা হইতে জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইল।" ইত্যাদি।[১] এই প্রকারে ক্রমে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হইল, বিবৃত হইয়াছে। পরিশেষে উক্ত হইয়াছে যে

> "অসতোঽধি মনোঽসৃজত। মনঃ প্রজাপতিমসৃজত। প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তদ্বা ইদং মনস্যেব পরমং প্রতিষ্ঠিতম্। যদিদং কিঞ্চ। তদেতচ্ছ্বোবস্যসং নাম ব্রহ্ম।"[২]

'অসৎ হইতে মন সৃষ্টি করিল। মন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিল এবং প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিল। এই যাহা কিছু (পরিদৃশ্যমান হইতেছে) তৎসমস্তই নিশ্চয় মনেই সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত। উহা শ্বোবস্তস নামক ব্রহ্ম।' যেমন সায়ন বলিয়াছেন, যাহা শ্ব শ্ব (বা উত্তরোত্তর দিনে) বসীয় (বা অতিশয় শ্রেষ্ঠ) হয়, তাহা শ্বোবস্তস। সুতরাং এই সংজ্ঞা হইতে জানা যায় উহা ক্রমাভিবর্দ্ধনশীল মন, উহা প্রতিক্ষণে উত্তরোত্তরাধিক জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। এই বৃংহণ হইতেছে বলিয়া উহা ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সগুণ সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্বশক্তিমান্। তিনি পরম স্বতন্ত্র, সুতরাং বিশ্বসর্জনে তাঁহাকে কিছুরই অপেক্ষা রাখিতে হয় না। তিনি স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার প্রয়োজনাপ্রয়োজনবত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন অকর্তব্য। এই প্রকার মানিলে পূর্বোক্ত আশঙ্কাসমূহের মূলোচ্ছেদ হয় বটে। পরন্তু বাদরায়ণও তাহা বলেন নাই। কেননা, দার্শনিক বিচারে তাহাতে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাদি অপর দোষসমূহের উৎপত্তি হয়। তাই তাঁহারা সৃষ্টিকে জীবকর্মসাপেক্ষ বলিয়া মানেন।

১। তৈত্তিব্রা, ২।২।৯।১— ২। তৈত্তিব্রা, ২।২।৯।১০

কল্পবাদ ও অনাদিবাদ

সৃষ্টিকে জীবকর্মসাপেক্ষ মানিলে পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির সদ্ভাব এবং প্রথম সৃষ্টির অভাব বা সৃষ্টিলীলার অনাদিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ বলেন, তাহা যুক্তিযুক্তও বটে এবং শ্রুতিসিদ্ধও বটে।[১] আমরা এখানে তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি।[২] মধুচ্ছন্দের পুত্র অঘমর্ষণ ঋষি বলিয়াছেন,

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥"[৩]

'ধাতা সূর্য, চন্দ্র, সুখস্বরূপ দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ যথাপূর্ব কল্পনা (অর্থাৎ সঙ্কল্প বলে সৃষ্টি) করিলেন।' 'যথাপূর্ব' অর্থ 'যেমন পূর্ব পূর্ব বারে তেমন'। তাহাতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টি অনেকবার হইয়াছে এবং প্রতিবারের সৃষ্টি পূর্ব পূর্ব বারের অনুরূপ। 'পুরুষসূক্তে' নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন,

"পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ"[৪]

'তাঁহার (পুরুষের) এক পাদ ইহলোকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়।'

'যে ত আসীদ্ ভূমিপূর্বাঃ যামদ্ধাতয়ঃ ইদ্ বিদুঃ।
যো বৈ তাং বিদ্যান্নামথা স মন্যেত পুরাণবিৎ॥'[৫]

১। "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ"—(ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৬)

২। অনাদি কি কারণে যুক্তিযুক্ত আচার্য শঙ্কর তাহা নির্দেশ করিয়াছেন,—

"আদিমত্ত্বে হি সংসারস্য অকস্মাদুদ্ভূতের্মুক্তানামপি পুনঃ সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ, সুখদুঃখবৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ।" (ঐ, শঙ্করভাষ্য)

জগৎকে সাদি মনে করিলে উহার আকস্মিক উদ্ভূতি স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে মুক্ত পুরুষদিগের সংসারে পুনরুদ্ভূতি এবং সংসারবদ্ধজীবের অকৃতাভ্যাগম (অর্থাৎ অকৃত কর্মের ফলভোগপ্রাপ্তি)—এই উভয় দোষের প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে। কেননা, তখন জগতের সুখদুঃখাদিবৈষম্য নির্নিমিত্ত মানিতে হয়। পক্ষান্তরে সংসারকে অনাদি মানিলে এই সকল দোষ আপতিত হয় না; জাগতিক বৈষম্যের একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাই সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিযুক্ত।

৩। ঋক্‌সং, ১০।১৯০।৩; এই 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১০।১) অনূদিত হইয়াছে। পরন্তু তথায় 'স্বঃ' স্থলে 'সুব' পাঠান্তর আছে।

৪। ঋক্‌সং, ১০।৯০।৪; ইত্যাদি

৫। অথসং, ১১।৮।৭

'এইটির (বর্তমান পৃথিবীর) পূর্বে যে পৃথিবী ছিল, যে ঋষি উহাকে জানেন,—যিনি উহাকে নামে নামে (অর্থাৎ তত্রস্থ প্রত্যেক বস্তুর নাম) জানেন, সেই পুরাণবিৎ (বর্তমানকেও) জানিতে সমর্থ।' তাহাতে জানা যায়, বর্তমান সৃষ্টির পূর্বেও সৃষ্টি হইয়াছিল এবং বর্তনান পূর্বেরই অনুরূপ। শ্রুতি তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,

"ইন্দ্রাদিন্দ্রঃ সোমাৎ সোমো অগ্নেরগ্নিরজায়ত।
ত্বষ্টা হ জজ্ঞে ত্বষ্টুর্ধাতুর্ধাতাঽজায়ত॥
যে ত আসন্ দশ জাতা দেবা দেবেভ্যঃ পুরা।
পুত্রেভ্যো লোকং দত্ত্বা কস্মিংস্তে লোক আসতে॥" [১]

সৃষ্টি প্রলয়ের উল্লেখও একাধিক স্থলে পাওয়া যায়। যথা

"যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং"। [২]

"এই সমস্ত জগৎ যাহাতে (প্রলয়কালে) লীন হয়, যাহা হইতে (সৃষ্টিকালে) উৎপন্ন হয়।" কাণ্ব মেধাতিথি ঋষি বলিয়াছেন, "ইন্দ্র নিজ মহিমা দ্বারা দ্যাবা পৃথিবী বিস্তার করেন।...বিশ্বভুবন ইন্দ্রে উপরত হয়।[৩] 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (২৮) ব্রহ্মে দেবতা, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্রমা, আদিত্য ও অগ্নির প্রলয়ের এবং তাহা হইতে পুনঃ উৎপত্তির ক্রমের বর্ণনা আছে। আরও কথিত হইয়াছে যে, "যং বৈ ব্রহ্ম যোঽয়ং পবতে।"

প্রাচীনেরা সৃষ্টি-প্রলয় সম্বন্ধে সূর্যের উদয়াস্তের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

"এতাং সৃষ্টিং বিজানীহি কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ।
যথা সূর্যস্য গগনাদুদয়াস্তমনে ইহ॥ [৪]

'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' (৩।১২।৯।৭) আছে, "বিশ্বস্রষ্টা প্রথমে সত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সহস্র বৎসর পর্যন্ত (প্রতিদিন) প্রসুত (সোম) দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ভুবনপালক হিরণ্ময় শকুনি—যাহা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়—উৎপন্ন হইল।" ঐ হিরণ্ময় পক্ষী হিরণ্যগর্ভই। সহস্র বৎসর

১। অথসং, ১১।৮।৯-১০

২। বাজসং (মাধ্য), ৩২।৮ ও কাণ্বসং, ৪।৪।৩।৫ (উভয়ত্র 'যস্মিন্' স্থলে 'তস্মিন্' পাঠান্তর); তৈত্তিআ, ১০।১।২ ; শ্বেতউ, ৪।১১ ; আর দেখ, শ্বেতউ, ৫.৩

৩। ঋক্‌সং, ৮।৩।৬ 　　　৪। মহাভা, ১২।৩।৩১।৭৫

ব্যাপী প্রলয়াবস্থার পর বিশ্বস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করেন, ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য ইহা মনে হয়। তাহাতে প্রলয়জ্ঞানের পরিমাণ পাওয়া যায়।

বৃহস্পতি-পুত্র সংযু ঋষি বলিয়াছেন,

"সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদন্যো নানু জায়তে॥"[১]

'দ্যৌ সকৃৎই উৎপন্ন হইয়াছে, ভূমি সকৃৎই উৎপন্ন হইয়াছে; এবং গৌর (মরুদ্গণের মাতার) দুগ্ধ সকৃৎই দোহন করা হইয়াছে। তৎপরে অন্য (পদার্থ) উৎপন্ন হয় না।' তাহাতে মনে হয় তিনি কল্পবাদ, তথা অনাদিবাদ, মানিতেন না।

যমী যমকে বলেন,

"কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ
ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্র বোচৎ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম
... ... ॥"[২]

'ইহার (জগতের) প্রথম দিন কে জানে? কে উহা দেখিয়াছিল? কে উহা কোথায় প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছে? মিত্র ও বরুণের ধাম (এই বিশ্বজগৎ) অতি বৃহৎ....।' সুতরাং জগতের আদির কথা কেহ বলিতে পারে না,—জগৎ অনাদি।

সৃষ্টিযজ্ঞ

কোন কোন বৈদিক ঋষি বিশ্বসৃষ্টিকে যজ্ঞবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবেচনা করা যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ 'পুরুষসূক্তে' নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন যে "দেবতাগণ পুরুষরূপ হবি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।...সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন সেই পুরুষকে

১। ঋক্‌সং, ৬।৪৮।২২
৩। ঋক্‌সং, ১০।১০।৬; অথসং, ১৮।১।৭

বর্হিতে প্রোক্ষণ করত সাধ্যদেবগণ এবং ঋষিগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।"[১] ঐ যজ্ঞের ফলে জগৎপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়। তিনি ঐ যজ্ঞকে "সর্বহুৎ" আখ্যা দিয়াছেন।[২] সায়ন মনে করেন যে যেহেতু সর্বাত্মক পুরুষ ঐ যজ্ঞে হুত হইয়াছিল, সেই কারণে উহাকে সর্বহুৎযজ্ঞ বলা হইয়াছে। প্রজাপতি ঋষির পুত্র যজ্ঞ ঋষি যজ্ঞানুষ্ঠান কল্পনার সহিত বস্ত্রবয়নকল্পনা মিশ্রিত করিয়া বলিয়াছেন, "সৃষ্টিযজ্ঞ (সৃষ্টবস্তুরূপ) তন্তুসমূহ দ্বারা সর্বত বিস্তৃত এবং একোত্তরশত দেবকর্মসমূহ (অর্থাৎ জীবগণ কর্তৃক দেবতাগণের উদ্দেশে কৃত কর্মসমূহ) দ্বারা আয়ত। পিতৃগণ উহা বয়ন করেন।....পুরুষ উহাকে বিস্তার করেন এবং পুরুষ উহাকে উদ্বেষ্টন করেন। তিনি এই ভূলোক এবং স্বর্গলোকে উহা বিস্তার করেন। এই ময়ূখসমূহ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হন এবং বয়নার্থ সাম ও তসরসমূহ (অর্থাৎ দীর্ঘ ও তির্যকৃতন্তুসমূহ) নির্মাণ করেন।"[৩] সৃষ্টিযজ্ঞের উল্লেখ ব্রাহ্মণাদিতেও পাওয়া যায়।[৪]

এই সকল বচন হইতে জানা যায়, সৃষ্টিযজ্ঞের কর্তা পুরুষ, প্রজাপতি, দেবগণ, সাধ্যগণ, ঋষিগণ বা পিতৃগণ এবং হবি ও পুরুষ। নারায়ণ ঋষি বলেন,

"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ॥"[৫]

'তাহা (মূলপুরুষ) হইতে বিরাট্ (বা ব্রহ্মাণ্ডদেহ) উৎপন্ন হইল এবং উহাকে অধিকার করিয়া পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই উৎপন্ন পুরুষ অতিরিক্ত হন। পরে ভূমি (অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ) উৎপন্ন হইল এবং অনন্তর (সেই সকল দ্বারা) পুর (বা শরীর) নির্মিত হইল।'[১] অর্থাৎ মূল পুরুষ প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডদেহাভিমানী পুরুষ হন; নীরূপ ও অব্যক্ত পুরুষ প্রথমে সরূপ হইল, ব্যক্তিত্ব লাভ করিল। অনন্তর ঐ বিরাট্ পুরুষ ভূতাদিক্রমে জগৎরূপে পরিণত

১। ঋক্‌সং, ১০।৯০।৬-৭; আরও দেখ, ঋক্‌সং, ১০।৯০।১৫, অথসং, ৭।৫।৪

২। ঋক্‌সং, ১০।৯০।৮, ৯ ৩। ঋক্‌সং, ১০।১৩০।১-২

৪। যথা, 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' আছে,

"স প্রজাপতির্যজ্ঞমতনুত তমাহরত্তেনাযজতেতি। প্রজাপতির্যজ্ঞমসৃজত যজ্ঞং সৃষ্টমনু ব্রহ্মক্ষত্রে অসৃজ্যেতামিতি চ।"—(৫।৩২।৭।১১)

৫। ঋক্‌সং, ১০।৯০।৫; অথসং, ১৯।৬।৯ ("বিরাড়গ্রে সমভবদ্" পাঠান্তরে)

হন। যজ্ঞের ভাষায় বলিলে, পুরুষ নিজে নিজেকে সৃষ্টিযজ্ঞে হবন করিয়াছেন। তাহাতে বিরাট্ পুরুষকে নিঃসন্দেহে হোতা ও হবি উভয়ই বলা যায়। পুরুষ ও প্রজাপতি অভিন্ন। সেই হেতু কোথাও কোথাও প্রজাপতিকে যজ্ঞকর্তা বলা হইয়াছে। পুরুষ বা প্রজাপতি বহু হইতে,-উৎপন্ন হইতে কামনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সুতরাং বিরাট্ পুরুষের মানসসঙ্কল্পও সৃষ্টিযজ্ঞের কর্তা। ভাবী বহুর পর্য্যালোচনা হেতু স্রষ্টার মানস-কল্পনা বহু-অভিমুখী ছিল। উহাদিগকেই সৃষ্টিযজ্ঞশ্রুতিতে দেবগণ বলা হইয়াছে। সৃষ্টিযজ্ঞের সমস্ত কর্ম সাধন করেন বলিয়া, উহারা "সাধ্যদেব";[১] সৃষ্টিকে পালন করে বলিয়া উহারা 'পিতৃদেব' ("পিতরঃ")। উহারাই 'ঋষি' এবং 'ময়ূখ'।

'শতপথব্রাহ্মণে' স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টিযজ্ঞশ্রুতিতে উক্ত সাধ্যদেবগণ প্রাণসমূহই।[২] ঋষিগণও উহারাই।[৩] অন্যত্র সেই কথা পাওয়া যায়। 'মুদ্গলোপনিষদে'[৪] 'পুরুষসূক্তে'র ব্যাখ্যায় ইন্দ্রিয়গণকে যাজক বলা হইয়াছে ("ইন্দ্রিয়াণি যাজকানি ধ্যাত্বা")।

"প্রাণা বৈ সপ্ত ঋষয়ঃ সাধ্যা বিশ্বসৃজঃ।"[৫]

ইত্যাদি। এইরূপে দেখা যায়, সৃষ্টিযজ্ঞের রূপকল্পনার মূলে ব্রহ্মাভিন্ন-নিমিত্তোপাদানকারণবাদই নিহিত আছে। যজুঋষি বলিয়াছেন যে সৃষ্টিযজ্ঞ

১। যাস্কাচার্যও বলিয়াছেন, "সাধ্যা দেবাঃ সাধনাৎ"। উহার দৃষ্টান্তরূপে তিনি দীর্ঘতমা ও যজ্ঞ ঋষির বচন [ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৫০ = ১০।৯০।১৬] উদ্ধৃত করিয়াছেন। (নিরুক্ত, ১২।৪০।৩)

২। "প্রাণা বৈ সাধ্যা দেবাস্ত এতমগ্র এবমসাধয়ন্নেতদেব বুভূষন্ত উ এবাপ্যেতর্হি সাধয়ন্তি" (শতব্রা (মাধ্য), ১০।২।২।৩)

৩। "প্রাণা বা ঋষয়স্তে যৎ পুরাস্মাৎ সর্বস্মাদিদমিচ্ছন্তঃ শ্রমেণ তপসারিষংস্তস্মাদৃষয়ঃ।" (শতব্রা (মাধ্য) ৬।১।১।১-) পূর্বে দেখ

৪। দুর্গাচার্যের নিরুক্তবৃত্তিতে ধৃত। (১২।৪০।৩)

৫। নারায়ণ ঋষি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে যেমন ঋগাদি বেদ, গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ এবং মনুষ্যপশু প্রভৃতি, তেমন চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি দেবগণও সৃষ্টিযজ্ঞের ফলে উৎপন্ন হইয়াছেন। (ঋক্‌সং, ১০।৯০।১০-১৩) যজুঋষিও সেইপ্রকার বলিয়াছেন যে গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ এবং অগ্নি, সবিতা, সোম, বৃহস্পতি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণ এবং ঋষিগণ, মনুষ্যগণ ও পিতৃগণ সৃষ্টিযজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। (ঋক্‌সং, ১০।১৩০।৫-৭) সুতরাং সৃষ্টিযজ্ঞে ব্রতী দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি ঐ সকলের কেহ নিশ্চয়ই হইতে পারেন না।

"একোত্তরশত দেবকর্মসমূহ (অর্থাৎ জীবগণকর্তৃক দেবতাগণের উদ্দেশে কৃত কর্মসমূহ) দ্বারা আয়ত!" উহার তাৎপর্য্য এই মনে হয়, জীবের কর্মফল ভোগনিমিত্তই সৃষ্টি হইয়াছে। নারায়ণ ঋষিও তাহাই বলিয়াছেন। যজ্ঞঋষি আরও বলিয়াছেন যে পুরুষ নিজেই জগদ্রূপ বস্ত্রের বিস্তার এবং সংবেষ্টন অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করেন। এই উপমা হইতে ইহাও প্রতিপাদিত হয় যে, সংবেষ্টন এবং সম্প্রসারণ হেতু যেমন বস্ত্রের বস্তুর কোন পরিবর্তন হয়না, তেমন সৃষ্টি ও প্রলয় দ্বারাও জগদ্বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় না, সুতরাং কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন। কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব প্রতিপাদন করিতে বস্ত্রের দৃষ্টান্ত ভগবান্ বাদরায়ণও দিয়াছেন।[১] তাহার ভাষ্যকারগণ উহার সমর্থক কোন শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই।

অন্যোন্যোৎপত্তি

সৃষ্টিবর্ণনা প্রসঙ্গে বেদে কখন কখন অন্যোন্যোৎপত্তি কথিত হইয়াছে দেখা যায়। যথা—নারায়ণ ঋষির 'পুরুষসূক্তে' আছে,—

"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।"[২]

'তাহা (মূল পুরুষ) হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হইল এবং উহাকে অধিকার করিয়া পুরুষ উৎপন্ন হইল।' বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন,—

"অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদদিতিঃ পরি।"[৩]

'অদিতি হইতে দক্ষ উৎপন্ন হইল এবং দক্ষ হইতে অদিতি (উৎপন্ন হইল)।' অথর্ববেদে সবিতা সম্বন্ধে সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে, 'তিনি অহ হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে অহ উৎপন্ন হইল। তিনি রাত্রি হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে রাত্রি উৎপন্ন হইল। তিনি অন্তরিক্ষ হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে অন্তরিক্ষ উৎপন্ন হইল। তিনি বায়ু হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল। তিনি দ্যৌ হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে দ্যৌ উৎপন্ন হইল। তিনি দিক্‌সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেন, দিক্‌সমূহ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। তিনি ভূমি হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে ভূমি উৎপন্ন হইল। তিনি অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা

১। "পটবচ্চ"—(ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৭)
২। ঋক্‌সং, ১০।৯০।৫
৩। ঋক্‌সং, ১০।৭২।৪

হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। তিনি জল হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে জল উৎপন্ন হইল। তিনি ঋক্‌সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে ঋক্‌সমূহ উৎপন্ন হইল। তিনি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইলেন, তাঁহা হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইল।"[১]

অন্যোন্যোৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়? প্রাচীনকালে এই বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা-জল্পনা হইয়াছিল বোধ হয়। অদিতি ও দক্ষের অন্যোন্যোৎপত্তি-শ্রুতি সম্বন্ধে যাস্ক লিখিয়াছেন, "ইহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? তাঁহারা উভয়ে সমান-জন্মা হইবেন বলা যায়। অথবা দেবধর্ম হেতু তাঁহারা ইতরেতরজন্মা, ইতরেতরপ্রকৃতি হইবেন।"[২] পুরুষ ও বিরাটের ইতরেতরোৎপত্তি-বিষয়ক শ্রুতির ব্যাখ্যা একাধিক স্থলে দৃষ্ট হয়। 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে—"এষা বৈ সা বিরাট্। এতস্যা এবৈতদ্‌বিরাজো যজ্ঞং পুরুষং জনয়তি।"[৩] এই ব্যাখ্যা মতে, বিরাট্ হইতে উৎপন্ন পুরুষ এবং বিরাটের যোনি পুরুষ অভিন্ন নহে, ভিন্নই; অপর কথায়, দুই ভিন্ন বস্তুকে একই 'পুরুষ' সংজ্ঞা দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। 'মুদ্‌গলোপনিষদে'র মতে,[৪] যাহা হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হয়, তাহা পুরুষের চতুর্থপাদ—পাদনারায়ণ, বা অনিরুদ্ধনারায়ণ। তাঁহা হইতে উৎপন্ন 'বিরাট্' প্রকৃতিই। আর তাঁহা হইতে উৎপন্ন 'পুরুষ' ব্রহ্মা, যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র 'পুরুষসূক্ত'-ব্যাখ্যায়ও সেই কথা আছে।[৫] ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে অন্যোন্যোৎপত্তিই থাকে না।

অথর্ববেদে ঐ অন্যোন্যোৎপত্তি-বচনের অব্যবহিত পরে উক্ত হইয়াছে—

"স যজ্ঞস্তস্য যজ্ঞঃ স যজ্ঞস্য শিরস্কৃতম্।"[৬]

'তিনি যজ্ঞ, তাঁহারই যজ্ঞ, তিনি যজ্ঞের মস্তক।' কিঞ্চিৎ পরে উক্ত হইয়াছে—

"তাবাংস্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তন্বঃ শতম্॥"[৭]

'হে মঘবন্! তোমার মহিমা ঐ প্রকারই, তোমার তনুসমূহ শত শত।' তাহাতে মনে হয়, অন্যোন্যোৎপন্নতাখ্যাপন উভয়ের অভিন্নত্ব,—ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব খ্যাপনের বৈদিক পদ্ধতি বিশেষ।

১। অথসং, ১৩।৭।২৯-৩১
২। নিরুক্ত, ১১।২৩।৩-৪
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৬।১।২
৪। মুদ্‌গলউ, ১।৫; ২।১
৫। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা', ৫৯।৩৪
৬। অথসং, ১৩।৭।৪০
৭। অথসং, ১৩।৭।৪৪

উচ্ছিষ্ট—প্রলয়যজ্ঞ

'অথর্ববেদে' উচ্ছিষ্টের বিবরণ আছে,[১]—

"উচ্ছিষ্টে নাম ও রূপ, উচ্ছিষ্টে লোক আহিত আছে। উচ্ছিষ্টের অভ্যন্তরে ইন্দ্র, অগ্নি এবং বিশ্ব সমাহিত আছে॥ ১॥ উচ্ছিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী এবং সর্বভূত সমাহিত। উচ্ছিষ্টে আপ, সমুদ্র, চন্দ্রমা এবং বায়ু আহিত॥ ২॥ সৎ ও অসৎ উভয়ই, এবং মৃত্যু, বাজ এবং প্রজাপতি উচ্ছিষ্টে (আহিত)।···ব্রহ্ম, বিশ্বস্রষ্টা দশ এবং দেবতা উচ্ছিষ্টে সর্বত দৃঢ়ভাবে স্থিত, যেমন (অরসমূহ) চক্রের নাভিতে॥ ৪॥ ঋক্, সাম, যজু, উদ্‌গীত, প্রস্তুত, স্তুত, হিঙ্কার··· (অর্থাৎ যজ্ঞসম্পর্কীয় সমস্ত কিছুই) উচ্ছিষ্টে আশ্রিত আছে॥ ৫-১৩॥ "নব ভূমি, সমুদ্র এবং দ্যুলোক উচ্ছিষ্টে অধিশ্রিত। সূর্য উচ্ছিষ্টে ভাত হয় এবং অহোরাত্র তাহাতে॥ ১৪॥ বিশ্বের ভর্তা এবং জনকের পিতা উচ্ছিষ্ট উপহব্য, বিষুবৎ এবং গুহাহিত যজ্ঞসমূহ ধারণ করেন॥ ১৫॥ উচ্ছিষ্ট জনকের পিতা, প্রাণের (অসুর) পৌত্র এবং পিতামহ। তিনি ক্ষয় প্রাপ্ত হন। তিনি বিশ্বের ঈশান, বৃষা এবং পৃথিবীতে অতিঘ্ন্য॥ ১৬॥ ঋত, সত্য, তপ, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম, কর্ম, ভূত, ভবিষ্যৎ, বীর্য, লক্ষ্মী, ও বল (রূপ) উচ্ছিষ্টে (আহিত)॥ ১৭॥ সমৃদ্ধি, ওজ, আকূতি, ক্ষত্র, রাষ্ট্র, ষড়ুর্বী, সংবৎসর, ঈড়া, ঘৈপ্রষা, গ্রহ ও হবি উচ্ছিষ্টে আছে॥ ১৮॥···অর্ধমাস, মাস, ঋতুসমূহ আর্তব, ঘোষিণী, আপ, স্তনয়িত্নু, শ্রুতি ও মহী উচ্ছিষ্টে (আছে)॥ ২০॥ ···যাহা যাহা প্রাণ দ্বারা প্রাণন করে, যাহা যাহা চক্ষু দ্বারা দেখে এবং যে সকল দেবতা বিভিন্ন দ্যুলোকে শ্রিত আছেন, তাঁহারা উচ্ছিষ্ট হইতে উৎপন্ন হন॥ ২৩॥ যজুসহ ঋক্, সাম ও ছন্দঃসমূহ এবং যে সকল দেবতা বিভিন্ন দ্যুলোকে শ্রিত আছেন, তাঁহারা উচ্ছিষ্ট হইতে উৎপন্ন হন॥ ২৪॥ প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র, অক্ষিতি, ক্ষিতি এবং যে সকল...॥ ২৫॥ আনন্দ, মোদ, প্রমোদ, অভীমোদ, মুদ এবং যে সকল···॥ ২৬॥ দেবতাগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ এবং যে সকল দেবতা বিভিন্ন দ্যুলোকে শ্রিত আছেন, তাঁহারা উচ্ছিষ্ট হইতে উৎপন্ন হন॥ ২৭॥

'উচ্ছিষ্ট' শব্দের অর্থ যজ্ঞের (বা ভোজনের) অবশেষ।[২] উক্ত সূক্তে বিশেষভাবে প্রলয়যজ্ঞের অবশেষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিশ্বের

১। অথসং, ১১।৭ সূক্ত ২। ঋক্‌সং, ১।৭৮।৯ দেখ

সৃষ্টিকে যেমন শ্রুতিতে যজ্ঞ মনে করা হয়, সৃষ্ট বিশ্বের প্রলয়কেও তেমন যজ্ঞ মনে করা হয়। ঐ যজ্ঞের যাহা অবশেষ থাকে তাহাই উচ্ছিষ্ট। উহা অব্যাকৃত বা প্রকৃতি। উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, জগতের সমস্ত কিছুই প্রলয়ে ঐ উচ্ছিষ্টে সমাহিত থাকে এবং সৃষ্টিকালে উহা হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহাতে সৎকার্যবাদ স্থাপিত হয়।

প্রলয় সলিল

প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি বলিয়াছেন, "এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে তমঃ দ্বারা গূঢ় অপ্রকেত সলিল ছিল"।

"তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।"[১]

জগৎ যে পূর্বে সলিল বা আপ ছিল শ্রুতির বহুত্র তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা,

"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীত্তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বাঽচরৎ" ইত্যাদি।[২] 'অগ্রে ইহা আপ বা সলিলই ছিল। প্রজাপতি বায়ুভূত হইয়া তাহাতে বিচরণ করিতেছিল। ইত্যাদি।

"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ স প্রজাপতিঃ পুষ্করপর্ণে বাতো ভূতোঽলেলায়ৎ স প্রতিষ্ঠাং নাবিন্দত" ইত্যাদি।[৩]

'অগ্রে ইহা আপ বা সলিলই ছিল। (তত্রস্থ এক) পদ্মপত্রে প্রজাপতি বায়ুভূত হইয়া লেলায়মান হইতেছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাইলেন না' ইত্যাদি। এইরূপ আরও অনেক বচনে আছে যে, জগতের প্রাক্‌রূপ সলিল মধ্যস্থ এক পদ্মপত্রে প্রজাপতি বায়ুভূত অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অমূর্ত রূপে বর্তমান ছিলেন।[৪] কোথাও আরও আছে যে, ঐ প্রজাপতির মনে সৃষ্টিবাসনা হইল এবং তাহাতে তিনি তপস্যা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন।[৫] আর কোথাও আছে

১। ঋক্‌সং, ১০।১২৯।৩; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৪ ২। তৈত্তিসং, ৭।১।৫।১
৩। তৈত্তিসং, ৫।৬।৪।২ ৪। যথা,—
"আপো বা ইদমাসন্ সলিলমেব। স প্রজাপতিঃ পুষ্করপর্ণে বাতো ভূতোঽলেলীয়ত।" (কপিসং ৪২।৩)
"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তেন প্রজাপতিরশ্রাম্যৎ। কথমিদং স্যাদিতি। সোঽপশ্যৎ পুষ্করপর্ণং তিষ্ঠৎ··· ।"—(তৈত্তিব্রা, ১।১।৩।৫); আরও দেখ, ১।২।১।৩
৫। "আপো বা ইদমাসন্ সলিলমেব। স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ। তস্যান্তর্মনসি কামঃ সমবর্তত। ইদং সৃজেয়মিতি।"—(তৈত্তিআ, ১।২৩)

ঐ আপই সৃষ্টি কামনায় তপস্যা করেন ; তাহাতে পরে প্রজাপতি উৎপন্ন হয়।[১] যাহা হউক, এইরূপে সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ আপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই হেতু উহা আপই। "এই" সমস্ত আপই —সর্বভূত আপ, প্রাণসমূহ আপ, পশুসমূহ আপ, সম্রাট্ আপ, বিরাট্ আপ, স্বরাট্ আপ, জ্যোতিষ্কসমূহ আপ, সত্য আপ, সর্বদেবতা আপ এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ আপ। ওঁ।"[২] 'সেই হেতু ইহা (জগৎ) নিশ্চয়ই আপই। উহা (আপ) মূল (কারণ) আর ইহা তুল (কার্য), উহা পিতা, আর ইহা পুত্র।'[৩]

"আপো বৈ সর্বা দেবতাঃ"[৪]

'সমস্ত দেবতা নিশ্চয়ই আপ।'

এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে আপ সম্বন্ধেও তাহা তাহা বলা হইয়াছে। সুতরাং উভয়ের সম্পর্ক কি বিচার্য। ব্রহ্মবাদী জুহূ ঋষি বলিয়াছেন।

"আপো দেবীঃ প্রথমজা ঋতেন"[৫]

'ঋত কর্তৃক আপ দেবী প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল।' বিশ্বকর্মা ঋষি প্রশ্ন করিয়াছেন,

"পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা
পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কিং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো
যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।"[৬]

১। "আপো হ বা ইদমগ্রে সলিলমেবাস। তা অকাময়ন্ত কথং নু প্রজায়েমহীতি তা অশ্রাম্যংস্তাস্তপোঽতপ্যন্ত তাসু তপস্তপ্যমানাসু হিরণ্ময়াণ্ডং সম্বভূব...ততঃ সংবৎসরে পুরুষঃ সমভবৎ স প্রজাপতিঃ...।"—(শতব্রা (কাণ্ব), ৩।১।১২।২

"আপো এবেদমগ্র আসুঃ। তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতি-র্দেবান্।"—শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৮।৬।১ ; বৃহউ, ৫।৫।১

"আপস্তপোঽতপ্যন্ত তাস্তপস্তপ্ত্বা গর্ভমদধত তত এব আদিত্যাঽজায়ন্ত।"—(কৌষীব্রা, ২৫।১) "অদ্ভ্যঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।"—(কপিসং, ৭।৩]

২। তৈত্তিআ, ১০।২২ ৩। ঐতআ, ২।১।৮

৪। তৈত্তিসং, ২।৬।৮।১ ; ৫।৭।৯।৩ ; তৈত্তিব্রা, ৩।২।৪।৩ ; ৩।৩।৪।৫ ঐতব্রা ; ২।২।৫ ; কৌষীব্রা, ১১।৪। ৫। ঋক্সং, ১০।১০৯।১

৬। ঋক্সং, ১০।৮২।৫, তৈত্তিসং, ৪।৬।২।২ ("অসুরৈগুর্হাযৎ" ও "সমগচ্ছন্ত" পাঠান্তরে) ; বাজসং (মাধ্য, ১৭।২৯ 'বিশ্বে' স্থলে 'পূর্বে') ; কাণ্বসং, ২।৮।৩।৫ ('কংস্বিৎ' ও 'পূর্বে') ; কপিসং, ২৮।২ ('দধ্রু') কাঠসং, ১৮।১ ('পূর্বে') ; মৈত্রাসং, ২।১০।৩ ('দিবঃ', 'দেবেভ্যা অসুরং যদস্তি' ও 'সমগচ্ছন্ত সর্বে')।

'যাহা দ্যুলোক হইতে পর, এই পৃথিবী হইতে পর এবং দেবতা ও অসুরগণ হইতেও পর, সেই আপ্ কোন্ তত্ত্বকে প্রথম গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, যাহাতে দেবগণ সমস্তই সম্যগ্ দেখিয়াছিলেন?' তিনিই আবার উহার উত্তর দিয়াছেন,

"তমিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো
যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং
যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥"[১]

'যাহাতে দেবগণ সমস্তই সম্যক্ লীন ছিলেন, তাহাকে আপ প্রথমে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। যাহাতে এই বিশ্বভুবন অবস্থিত সেই এক অজের (অর্থাৎ অজরূপ) নাভিতে অধ্যর্পিত।' এই সকল বচন হইতে জানা যায় বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কর্তা অপ্ হইতেই উৎপন্ন। সত্রি ঋষিও বলিয়াছেন,

"একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমা বিবেশ
স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চষ্টে।
তং পাকেন মনসাপশ্যমন্তিত-
স্তং মাতা রেড়্হি স উ রেড়্হি মাতরম্ ॥"[২]

'এক পক্ষী সমুদ্রে আবেশ করিল। উহা সমস্ত ভুবনকে বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়াছে। আমিও পরিণত বুদ্ধি দ্বারা উহাকে অন্তিকে দেখিয়াছি। মাতা উহাকে লেহন করে এবং উহা মাতাকে লেহন করে (অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করে)।' এখানে সুপর্ণ বা পক্ষী বিশ্বস্রষ্টাই। ঋষি নিজেই তাহা বলিয়াছেন। সমুদ্র আপ্‌ই। স্রষ্টা প্রজাপতি আপ্ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং আপ্ তাঁহার মাতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি বলিয়াছেন,

"আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্
গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥"[৩]

১। ঋক্‌সং, ১০।৮২।৬; বাজসং, ১৭।৩০ ('সমপশ্যন্ত' ও 'ইদং ভুবনানি তস্থুঃ'); কাঠসং; ১৮।১ (বাজসং পাঠ), কপিং ২৮।২ (বাজসং পাঠ); তৈত্তিসং, ৪।৬।২।৩ ('ইদং ভুবনমধি শ্রিতম্'); মৈত্রাসং, ২।১০।৩ ('বিশ্বা ভুবনাধিতস্থুঃ')।

২। ঋক্‌সং, ১০।১১৪।৪

৩। ঋক্‌সং, ১০।১২১।৭; কাঠসং, ৪০।১।৪।৩; মৈত্রাসং, ২।১৩।২৩; তৈত্তিসং, ৪।১।৮।৫-('দক্ষং দধানা', 'নিরবর্ততাসুরেক')।

"তাহা বৃহতী আপই যাহা অগ্নি (অর্থাৎ পঞ্চভূত) উৎপন্ন করিতে কামনা করিয়া গর্ভধারণ করতঃ সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহা (গর্ভ) হইতে দেবতাদিগের প্রাণ (ভূত) এক (প্রজাপতি) আবির্ভূত হইল। প্রজাপতি দেবকেই আমরা হবিঃ প্রদান করিব।' এইরূপে দেখা যায়, আপ হইতে প্রজাপতি বা ব্রহ্ম উৎপন্ন হন এবং তাঁহা হইতে জগৎপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া জগৎকে ব্রহ্ম বলা যায়, অথবা ব্রহ্মেরও মূল কারণ আপের সম্পর্কে জগৎকে আপ বলা যায়। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ শ্রুতিপ্রমাণও আছে। যথা, 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'[১] একটা ঋকের তিন চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"আপো হ যদ্‌বৃহতীর্গর্ভমায়ন্‌
দক্ষং দধানা জনয়ন্তী স্বয়ম্ভুম্‌।
তত ইমেঽধ্যসৃজন্ত সর্গাঃ"

'(তাহা) বৃহতী আপই যাহা স্বয়ম্ভুকে উৎপন্ন করিতে কামনা করিয়া দক্ষ (বা সামর্থ্যবান্‌) হইয়া গর্ভ ধারণ করিলেন। তৎপরে (স্বয়ম্ভু) এই সৃষ্ট বস্তু সমূহ সৃজন করিল।' অনন্তর উহার তাৎপর্য এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

"অদ্ভ্যো বা ইদং সমভূৎ। তস্মাদিদং সর্বং ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বিতি।"

'আপ হইতেই ইহা (জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে। সেইহেতু এই সমস্তই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মই।' যেহেতু আপই সৃষ্টির মূল কারণ, সেইহেতু কোন কোন শ্রুতিতে উহাকেই প্রজাপতি বলা হইয়াছে যথা,

"আপো বৈ প্রজাপতিঃ।"[২]

'অথর্ববেদে' আছে, "অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিঃ।"[৩] 'কৌষীতকীব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে ঐ বচনস্থ 'অম্বয়ঃ' অর্থ আপই।[৪] মাতৃবাচক অম্বা, অম্বি, অম্বালী ও অম্বিকা শব্দ বেদে প্রসিদ্ধ। এইরূপে জানা যায় যে আপকে মাতা বলা হয়। উহা সমস্ত জগতের উপাদান কারণ বলিয়া মাতৃভূত। 'অথর্ববেদে' এক স্থলে আপ্‌কে "মহদ্‌ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে।[৫] 'শ্বেতাশ্বতরব্রাহ্মণে' আছে,

---

১। তৈত্তিআ, ১।২৩।৮ ২। মৈত্রাসং, ৩।৯।৬ ৩। অথসং, ১।৪।১

৪। "অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিত্যাপো বা অম্বয়ঃ।" "(কৌষীব্রা)" সায়ন কর্তৃক ধৃত (অথর্ববেদ ভাষ্য, ১।৪।১

৫। অথসং, ১।৩২।১

মহদ্‌ব্রহ্মই ভূত ও ভবিষ্যৎ সর্বভূত এবং উহাতেই সর্বভূতের লয় হয়।[১] সুতরাং ব্রহ্মের জগদ্বীজাবস্থা, অব্যক্ত বা অব্যাকৃত অবস্থারই নাম 'আপ'। তাই 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে প্রলয়ে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু থাকে উহাই আপ।[২] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন,

"সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ"[৩]

শব্দব্রহ্মবাদ

ব্রাহ্মণাদিতে কখনও কখনও বলা হইয়াছে যে সমস্ত জগৎ বাক্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা,

"বাচো বা ইদং সর্বং প্রভবতি।"[৪]

'এই সমস্ত বাক্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।'

"বাচীমা বিশ্বা ভুবনান্যর্পিতা।"[৫]

'এই সমস্ত ভুবন বাকে অর্পিত।'

"বাগক্ষরং প্রথমজা ঋতস্য
বেদানাং মাতাঽমৃতস্য নাভিঃ।"[৬]

'বাক্ অক্ষর। উহা ঋতের প্রথমে উৎপন্ন। উহা বেদের মাতা এবং অমৃতের নাভি।'

"বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে
বাচ ইৎ সর্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্যম্।"
"বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে
বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধম্।"

'বাক্ই সমস্ত ভুবনকে উৎপন্ন করিয়াছে এবং বিশ্বরূপ জগৎ বাকেই নিবদ্ধ আছে।'

"বাচো বৈ প্রজা বিশ্বকর্মা জজান।"[৭]

'বিশ্বকর্মা বাক্ হইতেই প্রজা উৎপন্ন করিয়াছেন।'

১। "ভূতং ভবিষ্যৎ প্রস্তৌমি মহদ্‌ব্রহ্মৈকমক্ষরং বহু ব্রহ্মৈকমক্ষরমিত্যেতদ্ধ্যেবাক্ষরং সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতান্যভিসম্পদ্যন্তে"—(শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।১।৯)

২। "আপ ইত্যেবং ব্রহ্মভূতসংজ্ঞকেঽদ্বিতীয়ে প্রতিষ্ঠিতে।" (মহাভারত ১২।৩৪২।৪)

৩। বৃহউ, ৪।৩।৩২ ৪। শতব্রা (মাধ্য), ১।২।৫।১৬ ৫। তৈত্তিব্রা, ২।৮।৮।৪

৬। তৈত্তিব্রা, ২।৮।৮।৫ ৭। শতব্রা (মাধ্য), ৭।৫।২।২১

"অয়ং এবেদং অগ্র আকাশ আসীৎ। স উ এবাপ্যেতর্হি। স ব আকাশো বাগেব সা। তস্মাদাকাশাদ্ বাগ্ বদতি। তাং এতাং বাচং প্রজাপতিরভ্যপীড়য়ৎ। তস্যা অভিপীড়িতায়ৈ রসঃ প্রাণেদৎ। ত এবেমে লোকা অভবন।"[১]

'এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আকাশই ছিল। এখনও ইহা উহাই আছে। সেই যে আকাশ উহা নিশ্চয়ই বাক্। প্রজাপতি সেই বাক্‌কে নিষ্পীড়িত করিলেন। তাহা হইতে রস উৎপন্ন হইল। তাহা এই লোকসমূহই হইল।'

'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে এই মতবাদ সংহিতাগ্রন্থেও আছে। যথা—'বাজসনেয় সংহিতা'য় আছে—

"যো অগ্নিরগ্নেরধ্যজায়ত
শোকাৎ পৃথিব্যা উত বা দিবস্পরি।
যেন প্রজা বিশ্বকর্মা জজান
স্বমগ্নে হেড়ঃ পরি তে বৃণক্তু॥"[২]

'যে অগ্নি অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পুনঃ পৃথিবীর বা দ্যুলোকের শোক হইতে (উৎপন্ন হইয়াছে), এবং যদ্দারা বিশ্বকর্মা প্রজা উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই অগ্নিকে, হে অগ্নি, তোমার ক্রোধ পরিবর্জন কর।' 'শতপথব্রাহ্মণে'র ব্যাখ্যা মতে[৩] এই মন্ত্রের প্রথমোক্ত অগ্নি, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অজ বাক্ এবং দ্বিতীয়োক্ত অগ্নি, যাহা হইতে ঐ বাগ্রূপ অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মা। প্রজাপতির শোক হইতে বাগ্রূপ অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাকেই ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'পৃথিবীর বা দ্যুলোকের শোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' আর যে বলা হইয়াছে, 'যদ্দারা বিশ্বকর্মা প্রজা উৎপন্ন করিয়াছেন,' তাহার কারণ এই যে,

"বাগ্ অজো বাচো বৈ প্রজা বিশ্বকর্মা জজান"

'বাক্ই সেই অজ (অগ্নি)। বিশ্বকর্মা বাক্ হইতেই প্রজা উৎপন্ন করিয়াছেন।' 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'ও সেই প্রকার উক্তি আছে। "প্রথমে ইহ সংসারে কিছুই ছিল না। এই সমস্তই মৃত্যু দ্বারা, অশনায়া (ক্ষুধা) দ্বারা আবৃত ছিল; কেননা, অশনায়াই মৃত্যু। উহা মনে করিল, 'আমি আত্মবান্ হইব।'....তিনি

১। তৈত্তিউপ্র, ১।২৩।১৩ ২। বাজসং (মাধ্য), ১৩।৪৫
৩। শতব্রা (মাধ্য), ৭।৫।২।২২

কামনা করিলেন, 'আমার দ্বিতীয় আত্মা (শরীর) উৎপন্ন হউক।' অনন্তর ঐ অশনায়ারূপ মৃত্যু মনদ্বারা বাক্‌-রূপ মিথুনকে ভাবনা করিল। উহা রেত (বা বীজ) হইল। তিনি সংবৎসর হইলেন। তাহার পূর্বে সংবৎসর ছিল না। তিনি ঐ সংবৎসরকে কিছুকাল অভ্যন্তরে ধারণ করেন। যাবৎকাল সংবৎসর, তাবৎকাল পরে তিনি উহাকে সৃজন করেন। তিনি উৎপন্ন (কুমারের) প্রতি মুখব্যাদান করিলেন। তাহাতে সে 'ভাণ্' এই শব্দ করিল। তাহাতে সে বাক্ হইল।...তিনি ঐ বাক্ এবং ঐ আত্মা (মন) দ্বারা এই সমস্ত, এই যাহা কিছু ঋক্, যজু, সাম, ছন্দ, যজ্ঞ, প্রজা, পশু (প্রভৃতি সমস্তই) সৃজন করিলেন'। যাহা যাহা সৃজন করিলেন, তৎসমস্তই তিনি ভক্ষণ করিতে মনঃস্থ করিলেন। যেহেতু তিনি সমস্তই অদন (ভক্ষণ) করেন, সেই হেতুই তিনি 'অদিতি' নামে অভিহিত হন।"[১]

এই সকল শ্রুতিবচনের কোন কোনটাতে বাক্‌কে জগতের উপাদানকারণ এবং প্রজাপতিকে বা বিশ্বকর্মাকে নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে ; আর কোন কোনটাতে আছে, বাক্‌ই জগতের স্রষ্টা, উপাদান এবং নিমিত্ত উভয়ই কারণ। 'শাঙ্খায়নারণ্যকে' আছে,—

"সর্বা বাগ্ ব্রহ্মেতি হ স্মাহ লৌহিক্যো যে তু কেচন শব্দা বাচমেব তাং বিদ্যাত্তদপ্যেতদৃবিরাহাহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামীতি" ইত্যাদি।[২]

'লৌহিক্য (ঋষি) বলিয়াছেন, সর্ব বাক্ ব্রহ্মই ; যে যে শব্দ আছে, তাহাদিগকে বাক্ বলিয়া জানিও। ঋষিও তাহা বলিয়াছেন, আমিই রুদ্রগণ এবং বসুগণ রূপে বিচরণ করি' ইত্যাদি। ইহাতে মনে হয়, লৌহিক্য ঋষি শব্দব্রহ্মবাদের এক জন বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন। ঐ বচনে উদ্ধৃত ঋক্ 'ঋগ্বেদে'র সুপ্রসিদ্ধ বাক্‌সূক্তই। তাহাতে বাকের সর্বাত্মতা খ্যাপিত হইয়াছে।[৩] 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' হইতে জানা যায়, ঋষি শিলিনের পুত্র জিত্বা ঋষি এবং ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও শব্দব্রহ্মবাদ মানিতেন।[৪] জিত্বা বিদেহরাজ জনককে বলেন যে, "বাগ্বৈ ব্রহ্ম" ('বাক্ ব্রহ্মই')। তাহার সমর্থন করত যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলেন যে, বাক্‌ই বাকের 'আয়তন' (বা শরীর), 'আকাশ' (—অব্যাকৃত) উহার 'প্রতিষ্ঠা' (—ত্রিকালীন আশ্রয়), এবং উহা 'প্রজ্ঞা'। প্রজ্ঞতা ব্যাখ্যার্থ

১। বৃহউ, ১।২।৫
২। শাঙ্খা আ, ৭।২৩
৩। পরে দেখ।
৪। বৃহউ, ৪।১।২

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, বাক্ই বাকের প্রজ্ঞতা (অর্থাৎ বাক্ই প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা বাক্ হইতে ভিন্ন নহে)। "হে সম্রাট্, বাক্ দ্বারা বন্ধু প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরসবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট, হুত, আশিত, (= অন্নদানাদিধর্ম), পায়িত, (= জলদানাদিধর্ম), ইহলোক, পরলোক এবং সর্বভূত, হে সম্রাট্, বাক্দ্বারাই প্রকৃষ্টরূপে জানা যায়। হে সম্রাট্, বাক্ পরব্রহ্মই ('বাগ্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম')।" 'ঐতরেয়ারণ্যকে' আছে, সমস্ত অক্ষর, সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত বেদ প্রাণদেবতাই।

প্রাচীন কেহ কেহ বাক্কে প্রজাপতি হইতে পর মনে করিতেন। 'শতপথব্রাহ্মণে' সেই মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।[১] তন্মতে "বাগ্বৈ প্রজাপতিঃ" ('বাক্ প্রজাপতিই')।[২] পরন্তু কাহারও কাহারও মতে বাক্ প্রজাপতির স্ত্রী, উহাই সর্ব প্রজা সৃষ্টি করে।[৩]

যাহা হউক, এইরূপে দেখা যায়, শব্দব্রহ্মবাদ অতি প্রাচীন। ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদে আছে,—

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশ ॥"[৪]

'ত্রিধা বদ্ধ বৃষভ (= ফলবর্ষণকারী) শব্দ করিতেছে। উহার চারি শিং, তিন পাদ, দুই শির এবং সাত হস্ত। ঐ মহান্ দেব মনুষ্যগণে আবিষ্ট হইলেন।'

১। শতব্রা (মাধ্য), ৫।১।৩।১১

২। শতব্রা (মাধ্য), ৫।১।৫।৬ ; পরে পাদটীকা দেখ।

৩। যথা—

"প্রজাপতির্বৈ ইদমাসীৎ। তস্য বাগ্ দ্বিতীয়া আসীৎ। তাং মিথুনং সমভবৎ। সা গর্ভমধত্ত। সা অস্মাদপাক্রমৎ। সা ইমাঃ প্রজা অসৃজত। সা প্রজাপতিমেব পুনঃ প্রাবিশৎ।"

—(কাঠসং, ১২।৫ ; ২৭।১)

"প্রজাপতির্বৈ ইদং একঃ আসীৎ। তস্য বাগেব স্বং আসীদ্ বাগ্ দ্বিতীয়া। স ঐক্ষত ইমামেব বাচং বিসৃজৈ। ইয়ং বৈ ইদং সর্বং বিভবন্তি এষ্যতি' ইতি। স বাচং ব্যসৃজত। সা ইদং সর্বং বিভবন্তি ঐৎ। সা উর্ধ্বা উদাতনোদ্ যথা অপাং ধারা সন্ততা এবম্।"

—(পঞ্চবিংশব্রা, ২০।১৪।২)

৪। ঋক্সং, ৪।৫৮।৩ ; বাজসং (মাধ্য), ১৭।৯১ ; মৈত্রাসং, ১।৬।২ 'ত্রিধা ও আবিবেশ' স্থলে যথাক্রমে 'ত্রেধা' ও 'আততান' পাঠান্তরে ; কাঠসং ৪০।৭ ; তৈত্তিআ, ১০।১৭।১৭

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। উহা যজ্ঞাগ্নি, সূর্য, প্রণব ইত্যাদি পক্ষেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাস্ক মনে করেন যে, ঐ মহান্ দেব যজ্ঞই।[১] পতঞ্জলি, তথা অপর শাব্দিকগণ মনে করেন যে, উনি শব্দরূপী 'পরব্রহ্মই'। শব্দব্রহ্মবাদী আচার্য ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন,—

"শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।
ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্তত॥"[২]

'বেদবিদ্‌গণ জানেন যে, এই জগৎ শব্দেরই পরিণাম। এই বিশ্ব নিশ্চয়ই ছন্দঃসমূহ হইতে প্রথমে বিবর্তিত হইয়াছে।' টীকাকার পুণ্যরাজ বলিয়াছেন যে, "ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্তত"—এই বচন বেদের। পরন্তু উহা কোথাকার, তাহা তিনি নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই; আমরাও নিরূপণ করিতে পারি নাই। তিনি তদ্বিষয়ে আরও দুই চারিটি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩]

বেদে আছে,—

"বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং
যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎ
প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ॥"[৪]

'হে বৃহস্পতি, যখন (মনুষ্য সর্ববস্তুকে) নাম প্রদান করত প্রথম এবং অগ্র বাক্ উচ্চারণ করিল, তখন উহার (হৃদয়) গুহায় শ্রেষ্ঠ এবং নির্দোষ যাহা যাহা নিহিত ছিল, তৎসমস্তই প্রেম দ্বারা প্রকটিত হইল।' 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র (১।৪।৩।৬) মতে ঐ ঋকের দ্বিতীয় চরণের তাৎপর্য এই যে, "বাচা হি নামধেয়ানি ধীয়ন্তে।" বেদের ঐ সমস্ত সূক্তটাই বাক্-বিষয়ক। পরন্তু উহার তাৎপর্য দুর্বোধ্য।[৫] 'ঋগ্বেদে'র আরও কোন কোন মন্ত্রে বাকের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

১। নিরুক্ত, ১৩।৭ ২। বাক্যপদীয়, ১।১২১ ৩। "ঋগ্ময্যা যজুর্ময়ঃ সামময়ো বৈরাজঃ পুরুষো বৈ যজ্ঞস্তস্তৈতা লোকস্প্‌ণাস্তিস্র আহুতয়স্তা বৈ ত্রয়ো লোকাঃ।"

"এব বৈ ছন্দস্তঃ সামময়ঃ প্রথমো বৈরাজঃ পুরুষো যেঃঽগ্রমসৃজত তস্মাৎ পশবোঽজায়ন্ত পশুভ্যো বনস্পতয়ো বনস্পতিভ্যো বিশঃ।"

৪। ঋক্‌সং, ১০।৭১।১ ৫। যাস্কের 'নিরুক্তে' (৪।১০) এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উহার কোন কোন মন্ত্র উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

'ঐতরেয়ারণ্যকে' (২।১।৬) বিবৃত হইয়াছে যে,

"তস্য বাক্তন্তির্নামানি দামানি তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্বং সিতং সর্বং হীদং নামনী সর্বং বাচাঽভিবদতি।"
'বাক্ তাহার (সত্যস্বরূপ প্রাণের) তন্তি এবং নামসমূহ দামসমূহ। তাহার বাক্রূপ তন্তি এবং নামরূপ দামসমূহদ্বারা এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্ত (জগৎপ্রপঞ্চ) বদ্ধ। যেহেতু এই সমস্ত নামে (বদ্ধ, সেই হেতু) বাক্য দ্বারা সমস্তই অভিহিত হয়।' সায়ন বলিয়াছেন,—"যাহার অনেক গো আছে, সেই ব্যক্তি দুইটি খুঁটিতে একটা দীর্ঘ রশি টানিয়া বাঁধে। উহাকে 'তন্তি' বলা হয়। ঐ তন্তিতে গোকে বাঁধিবার জন্য ছোট ছোট বহু রশি থাকে, উহাদিগকে 'দাম' বলা হয়।" 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৩।১২।১) আছে,—

"বাগ্বা ইদং সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ।"

'এই সমস্ত ভূত নিশ্চয়ই বাক্। (কেননা, বাক্ই সর্বভূতের) গান (অর্থাৎ উল্লেখ) করে এবং ত্রাণ (অর্থাৎ রক্ষা) করে (অর্থাৎ বাক্যই অভয় প্রদান করিয়া ভয় হইতে রক্ষা করে)।' তথায় ইহাও বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে যে,

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"[১]

'বিকার (পদার্থ) বাচারম্ভক নামমাত্রই।' ইহার তাৎপর্য এই যে, উপাদান বস্তুই একমাত্র প্রকৃত তত্ত্ববস্তু, সত্যবস্তু ; তদুৎপন্ন বিভিন্ন নামের ও রূপের বস্তুসমূহ তত্ত্বতঃ উহা হইতে ভিন্ন নহে, যদিও তাহাতে বাগাড়ম্বর বৃদ্ধি পায়।[২]

বেদে বাক্কে কখন কখন অজ বলা হয়, আর কখন কখন জাত বা জন্মবান্ বলা হয়। আবার জাত বাক্কে কখন কখন ঋতের প্রথমে উৎপন্ন

১। ছান্দোগ্য, ৬।১।৪-৬

২। ('বিষ্ণু') ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে, পুরাকালে ভগবান্ একবার হংসরূপ ধারণ করত সনকাদি মহর্ষিগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন। সনকাদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কো ভবান্" ('আপনি কে') ? তখন হংস উত্তর করেন,

"বস্তুনো যদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ।
কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ॥
পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ॥" (১১।১৩।২২-৩)

বলা হইয়াছে, আবার কখন বা তদপেক্ষা অনেক পরে উৎপন্ন বলা হইয়াছে।[১] তাহার কারণ এই—বাক্ শব্দ বেদে কখন কখন পরব্রহ্ম, কখন কখন প্রজাপতি এবং কখন কখন উচ্চারিত বাণী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, পরব্রহ্ম অজ, আর প্রজাপতি জাত, ঋতের প্রথমোৎপন্ন। সুতরাং পরব্রহ্ম অর্থে বাক্ অজ, আর প্রজাপতি অর্থে বাক্ জাত, ঋতের প্রথমজ। উচ্চারিত বাণী অর্থে বাক্ অনেক পরে উৎপন্ন।

১। যথা—

"দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং
বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।"—(ঋক্‌সং, ৮।১০০।১১)

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্ম সর্বাতীত

পূর্বাধ্যায়সমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জগদ্ব্রহ্মবাদ এবং ব্রহ্মসার্বাত্ম্যবাদ, বৈদিক ঋষিগণের এই দুই মুখ্য দার্শনিক মতবাদের মূল আধার সৃষ্টিপ্রলয়বাদ এবং ব্রহ্মাভিন্ন-নিমিত্তোপাদানবাদ। অপর কথায় বলিলে, ব্রহ্ম নিজে নিজেই নামরূপবিহীন অব্যাকৃত অবস্থা হইতে নামরূপাত্মক ব্যাকৃত জগৎ হয়—তাহাই সৃষ্টি এবং পরে নামরূপ পরিত্যাগ করত আবার অব্যাকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রলয়,—এই মতবাদেরই উপর উক্ত মতবাদদ্বয় সম্যক্ নিহিত। পরন্তু এইপ্রকারে ব্রহ্ম পরিণামী সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে মহা অনর্থের সঞ্চার হয়। ঐ দোষ পরিহারার্থ বৈদিক ঋষি মনে করেন যে ব্রহ্ম কেবল সর্বাত্মক নহে, সর্বাতীতও,—সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে স্বকীয় চিৎস্বরূপেও উহা অবস্থিত আছে। অধিকন্তু সর্বাত্মকতা ব্রহ্মস্বরূপের অতি সামান্য ভাগই, উহার বেশী ভাগ সর্বাতীত। ব্রহ্মের ভাগ কল্পনা করিয়াই নারায়ণ ঋষি 'পুরুষসূক্তে' বলিয়াছেন,

> "এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
> পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥
> ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
> ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥"[১]

'এই সমস্তই ইহার (পুরুষের) মহিমা (বা বিভূতি) মাত্র। পুরুষ তাহা অপেক্ষাও অতিশয় শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ভূতবর্গ ইহার একপাদ মাত্র। পরন্তু ইহার তিন পাদ অমৃত। উহা দিবে (অর্থাৎ স্বীয় চিৎস্বরূপে) আছে। পুরুষের তিন পাদ (বিশ্ব-সংসারের) ঊর্ধ্বে স্থিত আছে। ইহার এক পাদ পুনঃ পুনঃ জগদ্রূপে উৎপন্ন হয়। উহা সাশন ও অনশন (অর্থাৎ চেতন ও অচেতন)

১। ঋক্‌সং, ১০।৯০।৩-৪; বাজসং (মাধ্য), ৩১-৩-৪; কাণ্বসং, ৪।৫।১।৩-৪; সামসং, পূ ৬।১০।৬.১, ৫.২, ('এতাবান্', 'অতো', 'বিশ্বা' ও 'সাশনানশনে' স্থলে যথাক্রমে 'তাবান্' 'ততো' 'সর্বা' ও 'অশনানশনে' পাঠান্তরে); অথসং, ১৯।৬,২ তৈত্তিআ, ৩।১২।৩-৪, প্রথম মন্ত্রটির সামবেদোক্ত পাঠ 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' ও (৩।১২।৬) অনূদিত হইয়াছে।

বিবিধরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে।' ইহা হইতে জানা যায় যে পুরুষের এক অংশ মাত্র সর্বাত্মক বা সর্বভূতরূপে পরিণত হইয়াছে ; অপর অংশ সর্বাতীত রহিয়াছে। এই কথাই ঋষি আবার প্রকারান্তরে বলিয়াছেন,

"স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥"[১]

'তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়াও দশাঙ্গুল (অর্থাৎ অনন্ত পরিমাণ[২]) অধিক আছেন।' 'স্কম্ভসূক্তে' আছে,

"অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান
যদস্যার্ধং ক্ব তদ্ বভূব"।[৩]

'(স্কম্ভ) অর্ধ ভাগ দ্বারা বিশ্বভুবনকে উৎপন্ন করেন। তাঁহার অপর অর্ধ ভাগ তখন কোথায় থাকে?

এই সকল বচনের কোনটিতে পাদ, কোনটিতে অর্ধ (বা ত্রিপাদ), এবং কোনটিতে দশাঙ্গুল পরিমাণের উল্লেখ থাকাতে সিদ্ধ হয় যে ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য যথাশ্রুত অর্থে নহে, উহারা কেবল অংশ নির্দেশ করে মাত্র। তাই 'অথর্ববেদে' ইহাও স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে প্রজাপতি স্কম্ভের বা জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মের "এক অঙ্গকেই সহস্রধা করিয়াছেন"[৪] অর্থাৎ এক অঙ্গেই "বিশ্বরূপ সৃজন করিয়াছেন।"[৫] সুতরাং ঐ সকল বচন হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মের একাংশই সর্বাত্মক,—জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় ঐ অংশেই হইয়া থাকে ; এবং উহার অপরাংশ সর্বাতীত ; উহা নিত্যই স্বীয় চিৎস্বরূপে সমভাবে বর্তমান থাকে।

১। ঋক্‌সং, ১০।৯০।১ ; বাজসং (মাধ্য), ৩১।১ ; কাথসং ৪।৫।২।১ ; সামসং, পূ, ৬।১৩।৩ ('বিশ্বতো' স্থলে 'সর্বতো' পাঠভেদে) ; অথসং, ১৯।৬।১ ; তৈত্তিআ, ৩।১২।১ ; শ্বেতউ, ৩।১৪।

২। 'মুদ্গলোপনিষদে' 'পুরুষসূক্তে'র তাৎপর্যব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে,
"অনন্তযোজনং প্রাহু: দশাঙ্গুলবচস্তথা ॥"—(১।১)

৩। অথসং, ১০।৮।৭

৪। অথসং, ১০।৭।৯

৫। "যৎ পরমমবমং যচ্চ মধ্যমং
প্রজাপতিঃ সসৃজে বিশ্বরূপম্।
কিয়তা স্কম্ভঃ স প্রবিবেশ তত্র
যন্ন প্রাবিশৎ কিয়ৎ তদ্ বভূব ॥"—(অথস', ১০।৭।৮)

এই প্রশ্ন হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে ঋষি মনে করিতেন যে স্কম্ভের এক অংশ বিশ্বাতীত।

কেহ কেহ আরও বিশেষ করিয়া মনে করিতে পারেন যে অর্ধ-পরিমাণোল্লেখের তাৎপর্য এই যে, সর্বাত্মত্বভাব ব্রহ্মস্বরূপের এক দিক্, এবং সর্বাতীতত্বভাব উহার অপর দিক্; ঐ ভাবদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপের এপিঠ ওপিঠ মাত্র; এবং অঙ্গ ও পাদ পরিমাণোল্লেখের তাৎপর্য; অধিকন্তু এই যে সর্বাত্মত্ব-ভাব ব্রহ্মস্বভাবের অল্পাংশ মাত্র, উহার অধিকাংশই সর্বাতীত। পরন্তু ঐ প্রকার অনুমান সত্য হইবে না। কেননা, কোথাও কোথাও ইহাও স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে সর্বাত্মত্ব হইতে সর্বাতীতত্বই শ্রেষ্ঠ ভাব। যথা,

"বাতাদ্ বিষ্ণোর্বলমাহুরক্ষরাদ্ দীপ্তিরুচ্যতে।
ত্রিপদাদ্ ধারয়েদ্ দেবো যদ্বিষ্ণোরেকমুত্তমম্ ॥"[১]

'(ব্রহ্মবিদ্গণ) বলেন, বিষ্ণুর বল বায়ু (বা সূত্রাত্মা) হইতে এবং দীপ্তি অক্ষর হইতে। যাহা বিষ্ণুর এক এবং উত্তম (স্বরূপ), সেই ত্রিপাদ হইতে (সামর্থ্য লাভ করত) দেব (অর্থাৎ চিৎস্বরূপ বিষ্ণুর অপর পাদ) সমস্ত জগৎ ধারণ করেন।' সুতরাং ঐ তিন পাদ অক্ষর এবং জ্যোতিঃস্বরূপ।[২] উহাই ব্রহ্মের উত্তম স্বরূপ,—প্রকৃত স্বরূপ।

"অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান
যদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ ॥"[৩]

'(স্কম্ভ) অর্ধভাগ দ্বারা বিশ্বভুবনকে উৎপন্ন করেন। উহার যে অপর অর্ধ-ভাগ, তাহা কিংস্বরূপ? তাহাই কেতু।' এই শ্রুতিবচনে সর্বাতীত অংশকে স্কম্ভের 'কেতু' অর্থাৎ প্রজ্ঞাপক বলাতে আরও বোধ হয় যে সার্বাত্ম্যরূপ দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের অবগতি হয় না; সর্বাতীতত্বই উহার প্রকৃত স্বরূপ।

আরও দেখ, ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা যায় না। আকাশেরও অংশ নাই। তাহা প্রত্যক্ষ। সেই হেতু সকলে স্বীকার করিয়া থাকে, যাহা আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, আকাশেরও আধার, এবং আকাশও যদ্দ্বারা ওতপ্রোত

১। মৈত্র্যুপ, ১৮।৩

২। ইহা হইতে 'পুরুষসূক্তে'র "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য-অবগতি হয়।

৩। অথর্বস, ১০।৮।১৩; ১১।৬।২২

আছে,[1] তাহার অংশ থাকিতে পারে না। শ্রুতিও সুস্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, ব্রহ্মের অংশ নাই।

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥"[2]

'(ব্রহ্ম) অংশহীন, ক্রিয়াহীন, শান্ত, অনিন্দ্য, এবং নির্লেপ।' তিনি যে অংশবিহীন, তাহা ব্রহ্মবিদ্‌গণের অনুভূত সত্য ("অকলোঽপি দৃষ্টঃ")।[3] সুতরাং তদ্‌বিষয়ে কোন শঙ্কা হইতে পারে না। সুতরাং একাংশে সর্বাত্মক এবং অপরাংশে সর্বাতীত—এইপ্রকারে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের অংশ কল্পনা বস্তুতঃ হইতে পারে না। সুতরাং সর্বাত্মত্ব এবং সর্বাতীতত্ব একই ব্রহ্মবস্তুর দুই দিক্, পিঠ বা বিভাব বলিয়া কল্পনাও প্রকৃতপক্ষে সঙ্গত হয় না। তবু যে শ্রুতির কোথাও কোথাও ঐপ্রকার কল্পনা দেখা যায় তাহার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্তব্য। 'অথর্ববেদে' আছে,

"অপাদগ্রে সমভবৎ সো অগ্রে স্বরাভরৎ।
চতুষ্পাদ্ ভূত্বা ভোগ্যঃ সর্বমাদত্তে ভোজনম্ ॥"[4]

'সৃষ্টির পূর্বে তিনি অপাৎ (অর্থাৎ পাদ বা অংশরহিত) ছিলেন এবং জ্যোতিঃস্বরূপ ধারণ করিতেছিলেন। (পরে) চতুষ্পাৎ এবং ভোক্তা হইয়া সমস্তকে ভোজনরূপে গ্রহণ করেন।' সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম নিষ্কল চিৎস্বরূপই ছিলেন; তাঁহাতে পাদ কল্পনা সৃষ্টির পরেই হইয়াছে। আকাশ বস্তুতঃ অংশরহিত হইলেও কোন বস্তু সাপেক্ষে উহার অংশ কল্পনা সাধারণ ব্যবহারে হইয়া থাকে। ব্রহ্মের অংশ কল্পনাও সেই প্রকার সৃষ্টবস্তু-সাপেক্ষ। তাই 'অথর্ববেদ' সত্যই বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের অংশ কল্পনা সৃষ্টির পরেই হইয়াছে।

আবার বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের এক অংশ অমৃত, 'উহা' সর্বদাই স্বীয় চিৎস্বরূপে বর্তমান থাকে সুতরাং অপরিণামী; এবং অপর অংশ জগৎ

১। যথা, ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর প্রতি ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর দেখ। (বৃহউ, ৩।৮।৭-৮)

২। শ্বেতউ, ৬।১৯

৩। শ্বেতউ, ৬।৫

৪। অথসং, ১০।৮।২১

হইয়াছে,—সুতরাং উহা মর্ত্য বা পরিণামী।[১] তাহাতে সমগ্র দৃষ্টিতে ব্রহ্ম মর্ত্যই হন,—তিনি অনিত্যই হন। মহাবৈয়াকরণ ভগবান্ পাণিনিও বলিয়াছেন, এক দেশের বিকার হইলেও নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না।[২] সুতরাং ঐ অনুমান কি সঙ্গত? ব্রহ্মের পরিণাম হয় মানিলেও পরিণাম সম্পূর্ণের না হইয়া এক অংশের হইল কেন? তাহার কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না। দুই অংশের প্রকৃতি দুই প্রকার বলিতে গেলে ব্রহ্মে অংশ-বিভাগ কল্পনা করিতে হয় এবং তাহাতে পূর্বোক্ত দোষ সঞ্চারিত হয়। অধিকন্তু তাহাতে একরস-শ্রুতির বিরোধ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সর্বত্র একস্বভাব।[৩] সুতরাং উহার বিভিন্ন অংশের স্বভাব বিভিন্ন প্রকার বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত নহে। আর কৃৎস্ন-পরিণাম অঙ্গীকার করিলে, বলিতে হয়, সৃষ্টিতে ব্রহ্মের উচ্ছেদ হয়। তাহা মানাও ঠিক নহে।

ভগবান্ বাদরায়ণ ঐ সকল শঙ্কা উত্থাপনপূর্বক সমাধান করিয়াছেন।[৪] তাৎপর্যতঃ তিনি বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম সত্যই নিষ্কল এবং অমৃত। পরন্তু শ্রুতি যখন তাঁহাকে জগতের উপাদান, সুতরাং জগদাত্মক, এবং জগদতীত উভয়তঃই নির্দেশ করিয়াছেন, তখন উহা স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং

১। 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের এক অর্ধ অমৃত এবং অপর অর্ধ মর্ত্য।

"প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। স উর্ধ্বেভ্যা এব প্রাণেভ্যো দেবানসৃজত যেঽর্বাঞ্চঃ প্রাণস্তেভ্যো মর্ত্যাঃ প্রজা অথোঽর্ধমেব মৃত্যুং প্রজাভ্যোঽত্তারমসৃজত॥ ১॥ তস্য হ প্রজাপতেঃ অর্ধমেব মর্ত্যমাসীদর্ধমমৃতং তদ্ যদস্য মর্ত্যমাসীত্তেন মৃত্যোরবিভেৎ স বিভ্যদিমাঃ প্রাবিশদ্ দ্বয়ং ভূত্বা মৃচ্চাপশ্চ॥ ২॥ ইত্যাদি। (শতব্রা (মাধ্য), ১০।১।৩।১-২)

পরন্তু এখানকার তাৎপর্য ভিন্ন।

২। "সর্বং সর্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ।
একদেশবিকারে হি নিত্যত্বং নোপপদ্যতে॥"
—(পাতঞ্জল মহাভাষ্যে (১।১।৪) ধৃত)।

৩। যথা, ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন,

"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নপ্রজ্ঞানঘন এব।"—(বৃহউ, ৪।৫।১৩)

৪। "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা॥
শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"
—(ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২৬-২৭)

আমাদের যুক্তিবিচারে অসমঞ্জস মনে হইলেও শ্রুতিনির্দেশিত ব্রহ্মের জগন্ময়ত্ব এবং জগদতীতত্ব মানিতেই হইবে। ইহাই সারতঃ ভগবান্ বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত।

পরবর্তী বেদান্তাচার্যগণ ভগবান্ বাদরায়ণের ঐমাত্র সমাধানে, অথবা উহার যথাশ্রুত অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে এবং উহাকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁহারা শ্রুতির প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নাই, এবং বাদরায়ণেরও প্রতিবাদ করেন নাই। বরং তাঁহাদের প্রায় সকলেই লৌকিক দৃষ্টান্ত সহায়ে বাদরায়ণ কর্তৃক প্রদর্শিত শ্রৌত সিদ্ধান্তের অন্তর্রহস্য নির্ণয় করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন, এবং স্ব স্ব নির্ণয়ের সমর্থনে শ্রুতি হইতে প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা সকলে ঐ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ আশ্রয় করিয়াছেন। উঁহাদের মতে ব্রহ্মের পরিণাম বস্তুতঃ হয় নাই,-জগৎ ব্রহ্মে বস্তুতঃ নাই ; সুতরাং ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জগদতীতই, যদিও উহা জগদাত্মক বলিয়া প্রতিভাসিত হইতেছে। উঁহারা অদ্বৈতবাদী নামে খ্যাত। অপর কতিপয় বাদিগণ ব্রহ্মের পরিণাম অঙ্গীকার করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বলেন যে পরিণাম সত্ত্বেও ব্রহ্ম নির্বিকার এবং স্বরূপাবস্থিত থাকেন। আর কেহ কেহ ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদেরও মতে ব্রহ্মের পরিণাম হয় না। অতএব ইঁহাদের জন্য ঐ সকল শঙ্কাও নাই, তাই উহাদের সমাধানের বালাইও নাই। ইঁহারা দ্বৈতবাদী নামে খ্যাত। ব্রহ্মপরিণামবাদিগণের কেহ কেহ ভেদাভেদবাদী, কেহ কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, কেহ কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ইত্যাদি নানা নামে খ্যাত হয়।

ব্রহ্ম হইতে জগতের আবির্ভাব এবং ব্রহ্মে জগতের তিরোভাব বা বিলীন সত্ত্বেও ব্রহ্মের যে কোন বিকার হয় না, বেদে তাহার প্রমাণ আছে। যথা,

"পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে।
উতো তদস্য বিদ্মাম যতস্তৎ পরিষিচ্যতে॥"[১]

১। অথর্বসং, ১০।৮।২৯

'পূর্ণ (ব্রহ্ম) হইতে পূর্ণ (সর্ব জগৎ[১]) উদ্‌ভূত হয় এবং পূর্ণ (সর্ব জগৎ) পূর্ণে (ব্রহ্মে) বিলীন হয়। আমি অদ্যই তাহাকে (=পূর্ণকে বা ব্রহ্মকে) জানিব। অধিকন্তু যে হেতুতে উহা পরিসিঞ্চিত হয় (অর্থাৎ জগৎ কেন পুনরায় ব্রহ্মে বিলীন হয়), তাহাও জানিব।'

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"[২]

'উহা (অর্থাৎ পরোক্ষ কারণব্রহ্ম) পূর্ণ, এবং ইহা (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কার্য-ব্রহ্ম বা জগৎ)ও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ অভিব্যক্ত হয়। পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া (অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ জগৎ আবির্ভূত হইলে এবং পূর্ণ ব্রহ্মে পূর্ণ জগৎ তিরোভূত হইলে) পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।'

"যদক্ষরং ভূতকৃতং"[৩]

'যাহা অক্ষর, (অথচ) ভূতকৃত (অর্থাৎ আকাশাদিপঞ্চমহাভূত এবং তদাত্মক জগৎরূপে উৎপন্ন।)' 'মুণ্ডকোপনিষদে'ও আছে যে পরব্রহ্ম অক্ষর ও অব্যয়, অথচ ভূতযোনি।[৪]

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে, "যাহা অক্ষর, (অথচ) ভূতকৃত বলিয়া সমস্ত দেবগণ উপাসনা করেন, মহর্ষি জমদগ্নিকে উহার রক্ষক করা হইয়াছিল।" তাহাতে মনে হয় যে মহর্ষি জমদগ্নি নির্বিকার পরিণামবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন।[৫]

এই প্রকার পরস্পরাসঙ্গত বাক্য প্রয়োগের একমাত্র হেতু এই যে স্রষ্টৃ-তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্বের ন্যায়, অথবা তদপেক্ষাও অধিক, গাঢ় রহস্যাবৃত; সুতরাং অতীব দুর্জ্ঞেয়। বিশ্বকর্মা ঋষি বলিয়াছেন, "যিনি আমাদের পিতা (বা পালয়িতা) এবং জনিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব-ভুবনের সকল ধাম

১। বেদে 'সর্ব' অর্থেও 'পূর্ণ' শব্দের ব্যবহার হয়। যথা, 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে, "সর্বং বৈ পূর্ণং।" (শতব্রা (মাধ্য), ২।২।১।৩ ; ৪।২।২।২)

২। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৮।১ ; বৃহউ, ৫।১।১

৩। তৈত্তিআ, ১।১।৬

৪। "তদব্যয়ং ভূতযোনিং"—(মুণ্ডকউ, ১।১।৬) ; আরও দেখ—ঐ, ১।১।৫,৭

৫। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় (৩।৩।৫।২) বিবৃত হইয়াছে যে প্রজাপতি 'বিরাজ' (="বাম্বরাস" ইত্যাদি দশ মন্ত্র) দ্বারা ভূত ও ভব্যকে সৃষ্টি করেন। জমদগ্নি ঋষি তপস্যার বলে তাহা জানিয়াছিলেন, অপর ঋষিগণ তাহা জানিতে পারেন নাই।

জানেন (অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ) এবং যিনি এক হইয়াও সমস্ত দেবগণের নাম ধারণ করেন, অপর ভূতগণ তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ প্রশ্ন করেন।"[১] পরন্তু দীর্ঘতমা ঋষির উক্তি হইতে জানা যায়, অতি অল্প লোকেরই ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়।

> "কো দদর্শ প্রথমং জায়মান-
> মস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
> ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎ
> কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥"[২]

'অনস্থা (=অস্থিবিহীন অর্থাৎ অশরীরী) যাঁহাকে ধারণ করেন, সেই প্রথমোৎপন্ন অস্থন্বন্তকে (=অস্থিবান্‌কে অর্থাৎ শরীরীকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে)কে দেখিয়াছে? পৃথিবী, প্রাণ ও শোণিত যুক্ত (অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরী) আত্মা কোথায় ছিল?—এই সকল জিজ্ঞাসা করিতে কে বিদ্বানের নিকটে গমন করেন।'[৩] যমও নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন,

> "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
> শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
> আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
> শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"[৪]

'অনেকে তাহা (আত্মতত্ত্ব) শুনিতেও পায় না। শুনিয়াও অনেকে তাহা বুঝিতে পারে না। উহার বক্তাও আশ্চর্য (অর্থাৎ বিরল)। উহার লব্ধা (অনেকের মধ্যে কোন) কুশল (কেহই হইয়া থাকে)। কুশল আচার্যের দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞাতাও আশ্চর্য (বা বিরল)।' এই সকল উক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের অত্যধিক গহনতা সূচনা করে। দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন, উহা দেবতাদিগেরও গূঢ় ("দেবানামেনা নিহিতা পদানি"[৫])। তিনি পক্বমতি অর্থাৎ পরিপক্ক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও বিচার দ্বারা তাহা সম্যক্ অবগত হইতে না পারিয়া ঐ প্রশ্ন করিয়াছেন।[৬] হবির্ধান ঋষি বলিয়াছেন, "যাঁহাতে দেবগণ স্ব স্ব

১। পূর্ব্বে দেখ। ২। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৪ ; অথসং, ৯।১৪।৪

৩। ঋক্‌সং, ৫।৩০।১-২ দেখ ৪। কঠউ, ১।২।৭ ৫। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৫

৬। "পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাঽবিজানন্"—(ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৫ ; অথসং, ৯।১০।৬)

কর্ম করিয়া আনন্দিত হন, এবং বিবস্বানের গৃহে (অর্থাৎ দ্যুলোকে, অথবা যজমানের গৃহে) আপনাদিগকে ধারণ করেন, যিনি সূর্যে জ্যোতি ও চন্দ্রে অন্ধকার দিয়াছেন এবং তাহাতে উহারা দীপ্তি প্রদান করত অজস্র পরিচরণ করিতেছেন, এবং জ্ঞানস্বরূপ যাঁহাতে দেবগণ (স্বাধিকারে) সঞ্চরণ করিতেছেন, তাঁহার অন্তর্হিত স্বরূপ আমরা জানি না।"[১]

বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ কেন ব্রহ্মোপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না বিশ্বকর্মা ঋষি তাহা নির্দেশ করিয়াছেন।

"ন তং বিদাথ য ইমা জজানা-
ন্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা
চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥"[২]

'(হে মানবগণ!) যিনি এই সমস্ত (বিশ্বপ্রপঞ্চ) সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা জান না; (যেহেতু) তোমাদিগের অন্তঃকরণ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নীহার (অজ্ঞানান্ধকার) দ্বারা আচ্ছন্ন (হইয়া লোক নানা প্রকার) জল্পনা করে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে এবং (যজ্ঞে) উক্থ পাঠ করত বিচরণ করে।' সায়নের, তথা মহীধরের ও উবটের মতে এই ঋক্‌মন্ত্রের তাৎপর্য এই,— জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করিয়া অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হইয়াছে। উহাতে মগ্ন থাকিয়া জীব ব্রহ্মকে জানিবার জন্য নানা প্রকার সাধনা করিতেছে বটে,—কেহ কেহ নানা যাগযজ্ঞাদি করিতেছে এবং কেহ কেহ বা তাঁহার মনোরম রূপাদি কল্পনা করিয়া উহাদের পূজাধ্যানাদি করিতেছে। পরন্তু ঐ প্রকারে তাহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারিতেছে না। অজ্ঞানবশতঃ জীব জানে না যে সে নিজেই ব্রহ্ম। আত্মতত্ত্ব জানে না বলিয়াই সে ব্রহ্ম-তত্ত্ব জ্ঞাত হইতেছে না। ভগবান্ যাস্কও বলিয়াছেন যে অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জীব ব্রহ্মকে জানিতেছে না এবং সংসারবন্ধনগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকার কার্য করিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছে; আত্মা ব্রহ্মই এই জ্ঞান লাভ হইলে জীব ব্রহ্মভূত হয়,

---

১। ঋক্‌সং, ১০।১২১।৭-৮

২। ঋক্‌সং, ১০।৮২।৭; বাজসং (মাধ্য), ১৭।৩১; মৈত্রাসং, ২।১০।৩; 'ইমা' স্থলে 'ইদং' পাঠান্তরে তৈত্তিসং, ৪।৬।২।২; ('ইদং' ও 'ভবতি' পাঠান্তরে) কাঠসং, ১৮।১; কপিসং, ২৮।২

এবং সাক্ষীমাত্র হইয়া অবস্থান করে; মুক্তি জ্ঞানকৃত";—ইহাই উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য।[১] "অন্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব" এই শ্রুত্যংশের মর্ম "তোমাদিগের অন্তর ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে" অর্থাৎ 'তোমাদিগের অন্তরে জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান হইয়াছে'—এই রূপে গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা ঐ প্রকার তাৎপর্য নিষ্কাশন করিয়াছেন। উহাকে অন্য প্রকারেও কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন—তোমাদের অন্তর (ভিন্নমুখী) হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্মুখী না হইয়া বহির্মুখী হইয়াছে, সেই জন্য তোমরা ব্রহ্মকে জানিতেছ না।" যাহা হউক, ভরদ্বাজ ঋষি স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন, "আমার মন বিপরীতমুখে (অর্থাৎ বহির্মুখে) বিবিধ দিকে যাইতেছে, আমার চক্ষু বিপরীতমুখে বিবিধ দিকে যাইতেছে, আমার হৃদয়ে নিহিত (বুদ্ধিরূপ ব্রহ্ম) জ্যোতিঃ বিপরীতমুখে বিবিধ দিকে যাইতেছে, এবং আমার মন বিপরীতমুখে বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ে বিবিধরূপে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং (হৃদয়াভ্যন্তরস্থ অমৃত জ্যোতিঃ বিষয়ে) আমি কি মনন করিব? কি বলিব?"[২] 'কঠোপনিষদে' যম বলিয়াছেন, ভগবান্ যেন হিংসা করিয়াই ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়প্রবণ করিয়াছেন, সেইহেতু উহারা বিষয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না।[৩] এইরূপে জানা যায় যে ইন্দ্রিয়দিগের স্বাভাবিক বিষয়প্রবণতা হেতুই জীব ব্রহ্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করে না এবং তাই ব্রহ্মকে জানিতে পারে না।

ব্রহ্মের মহিমা অনন্ত। জীব আপনার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দিয়া উহার সম্যক্ ধারণা করিতে পারে না। যথা, বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন,

"ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো
দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।"[৪]

'হে দেব বিষ্ণু, জায়মান কিংবা জাত, কেহই তোমার মহিমার পরম অন্ত পায় নাই।'

১। নিরুক্ত, ১৪।১০

২। ঋক্‌সং, ৬।৯।৬; পূর্বে অনূদিত হইয়াছে।

৩। কঠউ, ২।১।১

৪। ঋক্‌সং, ৭।৯৯।২

"পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধান
ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি।
উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা
বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে॥"[১]

'হে বিষ্ণু, মাত্রাতীত শরীর দ্বারা (জগৎরূপে) বর্ধমান তোমার মহিমা (লোকে) সম্যক্ জানিতে পারে না। আমি পৃথিবী হইতে (আরম্ভ করিয়া) তোমার উভয় লোককে (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীকে) জানি। (তথাপি তোমার মহিমার অন্ত পাই নাই।) হে দেব, তোমার পরমতত্ত্ব তুমিই জান।'

"অভি ক্রত্বেন্দ্র ভূরধ জ্মন্ন তে
বিব্যঙ্ মহিমানং রজাংসি।"[২]

'হে ইন্দ্র! তুমি কর্ম দ্বারা সমস্ত জাতবস্তুকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়াছ। অধস্থ লোকসমূহ তোমার মহিমা ব্যাপ্ত করে নাই।' অর্থাৎ স্রষ্টৃত্ব এবং সর্বাশ্রয়ত্ব হেতু ব্রহ্ম অপর সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও উহাদিগেতেই তাঁহার মহিমা পরিসমাপ্ত হয় না, উহা তদপেক্ষা অনেক অধিক। তাই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ জানিয়াও বসিষ্ঠ ঋষি ব্রহ্মের মহিমা সম্পূর্ণ অবগত হন নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সব্য ঋষিও সেই প্রকার বলিয়াছেন,

"ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনু ব্যচো
ন সিন্ধবো রজসো অন্তমানশুঃ।"[৩]

'দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষ যাহার (ইন্দ্রের) মহিমার অন্ত পায় নাই।' আনন্ত্য হেতু ব্রহ্মের মহিমা সম্যক্ ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া ত্রিত ঋষি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন

"মূরা অমূর ন বয়ঞ্চিকিত্বো
মহিত্বমগ্নে ত্বমঙ্গ বিৎসে।"[৪]

'হে অগ্নি, আমরা মূঢ় তাই তোমার মহিমা সম্পূর্ণতঃ জানি না। তুমি অমূঢ় ও প্রজ্ঞাবান্। তোমার মহিমা তুমিই জান।'

১। ঋক্‌সং, ৭।৯৯।১ ২। ঋক্‌সং, ৭।২১।৬ ৩। ঋক্‌সং, ১।৫২।১৪
৪। ঋক্‌সং, ১০।৪।৪ ; নিরুক্ত, ৬।৮।৪।

প্রজাপতি পরমেষ্ঠী এবং কবষ ঋষি বলিয়াছেন যে, যখন দিন-রাত্রি ছিল না, সূর্যের গতিও আরম্ভ হয় নাই, তখনও ব্রহ্ম আপন স্বরূপে ছিলেন।[১] তাহাতে পাওয়া যায় যে কাল-গণনা আরম্ভ হইবার পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন। অপর কোথাও কোথাও আছে যে কাল-জ্ঞানের উৎপত্তি তাঁহা হইতে। যথা, মধুচ্ছন্দের পুত্র অঘমর্ষণ ঋষি বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মার তপস্যার ফলে, ঋত ও সত্য উৎপন্ন হয়। অনন্তর ক্রমে রাত্রি ও সমুদ্র উৎপন্ন হয়। "সমুদ্রার্ণবের পর সংবৎসর (অর্থাৎ কাল) উৎপন্ন হইল।"[২]

"ব্রহ্ম সংবৎসরং মমে"[৩]

'ব্রহ্ম সংবৎসর (অর্থাৎ কাল) নির্মাণ করিয়াছেন।'

"সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঙ্ চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ॥"[৪]

'সমস্ত নিমেষ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া (অর্থাৎ তাঁহাতে) বিদ্যমান আছে। তাঁহাকে ঊর্ধ্বে, (অধে), মধ্যে, এবং তির্যক্ দিকে (কেহ) পরিগ্রহণ করিতে পারে না।' নিমেষ কালের ক্ষুদ্রতম মান। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"যস্মাদর্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ততে।"[৫]

'যাঁহার নীচে সংবৎসর (অর্থাৎ কাল) অহোরাত্রির দ্বারা আবর্তিত হয়।' এইরূপে কালকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলাতে এবং ব্রহ্মের নীচে অবস্থিত বলাতে সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্ম কালাতীত। "ক্রমো হি ধর্মঃ কালস্য" ('কালের ধর্ম ক্রমই')।[৬] সুতরাং ক্রমদৃষ্টেই কালের সদ্ভাব জানা যায়। সৃষ্টিতেই ব্রহ্মে সর্বপ্রথমে ক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সৃষ্টি হইতেই কালজ্ঞান আরম্ভ হয়। ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন। তাই কালজ্ঞানের পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন। অতএব ব্রহ্ম কালাতীত। উপনিষদে তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবেও উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম "পরস্ত্রি-কালাৎ" (অর্থাৎ ত্রিকালাতীত)[৭], "অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ" (ভূত ও ভবিষ্যৎ (অর্থাৎ কাল) হইতে ভিন্ন')[৮]।

১। পূর্ব দেখ।
২। ঋক্ সং, ১০।১৯০।২ ; তৈত্তিআ, ১০।১ (=নারাউ)।
৩। অথস, ১০।২।২১।
৪। বাজসং (মাধ্য), ৩২।২ ; আরও দেখ—তৈত্তিআ, ১০।১
৫। বৃহউ, ৪।৪।১৩।
৬। ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়'।
৭। শ্বেতউ, ৬।৫।
৮। কঠউ, ১।২।১৪।

শ্রুতিতে বহুত্র উক্ত হইয়াছে যে প্রজাপতিই সংবৎসর (বা কাল)।[১] ব্রহ্মচক্র অর্থাৎ বিরাট্ চক্ররূপে ব্রহ্মের পরিকল্পনা,-যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও কাল সম্পর্কেই। পরন্তু সেই সকল বর্ণনা সৃষ্ট্যর্বাক্ অবস্থারই, অথবা সর্বাত্মক-ভাবেরই। সুতরাং সৃষ্টিপ্রাক্-অবস্থা বা সর্বাতীতভাবের প্রতি উহা প্রযোজ্য নহে। সুতরাং ঐ সকল শ্রুতিবচন হইতে ব্রহ্মকে কালান্তর্গত বলিয়া সিদ্ধ করা যায় না।[২] শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে

"স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।"[৩]

'যাহা হইতে এই প্রপঞ্চ প্রবৃত্ত হইয়াছে, তিনি বৃক্ষ, কাল এবং আকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট—অত্যন্ত ভিন্ন।' পূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে সর্বাত্মক ব্রহ্মকে বৈদিক ঋষিগণ কখন কখন বিরাট্ পুরুষরূপে, কখন বা বিরাট্ বৃক্ষরূপে, আবার কখন কখন বা বিরাট্ ব্রহ্মচক্র, ঋতচক্র, বা কালচক্র রূপে কল্পনা করিতেন।[৪] এই বচনে স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ ঐ সকল রূপ হইতে শ্রেষ্ঠ,—অত্যন্ত ভিন্ন।

'অথর্ববেদে' উক্ত হইয়াছে যে "নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঙ্ চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ" অর্থাৎ সেই পুরুষকে কেহ ঊর্ধ্বে, অধে, মধ্যে এবং তির্যক্ দিকে পরিগ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম দেশ-পরিচ্ছিন্ন নহেন ; তিনি দেশাতীত।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহের আরও বিশেষ বিবেচনা করা উচিত, যাহাতে ব্রহ্ম দেশের এবং কালের অতীত—এই উক্তির তাৎপর্য সম্পূর্ণতঃ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ঐ উক্তির তাৎপর্য ইহা হইতে পারে যে—

(১) ব্রহ্ম দেশ এবং কাল হইতে সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন; দেশ এবং কাল ব্রহ্মে বস্তুতঃ নাই,-তাঁহাকে স্পর্শমাত্রও করে না। "পরস্ত্রিকালাৎ", "অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ", এবং "স ...(কালাৎ)...পরোঽন্যঃ"—এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য এই যে ব্রহ্ম কাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। "যস্মাদর্বাক্ সংবৎসরঃ" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্যও

১। যথা, শতব্রা (মাধ্য), ১০।২।৪।১ ; 'অথর্ববেদের 'কালসূক্ত'।

২। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' আছে—

"স সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস তমেতাবন্তঃ কালমবিভঃ" ইত্যাদি। (১।২।৪)

৩। শ্বেতউ, ৬।৬ ৪। পূর্বে দেখ।

তাহাই। "নৈনমূর্ধং" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য ইহা হইতে পারে যে ব্রহ্ম দেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; সেই হেতু দেশে বা দেশের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

অথবা, উহার তাৎপর্য ইহা হইতে পারে যে

(২) ব্রহ্ম দেশ এবং কাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে; তবে দেশ এবং কাল ব্রহ্মে বস্তুতঃ থাকিলেও দেশ এবং কালের বাহিরেও ব্রহ্ম আছেন। দেশ এবং কাল ব্রহ্মের অন্তর্গত, যেন তাঁহার অঙ্গ বা অংশ। ব্রহ্ম হইতে কালের উৎপত্তি-বিষয়ক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য এই যে, সৃষ্টির পূর্বে কাল ছিল না, সুতরাং ব্রহ্ম কালাত্মক ছিলেন না, পরে কাল উৎপন্ন হয়, ব্রহ্ম কালাত্মক হন। "স সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে। "নৈনমূর্দ্ধং" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপয ইহাও হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যেমন দেশে বা দেশের অভ্যন্তরে, তেমন বাহিরেও আছেন। সুতরাং কেবল দেশে তাঁহাকে সম্পূর্ণতঃ পাওয়া যায় না।

প্রথম অর্থে ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণাম, সর্বাত্মকভবন বাস্তব বলা যাইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম যদি বস্তুতই জগদ্রূপ ধারণ করিতে পারেন, সর্বাত্মক হইতে পারেন, তবে তাঁহাকে প্রথম অর্থে কালাতীত বলা যায় না। যাহা সম্যক্ প্রকারে কালাতীত তাহার পরিবর্তন বা পরিণাম হইতে পারে না, বা কল্পনা করাও যায় না। কেননা, পরিবর্তন কালের লক্ষণ। সুতরাং ব্রহ্মের পরিণাম হয় স্বীকার করিলে, তাঁহাকে সম্পূর্ণতঃ বা সম্যক্ প্রকারে কালাতীত বলা যায় না। যদি ব্রহ্মের অংশ, দিক্, পিঠ, বা বিভাব কল্পনা করা যায়, তবে তাঁহাকে সম্পূর্ণতঃ দেশাতীত বলা যায় না। দ্বিতীয় অর্থে ব্রহ্মের পরিণাম বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা যায়। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মের জগদ্ভবন ও সর্বাত্মকভবন বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসমূহকে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করা যায়। প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে, উহাদের তাৎপর্য কি হইবে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ অচিন্তনীয়। উপনিষদে তাহা বিশেষ করিয়া বারংবার কথিত হইয়াছে। যথা,

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং"[১]

'তিনি বৃহৎ, স্বপ্রকাশ এবং অচিন্ত্যরূপ।'

১। মুণ্ডক, ৩।১।৭

"ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।"[১]

'সম্যক্ দৃষ্টিগোচর বিষয়ে ইহার (প্রত্যগাত্মার) রূপ নাই, (সেই হেতু) কেহ চক্ষুদ্বারা ইহাকে দেখে না।' এখানে কেবলমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়েরই উল্লেখ আছে। পরন্তু, যেমন আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন, উহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণাত্মক। সুতরাং কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে তিনি নাই। অন্যত্র তাহা স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"[২]

যেহেতু (পরমাত্মা) অগৃহ্য, (সেই হেতু কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে) গ্রহণ করা যায় না।

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা॥"[৩]

'তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না ; বাক্য দ্বারাও না ; অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে ; তপস্যা এবং কর্ম দ্বারাও (তাঁহাকে পাওয়া যায়) না।' মনও ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং তিনি মনেরও গ্রাহ্য নহেন।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।"[৪]

'বাক্য, মন ও চক্ষু দ্বারা (তাঁহাকে) পাইতে (কেহ) সমর্থ নহে।' 'কেনোপনিষদে' আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে বস্তুকে লোকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"[৫]

'যাহাকে মন দ্বারা মনন করা যায় না, পরন্তু যাহা বশতঃ মন দ্বারা মনন করা যায় বলিয়া (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) বলেন, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। এই যাহাকে লোক (ব্রহ্মরূপে) উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।' তথায়, বাক্,

---

১। তৈত্তিআ, ১০।১ (=নারাউ, ১।৩) ; কঠউ, ২।৩।৯ ; শ্বেতউ, ৪।২০
২। বৃহউ, ৩,৯।২৬ ; ৪।২।৪ ; ৪।৪।২২ ; ৪।৫।১৫
৩। মুণ্ডউ, ৩।১।৮
৪। কঠউ, ২।৩।১২
৫। কেনউ, ১।৫

চক্ষু, শ্রোত্র, এবং প্রাণ সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার উক্তি আছে।[১] ভগবান্ বাদরায়ণও মীমাংসা করিয়াছেন যে, শ্রুতিমতে, ব্রহ্ম "অব্যক্ত" অর্থাৎ অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য।[২]

ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন বটে, পরন্তু অজ্ঞেয় নহেন। বৈদিক ঋষিগণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন না। তাঁহারা ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন। আমরা পরে তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিব। এখন আমরা দেখাইব যে তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ অনির্বচনীয়; উহা উপলব্ধি করিলেও ভাষা দ্বারা কেহ উহাকে প্রকাশ করিতে পারে না।

"যদ্ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"[৩]

'যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হয় না, পরন্তু যাহা বশতঃ বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। এই যাহাকে লোকে (ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা (অর্থাৎ প্রকাশ) করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।' এই বিষয়ে বেদে দুইটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। উহাদের একটিতে কথিত হইয়াছে যে[৪]) ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করত সমগ্র বিজয় লাভ করেন। অনন্তর প্রজাপতির নিকটে গিয়া তিনি বলেন, "তুমি যাহা, আমি যেন তাহাই হই; আমি যেন মহান্ হই।" তাহাতে প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোঽহম্" অর্থাৎ 'আমি কে?' ইন্দ্র উত্তর করিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন (ক) তাহাই আপনি।" সেই হইতে প্রজাপতি 'ক' নামে অভিহিত হইলেন,। 'ক'ই প্রজাপতি। যেহেতু ইন্দ্র তাহা জানিয়া মহান্ হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি মহেন্দ্র নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে ইন্দ্রই সর্বপ্রথমে প্রজাপতিতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। 'কেনোপনিষদে'ও তাহা বিবৃত হইয়াছে।[৫] তাহাতে আরও জানা যায় যে প্রজাপতির প্রকৃত স্বরূপ জানিলেও ইন্দ্র তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কোঽহম্ ('আমি কে)' অর্থাৎ আমি যাহা তুমি তাহা হইতে চাহিতেছ, পরন্তু আমার স্বরূপ তুমি কি বলিয়া মনে কর? অর্থাৎ তুমি যাহা হইতে চাহিতেছ, তাহা তুমি

১। কেনউ, ১।৪, ৬, ৭, ৮ (যথাক্রমে)। আরও দেখ—তৈত্তিউ, ২।৪, ৯; মুণ্ডউ, ১।১।৬; ৩।১।৮

২। "তদব্যক্তমাহ হি"—(ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৩)

৩। কেনউ, ১।৪

৪। ঐতব্রা, ৩।২১; আরও দেখ—ঐতব্রা, ৬।২১; তৈত্তিব্রা, ২।২।১০।২; তৈত্তিসং, ৬।৫।৫।৩

৫। কেনউ, ৩য় খণ্ড

জ্ঞান কি? ঐ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা ইন্দ্র খুঁজিয়া পাইতেছিলেন্ না। তদবস্থায় তাঁহার মনে হইল, প্রজাপতি স্বয়ং যেন বলিতেছেন যে, "অহং কঃ" অর্থাৎ 'আমি ক'। প্রজাপতি নিজেই যখন নিজেকে 'ক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন উহাই সর্বতোভাবে গ্রাহ্য, মনে মনে এই ভাবিয়া ইন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আপনি" (অর্থাৎ ততোধিক আর কিছু আমি বলিতে পারি না)।" যাহা হউক, প্রজাপতির স্বরূপ ইদন্তয়া ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বলিয়াই শ্রুতির বহুত্র উক্ত হইয়াছে যে প্রজাপতি অনিরুক্ত।[১] 'ক' শব্দের অর্থ 'সুখ'ও।[২] তাই কেহ কেহ মনে করেন যে প্রজাপতি আনন্দস্বরূপই; তাহাই প্রজাপতি বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উপাখ্যানে[৩] বিবৃত হইয়াছে যে বাষ্কলি ঋষি বাহ্ব ঋষির নিকট প্রার্থনা করেন যে "হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করুন।" ঐ প্রার্থনার উত্তরে কিছু না বলিয়া বাহ্ব ঋষি মৌন রহিলেন। বাষ্কলি দ্বিতীয় বার আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বাহ্ব তখনও নীরব রহিলেন। তৃতীয় বার প্রার্থনার পর মহর্ষি বাহ্ব উত্তর করিলেন, "আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। এই আত্মা উপশান্ত।" অভিপ্রায় এই যে, বাক্য সেখানে স্ফূর্তি পায় না, কোন প্রকারের বাক্য দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না।[৩] সুতরাং মৌনাবলম্বনই তাঁহার প্রকৃত নির্বচন। অপরে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥"

'সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না এবং মনও যায় না। আমরা তাঁহাকে (ইদন্তয়া) জানি না। শিষ্যকে কিরূপে তাঁহার উপদেশ দেওয়া যায়,-তাহাও বুঝি না।'

১। যথা, "অনিরুক্তো বৈ প্রজাপতিঃ"—ঐতব্রা, ৬।২০; শতব্রা (মাধ্য), ১।১।১৩; মৈত্রা সং, ৩।৬।৫ ('হি' পাঠান্তরে); কৌষীব্রা, ২৩।৬; ২৯।৭ ('উ বৈ' পাঠান্তরে); তৈত্তিব্রা, ১।৩।৮।৫; ১।৮।৫।৬ ('বৈ' ব্যতীত)

আচার্য শঙ্কর বলেন, "অনিরুক্তোঽব্যক্তত্বাদিদং চেদং চেতি নির্বক্তুং ন শক্যত ইতি" (ছান্দো উভাষ্য, ১।১৩।৩)

২। কৌষীব্রা, ৫।৪ দেখ

৩। 'ব্রহ্মসূত্রের' (৩।২।১৭) স্বকৃত ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এই উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা দ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয়। সমস্ত বিশেষ ধর্ম ব্রহ্মে শান্ত হইয়া যায় বলিয়া, শব্দ যার প্রয়োগ তাঁহাতে করা যায় না।

এমন অবস্থায়,-যাহা দেশকালাতীত, দেশকালময়ের ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে,—যাহা ইন্দ্রিয়াতীত বা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাকে ধারণা করিতে গেলে, এবং যাহা অনির্বাচ্য, তাহার নির্বচন করিতে গেলে ভুল, ত্রুটি এবং অসঙ্গতি হওয়া আশ্চর্য নহে, বরং অপরিহার্য। বেদও তাহা সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

"ঋচঃ পদং মাত্রয়া কল্পয়ন্তোঽ
ঽর্দ্ধর্চেন চাকৢপুর্বিশ্বমেজৎ।
ত্রিপাদ্ ব্রহ্ম পুরুরূপং বি তষ্টে
তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ॥[১]

'ঋকের পদ (অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ) ইন্দ্রিয় দ্বারা কল্পনা করিতে গিয়া (কেহ বলিয়াছেন) অর্ধ ঋকের দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে;[২] (অপরে বলিয়াছেন) ত্রিপাদ্ব্রহ্ম বহুরূপে বিস্তৃত হন[৩], তাহাতে চারিদিক্ প্রাণ ধারণ করে'। এই বচনে দুইটি বিষয়ে বিশেষ প্রণিধান কর্তব্য। প্রথমতঃ, ঋষি বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্থাৎ বৌদ্ধিক বিচারে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, তিনি জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা বলিয়াই বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া সকলে এক মত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে ব্রহ্মের অর্ধাংশই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে এবং অপরে মনে করেন যে ব্রহ্মের ত্রিপাদই জগৎ হইয়াছে। একই বিষয়ে ঐরূপ পরস্পরাসঙ্গত সিদ্ধান্তদ্বয় মানুষের বুদ্ধির দোষেই উৎপন্ন হইয়াছে। পরন্তু উহা হইতে কেহ কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে কোন সিদ্ধান্তই প্রকৃত নহে, ব্রহ্ম বস্তুতঃই জগৎ হইয়াছেন, কি হন নাই, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ করা যায় না। হয়ত এতটা বলাও ঋষির অভিপ্রায় ছিল না।

১। অথসং, ৯।১০।১৯

২। এইখানে সেই মতের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, যাহা 'অথর্ববেদে'র ১০।৮।৭, ১৩ ও ১১।৬।২২ মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। এই মতের উল্লেখ অধুনা কোথাও পাওয়া যায় না। 'পুরুষসূক্তে', পক্ষান্তরে, আছে যে ব্রহ্মের এক পাদই জগৎ হইয়াছে, এবং অপর তিন পাদ স্বীয় চিৎস্বরূপ নির্বিকার স্থিত আছে।

"ব্রহ্ম জজ্ঞান প্রথমং পুরস্তাদ্
বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ
সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ।"[১]

'ব্রহ্ম প্রথমে উৎপন্ন হন। তিনি (ইন্দ্রিয়ের) সীমার অতীত হইতে সর্বতঃ উত্তম জ্যোতির্যুক্ত এবং কমনীয়রূপে সম্মুখে আবির্ভূত হন। তিনি মূলের উপমা। তিনি সৎ ও অসতের যোনি এবং এই জগতের বিষ্ঠা, (এই রূপেই) আবির্ভূত হন।' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত, উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তিনি যখন ইন্দ্রিয়ের সীমার অতীত অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে প্রবেশ করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহাকে অবগত হইতে গিয়া, জীব যখন তাঁহাকে প্রথমে ধারণা করেন, তখন তাঁহাকে অনন্ত বৈচিত্র্যময় সদসদাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা বলিয়াই অবগত হয়। তাহাকেই ঋষি কবিত্বময় ভাষায় বলিয়াছেন যে ঐরূপেই তিনি জীবের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তাঁহার ঐ রূপ চিন্ময় এবং কমনীয় অর্থাৎ জীবের নয়নমনোরঞ্জক ও প্রীতিপ্রদ অর্থাৎ আনন্দময়। ব্রহ্মের এই প্রকারে উপলব্ধ রূপ একেবারে অলীক নহে, প্রকৃত পক্ষে উহা মূলের অর্থাৎ ব্রহ্মের বাস্তব স্বরূপের উপমা বা সদৃশ। ভগবান্ যাস্ক লিখিয়াছেন যে ভগবান্ গার্গ্যের মতে, "যাহা ঠিক তাহা নহে, পরন্তু তৎসদৃশ, তাহাই উপমা।"[২] সুতরাং জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় কর্তারূপ ব্রহ্মের প্রকৃত মূল স্বরূপ না হইলেও উহা তৎসদৃশ। অতএব উহার সহায়ে মূলস্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। 'শতপথব্রাহ্মণে'[৩] এবং 'নিরুক্তে'[৪] ঐ মন্ত্র আদিত্যপক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ ব্যাখ্যা মতে আদিত্যই ব্রহ্ম। সায়ন বলিয়াছেন যে পরব্রহ্মই আদিত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।[৫] সুতরাং মন্ত্রের পরম তাৎপর্য ব্রহ্মেই।

১। তৈত্তিসং, ৪।২।৮।২; ৫।২।৭।১; বাজসং (মাধ্য), ১৩।৩; সামসং, পূ. ৪।৩।৯; অথসং, ৪।১।১; ৫।৬।১; মৈত্রাসং, ২।৭।১৫; কাঠসং, ১৬।১৫; ২০।৫; ৩৮।১৪; কপিসং, ২৫।৫; ৩২।৭; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৮।৮; ৩।১২।১।১; শতব্রা (মাধ্য), ৭।৪।১।১৪; তৈত্তিআ, ১।১৩।৩; ১০।১।১০, ঐতব্রা (১।১৯) এবং গোপব্রা (২।২।৬)-তে উহার প্রতীকের উল্লেখ আছে।

২। নিরুক্ত, ৩।১৩।১২

৩। শতব্রা (মাধ্য), ৭।৪।১।১৪; আরও দেখ, ১৪।১।৩।৩

৪। নিরুক্ত, ১।৭।৩

৫। অথর্ববেদভাষ্য, ৪।১।১

ব্রহ্মস্বরূপ অতিশয় দুর্বিজ্ঞেয়। এই কথা বিশেষ করিয়া বলিতে গিয়া শ্রুতি কখন কখন হেঁয়ালী ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা .

"যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য চ দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্॥"[১]

'যদি তুমি মনে কর যে, 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছি', তবে নিশ্চয়ই তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ। ইহার যাহা কিছু তুমি (আধ্যাত্মিক মনুষ্যদিগের মধ্যে) অথবা (আধিদৈবিক) দেবতাদিগের মধ্যে জানিয়াছ তাহাও (অর্থাৎ তৎকর্তৃক বিদিত ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রূপও) অতি অল্প মনে করি। সুতরাং ব্রহ্ম তোমার পক্ষে এখনও নিশ্চয়ই মীমাংস্য। অনন্তর ঐ হেঁয়ালী ভাষাকে আরও ঘোরতর করিয়া বলা হইয়াছে।

"যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥"[২]

'যে মনে করে যে ব্রহ্ম এখনও তাহার অবিদিত রহিয়াছে, ব্রহ্ম তাঁহারই সম্যক্ বিদিত হইয়াছে। আর যে মনে করে ব্রহ্ম তাহার বিদিত হইয়াছে, সে ব্রহ্মকে জানে না। বিজ্ঞজনেরা তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) অবিজ্ঞাত বলিয়া জানে, আর অজ্ঞজনেরা বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে।'

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র এক বচন ঐ বিষয়ে অপর সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। ব্রহ্মকর্তৃক জগতের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার নির্বাহণ সম্বন্ধে তথায় বলা হইয়াছে,

"অন্ধো মণিমবিধ্যত্তমনঙ্গুলিরবয়ৎ।
অগ্রীবঃ প্রত্যমুঞ্চত্তমজিহ্বা অসশ্চত॥"[৩]

'চক্ষুহীন অন্ধ মণির ছিদ্র করিল, অঙ্গুলিহীন (তাহা দিয়া) মালা গাঁথিল, গলাহীন (সেই মালা) গলায় পরিল এবং জিহ্বাহীন (তাহার) প্রশংসা করিল।' এই সকল ব্যাপার যেরূপ ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারও সেই প্রকার। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে,

---

১। কেনউ, ২.১ ২। কেনউ, ২।৩ ৩। তৈত্তিআ, ১।১১।৫

"অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"[১]

'তিনি পাদহীন হইয়াও দূরগামী, হস্তবিহীন হইলেও বস্তু গ্রহণ করেন, চক্ষুহীন হইলেও দেখেন এবং কর্ণহীন হইলেও শুনেন।' প্রজাপতি পরমেষ্ঠীও বলিয়াছেন "আনীদবাতং" অর্থাৎ তাহা বায়ু বিনা 'আনীদ্' শ্বাসোচ্ছ্বাস করিত।'[২]

বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মকে অতীব দুর্জ্ঞেয় মনে করিলেও, একেবারে অজ্ঞেয় মনে করেন না। তাঁহাদের কেহ কেহও পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। যথা,

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"[৩]

'অজ্ঞানান্ধকারের অতীত স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ সেই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি।'

"বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্॥[৪]

'ব্রহ্মবাদিগণ যাহাকে জন্মনিরোধ (অর্থাৎ পুনর্জন্মনিরোধের বা মুক্তির হেতু) এবং নিত্য বলেন, সেই অজর, পুরাণ, বিভুত্ব হেতু সর্বগত, এবং সর্বাত্মাকে আমি জানি।' শ্রুতি সাধারণভাবেও বলিয়াছেন,

ইন্দ্রং নি চিক্যুঃ কবয়ো মনীষা"[৫]

'তত্ত্বদর্শিগণ মনীষা দ্বারা ইন্দ্রকে জানিয়াছিলেন।'

"হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ"[৬]

'বিদ্বান্‌গণ হৃদয় ও মন দ্বারা তাঁহাকে দেখেন।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।"

১। শ্বেতউ, ৩।১৯ ২। ঋক্‌সং ১০।১২৯।২ ; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৩ পূর্বে দেখ।
৩। বাজসং (মাধ্য), ৩১।১৮ ; কাথসং, ৪:৫।২।২ ; তৈত্তিআ, ৩।১৩।২ ; শ্বেত, ৩।৮
৪। শ্বেতউ, ৩।২১ ৫। ঋক্‌সং, ১০।১২৪।৯ ৬। ঋক্‌সং, ১০।১৭৭।১

'আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় (অর্থাৎ নিরাবরণ আকাশে জ্যোতিষ্কগণ খোলা চোখে যেমন সর্বদাই দৃষ্ট হয়, তেমনই ভাবে) বিদ্বান্‌গণ বিষ্ণুর পরম স্বরূপ সদা সর্বদা দর্শন করেন।' এই শ্রুতি বহুত্র পাওয়া যায়[১] অনেক স্থলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে "পশ্যন্তি", "অপশ্যং" "বিচচক্ষিরে", প্রভৃতি দর্শনবাচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্মকে জানা যায়। অধিক কথা কি, বৈদিক ঋষিগণ ইহাও বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে তাহাদের পরমাভিলষিত অমৃতত্বও লাভ হয় না। পরে সর্বভবন প্রকরণে যতগুলি দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে সেইগুলি ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আরও আছে। যথা, বরুণের উপদেশে ভৃগু, উদ্দালকের উপদেশে শ্বেতকেতু, যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে জনক ও মৈত্রেয়ী, সনৎকুমারের উপদেশে নারদ ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রমাণমূলে ভগবান্ বাদরায়ণ মীমাংসা করিয়াছেন যে, শ্রুতির সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্ম "অব্যক্ত" হইলেও, শ্রুতি তথা স্মৃতি হইতে জানা যায় যে সংরাধনকালে সাধক তাঁহাকে দর্শন করেন।[২]

১। ঋক্‌সং, ১।২২।২০ ; বাজসং (মাধ্য), ৬।৫ ; কাণ্বসং, ১।৬।১।৬ ; তৈত্তিসং ১।৩।৬।২ ; ৪।২।৯।৩ ; অথর্বসং, ৭।২৬।৭ ; সামসং, উ, ৮।২।৫ ; কাঠসং, ৩।৩ ; ২৬।৫ ; মৈত্রাসং, ১।২।১৪ ; কপিসং, ২।১০ ; ৪।১।৩

২। "অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।"—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তি

অভয়-প্রার্থনা

বৈদিক ঋষিগণ অভয় হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন এবং সেই উদ্দেশ্তে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

"অভয়ং মে অস্তু"[১]

'আমার অভয় হউক।'

"হে যবিষ্ঠ ও বলবান্ (অগ্নি), ভয় তোমার এই স্তোতাকে নিশ্চয় প্রাপ্ত না হউক; (অন্তও না) অপরকালেও (না হউক)।"[২]

"শক্রঘাতী এবং সংগ্রামসমূহে জয়শীল হিরণ্যবর্ণ ইন্দ্র (আমাদিগকে) অভয় করুক।"[৩]

"হে দ্যাবাপৃথিবী, ইহলোকে আমাদের অভয় হউক। হে সোম, হে সবিতা, আমাদিগকে অভয় কর। হে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ, আমাদের অভয় হউক। সপ্ত ঋষিদিগের (উদ্দেশে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত) হবি দ্বারা আমাদের অভয় হউক।"[৪]

ঐ প্রকারের অভয়-প্রার্থনা বেদে আরও বহু পাওয়া পাওয়া যায়। উহাদের কতিপয় রাক্ষসাদি হইতে[৫], কতিপয় শত্রুসমূহ হইতে[৬] কতিপয় চোরাদি হইতে[৭] কতিপয় সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশুসমূহ হইতে[৮], আর কতিপয় রোগাদি হইতে ভয় বিনাশের জন্য, উহাদের হইতে অভয় লাভের জন্য

১। অথসং, ১৯।৯।১৩

২। ঋক্‌সং, ৮।১৮।১৪

৩। মৈত্রাসং, ৪।১৪।১২ ; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৪।১

৪। অথসং, ৬।৪০।১

৫। যথা দেখ—অথসং, ৬।৩২।৩

৬। যথা দেখ—ঋক্‌সং ৮।৫০।১৩ ; ৯।৭৮।৫ ; অথসং, ৭।৯৬।১ ; ৭।৯১।২ ; ২০।১২৫।৬ ; তৈত্তিসং, ১।৭।১৩।৪ ; মৈত্রাসং, ৪।১৪।১২ ; বাজসং (মাধ্য), ২০।৫১ ; ইত্যাদি

৭। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৪।২৯।৩ ; অথসং, ৬'৪০।১-২ ; ইত্যাদি

৮। যথা দেখ—বাজসং (মাধ্য), ৩৬।১২ ; ঐতব্রা, ৫।২৭ ; ৭।৩

বলিয়া দেখা যায়। ভয় আরও কোথাও কোথাও হইতে আসিতে পারে, তাহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া ঋষি, কিছুরই উল্লেখ না করিয়া, বলিয়াছেন,

"যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।"[১]

'হে ইন্দ্র, যাহা যাহা হইতে (অথবা যেহেতু) আমরা ভয়ে ভীত হইতেছি, তাহা তাহা হইতে (অথবা সেইহেতু) আমাদিগকে অভয় কর।'

"যতঃ ভয়মভয়ং তন্নো অস্ত্বব
দেবানাং যজ হেডো অগ্নে।"[২]

'হে অগ্নি, যাহা যাহা হইতে (আমাদের) ভয়, তৎসমস্তই আমাদের অভয় হউক। দেবতাদিগেরও ক্রোধ তিরস্কার কর।'

কথন কথন সর্বপ্রকারে অভয় প্রার্থনা করা হইয়াছে। যথা

"অথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ"[৩]

'আমাদিগকে সমস্ত কিছু হইতে অভয় কর।'

"বিবিধদ্রষ্টা (অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা) এবং শত্রুদিগকে জেতা ইন্দ্র সমস্ত দিক্‌সমূহ হইতে আমাকে অভয় করুক।"[৪]

"অন্তরিক্ষ আমাদিগকে অভয় করুক। ঐ দ্যুলোক ও এই পৃথিবী উভয়েই আমাদিগকে অভয় করুক। (অর্থাৎ অন্তরিক্ষাদি লোকত্রয় হইতে আমাদের কোন ভয় না থাকুক)। পশ্চিমদিকে অভয়, পূর্বদিকে অভয় উত্তরদিক্ হইতে অভয়, এবং দক্ষিণদিক্ হইতে অভয় আমাদের হউক। মিত্র হইতে অভয় হউক। অমিত্র হইতে অভয় হউক। জ্ঞাত হইতে এবং যাহা (জ্ঞাত হইতে) পর (অর্থাৎ অজ্ঞাত) তাহা হইতে অভয় হউক। রাত্রি আমাদের অভয় হউক, এবং দিন আমাদের অভয় হউক। সমস্ত দিক্‌সমূহ আমাদের মিত্র হউক।"[৫]

১। ঋক্‌সং, ৮।৬১।১৩ ; অথসং, ১৯।১৫।১ ; সামসং, পূ, ৩।৯।৩ ; তৈত্তিব্রা, ৩।৭।১১।৪

২। অথসং, ১৯।৩।৪ ; তৈত্তিব্রা, ১।২।১।৯ (ঈষৎ পাঠান্তর)

৩। ঋক্‌সং, ৩।৪৭।২ ; তৈত্তিসং, ১।৪।৪২ ; মৈত্রাসং, ৪।১৪।১২ ; তৈত্তিব্রা, ২।৮।৪।২

৪। ঋক্‌সং, ২।৪১।১২ ; অথসং, ২০।২০।৭ ; ২০।৫৭।১০ ; তৈত্তিব্রা, ২।৫।৩।১-

৫। অথসং, ১৯।১৫।৫-৬

আর কখন বা ভগবানে ভার দিয়া বলিয়াছেন,

"যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু।"[১]

'যাহা যাহা হইতে তুমি ইচ্ছা কর, তাহা তাহা হইতে আমাদিগকে অভয় কর।'

মৃত্যু, অতিমৃত্যু, অমৃত্যু, অমৃত

রাক্ষসাদি কিংবা সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণিসমূহ হইতে ভয়ের মুখ্য হেতু এই যে উহারা মনুষ্যের প্রাণ-বিনাশ বা মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। শত্রু এবং রোগাদি হইতে ভয়ের হেতুও চরমে উহাই। বৈদিক ঋষিগণ সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিতেন মৃত্যুকে। সেই হেতু মৃত্যুর কারণকেও ভয় করিতেন।[২] তাই তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে চাহিতেন, বা মৃত্যুর অতীত হইতে, বা 'অতিমৃত্যু' লাভ করিতে চাহিতেন। অপর কথায়, তাঁহারা মৃত্যুকে চাহিতেন না, 'অমৃত্যু' চাহিতেন; তাঁহারা মৃত হইতে চাহিতেন না, 'অ-মৃত' হইতে চাহিতেন। 'অমৃত' শব্দ যেমন বিশেষণরূপে, তেমন বিশেষ্যরূপেও বেদে বহু ব্যবহৃত হইয়াছে। আচার্য যাস্কও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বেদের কোন কোন মন্ত্রে 'অমৃত' শব্দের অর্থ 'অ-মরণ-ধর্মী'[৩], আর কোন কোন মন্ত্রে 'অমৃত' শব্দের অর্থ 'দেবতা',—যিনি অমরণধর্মী।[৪] 'অমৃত' শব্দ 'মৃত্যুর বিপরীত' বা 'মৃত্যুর অভাব' বা 'অমৃত্যু' অর্থেও বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা

"কোঽস্মিন্ সত্যং কোঽনৃতং কুতো মৃত্যুঃ কুতোঽমৃতম্"[৫]

"যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ"[৬]

"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি"[৭]

এক মন্ত্রে ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, "তোমার স্তোতা অমৃত হউক"[৮]। আবার অব্যবহিত পরের মন্ত্রে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, "তোমার স্তোতা যেন

১। বাজসং (মাধ্য), ৩৬।২২; কাণ্বসং, ৩৬।২২

২। মৃত্যুর কারণকেও ঋষিগণ 'মৃত্যু' বলিতেন। তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

৩। নিরুক্ত, ২।২০

৪। নিরুক্ত, ৮।২০; যাস্ক আরও মনে করেন যে কোন কোন মন্ত্রে অমৃত=উদক (ঐ, ৩।১২; ১২।৭) দেখ—ঋক্‌সং, ৩।১।১৪; ১।৩৮।৪

৫। অথসং, ১০।২।১৪

৬। ঋক্‌সং, ১০।১২১।২

৭। ঋক্‌সং, ১০।১২৯।২

৮। ঋক্‌সং, ১।৩৮।৪

যমের পথে গমন না করুক।"[১] সুতরাং 'যমের পথে না যাওয়া' অর্থাৎ 'মৃত্যু-গ্রস্ত না হওয়াই' 'অমৃত হওয়া'।

"যচ্চামৃতং যচ্চ মর্ত্যম্"[২]

'যাহা অমৃত, এবং যাহা মর্ত্য।' এখানে অমৃত = অমর্ত্য = অমরণশীল। এই দুই স্থলে 'অমৃত' শব্দ বিশেষণ। দেবগণকে যেমন 'অমৃত' বলা হইয়াছে, তেমন 'অমৃত্যু'ও বলা হইয়াছে।[৩] তাহাতে বুঝা যায় যে অমৃত = অমৃত্যু। 'শুক্লযজুর্বেদে' আছে, মনুষ্য মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়াই ("মৃত্যুং তীর্ত্বা") অমৃত প্রাপ্ত হয় ("অমৃতমশ্নুতে")।[৪]

ইহা বলা উচিত যে 'অমৃত্যু' শব্দ বেদে কখন কখন কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। যথা, 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' উক্ত হইয়াছে যে—

"অষ্টযোনি, অষ্টপুত্রা, এবং অষ্ট-পত্নী এই পৃথিবীকে আমি জানি। (সেইহেতু) আমার মৃত্যু নাই, অমৃত্যুও নাই; আমি অঘসমূহও আহরণ করিব না।"[৫] অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক সম্বন্ধেও পর পর সেই উক্তি আছে। ঐখানে 'অমৃত্যু' শব্দ মৃত্যুর ঠিক বিপরীত নহে। সায়ন বলেন উহা 'অপমৃত্যু'ই। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' আছে, "(বিদ্বান্‌গণ) বলেন, ভ্রূণহত্যা হইতে ভিন্ন অপর কিছু অমৃত্যুই; ভ্রূণহত্যাই মৃত্যু।"[৬] 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে, "ব্রহ্মহত্যা হইতে ভিন্ন অপর কিছু অমৃত্যুই; যাহা ব্রহ্মহত্যা, তাহা নিশ্চয় সাক্ষাৎ মৃত্যু।"[৭] "অতিবাধকত্ব" হেতুই ভ্রূণহত্যাদি মহাপাপসমূহকে 'মৃত্যু' বলা হইয়াছে। অপর পাপসমূহ তাদৃশ বাধা-প্রদ নহে বলিয়া উহাদের তুলনায় 'অমৃত্যু'ই।

'অমৃত' শব্দও কখন কখন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, ঋষি দীর্ঘতমা ঔচথ্য বলিয়াছেন,

"যত্র সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাহভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ॥"[৮]

১। ঋক্‌সং, ১।৩৮।৫
২। তৈত্তিব্রা, ৫।১২।৬।১
৩। ঋক্‌সং, ৩।২।১
৪। বাজসং (মাধ্য), ৪০।১১, ১৪; কাণ্বসং, ৪০।১১, ১৪
৫। তৈত্তিআ, ১।১৩
৬। তৈত্তিব্রা, ৩।৯।১৫।২
৭। শতব্রা (মধ্য), ১৩।৩।৫।৪
৮। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।২১; অথর্বসং, ৯।৯।২২

'যথায় সুপর্ণসমূহ অমৃতের ভাগ বেদন সহকারে অনিমেষবান্ হইয়া (অর্থাৎ অনবরত) অভিস্বরণ করিতেছে, বিশ্বের ঈশ্বর ও ভুবনের গোপা সেই পাক আমাকে তথায় প্রবেশ করাইতেছেন।' আচার্য যাস্ক অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম দুই পক্ষে এই মন্ত্রকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] অধিদৈবত পক্ষে, সুপর্ণসমূহ— সুপতন আদিত্যরশ্মিসমূহ, অমৃত=উদক, এবং পাক=বিপক্ক-প্রজ্ঞ আদিত্য। আর অধ্যাত্মপক্ষে সুপর্ণসমূহ=সুপতন ইন্দ্রিয়সমূহ, অমৃত=জ্ঞান, বিশ্বের ঈশ্বরও ভুবনের গোপা=সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের গোপয়িতা আত্মা, এবং পাক—বিপক্কপ্রজ্ঞ আত্মা। যাহা হউক, এইরূপে জানা যায়, 'অমৃত' শব্দের অর্থ, যাস্কের মতে 'উদক' এবং 'জ্ঞান'ও হইতে পারে। বেদের অপর এক মন্ত্রে 'অমৃতের লোকে' আরোহণ করাইবার এবং তথায় সুখ করিবার কথা আছে।[২] যাস্ক মনে করেন যে ঐখানে 'অমৃত' অর্থ 'উদক'।[৩] 'উদক' অর্থে 'অমৃত' শব্দের প্রয়োগ বেদে আরও পাওয়া যায়।[৪] 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' আছে "প্রাণা বা আপোঽমৃতং হিরণ্যমমৃতমেব" (অর্থাৎ আপ্ অমৃত, আপরূপ বলিয়া প্রাণসমূহও অমৃত[৫] ; এবং হিরণ্য অমৃত)।[৬]

"যেই অমৃতের দ্বারা ভূত, ভুবন ও ভবিষ্যৎ—এই সর্ব পরিগৃহীত, এবং যাহা দ্বারা সপ্তহোতা যজ্ঞ বিস্তারিত হয়, আমার সেই মন শিবসঙ্কল্প হউক।"[৭] এই মন্ত্রে মনকে 'অমৃত' বলা হইয়াছে।

অমৃত প্রার্থনা

মৃত্যুকে ঐ প্রকার ভয় করিতেন বলিয়া বৈদিক ঋষিগণ সতত এই কামনা করিতেন যে, মৃত্যু তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক বা গমন করুক, আর অমৃত্যু বা অমৃত তাঁহাদের নিকটে আসুক।

"পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ন এতু"[৮]

১। নিরুক্ত, ৩।১২

২। ঋক্‌সং, ১০।৮৫।২০ ; অথসং, ১৪।১।৬১

৩। নিরুক্ত

৪। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৩।১।১৪ ; ৩।৩৮।৪ ; ইত্যাদি

৫। দেখ—'আপোময়ঃ প্রাণঃ"—(ছান্দোগ্যউ, ৬।৭।৬)

৬। তাণ্ড্যব্রা, ৯।৯।৪

৭। বাজসং, (মাধ্য), ৩৪।৪

৮। অথসং, ১৮।৩।৬২

'মৃত্যু (আমাদের হইতে) দূরে গমন করুক, অমৃত আমাদের নিকটে আসুক।'

"অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগন্
বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু।"[১]

'মৃত্যু (আমাদের) বিপরীত দিকে গমন করুক, অমৃত (আমাদের) দিকে আগমন করুক। বৈবস্বত হইতে আমাদিগকে অভয় কর।'

"অসতো মা সদ্ গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"[২]
'অসৎ হইতে আমাকে সৎ কর। তম হইতে আমাকে জ্যোতি কর। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত কর।' শ্রুতি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে মৃত্যুই অসৎ, তথা তম;[৩] অমৃতই সৎ, তথা জ্যোতি; 'গময়' (=প্রাপ্ত করাও) অর্থ 'কুর্বীত' (=কর)। সুতরাং সমস্ত প্রার্থনাটি অমৃত হইবারই জন্য।

"হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা এই ভুবনের সম্রাট্, স্বর্গের দ্রষ্টা। তোমরা (আমাদের) এই যজ্ঞে বিরাজিত হও। তোমাদের নিকট বৃষ্টি, ধন ও অমৃতত্ব প্রার্থনা করিতেছি।"[৪]

যমের নিকট অভয় প্রার্থনা

বেদের মতে, বৈবস্বত যম পরলোকের রাজা।

'যিনি সমস্ত জনগণের সম্যক্ গন্তব্য স্থান, তথা যিনি পরে প্রকৃষ্ট কর্মবান্ পুরুষদিগকে (তত্তৎফলভোগের উচিত) স্থানসমূহ ক্রমে প্রাপ্ত করান, এবং বহুজনকে (অর্থাৎ স্বর্গে গমনের যোগ্য পুণ্যকর্মকারী লোক বহু হইলেও তাহাদিগকে) স্বর্গ গমনের মার্গে বাধা দেন না, সেই বৈবস্বত যম রাজাকে হবি দ্বারা পরিচর্যা কর।"[৫]

১। তৈত্তিব্রা. ৩।৭।১৪।৪ 'শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্রে'র (৪।১৬।৩) পাঠ কিঞ্চিৎ ভিন্ন, "পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আ গাৎ" ইত্যাদি

২। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।১।৩০=বৃহউ, ১।৩।২৮

৩। পরে দেখ।

৪। ঋক্‌সং, ৫।৬৩।২

৫। ঋক্‌সং, ১০।১৪।১ ; অথসং, ১৮।১।৪৯ (ঈষৎ পাঠান্তরে)

"যথায় বৈবস্বত (যম) রাজা, যথায় (ভূতগণের) দ্যুলোকে প্রবেশন (দ্বার)" ইত্যাদি।[১] যমই প্রাণিগণকে ইহলোক হইতে পরলোকে লইয়া যান।

"যমই সর্বপ্রথমে আমাদের (ভাবী) মার্গ জানেন। (যম দ্বারা নেতব্য) ঐ মার্গ অপনয়ন করিতে কেহ সমর্থ নহে।"[২]

যেমন আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন সর্ব ভূতগ্রামকে জীবিত হইতে যমন করেন বা উপরম প্রাপ্ত করান বলিয়াই তিনি 'যম' নামে অভিহিত হন[৩], আচার্য শৌনকও সেই প্রকার বলিয়াছেন, তিনি ইহলোকে প্রজাগণকে প্রকৃষ্টরূপে যমন করত এবং সংগ্রহ করত প্রকৃষ্টরূপে গমন করান। সেই কারণে ঋষি বিবস্বানের এই পুত্র যমকে 'যম' বলিয়াছেন।"[৪] যমকে বেদে 'অন্তক'ও বলা হয়; কেননা, তিনি প্রাণীর প্রাণের বা জীবনের অন্ত করিয়া থাকেন। কখন কখন যমকেই মৃত্যু বলা হইয়াছে।[৫]

আবার কোথাও আছে "মৃত্যু প্রজাগণের অধিপতি…যম পিতৃগণের অধিপতি… ।"[৬]

যম যদি কাহাকেও কৃপা করেন, তাহাকে ইহলোক হইতে লইয়া না যান, তবে সে ইহলোকে সততই থাকিবে,—সে সতত জীবিত থাকিবে, মরিবে না। তাই ঋষিগণ তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেন,—তাঁহার নিকটে অভয় যাচ্ঞা করিতেন। এমন কি তাঁহার পিতা বিবস্বানেরও নিকটে অভয় যাচ্ঞা করিতেন।

"হে বিবস্বান্, আমাকে অভয় কর। হে জীবন-দাতা, উত্তম দাতা এবং উত্তম ত্রাতা, আমাকে অভয় কর। ইহলোকে (আমার) এই বীরগণ (অর্থাৎ বীর পুত্রপৌত্রাদি) বহু হউক। বহু গো এবং অশ্বযুক্ত পোষক ধন আমার হউক। হে বিবস্বান্, আমাকে অমৃতত্বে ধারণ কর। (তোমার প্রসাদে) মৃত্যু (আমা হইতে) দূরে গমন করুক, অমৃত আমার নিকটে আসুক। (আমার) এই পুরুষগণকে জরাবস্থা হইতে রক্ষা কর। ইহাদের প্রাণসমূহ সুষ্ঠু (থাকুক), যমের নিকটে না যাউক।"[৭]

১। ঋক্‌সং, ৯।১১৩।৮
২। ঋক্‌সং, ১০।১৪।২ ; অথসং, ১৮।১।১০
৩। নিরুক্ত, ১০।১৯-২০
৪। বৃহদ্দেবতা, ২।৪৮
৫। যথা দেখ "তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে" (ঋক্ সং, ১০।১৬৫।৪)
৬। অথসং ৫।২৪।১৩-৪
৭। অথসং, ১৮।৩।৬১-২

দীর্ঘায়ু প্রার্থনা

মৃত্যু-দেবতার নিকট, কিংবা তাঁহার নিকট আত্মীয়স্বজনাদি যাঁহারা তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারেন, উঁহাদের নিকট, ঐ প্রকারে অভয় প্রার্থনা বস্তুতঃ দীর্ঘায়ু প্রার্থনাই। ঋষিগণ সাক্ষাদ্‌ভাবেও সেই প্রার্থনা করিয়াছেন।

"যমের উদ্দেশে সোম অভিষেক কর। যমার্থ হবি হোম কর। অগ্নি-দূত এবং অলঙ্কৃত যজ্ঞ নিশ্চয় যমের নিকটে গমন করে।

"যমকে ঘৃতযুক্ত হবি হোম কর। (তাঁহার নিকটে) উপস্থিত থাক। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে প্রকৃষ্ট জীবনার্থ আমাদিগকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুক।[১] অপর দেবতাগণেরও নিকট তাঁহারা দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেন। যথা,

"হে আদিত্যগণ, আমরা মনুষ্যগণ অবশ্যই মৃত্যুবন্ধু। আমাদিগের জীবনার্থ আয়ুকে অতীব প্রবর্ধিত কর।"[২]

"হে বৃহস্পতি, পরলোকে ভবন হইতে, যমের লোকে গমন হইতে, তথা অভিশাপ হইতে, মুক্ত কর। হে দেবতাদিগের ভিষক্ অশ্বিনীদ্বয়, হে অগ্নি, তোমরা শক্তিসমূহ দ্বারা মৃত্যুকে (এই যজমান) হইতে প্রতিনিবর্তিত কর।"[৩]

"মরুদ্‌গণ আমাকে প্রজা ও ধন দ্বারা সম্যক্ সিঞ্চন করুক। পূষা সম্যক্ সিঞ্চন করুক। বৃহস্পতি সম্যক্ সিঞ্চন করুক। এই অগ্নি আমাকে সম্যক্ সিঞ্চন করুক। (তাঁহারা সকলে) আমার (তথা আমার প্রজাগণের) আয়ু দীর্ঘ করুক।"[৪]

দীর্ঘায়ুত্ব—অমৃতত্ব

বাহুল্য হইলেও ইহা পরিষ্কার বলা উচিত মনে করি যে, ঋষিগণ অন্ততঃ উঁহাদের কেহ কেহ, প্রথম প্রথম, দীর্ঘায়ুত্বকে অমৃতত্ব মনে করিতে লাগিলেন। 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' আছে—

১। ঋক্‌সং, ১০।১৪।১৩-১৪ ; এই সকল মন্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে 'অথর্ববেদে'ও (১৮।২।১।০) পাওয়া যায়।

২। ঋক্‌সং, ৮।১৮।২২ ৩। বাজসং (মাধ্য), ২৭।৯

৪। অথসং, ৭।৩৪।১ ; ৭।৩৩।১ মন্ত্রে কেবল অগ্নি দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, "দীর্ঘমা[illegible] কৃণোতু মে।" 'ঋগ্বেদে' আছে, "(হে অগ্নি,) আমরা তোমাকে স্তুতি করিতেছি। তোমার দ্বারা (অর্থাৎ তোমার কৃপায়) আমরা সুপুত্রপৌত্রাদিযুক্ত এবং দীর্ঘায়ু প্রকৃষ্টতর (অর্থাৎ অত্যন্ত) ধারণকারী (হইব)।" (ঋক্‌সং, ১০।১১৫।৮)

"এতদ্বাব মনুষ্যস্যাঽমৃতত্বং যৎ সর্বমায়ুরেতি বসীয়ান্ ভবতি।"[১]

'(সে) যে সর্ব আয়ু লাভ করে এবং শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা নিশ্চয় মানুষের অমৃতত্ব।' 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে—

"এতদ্বৈ মনুষ্যস্যামৃতত্বং যৎ সর্বমায়ুরেতি"[২]

'(সে) যে সর্ব আয়ু লাভ করে, তাহা নিশ্চয় মানুষের অমৃতত্ব।'

"অমৃতমায়ুর্হিরণ্যং তদমৃত আয়ুষি প্রতিতিষ্ঠতি"[৩]

'আয়ু ও হিরণ্য অমৃত; সেই অমৃতে,—আয়ুতে প্রতিষ্ঠিত হয়।' উহার অন্যত্র আছে—

"অন্ন দ্বারা অশনায়া নিবর্তিত হয়; পান দ্বারা পিপাসা, শ্রী দ্বারা পাপ, জ্যোতি দ্বারা তম, এবং অমৃত দ্বারা মৃত্যু (নিবর্তিত হয়)। যে এই প্রকার জানে, তাহা হইতে এই সমস্তই নিশ্চয় নিবর্তিত হয়, সে পুনর্মৃত্যু অপজয় করে, সর্ব আয়ু লাভ করে।"[৪]

সুতরাং সর্ব আয়ু লাভ করাই পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করা। 'বৈশ্বানরবিদ্যা'র বর্ণনায়ও সেই প্রকার উক্তি আছে। কথিত হইয়াছে যে যাহারা পৃথিবী, অপ্, আকাশ, বায়ু, আদিত্য এবং দ্যুলোক—ইহাদের এক একটিকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বৈশ্বানর বলিয়া জানে, তাহারা "অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি সর্বমায়ুরেতি" ('পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে, সর্ব আয়ু লাভ করে')। পরন্তু তাহাদের দোষ থাকে; কোন না কোন অঙ্গের হানি হয়। আর যে সমগ্রতঃ বৈশ্বানরকে জানে, পৃথিব্যাদিকে বৈশ্বানরের বিভিন্ন অঙ্গ বলিয়া মনে করে, সেও "পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে, সর্ব আয়ু লাভ করে"; অধিকন্তু বৈশ্বানর তাহার কোন অঙ্গের হানি করে না।[৫]

বিশেষ অনুষ্ঠান

ঐ প্রকারে অমৃতত্ব বা সুদীর্ঘায়ুত্ব লাভের জন্য প্রাচীন ঋষিগণ যে কেবল সাধারণ যাগযজ্ঞাদি সহকারে দেবতার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতেন,

---

১। তাণ্ডাব্রা, ২২।১২।২ ; ২৩।১২।৩ ; ২৪।১৯।২

২। শতব্রা (মাধ্য), ৯।৫।১।১০ ;

৩। শতব্রা (মাধ্য), ৩।৮।৩।২৬; ৫।২।১।২০ ; ৫।৪।১।১২ (আরও দেখ—৪।২।৩।১ ; ৪।২।৪।২ ; ইত্যাদি

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১০।২।৬।১৯

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৬।১।১-

তাহা নহে, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানাদিও করিতেন, যেগুলি শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি কর্মসমূহ বলিয়া খ্যাত হয়। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' অপর প্রাণিগণ হইতে মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিতে গিয়া ইহা বলা হইয়াছে যে, মনুষ্য "মর্ত্যেনামৃতমীপ্সতি" (অর্থাৎ মর্ত্য বস্তু দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করিয়া অমৃত লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে)।[১]

'অথর্ববেদে'র অষ্টম কাণ্ডের প্রথম দুই সূক্ত,—যেগুলি 'অর্থসূক্ত' নামে খ্যাত—, শ্রৌতসূত্রের মতে, আয়ুর্বৃদ্ধ্যর্থ অনুষ্ঠানে বিনিযুক্ত হইত। ঐ অনুষ্ঠানে পুরোহিতগণ সর্ব প্রথমে মৃত্যু-দেবকে এই বলিয়া স্তুতি করেন,—

"(প্রাণের) অন্তকারী মৃত্যু(-দেব)কে নমস্কার। তোমার (কৃপায় এই যজমানের) প্রাণসমূহ এবং অপানসমূহ এই শরীরেই রমণ করুক। এই পুরুষ প্রাণ (এবং অপান) সহ এইখানে সূর্যের ভাগে,—অমৃতের লোকে থাকুক।"[২]

অনন্তর ভগ, সোম, মরুদ্গণ, অগ্নি এবং ইন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা হইয়াছে, তাঁহারা যেন যজমানকে "উর্ধ্বে" অর্থাৎ মৃত্যুর গ্রাসের অতীতে রাখেন। কেননা তাহাতেই উহার "স্বস্তি" হইবে।[৩] অপর দেবতাগণেরও নিকট সেই প্রকার প্রার্থনা করা হইয়াছে।[৪] পরিশেষে বলা হইয়াছে—

"হে দেবগণ, এই পুরুষ ইহলোকেই থাকুক। এই পুরুষ পরলোকে গমন না করুক। (তোমাদের প্রসাদে আমরা) সহস্র বীর্য দ্বারা ইহাকে মৃত্যু হইতে উর্ধ্বে পার করিব।"[৫]

অনন্তর দীর্ঘায়ুষ্কামী যজমানকে লক্ষ্য করিয়া পুরোহিতগণ বলেন,—

"(হে পুরুষ,) তোমার অসুসমূহ এই শরীরেই থাকুক। তোমার (মুখ্য) প্রাণ এই শরীরে থাকুক। তোমার আয়ু এই শরীরে থাকুক। তোমার মন এই শরীরে থাকুক। আমরা (বেদমন্ত্ররূপ) দৈবী বাণী দ্বারা তোমাকে

১। ঐতআ, ২।৩।২

২। অথসং, ৮।১।১ সায়ন বলেন, 'সূর্যের ভাগে' অর্থ 'ভূলোকে'। "অমৃত শব্দেনাত্র পুত্রপৌত্রাদিরূপেণাবস্থানম্ অভিধীয়তে মনুষ্যৈরাশাস্যমানত্বাৎ। শ্রূয়তে হি 'প্রজামনু প্রজায়সে তদু তে মর্তামৃতম্' ইতি। [তৈত্তিব্রা, ১।৫।৫।৬] তথাবিধস্য অমৃতস্য লোকে। লোক্যত ইতি লোকঃ স্থানং ভূলোক ইত্যুক্তং ভবতি।" (সায়ন)

৩। অথসং, ৮।১।২ ৪। অথসং, ৮।১।১১-৭ ৫। অথসং, ৮।১।১৮

নির্ঋতির পাশসমূহের ঊর্ধ্বে রক্ষণ করিব। হে পুরুষ, উহাদের ঊর্ধ্বে ক্রমণ কর। অধঃপতিত হইও না। মৃত্যুর পাদবন্ধনপাশ বিচ্ছিন্ন কর। অগ্নির এবং সূর্যের সন্দর্শনার্থ ইহলোক হইতে ছিন্ন হইও না। মাতরিশ্বা বায়ু ত্বদর্থে প্রবাহিত হউক। জল ত্বদর্থে অমৃত বর্ষণ করুক। সূর্য তোমার শরীরে সুখ তাপ দিক্। মৃত্যু তোমাকে দয়া করুক (অর্থাৎ দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিক্। (সুতরাং) মৃত্যুগমন করিও না। হে পুরুষ, তোমার (মৃত্যু হইতে) উদ্‌গমন হউক, অবাক্‌গমন নহে। তোমার জীবনৌষধ ও বল করিতেছি। তুমি এই অমৃত এবং সুখস্বরূপ (দেহ) রথে আরোহণ করিয়া থাক। অনন্তর অজীর্ণ থাকিয়া বেদন (বা জ্ঞান) সর্বভাবে বল। তোমার মন সেইখানে না যাউক, তিরোভূতও না হউক। তুমি জীবিতগণকে লইয়া প্রমোদ কর। তোমার (মৃত) পিতৃগণের অনুগমন করিও না। সমস্ত দেবতা তোমাকে এইখানে রক্ষা করুক। যাহারা তোমাকে দূরদেশে লইয়া যাইবে, সেই (পরলোক)-গতদিগের চিন্তা করিও না। তুমি তম হইতে জ্যোতিতে আরোহণ কর।....তুমি ঐ (গতদিগের) পথে অনুগমন করিও না। (কেননা) উহা ভয়যুক্ত। যাহাতে তুমি পূর্ব (পথে) যাইবে না, তাহা আমি তোমাকে বলিব। হে পুরুষ, তুমি ঐ তমে প্রপদন করিও না। "ভয়ং পরস্তাদভয়ং তে অর্বাক্ ('মৃত্যুর পরে তোমার ভয়, আর নীচে অভয়')।"[১]

"তোমার (ভয়) দূর হউক। জ্যোতি তোমার হউক। তম তোমা হইতে দূরে গমন করুক। মৃত্যু ও নির্ঋতি তোমা হইতে অপসৃত হউক। মারাত্মক রোগসমূহ তোমা হইতে দূরীভূত করিব।"[২]

"তোমার প্রাণ ও অপানকে (এই শরীরে স্থির) করিব। জরা ও মৃত্যু (যাহাতে তোমাকে স্পর্শ না করে, তাহা) করিব। তোমার আয়ু দীর্ঘ করিব। (তাহাতে তোমার) স্বস্তি করিব। তোমাকে লইয়া যাইতে বৈবস্বত কর্তৃক প্রেষিত সমস্ত যমদূতগণকে দূর করিয়া দিব।"[৩]

"মৃত্যু দ্বিপদ (প্রাণিগণকে) শাসন করেন। মৃত্যু চতুষ্পদ (প্রাণিগণকে) শাসন করেন। (অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী মৃত্যুর অধীন)। সুতরাং পশুপতি ('গোপতি') মৃত্যু হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব। তিনি (তোমাকে) ভয়গ্রস্ত করিবেন না। (অতএব) ভীত হইও না। যেখানে এই ব্রহ্ম

১। অথসং, ৮।১।৩-৮, ১০   ২। অথসং, ৮।১।২১   ৩। অথসং, ৮।২।১১

(অর্থাৎ মহাশান্তিকর্ম) জীবনের জন্য পরিধি করে, যেখানে গো, অশ্ব, পুরুষ, (প্রভৃতি) সমস্ত পশু মরে না,—অধম তমে গমন করে না, সেখানে সকলেই জীবিত থাকে। (সংকৃত এই মহাশান্তিকর্ম) তোমাকে সর্বদিক্ হইতে রক্ষা করুক। সমানগণ এবং সবন্ধুগণ হইতে—(তাহাদের কৃত) অভিচার হইতে (তোমাকে রক্ষা করুক)। তুমি অমম্রি হও, অমৃত হও, অতিজীবী হও। তোমার অসুগণ এই শরীর পরিত্যাগ না করুক।"[১]

ঐ সকল প্রার্থনা এবং অনুষ্ঠানাদির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শরীরকে নীরোগ, অজর, এবং অক্ষয়,—সুতরাং অমর করা। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে, যোগাভ্যাস দ্বারাও তাহা সম্ভব। কেননা, যোগাভ্যাসের ফলে "যখন পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, ও আকাশ প্রকট হয়,—পঞ্চ(ভূতা)ত্মক যোগগুণ প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ যোগাগ্নিময় শরীরপ্রাপ্ত যোগীর রোগ হয় না, জরা (আসে) না, এবং মৃত্যু হয় না।"[২]

মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিতেও ঋষিগণ প্রচেষ্টা করিতেন,—প্রার্থনা-অনুষ্ঠানাদি করিতেন। যথা, মহর্ষি কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'তে বিবৃত হইয়াছে যে, অসমতি নামক ইক্ষ্বাকু-বংশীয় জনৈক রাজার চারি জন পুরোহিত ছিলেন, বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু এবং বিপ্রবন্ধু। কোন সময়ে রাজা অপর দুইজন মায়াবীকে শ্রেষ্ঠতম মনে করিয়া বন্ধুপ্রভৃতিকে পরিত্যাগ করত ঐ দুইজনকে নিজের পুরোহিত বরণ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বন্ধুপ্রভৃতি রাজাকে অভিচার করেন। তখন ঐ মায়াবিদ্বয় সুবন্ধুকে মারিয়া ফেলে। বন্ধুপ্রভৃতি তিন ভাই মিলিয়া উঁহাকে পুনর্জীবিত করিতে প্রচেষ্টা করেন। তাঁহাদের ঐ মন্ত্রসকল 'ঋগ্বেদে' আছে।[৩]

"তোমার যেই মন অত্যন্ত দূরে যম বৈবস্বতের নিকটে গিয়াছে, তোমার সেই মনকে এইখানে (ইহলোকে ইহশরীরে) (পুনঃ) নিবাসার্থ আবর্তন করিব।"

তোমার যেই মন অত্যন্ত দূরে দ্যুলোকে গিয়াছে, (অথবা) এই পৃথিবীতে (এই শরীর হইতে) অত্যন্ত দূরে গিয়াছে, তোমার সেই মনকে এইখানে (পুনঃ) নিবাসার্থ আবর্তন করিব" ইত্যাদি।[৪] ঐ প্রকার প্রচেষ্টা 'ঋগ্বেদে'র অন্যত্রও দেখা যায়।[৫]

১। অথসং, ৮।২।২৩-৬ ২। শ্বেতউ, ২।১২ ৩। ঋক্সং, ১০।৫৬-৯ সূক্ত
৪। ঋক্সং, ১০।৫৮।১-২ ৫। যথা দেখ—ঋক্সং, ১০।১৮, ১৬১, সূক্ত

মৃত্যু অপরিহার্য

ঋষিগণ ক্রমে ইহা বুঝিতে পারিলেন যে ঐ প্রকারে,—প্রার্থনা-শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা, মানুষের আয়ুকে দীর্ঘ, এমন কি সুদীর্ঘ, করিতে পারা গেলেও,[১] অনন্ত কিংবা অপরিমিত করিতে পারা যায় না। সুতরাং মৃত্যুকে চিরতরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। আয়ু যতই সুদীর্ঘ হউক না কেন, উহার অন্ত একদিন না একদিন হইবেই; মৃত্যু একদিন না একদিন আসিবেই আসিবে—এই শরীরকে উহা গ্রাস করিবেই করিবে। তাহা কিছুতেই অন্যথা হইবার নহে। 'শতপথব্রাহ্মণে' একটা আখ্যায়িকারূপে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে,—দেবগণ অন্তক ও মৃত্যু সংবৎসর প্রজাপতি হইতে এই ভাবিয়া ভীত হইলেন যে 'ইনি অহোরাত্র দ্বারা আমাদের আয়ুর অন্ত করিবেন'। তাঁহারা ঐ মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাসপ্রভৃতি যজ্ঞক্রতু উদ্ভাবন করেন। পরন্তু উহাদের অর্চনা করিতে করিতে শ্রান্ত হইলেও, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা ঐ প্রজাপতির শরণাপন্ন হইলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে ঐ সকল যজ্ঞক্রতু অনুষ্ঠানের এক কৌশল উপদেশ করেন। অনন্তর তদনুসারে অনুষ্ঠান করত দেবগণ অমৃত হইলেন। তখন মৃত্যু দেবগণকে বলেন "এই প্রকারে সমস্ত মনুষ্য নিশ্চয় অমৃত হইয়া যাইবে। সুতরাং আমার ভাগ কি হইবে?" তখন দেবতাগণ মৃত্যুকে বলেন, "অতঃপর আর কেহ, শরীরসহ অমৃত হইবে না। যখন তুমি এই ভাগকে (=শরীরকে) হরণ করিবে, তাহার পরই, পুনঃপ্রাপ্ত শরীর সহকারে অমৃত হইবে।" ইত্যাদি।[২] এই আখ্যায়িকা হইতে আরও জানা যায় যে মৃত্যু দিনে ও রাত্রিতে, অর্থাৎ প্রতিমুহূর্তে, মানুষের আয়ুর অন্ত করিতেছে।

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে রাজা জনকের সভায় সমবেত কুরু ও পাঞ্চাল প্রদেশের ব্রহ্মবিদ্‌গণের ব্রহ্মবাদে (=ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনায়) ব্রহ্মিষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, একমাত্র সর্বান্তর এবং অন্তর্যামী আত্মাই

১। এক শান্তিকর্মে পুরোহিতগণ যজমানকে বলেন,

"তোমার শত বৎসর (আয়ু) অযুত বৎসর করিব;—(এক যুগ), দুই যুগ, তিন (যুগ), চারি (যুগ) করিব। তোমার জন্য আমাদের এই সকল ইন্দ্র এবং অগ্নি,—সমস্ত দেবগণ, নিঃসঙ্কোচে অনুমোদন করুক।" অথর্ব, ৮।২।২১

২। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।৩।২-

অমৃত, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত কিছুই "আর্ত"।[১] ঐ ব্রহ্মোদ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিবাদী অশ্বল ঋষিও তাঁহার পূর্বে বলেন,

"ইদং সর্বং মৃত্যুনাপ্তং সর্বং মৃত্যুনাভিপন্নম্।"[২]

'এই সমস্তই মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত, মৃত্যু দ্বারা বশীকৃত।' অপর প্রতিবাদী আর্তভাগ ঋষি বলেন,

"ইদং সর্বং মৃত্যোরন্নং"[৩]

'এই সমস্তই মৃত্যুর অন্ন।' তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, ঐ মতবাদ তদানীন্তন সময়ে সমস্ত বিদ্বদ্‌বর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হইত। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে, প্রজাপতি ঋষি বলেন,

"মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা"[৪]

'এই শরীর মর্ত্য (বা মরণশীল),—মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত।'

'ঐতরেয়ারণ্যকে আছে,

"যদ্ধ কিংচেদং প্রেতে"[৫]

'এই যাহা কিছু (তৎসমস্তই) (ইহলোক হইতে) প্রকৃষ্টরূপে গমন করে (অর্থাৎ বিনাশ পায়)।' উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে শীর্ণ (=অবয়ব-বিশ্লেষণ হেতু বিনষ্ট) হয় বলিয়াই শরীরকে 'শরীর' বলা হয়।[৬] সুতরাং নামের নিরুক্তি হইতেই জানা যায় যে মানুষের শরীর একদিন না একদিন অবশ্যই বিনষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে আছে,

সর্বেষু বা এষু লোকেষু মৃত্যবোঽন্বায়ত্তাঃ"[৭]

'মৃত্যুসমূহ (অর্থাৎ মৃত্যুর হেতুসমূহ) নিশ্চয় এই সমস্ত লোকসমূহে অনুপ্রবেশ করিয়া (উহাদিগকে) বশীভূত করিয়াছে।'

"ব্রহ্ম বৈ মৃত্যবে প্রজাঃ প্রাযচ্ছৎ"[৮]

'ব্রহ্ম প্রজাগণকে নিশ্চয় মৃত্যুকে প্রদান করিয়াছেন।'

১। বৃহউ, ৩৪।২ ; ৩।৭।২৩ ২। বৃহউ, ৩।১।৩ ৩। বৃহউ, ৩।২।১০

৪। ছান্দোগ্যউ, ৮।১২।১ ৫। ঐতআ, ২।১।২ ৬। ঐতআ, ২।১।৪

৭। তৈত্তিব্রা, ৩।৯।১৫।১ ; শতব্রা (মাধ্য), ১০।৩৫।১ ('বা এষু' স্থলে 'বৈ' পাঠান্তরে)

৮। শতব্রা (মাধ্য), ১১।৩।৩।১

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে,

"স ইমং লোকমাগত্য মৃত্যোরবিভেৎ মৃত্যুসংযুত ইব হ্যয়ং লোকঃ"[১]

'সে এই লোকে আসিয়া মৃত্যু হইতে ভীত হইল; কেননা, এই লোক নিশ্চয় মৃত্যু-সংযুত।' 'ঋগ্‌বেদে আছে' মনুষ্যগণ "মৃত্যুবন্ধবঃ"।[২] মৃত্যু যাহার বন্ধু,—মৃত্যু যাহাকে আপন বন্ধু বলিয়া মনে করে, সে 'মৃত্যু-বন্ধু'। তাৎপর্য এই যে, মৃত্যু মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে—উহাকে কখনও ত্যাগ করে না। তাই বেদে মনুষ্য "মর্য", "মর্ত" বা "মর্ত্য" (=মরণশীল) নামেই সমধিক উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়, ঐ তত্ত্ব বৈদিক ঋষিগণ অতি পূর্বকালেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পুত্রপৌত্রাদিরূপে সন্ততি অমৃতত্ব

তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিলেও বৈদিক ঋষিগণ অমৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না। তখন তাঁহারা অমৃতত্বকে অন্য প্রকারে, অল্পাধিক ভিন্ন প্রকারে, ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

বেদে মৃত ব্যক্তিকে "ইতাসু"[৩] বা "গতাসু"[৪] (=যাহার অসু বা প্রাণ ইত বা গত) ও "প্রেত"[৫] (='প্রকৃষ্টরূপে ইত') বলা হইয়াছে। সে "প্রকৃষ্টরূপে গমন করে"[৬]; ইহলোক হইতে প্রকৃষ্টরূপে গমন করে ("অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য")।[৭] সে "পরেত" ('ইহলোক হইতে পরে, পরলোকে গত') বা "মৃত্যুর অন্তিকে নীত" হয়।[৮] যমের মার্গে পরেত হয়।[৯] কোন কোন মৃত ব্যক্তি "সুকৃতের লোকে" "পরেত" হয়।[১০]

১। তৈত্তিসং, ১।৫।৯।৪ ২। ঋক্‌সং, ৮।১৮।২২ ; আরও দেখ—ঋক্‌সং, ১০।৯৫।১৮

৩। তৈত্তিআ, ৬।১।৩ ৪। ঋক্‌সং, ১০।১৮।৮ ; অথসং, ১৮।২।৫৯ ; ১৮।৩।২

৫। ঐতব্রা, ৬।২০ ; ৭।২

"অথ হৈতৎ পুরুষো ম্রিয়তে তস্মাদু হৈতৎ প্রেতমাহ"—শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।১৩)

৬। "প্রের্তে" বা "প্রেরতে" (ঐতআ, ২।১।২)

৭। তৈত্তিব্রা, ৩।১০।১০।১ ; শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।২৩

৮। "যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব।"

(ঋক্‌সং ১০।১৬১।২ ; অথসং, ৩।১১।২ ; ২০।৯৬।৭)

৯। দেখ—ঋক্‌সং, ১০।১৪।২ ; অথসং, ১৮।১।৫০, ৫৪ ; ১৮।২।২৩, ২৭ ; ইত্যাদি।

১০। "সুকৃতস্য লোকে তত্র গচ্ছ যত্র পূর্বে পরেতাঃ"

—(বাজসং (মাধ্য)), ১৩।৩১ ; শতব্রা (মাধ্য)), ৭।৫।১।৯

এই সকল উক্তি হইতে কেহ কেহ মনে করিতে লাগিলেন যে জীব, ইহশরীর পরিত্যাগের পরেও, যদি অপর শরীর গ্রহণ করিয়া কিংবা অন্য কোন প্রকারে, ইহলোকে থাকিয়া যায়, তবে তাহাকে ইহলোক হইতে 'প্রেত', বা 'পরেত' বলা যায় না। সুতরাং তাহাকে 'মৃত'ও বলা যায় না। তাহাকে 'অমৃত'ই বলিতে হইবে। কেননা, যে 'যমের পথে উপগমন করে না', তাহাকে বেদে 'অমৃত' বলা হইয়াছে।[১] উঁহারা এই প্রকারে অমৃত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন।

উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে লাগিলেন যে, পুত্ররূপে পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে ইহলোকে বর্তমান থাকা হয়; সুতরাং পুত্রপৌত্রাদিরূপে সন্তত জন্মগ্রহণই,—প্রজাসন্ততির অনুচ্ছেদই অমৃত। ঐ প্রকার অমৃত লাভের কথা বেদে পাওয়া যায়। বসুশ্রুত আত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন,

"যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানোঽমর্ত্যং মর্ত্যো জোহবামি।
জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্॥"[২]

'আমি,—যে মর্ত্য, অমর্ত্য তোমাকে সম্মান করিয়া স্তুতিপরায়ণ হৃদয়ে অত্যর্থ আহ্বান করিতেছি। হে জাতবেদ অগ্নি, আমাকে যশ প্রদান কর। (তোমার প্রসাদে) আমি প্রজাসমূহ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিব।' ঋষি দীর্ঘতমা ঔচথ্য দ্যাবাপৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করেন,

"হে পিতা ও মাতা, আমাকে সুরেত দ্বারা প্রজাসমূহের বরিষ্ঠ রক্ষণবিশেষ-সমূহ দ্বারা ভূমা ও উরু অমৃত কর।"[৩]

ঋষি মনু বৈবস্বত বলিয়াছেন, পতি অমৃতার্থ ("অমৃতায়") জায়াতে সংহত হয়।[৪] তিনি প্রজাসন্ততিরূপ অমৃতকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।[৫] উঁহাকে 'অথর্ববেদে' "প্রজামৃতত্ব" বলা হইয়াছে।[৬]

১। ঋক্‌সং, ১০৮।৪.৫
২। ঋক্‌সং, ৫।৪।১০; তৈত্তিসং, ১।৪'৪৬।১
৩। ঋক্‌সং, ১।১৫৯।২ দীর্ঘতমা পরে এই মতের নিন্দা করিয়াছেন।
৪। ঋক্‌সং, ৮।৩১।৯
৫। সায়ন বলিয়াছেন, "অমৃতায় অমরণায় সন্তানাভিবৃদ্ধয়ে।"
৬। অথসং, ১১।১।৩৪

'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে,

"একং মাসমুদস্বজৎ পরমেষ্ঠী প্রজাভ্যঃ। তেনাভ্যো মহ আবহৎ অমৃতং মর্ত্যাভ্যঃ। প্রজামনুপ্রজায়সে তদু তে মর্ত্যামৃতম্।"

'পরমেষ্ঠী (প্রজাপতি) প্রজাগণের জন্য এক মাস উৎকর্ষরূপে (অর্থাৎ উৎকর্ষ লাভার্থ) সৃষ্টি করেন। তাহাতে তিনি মর্ত্যগণের জন্য মহৎ অমৃত সম্পাদন করেন। (তিনি বলেন), 'হে মর্ত্য, তুমি প্রজা অনুক্রমে প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হও। তাহাই তোমার অমৃত।' প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট একমাসের অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ প্রজাসন্ততিরূপে অমৃত হইতে পারে।[১] তাই বলা হইয়াছে যে ঐ একমাসের অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া পরমেষ্ঠী (প্রজাপতি) মর্ত্য জীবের জন্য মহৎ অমৃত অর্থাৎ অমৃতের সাধন সম্পাদন করিয়াছেন।

পিতার পুত্ররূপে উৎপত্তির এবং তদ্দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কথা 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে'ও আছে। কথিত হইয়াছে যে,

"পিতা জীবিত থাকিতে যদি জাত পুত্রের মুখ দেখে, (তবে নিজের) ঋণ উহাতে সন্নয়ন করে এবং অমৃতত্ব লাভ করে।"[২]

তন্মতে, যেহেতু পতি স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করত পুত্ররূপে "জায়তে" ('উৎপন্ন হয়'), সেই হেতু স্ত্রী 'জায়া' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।[৩]

'তৈত্তিরীয়াণ্যকে' আছে,—

"যন্মে রেতঃ প্রসিচ্যতে যন্ম আজায়তে পুনঃ।
তেন মামৃতং কুরু তেন সুপ্রজসং কুরু॥"[৪]

১। সায়ন মনে করেন ঐ শ্রুতিতে উক্ত 'একমাস' কাল উপলক্ষণাত্মক; উহার তাৎপর্য "চাতুর্মাসযোগানুষ্ঠানকাল"। কেননা, ঐ শ্রুতির কিঞ্চিৎ পূর্বে 'চাতুর্মাস্যযাজী'র উল্লেখ আছে। (তৈত্তিব্রা, ১।৪।১০।১০)। পরন্তু তাহা হইলে ঐ অমৃতের রহস্য সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া যায়। (পরে দেখ)

২। ঐতব্রা, ৭।১৩

৩। "পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বা স মাতরম্।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে।
তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥" (ঐতব্রা, ৭।১৩)

এই মতের উল্লেখ 'মহাভারতে'ও আছে,—

"আত্মা হি জায়তে তস্যাং তস্মাজ্জায়া ভবত্যুত।"—(মহাভা, ৩।১২।৬১।১

৪। তৈত্তিআ, ১।৫।১৭

'আমার যেই রেত (স্ত্রীর গর্ভে) প্রসিক্তিত হয়, এবং আমার যেই রেত পুনঃ (পুত্ররূপে) উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা আমাকে সুপ্রজাবান্ কর; তদ্দ্বারা আমাকে অমৃত কর।' এইখানে সুপ্রজাবত্তাকেই অমৃতত্ব বলা হইয়াছে।

'ঐতরেয়োপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে[১] সংসারে প্রত্যেক মানুষের তিন জন্ম। সে প্রথমে আপন পিতার শরীরে রেতরূপে গর্ভ হয়। ঐ রেত তাহার পিতার (পুরুষের) সর্ব অঙ্গের তেজ বা সাররূপ। তাহা উহার আত্মভূত বলিয়া আত্মাই। পুরুষ আপন শরীরে ঐ রেতরূপ গর্ভকে ধারণ করে। তার পর সে যখন আপন স্ত্রীতে ঐ রেত সিঞ্চন করে, তখন মানুষের প্রথম জন্ম হয়।[২] তখন সে ঐ স্ত্রীর (=মানুষের মাতার) আত্মভূত হয়। স্ত্রী মনে করে যে পতির আত্মাই তাহার গর্ভে আসিয়াছে, এবং সেই হেতু সে উহাকে উত্তমরূপে পালন পোষণ করে। যথাকালে উহা স্ত্রীর গর্ভ হইতে পুত্ররূপে নির্গত হয়। তখন পিতা নবজাত শিশুর জাতকর্মাদি-সংস্কার করে। পিতা মনে করে যে সে আপনারই সংস্কার করিতেছে। কেননা, তাহার আত্মাই ঐ পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছে। "এবাং লোকানাং সন্তত্যা" অর্থাৎ এই লোকসমূহের সন্ততি হেতুতেও সে ঐ সকল সংস্কার আপনারই বলিয়া মনে করে। যাহা হউক, মাতার গর্ভ হইতে নির্গমন মানুষের দ্বিতীয় জন্ম। তারপর বৃদ্ধ বয়সে অন্তকাল উপস্থিত হইলে মানুষ আপন পুত্ররূপ ইতর আত্মাকে আপন কর্তব্য কর্মসমূহের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, এবং তাহাতে কৃতকৃত্য হইয়া সে,—পুত্রের ইতর আত্মা, ইহসংসার হইতে প্রস্থান করে। "সে এখান হইতে প্রকৃষ্টরূপে গমন করত নিশ্চয় পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। উহা তাহার তৃতীয় জন্ম।" এই শ্রুতি-বচনে পুত্রকে পিতার 'অপর আত্মা' এবং পিতাকে পুত্রের 'অপর আত্মা' বলা হইয়াছে। পিতা ও পুত্রের ঐকাত্ম্য বিবক্ষায় ঐ প্রকার বলা হইয়াছে।

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে, যে পিতা অন্তকালে আপন কর্তব্যতা-ক্রতু পুত্রকে সমর্পণ করে, সে যখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করে (অর্থাৎ মরে), তখন সে তাহার বাঙ্মনঃপ্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সহ পুত্রে আবিষ্ট হয় ("আবিশতি") অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়। পুত্র পিতার কর্তব্যকর্মসমূহ চালাইতে থাকে। কর্মের যথাযথসম্পাদনে পিতার, প্রমাদবশতঃ, যদি কোন

১। ঐতউ, ৪।১-৪ ২। ঐতআ, ২।৩।৭ দেখ

ত্রুটি রহিয়া গিয়া থাকে, পুত্র তাহা পূরণ করিয়া পিতাকে মুক্তি দেয়। "স পুত্রেণৈবাস্মিন্ লোকে প্রতিতিষ্ঠতি" ('সেই পিতা ঐ প্রকার পুত্রের দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে')।[১] উহার তাৎপর্য এই যে, আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "যে পিতার ঐ প্রকার অনুশিষ্ট পুত্র থাকে, সে পুত্ররূপে ইহলোকে নিশ্চয় বিদ্যমান থাকে; তাহাকে মৃত বলিয়া নিশ্চয় মনে করিতে নাই; সেই পিতা মৃত হইলেও ঐ প্রকার পুত্রের দ্বারা অমৃত (রূপে) ইহলোকেই প্রতিষ্ঠিত থাকে।"

সৌচীক অগ্নি ঋষি বিশ্বেদেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,

"আ বো যক্ষ্যমৃতত্বং সুবীরং যথা বো দেবা বরিবঃ করাণি।"[২]

'হে দেবগণ, তোমাদের নিকট সুবীর অমৃতত্ব সর্বপ্রকারে যাচ্ঞা করিতেছি, যাহাতে তোমাদের পরিচর্যা করিতে পারি।' সুপুত্রপৌত্রাদি সন্ততি অক্ষীণ থাকিলে, দেবগণের পরিচর্যাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাই ঋষি ঐ প্রকার অমৃতত্ব যাচ্ঞা করিয়াছেন।

উহার নিন্দা

উপনিষদের বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উহা প্রকৃত পক্ষে কর্মানুষ্ঠান-সন্ততির অনুচ্ছেদ; সুতরাং তাহারই অমৃতত্ব বলা যাইতে পারে।[৩] উহা জীবের প্রকৃত অমৃতত্ব নহে। অন্তত কোন কোন ঋষি তাহা বুঝিতে পারেন। তাঁহারা উহার নিন্দা করিয়াছেন। ঋষি দীর্ঘতমা, যিনি প্রথমে প্রজাসন্ততি দ্বারা অমৃত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই পরে প্রজননকে এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন,

"য ঈং চকার ন সো অস্য বেদ য ঈং দদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ।
স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্বহুপ্রজা নির্ঋতিমাবিবেশ॥"[৪]

'যে (মনুষ্য) ইহাকে (এই গর্ভকে বীর্য-নিক্ষেপ দ্বারা উৎপন্ন) করে, সে ইহার (তত্ত্ব) জানে না। যে ইহাকে (বাহ্য লক্ষণ দ্বারা মাতার জঠরে) দেখে,

---

১। বৃহউ, ১।৫।১৭ ২। ঋক্‌সং, ১০।৫২।৫

৩। জীর্ণ বিনাশোন্মুখ দেহকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করত, অপর সুস্থ দেহে প্রবেশ করিয়াও ইহসংসারে বর্তমান থাকা যায়। যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় উহা পরকায়-প্রবেশ। এই প্রকারে অমৃত হওয়ার কথা বেদের কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের স্মরণ নাই।

৪। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩২ ; অথসং ৯।১০।১০

তাহার নিকটেও ইহা নিশ্চয় অত্যন্ত অন্তর্হিতই। সে মাতার যোনির অভ্যন্তরে (উৰ্বা ও জরায়ু দ্বারা) পরিবেষ্টিত হইয়া (বার বার) বহুবার প্রজায়মান হইয়া নির্ঋতিতে (=পাপে, অতিদুঃখে) প্রবিষ্ট হয়।' এই মন্ত্রের প্রথমার্ধকে সায়ন কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'যে (সংসারাবস্থায়) ইহাকে ("কৃষিবাণিজ্যবেদাধ্যয়নাদিকে") করে, সে ইহার (তত্ত্ব) ("লোকান্তরে কিংবা জন্মান্তরে") জানে না। যে ইহাকে ("গিরিনদীসমুদ্রবন্ধাদিকে") ("জীবিত সময়ে") দেখে, তাহা ("দৃষ্ট") হইতে নিশ্চয় পৃথক্‌ই ("এখানে অনুভূত সর্ব জন্মান্তরে কিংবা লোকান্তরেও অনুভব করে")। তিনি মনে করেন যে, এই মন্ত্রে "গর্ভবাসক্লেশ-পূর্বক জনন প্রতিপাদন দ্বারা তৎপরিহারার্থ আত্মা জ্ঞাতব্য—ইহাই তাৎপর্যতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে।" "স্বরূপভূতাত্মজ্ঞান (প্রাপ্তি) পর্যন্ত এই প্রকার গর্ভদুঃখ অনুভব করত নির্ঋতি নামক প্রদুঃখ অনুভব করে। অতএব তৎপরিহারার্থ আত্মা জ্ঞাতব্য,—ইহা উক্ত হইয়া থাকে। আত্মবিদ্‌গণের অভিপ্রেত অর্থ এই প্রকারই।" আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন যে "বহুপ্রজাঃ কৃচ্ছ্রমাপদ্যতে ইতি পরিব্রাজকাঃ" (অর্থাৎ পরিব্রাজকগণের মতে ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, বহুপ্রজা কৃচ্ছ্র প্রাপ্ত হয়); পরন্তু নৈরুক্তগণ উহাকে ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।[১]

'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্ত প্রাণিগণ প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের জীবনধারণের উপায় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে প্রার্থনা করে। তাহাতে তিনি দেব, পিতৃ, মনুষ্য প্রভৃতি প্রত্যেক কোটির প্রাণিগণকে জীবনধারণের বিশেষ বিশেষ উপায় বিধান করেন।[২] মনুষ্যগণকে তিনি বলেন,

"সায়ং প্রাতর্বোঽশনং প্রজা বো মৃত্যুর্বোঽগ্নির্বো জ্যোতিরিতি।"[৩]

'সন্ধ্যায় ও সকালে তোমাদের ভোজন, প্রজা তোমাদিগের মৃত্যু, এবং অগ্নি তোমাদের জ্যোতি।'

উপনিষদে অতি স্পষ্টবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, প্রজা ও কর্ম দ্বারা অমৃত লাভ হয় না।

"ন প্রজয়া ন কর্মণা ধনেন, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"[৪]

১। 'নিরুক্ত', ২।৮
২। শতব্রা (মাধ্য), ২।৪।২।১
৩। শতব্রা (মাধ্য), ২।৪।২।৩
৪। তৈত্তিউ, ১০।১০ ; কৈবল্যউ, ১।২

'প্রজা, কর্ম কিংবা ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"এই (আত্মরূপ) লোককেই (লাভ করিতে) আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রব্রজনশীল ব্যক্তিগণ প্রব্রজ্যা করেন। (তাহার হেতু) নিশ্চয় এই,—ইহা প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ প্রজা কামনা করিতেন না। (তাঁহারা ভাবিতেন) যেই আমাদের (অভীষ্ট) লোক এই আত্মাই, সেই আমরা প্রজা দ্বারা কি করিব? (এই ভাবিয়া তাঁহারা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাচর্যা আচরণ করিতেন।"[১]

'মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, প্রজাকাম ঋষিগণ দক্ষিণমার্গে বা পিতৃযানে গমন করেন; তাঁহারা ইহসংসারে নিশ্চয় পুনরাবর্তন করেন।'[২]

উহার কঠিনতা

ঐ প্রকারে অমৃত হওয়া সহজ নহে, বরং কঠিনই। কেননা, ইচ্ছা করিলেও পুত্ররূপে উৎপন্ন হওয়া, বা পুত্র উৎপাদন করা, সহজে যায় না। ঋষিগণ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠান-বিশেষও প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, দেখা যায়। 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ১৮৩তম সূক্তে ঐ প্রকার এক অনুষ্ঠানের কথা আছে। উহার প্রথম মন্ত্রে পুরোহিত পুত্রকাম যজমানকে বলেন,

"আমি মন দ্বারা (অর্থাৎ দিব্য চক্ষু দ্বারা) তোমাকে (কর্মসমূহের) বিশেষ বিজ্ঞাতা, তপস্যা হইতে জাত এবং তপস্যা দ্বারা বিভূত বলিয়া দেখিয়াছি। ইহলোকে প্রজা এবং ইহলোকে ধন দান করত (আমি তোমাকে বলিতেছি), হে পুত্রকাম, প্রজা (=প্রজনন) দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হও।"

অনন্তর তিনি যজমান-পত্নীকে বলেন,

"আমি মন দ্বারা তোমাকে দীপ্যমান স্বীয় শরীরে ঋতুকালে ভব গর্ভধারণরূপ কর্ম নিমিত্ত যাচমান বলিয়া দেখিয়াছি। হে পুত্রকামা, আমার সমীপ (প্রাপ্ত হইয়া) তুমি পুনরায় যুবতী হইয়া প্রজা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।"

১। বৃহউ, ৪।৪।২০; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।২৬ (ঈষৎ পাঠান্তরে)

২। প্রশ্নউ, ১।৯

এই বিবৃতি হইতে মনে হয় যে, যজমান ও তৎপত্নী ঐ সময়ে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। তৎপূর্বেও তাঁহারা পুত্রোৎপাদনার্থ বহু তপস্যা করিয়াছেন, বহু অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পরন্তু তৎসমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের পুত্র হয় নাই। তাঁহার এই অনুষ্ঠান যে ব্যর্থ হইবে না, সফলই হইবে, তাহা সিদ্ধ করিতে পুরোহিত বলেন,

"আমি ঔষধীসমূহে গর্ভ প্রদান করি। আমি (অপর) সর্বভূতবর্গের অভ্যন্তরে গর্ভ ধারণ করি। আমি পৃথিবীতে প্রজাসমূহ উৎপন্ন করি। আমি জায়াগণের মধ্যে, তথা অপর স্ত্রীগণের মধ্যে, পুত্রগণকে (উৎপন্ন করি)।"

অর্থাৎ তিনি নিজেকে প্রজাস্রষ্টারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যখন যজমানকে পুত্র দিতেছেন, তাহার পুত্র হইবেই—ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়।

পরলোকে অমৃত

ঐরূপে ইহলোকে সতত থাকা, অমৃত হওয়া, সম্ভব নহে বুঝিতে পারিয়া, ঋষিগণ পরলোকে অমৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, উপাসক

"অমৃতো হবা অমুষ্মিন্ লোকে সম্ভবতি"[১]

'ঐ পরলোকেই অমৃত হয়।'

'শতপথব্রাহ্মণে'র পূর্বোক্ত[২] আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, পূর্বে দেবগণ কৌশলবিশেষ সহকারে যজ্ঞক্রতু করত সশরীরে অমৃত হইয়া যান; অনন্তর মৃত্যুদেবতাকে তুষ্ট করিতে তাঁহারা বলেন যে, ভবিষ্যতে অপর কেহ ঐ প্রকারে যজ্ঞক্রতু করিয়াও তাঁহাদের মত সশরীরে অমৃত হইতে পারিবে না; তবে যাহারা ইহজীবনে বা বাঁচিয়া থাকিতে ঐ প্রকারে বিদ্যা সহকারে ঐ যজ্ঞক্রতু করিবে, তাহারা দেহত্যাগের পর নূতন শরীর প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইবে; আর যাহারা ঐ যজ্ঞক্রতু বিদ্যা ব্যতীত করিবে, কিংবা ঐ যজ্ঞক্রতু মোটেই করিবে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ মরিবে।[৩] সুতরাং মানুষ পরলোকে অমৃত হইতে পারে।

১। ঐতআ, ২।১।৮ ২। পূর্বে দেখ। ৩। শতব্রা, ১০।৪।৩।৯-১০

কাশ্যপ মারীচ ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন,

"বৈবস্বত (=যম) যেখানে রাজা, যেখানে দিবের অবরোধন (=নিম্নগ অয়ন, অর্থাৎ দ্যুলোকগামী সোপান যেখান হইতে উর্ধ্বে উঠিতে আরম্ভ করে), এবং যেখানে এই মহতী আপ্‌সমূহ (আছে), তথায় আমাকে অমৃত কর)।"[১]

তিনি অতঃপর প্রার্থনা করিয়াছেন,

"যেই ত্রিদিবে ত্রিনাকে দিবের (=আদিত্যের) অনুকাম (=কামানুসারে) চরণ আছে, এবং যেখানে লোকসমূহ জ্যোতিষ্মান্, সেইখানে আমাকে অমৃত কর। (৯)

"যেখানে ব্রধ্নের (=মূলভূত আদিত্যের) বিষ্টপ আছে, যেখানে কামসমূহ নিষ্কাম হয়, এবং যেখানে স্বধা ও তৃপ্তি আছে, সেইখানে আমাকে অমৃত কর।" (১০)

"যেখানে আনন্দসমূহ, মোদসমূহ, মুদসমূহ ও প্রমুদসমূহ আছে, এবং যেখানে কামের কামসমূহ আপ্ত, সেইখানে আমাকে অমৃত কর।" (১১)[২]

তাহা হইতে বুঝা যায় যে, পরলোকের সর্বত্র সমান নহে, এবং সর্ব স্থানে গিয়া অমৃত হওয়া যায় না। ঐ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার পূর্বে অপর বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে।

অমৃত=অপুনর্মৃত্যু

পরলোকে অমৃত হওয়ার তাৎপর্য হয়, পুনরায় মৃত না হওয়া, পুনর্মৃত্যুরহিত হওয়া। তাই ঋষিগণ মনে করিতে লাগিলেন যে, অমৃত বা অমৃত্যু=অপুনর্মৃত্যু। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' অমৃতত্বকে স্পষ্টতঃ "অপুনর্মার" বলা হইয়াছে।[৩] উহাতে পরে বিবৃত হইয়াছে যে, কুমার নচিকেতা মৃত্যুদেবতার নিকট এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করেন যে, "পুনর্মৃত্যোর্মেঽপচিতিং ব্রূহি" ('পুনর্মৃত্যুকে অপজয়ের উপায় আমাকে বলুন')। তখন যম তাঁহাকে নাচিকেতাগ্নির কথা বলেন।

"ততো বৈ সোঽপ পুনর্মৃত্যুমজয়ৎ"

১। ঋক্‌সং, ৯।১১৩।৮ ২। ঋক্‌সং, ৯।১১৩।৯-১১

৩। তৈত্তিব্রা, ৩।১১।২২।২-৩

'তাহাতে তিনি পুনর্মৃত্যুকে নিশ্চয় অপজয় করেন।'[১] "যে নাচিকেত অগ্নিকে চয়ন করে, সে পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে। যে এই প্রকার জানে, সেও (পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে)।"[২]

"যে এই প্রকার জানে, সে উঁহাদের (দেবতাগণের) সলোকতা ও সাযুজ্য লাভ করে; (এবং তাহাতে) পুনর্মৃত্যুকে জয় করে।"[৩]

ব্রাহ্মণাদি বৈদিক শাস্ত্রে পুনর্মৃত্যুকে জয় করার কথাই সমধিক পাওয়া যায়। বর্তমান মনুষ্য-শরীরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, উঁহাকে কিছুতেই পরিহার করা যাইবে না,—ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াই, ঋষিগণ পুনর্মৃত্যুকে পরিহারের উপায় চিন্তা করিলেন; এবং পুনর্মৃত্যুর জয়কেই মৃত্যু-জয় মনে করিতে লাগিলেন।

অমৃত = অপুনর্ভব

পুনর্মৃত্যু-রহিত হওয়া তখনই সম্ভব হইবে যদি পরলোক হইতে ইহলোকে আবার আসিতে না হয়। কেননা, এবারকার মৃত্যুর পরে পরলোকে গিয়া তথা হইতে যদি ইহ সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়,—যদি এখানে পুনরায় জন্ম হয়, তবে অবশ্যই পুনরায় মরিতেও হইবে; এবারকার মৃত্যু যেমন অপরিহার্য, সেবারকার মৃত্যুও তেমনই অপরিহার্য হইবে। সুতরাং পুনর্মৃত্যু পরিহার করিতে হইলে, পুনর্জন্মকেই পরিহার করিতে হইবে।[৪] তাহাতে 'অমৃত' সংজ্ঞার অর্থ হইল 'অপুনর্জন্ম' বা 'অপুনর্ভব'। তাই অমৃতাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ এই প্রার্থনা করিতেন যে, তাঁহাদের যেন আর ইহসংসারে জন্ম না হয়।

"হে বসুদেবগণ, আমরা তোমাদের গুহায় (অর্থাৎ তোমাদের হইতে গোপনে) বেশী দুষ্কৃত করিব না; তেমন প্রকাশ্যেও দেবহেলন করিব না। আমাদের (যেন আর) অনৃতের (= মানুষের) রূপের প্রাপ্তি না হয়।"[৫]

অমৃত = মুক্তি

অমৃত কি প্রকারে 'মুক্তি' বলিয়াও অভিহিত হইতে লাগিল, এবার আমরা তাহা দেখাইব।

১। তৈত্তিব্রা, ৩।১১।৮।৫ ২। তৈত্তিব্রা, ৩।১১।৮।৬ ৩। তৈত্তিব্রা, ৩।১০।১০।৪

৪। শ্রুতির মতে, সাধারণত জীবমাত্রকে দেহত্যাগের পর পুনরায় ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করিতে হয়। (দেখ—বৃহউ, ৪।৪।৩; কঠউ, ২।২।৬-৭)

৫। ঋক্‌সং, ১০।১০০।৭; "সত্যমেব দেবা অনৃতং মনুষ্যাঃ" [শতব্রা (মাধ্য), ১।১।১।৪]

ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বৈদিক ঋষিগণ ক্রমে ইহা বুঝিতে পারেন যে, মনুষ্য মৃত্যু-সংবৃত, মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মৃত্যুর দ্বারা বশীকৃত। তাঁহাদের কেহ কেহ তখন উহাকে এই প্রকারে বলিতে লাগিলেন যে, মনুষ্য মৃত্যু দ্বারা বদ্ধ, মৃত্যু পাশসমূহ দ্বারাই মনুষ্যকে বাঁধিয়াছে।[১] কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মর্ত্যগণকে হননার্থ মৃত্যুর "সহস্র,—অযুত (অর্থাৎ অসংখ্য) পাশসমূহ" আছে।[২] কোন কোন মন্ত্রসমূহ হইতে মনে হয় যে, হিংস্র প্রাণিসমূহ, তথা প্রাণান্তক রোগাদিই, মৃত্যুর পাশসমূহ। যাহা হউক, মৃত্যুর বন্ধন হইতে, পাশসমূহ হইতে, মুক্তির প্রার্থনা বেদে পাওয়া যায়। অথর্বা ঋষির পুত্র তিক্ষ ঋষি ঔষধীসমূহকে বলিয়াছেন,

"আমাকে শপথসঞ্জাত পাপ হইতে মুক্ত কর; বরুণের নিকটে কৃত পাপ হইতে, যমের পাদবন্ধন হইতে ('পড্‌বীশাৎ'),—সমস্ত দেব-কিল্বিষ হইতে মুক্ত কর।"[৩]

"স মৃত্যোঃ পড্‌বীশাৎ পাশান্মা মোচি"[৪]

"তিনি মৃত্যুর পড্‌বীশ পাশ হইতে আমাকে মুক্ত করুন।"

"সূর্য উদিত হইয়া মৃত্যুর পাশসমূহ অপসৃত করুক।"[৫]

মৃত্যুর পাশসমূহমুক্ত হইতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু হইতে পারে, অন্যথা নহে।

"হে পুরুষ, তুমি ইহা হইতে (নির্ঋতির পাশসমূহ হইতে[৬]) উৎক্রমণ কর; অবপতন করিও না। মৃত্যুর পড্‌বীশকে অবমুঞ্চন করত, অগ্নির ও সূর্যের সন্দর্শনার্থ (ইহলোকে থাক), এই লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না।"[৭]

"হে জীবিতের জ্যোতি, এই অধোদিকে, (আমাদের) অভিমুখে, আগমন কর। আমি তোমাকে শতশারদার্থ (অর্থাৎ শতবৎসর জীবিত থাকিতে) আহ্বান করিতেছি। মৃত্যুর পাশসমূহকে, তথা অভিশাপকে, অবমুঞ্চন করত তোমাকে প্রতর দীর্ঘ আয়ু দিতেছি।"[৮]

বরুণের পাশসমূহ হইতে মুক্তির প্রার্থনাই বেদে সমধিক পাওয়া যায়।

১। যথা দেখ—অথসং, ৮।৮।১৬; ১২।৪।৩৭   ২। তৈত্তিব্রা, ৩।১০।৮।২

৩। ঋক্‌সং, ১০।৯৭।১৬; বাজসং (মাধ্য), ১২।৯০; কাঠসং, ১৩৬।১৬; অথসং, ৬।৯৬।২; ৭।১১২।২   ৪। অথসং, ১৬।৮।৩২   ৫। অথসং, ১৭।১।৩০

৬। ইহার পূর্বের মন্ত্রে নির্ঋতিপাশসমূহ হইতে উর্ধ্বে গমনের কথা আছে।

৭। অথসং, ৮।১।৪ (পূর্বে দেখ)   ৮। অথসং, ৮।২।২

"হে সোম ও রুদ্র, তোমরা সুমনা হইয়া আমাকে ইহলোকে অত্যন্ত সুখী কর ; আমাকে বরুণের পাশ হইতে প্রমুক্ত কর ; আমাকে রক্ষা কর।"[১]

"এই সকল ধ্রুব ক্ষিতিসমূহে নিবাসকারী (আমরা) তোমাকে (বরুণকে) (স্তুতি করিতেছি)। বরুণ আমাদের হইতে পাশ বিমুক্ত করুক।"[২] ইত্যাদি।[৩]

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, "ইদমহং নির্বরুণস্য পাশাৎ।"[৪] পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, উহার তাৎপর্য এই যে

"বরুণপাশাদেব নির্মুচ্যতে"[৫]

'বরুণ-পাশ হইতে নিশ্চয় নির্মুক্ত হয়।' উহার অপর এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে

"প্রতিযুতো বরুণস্য পাশঃ প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশঃ"[৬]

এবং পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ঐ উক্তির তাৎপর্যও তাহাই—'বরুণ-পাশ হইতে নিশ্চয় নির্মুক্ত হয়।'[৭] 'শুক্ল-যজুর্বেদে' আছে, "নির্বরুণস্য পাশান্মুচ্যে" (বরুণের পাশ হইতে নির্মুক্ত হইব)।[৮]

বরুণের পাশ হইতে মুক্তি মৃত্যু হইতে মুক্তি বলিয়াই মনে হয়। কেননা, বেদে দেখা যায়, বরুণ মানুষের আয়ুর অন্তও করিতে পারেন, বৃদ্ধিও করিতে পারেন। যথার্থ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া যজ্ঞ-ভূমিতে নীত শুনঃশেপ বরুণের শরণ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন বরুণের শত-সহস্র (অর্থাৎ বহু) ঔষধীসমূহ আছে, (যাহা দ্বারা তিনি লোককে বাঁচাইতে পারেন)[৯] তাই তিনি বরুণের নিকট প্রার্থনা করেন, "আমার আয়ু চুরি করিও না ;"[১০] "আমার আয়ুসমূহ প্রবৃদ্ধ করুন।"[১১] গৃৎসমদ ঋষি বরুণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,

"হে বরুণ, আমা হইতে পাপসমূহ, রজ্জুর ন্যায়, বিশিথিল (অর্থাৎ বিমোচন) কর……। (৫)

১। ঋক্‌সং, ৬।৭৪।৪
২। ঋক্‌সং, ৭।৮৮।৭
৩। যথা দেখ—বাজসং (মাধ্য). ১২।১২ ; অথসং, ২।১০।১- ; ইত্যাদি
৪। তৈত্তিসং, ১।৩।৪।২
৫। তৈত্তিসং, ৬।৩।২।৬
৬। তৈত্তিসং, ১।৪।৪৫।৩
৭। তৈত্তিসং, ৬।৬।৩।৫
৮। বাজসং (মাধ্য), ৫।৩৯ ; কাণ্বসং, ৫।৯।৬
৯। ঋক্‌সং, ১।২৪।৯
১০। ঋক্‌সং, ১।২৪।১১
১১। ঋক্‌সং, ১।২৫।১২

"হে বরুণ, আমা হইতে ভয় সুষ্ঠুরূপে অপগমন করাও। হে সম্রাট্, হে ঋতাব, আমাকে অনুগ্রহ কর,—বৎস হইতে দামের ন্যায়, আমা হইতে পাপ বিমুক্ত কর। তোমার (শক্তিতে বা সহায়ে) ব্যতীত কেহ চোখের পলক ফেলিতেও সমর্থ হয় না। (৬)

"হে বরুণ! বধসমূহ দ্বারা (অর্থাৎ বধের সাধনসমূহ দ্বারা) আমাকে হিংসা করিও না।......আমাদের (সুদীর্ঘ) জীবনার্থ হিংসকগণকে সুষ্ঠুরূপে বিশিথিল কর।" (৭)[১]

বেদের একটা মন্ত্রে আছে, পুরোহিত বধূকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,

"তোমাকে বরুণের পাশ হইতে প্রমুক্ত করিতেছি, যাহা দ্বারা সুশেব সবিতা তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন" ইত্যাদি।[২]

তাহা হইতে বুঝা যায়, সায়ন বলেন, "সবিতা দ্বারা প্রেরিত বরুণ জাত প্রাণীকে আপন পাশসমূহ দ্বারা বন্ধন করেন।" ঐসকল হইতে মুক্ত না হইলে শিশু বাঁচিতে পারে না।

বেদে নির্ঋতির পাশসমূহ হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা আছে।[৩] তাহাও মৃত্যু হইতেই মুক্তির প্রার্থনা। কেননা, 'অথর্ববেদে' দেখা যায়, শান্তিকর্মে পুরোহিত যজমানকে বলেন,

"নির্ঋতি দেবী তোমার গ্রীবাসমূহে যেই দাম আবন্ধন করিয়াছেন, যাহা অবিমোক্য, তোমার আয়ু, বর্য ও বলের জন্য সেই দাম বিমুক্ত করিতেছি।"[৪]

"হে তিগ্মতেজা নির্ঋতি, তোমাকে নমস্কার। এই লৌহময় বন্ধপাশসমূহ বিচ্ছিন্ন কর। (হে যজমান, ঐ পাশসমূহ বিমুক্ত হইলেই) যম তোমাকে পুনরায় আমাকে নিশ্চয় দিবেন। সেই যমকে,-মৃত্যুকে নমস্কার।"[৫]

"(হে নির্ঋতি দেবী,) যখন তুমি অয়োময় পাদবন্ধন দ্বারা বাঁধ (তখন মনুষ্য) ইহলোকে মৃত্যুসমূহ দ্বারা—যাহারা সহস্র (বা বহু), বদ্ধ হয়। তুমি যমের এবং পিতৃগণের সহিত একমত হইয়া (এই পুরুষকে সেই পাদবন্ধন হইতে মুক্ত করত) উত্তম নাকে অধিরোহণ করাও।"[৬]

১। ঋক্‌সং, ২।২৮।৫-৭ ২। ঋক্‌সং, ১০।৮৫।২৪; অথসং, ১৪।১।১৯, ৫৮

৩। যথা দেখ—অথসং, ১।৩১।২; ১৯।৪৪।৪; বাজসং, (মাধ্য), ১২।৬৩-৫; কাঠসং, ১৩।৩।২-৪ ৪। অথসং, ৬।৬৩।১ ৫। অথসং, ৬।৬৩।২

৬। অথসং, ৬।৬৩।৩; ৮।৪।৪

এখানে পরিষ্কার ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে নির্ঋতির অয়োময় পাশসমূহ হইতে মুক্ত হইলেই মনুষ্য যমের কবল হইতে মুক্ত হয়, আর নির্ঋতি বাঁধিলেই যম বাঁধেন। অন্যত্র স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে "নির্ঋতি মৃত্যুর অমোক্য পাশসমূহ দ্বারা" মনুষ্যকে বাঁধেন।[১] 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে "নির্ঋতি যাহাকে বাঁধেন, তাহাকে নিশ্চয় অয়োময় বন্ধন দ্বারাই বাঁধেন।"[২] 'বাজসনেয়-সংহিতা'র টীকাকার উভট ও মহীধর মনে করেন যে নির্ঋতির ঐ "লৌহময় বন্ধ" জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনই।[৩]

এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে বেদের মতে মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মনুষ্য অমৃত হইতে পারে। বিপরীতক্রমে বলিলে 'অমৃত হওয়া' অর্থ 'মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া'। সুতরাং অমৃত—মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তি, সংক্ষেপে মুক্তি। 'অথর্ববেদে' স্পষ্টবাক্যে "বন্ধকমোচন"কে "অমৃত" বলা হইয়াছে।[৪]

মৃত্যু কি কি?

এই পর্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে যে জীবের দেহত্যাগপূর্বক ইহলোক হইতে পরলোকে গমনকেই বেদে মৃত্যু বলা হইয়াছে। পূর্বে অনূদিত 'অথর্ববেদে'র এক মন্ত্রে "মৃত্যুসমূহে"র উল্লেখ আছে, যাহারা সংখ্যায় "সহস্র"।[৫] উহার কোন কোন মন্ত্রে আছে যে "মৃত্যুসমূহ একশত"।[৬] তাৎপর্য এই যে, মৃত্যু বহু। কোথাও কোথাও কেবল "মৃত্যুসমূহে"র,[৭] কোথাও বা "অপর মৃত্যুসমূহে"র[৮] উল্লেখ আছে। 'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে,

"(লোকে) জিজ্ঞাসা করে, 'মৃত্যু এক, না বহু?' (তাহাদিগকে) বলিবে, (মৃত্যু) একও, আবার বহুও। (লোকে) যে বলে, উহা অমুত্র (বা পরলোকে গমন), তাহাতে উহা একই। আর উহা যে ইহ (লোকে) প্রজাগণের মধ্যে বহুধা ব্যাবিষ্ট, তাহাতে বহু। (লোকে) জিজ্ঞাসা করে, 'মৃত্যু অন্তিকে,

---

১। "সিনাত্বেনান্ নির্ঋতির্মৃত্যোঃ পাশৈরমোক্যৈঃ।" (অথসং, ৩।৬।৫)

২। শতব্রা (মাধ্য), ৭।২।১।১০

৩। বাজসং (মাধ্য), ১২।৬৩ (ভাষ্য)

৪। অথসং, ৬।১২১।৩

৫। অথসং, ৬।৬৩।৩ ; ৮।৪।৪ (পূর্বে দেখ)

৬। যথা দেখ—অথসং, ৮।২।২৭ ; আরও দেখ ৩।১১।৫

৭। ঋক্‌সং, ১০।১১৭।১

৮। অথসং, ২।২৮।১ ; আরও দেখ ৩।১১।৫

না দূরে ?' (তাহাদিগকে) বলিবে, (উহা) অন্তিকেও, আবার দূরেও। এই যে বলে, উহা এখানে, অধ্যাত্মায়, তাহাতে উহা অন্তিকে ; আর যে উহা অমুত্র, তাহাতে দূরে।"[১]

তাহাতে জানা যায় যে বহু মৃত্যু প্রকৃত পক্ষে পূর্বোক্ত এক মৃত্যুরই রূপভেদ-সমূহ বা কারণসমূহ। অমৃতের প্রকৃত রহস্য জানিতে হইলে, বহু মৃত্যু কি কি তাহাও জানা উচিত।

বেদে দেখা যায়,

(১) গর্ভেবাস মৃত্যু।[২]

(২) ক্ষুধা মৃত্যু।

'ঋগ্‌বেদে' আছে, ভিক্ষু আঙ্গিরস ঋষি বলিয়াছেন,

"ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্‌বধং দদুঃ"[৩]

'দেবগণ ক্ষুধা দেন নাই, পরন্তু বধই দিয়াছেন।' তাহাতে মনে হয়, ঋষিগণ ক্ষুধাকে বধ বা মৃত্যু তুল্য মনে করিতেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহা অতীব স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা, 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' আছে,

"অশনায়া মৃত্যুরেব"[৪]

'অশনায়া মৃত্যুই।' 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে,

"অশনায়া হি মৃত্যুঃ"[৫]

'অশনায়া নিশ্চয় মৃত্যু।'

(৩) রোগাদি মৃত্যু।

(৪) পাপ মৃত্যু—

"ভ্রূণহত্যা নিশ্চয় মৃত্যু"[৬]

"এই যাহা ব্রহ্মহত্যা তাহা নিশ্চয় সাক্ষাৎ মৃত্যু"।[৭]

১। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।১৬-৭ ; বহু মৃত্যুর উল্লেখ অপর কোন কোন ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়। (তৈত্তিব্রা), ৩।১।১৫।১

২। শতব্রা (মাধ্য). ৮।৪।২।১ ৩। ঋক্‌সং, ১০।১১৭।১

৪। তৈত্তিব্রা. ৩।১।১৫।২

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৬।৫।১ ; ১০।৬।৪।৪ ; ১৩।৩।৫।২

৬। তৈত্তিব্রা, ৩।৯।১৫।১ ৭। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৩।৫।৬

(৫) জরা মৃত্যু।

(৬) দংদশূকসমূহ (—সর্পাদি, রাক্ষসাদি, হিংস্রপ্রাণিসমূহ মৃত্যু।[১]

(৭) সংবৎসর মৃত্যু।

"ইহা,—যাহা সংবৎসর, নিশ্চয় মৃত্যু। কেননা, ইহা দিন ও রাত্রি দ্বারা মর্ত্ত্যগণের আয়ু ক্ষীণ করে। অনন্তর (মর্ত্ত্যগণ) মরে। সেই কারণে ইহা নিশ্চয় মৃত্যু। যে এই মৃত্যু সংবৎসরকে জানে……। (১) পুনঃ ইহা নিশ্চয় অন্তক। কেননা, ইহা দিন ও রাত্রি দ্বারা মর্ত্ত্যগণের আয়ুর অন্ত করে। অনন্তর (মর্ত্ত্যগণ) মরে। সেই কারণে ইহা নিশ্চয় অন্তক। যে এই অন্তক ও মৃত্যু সংবৎসরকে জানে……। (২) ঐ দেবগণ এই অন্তক হইতে, মৃত্যু হইতে, সংবৎসর হইতে, প্রজাপতি হইতে ভীত হইল (এই ভাবিয়া) যে, ইহা নিশ্চয় দিন ও রাত্রি দ্বারা আমাদের আয়ুর অন্ত করিবে। (৩)"[২]

(৮) আদিত্য মৃত্যু।

'শতপথব্রাহ্মণে'র একাধিক স্থলে আদিত্যকে মৃত্যু বলা হইয়াছে।

> "সা বা সা বাগসৌ স আদিত্যঃ। স এব মৃত্যুঃ।" (২) ইত্যাদি।[৩]
>
> "যদেতন্মণ্ডলং তপতি…। স এব এব মৃত্যুঃ।"[৪]

ইত্যাদি।[৫] তাহার হেতু স্পষ্ট বাক্যে নির্দেশ করা হয় নাই। হয়ত মৃত্যু ও অন্তক সংবৎসরের হেতু বলিয়া আদিত্য মৃত্যু। অথবা আপন তীব্র তেজ দ্বারা দগ্ধ করিয়া জীববর্গকে মারেন বলিয়া আদিত্য মৃত্যু। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে, "(বিদ্বান্‌গণ) উঁহাকে (আদিত্যকে) পর মৃত্যু বলেন, বায়ুকে মধ্যম (মৃত্যু)। অগ্নিই অবম মৃত্যু। চন্দ্র চতুর্থ মৃত্যু বলিয়া উক্ত হয়।"[৬]

(৯) "মৃত্যুর্বৈ তমশ্ছায়া"[৭]

> "উদেহি মৃত্যোর্গম্ভীরাৎ কৃষ্ণাচ্চিৎ তমসস্পরি।"[৮]
>
> "মৃত্যুর্বৈ তমঃ"[৯] "মৃত্যুস্তমঃ"[১০]

১। শতব্রা (মাধ্য), ৫।৪।১।১
২। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।৩।১-৩
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।১।৪
৪। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।১
৫। আরও দেখ—শতব্রা (মাধ্য), ২।৩।৩।৭; ১০।৫।২।২৩; ১১।২।২।৫
৬। তৈত্তিআ, ১।৮।৪
৭। ঐতব্রা, ৭।১২
৮। অথসং, ৫।৩০।১১
৯। বৃহউ, ১।৩।২৮
১০। তৈত্তিসং, ৫।৭।৫।১-২

মৃত্যুকে কখন কখন "দীর্ঘ তম" বলা হইয়াছে।[১] আচার্য যাস্ক বলেন যে, মৃত্যু দ্বারা সমস্ত তত (বা ব্যাপ্ত) বলিয়া মৃত্যুকে 'তম' বলা হয়।[২]

(১০) অগ্নি মৃত্যু।

"অগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ"

কেননা, "ইদং সর্বং মৃত্যোরন্নং" ('এই সমস্ত জগৎ মৃত্যুর অন্ন')।[৩]

(১১) অসৎ মৃত্যু।

"মৃত্যুর্বা অসৎ"[৪]

(১২) 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে, প্রাণ, বাক্, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, হস্ত, এবং ত্বক্ এই আটটি 'গ্রহ', আর অপান, নাম, রস, রূপ, শব্দ, কাম, কর্ম, এবং স্পর্শ—এই আটটি যথাক্রমে উহাদের 'অতিগ্রহ'। গ্রহাতিগ্রহ মৃত্যু। এই সমস্ত জগৎ ঐ মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত।[৫]

প্রজাপতি মৃত্যু

বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিকেও কখন কখন দৃষ্টিভেদে মৃত্যু বলা হইয়াছে। যথা— 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে,

"প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট উহারা 'ইনি আমাদিগকে ভক্ষণ করিবেন'—এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে গমন করিল। তিনি (উহাদিগকে) বলিলেন, 'তোমরা আমার নিকটেই থাক। আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় সেই প্রকারেই ভক্ষণ করিব, যেই প্রকারে ভক্ষিত হইয়া তোমরা পুনরায় প্রজনিত হইবে।' 'আমাদিগকে ঋত বলুন,' উহারা এই প্রকার বলিলে, (প্রজাপতি) উহাদিগকে ঋত-নিধন দ্বারা এই ঋত বলিলেন। (অনন্তর) তিনি নিধন দ্বারা (উহাদিগকে) ভক্ষণ করিলেন, (পুনঃ) ত্রি-নিধন দ্বারা প্রজনন করিলেন। এই সামসমূহ দ্বারাই এই মৃত্যু প্রজাকে ভক্ষণ করেন, এবং প্রজনন করেন।"[৬]

ইহা অতীব স্পষ্ট যে প্রলয়কারী দৃষ্টিতেই প্রজাপতিকে মৃত্যু বলা হইয়াছে। প্রলয়কাল আসিলে তিনি সর্ব জগৎপ্রপঞ্চকে মৃত্যুর ন্যায় বিনষ্ট

১। ঋকসং, ১।৩২।১০

২। "তমস্তনোতেঃ"—('নিরুক্ত', ২।১৬)

৩। বৃহউ, ৩।২।১০

৪। বৃহউ, ১।৩।২৮

৫। বৃহউ, ৩।২।২-১০

৬। তাণ্ড্যব্রা, ২১।২।১

করেন। সেই কারণে তাঁহাকে মৃত্যু বলা হইয়াছে। 'শতপথব্রাহ্মণে'র এক স্থলে আছে,

"এতদ্ বৈ প্রজাপতিঃ সর্বাণি ভূতানি পাপ্মানো মৃত্যোর্মুক্ত্বা কাময়ত প্রজাঃ সৃজেয় প্রজায়েয়েতি।"[১]

'এই প্রজাপতি সর্ব ভূতসমূহকে পাপ মৃত্যু হইতে মুক্ত করত কামনা করিলেন, প্রজা সৃষ্টি করিব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।' ঐখানেও প্রলয়কে মৃত্যু বলা হইয়াছে। উহার অন্যত্র আছে,

"অগ্রে এখানে (=এই সংসার-মণ্ডলে) কিছুই ছিল না। ইহা মৃত্যু দ্বারা আবৃত ছিল। (ইহা) অশনায়া (দ্বারাই) আবৃত ছিল)। অশনায়া মৃত্যুই। উহা মনে করিল, 'আমি আত্মবান্ হইব'।" ইত্যাদি।[২]

এই বিবরণ হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে ঐ অশনায়া বা মৃত্যু প্রলয়াবস্থাগত ভগবান্ই। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "অশনায়া বুদ্ধ্যাত্মার ধর্ম। (সমষ্টি) বুদ্ধিতে (উহার অধিদেবতারূপে) অবস্থিত হিরণ্যগর্ভ 'মৃত্যু' বলিয়া কথিত হন।"[৩] প্রলয়ে ভগবান্ তীব্র ক্ষুধার ন্যায় সর্বভুক্, বা মৃত্যুর ন্যায় সর্বহর হন। সেই কারণে তাঁহাকে 'অশনায়া' এবং 'মৃত্যু' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। 'কঠোপনিষদে' আছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আত্মার ওদন এবং মৃত্যু তাঁহার ব্যঞ্জন।[৪] অর্থাৎ তিনি সর্বভক্ষী।

তম হইতে উত্তরণ বা মুক্তি, তমনাশ

ইতিপূর্বে ইহার সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র হইয়াছে যে ঋষিগণ তমকে মৃত্যু বলিয়া, আর জ্যোতিকে অমৃত বলিয়া মনে করিতেন; তাই তম হইতে জ্যোতিতে গমন করিতে, অর্থাৎ জ্যোতি হইতে ইচ্ছা করিতেন।[৫] এখন আমরা ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবেচনা করিব।

১। শতব্রা (মাধ্য), ৮।৪।৩।১

২। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৬।৫।১=বৃহউ, ১।২।১

৩। শঙ্কর অন্যত্র লিখিয়াছেন, "মৃত্যুশ্চাশনায়ালক্ষণো বুদ্ধ্যাত্মা সমষ্টিঃ প্রথমজো বায়ুঃ সূত্রং সত্যং হিরণ্যগর্ভঃ; তস্য ব্যাকৃতো বিষয়ঃ—যদাত্মকং সর্বং দ্বৈতৈকত্বম্।" (বৃহউ, ৩।৩।১ ভাষ্য)

৪। কঠ, ১।২।২৫

৫। "...তমসো মা জ্যোতির্গময়...তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মামৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ।" (বৃহউ, ১।৩।২৮) (পূর্বে দেখ)।

ঋষিগণ তম হইতে উত্তীর্ণ হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

"হে অশ্বিনীগণ তোমাদিগের উদ্দেশে স্তুতি করিতেছি। তোমরা দেবযান পথসমূহ দ্বারা এখানে আস। (তোমাদিগের প্রসাদে) আমরা এই তমের পারে উত্তীর্ণ হইব; তথা অন্ন, বল, ও জয়শীল দান লাভ করিব।"[১]

"দেবকামী আমরা (দেবগণকে) স্তুতি করত এই তমের পারে উত্তীর্ণ হইব।"[২] কেহ কেহ প্রার্থনা করিয়াছেন তমকে বিনাশ করিতে।

"হে কামসমূহের বর্ষক (মরুদ্গণ), তমসমূহকে বিনাশ কর।"[৩]

"হে পবমান সোম, যে তমসমূহ যোধ্য, তাহাদিগকে হনন কর।"[৪]

ঋষিগণ তমকে "দুরিত"[৫] বা "দুর্ধিত"[৬] অর্থাৎ "দুর্গতি-গমন"[৭] বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং উহা ভয়পূর্ণ, অভয় নহে। তাই ঋষিগণ উহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, বা উহাকে বিনাশ করিয়া অভয় হইতে চাহিতেন। বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন,

"জ্যোতির্বৃণীত তমসো বিজানন্ আরে স্যাম দুরিতাদভীকে।"[৮]

'আমরা বিশেষরূপে জানিয়া তম হইতে (অর্থাৎ তম পরিত্যাগ করত) জ্যোতিকে বরণ করত দুরিত হইতে দূরে অভয় হইব।'

"জ্যোতির্যজ্ঞায় রোদসী অনু ষ্যাদারে স্যাম দুরিতস্য ভূরেঃ।"[৯]

'জ্যোতি যজ্ঞার্থ রোদসী অনু (অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্বর্তী) হইলেই আমরা প্রভূত (অর্থাৎ সর্ব, তাহা যতই বেশী হউক কেন) দুরিত হইতে দূরে হইব।' ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন,

"হে বিপ্র ও নেতা নাসত্যগণ, সেই তোমরা অধিকন্তু আমার এই ধীসমূহ যুক্ত (অর্থাৎ সংযত ও একাগ্রচিত্তে কৃত) আহ্বানের প্রতি ক্ষিপ্র আগমন কর; (আগমন করত) আমাকে মহান্ তম হইতে মুক্ত কর, যেমন অত্রিকে করিয়াছিলে;[১০] আমাকে দুরিত হইতে অভয়ে উত্তীর্ণ কর।"[১১]

১। ঋক্‌সং, ১।১৮৩।৬; ১৮৪।৬ ২। ঋকসং, ৭।৭৩।১; কাঠকসং, ১৭।১৮

৩। ঋক্‌সং, ৭।৫৬।২০ ৪। ঋক্‌সং ৯।৯।৭

৫। যথা দেখ—ঋকসং, ৭।৭৮।২; অথসং, ১৩।২।৩৪

৬। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ২।১৭।৪; ৪।১।১৭; ৪।১৬।৫; অথসং, ২০।৭৭।৪

৭। দেখ—'নিরুক্ত', ৬।১২ ৮। ঋক্‌সং, ৩।৩৯।৭ ৯। ঋক্‌সং, ৩।৩৯।৮

১০। অন্যত্রও আছে, অশ্বিনীদ্বয় "নিরংহস্তমসস্পর্তমত্রিং" ('অত্রিকে পাপরূপ তম হইতে নিশ্চিতরূপে পারে লইয়া গিয়াছিলেন')। (ঋক্‌সং, ৭।৭১।৫) ১১। ঋক্‌সং, ৬।৫০।১০

তমে থাকিলে ঋষিগণ নিজেকে যেন পাশ দ্বারা বদ্ধ বলিয়া বোধ করিতেন। তাই উহা হইতে মুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন। ঋষি গৌরীবীতি শাক্ত্য বলিয়াছেন,

"বয়ঃ সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ।
অপ ধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যস্মান্ নিধয়েব বদ্ধান্॥"[১]

'সুপর্ণ বয় (—যজ্ঞকারী) এবং মেধাপ্রিয় ঋষিগণ (এই) যাচমান হইয়া ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন,—"তম অপসৃত কর ; চক্ষু (জ্যোতি দ্বারা) পূর্ণ কর ; পাশসমূহ দ্বারা যেন বদ্ধ আমাদিগকে মুক্ত কর।'

'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' এবং 'নিরুক্তে' এই মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা আছে।[২] 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে, 'অপধ্বান্তমূর্ণুহি' ইহা বলিতে বলিতে মনুষ্য "যেই তম দ্বারা (নিজেকে) প্রাবৃত মনে করে, তাহার নিকটে মনে মনে গমন করিবে। (তখন) উহা তাহার নিকট হইতে নিশ্চয় অপলুপ্ত হইবে।" 'পূর্ধি চক্ষুঃ' ইহা বলিতে বলিতে "চক্ষুদ্বয় (হস্ত দ্বারা) পুনঃ পুনঃ মার্জন করিতে হইবে। যে এই প্রকার জানে সে জরা-সমাপ্তি পর্যন্ত চক্ষুষ্মান্ থাকে।"

তম কি কি

যেমন 'মৃত্যু' শব্দের, তেমন 'তম' শব্দেরও বহুবচনান্ত প্রয়োগ বেদে অনেক আছে। তাহাতে মনে হয়, বেদের মতে, যেমন মৃত্যু, তেমন তম ও বহুবিধ। 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র একটা বচন,—যাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে,[৩]—হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তম একাধিক প্রকারের। উহার ভাষ্যে সায়ন বলিয়াছেন, "তম নিশ্চয় বহুবিধ ; এক দৃষ্টি-নিরোধক, দ্বিতীয় মোহরূপ ; আর তৃতীয় পাপরূপ।" বেদে 'তম' শব্দ কি কি মুখ্য মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা এখানে দিব।

(১) 'তম' শব্দের অর্থ যে অনেক স্থলে সাধারণ অন্ধকার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, কোন কোন স্থলে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে, ঐ তম রাত্রির

১। ঋক্‌সং, ১০।৭৩।১১ ; সামসং, পূ, ৪।৩৭ ; কাঠকসং, ৯।১৯ ; ঐতব্রা, ৩।১৯ ; কৌষীব্রা, ২৫।৩ ; তৈত্তিব্রা, ২।৫।৮।৩ ; তৈত্তিআ, ৪।৪২।৩

২। ঐতব্রা, ৩।১৯ ; 'নিরুক্ত', ৪।৩

৩। পূর্বে দেখ।

("তম উর্ম্যায়াঃ") ।[১] কোথাও কোথাও আছে, ঐ তম উষা[২], সূর্য[৩], কিংবা অগ্নি[৪] দ্বারা বিনষ্ট হয়। কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি "রাত্রিসমূহের তমকে তিরোহিত করে, (সেইহেতু) সর্বদিক্ হইতে দৃষ্ট হয়।"[৫] কণ্ব ঘোর ঋষি বলিয়াছেন, "(মরুদ্গণ) যখন (অতিবৃষ্টি দ্বারা) পৃথিবীকে বিশেষভাবে ক্লেদিত করে, (তখন) উদকধারী পর্জন্য দ্বারা (সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া) দিনেও তম করে।"[৬] কথিত হইয়াছে যে স্বর্ভানু সূর্যকে তম দ্বারা আবৃত করে।[৭] ঐখানে 'তম' অর্থ 'ছায়া' বা 'অন্ধকার'। রাত্রিকেও কখন কখন 'তম' বলা হইয়াছে।[৮]

(২) তম=মৃত্যু—তমকে শ্রুতিতে অতি স্পষ্ট বাক্যে মৃত্যু বলা হইয়াছে। তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৯] বৎস কাণ্ব ঋষি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেন,

"মহান্ এবং সঙ্গত এই রোদসীকে যে সম্যগ্ গ্রহণ করিয়াছে (অর্থাৎ আবৃত করিয়াছে), তাহাকে, হে ইন্দ্র, তমসমূহ দ্বারা গোপন কর ('তমোভিরিন্দ্র তং গুহঃ')।"[১০] ইহার অব্যবহিত পূর্বের মন্ত্রে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, উহাকে 'নিশ্চিতরূপে হিংসা কর' ("নিশিশ্রথ") অর্থাৎ 'মার'। সুতরাং এই মন্ত্রের "তমসমূহদ্বারা গোপন কর" বাক্যের তাৎপর্য্যও যে তাহাই,—'মার',[১১] কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ 'তম' শব্দের অর্থ 'মৃত্যু'।

(৩) অশনায়া=তম। অশনায়াকে শ্রুতিতে অতি স্পষ্ট বাক্যে যেমন 'মৃত্যু' বলা হইয়াছে, তেমন 'তম'ও বলা হইয়াছে।

"অশনায়া বৈ তমঃ"[১২]

'অশনায়া নিশ্চয় তম।' শুক্ল-যজুর্বেদে'র এক মন্ত্রে আছে,

"অগন্ম তমসস্পারমস্য জ্যোতিরাপাম।"[১৩]

১। ঋক্‌সং, ৬।১০।৪ ; ৬৫।২ ; আরও দেখ—১০।৩৮।১১
২। যথা দেখ—ঋক্‌নং ১।৯২।৪ ; ১।১১৩।১৬ ; ইত্যাদি
৩। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৪।১৩।৪ ; ৪।৪৫।২ ; ইত্যাদি ; ঐতব্রা, ৭।১২ ; অথসং, ১৩।২।৮-৯
৪। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৫।১৪।৪ ; ইত্যাদি
৫। ঋক্ সং, ৬ ৪৮।৬ ; ৭।৯।২
৬। ঋক্‌সং, ১।৩৮।৯
৭। ঋক্‌সং, ৫।৪০।৫,৬ ; তাণ্ডাব্রা, ৪।৫।২
৮। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১০।৩।১
৯। পূর্বে দেখ।
১০। ঋক্‌সং, ৮।৬।১৭
১১। সায়ন বলিয়াছেন, "অনাত্মনস্তং মরণলক্ষণঃ তমঃ প্রাবেশয় ইত্যর্থঃ।"
১২। শতব্রা (মাধ্য), ৭।২।২।২১
১৩। বাজসং (মাধ্য), ১২।৭৩ ; কাণ্বসং, ১৩।৫।১২ ; মৈত্রাসং, ২।৭।১২ ('অগন্ম' স্থলে 'অতারিষ্ট' পাঠান্তরে) ; কাঠকসং, ১৬।১২ ('অস্য' ব্যতীত)

'এই তমের পারে গমন করিয়াছি, জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছি।' 'শতপথব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ঐ তম অশনায়াই।

(৪) তম = দুঃখ—'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে "পুত্রের দ্বারা পিতৃগণ সতত (উভয় লোকেই) বহুল তম অতিক্রম করেন।"[১] ঐখানে 'তম' শব্দের অর্থ অবশ্যই 'দুঃখ'; সায়ন বলিয়াছেন, "ঐহিক এবং আমুষ্মিক দুঃখ।" 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' বিবৃত দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি সনৎকুমারের আখ্যায়িকা হইতে তাহা আরও পরিষ্কার বুঝা যায়। নারদ সনৎকুমারের নিকট প্রার্থনা করেন, "হে ভগবান্, সেই আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন।[২] আখ্যায়িকার অন্তে উক্ত হইয়াছে যে, "ভগবান্ সনৎকুমার মৃদিতকষায় তাঁহাকে (নারদকে) তমের পার দর্শন করাইলেন।"[৩] সুতরাং তম = শোক, দুঃখ।

(৫) তম = অনৃত—'ঋগ্‌বেদে'র এক মন্ত্রে ঋষি অয়াস্য আঙ্গিরস তমকে 'অনৃত'ও বলিয়াছেন।[৪] ঐ মন্ত্র 'অথর্ববেদে' ও আছে।[৫]

(৬) এক মন্ত্রে আছে, "যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা" ('যে তোমাকে স্বপ্ন তম দ্বারা মোহিত করত')।[৬] সুতরাং তম স্বপ্নবৎ মোহকারক। 'অথর্ববেদে' স্বপ্নকে যমের করণ, অন্তক ও মৃত্যু বলা হইয়াছে।[৭] সুতরাং তম স্বপ্নবৎই।

"হে মরুদ্গণ, অপরের (অর্থাৎ আমার শত্রুদিগের) ঐ যে সেনাগণ বল হেতু স্পর্দ্ধা করিতে করিতে আমাদিগের অভিমুখে আসিতেছে, উহাদিগকে অপব্রত তম দ্বারা সংবৃত কর যাহাতে উহারা পরস্পরে না জানে।[৮]

যে ব্রত তম দ্বারা সংবৃত হইলে উহাদিগের শত্রুগণকে যথার্থ গমনরূপ ব্রত অপগত হইবে,—কেননা, উহারা শত্রুগণকে জানিবে না—এমন কি, নিজেদের পরস্পরকেও জানিবে না, সুতরাং উহারা উহাদের ব্রত ভুলিয়া যাইবে, তাহাই 'অপব্রত তম'।[৯] তাহা একপ্রকার মোহই।

১। ঐতব্রা, ৭।১৩ ২। ছান্দোউ, ৭।১।৩ ৩। ছান্দোউ ৭।২৬।২

৪। ঋক্‌সং, ১০।৬৭।৪ ৫। অথস' ২০।৯১।৪

৬। ঋক্‌সং, ১০।১৬২।৬ ; অথসং, ২০।৯৬।১৬

৭। অথসং, ৬।৪৬।২ ; ১৬।৫।১

৮। বাজসং (মাধ্য), ১৭।৪৭ ; কাণ্বসং, ১৮।৪।১৫

৯। দেখ—"গূড়্হং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ।"—ঋক্‌সং, ৫।৪০।৬)

(৭) তম—পাপ।

"পাপ্মা বৈ তমঃ"[১]

"উদ্বয়ং তমসস্পরি" ইত্যাদি মন্ত্র বেদের বহুত্র পাওয়া যায়।[২] 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা' এবং 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে, ঐ মন্ত্রে 'তম'শব্দের অর্থ 'পাপ'।[৩] 'তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে'ও আছে, তম পাপ।[৪]

(৮) তম=পিতৃলোক। 'শতপথব্রাহ্মণে'র এক স্থলে 'পিতৃলোক'কে 'তম' বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে বলা হইয়াছে যে, "উদ্বয়ং তমসস্পরি "ইত্যাদি মন্ত্রে 'তম' শব্দের অর্থ 'পিতৃলোকই ("তমসঃ পিতৃলোকাৎ")।[৫]

(৯) 'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় আছে,

"তমো বৈ স্বর্গং লোকমন্তরা তিষ্ঠাত"[৬]

(১০) তম=প্রলয়।

বেদের মতে, সৃষ্টির পূর্বে "তম আসীৎ" ('তম ছিল')।[৭] 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' প্রলয়কে "অন্ধ তম" বলা হইয়াছে, "এই (সৃষ্টির পূর্বে) ইহা (=এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ) এক প্রজাপতিই ছিল। (তখন) দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না। তিনি এই অন্ধ তমে প্রাসর্পণ করিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন" ইত্যাদি।[৮]

(১১) বৃত্রাদি অসুরগণকে[৯], দারিদ্র্যকে[১০], এবং অন্ধত্বকেও[১১] বেদে 'তম' বলা হইয়াছে। এক মন্ত্রে আছে, "জলের মধ্যে অববিদ্ধ (অর্থাৎ শত্রুগণ কর্তৃক নিপাতিত), অনালম্বন তমে প্রবিদ্ধ তৌগ্র্যকে"[১২]। ঐখানে অবশ্যই জলকেই 'তম' বলা হইয়াছে, কেননা, উহা তমের ন্যায় দৃষ্টির প্রতিবন্ধক।

'কাঠকসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে, তম=অন্ধ=মৃত্যু=রাত্রি। দিন দেবগণের, আর রাত্রি অসুরগণের। তমের, অন্ধের, মৃত্যুর বা রাত্রির পারে উত্তীর্ণ হইতে দেবগণ সর্বদা অভিলাষ করিতেন। যাহা হউক, রাত্রি বা তমচারী বলিয়া অসুরগণকে 'তম' বলা হইত।

১। তৈত্তিসং, ৫।১।৮।৬ ; কাঠসং, ২২।১
২। পরে দেখ। ৩। শতব্রা (মাধ্য), ১২।৯।২।৮ ;
৪। তাণ্ড্যব্রা, ৬।৬।২০
৫। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৮।৪।৭
৬। মৈত্রাসং, ৭।৩।৪
৭। পূর্বে দেখ।
৮। তাণ্ড্যব্রা, ১৬।১।১
৯। ঋক্‌সং, ১।৫৬।৪ ; ২।২৩।১৮ ; ৩।৩১।৪ ; ইত্যাদি
১০। ঋক্‌সং, ১।৪৭।৬ ১১। ঋক্‌সং, ১।১১৭।১৭ ১২। ঋক্‌সং, ১।১৮২।৬

তম — অজ্ঞান

বেদের কোন কোন মন্ত্রে 'তম' অর্থ 'অজ্ঞান' মনে হয়। ঋষি ভরদ্বাজ বার্হস্পত্যের এক মন্ত্রে তমকে "অবয়ুন" বলা হইয়াছে,—

"স ইং তমোঽবয়ুনং ততন্বৎ সূর্যেণ বয়ুনবচ্চকার।
কদা তে মর্তা অমৃতস্য ধামেয়ক্ষন্তো ন মিনন্তি স্বধাবঃ॥"[১]

'তিনিই (—ইন্দ্র) সর্বত্র ব্যাপ্ত অবয়ুন তমকে সূর্য দ্বারা বয়ুনবৎ করেন। হে বলবান্, অমৃত তোমার ধাম যজন করিতে অভিলাষী হইয়া (মনুষ্যগণ) কদাচিৎও (কোন প্রাণীকে) হিংসা করে না।' আচার্য যাস্ক বলেন, 'বয়ুন' শব্দের অর্থ 'কান্তি' বা 'প্রজ্ঞা' (বা প্রজ্ঞান); ঐ মন্ত্রের 'অবয়ুন তম' অপ্রজ্ঞানই।[২] ঋষি অবস্যু আত্রেয় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেন,

"মঘোনঃ হৃদঃ বরথ তমাংসি"[৩]

'হবিষ্মান্ যজমানের হৃদয় হইতে তমসমূহ নিবারণ কর।' সায়ন মনে করেন যে "তমাংস্যজ্ঞানরূপাণি পাপানি" ('অজ্ঞানরূপ পাপসমূহই তমসমূহ')। গৌতম রাহুগণ ঋষি মরুদ্গণকে বলেন,

"গুহ্য তমকে গোপন কর (—অদৃশ্য কর, অর্থাৎ বিনাশ কর); সমস্ত অত্রাগণকে (=যাহারা আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, তাহাদিগকে) দূরে লইয়া যাও। যেই জ্যোতিকে আমি কামনা করিতেছি, তাহা (প্রকাশ) কর।"[৪]

তাৎপর্য এই,—'আমার হৃদয়-গুহায় গূঢ়রূপে অবস্থিত অজ্ঞানরূপ তমকে বিনাশ কর। কামক্রোধাদি যাহারা আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, সেই সকলকে বিদূরিত কর। যেই জ্ঞানরূপ জ্যোতিকে আমি কামনা করিতেছি, তাহাকে প্রকট কর।' সুতরাং এই মন্ত্রে তম — অজ্ঞান, জ্যোতি — জ্ঞান।

শ্রুতিতে তমকে কখন কখন 'অন্ধ' বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করা হইয়াছে, 'অন্ধ তম' বলা হইয়াছে।[৫] আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, "তমও অন্ধ বলিয়া উক্ত হয়;

১। ঋক্‌সং, ৬।২১।৩
"স তমোঽপ্রজ্ঞানং ততন্বৎ স তং সূর্যেণ প্রজ্ঞানবচ্চকার।"

২। নিরুক্ত, ৫।১৫

৩। ঋক্‌সং, ৫।৩১।৯

৪। ঋক্‌সং, ১।৮৬।১০

৫। যথা দেখ—
"অন্ধা তমাংসি দুধিতা"—ঋক্‌সং, ৪।১৬।৪ ; অথসং ২০।৭৭।৪
"অন্ধা তমাংসি"—অথসং, ৯।২।১০

(কেননা,) উহাতে না ধ্যান হয়, না দর্শন। (লোকে) 'অন্ধ তম' বলিয়াও অভিভাবণ করে।"[1] ধ্যান মনের ক্রিয়া, আর দর্শন চক্ষুর ক্রিয়া। উভয়কে উপলক্ষণাত্মক মনে করা যাইতে পারে। মন সমস্ত অন্তারন্দ্রিয়ের, আর চক্ষু সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণাত্মক। সুতরাং যাহাতে অন্তরিন্দ্রিয়ের ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না, তাহাই 'অন্ধ তম'। তাহা অজ্ঞানই। গাঢ় অন্ধকারেও দর্শন থাকে না; পরন্তু ধ্যান থাকিতে পারে। সুতরাং ধ্যান ও দর্শন উভয়ই থাকে না বলাতে বুঝিতে হইবে যে যাস্ক তাহাকে মাত্র মনে করেন নাই। আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলিয়াছেন, 'অন্ধ তম' অর্থ 'অদর্শন-লক্ষণ তম' বা 'অজ্ঞান তম'ই।[2] 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' প্রলয়কে 'অন্ধ তম' বলা হইয়াছে।[3] 'শতপথব্রাহ্মণে' নরককে 'অন্ধ তম' বলা হইয়াছে।[4]

বামদেব ঋষি বলিয়াছেন,

"কবি এবং কামসমূহের বর্ষক (ইন্দ্র) যখন অভিষুত সোম অত্যর্থ পান করত (যজমানকে) অর্চনা করেন, তখন বেদনসমূহকে (—বিজ্ঞানসমূহকে) অন্তর্হিত বিষয়ের ন্যায় সাধন করেন (অর্থাৎ প্রকট করেন), দ্যুলোক হইতে সপ্তরশ্মিসমূহকে সত্য সত্যই উৎপন্ন করেন; এবং স্তোতাগণের প্রজ্ঞানসমূহকে দিনের ন্যায় (প্রকাশ) করেন।

"মহান্ জ্যোতি যে স্বঃ উহা যখন অর্চনার মন্ত্রসমূহ দ্বারা সুদর্শনীয় রূপে বিজ্ঞাত হয়, (অর্চকগণ) তখন উহাতে নিবাসার্থ দীপ্তিমান্ হয়। নৃতম (ইন্দ্র) ঐ নরগণের নিকট হইতে, ঐ অভীষ্টকে বিশেষরূপে দর্শনার্থ, অন্ধতমসমূহকে বিনাশ করেন।

এই বচনের 'অন্ধতমসমূহ' নিশ্চয়ই 'অজ্ঞানসমূহ'। প্রকরণ হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

"অন্ধেন...তমসা"—ঋক্‌সং, ১০।৮৯।১৫; অথসং, ৯।২।১০; বাজসং (মাধ্য), ১৭।৪৪; কাণ্বসং, ১৮।৪।১২

"অন্ধং তমঃ"—বাজসং (মাধ্য), ৪০।৯।১২; কাণ্বসং, ৪০।৯,১২; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।১৩

"অন্ধেন তমসা"—বাজসং (মাধ্য), ৪০।৩; কাণ্বসং ৪০।৩; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।১৪

১। নিরুক্ত, ৫।২

২। দেখ—ঈশউ, ৩ ও বৃহউ, ৪।৪।৯, ১১ শঙ্কর-ভাষ্য

৩। তাণ্ড্যব্রা, ১৬।১।১

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১২।৪।১৬

মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিতে বলা হইয়াছে "আ রোহ তমসো জ্যোতিঃ" ('তম হইতে জ্যোতিতে আরোহণ কর');[১] "তোমার তমবিবাসন হইয়াছে; (সুতরাং) জ্যোতি হইয়াছে; তোমার তম অপক্রান্ত হইয়াছে।[২] এই দুই স্থলে অবশ্যই তম — জ্ঞান-হীনতা, অজ্ঞান, আর জ্যোতি — সংজ্ঞান।

তম — জগৎপ্রপঞ্চ

কোন কোন ঋষি এই জগৎপ্রপঞ্চকে তম মনে করিতেন বোধ হয়। বৈশ্বানর অগ্নির স্তুতিতে ঋষি ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য বলিয়াছেন,

"বিশ্বে দেবা অনমস্যন্ ভিয়ানাস্ত্বামগ্নে তমসি তস্থিবাংসম্।
বৈশ্বানরোঽবতূতয়ে নোঽমর্ত্যোঽবতূতয়ে নঃ॥"[৩]

'সমস্ত দেবগণ (অর্থাৎ দেব-প্রকৃতির মনুষ্যগণ) (তম হইতে) ভীত হইয়া, হে অগ্নি, তমে স্থিত তোমাকেই নমস্কার করে,—(এই বলিতে বলিতে যে) অমর্ত্য বৈশ্বানর রক্ষণ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষণ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন'।

ঐ বৈশ্বানর অগ্নি কি? যেই তমে তিনি অবস্থিত, সেই তমই বা কি? ঋষি স্বয়ং বলিয়াছেন যে ঐ বৈশ্বানর অগ্নির তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়; তিনি উহাকে ঠিক ঠিক ব্যক্ত করিতে পারিবেন না।[৪] তবে তিনি বলিয়াছেন যে উহা "অমৃতের গোপা।"[৫]

"বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজাঽবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি।"[৬]

'বৈশ্বানর অগ্নি উদীয়মান সূর্যের ন্যায় জ্যোতি দ্বারা তমসমূহকে তিরোহিত করেন।' উহা "অমৃত জ্যোতি" এবং "মর্ত্যসমূহের মধ্যে বর্তমান" ("ইদং জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেষু")। "সেই উহা ধ্রুব, সর্বত্র নিষণ্ণ (অর্থাৎ সর্বব্যাপী) এবং অমর্ত্য। তথাপি শরীর দ্বারা অর্থাৎ শরীরোপাধি সম্পর্কে জন্মে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"[৭]

১। অথর্বসং, ৮।১।৮
২। অথর্বসং, ৮।১।২১; আরও দেখ ৮।২।২
৩। ঋক্‌সং, ৬।৯।৭
৪। ঋক্‌সং, ৬।৯।৩,৬ (পূর্বে দেখ)
৫। ঋক্‌সং, ৬।৯।৩
৬। ঋক্‌সং, ৬।৯।১
৭। ঋক্‌সং, ৬।৯।৪ (পূর্বে দেখ)।

"ধ্রুব, অথচ মন অপেক্ষাও বেগবান্, (এই) জ্যোতি-স্বরূপ ক (=প্রজাপতি) পরিণামশীল জগতের অভ্যন্তরে দর্শনার্থই নিহিত আছে। সমস্ত দেবতা সমনস্ক এবং সচেত হইয়া ঐ এক ক্রতুর (প্রজ্ঞানের) অভিমুখে বিবিধরূপে গমন করে।[১]

"অমৃত বৈশ্বানরের দৃষ্টি ও কেতু দ্বারা দ্যুলোকের সমুচ্ছ্রিত স্থানসমূহ বিনির্মিত হইয়াছে। বিশ্বভুবনসমূহ তাঁহারই শিরে অধিষ্ঠিত আছে। সপ্ত বিরুহ (তাঁহা হইতে) শাখার ন্যায় উদ্গত হইয়াছে। (৬)[২]

"যেই সুক্রতু বৈশ্বানর লোকসমূহকে বিবিধরূপে (বা বিশেষরূপে) নির্মাণ করিয়াছেন, কবি যিনি দ্যুলোকে রোচনাসমূহ বিবিধরূপে (বা বিশেষরূপে) নির্মাণ করিয়াছেন, তথা যিনি সমস্ত ভুবনসমূহকে পরিতঃ প্রথিত করিয়াছেন, অদব্ধ তিনি সকলেরই গোপা, অমৃতের রক্ষক। (৭)[৩]
সুতরাং বৈশ্বানর অগ্নি বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিই। ঋষি উঁহাকে যেমন তমে স্থিত ("তমসি তস্থিবাংসম্") বলিয়াছেন, তেমন আবার বলিয়াছেন, উহা পরিণামশীল জগতের অভ্যন্তরে নিহিত ("নিহিতং....পতয়ৎস্বন্তঃ"), মর্ত্যসমূহের মধ্যে বর্তমান ("জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেষু")। তাহাতে মনে হয় যে পরিণামশীল এবং নশ্বর জগৎপ্রপঞ্চকেই তিনি 'তম' বলিয়াছেন।

ইন্দ্রের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া কোন কোন বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন যে, তিনি তমের মধ্যে নিহিত জ্যোতিকে লাভ করেন। যথা, মহারাজ বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্বাদি পাঁচ রাজর্ষি বলিয়াছেন,

"সো অন্ধে চিৎ তমসি জ্যোতির্বিদৎ"[৪]

'তিনি (ইন্দ্র) অন্ধ তমে জ্যোতিকে লাভ করেন।' ঋষি বিশ্বামিত্র গাথী বলিয়াছেন,

"সত্যং তদিন্দ্রো দশভির্দশগ্বৈঃ সূর্যং বিবেদ তমসি ক্ষিয়ন্তম্।"[৫]

'তথায় ইন্দ্র, দশ দশগ্ব সহকারে, তমে নিবাসী সত্য সূর্যকে লাভ করে।' 'কেনোপনিষদে' খ্যাপিত হইয়াছে যে, দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রই সর্বপ্রথমে ব্রহ্মকে

১। ঋক্‌সং, ৬।৯।৫ (পূর্বে দেখ)
২। দেখ— "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইত্যাদি (মুণ্ডকউ, ২।১।৮)
৩। ঋক্‌সং, ৬।৭।৬-৭
৪। ঋক্‌সং, ১।১০০।৮
৫। ঋক্‌সং, ৩।৩৯।৫

বিদিত হইয়াছিলেন ("স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি") এবং তাহাতে তিনি অপর দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হন।[১] 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'ও বিবৃত হইয়াছে যে, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রই সর্বপ্রথমে আত্মজ্ঞান লাভ করেন; তাঁহা হইতে উপদেশ লাভ করিয়াই অপরাপর দেবগণ আত্মাকে উপাসনা করেন।[২] উপরে উদ্ধৃত ঋগংশদ্বয়েও ইন্দ্রের সেই মহিমাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উহাদিগেতে উল্লিখিত 'জ্যোতি' বা 'সত্য সূর্য' ব্রহ্ম বা আত্মাই; এবং যেই 'অন্ধতমে' বা 'তমে' উহা আছে বা নিবাস করিতেছে, বলা হইয়াছে, তাহা সমষ্টি দৃষ্টিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই, আর ব্যষ্টি দৃষ্টিতে ইহার প্রতিরূপ পিণ্ড বা শরীরই।

'ঋগ্বেদে'র এক মন্ত্রে আছে,

"এহি মনুর্দেবযুর্যজ্ঞকামোঽরংকৃত্যা তমসি ক্ষেষ্যগ্নে।
সুগান্ পথঃ কৃণুহি দেবযানান্ বহ হব্যানি সুমনস্যমানঃ॥"[৩]

'হে অগ্নি, তুমি আস। দেবতাকে যজন করিতে অভিলাষী মনু (বা মনুষ্য) যজ্ঞকামী (হইয়াছে)। তুমি (আসিয়া নিজেকে) অলঙ্কৃত করত তমে নিবাস কর। সুমনস্যমান হইয়া (তাহার) হব্যসমূহ বহন কর। (এবং) দেবযান পথসমূহ সুগম কর।' 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে, কোন সময়ে অগ্নি আপনাকে দেবগণের নিকট হইতে গোপন করেন এবং জলমধ্যে প্রবেশ করেন। দেবগণ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে, এক মৎস্যের নিকট সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে পাইলেন। তখন দেবগণ অগ্নিকে বলেন, "আমাদের নিকটে ফিরিয়া আস; আমাদিগের হব্য বহন কর।" ইত্যাদি।[৪] ঐ ঋক্‌সূক্তেও সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উহার প্রথম মন্ত্রেও আছে যে, অগ্নি নিজেকে আবেষ্টিত করেন এবং জলমধ্যে প্রবেশ করেন।[৫] উহার তৃতীয় মন্ত্রে দেবগণ বলেন,

"হে জাতবেদ অগ্নি, জলসমূহে এবং ঔষধীসমূহে বহুধা প্রবিষ্ট তোমাকে আমরা ইচ্ছা করিতেছি। হে চিত্রভানু, তাদৃশ, তথা যেই দশের অভ্যন্তরে

১। কেনউ, ৪।৩
২। ছান্দোগ্যউ, ৮।৭—১২ খণ্ড
৩। ঋক্‌সং, ১০।৫১।৫
৪। তৈত্তিসং, ২।৬।৬
৫। ঋক্‌সং, ১০।৫১।১

তুমি (গূঢ়রূপে) নিবাস কর[১], সেই সকল হইতে নির্গত হইয়া অতি দীপ্তিমান্, তোমাকে যম জানিয়াছিলেন।”[২]

অগ্নি বলেন যে, হবির্বহন হইতে ভীত হইয়াই তিনি নিজেকে গোপন করিয়াছেন এবং ঐ কর্ম তিনি আর করিবেন না।[৩] তখনই দেবগণ উপরে উদ্ধৃত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রকট হইতে প্রার্থনা করেন। প্রকট হইয়া (“অরংকৃতা”) যেই তমে নিবাস করিতে দেবগণ অগ্নিকে বলিয়াছেন উহা ‘বেদী’ই। বেদের মতে “ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ” (‘এই বেদী পৃথিবীর পরম অবধি’)।[৪] সুতরাং বেদী পৃথিবীরূপ। পৃথিবীকে বেদে ‘তম’ও বলা হয়। সেই কারণে উহার প্রতিরূপ বেদীকেও ‘তম’ বলা হইয়াছে। ঐ মন্ত্রের ‘ অরংকৃত্যা তমসি ক্ষেষি” অংশকে আচার্য সায়ন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উহার তাৎপর্য এই যে, অগ্নি ‘নিজেকে অলংকরত তমে বা “অন্য সকলের দ্বারা জ্ঞাত হইতে অশক্য অন্ধকারে নিবাস করে”। উহার অব্যবহিত পূর্বের পূর্বের মন্ত্রে আছে যে, অগ্নি দশ বস্তুর অভ্যন্তরে গূঢ়রূপে নিবাস করে। সুতরাং, তাঁহার মতে, পৃথিব্যাদি ঐ দশবস্তুকেই এই মন্ত্রে ‘তম’ বলা হইয়াছে।

জ্যোতি-কামনা

পূর্বে উদ্ধৃত কোন কোন মন্ত্রে দেখা যায়, ঋষি তম হইতে নির্গত হইয়া, বা তমকে বিনাশ করিয়া জ্যোতিতে গমন করিতে, বা জ্যোতি হইতে ইচ্ছা করিতেন। বেদের বহুত্র দেখা যায়, ঋষিগণ “জ্যোতিরীট্টে” (‘জ্যোতিকে কামনা করিতেন’)।[৫]

“হে ইন্দ্র, আমাদিগকে প্রজ্ঞা দাও। যেমন পিতা পুত্রকে (জ্ঞান প্রদান করে, তেমন তুমি) আমাদিগকে প্রদান কর। হে পুরুহুত, এই যজ্ঞে জীব আমরা জ্যোতি প্রাপ্ত হইব।”[৬]

১। কথিত হয় যে অগ্নির আত্মগোপনের স্থান দশ—পৃথিব্যাদি তিন লোক, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য—এই তিন দেবতা, জলসমূহ, ওষধীসমূহ, বনস্পতিসমূহ, এবং প্রাণিশরীরসমূহ।

২। ঋক্‌সং, ১০।৫১।৩ ৩। ঋক্‌সং, ১০।৫১।৪

৪। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩৫ ; বাজসং (মাধ্য), ২৩।৬২ ; কাঠসং, ২৫।১০।১০ আরও দেখ—“তস্মাদাহুর্যাবতী বেদিস্তাবতী পৃথিবীতি” (শতব্রা (মাধ্য), ১।২।৫।৭)।

৫। ঋক্‌সং, ৪।২৫।৩

৬। ঋক্‌সং, ৭।৩২।২৬ ; সামসং, পূ, ৩।৭।৭ ; উ, ৬।৩।৬ ; তৈত্তিসং, ৭।৫।৭।৪ ; অথসং, ১৮।৩।৬৭ ; ২০।৭৯।১ ; ঐতব্রা, ৪।১০

"আমরা অদ্য দেবগণের সেই রক্ষণ বরণ করিতেছি, যাহাতে স্বর্বং জ্যোতি নির্বিঘ্নে শীঘ্র প্রাপ্ত হইব।"[১]

"(হে অশ্বিনীদ্বয়,) স্তোত্র দ্বারা তোমাদিগকে (লাভ করিতে) অভিলাষী এই বিপ্রকে জ্যোতি কর ('জ্যোতির্বিপ্রায় কৃণুতং')।"[২]

"বৈশ্বানর জ্যোতির্ভূয়াসম্"[৩]

'হে বৈশ্বানর, আমি জ্যোতি হইব।' তাহার হেতু এই যে, জ্যোতি দ্বারা তম অপহত হয়।[৪]

"আমরা জ্যোতিতে গমন করিব (অর্থাৎ জ্যোতি হইব), অমৃত হইব। পৃথিবী হইতে দ্যুলোকে আরোহণ করিব; দেবগণকে ও স্বর্জ্যোতিকে জানিব (অর্থাৎ হইব)।"[৫]

ঋষিগণ মানিতেন যে—

"দেবয়ু যজমান প্রভৃত জ্যোতি প্রাপ্ত হয়।"[৬]

"মানুষ বলের সংগ্রামসমূহে (বিজয়ের) সেই নেতাকে (—ইন্দ্রকে) রক্ষণার্থ এবং ধনার্থ প্রাপ্ত হয়। সে অন্ধ তমেও জ্যোতিকে লাভ করে।"[৭]

বেদে কথিত হইয়াছে যে, আঙ্গিরসগণ "অভিমত কর্তাকে অর্চন করত এবং ধীসমূহ দ্বারা যজ্ঞ করত জ্যোতি লাভ করেন।"[৮] "দেবগণের মধ্যে" তাঁহারাই "গূঢ় জ্যোতি"কে লাভ করিয়াছিলেন।"[৯]

১। ঋক্‌সং, ১০।৩৬।৩ ২। ঋক্‌সং, ১।১৮২।৩

৩। তৈত্তিব্রা, ২।৬।৬।৫ 'শুক্ল-যজুর্বেদে'র পাঠ "বৈশ্বানরজ্যোতির্ভূয়াসং" ('আমি বৈশ্বানর-জ্যোতি হইব')। (বাজসং (মাধ্য), ২০।২৩, কাণ্বসং, ২২।১৮) (পরে দেখ)।

৪। তৈত্তিসং, ৫।৭।৫।২

৫। "......অগন্ম জ্যোতিরমৃতা অভূম।

দিবং পৃথিব্যা অধ্যারুহামাবিদাম দেবান্ স্বর্জ্যোতিঃ ॥"

—বাজসং (মাধ্য), ৮।৫২; কাণ্বসং, ৯।৬।৪

'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য, ৪।৬।৯।১২) ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে—

"জ্যোতির্বা এতে ভবন্ত্যমৃতা ভবন্তি...স্বর্হৈতে জ্যোতির্হৈতে ভবন্তি...।"

৬। ঋক্‌সং, ৬।৩।১ ৭। ঋক্‌সং, ১।১০০।৮

৮। ঋক্‌সং, ৪।১।১৪ ৯। ঋক্‌সং, ৭।৭৬।৪; ৭।৯০।৪

জ্যোতি কি

জ্যোতি তমের বিপরীত, সুতরাং তমের বিনাশক। শ্রুতিতে যেমন 'তম' শব্দ, তেমন 'জ্যোতি' শব্দও বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১) 'জ্যোতি' শব্দের অর্থ যে অনেক স্থলে সাধারণ আলোক বা প্রকাশ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, কথিত হইয়াছে যে, উষা "বিশ্বভুবনার্থ জ্যোতি করে ;"[১] "সুনরী জ্যোতি করে।"[২] সূর্যও "জ্যোতিষ্কৃৎ"।[৩] "অগ্নি জ্যোতিরনীক ;"[৪] "জ্যোতিরথ"।[৫] উহারা জ্যোতি দ্বারা তমকে বিনাশ করে।[৬] সেইজন্য অগ্নি যেমন "জ্যোতিরথ", তেমন "তমোহন"ও বলিয়া খ্যাত।[৭] কথিত হইয়াছে যে,

"বৃহস্পতি রাত্রিতে তম, আর দিনে জ্যোতি বিধান করিয়াছেন।"[৮]

"বৃহস্পতি জ্যোতি দ্বারা অন্তরিক্ষ হইতে তমকে অপগমন করান, যেমন বায়ু উদক হইতে শৈবালকে (অপগমন করায়)।"[৯]

"তিনি উষাকে প্রাপ্ত হন। তিনি স্বঃকে (বা আদিত্যকে) (প্রাপ্ত হন)। তিনি অগ্নিকে (প্রাপ্ত হন)। তিনি অর্ক দ্বারা তমসমূহকে বিশেষরূপে বাধিত করেন'।[১০]

"তম এবং ছায়া মৃত্যুই। সেই (আদিত্যের) জ্যোতিরই দ্বারা মৃত্যুকে,— তমকে এবং ছায়াকে নিশ্চয় উত্তীর্ণ হয়।"[১১]

ইহা বলা প্রয়োজন হইবে যে, কখন কখন উষাকে "জ্যোতিসমূহের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি"[১২], আর সূর্যকে "জ্যোতিসমূহের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম জ্যোতি"[১৩] বলা হইয়াছে।

১। ঋক্‌সং, ১।৯২।৪ ২। ঋক্‌সং, ১।৪৮।৮
৩। ঋক্‌সং, ১।৫০।৪ ; বাজসং, (মাধ্য), ৩৩।৩৬ ; কাণ্বসং, ৩২।৩।৭
৪। ঋক্‌সং, ৭।৩৫।৪ ৫। ঋক্‌সং, ১।১৪০।১
৬। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৯২।৪ ; ১।১১৩।১৬ ; ৫।১৪।৪ ; ইত্যাদি। ৭। ঋক্‌সং, ১।১৪০।১
৮। ঋক্‌সং, ১০।৬৮।১১ ; আরও দেখ—অথসং, ১৩।২।৯
৯। ঋক্‌সং, ১০।৬৮।৫ ১০। ঋক্‌সং, ১০।৬৮।৯ ১১। ঐতব্রা, ৭।১২
১২। "ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"
—(ঋক্‌সং, ১।১১৩।১ ; সামসং, উ, ৮।৩।১৪)
১৩। "ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্"
—(ঋক্‌সং, ১০।১৭০।৩ ; সামসং, উ, ৬।৩।৫ ; ঐতব্রা, ৭।২০)
"আদিত্যং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্"—(তৈত্তিব্রা, ৩।৭।৪।৩)

(২) জ্যোতি=পুত্র—পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে, "পুত্রের দ্বারা পিতৃগণ সতত (উভয় লোকেই) তম অতিক্রম করেন।" উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, "জ্যোতির্হ পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্" ('পুত্র পরম ব্যোমে জ্যোতি')।[১] যেহেতু পুত্রদ্বারা পিতৃগণ তম অতিক্রম করত পরম ব্যোমে বা স্বর্গে গমন করে, সেইহেতু সে তাঁহাদের পরম ব্যোমে গমনে জ্যোতির তুল্য। 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে,

"প্রজা বৈ বিশ্বজ্যোতিঃ প্রজা হ্যেব বিশ্বজ্যোতিঃ"

ইত্যাদি।[২] ('প্রজা নিশ্চয় বিশ্বজ্যোতি) উহাতে আবার প্রজাকে মনুষ্যের মৃত্যুও বলা হইয়াছে।[৩]

(৩) 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় আছে—

"প্রজননং জ্যোতিঃ"[৪]

(৪) জ্যোতি=স্বর্গ—পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে, তম স্বর্গলোক হইতে দূরে থাকে।[৫] তাহাতে বুঝা যায় যে, স্বর্গ জ্যোতিস্বরূপ বা জ্যোতির্ময়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে স্বর্গকে স্পষ্ট বাক্যে জ্যোতি বলা হইয়াছে।

"সুবর্গো বৈ লোকো জ্যোতিঃ।"[৬]

(৫) জ্যোতি=মন

মনকেও "জ্যোতিসমূহের জ্যোতি" এবং "অমৃত জ্যোতি" বলা হইয়াছে।

"যাহা (যেই মন)......(শ্রোত্রাদি) জ্যোতিসমূহের এক জ্যোতি, আমার সেই মন শিবসঙ্কল্প হউক।"[৭]

১। ঐতব্রা, ৭।১৩

২। শতব্রা (মাধ্য), ৬।৫।৩।৫ ; ৭।৪।২।২৬ ;—ইত্যাদি।
আরও দেখ
"প্রজা জ্যোতিরিত্যাহ"। ইত্যাদি। (তৈত্তিব্রা, ২।১।২।১১

৩। পূর্বে দেখ।

৪। তৈত্তিসং, ৭।১।১।১

৫। পূর্বে দেখ

৬। তৈত্তিব্রা, ১।২।২।২ ; আরও দেখ—
"......অনদ্ধাশ্চক্ষুষা বয়ম্।
জীবা জ্যোতিরশীমহি সুবর্জ্যোতিরুতামৃতম্॥"—(ঐ, ২।৫।২।৩)

৭। বাজসং (মাধ্য), ৩৪।১ ; কাণ্বসং, ৩৩।১।১

"যাহা প্রজ্ঞান, চেত, ও ধৃতি, যাহা প্রজাগণের অন্তরে (বর্তমান) অমৃত জ্যোতি, এবং যাহা ব্যতীত কোন কর্ম (প্রজাগণ কর্তৃক) কৃত হয় না, আমার সেই মন শিবসঙ্কল্প হউক।"[১]

জ্যোতি অমৃত

তম মৃত্যু, আর জ্যোতি অমৃত। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' তাহা অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে,—

"মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং"

'তম মৃত্যুই, আর জ্যোতি অমৃত।' উহাতে আরও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, সুতরাং ঋষিগণ যে প্রার্থনা করেন "তমসো মা জ্যোতির্গময়" (আমাকে তম হইতে জ্যোতি প্রাপ্ত করাও), তাহার তাৎপর্য এই যে "আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃত প্রাপ্ত করাও" অর্থাৎ "অমৃতং কুরু" ('অমৃত কর')।[২]

মহর্ষি বসিষ্ঠ বলিয়াছেন,

"বিশ্বানর সবিতা দেব অমৃত ও বিশ্বজন্য জ্যোতি উর্দ্ধে উপনীত করেন; দেবগণের ক্রতুর নিমিত্ত (স্থানীয় উষাকে) উৎপন্ন করেন। উষা বিশ্বভুবনকে আবিষ্কার করে।[৩]

"এই সকল উষার সেই (প্রসিদ্ধ) দর্শনীয় ও চায়নীয় অমৃতরশ্মিসমূহ আগমন করিতেছে। দৈব্য ব্রতসমূহ উৎপাদন করত অন্তরিক্ষসমূহ আপূর্ণ করত বিবিধ রূপে স্থিত হইতেছে।[৪]

ব্রহ্ম জ্যোতি

'শুক্লযজুর্বেদে' এই প্রশ্ন-প্রতিবচন আছে,—

"সূর্যসম জ্যোতি কি ?... ব্রহ্ম সূর্যসম জ্যোতি।"[৫]

তাহা হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম জ্যোতি। বেদে "স্বর্বৎ-জ্যোতি" প্রাপ্তির প্রার্থনা আছে। গর্গ ভারদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—

১। বাজসং (মাধ্য), ৩৪।৩
২। বৃহউ, ১।৩।২৮ (পূর্বে দেখ)।
৩। ঋক্‌সং, ৭।৭৬।১ ; নিরুক্ত, ১১।১০
৪। ঋক্‌সং ৭।৭৫।৩
৫। বাজসং (মাধ্য), ২৩।৪৭,৪৮ ; কাণ্বসং, ২৫।৯।৩,৪

"হে বিদ্বান্, আমাদিগকে উরু লোকে লইয়া যাও ; অভয় স্বর্বৎ-জ্যোতিতে এবং স্বস্তিতে লইয়া যাও। হে ইন্দ্র, আমরা স্থবির্ (= সনাতন) তোমার দর্শনীয়, মহান্ এবং শরণ্য বাহুদ্বয়ে উপস্থিত থাকিব।"[১]
লুশ ধানাক ঋষি বলিয়াছেন,

"ধনবান্ মিত্র ও বরুণের মাতা অদিতি আমাকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করুক, (যাহাতে) আমি নির্বাধ স্বর্বৎ-জ্যোতি শীঘ্র প্রাপ্ত হই। অদ্য আমি দেবগণের সেই রক্ষণ বরণ করিতেছি।"[২]

আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, স্বঃ আদিত্যই।[৩] সুতরাং এই মন্ত্রের 'স্বর্বৎ-জ্যোতি' 'শুক্লযজুর্বেদে'র 'সূর্যসম জ্যোতি' ব্রহ্মই বলিয়া মনে হয়।

উপনিষদে ব্রহ্মকে "শুভ্র জ্যোতিসমূহের জ্যোতি",[৪] "শুভ্র জ্যোতির্ময়"[৫] প্রভৃতি বলা হইয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেদে কখন কখন উষাকে "জ্যোতিসমূহের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি", আর সূর্যকে "জ্যোতিসমূহের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম জ্যোতি" বলা হইয়াছে।[৬] পরন্তু ব্রহ্ম-জ্যোতির নিকট উহাদের জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। অধিকন্তু উহাদের জ্যোতিও ব্রহ্ম জ্যোতি হইতে প্রাপ্ত।

"তথায় (ব্রহ্মে) সূর্য ভাত হয় না (অর্থাৎ সূর্য ভা দেয় না, সুতরাং ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে না), চন্দ্রও না, তারাও না ; এই বিদ্যুৎসমূহও ভাত হয় না। এই অগ্নির আর কথা কি ? ভাত (অর্থাৎ স্বতঃ ভারূপ) তাঁহাকেই অনুসরণে সকলে ভাত হয়। তাঁহারই ভা দ্বারা এই সমস্ত বিভাত হয়।"[৭]

'শুক্লযজুর্বেদে' এক মন্ত্রে আছে,

"সমাববর্তি পৃথিবী সমুষাঃ সমু সূর্যঃ সমু বিশ্বমিদং জগৎ।
বৈশ্বানরজ্যোতির্ভূয়াসং বিভূন্ কামান্ ব্যশ্নবৈ ভূঃ স্বাহা॥"[৮]

'পৃথিবী সমাবর্তিত হয়, উষা সমাবর্তিত হয়, সূর্য সমাবর্তিত হয়,—এই সমস্ত জগৎ সমাবর্তিত হয়। (সেই) বৈশ্বানর-জ্যোতি আমি হইব। বহু (অর্থাৎ সমস্ত) কামসমূহ বিপ্রাপ্ত হইব (অর্থাৎ আমার সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইবে)। ভূ স্বাহা।' ভাষ্যকার উবট ও মহীধরের মতে, ঐ বৈশ্বানর-জ্যোতি পরব্রহ্মই ; তিনি ভূ অর্থাৎ ভুবনমাত্র বা সত্তামাত্র।

১। ঋক্সং, ৬।৪৭।৮ ; তৈত্তিব্রা, ২।৭।১৩।৩
২। ঋক্সং, ১০।৩৬।৩ ৩। "স্বরাদিত্যো ভবতি" (নিরুক্ত, ২।১৪)
৪। মুণ্ডকউ, ২।২।৯ ৫। মুণ্ডকউ, ৩।১।৫ ৬। পূর্বে দেখ।
৭। কঠউ ২।২।১৫ ; মুণ্ডকউ, ২।২।১০ ৮। বাজসং (মাধ্য), ২০।২৩ ; কাণ্বসং, ২২।১।৮

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈশ্বানর অগ্নি বা জ্যোতি বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিই। উহা পরিণামশীল জগৎপ্রপঞ্চের অভ্যন্তরে নিহিত এবং উহার অধিষ্ঠান।[১] 'যজুর্বেদে'ও আছে, বৈশ্বানর "ঋতবান্, ঋত জ্যোতির পতি এবং অক্ষয়দীপ্ত" ;[২] "রাজা (বা দীপ্তিমান্) এবং সর্বভূতের অভ্যাশ্রয়ণীয়। তিনি উৎপন্ন হইয়াই এই বিশ্বকে দর্শন করেন এবং বিবিধরূপে চেষ্টাযুক্ত করেন।"[৩] তাঁহার 'বৈশ্বানর' নামের নিরুক্তি হইতেও ঐ সকল জানা যায়।[৪] পরন্তু আলোচ্য মন্ত্রে বৈশ্বানরজ্যোতির যে রূপ আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহাতে আছে যে, সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে (কিংবা তাঁহা হইতে) "সমাবর্তিত হয়।" ভাষ্যকার উবট অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে, উহার অর্থ—"সম্যক্ আবর্তিত হয়···অর্থাৎ নাশ পায়।" সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন যে, বৈশ্বানরজ্যোতি বা পরব্রহ্ম 'ভূ' অর্থাৎ ভুবনমাত্র বা সত্তামাত্র। ভাষ্যকার মহীধরও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'সমাবর্তিত হয়' অর্থ এমনও হইতে পারে যে, 'সম্যক্ আবর্তিত হয়' অর্থাৎ ফিরিয়া আসে। তাহাতেও এই তাৎপর্যই পাওয়া যায়, জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে বস্তুত নাই, তিনি নিষ্প্রপঞ্চ।

ঐ মন্ত্রে 'বৈশ্বানর-জ্যোতিঃ' স্থলে 'বৈশ্বানরঃ জ্যোতিঃ' এবং 'বিভূন্ কামান্' স্থলে 'বিভূং কামং' পাঠান্তরে 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' পাওয়া যায়।[৫] তাহাতে উহা বৈশ্বানরের নিকট প্রার্থনা হয়। "হে বৈশ্বানর, আমি (সেই) জ্যোতি হইব। বিভু কাম বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হইব। ভূ স্বাহা।" ভাষ্যকার সায়ন বলেন যে, "সমাবর্তি" শব্দের অর্থ 'সম্যক্ আবৃত্ত হইয়া আমার সহিত সমাগত' আর "ভূঃ স্বাহা" বাক্যের অর্থ 'ভূ বা পৃথিবী তোমাতে স্বাহুতা।' তাহাতেও জানা যায় যে, ঐ জ্যোতি নিষ্প্রপঞ্চ। ঋষি বৈশ্বানরের বা সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন, উহার প্রসাদে তিনি নিষ্প্রপঞ্চ জ্যোতি বা পরব্রহ্ম হইবেন।

১। পূর্বে দেখ।

২। বাজসং (মাধ্য), ২৬।৩; কাণ্বসং, ২৮।৪; মৈত্রাসং, ৪।১১।১; কাঠকসং; ৪।১৬।১৬; তৈত্তিসং, ১।৫।১১।১

৩। বাজসং (মাধ্য), ২৬।৭; তৈত্তিসং, ১।৫।১১।৩; মৈত্রাসং, ৪।১১।১; কাঠকসং, ৪।১৬।১৬

৪। পূর্বে দেখ।

৫। তৈত্তিব্রা, ২।৬।৬।৫

'মৈত্রায়ণীয় সংহিতা'য় ও 'কাঠকসংহিতা'য় ঐ মন্ত্রের 'বৈশ্বানর-জ্যোতি' পাঠ আছে।

"সমাববর্তি পৃথিবী সমুষাঃ সমু সূর্যঃ।
বৈশ্বানরজ্যোতির্ভূয়াসং বিভুং কামং ব্যশ্নবৈ॥
ভূঃ স্বাহা।"[১]

জীবাত্মা জ্যোতি

'ঋগ্‌বেদে'র এক মন্ত্রে আছে,—

"হে বসিষ্ঠ, মিত্র ও বরুণ যখন তোমাকে (স্বীয়) বিদ্যুতের (ন্যায়) জ্যোতিকে পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন, (তখন মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন যে, 'ইনি আমাদের হইতে উৎপন্ন হউন')। উহা তোমার এক জন্ম।"[২]
এইখানে অবশ্যই জীবাত্মাকেই 'জ্যোতি' বলা হইয়াছে। 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে,—

"এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ো যথা জ্যোতিরধূমমেবং"[৩]

'এই প্রকার এই অন্তরাত্মা পুরুষ হিরণ্ময়; অধূম জ্যোতি যেই প্রকার সেই প্রকার।'

"আত্মা কোনটি? এই যে প্রাণসমূহে বিজ্ঞানময় পুরুষ, হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতি" ইত্যাদি।[৪]

'কঠোপনিষদে' আছে, শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ "অধূমক জ্যোতির ন্যায়।"[৫] 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' উহাকে "রবিতুল্যরূপ" বলা হইয়াছে।[৬]

সুখ-প্রার্থনা

বৈদিক ঋষিগণ দেবতাকে কেবল যে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা নহে, অধিকন্তু সুখ প্রদান করিতেও প্রার্থনা করিয়াছেন।

"হে সম্রাড্‌দ্বয় ইন্দ্র ও বরুণ, আমি তোমাদের রক্ষণ বরণ করিতেছি। ঈদৃশ হেতুতে তোমরা আমাকে সুখী কর।"[৭]

১। কাঠকসং, ৩৮।৫ ; মৈত্রাসং, ৩।১০ ('সমাবৃতৎ' ও 'বাশীয়' পাঠান্তরে)
২। ঋক্‌সং, ৭।৩৩।১০
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৬।৩।২
৪। শতব্রা, ১৪।৭।১।৭ ; বৃহউ, ৪।৩।৭
৫। কঠউ, ২।১।১৩
৬। শ্বেতউ, ৫।৮
৭। ঋক্‌সং, ১।১৭।১ ; তৈত্তিসং, ২।৫।১২।২ ; কাঠকসং, ১২।১৪

"মরুদ্গণ আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে সুখী করুক।"[১]

"হে বরুণ, আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর। অদ্য আমাকে সুখী কর। (তোমার) রক্ষণ (লাভ করিতে) অভিলাষী আমি তোমার অভিমুখে শব্দ করিতেছি।"[২]

"হে ইন্দ্র, সেই তুমি আমাকে সুখী কর।"[৩]

"হে শতক্রতু ইন্দ্র, (তোমাকে ভিন্ন) অপর কাহাকে আমি সুখয়িতা নিশ্চয় করিতেছি না। (সুতরাং) তুমিই আমাকে সুখী কর।"[৪]

দেবতার নিকট ঐ প্রকারের সুখ-প্রার্থনা বেদে আরও বহু আছে। সেই সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তবে মহর্ষি বসিষ্ঠের একটা উক্তি উল্লেখ করা উচিত মনে করি। তিনি বরুণ দেবতার নিকট বার বার এই প্রার্থনা করিয়াছেন,

"মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়"[৫]

'হে সুক্ষত্র (—ক্ষত হইতে উত্তম ত্রাতা), সুখী কর, সুখী কর।' এক মন্ত্রে তিনি বলিয়াছেন,—

"অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।"[৬]

'জলের মধ্যে স্থিত (তোমার এই) স্তোতাকে তৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সুক্ষত্র, (তাহাকে) সুখী কর, সুখী কর।' এই মন্ত্রের রহস্য এই,—বরুণ সর্বব্যাপী এবং সর্বগত, তথা সুখস্বরূপ। সুতরাং বসিষ্ঠ সুখেরই মধ্যে আছেন, তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র সুখ বিদ্যমান আছে। তথাপি যে তিনি বার বার সুখ প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন, 'জলের মধ্যে থাকিয়া তৃষিত হইয়া জল প্রার্থনা করারই তুল্য'। আরও ইঙ্গিত আছে যে, তিনি সুখস্বরূপ বরুণের মধ্যে আছেন, তথা স্বয়ং সুখময়,—ঐ কথা তিনি বিদ্বান্‌গণের মুখে শুনিয়াছেন মাত্র; পরন্তু স্বয়ং অনুভব করেন নাই। উহা অনুভব করাইতে তিনি বরুণের নিকট প্রার্থনা করেন।

১। ঋক্‌সং, ১।২৩।১২
২। ঋক্‌সং, ১।২৫।১৯; বাজসং (মাধ্য), ২১।১; কাণ্বসং, ২৩।১।১; সামসং, উ, ৭।৩।৬
৩। ঋক্‌সং, ৬।৪৫।১৭; ৮।৮০।২; আরও দেখ—৮।৪৫।৩১
৪। ঋক্‌সং, ৮।৮০।১ ৫। ঋক্‌সং, ৭।৮৯।১-৪ ৬। ঋক্‌সং, ৭।৮৯।

বেদে প্রজাপতির এক নাম ক।

"প্রজাপতির্বৈ কঃ"[১]

"কস্তমিন্দ্র ত্বাবসুং" ইত্যাদি ঋক্-মন্ত্রের[২] 'ক' 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র[৩] মতে, প্রজাপতিই। 'শুক্ল-যজুর্বেদে'র "কোঽসি কতমোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্রের[৪] 'ক' 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে[৫] প্রজাপতিই। বেদের সুপ্রসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ-সূক্তের 'ক'ও উহার মতে প্রজাপতি।[৬] 'ক' সুখেরও এক নাম।[৭] কোন কোন ব্রাহ্মণের মতে ক বা সুখরূপ বলিয়াই প্রজাপতি 'ক' নামে খ্যাত।[৮] এই মাত্র উপরে যে বলা হইয়াছে বরুণ সুখ-স্বরূপ, তাহা সিদ্ধ করিতে এই সকল বলিতে হইল।

অমৃত

ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদে 'অমৃত' সংজ্ঞার মূল অর্থ ছিল 'অতিমৃত্যু' (=মৃত্যুর অতীত) বা 'অমৃত্যু' (=মৃত্যুর অভাব, মৃত্যুর বিপরীত)। তাহা হইতে উহা 'দীর্ঘ আয়ু' (সংক্ষেপে, 'আয়ু') এবং 'প্রজা-সন্ততি' অর্থেও, আবার অন্য প্রকারে 'অপুনর্মৃত্যু' এবং 'অপুনর্জন্ম' বা 'অপুনর্ভব' অর্থেও ব্যবহৃত হইতে থাকে। ঐ সকল স্থলে 'জীবের দেহ পরিত্যাগ পূর্বক ইহলোক হইতে পরলোকে গমন'কেই 'মৃত্যু' বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 'মৃত্যু' শব্দ বেদে আরও অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—গর্ভে বাস, ক্ষুধা (-তৃষ্ণা), রোগাদি, পাপ, জরা, সংবৎসর (বা কাল), অসৎ, তম প্রভৃতি। সুতরাং মৃত্যুর অভাব অমৃতে এই সকলেরও অভাব অবশ্যই হইতে হইবে। ইহাও প্রদর্শিত

১। ঐতব্রা, ২।৩৮ ; শাংখাব্রা, ৫।৪ : শতব্রা (মাধ্য), ৪।৫।৬।৪

২। ঋক্‌সং, ৭।৩২।১৪ ৩। ঐতব্রা, ৬।২১

৪। বাজসং (মাধ্য), ৭।২৯ ; কাণ্বসং, ৯।১।৪-৫

৫। শতব্রা (মাধ্য), ৪।৫।৬।৪ ৬। শতব্রা (মাধ্য), ৭।৪।১।১৯

৭। "সুখষ্টৈবৈতন্নামধেয়ং কমিতি"—(শাংখ্যব্রা, ৫।৪) আরও দেখ—'নিরুক্ত', ২।১৪ ; ১০।২২

৮। যথা দেখ—শাংখ্যব্রা, ৫।৪

অপর কোন কোন ব্রাহ্মণে প্রজাপতির 'ক' নামের অপর হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। (যথা—ঐতব্রা, ৩।২১)

হইয়াছে যে, 'তম' শব্দ বেদে যেমন মৃত্যু, অশনায়া ও পাপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমন অন্ধকার, দুঃখ, অনৃত, মোহ, প্রলয় এবং অজ্ঞান অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তমের অভাব বলিয়া অমৃতে অন্ধকার-দুঃখাদিরও অভাব। এখন আমরা ঐ অমৃতের নিগূঢ় তাৎপর্য আলোচনা করিব।

প্রথমে ইহা বলা উচিত যে, 'ইহার অভাব, উহার অভাব' বলিয়া নির্দেশ করাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বেদে অমৃতকে প্রকৃত পক্ষে অভাব বলিয়া মনে করা হইত। কেননা, বলা হইয়াছে যে, অমৃত অসতেরও অভাব। অসতের অভাব সৎই হয়। সুতরাং অমৃত সদ্রূপ। শ্রুতি অতীব স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে, "সদমৃতং" ('সৎই অমৃত'); ঋষি অসৎ হইতে সতে যাইতে বা সৎ হইতে ইচ্ছা করিতেন।[১] সুতরাং তাঁহার অভিলষিত অমৃত অভাব-রূপ হইতে পারে না।

গর্ভবাসের অভাব হওয়াতে পুনর্জন্মের অভাব হয়। সুতরাং 'অমৃত' 'অপুনর্জন্ম' বা 'অপুনর্ভব' হয়। তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অমৃতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই, রোগ নাই, জরা নাই, পাপ নাই,[২] অনৃত নাই, এবং মোহ নাই।

কথিত হইয়াছে যে, অমৃত সংবৎসরের বা কালেরও অভাব এবং প্রলয়েরও অভাব। সুতরাং অমৃত হইলে মনুষ্য কালের প্রভাবের অতীত হয় এবং সৃষ্টি-প্রলয়েরও অতীত হয়। অতএব উহা এমন এক ধ্রুব এবং নিশ্চল স্থিতি যাহার কোন প্রকার বিকার কিংবা পরিণাম কিঞ্চিৎ মাত্রও হয় না; অবসানও হয় না। তাই মুক্তি নিত্য। উহা সাদি হইলেও অনন্ত।

অমৃত দুঃখের অভাব, তথা বিপরীতও। 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে, "যাহারা উহাকে (আত্মাকে) জানে, তাহারা অমৃত হয়; আর অপরে দুঃখই প্রাপ্ত হয়।"[৩] 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'ও সেই কথা আছে।[৪] সুতরাং অমৃত দুঃখের অভাব, বা দুঃখের বিপরীত। দুঃখের বিপরীত বলিয়া উহা সুখ-স্বরূপও। তাহা প্রকারান্তরেও জানা যায়। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদিক ঋষি দেবতার নিকট যেমন অমৃত প্রার্থনা করিতেন, তেমন সুখও প্রার্থনা করিতেন।

১। "অসতো মা সদ্ গময়...। স যদাহাসতো মা সদ্ গময়েতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ।"-(বৃহউ, ১।৩।২৮)

২। দেখ—"সোঽপহতপাপ্মোর্দ্ধ্বঃ স্বর্গং লোকমেতীতি বৈ ব্রাহ্মণমুদাহরন্তি।"—(ঐতব্রা, ৭।১২)

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।১৫; বৃহউ, ৪।৪ ৪(পরে দেখ)

৪। শ্বেতাউ, ৩।১০

সুতরাং তাঁহাদের অভিলষিত অমৃত সুখবান্ বা সুখ-স্বরূপই হইবে। তারপর ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সম্যক্ অভয় হইবার জন্যই ঋষি অমৃত হইতে চাহিতেন। 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' আছে, স্বস্তিরই জন্য—শর্ম, বর্ম ও অভয় লাভার্থই উপাসক অমৃতকে প্রপন্ন হয় বা অমৃতের শরণ গ্রহণ করে ("অমৃতং প্রপদ্যতে")।[১] ঋষিগণ দেবতার নিকট অভয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুখও প্রার্থনা করিতেন দেখা যায়।

"সেই আদিত্যগণ আমাদিগকে অভয় ও শর্ম প্রদান করুক; আমাদের স্বস্তির জন্য সুপথসমূহ সুগম করুক।"[২]

"স্বস্তি নো অস্ত্বভয়ং নো অস্তু"[৩]

'আমার স্বস্তি হউক, আমার অভয় হউক।'

"শং মে অস্ত্বভয়ং মো অস্তু"[৪]

'আমার সুখ হউক, আমার অভয় হউক।'

অমৃত তমের বা অন্ধকারের বিপরীত। সুতরাং উহা জ্যোতিরূপই হইবে। তারপর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জ্যোতিরই দ্বারা মনুষ্য মৃত্যু বা তম হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। তাহাতেও বলিতে হয় যে, অমৃত জ্যোতি-রূপই। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন, জ্যোতিই অমৃত। "অমৃত জ্যোতিসমূহের জ্যোতি।"[৫]

তম=অজ্ঞান। সুতরাং তমের বা অজ্ঞানের বিপরীত অমৃত জ্ঞানরূপই হইবে। কতিপয় সাম 'সুজ্ঞান' নামে অভিহিত হয়। উহাদের ঐ নামকরণ সম্বন্ধে 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' এই কথা আছে,—

"পুরাকালে দেবগণ স্বর্গলোকে যাইতে যাইতে অজ্ঞান হইতে ভীত হইলেন। তাঁহারা এই সুজ্ঞানকে দেখিলেন এবং তদ্দ্বারা জ্ঞাত্রকে,—যাহা সুজ্ঞান (তাহাকে) প্রাপ্ত হইলেন। (এখনও যদি) প্রতিদিন সুজ্ঞান কৃত হয়, (তবে যজমানগণ) নিশ্চয় জ্ঞাত্রকে প্রাপ্ত হয়।"[৬]

১। ঐতব্রা, ৮।১১
২। ঋক্‌সং, ১০।৬৩।৭
৩। অথসং, ১৯।৮।৭
৪। অথসং, ১৯।৯।১৩
৫। বৃহউ, ৪।৪।১৬
৬। তাণ্ডব্রা, ৫।৭।১০-১

তাহা হইতে জানা যায় যে, অজ্ঞান ভয়প্রদ, সুজ্ঞান দ্বারাই ঐ ভয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অমৃত জ্ঞান-স্বরূপ না হইলে অভয় হইত না। তারপর শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"[১]

'বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ করে।' পক্ষান্তরে,

"যে অবিদ্যাকে উপাসনা করে, সে অন্ধতমে প্রবেশ করে।"[২]

"ঐ অনন্দ-নামক লোকসমূহ অন্ধতম দ্বারা আবৃত। অবিদ্বান্ ও অবুধ জনগণ মৃত্যুর পর উহাদিগেতে অভিগমন করে।"[৩] অতএব অজ্ঞানী লোক অমৃত হইতে পারে না। সুতরাং অমৃতে অজ্ঞানের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না।

পরলোকে অবাঞ্ছনীয় স্থান

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঋষিগণ পরলোকে অমৃত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন; পরন্তু পরলোকের সর্বত্র সমান নহে। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তথাকার কোন কোন স্থানসমূহ "অন্ধতম দ্বারা আবৃত।" 'শুক্ল-যজুর্বেদে' উক্ত হইয়াছে যে, ঐ লোকসমূহের নাম "অসুর্য"; "আত্মঘাতী জনগণই" ইহলোক হইতে প্রগমন করত উহাদিগেতে অভিগমন করে।[৪] 'শতপথ-ব্রাহ্মণে'র মতে ঐ লোকসমূহের নাম "অনন্দ"; "অবিদ্বান্ ও অবুধ জনগণই মরণান্তে উহাদিগেতে অভিগমন করে।"[৫] 'অসুর্য' নাম হইতে জানা যায় যে, উহারা অসুরগণের স্বভূত।[৬] 'অনন্দ' নাম হইতে জানা যায় যে, উহারা আনন্দ-বিরহিত। ঋষিগণ ঐ সমস্ত লোকে যাইতেও চাহিতেন না, দীর্ঘকাল থাকার কিংবা অমৃত হওয়ার কথা ত দূরে থাকুক।

পরলোকের কোন কোন স্থানসমূহকে "নরক" বলা হয়।[৭] আচার্য যাস্কের মতে, উহাদিগকে 'নরক' বলার হেতু এই যে, (১) নীচ ব্যক্তিগণই

১। বাজসং (মাধ্য), ৪০।১৪; কাণ্বসং, ৪০।১১; ঈশউ, ১১
২। বাজসং (মাধ্য), ৪০।১২; কাণ্বসং, ৪০।৯; ঈশউ, ৯; বৃহউ, ৪।৪।১০
৩। বৃহউ, ৪।৪।১১
৪। বাজসং (মাধ্য), ৪০।৩; কাণ্বসং, ৪০।৩ (=ঈশউ, ৩)
৫। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।১৪ (=বৃহউ, ৪।৪। ১১)
৬। দেখ, পাণিনি, ৪।৪।১২৩
৭। অথসং, ১২।৪।৩৬; তৈত্তিব্রা, ৩।৪।১।১; 'নিরুক্ত', ১।১১

উহাদিগেতে গমন করিয়া থাকে; অথবা, (২) উহাদিগেতে অল্পও রমণক স্থান নাই।[১] সুতরাং উহারা দুঃখপূর্ণ। উহাদিগের কোনটিতে যাইতে ঋষিগণ অবশ্যই চাহিতেন না। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে, "দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'বিসর্পী' নরক (আছে); উহা হইতে আমাকে পরিরক্ষা কর। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'অবিসর্পী' নরক; উহা হইতে আমাকে পরিরক্ষা কর। উত্তর-পূর্ব দিকে 'বিষাদী' নরক; উহা হইতে আমাকে পরিরক্ষা কর। উত্তর-পশ্চিম দিকে 'অবিষাদী' নরক; উহা হইতে আমাকে পরিরক্ষা কর।"[২]

পিতৃযান ও দেবযান পথসমূহ

ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে যে, বেদের মতে দেহ-ত্যাগের পর জীবের আত্মার ইহলোক হইতে পরলোকে গমনের দ্বিবিধ পথসমূহ আছে। এক প্রকারের পথসমূহ 'দেবযান', অন্য প্রকারের পথসমূহ 'পিতৃযান' বলিয়া কথিত হয়। দেবযান মার্গ যে বহু তাহার এক প্রমাণ এই যে, 'ঋগ্‌বেদে' প্রায় "দেবযান পথসমূহে"র উল্লেখ আছে।[৩] তারপর 'অথর্ববেদে' তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—

"যে পন্থানো বহবো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সংচরন্তি।"[৪]

'দেবযান যে বহু পথসমূহ দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে বিস্তারিত আছে।' পিতৃযান পথও সেই প্রকার বহু বলিয়া উহাতে নির্দেশিত হইয়াছে।[৫] দেবতাগণ "দেবযান পথসমূহ দ্বারা" দেবলোক হইতে ইহলোকে তাঁহাদের উপাসকগণের নিকট আসা যাওয়া করিয়া থাকেন।[৬] সেই কারণেই ঐ সকল পথ 'দেবযান' বলিয়া কথিত হয়। যে সকল পথে পিতৃগণ পিতৃলোক

১। 'নিরুক্ত', ১।১১ ২। তৈত্তিআ, ১।১১

৩। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৭২।৭; ১৮৩।৬; ১৮৪।৬; ৪।৩৭।১; ৫।৪৩।৬; ৭।৩৮।৮; ৭।৭৬।২; ১০।৫১।৫, ১০।৯৮।১১

মাত্র এক স্থলে এক দেবযানের উল্লেখ আছে। (ঋক্‌সং, ১০।১৮।১) তাহা সমষ্টি দৃষ্টিতে বা প্রকার দৃষ্টিতে বলিয়া মনে করিতে হইবে। (পরে দেখ) অপর এক মন্ত্রে আছে,—

"দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্।"—(ঋক্‌সং, ১০।৮৮।১৫)

ঐখানে 'দ্বে' অর্থ 'দ্বিবিধ' বলিয়া মনে করিতে হইবে।

৪। অথসং, ৩।১৫।২; ৬।৫৫।১ ৫। যথা দেখ—অথসং, ৬।১১৭।৩; ১২।২।১০

৬। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।১৮৩।৬; ১।১৮৪।৬; ৪।৩৭।১ ইত্যাদি।

হইতে ইহলোকে আসা যাওয়া করিয়া থাকেন, সেইগুলি 'পিতৃযান' বলিয়া অভিহিত হয়।

সঙ্কুসুক ঋষি মৃত্যু-দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ।"[১]

'হে মৃত্যু, দেবযান হইতে ভিন্ন অপর যে তোমার স্বকীয় পন্থা আছে, তথায় ফিরিয়া যাও।' তিনি সমষ্টি দৃষ্টিতে বা প্রকার দৃষ্টিতে একবচন ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহাতে জানা যায় যে, দেবযান ভিন্ন অপর পথসমূহ মৃত্যুর স্বকীয়,—মৃত্যুর অধিকার-ভুক্ত। সুতরাং সেই সকল পথের যাত্রী অমৃত হইতে পারে না। উপনিষদে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুর পরে দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মের নিকটে গমন করে, তাহারা ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করে না, আর যাহারা পিতৃযান মার্গে গমন করে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।[২] সুতরাং পিতৃযান মার্গে গামী অমৃত হইতে পারে না। 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ "অপহত-পাপ্মা", আর পিতৃগণ "অনপহতপাপ্মা"; পাপসমূহ অপহত করিয়াছেন বলিয়া দেবগণ "অমৃত", আর পাপসমূহ অপহত করেন নাই বলিয়া পিতৃগণ "মর্ত্য"।[৩] দেহত্যাগের পর যাহারা পিতৃযান মার্গসমূহে গমন করে, তাহারা অবশ্যই মর্ত্য পিতৃগণেরই নিকটে গমন করে; সুতরাং তাহাদের অমৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর যাহারা দেবযান মার্গসমূহে গমন করে, তাহারা অমৃত দেবগণেরই নিকট গমন করে;[৪] এবং তাহারা স্বয়ং অমৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সেই কারণে ঋষিগণ দেবযান মার্গে দেবলোকে গমন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

"আ দেবানামপি পন্থামগন্ম"[৫]

'আমরা দেবতাদিগেরই পথে গমনকারী হইব।'

১। ঋক্‌সং, ১০।১৮।১; বাজসং (মাধ্য), ৩৫।৭; কাথসং, ৩৫।৪।৬; অথসং, ১২।২।২১ ইত্যাদি।

২। বৃহউ, ৬।২।১৫-৬; ছান্দোগ্যউ, ৪।১৫।৫

৩। শতব্রা (মাধ্য), ২।১।৪।৯

৪। দেখ—"যো দেবযানঃ পন্থাস্তেন দেবান্ গচ্ছ"—(কাঠসং, ৫।৫।৩)

৫। ঋক্‌সং, ১০।২।৩; তৈত্তিসং, ১।১।১৪।৩; অথসং, ১৯।৫৯।৩; কাঠকসং, ২।১৫

"হে অগ্নি, দেবযান পথসমূহ সুগম কর।"[১] অর্থাৎ আমরা যাহাতে সহজে দেবযান পথসমূহে গমন করিতে পারি তাহা কর।

স্বর্গে গমন

দেবতাগণ স্বর্গে বাস করেন। সুতরাং যাহারা দেবযান পথসমূহ দ্বারা দেবগণের নিকটে গমন করে, তাহারা স্বর্গেই গমন করে। তাই 'অথর্ববেদে' উক্ত হইয়াছে যে,

"যজ্ঞকারিগণ যেই দেবযান পথসমূহ দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করে, সেই সকলেরই দ্বারা তুমি গমন কর।"[২]

"দেবযান পথসমূহ দ্বারা স্বর্গে গমন কর।"[৩] ইত্যাদি।[৪] 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা'য় আছে,—

"যজ্ঞ দ্যুলোকে আরোহণ করুক। যজ্ঞ দ্যুলোকে গমন করুক। দেবযান যে পন্থা তাহার দ্বারা যজ্ঞ দেবগণকে প্রাপ্ত হউক।"[৫]

"হে রাজা অর্যমা, তোমার যে বহু দেবযান পন্থাসমূহ দ্যু(লোক) পর্যন্ত গমন করে" ইত্যাদি।[৬]

সশরীরে স্বর্গে গমন

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে,

"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং তদ্‌যজ্ঞে যজমানঃ কুরুতে যেন জীবন্ সুবর্গং লোকমেতীতি। জীবগ্রহো বা এষ যদদাভ্যোঽনভিষুতস্য গৃহ্ণাতি জীবন্তমেবৈনং সুবর্গং লোকং গময়তি।"[৭]

'ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, "যজমান যজ্ঞে তাহা কি করে, যাহা দ্বারা সে জীবিত থাকিতেই স্বর্গলোকে গমন করে?" (তাঁহারা নিশ্চিত করেন যে) উহা

১। ঋক্‌সং, ১০।৫১।৫ ২। অথসং, ১৮।৪।২ ৩। অথসং, ২।৩৪।৫

৪। আরও দেখ—অথসং, ৯।৪।৩; ১১।১।৩৬-৭; ১২।২।৪১; ১৮।৪।৩-৪

৫। তৈত্তিসং, ১।৬।৩।২

৬। তৈত্তিসং, ২।৩।১৪।৪-৫, মৈত্রাসং, ৪।১২।৪; কাঠকসং, ১০।১৩

৭। তৈত্তিসং, ৬।৬।৯।২

জীবগ্রহই—যাহা অদাভ্য, যাহা অনভিষুতকে গ্রহণ করে এবং উহাকে জীবিত থাকিতেই স্বর্গলোকে গমন করায়।' এই বচন হইতে মনে হয়, বৈদিক ঋষিগণের কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতেন যে, সশরীরেও স্বর্গে গমন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। ইহা সেই প্রাচীন বিশ্বাসেরই—মৃত্যুগ্রস্ত না হইয়া বরাবর থাকা, মৃত্যুকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ; এই বিশ্বাসেরই পুনরুত্থান বলা যায়। তবে পার্থক্য আছে যে, ইহলোকে থাকিতে তাহা সম্ভব হইবে না, স্বর্গলোকে চলিয়া যাইতে হইবে।

উহা অমৃত ও অভয়

যাহারা স্বর্গে গমন করে, তাহারা অমৃত হয়। 'শুক্ল-যজুর্বেদে' আছে, জনৈক উপাসক ঘোষণা করিয়াছেন,—

"স্বর্দেবা অগন্মামৃত অভূম"[১]

'হে দেবগণ, আমরা স্বর্গে আসিয়াছি, অমৃত হইয়াছি।' 'শতপথব্রাহ্মণে'ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ঐ বচনের তাৎপর্য এই যে, ঐ উপাসক

"স্বর্হি গচ্ছত্যমৃতো হি ভবতি"[২]

'নিশ্চয় স্বর্গে গমন করে, নিশ্চয় অমৃত হয়।' ঐ মন্ত্রাংশ ঈষৎ পাঠান্তরে 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য়ও পাওয়া যায়,—

"সুবর্দেবাঃ অগন্মামৃতা অভূম"[৩]

'স্বর্গস্থদেবগণের নিকটে আসিয়াছি, অমৃত হইয়াছি।' 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'র মতে, "সুবর্দেবাং অগন্ম" বাক্যের অর্থ এই যে, "সুবর্গমেব লোকমেতি" ('সুবর্গলোকেই গমন করে')। "অমৃতমিব হি সুবর্গলোকঃ" (যেহেতু সুবর্গলোক অমৃততুল্য) সেই হেতু বলা হইয়াছে যে, "অমৃত হইয়াছি।"[৪] উহাতে কিঞ্চিৎ পরেও উক্ত হইয়াছে, "অমৃতং সুবর্গো লোকঃ।"[৫] পরে আছে, যে উপাসক সাবিত্র অগ্নিকে জানে, 'সে নিশ্চয় অমৃত হইয়াই স্বর্গলোকে গমন করে।'[৬]

১। বাজসং (মাধ্য), ৯।২১ ; ১৮।২৯ ; কাণ্বসং, ১০।৪।৩ ; ১৯।৪।৩

২। শতব্রা (মাধ্য), ৯।৩.৩।১৪ ; ৫।২।১।১২-১৪

৩। তৈত্তিসং, ১।৭।৯।২ ৪। তৈত্তিব্রা, ১।৩।৭।৫ ৫। তৈত্তিব্রা, ১।৩।৭।৭

৬। তৈত্তিব্রা, ৩।১০।১১।৫ (পরে দেখ)

'ঐতরেয়োপনিষদে' বামদেব ঋষি সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে যে,

"তিনি ঐ প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এই (বর্তমান) শরীর বিনষ্ট হইবার পর উৎক্রমণ করত ঐ স্বর্গলোকে সমস্ত কামনাসমূহ আপ্ত হইয়া অমৃত হইলেন।"[১]

"তিনি এই প্রজ্ঞ আত্মা দ্বারা এই লোক হইতে উৎক্রমণ করত ঐ স্বর্গলোকে সমস্ত কামনাসমূহ আপ্ত হইয়া অমৃত হইলেন।"[২]

'কঠোপনিষদে' আছে, নচিকেতা মৃত্যুকে বলেন,—

"স্বর্গলোকে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভয় নাই। তথায় তুমি নাই। (তথাকার নিবাসিগণ) জরা হইতে ভীত হয় না (অর্থাৎ তথায় জরা-ভয় নাই)। স্বর্গলোকে (নিবাসিগণ) ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়ই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, শোকাতীত হইয়া মুদিত হয়।"[৩]

স্বর্গলোকে মৃত্যু নাই বলাতে অনায়াসে বুঝা যায় যে, তথাকার নিবাসিগণ অমৃত। নচিকেতা পরের মন্ত্রে তাহা খুলিয়াই বলিয়াছেন,—

"স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে"[৪]

'স্বর্গলোকে নিবাসী লোকগণ অমৃতত্ব লাভ করে।'

বেদে স্বর্গকে 'নাক'ও বলা হয়। যথা—

"সুবর্গো বৈ লোকো নাকঃ"[৫]

"স্বর্গো বৈ লোকো নাকঃ"[৬]

ইত্যাদি।[৭] 'ক' অর্থ 'সুখ'। সুতরাং 'অক' (= ন ক) অর্থ 'অসুখ' বা 'দুঃখ'। যেখানে অক বা দুঃখ নাই, তাহা 'নাক'।[৮]

স্বর্গকে অভয়ও বলা হয়। 'বাজসনেয়সংহিতা'র এক মন্ত্রে যজ্ঞবিশেষের অবশিষ্ট হবিপানকে "অভয়সনি" (বা 'অভয়প্রদ') বলা হইয়াছে।[৯] 'শতপথ-ব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ঐ অভয় স্বর্গই।

১। ঐতউ, ৪।৬ ২। ঐতউ, ৫।৪

৩। কঠউ, ১।১।১২ ৪। কঠউ, ১।১।১৩

৫। তৈত্তিসং, ৫।৩,৭।১ ৬। শতব্রা (মাধ্য), ১০।২।২।২

৭। দেখ—"নাকং রোহতি স্বর্গমেব তল্লোকং রোহতি।"—(তাণ্ডা, ১৮।৭।১০)

৮। দেখ—তাণ্ডাব্রা, ২১।৮।২-৪; 'নিরুক্ত', ২।১৪

৯। বাজসং (মাধ্য), ১৯।৪৮; কাণ্বসং, ২১।৩।১৯; কাঠকসং, ৩৮।২; মৈত্রাসং, ৩।১১।১০

"স্বর্গো বৈ লোকোঽভয়ং স্বর্গ এব লোকেঽন্ততঃ প্রতিতিষ্ঠতি"[১]

'স্বর্গলোকই অভয়। অন্তে স্বর্গলোকে নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত হয়।'

যেহেতু স্বর্গে গেলে দুঃখ থাকে না, অমৃত ও অভয় লাভ হয়, সেই হেতু লোক তথায় যাইতে আকাঙ্ক্ষা করিত; এবং তজ্জন্য সাধনও করিত।

"সবিতাদেবের অনুজ্ঞায় বর্তমান আমরা যুক্তমনে স্বর্গ-প্রাপক কর্ম যথাশক্তি করিব।"[২]

পুরোহিত যজমানের জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"উত্তমং নাকমধিরোহয়েমম্"[৩]

'ইহাকে উত্তম নাকে অধিরোহণ করাও।'

দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক

পরলোকে দেবতার সঙ্গে তল্লোকে আগত উপাসকের নানা প্রকার সম্পর্কের কথা বেদে পাওয়া যায়। যথা, 'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে,

"সে (উপাসক) যদি বৈশ্বদেব দ্বারা যজন করে, তবে অগ্নিই হয় ('অগ্নিরেব তর্হি ভবতি'),—অগ্নিরই সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে। যদি বরুণ-প্রঘাসসমূহ দ্বারা যজন করে, তখন বরুণই হয়,—বরুণেরই সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে। যদি সাকমেধসমূহ দ্বারা যজন করে, তবে ইন্দ্রই হয়,—ইন্দ্রেরই সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে।"[৪]

পরে আছে, উপাসকগণ যজন-বিশেষ দ্বারা—

"বিষ্ণুদেবতা ভবন্তি বিষ্ণোঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়ন্তি।"[৫]

'বিষ্ণুদেবতা হয়;—বিষ্ণুর সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে।' অদিতি, আদিত্য, সোম, প্রজাপতি, প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রকার বচন আছে।[৬] দেবতা-ভবন এবং দেবতার সাযুজ্য, সলোকতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে ঠিক সেই প্রকার বচন 'গোপথ-ব্রাহ্মণে'ও আছে।[৭]

১। শতব্রা (মাধ্য), ১২।৮।১।২২

২। বাজসং (মাধ্য), ১১।২; কাণ্বসং, ১২।১।২; তৈত্তিসং, ৪।১।১।১ ('সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা' পাঠান্তরে); মৈত্রাসং, ২।৭।১ ('শক্ত্যৈ' পাঠান্তরে); কাঠকসং, ১৫।১১; শ্বেতউ, ২।২ (ঈষৎ পাঠান্তরে)

৩। অথসং, ১।৯।২, ৪; ৬।৬৩।৩; ৬।৮৪।৪

৪। শতব্রা (মাধ্য), ২।৬।৪।৮

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১২।১।৩।৪

৬। শতব্রা (মাধ্য), ১২।১।৩।১-২১

৭। গোপথব্রা, ১।৪।৮-১০

'শতপথব্রাহ্মণে'র অন্যান্য স্থলে দেবতা-ভবনের উল্লেখ নাই; পরন্তু অপরাপর সাধন দ্বারা "দেবতার সাযুজ্য, সলোকতা", জয়ের কথা আছে।[১] এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মের দ্বার ছয়টি—অগ্নি, বায়ু, আপ, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ এবং আদিত্য।"[২] উপাসক ভিন্ন ভিন্ন হবি দ্বারা যজন করত ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মদ্বার দ্বারা গমন করে; পরন্তু যে কোন দ্বার দ্বারা গমন করুক না কেন, "ব্রহ্মের সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে।"[৩]

দেবতার "সাযুজ্য, সলোকতা" প্রাপ্তির কথা অপর কোন কোন ব্রাহ্মণেও আছে।[৪] কোথাও কোথাও তৎসঙ্গে সঙ্গে সরূপতা প্রাপ্তিরও উল্লেখ আছে।

"অগ্নিরই সাযুজ্য, সরূপতা, সলোকতা প্রাপ্ত হয়।"[৫]

আর কোথাও কোথাও সার্ষ্টিতা প্রাপ্তির উল্লেখ আছে।

"ব্রহ্মের সলোকতা, সার্ষ্টিতা, সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।"[৬]

"এই সকল দেবগণেরই সাযুজ্য, সার্ষ্টিতা, সমানলোকতা প্রাপ্ত হয়।"[৭]

কোথাও কোথাও দেবতার কেবল সাযুজ্য প্রাপ্তিরই উল্লেখ আছে।[৮]

মানুষ যে সাধন-বলে পর কালে ইন্দ্র হইতে পারে, তাহা 'ঐতরেয়ারণ্যকে'ও আছে।

"সেই এই (প্রাণস্বরূপ উক্ত অক্ষর গণনায়) বৃহতীসহস্রসম্পন্ন। উহা (প্রাণদেবতা) যশ, উহা ইন্দ্র, উহা ভূতাধিপতি। যে লোক এবংবিধ ভূতাধিপতি ইন্দ্রের উপাসনা করে ('বেদ'), সে (বাঁচিয়া থাকিতেই মনুষ্যত্বাদি অভিমান) সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করত প্রকৃষ্টরূপে গমন করে; পরলোকে ইন্দ্র হইয়া এই সমস্ত লোকে বিরাজিত থাকে ('প্রেত্যেন্দ্রো ভূত্বৈষু লোকেষু রাজতি')। ঐতরেয় মহীদাস তাহা বলিয়াছেন।"[৯]

১। দেখ—শতব্রা (মাধ্য), ৫।২।২।১৪; ১১।৬।২।২; ১৩।৪।৩।১৫; ইত্যাদি।

২। শতব্রা (মাধ্য), ১১।৪।৪।১

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১১।৪।৪।২-৭

৪। যথা দেখ—শাখ্যাব্রা, ৭।১; ৮।৩; ১৮।৩; তৈত্তিব্রা, ১।৫।১০।৪-৭; ৩।১০।১১।৬-৭

৫। ঐতব্রা, ৬।৩২; অপরাপর দেবতা সম্বন্ধে সেই প্রকার উক্তির জন্য দেখ—ঐতব্রা, ১।৬; ২।২৪; ৩।৪১, ৪৪; ইত্যাদি।

৬। তাণ্ডাব্রা, ১৫।১৮।৬

৭। তৈত্তিব্রা, ৩।৯।২০।৩; ৩।১২।৫।১২; ৩।১২।৯।৮

৮। "অথো এতেষামেব দেবতানাং সাযুজ্যং গচ্ছতি।"

—(তৈত্তিসং, ৫।৭।৫।৭)

আরও দেখ—তৈত্তিব্রা, ১।৪।১০।৪-৯; ২।৩।৭২

৯। ঐতআ, ২।৩।৭

সলোকতা বা সমানলোকতা এবং সরূপতা সংজ্ঞা স্পষ্টার্থক। দেবতার সঙ্গে একই লোকে অবস্থিতি তাঁহার 'সলোকতা' বা 'সমানলোকতা'; আর তাঁহার রূপের মত রূপ হওয়া 'সরূপতা'। 'সার্ষ্টি' সংজ্ঞা 'সৃষ্টি' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং উহার অর্থ 'স্রষ্টৃত্ব', 'সমান ক্ষমতা, ঐশ্বর্য বা অধিকার'। 'সাযুজ্য' সংজ্ঞার অর্থ সম্বন্ধে বেদোত্তর শাস্ত্রে, তথা তৎপরবর্তী আচার্যদিগের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, উহা দেবতার সহিত অভেদ সূচনা করে, আর কোন কোন মতে উহাতেও দেবতা হইতে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকে।

দেবত্বভবনের দৃষ্টান্ত

মানুষ যে সাধন-বলে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, বেদে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ঋভু, বিভ্‌বা ও বাজ,—যাঁহারা সাধারণত 'ঋভুগণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন,[১] তাঁহারা আঙ্গিরস সুধন্বনের পুত্র।[২] সেই হেতু "সৌধন্বনগণ" বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া থাকেন।[৩] সাধন বিশেষ দ্বারা "দেবত্বমৃভবঃ সমানশ" ('ঋভুগণ দেবত্ব সম্যক্ লাভ করেন')।[৪]

"যে তোমরা সুকৃত্য দ্বারা দেবগণ হইয়াছ, শ্যেনেরই ন্যায় (বেগে) উপরে গিয়া দ্যুলোকে স্থিত হইয়াছ, এবং অমৃত হইয়াছ, সেই তোমরা, হে বলের পুত্র সৌধন্বনগণ, (আমাদিগকে) রত্ন প্রদান কর।"[৫]

তাঁহাদিগকে কখন কখন "দেবাঃ" ('হে দেবগণ') বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।[৬] দেবতারূপে তাঁহারা ইন্দ্রাদি অপর দেবগণের ন্যায় যজ্ঞ-ভাগও লাভ করিতে থাকেন। "সৌধন্বনা যজ্ঞিয়ং ভাগমানশ" (সৌধন্বনগণ যজ্ঞিয় ভাগ প্রাপ্ত হন')।[৭] 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, অপর দেবগণ উঁহাদিগকে প্রথম প্রথম "মনুষ্যগন্ধ হেতু" (অর্থাৎ 'ইহারা মনুষ্য, সুতরাং আমাদের পংক্তির যোগ্য নহে', এই মনে করিয়া) বীভৎসা করিতেন এবং

১। দেখ—ঋক্‌সং, ৪।৩৩।৩ ; ৩৪।১
২। 'নিরুক্ত', ১১।১৬
৩। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।১৬১।২, ৭, ৮
৪। ঋক্‌সং, ৩।৬০।২
৫। ঋক্‌সং, ৪।৩৫।৮
৬। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।১১০।৭ ; ৪।৩৪।১১
৭। ঋক্‌সং, ৩।৬০।১ ; ১।১৬১।৬ ; ঐতব্রা, ৩।৩০ ; অগ্নি উঁহাদিগকে বলেন, "যদি এই প্রকার কর, তবে দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগার্হ হইবে।" (ঋক্‌সং, ১।১৬১।২)

উঁহাদের হইতে দূরে থাকিতেন। তখন ঋভুগণ "যেভ্যো মাতা মধুমৎ" ইত্যাদি[১] এবং "এবা পিত্রে বিশ্বদেবায়" ইত্যাদি[২] এই দুই মন্ত্র মনে মনে ধ্যান করেন। তাহাতে অপর দেবতাগণের মনোভাব পরিবর্তিত হয় এবং তাঁহাদের ও ঋভুগণের মধ্যে ঐ ব্যবধান দূরীভূত হয়।[৩] 'ঋগ্বেদে'র একাধিক সূক্তে ঋভুগণকে দেবতা রূপে সংস্তুতি করা হইয়াছে।[৪] ঋষি মেধাতিথি কাণ্ব বলিয়াছেন,—

"এই রত্নধাতম স্তোম বিপ্রগণ কর্তৃক স্বমুখে দেবজন্মগণকে ('দেবায় জন্মনে' অর্থাৎ যাঁহারা দেবতা হইয়াছেন, সেই ঋভুগণকে) কৃত হইয়াছে।"[৫]

দেবতা-ভবন অমৃত

দেবতাগণ অমৃত বলিয়া বেদে প্রসিদ্ধি আছে।[৬] দেবতাগণ "অমৃত-বন্ধবঃ"।[৭] সুতরাং দেবতা হইলে মনুষ্য নিশ্চয় অমৃত হইবে। কাণ্ব সৌভরি ঋষি বলিয়াছেন,

"যদগ্নে মর্ত্যস্ত্বং স্যামহং মিত্রমহো অমর্ত্যঃ।"[৮]

'হে মিত্রমহ (অর্থাৎ অনুকূলদীপ্তিমান্) অগ্নি, মর্ত্য আমি যখন তুমি হইব, তখন অমৃত হইব।[৯]

দেব-ভবন যে অমৃত, তাহা ঋভুগণের দৃষ্টান্ত হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। উঁহাদের সম্বন্ধে বেদে যেমন কখন কখন বলা হইয়াছে যে, উঁহারা 'দেবত্ব' লাভ করেন, তেমন কখন কখন বলা হইয়াছে যে, উঁহারা 'অমৃতত্ব' লাভ করেন।

১। ঋক্‌সং, ১০।৬৩।৩ ২। ঋক্‌সং, ৪।৫০।৬ ৩। ঐতব্রা, ৩।৩০

৪। যথা—ঋক্‌সং, ১।২০, ১১০-১, ১৬১ ; ৩।৬০ ; ইত্যাদি ৫। ঋক্‌সং, ১।২০।১

৬। যথা দেখ—
ঋক্‌সং, ৬।২১।১০ ; ৮।১৯।১৪ ৮।২৩।১১ ; ইত্যাদি, অথসং, ৭।৫।৩ ; ৭।৭৭।৩ ; ইত্যাদি

৭। ঋক্‌সং, ১০।৭২'৫ ৮। ঋক্‌সং, ৮।১৯।২৫

৯। সৌভরি ঋষি আরও বলিয়াছেন,—
"হে রাজা এবং চর্ষণীসহ বরুণ, মিত্র এবং অর্যমা, তোমরা মানুষের প্রতি (লক্ষ করিয়া) কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হও। তাহাতে আমরা তোমাদের ঋতের রথা (বা চালক) হইব।"
—(ঋক্‌সং, ৮।১৯।৩৫)

বরুণাদি ঋতের চালক। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন উঁহারা সেই কার্য তাঁহার উপর প্রদান করিয়া সরিয়া পড়েন।

"সৌধন্বন ঋভুগণ মর্ত্য হইয়াও অমৃতত্ব লাভ করেন।"[১]

"সৌধন্বনগণ অমৃত হন।"[২]

"তখন সবিতা তোমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান করেন।"[৩]

ইত্যাদি।[৪]

যেহেতু দেবতা হইলে অমৃত হয়, সেই হেতু মনুষ্য দেবতা হইতে চাহিত।

"হে ব্রতপতি অগ্নি, আমি ব্রত আচরণ করিব। (তোমার প্রসাদে) আমি তাহাতে সমর্থ হইব। আমার তাহা (=ব্রতাচরণ) সিদ্ধ কর। এই আমি অনৃত হইতে সত্যে উপনীত হইব।"[৫]

'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে, এই মন্ত্রে মনুষ্য হইতে দেবতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। কেননা, "সত্যমেব দেবা অনৃতং মনুষ্যাঃ" ('দেবগণই সত্য, মনুষ্যগণ অনৃত')।[৬]

দেব-সাযুজ্যাদি ও অমৃত

দেব-সাযুজ্যাদিও অমৃত। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে,—

"তিনি উঁহাদিগের (দেবতাদিগের) সলোকতা ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হন এবং পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করেন।"[৭]

'শতপথব্রাহ্মণে' তাহা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। কেননা, উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ আদিত্যের উপরে থাকেন; আর যাহা কিছু আদিত্যের উপরে তৎসমস্তই অমৃত।

"ঐ উনি নিশ্চয় মৃত্যু, ঐ যিনি তাপ দিতেছেন। যেহেতু উনি নিশ্চয় মৃত্যু, সেই হেতু যাহারা উহা হইতে অর্বাচ্য প্রজা, তাহারা মরে। আর যাঁহারা পরাচ্য, তাঁহারা দেবতা; সেই হেতু তাঁহারা অমৃত।"[৮]

"যাহা কিছু আদিত্য হইতে অর্বাচীন তৎসমস্তই মৃত্যু দ্বারা আপ্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এই অর্বাচীনকে চয়ন করে, সে মৃত্যু দ্বারা আপ্ত হয়; সে মৃত্যুরই জন্য চয়ন করে; সে আত্মাকে অপিধান করে। আর যে উঁহার

১। ঋক্‌সং, ১।১১০।৪ ২। ঋক্‌সং, ৪।৩৫।৮ ৩। ঋক্‌সং, ১।১১০।৩

৪। দেখ—ঋক্‌সং, ৩।৬০।৩; ৪।৩৩।৪; ৪।৩৬।৪; ৬।৭।৪; ইত্যাদি

৫। বাজসং (মাধ্য), ১।৫; কাণ্বসং, ১।৩।১ ৬। শতব্রা (মাধ্য), ১।১।১।৪

৭। তৈত্তিব্রা, ৩।১০।১০।৪ ৮। শতব্রা (মাধ্য), ২।৩।৩।৭

ঊর্দ্ধকে চয়ন করে, সে পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে। 'বিদ্যয়া হ বা তদ্বৈষোঽত ঊর্দ্ধং চিতো ভবতি' (বিদ্যারই দ্বারা ঐ উহা হইতে ঊর্দ্ধ তাহার চিত হয়।"[১]

সেই কথা 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে, লোকসমূহ বহু। উহাদের কতকগুলি আদিত্যের নীচে, আর কতকগুলি উপরে। যে ব্যক্তি আদিত্যের অর্বাক্ কোন লোককে প্রাপ্ত হয়, সে অন্তবান্ ও ক্ষয্য লোককে প্রাপ্ত হয়; আর যে ব্যক্তি আদিত্যের পরের কোন লোককে প্রাপ্ত হয়, সে অনন্ত, অপার এবং অক্ষয্য লোককে প্রাপ্ত হয়।[২]

'শাঙ্খায়নব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে—

"দেবগণ মৃত্যুকে,—পাপকে অপহনন করিতে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মের সলোকতা, সাযুজ্য (লাভ করিতে) ইচ্ছুক হইয়া এই অভিপ্লব ষড়হকে দর্শন করেন। তাঁহারা এই অভিপ্লব দ্বারা অভিপ্লুত করিয়া মৃত্যুকে,—পাপকে অপহত করত ব্রহ্মের সলোকতা সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। সেই হইতেই এই যজমানগণ এই অভিপ্লব দ্বারা অভিপ্লুত করত মৃত্যুকে,—পাপকে অপহত করত ব্রহ্মের সলোকতা, সাযুজ্য লাভ করে।" সুতরাং ব্রহ্মের সলোকতা, সাযুজ্য লাভ হইলে মৃত্যু অপহত হয়, অমৃত লাভ হয়।

'শুক্ল-যজুর্বেদে' আছে,—

"স্বর্দেবা অগন্মামৃতা অভূম।"[৩]

'আমরা দেবতা হইয়া স্বর্গে আসিয়া অমৃত হইয়াছি।' 'শতপথব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে উহার তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা যজন করে, সে নিশ্চয় স্বর্লোকে গমন করে, নিশ্চয় দেবলোক জয় করে।[৪] সুতরাং যাহারা দেবলোক জয় করে, তাহারা অমৃত হয়।

আদিত্য-ভবন, আদিত্য-সাযুজ্যাদি

কথিত হইয়াছে যে, যাহারা আদিত্যের নীচে থাকে, তাহারা মৃত্যু দ্বারা আপ্ত থাকে,—তাহারা মরে; আর যাহারা আদিত্যের ঊর্দ্ধে গমন করে,

---

১। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।১।৪ ২। তৈত্তিব্রা, ৩।১১।৭।৪ ৩। শাঙ্খাব্রা, ২১।১

৪। বাজসং (মাধ্য), ৯।২১; ১৮।২৯; কাণ্বসং, ১০।৪।৩; ১৯।৪।৩

৫। শতব্রা (মাধ্য), ৫।২।১।১২, ১৪

তাহারা পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে,—অমৃত হয়। তখন প্রশ্ন হয়, যাহারা আদিত্যে থাকে, তাহাদের অবস্থা কি হয়? তাহারা কি মর্ত্য থাকে, না অমৃত হয়। উপাসক যে সাধন-বিশেষের ফলে আদিত্য হয়, আদিত্যের সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

"যাহারা প্রবর্গ্য দ্বারা যজন করে, (তাহারা) আদিত্য-দেবতাকেই যজন করে ; আদিত্য দেবতা হয়,—আদিত্যের সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে।"[১]

'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' এই বিষয়ে একটা আখ্যায়িকা বিবৃত আছে।[২] কথিত হইয়াছে যে,—

ভরদ্বাজ ঋষি তিন আয়ু-কাল ধরিয়া[৩] ব্রহ্মচর্য বাস করেন। তৃতীয় কালের শেষে যখন তিনি জীর্ণ এবং স্থবির হইয়া শয়ান ছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি তাঁহাকে "চতুর্থ আয়ু" দেওয়া যায়, তবে তিনি কি করিবেন। ভরদ্বাজ উত্তর করেন যে, তখনও তিনি ব্রহ্মচর্য আচরণ করিবেন। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রায় অবিজ্ঞাত ("অবিজ্ঞাতবানিব") তিনটি গিরিরূপ দেখাইলেন। অনন্তর উহাদের এক একটি হইতে এক এক মুষ্টি গ্রহণ করত ইন্দ্র ভরদ্বাজকে বলেন,—

"এই সমস্ত বেদই। বেদসমূহ নিশ্চয়ই অনন্ত। তুমি এই তিন আয়ু-কাল ধরিয়া[৩] যাহা পড়িয়াছ, তাহা এই সকলই। এই সকল হইতে ভিন্ন (একটা তত্ত্ব আছে, যাহা তোমার) অবিজ্ঞাত রহিয়াছে। আস, ইহাকে জান। ইহা নিশ্চয়ই সর্ববিদ্যা। এই বলিয়া তিনি উঁহাকে (ভরদ্বাজকে) এই সাবিত্র অগ্নি বলেন। তাহা জানিয়া উনি অমৃত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, আদিত্যের সাযুজ্য লাভ করেন। (কেননা,) যে উহা জানে, সে নিশ্চয়ই অমৃত হইয়াই স্বর্গলোকে গমন করে, আদিত্যের সাযুজ্য লাভ করে। উহা ত্রয়ীবিদ্যাই। যে উহা জানে, সে তাবৎলোক জয় করে, যাবৎলোক ত্রয়ীবিদ্যা দ্বারা জয় করা যায়।"

১। শতব্রা (মাধ্য), ১২।১।৩।৫ ; গোপথব্রা, ১।৪

২। তৈত্তিব্রা, ৩।১০।১১।৩-৬

৩। মূলে আছে, "ত্রিভিরায়ুর্ভিঃ"। তাহার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে ভরদ্বাজের আয়ু শেষ হইয়া আসিলে ইন্দ্র তাঁহাকে পুনঃ পূর্ব আয়ু প্রদান করেন। এইরূপে ভরদ্বাজ দুইবার পূর্ণ আয়ু পুনঃ প্রাপ্ত হন। প্রতি আয়ু-কাল তিনি ব্রহ্মচারিরূপে বেদ অধ্যয়নে যাপন করেন। সুতরাং তিনি সর্বসমেত তিন আয়ু-কাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য বাস করেন।

এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য এই,—

(১) প্রথমতঃ, বেদের পরিমাণ পর্বতবৎ বৃহৎ। "বেদসমূহ নিশ্চয়ই অনন্ত।" ভরদ্বাজ ঋষি মানুষের সাধারণ আয়ুর তিন গুণ কাল ধরিয়া উহাদের অধ্যয়ন করেন। তথাপি তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহা বেদের মুষ্টিমাত্রই, অর্থাৎ সামান্য অংশমাত্রই। সুতরাং সমগ্র বেদ তাঁহার নিকট তখনও "অবিজ্ঞাতের ন্যায়" অর্থাৎ প্রায় অবিজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। সেই হেতু বেদের গূঢ় পরমরহস্য তত্ত্ব, যাহা বেদের বাহ্য আকারাদি ও মন্ত্রাদি হইতে ভিন্ন, তাহা যে তখনও তাঁহার অবিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে, উহাতে আর আশ্চর্য কি? সম্পূর্ণ গ্রন্থের অধ্যয়ন শেষ করিবার পূর্বে, কেহ উহাতে নিহিত তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। বেদ অতীব বৃহৎ বলিয়া উহা সম্পূর্ণত পাঠ করাও সহজ নহে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, যাহারা বেদ পাঠ করিতে এবং উহার পরমতত্ত্ব অবগত হইতে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ করে, ভগবান্ স্বয়ং দয়া করিয়া তাহাদিগকে পাঠ শেষ করিবার পূর্বেও, সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ প্রদান করেন। ভগবান্ ভরদ্বাজ ঋষিকে প্রথমে দুইবার পূর্ণ আয়ু প্রদান করেন। তিনি সমস্ত কাল বেদের স্বাধ্যায়ে যাপন করেন। তথাপি তিনি উহার পাঠ শেষ করিতে পারেন নাই। পরন্তু তাহাতেও তাঁহার ধৈর্য-চ্যুতি হয় নাই, স্বাধ্যায়ে আগ্রহ এবং উৎসাহ কমে নাই। তাহা দেখিয়া ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং বেদের পরমতত্ত্ববিদ্যার উপদেশ করেন।

(৩) বেদ-বিদ্যার পরম ফল আদিত্য-সাযুজ্য-লাভ।

প্রস্কন্ন কাণ্ব ঋষি বলেন—

"উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥"[১]

এই মন্ত্র যথাযথ কিংবা সামান্য কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে বেদের বহুত্র পাওয়া যায়।[২]

১। ঋক্সং, ১।৫০।২০

২। তৈত্তিসং, ৪।১।৭।৪ ; ৫।১।৮।৬ ("পশ্যন্তো জ্যোতিঃ") ; বাজসং (মাধ্য), ২০।২১ ; ২৭।১০ ; ৩৫।১৪ : ৩৮।২৪ ("স্বঃ পশ্যন্তঃ") কাণ্বসং, ২২।১৬ ; ২৯।১।১০ ; ৩৫।৪।১৩ ; ৩৮।৫।৭ ("স্বঃ পশ্যন্তঃ") ; মৈত্রাসং, ২।১২।৫ ; ৪।৯।২৭ ("পশ্যন্তা") কাঠকসং, ১৮।১৬ ; ৩৮।৬৪ ; অথসং, ৭।৫৫।৭ (দ্বিতীয় চরণ "রোহন্ত নাকমুত্তমম্") ; কপিসং, ২৯।৪ ; তৈত্তব্রা, ২।৪।৪।৯ ; ৩।১১।১২ ; শতব্রা (মাধ্য), ১২।৯।২।৮ ("স্বঃ পশ্যন্তঃ") ; তৈত্তিআ, ৬।৩।৩ ("পশ্যন্তো জ্যোতিরুত্তরম্")

তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, ইহাতে নিবদ্ধ মত বহুল প্রচারিত ছিল। 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা'র ও 'কাঠকসংহিতা'র এক স্থলে[১] এবং 'শতপথব্রাহ্মণে'র দুই স্থলে[২] উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা আছে। উহার অন্বয়ার্থ এই,—

"উত্তর জ্যোতি দর্শন করত আমি তম হইতে উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের দেবতা উত্তম জ্যোতি সূর্যকে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

'উত্তম জ্যোতি সূর্যকে প্রাপ্তি'র অর্থ, 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র মতে, 'আদিত্যের সাযুজ্য প্রাপ্তি', আর 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে 'স্বর্গলোক প্রাপ্তি' বা 'আদিত্য-জ্যোতি প্রাপ্তি'।[৩] 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৩।১৭।৭) উহার যে পাঠান্তর পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাহাতে প্রকৃতপক্ষে অন্যত্র প্রাপ্ত পাঠান্তরের সমাহার করা হইয়াছে।

"উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি।"

শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা মতে উহার অর্থ এই,—'অজ্ঞানাতীত উৎকৃষ্টতর জ্যোতি দর্শন করত এবং নিজ (হৃদয়স্থ) উৎকৃষ্টতম (জ্যোতি) দর্শন করত (অর্থাৎ উভয়ের একত্ব উপলব্ধি করত) আমরা প্রকাশমান, সর্বদেবানুগত এবং সূর্য (বা সর্বজগৎপ্রেরক) উৎকৃষ্ট জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছি।'

বৎস কাণ্ব ঋষি বলিয়াছেন,—

"অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ।
অহং সূর্য ইবাজনি।"[৪]

'আমি নিশ্চয়ই অমৃত পিতার মেধা পরিগ্রহণ করিয়া। তাহাতে আমি সূর্যের

১। তৈত্তিসং, ৫।১।৮।৬ ; কাঠকসং, ২২।১
২। শতব্রা (মাধ্য), ১২।৯।২.৮ ; ১৩।৮।৪।৭
৩। "অসৌ হ আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমমাদিত্যস্যৈব সাযুজ্যং গচ্ছতি।"
—(তৈত্তিস', ৫।১।৮।৬)
"অসৌ বা আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমমমুষ্যৈবাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি।"
—(কাঠকসং, ২২।১)
"স্বর্গো বৈ লোকঃ সূর্যো জ্যোতিরুত্তমং স্বর্গ এব লোকেঽন্ততঃ প্রতিতিষ্ঠতি।"
—(শতব্রা (মাধ্য), ১২।৯।২।৮)
"আদিত্যং জ্যোতিরভ্যায়ন্তি তেভ্য আগতেভ্য আত্মনাত্মানে প্রযচ্ছন্তোষ হ মানুষোঽন্ধকারস্তেনৈব তং মৃত্যুমন্তর্দধতে।" —(শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৮।৪।৭)
৪। ঋক্‌সং, ৮।৬।১০ ; অথসং, ২০।১১৫।১ ; সামসং, পূ. ২।৬।৮ ; উ, ৭।১।৫

হ্যায় হইয়াছি।' ইহা আদিত্য-ভবন বলিয়া বোধ হয়। 'অথর্ববেদে'র একটা মন্ত্রে আছে,—

"অগন্ম স্বঃ স্বরগন্ম সংদৃশস্য জ্যোতিষাংগন্ম ॥"[১]

'প্রাপ্ত হইয়াছি স্বঃকে ; স্বঃকে প্রাপ্ত হইয়াছি ; স্বর্গের জ্যোতির সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি।' ইহা যে আদিত্য-ভবন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, উপাসক "অমৃতো হৈব ভূত্বা স্বর্গং লোকমেতি আদিত্যস্য সাযুজ্যম্ ('নিশ্চয়ই অমৃত হইয়াই স্বর্গলোকে গমন করে, আদিত্যের সাযুজ্য লাভ করে')। সুতরাং উহার মতে আদিত্য-সাযুজ্য অমৃতই। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' আছে,

"যে এই প্রকার (অর্থাৎ প্রাণদেবতা নিশ্চয়ই অমৃত বলিয়া) জানে, সে অমৃত হইয়া ঐ লোকে সম্ভূত হয়। অমৃত হইয়া সে সর্বভূতগণ দ্বারা দৃশ্যমান হয়।"[২]

ইহা প্রায় নিশ্চিত মনে হয় যে, এই শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, ঐ উপাসক আদিত্য হয়, কিংবা আদিত্যলোকে সম্ভূত হয়, এবং আদিত্যরূপেই কিংবা আদিত্যান্তর্গত বলিয়া, সর্বভূত কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়। তাহাকে অমৃত হইয়াছে বলাতে বুঝা যায় যে, 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র মতে আদিত্য-ভবন, আদিত্যের সাযুজ্য, সলোকতা, অমৃতই।

'শতপথব্রাহ্মণে' আদিত্যকে মৃত্যু বলা হইয়া থাকিলেও, তদন্তর্গত পুরুষকে অমৃত বলা হইয়াছে।[৩] একটা শ্লোকেও তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে,—

"অন্তরং মৃত্যোরমৃতমিত্যবরং হ্যেতন্মৃত্যাবমৃতং মৃত্যাবমৃতমাহিতম্"[৪]

'মৃত্যুর অভ্যন্তরে অমৃত আছে। ঐ অমৃত মৃত্যু হইতে নিশ্চয় অত্যন্তশ্রেষ্ঠ। মৃত্যুতে অমৃত আহিত আছে।' সুতরাং যে উপাসক ঐ আদিত্য-পুরুষ হয়, কিংবা উহার সাযুজ্য সলোকতা জয় করে, সে নিশ্চয়ই অমৃত হয়।[৫]

'শুক্ল-যজুর্বেদে'র একটা মন্ত্রে সত্রের ঋদ্ধি এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে,—

"অগন্ম জ্যোতিরমৃতা অভূম। দিবং পৃথিব্যা অধ্যারুহামাবিদাম দেবান্ স্বর্জ্যোতিঃ।"[৬]

১। অথসং, ১৬।৯।৩ ২। ঐতআ, ২।১।৮
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।১-৩ ৪। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।৪
৫। আরও দেখ—শতব্রা, ১১।২।২।৫ ৬। বাজসং (মাধ্য), ৮।৫২ ; কাণ্বসং, ৯।৬।৪

'জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অমৃত হইয়াছি। পৃথিবী হইতে দ্যুলোকে অধ্যারোহণ করিয়াছি। দেবগণকে লাভ করিয়াছি। স্বঃ বা জ্যোতি (হইয়াছি)।' 'শতপথব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, এই বচনের প্রথম ভাগের অর্থ "জ্যোতির্বা এতে ভবন্ত্যমৃতা ভবন্তি" ('তাহারা জ্যোতি হয়, অমৃত হয়'); এবং অন্তিম ভাগ 'স্বর্জ্যোতিঃ'র অর্থ "স্বর্হৈতে জ্যোতির্হৈতে ভবন্তি (তদ্ যদেবৈতস্য সাম্নো রূপং তদেবৈতে ভবন্তি যে সত্রমাসতে" ('তাহারা নিশ্চয় স্বঃ, নিশ্চয় জ্যোতিঃ হয়। যাহারা সত্র অনুষ্ঠান করে, তাহারা নিশ্চয় উহা হয়, যাহা এই সামের রূপ')।[১]

বিষ্ণু-ভবন, বিষ্ণু-সাযুজ্যাদি

পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উপাসকগণ যজন-বিশেষ দ্বারা "বিষ্ণু দেবতা হয়;—বিষ্ণুর সাযুজ্য, সলোকতা জয় করে।" ঋষি দীর্ঘতমাকৃত বিষ্ণুস্তুতিতে আছে,

"তাঁহার সেই প্রিয় পাথে (=অন্তরিক্ষে) গমন করিব, যেখানে সেই দেবকে পাইতে ইচ্ছুক মনুষ্যগণ আনন্দ উপভোগ করেন। উরুক্রম বিষ্ণুর পরম পদে মধুর উৎস (বর্তমান)। এই প্রকারে তিনি নিশ্চয় (সকলের) বন্ধু।"[২]

"তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥"[৩]

'(হে যজমান ও যজমান-পত্নী,) তোমাদের গমনের জন্য সেই বাস্তসমূহ আমি কামনা করিতেছি, যেখানে গন্তাগণ বহুদীপ্তিশালী এবং অনপায়

১। শতব্রা (মাধ্য), ৪।৩।৯।১২

২। ঋক্‌সং, ১।১৫৪।৫; তৈত্তিব্রা, ২।৪।৬।২, ৮।৩।২; মৈত্রাসং, ৪।১২।১

ইহার পূর্বে দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুর উরু তিন পদে, উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, বিশ্বভুবনসমূহ অবস্থিত আছে (ঋক্‌সং, ১।১৫৪।২)। তাঁহার ঐ তিন পদ মধু দ্বারা পূর্ণ এবং অক্ষীয়মাণ; উহারা আশ্রিত জনগণকে স্বধা দ্বারা মুদিত করে। (ঐ, ১।১৫৪।৪)

৩। ঋক্‌সং, ১।১৫৪।৬; কাঠকসং, ১২।১৪ (গাবো যত্র ও 'বৃষ্ণঃ' স্থলে 'বিষ্ণোঃ' পাঠান্তরে); তৈত্তিসং, ১।৩।৬।১ ('তে তে ধামানি', 'গাবো যত্র', 'বিষ্ণোঃ' ও 'ভূরেঃ', পাঠান্তরে); মৈত্রাসং, ১।২।১৪ ('তা তে ধামানি', 'গাবো যত্র, 'বিষ্ণোঃ' পাঠান্তরে); বাজসং (মাধ্য), ৬।৩ ('যা তে ধামানি' ও 'বিষ্ণোঃ' পাঠান্তরে); কাণ্বসং, ৬।১।৩ (বাজসং এর পাঠ); শতব্রা (মাধ্য), ৩।৭।১।১৫।

(বা অপগমনরহিত) হয়। ঐখানে বহু গীয়মান এবং (কামসমূহের) বর্ষক বিষ্ণুর সেই পরম পদ বহু অবভাত হইতেছে।'[১]

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় আছে,

"বিষ্ণুমুখ দেবগণ ছন্দঃসমূহ দ্বারা, অন্য উপায়ে অজেয়, এই লোকসমূহ অভিজয় করেন ; এবং বিষ্ণুই হইয়া বিষ্ণুক্রমসমূহ ক্রমণ করেন। সেই প্রকারে যজমানও ছন্দঃসমূহ দ্বারা, অন্য উপায়ে অজেয়, এই লোকসমূহ অভিজয় করে, এবং (বিষ্ণু হইয়া) এই বিষ্ণুর ক্রম অভিমাপ করে।"[২]

'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'ও আছে, যজমান

"বিষ্ণুই হইয়া বিষ্ণুক্রমসমূহ ক্রমণ করে ; এই লোকসমূহ অভিজয় করে।"[৩]

নাকের পৃষ্ঠ, দ্যৌর পৃষ্ঠ

বেদে আদিত্যকে 'নাক'ও বলা হয়।[৪] আচার্য যাস্কও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।[৫] সুতরাং আদিত্যের উপরিদেশ বা পৃষ্ঠ 'নাকের পৃষ্ঠ'। অতএব দেবতাগণ নাকের পৃষ্ঠে থাকেন।

"যে (দেবতাদিগকে) প্রীত করে, সে নাকের পৃষ্ঠে আশ্রিত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকে, সে দেবগণের মধ্যে গমন করে।"[৬]

উহাকে 'নাক'ও বলা হয়। কেননা, ঐখানে 'অক' বা দুঃখ নাই। সূর্যের অপর এক নাম 'দ্যৌ'।[৭] তাই 'নাকের পৃষ্ঠ'কে বা 'নাক'কে 'দ্যৌর পৃষ্ঠ'ও বলা হয়।

"নাকে আরোহণ করিল দ্যৌর পৃষ্ঠে।"[৮]

১। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'দির পাঠান্তরে এই মন্ত্র স্তোতার স্বোক্তি হয়—"তোমার সেই ধামসমূহে গমন করিতে আমি কামনা করিতেছি" ইত্যাদি। যাস্কের ব্যাখ্যা ঈষৎ ভিন্ন। (দেখ 'নিরুক্ত', ২।৭) আমরা 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র সায়ন-কৃত ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি।

২। তৈত্তিসং, ১।৭।৫।৪ ৩। তৈত্তিব্রা, ১।৩।৫।৪

৪। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৩৪।৮ ; ৭।৮৬।১ ; ইত্যাদি

৫। 'নিরুক্ত', ২।১৪

৬। ঋক্‌সং, ১।১২৫।৫

৭। 'নিরুক্ত', ২।১৪

৮। ঋক্‌সং, ৩।২।১২

স্বর্গ

নাকের উপরিভাগকে স্বর্লোক বা স্বর্গলোকও বলা হয়।

"নাকের ঊর্দ্ধে,—যাহাকে (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) 'বিষ্টপ', 'স্বর্গলোক' বলেন, অধিরোহণ করিল।"[১]

"আমি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে অন্তরিক্ষে আরোহণ করিব। অন্তরিক্ষ হইতে দিবে (=দ্যুলোকে) আরোহণ করিব। দ্যুলোক হইতে, নাকের পৃষ্ঠ হইতে আমি স্বর্জ্যোতি প্রাপ্ত হইব।

"যে সুবিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বিশ্বতোধার যজ্ঞ বিস্তার করেন, তাঁহারা স্বর্গামী হন, (অপর কোথাও, বা কিছুরই) অপেক্ষা করেন না, দ্যা ও রোদসী (অর্থাৎ লোকত্রয়) (পূর্বোক্ত ক্রমে) আরোহণ করেন)।"[২]

"তে ত্বা সর্বে সংবিদানা নাকস্য পৃষ্ঠে স্বর্গে লোকে যজমানং সাদয়ন্তু।"[৩]

"সুকৃতের লোক"

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে উপাসক বিশেষ বিশেষ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গে গমন করত বিশেষ বিশেষ দেবতা হয়, কিংবা তাঁহার সাযুজ্যাদি লাভ করে। ঐ সকল অবশ্যই সুকর্ম বা পুণ্য-কর্ম। বেদে উক্ত হইয়াছে যে

"সৌধন্বনগণ সুকৃত হইয়া সুকৃত্য দ্বারা,—(প্রভৃত) কর্মসমূহ দ্বারা ব্যাপিয়া অমৃতত্ব (বা দেবত্ব) লাভ করেন।"[৪]

তাহাতে বলা হয় যে সুকৃতগণ বা পুণ্যকৃদ্‌গণই নাকের পৃষ্ঠে, দ্যুলোকে, বা স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।[৫] তাই উহাকে 'সুকৃতের লোক'ও বলা হয়।

"যাহা দ্বারা দেবতাগণ অমৃতের নাভি (অর্থাৎ 'মোক্ষদ্বারভূত') শরীরকে পরিত্যাগ করত স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন, যশোভিলাষী আমরা তাহার দ্বারা,—সূর্যের ব্রত এবং তপস্যা দ্বারা, সুকৃতের লোকে গমন করিব।"[৬]

"তাহার দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করত সুকৃতের লোক উত্তম নাকের অভিমুখে গমন করিব।"[৭]

১। অথসং, ১১।১।৭ ২। অথসং, ৪।১৪।৩, ৪ ; কাঠকসং, ১৮।৪

৩। কাঠকসং, ১৭।৮ ৪। ঋক্‌সং, ৩।৬০।৩

৫। "যে হি জনাঃ পুণ্যকৃতঃ স্বর্গং লোকং যন্তি"- শতব্রা (মাধ্য), ৬।৫।৪।৮
"পুণ্যকৃতো হ্যেব তত্র গচ্ছন্তি"-(যাস্ক-ধৃত) নিরুক্ত, ২।১৪

৬। অথসং, ৪।১১।৬ ৭। অথসং, ৪।১৪।৬

"দেবগণ ব্রহ্মৌদন পাক করত যেই জ্যোতির দ্বারা যেই পথে সুকৃতের লোক দ্যুলোকে উদ্‌গমন করেন, তাহার দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করত সুকৃতের লোক উত্তম নাকের অভিমুখে গমন করিব।"[১]

বিদ্যা ও কর্ম

বিদ্যা-বিহীন অনুষ্ঠান দ্বারা অমৃত হওয়া যায় না। মৃত্যুর ভয়ে ভীত দেবগণের অমৃত হইবার জন্য সাধনা বিষয়ে যে আখ্যায়িকা 'শতপথব্রাহ্মণে' পাওয়া যায়,—যাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে,[২] তাহা হইতে উহা পরিষ্কার জানা যায়। তথায় অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে

"বিদ্যয়া হ বা তদ্বৈষো ত উর্ধ্বং চিতো ভবতি।"[৩]

'বিদ্যারই দ্বারা ঐ উর্ধ্ব তাহার চিত হয়।' 'শতপথব্রাহ্মণে'র অন্যত্রও সেই কথা খ্যাপিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে লোক তিনটি—মনুষ্য-লোক, পিতৃ-লোক, এবং দেব-লোক। মনুষ্য-লোক একমাত্র পুত্রেরই দ্বারা জয় করা যায়, অপর কোন কর্মদ্বারা নহে। পিতৃ-লোক কর্ম দ্বারা, এবং দেব-লোক বিদ্যা দ্বারা জয় করা যায়। ঐ তিন লোকের মধ্যে দেব-লোক শ্রেষ্ঠ। সেইহেতু তজ্জয়ের উপায় বিদ্যাকে সকলে প্রশংসা করে।[৪]

প্রকৃত অমৃত নহে

ক্রমে ঋষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, স্বর্গে গমন এবং দেবতাভবনাদিও প্রকৃত অমৃত নহে। ঐ সকল আপেক্ষিক অমৃত মাত্র। যেই দৃষ্টিতে পূর্বে দীর্ঘ আয়ুকে কিংবা শত-শরৎ আয়ুকে, অমৃত মানা হইত, ঐ সকলও সেই দৃষ্টিতেই অমৃত। দীর্ঘায়ুরূপ অমৃতত্ব যেমন অন্তবান্, দেবতাভবনাদি অমৃতত্বও তেমনই অন্তবান্। আবার ঐ সকল প্রকৃত অভয়ও নহে। কেননা,

(১) মানুষের ন্যায় দেবগণেরও মৃত্যু-ভয় থাকার এবং তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রচেষ্টার কথা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। যথা, 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় আছে,—

"দেবগণ নিশ্চয় মৃত্যু হইতে ভীত হইলেন। তাঁহারা প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন, (প্রজাপতি) তাঁহাদিগকে এই প্রাজাপত্য শতকৃষ্ণলাকে নির্বপণ

১। অথসং, ১১।১।৩৭
২। পূর্বে দেখ।
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।১।৪
৪। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।৩।২৪। বৃহউ, ১।৫।১৬

করাইলেন ; এবং উহারই দ্বারা তাঁহাদিগকে অমৃত প্রদান করিলেন। সুতরাং যে মৃত্যু হইতে ভীত হয়, সে এই প্রাজাপত্য শতকৃষ্ণলাকে নির্বপণ করিবেক।" ইত্যাদি।[১]

"দেবগণ নিশ্চয় মৃত্যু হইতে ভীত হইলেন। তাঁহারা প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন।"
—এই বচন 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' তিনবার পাওয়া যায়।[২] তবে এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতি 'নবরাত্র' দ্বারা, অন্য স্থলে 'অষ্টাদশরাত্র' দ্বারা, আর তৃতীয় স্থলে উক্ত হইয়াছে যে 'শতরাত্র' দ্বারা, তাঁহাদিগকে "অমৃতত্ব প্রদান করিলেন।"

'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে,

"যেমন মনুষ্যগণ সেই প্রকারই দেবগণ পূর্বে ছিলেন। তাঁহারা কামনা করিলেন, 'অবর্তি পাপ মৃত্যুকে অপহত করত দৈবী সংসদ্ প্রাপ্ত হইব।' তাঁহারা এই চতুর্বিংশতিরাত্রকে দর্শন করিলেন। উহাকে আহরণ করত উহার দ্বারা যজন করিলেন। তাহাতেই তাঁহারা অবর্তি পাপ মৃত্যুকে অপহত করত দৈবী সংসদ্ প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকার জানিয়া যাহারা চতুর্বিংশতি রাত্রকে অনুষ্ঠান করে, তাহারা নিশ্চয় অবর্তি পাপকে অপহত করত শ্রী লাভ করে ; শ্রীই মনুষ্যের দৈবী-সংসদ্-জ্যোতি" ইত্যাদি।[৩]

'শতপথব্রাহ্মণে'ও সেই প্রকার কথা আছে।[৪] দেবতাগণ যে প্রথমে মর্ত্য ছিলেন, পরে সাধন বলে অমৃত হন, তাহার উল্লেখ 'ঋগ্বেদে'ও পাওয়া যায়। যথা, কথিত হইয়াছে যে, মরুদ্গণ প্রথমে মর্ত্য ছিলেন, সুকৃত-বিশেষ দ্বারা অমৃত হন।[৫] কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, শ্রুতিতে যে দেবগণের মৃত্যু-ভয়ের কথা আছে, সেই সকল অমৃত-ভবনের পূর্বের, পরের নহে ; সুতরাং দেবগণের অমৃতত্ব, সাদি হইলেও, অনন্ত হইতে পারে। পরন্তু ঐ অনুমান বিচার-সহ হইবে না।

(২) দেবতাদিগের স্বর্গ হইতে পতন হয়। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে,

"দেবগণ হইতে স্বর্গলোক তিরোভূত হইল। তাঁহারা প্রজাপতিকে বলিলেন, 'হে প্রজাপতি, আমাদের স্বর্গলোক তিরোভূত হইয়াছে ; উহাকে অন্বেষণ

১। তৈত্তিসং, ২।৩।২।১ ২। তাণ্ড্যব্রা, ২২।১২।১ ; ২৩।১২।২ ; ২৪।১১।২
৩। তৈত্তিসং, ৭।৪।২।১ ৪। পূর্বে দেখ। ৫। ঋক্‌সং, ১০।৭৭।২

করুন।' (প্রজাপতি) যজ্ঞক্রতুসমূহ দ্বারা উহাকে অন্বেষণ করিলেন। যজ্ঞক্রতুসমূহ দ্বারা উহাকে পাইলেন না। (অনন্তর তিনি) ইষ্টিসমূহ দ্বারা উহাকে অন্বেষণ করিলেন। ইষ্টিসমূহ দ্বারা উহাকে পাইলেন।"[১]

এই বচন উহার দুই স্থলে আছে। পরন্তু ইষ্টিসমূহ কি কি, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে আশা, কাম, ব্রহ্ম (=বেদমন্ত্র), যজ্ঞ, অপ্, অগ্নি, এবং অনুবিত্তি এই সাতটিই ইষ্টি। উহাদের প্রত্যেকটিরই দ্বারা প্রজাপতি স্বর্গলোককে পান। সুতরাং উহারা স্বর্গলোকের সাত দ্বার।[২] অন্য স্থলে আছে তপ, শ্রদ্ধা, সত্য, মন, এবং চরণ—ইহারাই পাঁচ ইষ্টি, যাহাদের প্রত্যেটিরই দ্বারা প্রজাপতি স্বর্গলোককে পান; সুতরাং উহারা স্বর্গলোকের পাঁচ দ্বার।[৩] কথিত হইয়াছে যে, অপর কেহও যদি ঐ সকল ইষ্টির কোনটির দ্বারা যজন করে, সেও স্বর্গ-লোক লাভ করে।

এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যায় যে, দেবগণও স্বর্গ হইতে চ্যুত হন, এবং সাধন-বিশেষ দ্বারা উহা পুনঃ প্রাপ্ত হন। দেবগণের যখন ঐ দশা, তখন যেই সকল মনুষ্য সাধনবলে তাঁহাদের লোকে গমন করে, তাহাদের কথা আর কি? (পরে দেখ) 'তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে' আছে,

"দেবগণ আদিত্যের স্বর্গলোক হইতে অধঃপতনের ভয়ে ভীত হন। তাঁহারা উহাকে এই সপ্তদশ স্তোম দ্বারা দৃঢ় করিলেন। এই স্তোমসমূহ আদিত্যের স্থৈর্যার্থ হয়।"[৪]

(৩) কোন কোন ব্রাহ্মণের মতে স্বর্গে অশনায়া রূপ মৃত্যু আছে। যথা, 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, ইহলোকে মৃত্যুসমূহ অর্থাৎ মৃত্যুর হেতুসমূহ বহু, পরন্তু

"একো বা অমুষ্মিন্ লোকে মৃত্যুঃ। অশনায়া মৃত্যুরেব।"[৫]

'ঐ লোকে মৃত্যু একই। অশনায়াই ঐ মৃত্যু।' তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে উহাকে জয় করা যায়।[৬] 'শতপথব্রাহ্মণে'ও সেই কথা আছে।[৭]

১। তৈত্তিব্রা, ৩।১২।২।১; ৪।১ ২। তৈত্তিব্রা, ৩।১২।২।৯ ৩। তৈত্তিব্রা, ৩।১২।৩।৭

৪। তাণ্ডাব্রা, ৪।৫।৯; আরও দেখ—৪।৫।১১ ৫। তৈত্তিব্রা, ৩।৯।১৫।১

৬। "তমেবামুষ্মিন্ লোকেঽবযজতে" (তৈত্তিব্রা, ৩।৯।১৫।২)

৭। "একোঽবা অমুষ্মিন্ লোকে মৃত্যুরশনায়েব তমেবামুষ্মিন্ লোকেঽপজয়তি।" শতব্রা, (কাণ্ব), ১৩।৩।৫।২

(৪) যে সকল মনুষ্য সাধনবলে স্বর্গে গমন করে, তাহাদের পতন হইতে পারে বলিয়া শ্রুতি হইতে জানা যায়। 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' কোন কোন সামের প্রশংসার্থ বলা হইয়াছে যে, তদ্‌ভিন্ন অপর কোন সামকে আশ্রয় করিলে সত্রিগণ "অব স্বর্গাৎ লোকাৎ পদ্যেরন্" ('স্বর্গলোক হইতে অধঃপতিত হইবে')।[১] অপর কোন কোন সামের প্রশংসার্থ বলা হইয়াছে যে, উহাদের দ্বারা স্তুতি করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়; পরে তথা হইতে প্রচ্যুতি হয় না।[২] ঐ সকল উক্তিসমূহকে এক প্রকার অর্থবাদ মাত্র মনে করিলেও উহাদিগেতে ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, স্বর্গলোকে গমনের পর তথা হইতে মানুষের পতন হইতে পারে।

উপনিষদে অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, "সুকৃতের লোক"[৩] "পুণ্য সুকৃত ব্রহ্মলোক"[৪] বা দেবলোক[৫] হইতে মানুষের পতন হয়; এবং "জরা-মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি" ('তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যুতে গমন করে')।[৬]

"ইষ্টাপূর্তকে বরিষ্ঠ মন্যমান প্রমূঢ় ব্যক্তিগণ অপর কিছুকে (তদপেক্ষা) শ্রেয় বলিয়া জানে না। তাহারা নাকের পৃষ্ঠে সুকৃত (লোকে) (কর্মফল) অনুভব করত এই লোকে, কিংবা (এতদপেক্ষা) হীনতর লোকে প্রবেশ করে।"[৭]

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পুণ্য কর্মের ফলেই লোকে স্বর্গে গমন করে এবং দেবতা হয়, কিংবা দেব-সাযুজ্যাদি লাভ করে। উপনিষদের মতে,

"তদ্‌যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"[৮] কর্ম দ্বারা ইহলোকে অর্জিত লোক (উপভোগাদি) যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্যকর্ম দ্বারা পরলোকে অর্জিত লোকও সেই প্রকারই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"

(৫) একটা মন্ত্রে আছে, পুরোহিত দেবগণের নিকট এই প্রার্থনা করেন,

"হে পরম ব্যোমে সহস্থিত দেবগণ, ইহাকে (এই যজমানকে) জান: ইহার রূপ চিন। যে যখন দেবযান পথসমূহ দ্বারা (তোমাদের নিকট) আগমন করিবে, (তখন ইহার) ইষ্ট ও পূর্ত (কর্মসমূহের ফল) ইহার নিকটে আবিষ্কার করিও (অর্থাৎ ইহাকে দিও)।"[৯]

১। তাণ্ড্যব্রা, ৪।৬।২৩ ২। তাণ্ড্যব্রা, ১১।৫।২২; ১১।৮।১৬; ১১।১০।২৩; ইত্যাদি

৩। মুণ্ডকউ, ১।২।১ ৪। মুণ্ডকউ, ১।২।৬ ৫। মুণ্ডকউ, ১।২।৫

৬। মুণ্ডকউ, ১।২।৭ ৭। মুণ্ডকউ, ১।২।১০ ৮। ছান্দোগ্যউ, ৮।১।৬

৯। বাজসং (মাধ্য), ১৮।৬০; কাণ্বসং, ২০।৪।৩; তৈত্তিসং, ৫।৭।৭।১ (ঈষৎ পাঠান্তরে); কাঠকসং, ৪০।১৩ (ঈষৎ পাঠান্তরে), তৈত্তিব্রা, ৩।৭।১৩।৩০ (ঈষৎ পাঠান্তরে); অথসং, ৬।১২৩।২ (পাঠান্তরে)।

তাহা হইতে জানা যায়, ইষ্টাপূর্তকর্মকারী মনুষ্যও দেবযান পথ দ্বারা স্বর্গে দেবগণের নিকটে গমন করে। অপর এক মন্ত্রেও সেই কথা আছে,—

"ইষ্টাপূর্ত দ্বারা পরম ব্যোমে সংগত হও।"[১]

এই মাত্র পূর্বে উদ্ধৃত 'মুণ্ডকোপনিষদে'র বচন হইতে জানা যায় যে, ইষ্টাপূর্তকর্মকারী মনুষ্য নাকের পৃষ্ঠে আপন সুকৃতের ফল ভোগ করত পরে তথা হইতে অধঃপতিত হয়। সুতরাং কোন কোন উপনিষদে যে বলা হইয়াছে যে, যাহারা দেহ ত্যাগের পর দেবযান পথে গমন করে, তাহারা আর ইহ সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না, তাহা দেবযান পথসমূহের বিশেষ একটিকে,—যেইটি ব্রহ্মলোকে গিয়াছে সেইটিকে, লক্ষ্য করিয়া। তত্তৎ স্থলে উহা বিশেষ করিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। তাই কোথাও কোথাও ঐ দেবপথকে 'ব্রহ্মপথ'ও বলা হইয়াছে।[২]

(৬) দেবগণ এবং তাঁহাদের লোকসমূহ সৃষ্টি-প্রলয়ের অধীন। মহাপ্রলয়ে তাঁহারা ব্রহ্মে বিলীন হন এবং পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে উহা হইতে নির্গত হন। তাঁহাদের লোকসমূহে নিবাসী মনুষ্যগণকেও অবশ্য সেই প্রকারে প্রলয়ে বিলীন হইতে এবং সৃষ্টিতে উৎপন্ন হইতে হইবে। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋষিগণ প্রলয়কে মৃত্যু বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং সৃষ্টি-প্রলয়ের অধীন ব্যক্তিকে প্রকৃত অমৃত বলা যায় না। তাই দেবগণ যথার্থত অমৃত নহেন।

(৭) বেদে দেবগণের ও অসুরগণের যুদ্ধের কথা আছে। আরও আছে যে, দেবগণ কখন কখন অসুরগণের ভয়ে পলায়ন করিতেন।[৩] তাহাতে দেবত্বকে অভয় বলা যায় না।

এই সকল কারণে দেবত্বকে প্রকৃত অমৃত ও অভয় বলা যায় না। তাহা বুঝিতে পারিয়া ঋষিগণ দেবভবনের, তথা দেবসাযুজ্যাদি লাভের, সাধন পরিত্যাগ করত অমৃত ও অভয় হওয়ার অপর উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ॥"[৪]

১। তৈত্তিআ, ৬।৪।২ ২। "এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ"—(ছান্দোগ্যউ, ৪।১৫।৬)

৩। ঋক্‌সং, ৭।৫৯।১২; তৈত্তিসং, ১।৮।৬।২; মৈত্রাসং, ১।১০।৪; কাঠকসং, ১।৭ ('রয়িপোষণং' পাঠান্তরে); বাজসং (মাধ্য), ৩।৬০; কাণ্বসং, ০।৮।৪

'সুগন্ধি এবং পুষ্টিবর্ধন ত্র্যম্বককে যজন করিতেছি। যেমন (লোকে) উর্বারুককে (বৃন্ত-)বন্ধন হইতে (মুক্ত করে), তেমন তুমি আমাকে মৃত্যু হইতে মুক্ত কর, (দীর্ঘায়ু এবং স্বর্গ রূপ) অমৃত হইতে (ও মুক্ত কর) !

দীর্ঘতমার মত

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋষি দীর্ঘতমা ঔচথ্য প্রথমে প্রজা-সন্ততি দ্বারা অমৃত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পরে উহাকে এই বলিয়া তীব্র নিন্দা করেন যে বার বার প্রজায়মান ব্যক্তি মহাদুঃখে প্রবিষ্ট হয়। তখন তিনি যথার্থতঃ অমৃত-ভবনের প্রকৃত উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বলেন

> "যদ্ গায়ত্রে অধি গায়ত্রমাহিতং
> ত্রৈষ্টুভাদ্ বা ত্রৈষ্টুভং নিরতক্ষত।
> যদ্ বা জগজ্জগত্যাহিতং পদং
> য ইত্তদ্বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ ॥"[১]

'গায়ত্রে যে গায়ত্র পদ অধ্যাহিত আছে, অথবা ত্রৈষ্টুভ দ্বারা যে ত্রৈষ্টুভ পদ নিশ্চিতরূপে তক্ষণ করা হইয়াছে, অথবা জগতে যে জগৎ পদ আহিত আছে, যাহারা উহাকে জানে তাহারা নিশ্চয় অমৃতত্ব লাভ করে।' গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী বৈদিক ছন্দ। আচার্য যাস্ক বলেন, যাহা দ্বারা দেবগণ গীত বা স্তুত হন, উহা গায়ত্রী ছন্দ ; ত্রিষ্টুভ্ "তীর্ণতম ছন্দ" ; আর জগতী "গততম ছন্দ"।[২] তত্তৎ ছন্দের ঋক্‌সমূহই উদ্ধৃত মন্ত্রের 'গায়ত্র', 'ত্রৈষ্টুভ', ও 'জগৎ'। সুতরাং উহার তাৎপর্য এই যে,—বেদের মন্ত্রসমূহে যেই পদ গীত বা স্তুত হইয়াছে, যাহা "তীর্ণতম" বা স্তুত্যতম' পদ, তথা যাহা বেদের "গততম" অর্থাৎ পরম পদ, যাহার উর্ধ্বে গতি হইতে পারে না, সেই পদকে যে জানে, সে অমৃত হয়।[৩]

১। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।২৩ ; অথসং, ৯।১৫।১

২। নিরুক্ত, ৭।১২-১৩

৩। ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। (দেখ—শাংখ্যাত্রা, ১৪।৩, ঐতত্রা, ৩।২

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইৎতদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"[১]

'ঋক্ (উপলক্ষিত সমগ্র বেদ) অক্ষর পরম ব্যোমে (=ব্রহ্মে) অবস্থিত (অর্থাৎ তাহাকে সম্যক্ খ্যাপনে পরিনিষ্ঠিত),—যাহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত দেবতা অবস্থিত আছেন। যিনি তাহাকে (ব্রহ্মকে) জানেন না, ঋক্ (=বেদ) দ্বারা তিনি কি করিবেন? যাঁহারা তাহাকে জানেন, তাঁহারা নিশ্চয় তাহাতে একীভাবে স্থিত হন।' আচার্য যাস্কের 'নিরুক্তে' এই মন্ত্রের অধিযজ্ঞ অধিদৈবত, এবং অধ্যাত্ম—এই তিন পক্ষগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[২] যথা, আচার্য শাকপূণির মতে, ওঙ্কারই 'ঋক্', এবং আকার, উকার ও মকার উপশান্ত হইলে উহার যাহা অবশিষ্ট থাকে (অর্ধমাত্রা বা নাদবিন্দু), তাহাই 'অক্ষর পরম ব্যোম'। তাঁহার পুত্র বলেন, আদিত্য-মণ্ডলই 'ঋক্', এবং তদভ্যন্তরস্থ অবিনাশী আত্মাই অক্ষর পরম ব্যোম'। অধ্যাত্ম পক্ষে শরীরই 'ঋক্', আর তদভ্যন্তরস্থ অবিনাশী আত্মাই 'অক্ষর পরম ব্যোম'। বেদের সিদ্ধান্ত মতে, শরীরাভ্যন্তরস্থ আত্মা এবং আদিত্য মণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষ অভিন্ন,—উহা ব্রহ্মই, এবং উহাই ওঁ। সুতরাং উক্ত ব্যাখ্যাত্রয়ের তাৎপর্য একই। দীর্ঘতমা স্বয়ং বলিয়াছেন যে ব্রহ্মই বেদবাণীর পরম ব্যোম।

"পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম।... ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরম ব্যোম॥"[৩]

'(তোমাকে) বাণীর পরম ব্যোম জিজ্ঞাসা করিতেছি।... এই ব্রহ্মই বাণীর পরম ব্যোম।' সুতরাং ঐ মন্ত্রের 'অক্ষর পরম ব্যোম' অক্ষর ব্রহ্মই। তৈত্তিরীয়ারণ্যকে ঐ মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্বের মন্ত্রে ওঙ্কারকে "বেদত্রয়ের প্রতিনিধিরূপ" এবং "পরম অক্ষর" বলা হইয়াছে। তারপর বলা হইয়াছে যে

"এতদ্বৈ যজুস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রত্যেষা বাগেতৎ পরমমক্ষরম্।"

১। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩৯; অথসং, ৯।১০।১৮ ('ত ইমে' স্থলে 'তে অমী' পাঠান্তরে); তৈত্তিব্রা, ৩।১০।৯।১৪; তৈত্তিআ, ২।১১; শ্বেতউ, ৪।৮

২। নিরুক্ত, ১৩।১০-১

৩। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩৪,৩৫; অথসং, ৯।১০।১২,১৩; বাজসং (মাধ্য), ২৩।৬১,৬২; কাঠসং, ২৫।১০।৯,১০; তৈত্তিসং, ৭।৪।১৮।২ ('ব্রহ্মৈব' পাঠান্তরে); তৈত্তিব্রা, ৩।৯।৫।৫ ('ব্রহ্ম বৈ' পাঠান্তরে)।

তাহারই সমর্থনে ঐ মন্ত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং উহার মতে, ঐ মন্ত্রের 'অক্ষর পরম ব্যোম' ওঁ-কারই। আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, বেদে 'সম্' উপসর্গ "একীভাব" দ্যোতনা করে।[1] তাহাতে 'সমাসতে' শব্দের তাৎপর্য হয়,—'একীভাবে স্থিত হয়', অর্থাৎ 'এক হইয়া যায়, আর তাহা হইতে পৃথক্ হয় না।'

এইরূপে দেখা যায়, ঋষি দীর্ঘতমার মত সংক্ষেপে এই যে,-ব্রহ্মকে জানিলেই মানুষ অমৃত হয়; যে ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়।

ব্রহ্ম অমৃত ও অভয়। সুতরাং যে ব্রহ্ম হয়, সে যে অমৃত ও অভয় হইবে তাহাতে সংশয় কি হইতে পারে? দীর্ঘতমা ঋষি আরও মনে করিতেন যে জীব স্বভাবতঃ

"অমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ"[2]

'অমর্ত্যই, মর্ত্য দেহমনাদির দ্বারাই উহা জন্মবান্ হয়।' সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে যে মনুষ্য অমৃত হয়, তাহা উহার স্বরূপ প্রাপ্তিই।

নারায়ণের মত

নারায়ণ ঋষি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অমৃত হইবার অপর কোন উপায় নাই।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায় ॥"[3]

'তমের পর পারে (স্থিত) আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি। তাঁহাকেই জানিয়া (মনুষ্য) অতিমৃত্যুতে গমন করে; (অতিমৃত্যুতে) গমনার্থ অন্য পন্থা নাই।' 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' এই মন্ত্রের তৃতীয় পাদের পাঠ এই প্রকার,

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"[4]

১। "সমিত্যেকীভাবম্"—(নিরুক্ত, ১।৩)

২। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩০, ৩৮; অথসং ৯।১০।৮।১৬

৩। বাজসং (মাধ্য'), ৩১।১৮; কাণ্বসং, ৩৫।২।২; শ্বেতউ, ৩।৮; আরও দেখ—শ্বেতউ, ৬।১৫

৪। তৈত্তিআ, ৩।১৩।১, আরও দেখ—৩।১২।৭; ঐখানে আরও বিস্তর পাঠান্তর থাকিলেও "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" এই অংশ যথাযথ আছে।

'তাঁহাকে এই প্রকারে জানিয়া (মনুষ্য) এখানেই (অর্থাৎ ইহসংসারে ইহজীবনে থাকিতেই) অমৃত হয়।' তাহাতে জানা যায় যে, নারায়ণ ঋষির মতে মনুষ্য ইহদেহে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই অমৃত হইতে পারে।

নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন, ঐ পুরুষই অমৃতত্বের ঈশান বা ঈশ্বর।[১] সুতরাং অমৃতত্ব তাঁহারই কাছে আছে, অপর কাহারও কাছে নাই।[২] তাহাতেও তিনি প্রকারান্তরে এই বলিয়াছেন যে, পুরুষ হইতেই অমৃত পাওয়া যাইতে পারে, অপর কাহারও হইতে নহে। তাহাতে তিনি ইহাও নির্দেশ করিয়াছেন মনে হয়, ঐ পুরুষ যাহাকে অমৃত করেন, সেই মনুষ্যই অমৃত হইতে পারে, অপরে নহে।

আত্মজ্ঞানে অমৃত

'অথর্ববেদে' আছে, আত্মাকে জানিলেই মানুষ অমৃত হয়।

"অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূঃ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো-
রাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্ ॥"[৩]

'(আত্মা) অকাম, ধীর, অমৃত এবং স্বয়ম্ভূ। (উহা) রস দ্বারা তৃপ্ত (অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ), এবং কোন কিছু হইতে ন্যূন নহে। সেই ধীর, অজর এবং যুবা আত্মাকে জানিয়া (বিদ্বান্‌গণ) মৃত্যু হইতে নিশ্চয় ভীত হন না (অর্থাৎ অমৃত হন)।' ইহার অব্যবহিত পূর্বের মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ব্রহ্মই ঐ আত্মা হইয়াছেন।

"পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্।
তস্মিন্ যদ্‌যক্ষমাত্মন্‌বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥"[৪]

১। "অমৃতত্বস্যেশানঃ"—ঋক্‌সং, ১০।৯০।২ ; বাজসং (মাধ্য), ৩১।২ ; কাণ্বসং, ৩৫।১।২ ; ইত্যাদি। "অমৃতত্বস্যেশ্বরঃ"—অথসং, ১৯।৬।৪

২। 'শাংখ্যায়নারণ্যকে' (৪।১০) প্রজাপতিকে "অমৃতত্বের ঈশান" বলা হইয়াছে।

৩। অথসং, ১০।৮।৪৪

৪। অথসং, ১০।৮।৪৩

'নব-দ্বার (হৃদয়-)পুণ্ডরীক তিন গুণের দ্বারা আবৃত। যে যক্ষ (=ব্রহ্ম) উহাতে আত্মা হইয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে জানেন।' সুতরাং আত্মাকে জানা ব্রহ্মকে বা পুরুষকেই জানা। সুতরাং পূর্বের মতের সঙ্গে এই মতের কোন বিরোধ কিংবা ভিন্নতা নাই।

উপনিষদে গৃহীত

ব্রহ্ম, পুরুষ বা আত্মাকেই জানিলে যে মানুষ প্রকৃত অমৃত হইতে পারে, সংসার বন্ধন হইতে সম্যক মুক্ত হইতে পারে,—এই মত উপনিষদে বিশেষ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। যথা, 'কঠোপনিষদে' যম বলেন,

"...পুরুষ বিভু এবং নিশ্চয় অলিঙ্গ। তাঁহাকেই জানিয়া মনুষ্য (সংসার-বন্ধন হইতে) মুক্ত হয়, এবং অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়।"

"তাঁহার রূপ সন্দৃশে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয়ে) স্থিত নাই (অর্থাৎ দেখা যায় না)। চক্ষুরও দ্বারা তাঁহাকে কখনও দেখা যায় না। হৃদয়, বুদ্ধি এবং মন দ্বারা অভিসমর্থিত হইলেই তিনি অভিপ্রকাশিত হন। যাহারা তাঁহাকে জানে, তাহারা অমৃত হয়।"[১]

"য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"[২]

'যাহারা উহাকে জানে, তাহারা অমৃত হয়'।

'প্রশ্নোপনিষদে' মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিয়াছেন,

"(হে শিষ্যগণ,) বেদনীয় সেই পুরুষকে জান, যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথিত করিতে না পারে।"[৩]

অর্থাৎ 'ঐ পুরুষকে জানিলেই তোমরা অমৃত হইবে; সুতরাং মৃত্যু-ভয় তোমাদের আর থাকিবে না।' অতঃপর তিনি বলেন,

"এই পরব্রহ্মকে আমি এই পর্যন্তই জানি। ইহা হইতে পর (=ভিন্ন, তথা শ্রেষ্ঠ) অপর কিছুই নাই।"[৪]

১। কঠউ, ২।৩।৮,৯ ২। কঠউ, ২।৩।২

৩। প্রশ্নউ, ৬।৬ ৪। প্রশ্নউ, ৬।৭

'মুণ্ডকোপনিষদে' মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন,

"একমাত্র সেই আত্মাকেই জান। অপর সমস্ত বাণী পরিত্যাগ কর। উহাই অমৃতের সেতু (অর্থাৎ সংসার-মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতে গমনের সেতু স্বরূপ)।"[১]

"যে কেহ ঐ পরম ব্রহ্মকে জানে...সে শোক উত্তীর্ণ হয়, পাপ উত্তীর্ণ হয় ; এবং গুহাগ্রন্থিসমূহ হইতে বিমুক্ত হয় ; অমৃত হয়।"[২]

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' ব্রহ্মিষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্ বয়ং
ন চেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥"[৩]

'আমরা এখানেই (=ইহলোকে, ইহশরীরে) থাকিতে উহাকে জানিব। যদি না জানি তবে অজ্ঞানী (থাকিব), (তাহা) মহান্ সর্বনাশ হইবে। যাহারা উহাকে জানে, তাহারা অমৃত হয় ; আর অপরে দুঃখই প্রাপ্ত হয়।'

"যাহাতে পঞ্চ পঞ্চজন[৪] ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাকেই আমি অমৃত ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি ; এবং উহাকে জানিয়াই আমি অমৃত হইয়াছি।"[৫]

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে,

"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি"[৬]

'ব্রহ্মে সম্যক্ স্থিত ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করে।'

এই প্রকারের বচন উপনিষদে আরও অনেক পাওয়া যায়। সেই সকল উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। তবে 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'র প্রমাণ বিশেষভাবে আলোচনা উচিত মনে করি।

১। মুণ্ডকউ, ২।২।৫ ২। মুণ্ডকউ, ৩।২।৯

৩। বৃহউ, ৪।৪।১৪ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।১৫ (প্রথম চরণের "তদেব সন্তস্তদু তত্তবামঃ" (বর্তমানেও প্রকৃতপক্ষে) উহাই হইয়া, পুনঃ উহাই হইব') পাঠান্তরে।

৪। প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখ।

৫। বৃহউ, ৪।৪।১৭ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।১১

৬। ছান্দোগ্যউ, ২।২৩।১

শ্বেতাশ্বতরের মত

শ্বেতাশ্বতর ঋষি বার বার বলিয়াছেন যে মনুষ্য

"জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ"[১]

'দেবকে (=প্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্মকে) জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয়;' পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত হয়;[২] জন্ম-মৃত্যু-পাশ ছিন্ন করে।[৩] সুতরাং সে "অমৃতত্ব লাভ করে"[৪] বা "অমৃত হয়"[৫]। প্রায় যমের ভাষায় তিনি বলিয়াছেন,

"তাঁহার রূপ সন্দৃশে স্থিত নাই। চক্ষুরও দ্বারা তাঁহাকে কখনও দেখা যায় না। যাহারা হৃদিস্থ তাঁহাকে হৃদয় ও মন দ্বারা এই প্রকার জানে, তাহারা অমৃত হয়।"[৬]

"হৃদয়, বুদ্ধি এবং মন দ্বারা অভিসমর্থিত হইলেই তিনি অভিপ্রকাশিত হন। যাহারা তাঁহাকে জানে, তাহারা অমৃত হয়।"[৭]

শ্বেতাশ্বতর ঋষি দীর্ঘতমা ঋষির "ঋচো অক্ষরে" ইত্যাদি বচন যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন।[৮] নারায়ণ ঋষির "বেদাহমেতং" ইত্যাদি বচনও তিনি অনুবাদ করিয়াছেন।[৯] আবার উহার প্রথম ভাগকে পরিবর্তিত করিয়া বলিয়াছেন,

> "একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
> স এবাগ্নিঃ সলিলে সংনিবিষ্টঃ।
> তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়।"[১০]

'এই ভুবনের মধ্যে এক হংস (=পরমাত্মা) আছেন। তিনি (দেহরূপে পরিণত) সলিলে[১১] সংনিবিষ্ট অগ্নি। তাঁহাকেই জানিয়া (মনুষ্য) অতিমৃত্যুতে গমন

১। শ্বেতউ, ১।৮ ; ৪।১৬ ; ৫।১৩ ; ৬।১৩ ; আরও দেখ ১।১১

২। শ্বেতউ, ১।৭ ; আর দেখ ৩।২১ — ৩। ঐ, ১।১১ ; ৪।১৫

৪। ঐ, ১।৬ — ৫। ঐ, ৩।৭ ; ৪।৬

৬। ঐ, ৪।২০ — ৭। ঐ, ৪।১৭ ; ৩।১৩ (ঈষৎপাঠান্তরে)

৮। ঐ, ৪।৮ — ৯। ঐ, ৩।৮ — ১০। ঐ, ৬।১৫

১১। দেখ—"ইতি তু পঞ্চমামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছান্দোগ্যউ, ৫।৯।১)

করে; (অতিমৃত্যুতে) গমনার্থ অন্য পন্থা নাই।' ব্রহ্মকে জানা ব্যতীত মানুষ যে অমৃত হইতে পারে না, তাহা বুঝাইতে তিনি লিখিয়াছেন,

"যখন মানুষ আকাশকে চর্মবৎ বেষ্টন করিতে পারিবে, তখন চিৎস্বভাব ব্রহ্মকে না জানিলেও তাহার দুঃখের অন্ত হইবে।"[১]

অর্থাৎ আকাশকে যেমন চর্মখণ্ডের ন্যায় পরিবেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মকে না জানিয়া দুঃখনাশ করা যায় না।

নারায়ণ ঋষির সেই বচনও শ্বেতাশ্বতর ঋষি অনুবাদ করিয়াছেন, যাহাতে উনি বলিয়াছেন যে পুরুষ "উতামৃতত্বস্যেশানঃ" ('অমৃতত্বের ঈশানও')।[২] তারপর তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঐ পুরুষই অমৃতত্ব লাভের প্রতি মানুষের বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন।

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥"[৩]

'এই মহান্ পুরুষ এই (অমৃতত্ব-প্রাপ্তিরূপ) সুনির্মল প্রাপ্তির প্রতি (মনুষ্যের) বুদ্ধির প্রেরয়িতা। (তাহা করিতে) তিনি নিশ্চয়ই সমর্থ; (কেননা,) তিনি (সমস্ত জগৎ ব্যাপারের) ঈশান। তিনি অব্যয়, জ্যোতিস্বরূপ।' সুতরাং যাহা নারায়ণ ঋষির লেখায় গূঢ় আছে বলিয়া আমরা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহা শ্বেতাশ্বতর ঋষি খুলিয়া বলিয়াছেন।

'অথর্ববেদে'র অনুসরণে শ্বেতাশ্বতর ঋষি ইহাও বলিয়াছেন যে, আত্মাকে জানিলেই মনুষ্য অমৃত হয়।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তরাত্মা জনগণের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট (আছে)। হৃদয় ও মন দ্বারা অভিসমর্থিত হইলেই ঐ মন্বীশ (=জ্ঞানেশ) অভিপ্রকাশিত হন। যাহারা উহাকে জানে, তাহারা অমৃত হয়।"[৪]

ব্রহ্ম বা পুরুষই জীবাত্মারূপে মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন।[৫] সুতরাং আত্মাকে জানিলে ব্রহ্মকেই জানা হয়।[৬] সেই কারণে আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃত হওয়া যায়।

"যখন যোগী দীপোপম (অর্থাৎ যেমন দীপ দ্বারা বস্তু দর্শন করে, তেমন) আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করে, তখন, অজ, ধ্রুব এবং সর্বতত্ত্ব

১। শ্বেতউ, ৬।২০ ২। শ্বেতউ, ৩।১৫ ৩। ঐ, ৩।১২
৪। ঐ, ৩।১৩ ৫। ঐ, ৩।১৮ ৬। মুণ্ডকউ, ২।২।৬

সমূহ দ্বারা বিশুদ্ধ (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ) দেবকে (=প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম) জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।"[১]

ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হয়

ব্রহ্মকে জানিলে মনুষ্য ব্রহ্মই হয়—এই মতও উপনিষদে, তথা আরণ্যকে, বহুল প্রচারিত ছিল দেখা যায়। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।"[২]

'সেই এই আত্মা মহান্ ; অজ, অজর, অমর ও অমৃত ; এবং অভয় ব্রহ্মই। ব্রহ্ম নিশ্চয় অভয়। যে এই প্রকার জানে, সে নিশ্চয়ই অভয় ব্রহ্ম হয়।'

"তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাঽত্মন্যেবাত্মানং সর্বমেনং পশ্যতি সর্বোঽস্যাত্মা ভবতি সর্বস্যাত্মা ভবতি।"[৩]

'সুতরাং এবংবিৎ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, এবং শ্রদ্ধাবান্ হয় ; এই সমস্ত আত্মাকে আপনাতে দর্শন করে। সমস্তই তাহার আত্মা হয়, সে সকলের আত্মা হয়।' ব্রহ্ম সর্বাত্মক। সর্বাত্মক ব্রহ্ম হওয়াতে জ্ঞানী ঐ প্রকারে আপনাকে সর্বাত্মক বলিয়া অনুভব করে। ব্রহ্ম হইলে জীবত্ব আর থাকে না। তাই ব্রহ্ম-ভবনকে যাজ্ঞবল্ক্য কখন কখন বলিয়াছেন ব্রহ্মে জীবের লয় হয়।

"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"[৪]

'(সে বস্তুত) ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মে লয় হয়।' 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র অন্যত্র আছে,

"(তাহাতে) দৈব প্রাণ আবিষ্ট হয়। তাহাই দৈব প্রাণ, যাহা স্থাবর ও জঙ্গম (উভয়ই) ; যাহা ব্যথিত হয় না, সুতরাং হিংসিতও হয় না। যে এই প্রকার জানে, সে সর্বভূতের আত্মা হয় ; ইত্যাদি।[৫] অর্থাৎ ব্রহ্মই হয় ; কেননা, একমাত্র ব্রহ্মই সর্বভূতের আত্মা।[৬]

১। শ্বেতউ, ২।১৫
২। বৃহউ, ৪।৪।২৫ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।৩১
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।২৮ ; বৃহউ, ৪।৪।২৩ (ঈষৎ পাঠান্তরে)
৪। বৃহউ, ৪।৪।৬ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।৮
৫। বৃহউ, ১।৫।২৩ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।৩।২১
৬। দেখ—"এষ সর্বভূতান্তরাত্মা"—(মুণ্ডকউ, ২।১।৪)

'মুণ্ডকোপনিষদে' মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"[১]

'যে সেই পরম ব্রহ্মকে জানে সে নিশ্চয় ব্রহ্ম হয়।'

'ঐতরেয়ারণ্যকে'র উপসংহারে আছে

"তদিতি বা এতস্য মহতো ভূতস্য নাম ভবতি যোঽস্যৈতদেব নাম বেদ ব্রহ্ম ভবতি ব্রহ্ম ভবতি।"[২]

'তৎ—ইহা এই মহৎ ভূতের নাম।[৩] যে উহার সেই নাম জানে, সে ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্ম হয়।' 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে,[৪] "অসাবাদিত্য ব্রহ্মেতি" ('ঐ আদিত্য ব্রহ্ম')।

"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি য এবং বেদ।"

'যে এই প্রকার জানে, সে (জানিবার পূর্বেও প্রকৃত পক্ষে) ব্রহ্মই হইয়া, ব্রহ্মে লয় হয়।'

'শাঙ্খায়নারণ্যকে' ঐ বিষয়ে এক আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে।[৫] উহা 'কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে'ও পাওয়া যায়।[৬] কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞানী দেহত্যাগের পর দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন; ক্রমে "বিরজা নদী" পার হইয়া সুকৃত এবং দুষ্কৃত উভয়ই বিহীন হইয়া ব্রহ্মের নিকটে উপস্থিত হন।[৭] তখন "ব্রহ্মগন্ধ", "ব্রহ্মরস", "ব্রহ্মযশ", "ব্রহ্মতেজ", প্রভৃতি তাঁহাতে প্রবেশ করে ("প্রবিশতি")। অর্থাৎ তিনি সম্যক্ ব্রহ্মময় হন। তখন ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কে?" তিনি উত্তর করেন,

"ঋতুরস্ম্যার্তবোঽস্ম্যাকাশাদ্ যোনেঃ সংভূতো ভার্যায়ৈ রেতঃ সংবৎসরস্য তেজোভূতস্য ভূতস্যাত্মা ভূতস্য ভূতস্য ত্বমাত্মাঽসি। যস্ত্বমসি সোঽহমস্মি" ইত্যাদি।[৮] 'আমি ঋতু। আমি আর্তব। আমি আকাশরূপ যোনি হইতে ভার্যাতে সংভূত হইয়াছি। আমি সংবৎসরের বীজ। আমি প্রকাশমান সর্বভূতের আত্মা।

১। মুণ্ডকউ, ৩।২।৯ ২। ঐতআ, ৬।৩।৩

৩। 'ভগবদ্গীতায়'ও আছে, ব্রহ্মের এক নাম 'তৎ'

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"—(১৭।২৩)

৪। তৈত্তিআ, ২।২ ৫। শাঙ্খাআ, ৩।৩-৭ ৬। কৌষীউ, ১।৩-৭

৭। "স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্মাভিপ্রৈতি"—(শাঙ্খাআ, ৩।৪, কৌষীউ, ১।৪)

৮। শাঙ্খাআ, ৩।৬; কৌষীউ, ১।৬ ('ভূতস্য ভূতস্য' স্থলে 'ভূতস্য' পাঠান্তরে)

তুমিও সর্বভূতের আত্মা। তুমি যাহা, আমিও তাহাই' ইত্যাদি। অন্তে তিনি বলেন,

"ইদং সর্বমস্মি"

'আমি এই সমস্তই!' এই "ঋক্‌শ্লোকে"ও নাকি তাহা অভ্যুক্ত হইয়াছে,

"যজুদরঃ সামশিরা অসাবৃঙ্‌মূর্তিরব্যয়ঃ।
স ব্রহ্মেতি বিজ্ঞেয় ঋষির্ব্রহ্মময়ো মহানিতি॥"[১]

'তিনি ঋক্-মূর্তি; যজু তাঁহার উদর; এবং সাম তাঁহার শির। ব্রহ্মময় (=বেদময়) সেই মহান্ এবং অব্যয় ঋষি ব্রহ্মই বলিয়া বিজ্ঞেয়।'

'জৈমিনি-ব্রাহ্মণে'ও ঐ প্রকারের এক আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে বিবৃত আছে যে, ব্রহ্মলোকগত পুরুষ প্রজাপতিকে বলেন,

"যস্ত্বমসি সোঽহমস্মি যোঽহমস্মি স ত্বমসি"[২]

'তুমি যাহা, আমিও তাহাই; যাহা আমি, তুমিও তাহাই। তখন প্রজাপতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাহাতে তিনি সুকৃতের এই সার ফল প্রাপ্ত হন ("স এতমেব সুকৃতরসং প্রবিশতি")[৩]। তাহাতে জানা যায় যে, 'জৈমিনি-ব্রাহ্মণে'র মতে, পুণ্য কর্মের পরম ফল প্রজাপতির সহিত ঐকাত্ম্যবোধ।

'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে

"কং ত্বায় কায়ো, যদ্বৈ তদ্বরুণগৃহীতাভ্যঃ কমভবৎ তস্মাৎ কায়ঃ, প্রজাপতির্বৈ কঃ, প্রজাপতির্বৈ তাঃ প্রজা বরুণেনাগ্রাহয়দ্ যৎ কায় আত্মন এবৈনা বরুণান্ মুঞ্চতি।"[৪]

'পরন্তু ককে আয় (করে বলিয়া) কায় (নামে অভিহিত হয়)। যেহেতু বরুণের সেই পাশবন্ধনসমূহ হইতে (মুক্ত হইয়া) ক হয়, সেই হেতু কায়। প্রজাপতিই ক। প্রজাগণও নিশ্চয় প্রজাপতিই। (পরন্তু) তাহারা বরুণ দ্বারা আগৃহীত হইয়াছিল। যাহা কায়, তাহা নিজেই ঐ বরুণপাশসমূহ পরিত্যাগ করে।'

১। শাখাব্রা, ৩।৭; কৌষীউ, ১।৭

২। জৈমিব্রা, ১।১৮।৫; জৈমিউব্রা, ৩।১৪।৫

৩। জৈমিব্রা, ১।১৮।৬; জৈমিউব্রা, ৩।১৪।৬

৪। মৈত্রাসং, ১।১০।১০; কাঠকসং, ৩৬।৫ (পাঠান্তরে), আরও দেখ—তৈত্তিব্রা, ১।৬।৪।৫

'সপ্তদশঃ সর্বো ভবতি, প্রজাপতির্বৈ সপ্তদশঃ, প্রজাপতিমেবাপ্নোতি।"[১]
'সকলে সপ্তদশ হয়। প্রজাপতিই সপ্তদশ। (সুতরাং সকলে) প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হয়।' এই বচনদ্বয় হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে, মুক্ত জীব প্রজাপতি বা ব্রহ্ম হয়। প্রথমোক্ত বচন হইতে আরও জানা যায় যে, মুক্তির পূর্বেও জীব বস্তুতঃ প্রজাপতিই ছিল।

বেদের মতে উপাস্যের সহিত এক হইয়া গেলে, স্বয়ং উপাস্য হইয়া গেলেই, উপাসক অমৃত হয়। কাণ্ব সৌভরি ঋষি বলিয়াছেন,

"যদগ্নে মর্ত্যাস্ত্বং স্যামহং মিত্রমহো অমর্ত্যঃ"[২]

'হে মিত্রমহ (অর্থাৎ অনুকূলদীপ্তিমান্) অগ্নি, মর্ত্য আমি যখন তুমি হইব, তখনই অমৃত হইব।' উপাস্যের সহিত অভেদ-ভবনেই, বেদের মতে, উপাসনার পরম সার্থক্য। যথা, বিরূপ আঙ্গিরস ঋষি বলিয়াছেন,

"যদগ্নে স্যামহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্।
স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষ।"[৩]

'হে অগ্নি, যখন আমি তুমি হইব এবং তুমি আমি হইবে, তখনই ইহজগতে (মৎকৃত) তোমার প্রার্থনা সত্য হইবে।'[৪] এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, ব্রহ্ম না হইলে ব্রহ্মোপাসনা প্রকৃত সার্থক হইবে না, উপাসকও অমৃত হইবে না।

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মত

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ ব্রহ্মই হয়

"প্র তদ্‌বোচদমৃতং নু বিদ্বান্
গন্ধর্বো ধাম নিভৃতং গুহা সৎ।
ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য
যস্তানি বেদ স পিতুঃ পিতা সৎ॥"[৫]

১। মৈত্রাসং, ১।১১।৬ ; কাঠকসং, ১৪।৭ ২। ঋক্‌সং, ৮।১৯।২৫ (পূর্বে দেখ)
৩। ঋক্‌সং, ৮।৪৪।২৩ ৪। দেখ—তৈত্তিসং, ১।৫।১০।১
৫। বাজসং (মাধ্য), ৩২।৯ ; কাণ্বসং, ৩৫।৩।৬ ; অথসং, ২।১।২ ('অমৃতস্য বিদ্বান্ গন্ধর্বো পরমং' ও 'গুহা যৎ' পাঠান্তরে) ; তৈত্তিআ, ১০।১।১৫ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)।

'গন্ধর্ব (=বেদান্তবেত্তা)[১] সেই অমৃতকে (=ব্রহ্মকে) জানিয়া ক্ষিপ্র প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছেন, (উহার) ধাম (একাংশ) বিভৃত (=বিবিধরূপধারী) (হইলেও অপরাংশ) গুহাসং। উহার তিন পাদ গুহা-নিহিত।[২] যে ঐ সকলকে জানে, সে পিতার পিতা (বা পরব্রহ্ম) হয়।'

> "পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্
> পরীত্য সর্ব প্রদিশো দিশশ্চ।
> উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যা-
> ত্মনাত্মানমভি সংবিবেশ ॥"[৩]

'প্রথমোৎপন্নের (=প্রজাপতির বা বেদের) সম্যক্ সেবা করিয়া সর্বভূতকে, লোকসমূহকে, এবং সমস্ত দিক্‌সমূহকে ও বিদিক্‌সমূহকে সর্বতোভাবে পাইয়া (অর্থাৎ সার্বাত্ম্য লাভ করিয়া) নিজে ঋতের আত্মাতে (অর্থাৎ সন্মাত্র পরব্রহ্মে) একীভাবে অভিপ্রবেশ করে।'

> পরি দ্যাবাপৃথিবী সদ্য ইত্বা
> "পরি লোকান্ পরি দিশঃ পরি স্বঃ।
> ঋতস্য তন্তুং বিততং বিচৃত্য
> তদপশ্যৎ তদভবৎ তদাসীৎ ॥[৪]

'দ্যাবাপৃথিবীকে, লোকসমূহকে, দিক্‌সমূহকে, এবং স্বর্গকে ঋতের বিতত তন্তু বলিয়া বুঝিয়া, উহাদিগকে সর্বতোভাবে সদ্য পাইয়া তাহাকে দর্শন করে, তাহা হয়, এবং তাহা ছিল।'

উপরের প্রথম মন্ত্রের "পিতার পিতা" প্রকৃত পক্ষে কে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার আছে। ভাষ্যকার উবট ও মহীধরের মতে, উনি পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই। কেননা, জীবের পিতা ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মার পিতা পরব্রহ্মই। সুতরাং জীবের 'পিতার পিতা' পরব্রহ্মই। ভাষ্যকার সায়নও তাহা স্বীকার

১। "গাং বেদবাচং ধারয়তি বিচারয়তীতি গন্ধর্বঃ বেদান্তবেত্তা" (উবট)

২। 'পুরুষসূক্তে'র "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" ইত্যাদি বাক্যের তুলা।

৩। বাজসং (মাধ্য), ৩২।১১ ; কাণ্বসং, ৩৫।৩।৮ ; তৈত্তিআ, ১০।১।১৮ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)।

৪। বাজসং (মাধ্য), ৩২।১২ ; কাণ্বসং, ৩৫।৩।৯ ; তৈত্তিআ, ১০।১।১৭ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)।

করিয়াছেন।[১] আমরাও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছি। ঐ প্রকারের কথা দীর্ঘতমা ঋষির এক মন্ত্রেও আছে

> "কবির্যঃ পুত্র স ইমা চিকেত
> যস্তা বিজানাৎ স পিতুঃ পিতাসৎ॥"[২]

'যে পুত্র ক্রান্তদর্শী সে ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারে। যে তাহা বিজ্ঞাত হয়, সে পিতার পিতা হয়।' ইহার ভাষ্যে সায়ন বলিয়াছেন যে, অধিদৈবত ব্যাখ্যায় প্রথম 'পিতা' শব্দের অর্থ 'সূর্যরশ্মি'; বৃষ্টি দ্বারা জগৎকে পালন করে বলিয়া সূর্যরশ্মিকে 'পিতা' বলা হয়। দ্বিতীয় 'পিতা' শব্দের অর্থ রশ্মিসমূহের পিতা 'আদিত্য'। সুতরাং 'পিতার পিতা' আদিত্যই। এইরূপে সায়ন মনে করেন যে, ঐ মন্ত্রাংশে জ্ঞানীর আদিত্য-ভবনের কথাই আছে ("আদিত্য এব ভবতীত্যর্থঃ")। আচার্য যাস্কও ঐ মন্ত্রের অধিদৈবত পক্ষে, ঠিক সেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৩] বেদের মতে আদিত্য ব্রহ্মই। সুতরাং আদিত্য-ভবন ও ব্রহ্ম-ভবন অভিন্নই। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' 'সবিতুঃ পিতাসৎ' পাঠান্তর আছে। সবিতার পিতা ব্রহ্মই। সুতরাং উহাতে ব্রহ্মভবনেরই কথা আছে। অধ্যাত্ম পক্ষে, সায়ন ও যাস্কের মতে, 'পিতার পিতা' শব্দের অর্থ হয় স্বীয় জনকের পিতা।' সায়ন বলেন, "ব্রহ্মতত্ত্বাভিজ্ঞ পরমাত্মারূপে সমস্ত জগতের উৎপাদক; সেইরূপে তিনি লোকপ্রসিদ্ধ স্বীয় জনকেরও সমুৎপাদক হন।"[৪] এইরূপে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অধ্যাত্মপক্ষের ব্যাখ্যায়ও এই তত্ত্ব নিহিত আছে যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হয়।

'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' একটা আখ্যায়িকা আছে। "অঙ্গিরা গোত্রীয় শিশু (ঋষি) মন্ত্রকৃৎদিগের মন্ত্রকৃৎ ছিলেন।[৫] বেদ অধ্যাপন কালে তিনি পিতাদি (গুরুজনকেও) 'পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাহাতে পিতৃগণ বলেন, 'তুমি যে পিতাদি আমাদিগকে 'পুত্র' বলিতেছ তাহাতে অধর্ম করিতেছ।' তিনি উত্তর করিলেন, 'যেহেতু আমি মন্ত্রকৃৎ, সেইহেতু আমি নিশ্চয়ই পিতা।' তাঁহারা (তাহাতে

১। অথসং, ২।১।২ সায়ন-ভাষ্য

২। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।১৬; অথসং, ৯।৯।১৫; তৈত্তিআ, ১।১১।৪ ('স পিতুঃ' স্থলে 'সবিতুঃ' পাঠান্তরে)।

৩। নিরুক্ত, ১৪।২০ ৪। তৈত্তিআ, ১০।১।১৫ সায়ন-ভাষ্য

৫। শিশু আঙ্গিরস 'ঋগ্বেদে'র নবম মণ্ডলের ১১২ তম সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি।

সন্দেহ করত) দেবগণকে জিজ্ঞাসা করেন। দেবগণ বলেন; 'হাঁ, তিনি নিশ্চয়ই পিতা ; কেননা, তিনি মন্ত্রকৃৎ।' তাহাতে তাঁহার (শিশুর) জয় হয়।"[1] ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারে যে, 'ব্রহ্মবিদ্ পিতার পিতা হয়'— স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার এই উক্তির তাৎপর্য এই মাত্র যে, তিনি আপন (অজ্ঞানী) পিতার বা জনকেরও পিতা বা গুরু হন ;[2] ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হয়—ইহা বলার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। পরন্তু ঐ শঙ্কা সঙ্গত হইবে না। কেননা, কিঞ্চিৎ পরে স্বয়ম্ভু পরিষ্কার বলিয়াছেন, "তাহাকে দর্শন করে, তাহা হয়, এবং তাহা ছিল।" অর্থাৎ 'ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে মনুষ্য ব্রহ্ম হয় ; জ্ঞানোদয়ের পূর্বেও সে প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই ছিল।' "যস্তানি বেদ স পিতুঃ পিতাসৎ" বাক্যেও তিনি ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

ইহজীবনে অমৃত

অমৃত হইবার এই নূতন উপায় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিগণ ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, ইহজীবনে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই ব্রহ্মের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, সুতরাং অমৃত হওয়াও সম্ভব। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, নারায়ণ ঋষির "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রের তৃতীয় পাদের এই পাঠান্তর 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে,[3]

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"

'তাহাকে এই প্রকার জানিয়া (মনুষ্য) এখানেই (অর্থাৎ ইহসংসারে ইহজীবনে থাকিতেই) অমৃত হয়।' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,[4]

"ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্বয়ং"

'আমরা এখানে থাকিতে উহাকে নিশ্চয় জানিব।'

১। তাণ্ড্যব্রা, ১৩।৩।২৪

২। দেখ— "বেদশ্রুতিঃ প্রনষ্টা চ পুনরধ্যাপিতা সুতৈঃ।
তস্তস্তে মন্ত্রদাঃ পুত্রাঃ পিতৃত্বমুপপেদিরে ॥"
—(মহাভা, ১২।৩৪২।৯)

'হরিবংশে'ও (১।১৭।২২) ঐ প্রকার ব্যবহারখ্যাপক আখ্যায়িকা আছে।
'ঋগ্বেদে'র "পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি" (১।৮৯।৯) এবং 'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য), ২।৪।৩।৩-৬) উহার ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য।

৩। পূর্বে দেখ।

৪। পূর্বে দেখ।

"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"[১]

"তাহার হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা আশ্রিত আছে, সেই সকল যখন তাহাকে প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করে, তখন মনুষ্য এইখানেই ব্রহ্মকে সম্প্রাপ্ত হয়, এবং অমৃত হয়।' যমরাজও ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন,

"অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।"[৩]

'(ধ্যানধারণাদিরূপ) অনুষ্ঠান করিয়া অশোক হয়, এবং বিমুক্ত হইয়া বিমুক্ত হয়।' এই দুই বার বিমুক্ত হওয়ার উল্লেখের তাৎপর্য এই—ইহশরীরে বর্তমান থাকিতেই জীব অবিদ্যাকামকর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অশোক হয়। অতঃপর দেহবন্ধন হইতেও বিমুক্ত হয়; আর শরীর গ্রহণ করে না। প্রথমটা 'জীবন্মুক্তি' আর দ্বিতীয়টা 'বিদেহমুক্তি' নামে অভিহিত হয়।

মানুষ যে ইহদেহে থাকিতেই অমৃত হইতে পারে তাহার এক দৃষ্টান্ত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি অমৃত হইয়াছেন।[৪] তাহার অপর দৃষ্টান্তসমূহ আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

'কেনোপনিষদে'র দুই বচনে আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ "ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি" ('ধীর ব্যক্তিগণ এই লোক হইতে প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়া অমৃত হয়')।

"যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, এবং বাণীর বাণী, তিনিই প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু। (এই প্রকার জানিয়া শ্রোত্রাদিতে আত্মভাব) পরিত্যাগ করিয়া ধীর ব্যক্তিগণ এই লোক হইতে প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়া অমৃত হয়।"[৫]

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"[৬]

'এখানে (থাকিতে) যদি (ব্রহ্মকে) জানিতে পারা যায়, তবে সত্য হয়। আর এখানে (থাকিতে) যদি জানিতে না পারা যায়, তবে মহান্ সর্বনাশ হয়। সমস্ত

১। বৃহউ, ৪।৪।৭; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।১ ('শ্রিতাঃ' স্থলে 'স্থিতাঃ' পাঠান্তরে)।
২। কঠউ, ২।৩।১৪ ৩। কঠউ, ২।২।১ ৪। পূর্বে দেখ।
৫। কেনউ, ১।২ ৬। কেনউ, ২।৫

ভূতে (তাঁহাকে) বিজ্ঞাত হইয়া ধীর ব্যক্তিগণ এই লোক হইতে প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়া অমৃত হয়।' পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 'প্রেত্য' শব্দ শ্রুতিতে বহুত্র 'দেহত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই বচনেও যদি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—"প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ" বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য যদি 'ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া' হয়, যেমন শ্রুতমাত্র বোধ হয়, তবে বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী পরলোকে গিয়াই অমৃত হয়, ইহলোকে থাকিতে নহে। তাহাতে উপরে উদ্ধৃত বচনসমূহের সহিত বিরোধ হইবে। সেই কারণে আচার্য শঙ্কর বলেন যে, "অস্মাল্লোকাৎ" অর্থ 'শরীরাদিতে, তথা পুত্রকলত্রাদি, মমাহংসংব্যবহার ভূমি,— যাহা অধুনা জ্ঞানোদয়ের পূর্বে বর্তমান আছে, তাহা হইতে', আর "প্রেত্য" অর্থ 'সম্যক্ ব্যাবৃত্ত বা উপরত হইয়া।' ইহদেহে বর্তমান থাকিতে ঐ ব্যাবৃত্তি বা উপরতি হওয়া সম্ভব।

ব্রহ্ম অমৃত এবং অভয়। সুতরাং ব্রহ্ম হইলে বা ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য বোধ হইলে মানুষও যে অমৃত এবং অভয় হইবে সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় হইতে পারে না। অতএব ঐ সম্বন্ধে সংশয়ের এবং বিচারের প্রধান বিষয় এই দুইটি,—

(১) ব্রহ্মজ্ঞানলাভের এবং ব্রহ্মভবনের বা ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধের মধ্যে কালের অন্তর আছে কি নাই। অপর কথায় বলিতে, মানুষ কি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই,—সদ্যই ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য অনুভব করে, না কিছুকাল পরে করে? যদি কিছুকাল পরে করে, তবে কত কাল পরে?

(২) ইহশরীরে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেও মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় কি? যদি ইহশরীরে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মৈকাত্ম্যবোধ হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহশরীরে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেই মানুষ অমৃত এবং অভয় হইতে পারে।

নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন যে, পুরুষকে তিনি জানিয়াছেন।[১]

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

১। পূর্বে দেখ।

'তমের পরপারে (স্থিত) আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি।'[১] অপর কোন কোন ঋষিও বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। যথা 'শুক্লযজুর্বেদে' এই প্রশ্ন-প্রতিবচন আছে[১],

"এই ভুবনের নাভিকে (= কারণকে ও আধারকে) কে জানে? দ্যাবা-পৃথিবীকে এবং অন্তরিক্ষকে কে জানে? সূর্যের বৃহৎ হইতে জন্ম কে জানে? চন্দ্রের উৎপত্তি যাহা হইতে হইয়াছে তাহাকে কে জানে?

"এই ভুবনের নাভিকে আমি জানি। দ্যাবাপৃথিবীকে এবং অন্তরিক্ষকে আমি জানি। বৃহৎ হইতে সূর্যের জন্ম আমি জানি। চন্দ্রের উৎপত্তি যাহা হইতে হইয়াছে তাহাকে আমি জানি।"[২]

জগতের কারণ এবং আধার বেদের মতে ব্রহ্মই, সুতরাং ঋষি ঐ প্রকারে বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

'অথর্ববেদে' আছে,

"যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণং মহৎ॥
বেদাহং সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্যাহং বেদাথো যদ্ ব্রাহ্মণং মহৎ॥"[৩]

'যাহাতে এই প্রজাগণ গ্রথিত আছে, সেই বিতত সূত্রকে যে জানিবে, তথা, সূত্রের সূত্রকেও যে জানিবে, সে মহৎ ব্রাহ্মণকে জানিবে। যাহাতে এই প্রজাগণ গ্রথিত আছে, সেই বিতত সূত্রকে আমি জানি, তথা, সূত্রের সূত্রকেও আমি জানি। সুতরাং মহৎ ব্রাহ্মণকে আমি জানি।'

এই প্রকারের প্রমাণসমূহ হইতে নিশ্চিত হয় যে, মানুষ ইহশরীরে ইহলোকে বর্তমান থাকিতেও ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। পূর্বে উদ্ধৃত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার "পরি দ্যাবাপৃথিবী" ইত্যাদি বচনে "সদ্য" শব্দ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মানুষ

১। বাজসং (মাধ্য), ২৩।৫৯-৬০ : কাণ্বসং, ২৫।১০।৭-৮

২। "বেদাহমস্য ভুবনস্য নাভিং
বেদ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্।
বেদ সূর্যস্য বৃহতো জনিত্র-
মথো বেদ চন্দ্রমসং যতোজাঃ॥"

৩। অথসং, ১০।৮।৩৭-৮

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মৈকাত্ম্য অনুভব করে। 'অথর্ববেদে'র অনৈক ঋষিও ঠিক সেই প্রকার বলিয়াছেন,

"পরি দ্যাবাপৃথিবী সদ্য আয়-
মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।"

'(আমি) সদ্যই দ্যাবাপৃথিবীকে সর্বত প্রাপ্ত হইয়াছি ; এবং ঋতের প্রথমোৎপন্নের (হিরণ্যগর্ভের) ন্যায় অবস্থিত আছি।'

ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানে অশোক

মানুষ যে ইহজীবনেই ব্রহ্মের বা আত্মার জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং ঐ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যে সে ব্রহ্মের ও আত্মার ঐক্য অনুভব করিয়া থাকে, তাহার অপর এক দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদ। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে, তিনি আত্মজ্ঞান লাভার্থ মহর্ষি সনৎকুমারের শিষ্য হন।[১] তিনি বলেন, আত্মবিদগণের নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন যে,

"তরতি শোকমাত্মবিৎ"[২]

'আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়।' বেদাদি সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও তিনি আত্মবিৎ হন নাই ; তাই শোক করিতেন। মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট তিনি প্রার্থনা করেন, "হে ভগবন্, সেই আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন।"[২] সনৎ-কুমার নারদকে ভূমা তত্ত্বের উপদেশ করেন। তিনি বলেন যে, ঐ ভূমা সর্বত্র আছে ; "স এবেদং সর্বং" ('তিনিই এই সমস্তই')। 'অহং' বা আত্মাও ঐ ভূমাই। তাই তিনি ইহাও বলেন যে, অহং সর্বত্র আছে, "অহমেবেদং সর্বং" ('আমিই এই সমস্তই') ;[৩] আত্মা সর্বত্র আছে, "আত্মৈবেদং সর্বং" ('আত্মাই এই সমস্তই')।[৪]

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং"[৫]

'যাহা ভূমা, তাহা নিশ্চয় সুখ ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ।'

১। ছান্দোউ, ৭ম অধ্যায়
২। ছান্দোউ, ৭।১।৩
৩। ছান্দোউ ৭।২৫।১
৪। ছান্দোউ, ৭।২৫।২
৫। ছান্দোউ, ৭।২৩।১

"যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্।"[১]

'যাহা ভূমা, তাহা নিশ্চয় অমৃত, আর যাহা অল্প তাহা মর্ত্য।' সুতরাং যে নিজেকে ভূমা বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, সে সুখ ও অমৃত হয়।

"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং
সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ।"[২]

'ঐ দ্রষ্টা মৃত্যুকে দেখে না, রোগকে দেখে না এবং দুঃখতা দেখে না, ঐ দ্রষ্টা সর্বকে (আত্মা বলিয়াই) দেখে, (সুতরাং) সর্বকে সর্বপ্রকারে প্রাপ্ত হয়।'

"স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ"[২]

'(ভূমার ও আত্মার ঐক্যের) স্মৃতি লাভ (অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা) হইলে (হৃদয়াশ্রিত) সমস্ত গ্রন্থিসমূহের বিশেষরূপে এবং প্রকৃষ্টরূপে নাশ হয়।' 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' অতঃপর বিবৃত হইয়াছে যে, "ভগবান্ সনৎকুমার মৃদিতকষায় তাঁহাকে (নারদকে) তমের পার দর্শন করাইলেন।"[২] সুতরাং সনৎকুমারের নিকট ভূমাবিদ্যার উপদেশ লাভের সংগে সংগেই নারদ আত্মবিৎ হইয়াছিলেন, আপনাকে সুখ ও অমৃত ভূমা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; তাহাতে তাঁহার অন্তরের সমস্ত কষায় ক্ষালিত হইয়া গেল, এবং তিনি তমের পারে উপনীত হইলেন।

ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ হইলে মানুষ যে শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার দুঃখে দুঃখিত হয় না তাহা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন।

"আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥"[৩]

'যদি (কোন) পুরুষ (নিজের) আত্মাকে (এই প্রকারে) বিজ্ঞাত হয় যে, "আমি ইহাই", তবে সে কি ইচ্ছা করিয়া এবং কাহার কামনায় শরীরকে অনুসন্তপ্ত করিবে?' আচার্য শঙ্কর বলেন—ঐ বচনে 'ইহা' ('অয়ং') অর্থ "সর্বপ্রাণিপ্রত্যয়-সাক্ষী পরমাত্মা, যাহা (যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক ইতিপূর্বে) 'নেতি নেতি' ইত্যাদি প্রকারে উক্ত হইয়াছে,[৪] এবং যাহা হইতে ভিন্ন অপর কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, এবং বিজ্ঞাতা নাই (বলিয়া উক্ত হইয়াছে), তথা যাহা সম, সর্বভূতস্থ, এবং নিত্য-

১। ছান্দোউ, ৭।২৪।১
২। ছান্দোউ, ৭।২৬।২
৩। বৃহউ, ৪।৪।১২
৪। বৃহউ, ৩।৯।২৬ ; ৪।২।৪ ; ৪।৪।২২

শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব।" যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে সেই পরমাত্মা বলিয়া উপলব্ধি করে, "তাহার নিজের ঈপ্সিতব্য কোন ফল নিশ্চয় থাকে না; এবং যেহেতু সে সকলের আত্মভূত হয়, সেইহেতু তাহার নিজে হইতে ভিন্ন কেহ থাকে না, যাহার কামনায় সে ইচ্ছা করিবে।" শরীরের দুঃখ হেতু সে নিশ্চয় দুঃখিত হয় না।

মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন, "যেমন মৃত্তিকা দ্বারা উপলিপ্ত (সুবর্ণ কিংবা রত্ননির্মিত) মূর্তি সুধৌত হইলে তেজোময় হইয়া দীপ্তিমান্ হয়, সেই প্রকার (দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলিপ্ত স্বয়ংজ্যোতি আত্মতত্ত্ব যথোচিত সাধন দ্বারা উত্তমরূপে পরিশোধিত হইলে স্বীয় জ্যোতির্ময় স্বরূপে প্রকাশ পায়)। দেহী সেই আত্মতত্ত্বকে প্রকৃষ্টরূপে সাক্ষাৎকার করত এক হয়, এবং (সুতরাং) কৃতার্থ হয়। (তাহাতে সে) বীতশোক হয়।"[১]

'ঈশোপনিষদে' আছে,

> "যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
> তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"[২]

'যাহাতে (—যে অবস্থায়) সর্বভূত বিজ্ঞানীর আত্মাই হইয়া যায়, তখন একত্ব-দর্শনকারীর মোহ কি? শোক কি?' একত্বদর্শন দ্বারা যে ভয় নিবৃত্ত হয়, তাহা 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্' হইতেও জানা যায়।[৩] উহাতে নানাত্বদর্শনের নিন্দাও আছে।[৪]

ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানে অভয়

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদিক ঋষিগণের অমৃতের আকাঙ্ক্ষার মূলে ছিল মৃত্যুর ভয় হইতে মুক্তি, বা মৃত্যু হইতে অভয় লাভ। মৃত্যুও ভয়ের এক হেতু,—ভয়ের প্রধান হেতুসমূহের অন্যতম। সুতরাং সম্যক্ অভয় লাভ হইলে অমৃত

১। শ্বেতউ ২।১৪

২। বাজসং (মাধ্য), ৪০।৭; কাণ্বসং, ৪০।৭; ঈশউ, ৭ ৩। বৃহউ, ১।৪.২

৪। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"
—(বৃহউ, ৪।৪।১৯); কঠউ, ২।১।১১ (ঈষৎ পাঠান্তরে)।

হওয়াও হয়। তাই ঋষিগণ অভয় জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন। কূর্ম গাৎর্সমদ ঋষি বলিয়াছেন,

"(হে আদিত্যগণ,) তোমাদের দ্বারা নীত হইয়া আমরা অভয় জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইব।"[১]

"হে অদিতি, হে মিত্র, হে বরুণ, অধিকন্তু আমাদিগকে সুখী কর, যদিও আমরা তোমাদের প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকি। হে ইন্দ্র, আমরা উরু অভয় জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইব। দীর্ঘ তমিস্রাসমূহ আমাদের অভিমুখে ব্যাপ্ত না হউক।"[২]

ঐ অভয় জ্যোতি অভয় ব্রহ্ম বলিয়া মনে হয়। কেননা, গর্গ ভরদ্বাজ ঋষি উহাকে ("অভয় স্বর্বজ্জ্যোতি") বলিয়াছেন,

"হে বিদ্বান্ (ইন্দ্র,) আমাদিগকে উরু লোকে লইয়া যাও; অভয় স্বর্বজ্জ্যোতিতে এবং স্বস্তি লইয়া যাও"।[৩]

বেদে ব্রহ্মকেই "সূর্যসম জ্যোতি" মনে করা হইত।[৪] উপনিষদে অতীব স্পষ্ট বাক্যে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই সম্যক্ অভয়; ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ স্বয়ং ব্রহ্ম হয়; সুতরাং সম্যক্ অভয় হয়; অতএব অমৃতও হয়।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"[৫]

'ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া কিছু হইতে ভীত হয় না।'

"সে (জিজ্ঞাসু) যখন এই অদৃশ্য (=ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অনাত্ম্য (=অশরীর, নীরূপ), অনিরুক্ত, এবং অনিলয় (অর্থাৎ যাহার কোন আধার নাই, আর যাহা স্বয়ংও কিছুরই আধার নহে) ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে নিশ্চয় অভয় প্রাপ্ত হয়। আর যদি সে উহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অন্তর (=ব্যতিরিক্তত্ব) করে, তখন তাহার ভয় হয়। উহাই (ব্রহ্মই), যে (অভেদ) মানে না, সেই বিদ্বানের ভয় (-হেতু) হয়।"[৬]

তাই ঋষিগণ সম্যক্ অভয় হইবার জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতেন।

১। ঋক্‌সং, ২।২৭।১১
২। ঋক্‌সং, ২।২৭।১৪
৩। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।৮ (পূর্বে দেখ)
৪। পূর্বে দেখ।
৫। তৈত্তিউ, ২।৯
৬। তৈত্তিউ, ২।৭

ঐ প্রকারে অভয়-ভবনের এক দৃষ্টান্ত বৈদেহ জনক। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও তাঁহাকে "নেতি নেতি" ('ইহা নহে, ইহা নহে') করিয়া নিষেধমুখে আত্মার উপদেশ করেন। অতঃপর তিনি বলেন,

"স এব নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্জতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি"।[১]

'নেতি নেতি বলিয়া (নির্দেশিত) সেই এই আত্মা অগৃহ্য, (তাই ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা) নিশ্চয় গৃহীত হয় না; অশীর্য, (তাই) নিশ্চয় শীর্ণ হয় না; অসঙ্গ, (তাই) নিশ্চয় আসক্ত হয় না; অসিত, (তাই) ব্যথিত হয় না, হিংসিত (বা বিনষ্ট) হয় না।'

অনন্তর বলেন,

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি"[১]

'হে জনক, তুমি নিশ্চয় অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ।' সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আত্মার ঐ উপদেশ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জনক তাহা উপলব্ধি করেন,—তাহা হন; এবং তাহাতে অভয় হন।

ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, বেদে ব্রহ্মকে কখন কখন ভয়-হেতু বা ভয়ঙ্কর বলা হইয়াছে। যথা—

"হে বজ্রী (=ইন্দ্র), সমস্ত প্রাণিগণ, দ্যাবাপৃথিবীও, তোমা হইতে ভয়ে কম্পিত হয়।"[২]

"কেহ কেহ (এমন কি দেবতাও) প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র হইতে ভীত হন।"[৩]

সেই হেতু ইন্দ্র "ভীম" (=অতীব ভয়ঙ্কর);[৪] "বৃষভো ন ভীমঃ" ('বৃষভের ন্যায় ভীম');[৫] "মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ" ('পর্বতস্থ কুৎসিত-চরণ সিংহের ন্যায় ভীম')।[৬] বিষ্ণুও "পর্বতস্থ কুৎসিত-চরণ সিংহের ন্যায় ভীম।"[৭]

'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে,

"ইন্দ্র যখন সত্য (সত্যই) ক্রোধ করে, (তখন) চর ও অচর সকলে তাঁহা হইতে ভয়-ভীত হয়।"[৮]

১। বৃহউ, ৪।২।৪ ২। ঋক্‌সং, ৮।৮৬।১৪ ৩। ঋক্‌সং, ১০।৯২।৮

৪। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৫৫।১; ১।৮১।৪; ১০।৯২।৮ প্রভৃতি।

৫। ঋক্‌সং, ১০।১০৩।১; সামসং, উ, ৯।৩।১; অথসং, ১৯।১৩।২

৬। ঋক্‌সং, ১০।১৮০।২; সামসং, উ, ৯।৩,৯; অথসং, ৭।৮৪।২

৭। ঋক্‌সং, ১।১৫৪।২; অথসং, ৭।২৬।২; তৈত্তিব্রা, ২।৪।৩।৪ ৮। তৈত্তিব্রা, ২।৮।৩।৪

তাৎপর্য এই মনে হয় যে, যখন তিনি পরিহাসার্থ ক্রোধ করেন, কিংবা ক্রোধ করেন না, তখন তিনি ভয়-হেতু হন না। উপনিষদেও ব্রহ্মকে ভয়-হেতু বলা হইয়াছে।[১] সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে,

"মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"[২]

'মহৎ ভয় এবং উদ্যতবজ্র ইহাকে যাহারা জানে তাহারা অমৃত হয়।' সুতরাং অজ্ঞানীরই নিকট তিনি মহৎ ভয়। 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে' আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে ব্রহ্মের সহিত নিজের অভেদ মানে না, সেই বিদ্বানেরও তিনি ভয়।

প্রকারান্তরে অভয়

কোন কোন ঋষি কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারেও অভয় হইতে প্রচেষ্টা করিতেন মনে হয়। কেননা, 'অথর্ববেদে' দেখা যায়, জনৈক ঋষি এই প্রকারে ভয় পরিত্যাগ করিতে নিজের মনকে বলিতেছেন,

"যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।"[৩]

'হে আমার প্রাণ, যেমন দ্যুলোক ও ভূলোক ভয়ভীত হয় না, এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তেমন তুমি ভয় করিও না।'

"হে আমার প্রাণ, যেমন দিন ও রাত্রি ভয়ভীত হয় না, এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তেমন তুমি ভয় করিও না।"[৪]

সূর্য ও চন্দ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সত্য ও অনৃত, এবং ভূত ও ভব্য সম্বন্ধেও পর পর ঠিক সেই প্রকার উক্তি আছে।[৫]

এই সকল মন্ত্রে উক্ত দ্যুলোক-ভূলোকাদির অবিনাশিত্ব এবং অভয়ত্বের রহস্য বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। দিন ও রাত্রি, সূর্য ও চন্দ্র পরম্পরাক্রমে বরাবর আসিতেছে এবং যাইতেছে। তাহা সর্বজন-প্রত্যক্ষ। বৈদিক ঋষিগণ মানিতেন যে, দ্যুলোক-ভূলোকের, অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চেরও ঠিক সেই প্রকারেই আগমন

১। যথা দেখ—তৈত্তিউ, ২।৮।১ ; কঠউ, ২।৩।৩
২। কঠউ, ২।৩।২
৩। অথসং, ২।১৫।১
৪। অথসং, ২।১৫।২
৫। অথসং, ২।১৫।৩-৬

এবং প্রত্যাগমন হয়,-যাহাকে যথাক্রমে সৃষ্টি এবং প্রলয় বলা হয়। তাঁহারা আরও মানিতেন যে, প্রত্যেক বারের সৃষ্টি পূর্ব পূর্ব বারের সৃষ্টির মতনই।[১] সুতরাং উহাদের অবিনাশিত্ব বা নিত্যত্ব প্রবাহরূপেই অনাদিকাল হইতে পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, এবং অনন্তকাল পর্যন্ত চলিবে বলিয়াই উহারা নিত্য, সুতরাং অবিনাশী। শ্রুতিতে জাতির নিত্যত্বও সেই প্রকারে অভ্যুপগম করা হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ও নিত্য। ভূত ও ভব্য, কাল অর্থেই হউক, কিংবা দ্রব্য অর্থেই হউক, প্রবাহরূপে নিত্য। জীবের জন্ম এবং মৃত্যুর ন্যায় উহাদের সকলেরও জন্ম এবং মৃত্যু হইয়া থাকে, যাহাদিগকে সৃষ্টি ও প্রলয়, উদয় ও অস্ত প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও নিত্যতা হেতু উহারা যেমন ভয়ভীত হয় না, জীবেরও তেমন, জন্ম-মৃত্যু সত্ত্বেও ভয়ভীত হওয়া উচিত নহে; কেননা; জীবও নিত্য। ইহাই মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টা ঋষি নিজের মনকে বুঝাইয়াছেন। 'কঠোপনিষদে' যম বলিয়াছেন,

"অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥[২]

'শরীরসমূহে অশরীর এবং অনবস্থিতসমূহে (—অনিত্য পদার্থসমূহে) ব্যবস্থিত (ধ্রুব) মহান্ ও বিভু আত্মাকে মনন করত ধীর ব্যক্তিগণ শোক করেন না।'

ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র বেদ-লভ্য

দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে জানিলে মনুষ্য উহার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম হয়, তথা অমৃত হয়, তাহা বেদের পরম পদ, তাহাকে সম্যক্ খ্যাপনেই বেদ ব্যবস্থিত। সুতরাং তাঁহার মতে ব্রহ্মের যথার্থ জ্ঞান একমাত্র বেদ হইতেই লাভ করা যায়। তাঁহার এই মতও উপনিষদে, তথা ব্রাহ্মণারণ্যকাদিতে পরিগৃহীত হইয়াছে। যথা, কঠোপনিষদে' আছে,

"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি"[৩]

'সমস্ত বেদ যেই পদকে (ব্রহ্মকে) বর্ণনা করে।' 'মুণ্ডকোপনিষদে' আছে,

---

১। পূর্বে দেখ　　২। কঠউ, ১।২।২২

৩। কঠউ, ১।৩।১৫

"যাহারা বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারা তত্ত্ববস্তু উত্তমরূপে অবগত হইয়াছে…তাহারা সকলেই সর্বতঃ মুক্ত হয়।"[১]

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' আছে,

"ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ বেদানুবচন সহায়েই তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করে।"[২]

'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'র মতে, ব্রহ্ম বেদের গুহ্য (ভাগ) উপনিষদে গূঢ় আছে; পুরাকালে দেবগণ এবং ঋষিগণ তাঁহাকে জানিয়াছিলেন; এবং তাহাতে তাঁহারা তন্ময় অর্থাৎ তৎ-স্বরূপ ভূত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন।[৩]

'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বস্রষ্টা ঋষিগণ সহস্র বৎসর ধরিয়া এক সত্র অনুষ্ঠান করেন,

"ততো হ জজ্ঞে ভুবনস্য গোপাঃ
হিরণ্ময়ঃ শকুনির্ব্রহ্ম নাম।"[৪]

'তাহা হইতে ব্রহ্মনামক জ্যোতির্ময় পক্ষী,—(যাহা) ভুবনের গোপা, উৎপন্ন হইল।' অর্থাৎ ঐ অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহারা ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করেন। তাহা এই প্রকারে যে—তিনি জ্যোতির্ময়, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই দুই শক্তি সম্পন্ন; এবং ঐ শক্তিদ্বয় দ্বারা তিনি বিশ্বভুবনকে পালন করেন। তাঁহারা আরও বুঝিলেন,

"যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ
পিতা পুত্রেণ পিতৃমান্ যোনিযোনৌ।
নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং
সর্বানুভূমাত্মানং সাংপরায়ে॥"[৫]

'সেই তেজ দ্বারা সমিদ্ধ হইয়াই সূর্য তাপ দিতেছেন। (সেই তেজ দ্বারা সমিদ্ধ হইয়াই) পিতা জন্মে জন্মে পুত্র দ্বারা পিতৃমান্ হয় (অর্থাৎ পুত্র লাভ করিয়া পিতা হয়)। অর্থাৎ জগতের সমস্ত ব্যাপার তাঁহারই পরিচালনায় ঘটিতেছে)। যাহারা

১। মুণ্ডকউ, ৩।২।৬; কৈবল্যউ, ১।৪; তৈত্তিআ, ১০।১০ (=নারাউ), আরও দেখ—শ্বেতউ, ৫।৬; ৬।২২; ব্রহ্মবিন্দুউ, ১৭

২। বৃহউ, ৪।৪।২০; আরও দেখ—শাখাআ, ১৩।১, এই শেষোক্ত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ বচন মাণ্ডূকের ঋষির।

৩। শ্বেতউ, ৫।৬ ৪। তৈত্তিব্রা, ৩।১২।৯।৭

৫। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, পুত্রকে ও প্রজননকে বেদে 'জ্যোতি' বলা হয়।

বেদবিৎ নহে, তাহারা সেই বৃহৎ সর্বানুভূ আত্মাকে সাম্পরায়ে মনন করিতে পারে না'।[১] অর্থাৎ নিদিধ্যাসন এবং জ্ঞানলাভ ত দূরের কথা, তাহারা তাঁহাকে মননও করিতে পারে না।

"এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন কর্মণা বর্ধতে নো কনীয়ান্।
তস্যৈবাত্মা পদবিৎ তং বিদিত্বা
ন কর্মণা লিপ্যতে পাপকেন ॥"[২]

'পদবিৎ (=ব্রহ্মের স্বরূপের বেত্তা) নিশ্চয় তাহার আত্মা (অর্থাৎ স্বরূপ হয়)। ব্রাহ্মণের (=ব্রহ্মভূত ব্রহ্মবিদের) এই নিত্য মহিমা (আছে যে তিনি) কর্ম দ্বারা বৃদ্ধিও প্রাপ্ত হন না, নিকৃষ্টও হন না (অর্থাৎ সুকৃতের দ্বারা তাঁহার উন্নতি হয় না, দুষ্কৃতের দ্বারা তাঁহার অবনতি হয় না)। (সেই কারণে) তাঁহাকে জানিয়া (মনুষ্য) পাপ (কিংবা পুণ্য) কর্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না।'

কথিত হইয়াছে যে, ঐ পরমার্থজ্ঞান লাভ করিবার পর ঋষিগণ "এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেহেতু এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইহেতু বিশ্বস্রষ্টা (বলিয়া অভিহিত হন)। বিশ্ব তাঁহাদেরই অনুসরণ করত প্রজাত হয়।"[৩] অর্থাৎ তাঁহারা বিশ্বের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ধর্ম ব্যবস্থা সৃষ্টি করেন; এবং তদনুসরণে মনুষ্যগণ উন্নতি লাভ করেন।

'অথর্ববেদে' আছে,

"স বৈ ঋগ্‌ভ্যোঽজায়ত তস্মাদৃচোঽজায়ন্ত।"

'তিনি নিশ্চয় ঋক্‌সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহা হইতে ঋক্‌সমূহ উৎপন্ন হইল।' সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদসমূহ ব্রহ্ম হইতে নির্গত হয়। আবার ঐ বেদেরই সাহায্যে মানুষ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়। ইহাকেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম "ঋক্‌সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেন।" সুতরাং ব্রহ্ম একমাত্র বেদগম্য। সেই কারণে ব্রাহ্মণাদিতে বেদের স্বাধ্যায়ের এত প্রশংসা আছে।

১। সায়ন মনে করেন যে,'সাংপরায়ে' অর্থ "পরলোকগমনবেলায়"। তাহা হইলে অভিপ্রায় এই বলিয়া বোধ হয়,—যাহারা বেদের সহায় ব্যতীত অন্য উপায়ে পরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা সারা জীবন পরিশ্রম করিয়াও জীবনের অন্তিম সময়েও উহাকে ঠিক ঠিক এমন কি মননও করিতে পারে না, অবগত হওয়ার কথা দূরে থাক। অর্থাৎ ব্রহ্ম "বেদব্যতিরিক্ত প্রমাণান্তরের অগোচর"।

২। তৈত্তিব্রা, ৩।১২।৯।৭ ৩। তৈত্তিব্রা, ৩।১২।৯।৮

"ঋচীসম"

বেদে ইন্দ্রের এক আখ্যা পাওয়া যায় "ঋচীসম"।[১] কখন কখন তিনি ঐ নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন।

"অব চষ্ট ঋচীসমোঽবতাঁ ইব মানুষঃ।"[২]

'ঋচীসম দেখেন, যেমন মানুষ কূপাদিকে দেখিয়া থাকে।' অর্থাৎ যেমন তৃষিত মনুষ্য কূপাদিকে খুঁজিয়া থাকে, তেমন (সোমাভিলাষী) ঋচীসম (ইন্দ্র) সোমপ্রদ যজমানকে খুঁজেন।

আচার্য যাস্ক বলেন, 'ঋচীসম' অর্থ "ঋচাসম" (ঋকের সমান অর্থাৎ যাদৃশ বলিয়া ঋক্ মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ঠিক তাদৃশই)।[৩] তাহাতে প্রকারান্তরে ইহা খ্যাপিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রের স্বরূপ একমাত্র ঋক্ হইতেই যথাযথ জানা যায়।

'ঋচীসম' সংজ্ঞায় এই ভাবও থাকিতে পারে যে, ঋকের জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। সুতরাং ব্রহ্ম ঋক্‌রূপ বা 'ঋচীসম'। ব্রাহ্মণাদিতে বেদের স্বাধ্যায়কে 'ব্রহ্মযজ্ঞ' বলা হইয়াছে।[৪] 'শতপথব্রাহ্মণে' ঐ ব্রহ্মযজ্ঞের পদ্ধতি কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করত উহার ফল এই বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে,—

"অতি হ বৈ পুনর্মৃত্যুং মুচ্যতে গচ্ছতি ব্রহ্মণঃ সাত্মতাং"[৫]

'পুনর্মৃত্যুকে অতিক্রম করে, ব্রহ্মের সাত্মতা লাভ করে।' 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র মতে, স্বাধ্যায় বা ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা মনুষ্য "পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে, ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করে।"[৬] 'শাঙ্খায়নারণ্যকে' কেবল এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে, "বৈরাগ্য-সংস্কৃত শরীরে ব্রহ্মযজ্ঞনিষ্ঠ" হইলে মনুষ্য "পুনর্মৃত্যুকে অপজয় করে।"[৭] তাৎপর্য

১। যথা দেখ—
ঋক্‌সং, ১৷৬১৷১ ; ৬৷৪৬৷৩ ; ৮৷৩২৷২৬ ; ৮৷৬২৷৬ ; ৮৷৯০৷১ ; ৮৷৯২৷৯ ; ১০৷২২৷২
অথর্বসং, ২০৷৬৪৷১ ; ২০৷১০৪৷৩
সামসং, পূ, ৩৷৮৷৭ ; উ, ৭৷২ ; ৮৷১০

২। ঋক্‌সং, ৮৷৬২৷৬

৩। 'নিরুক্ত', ৬৷২৩
সায়ন বলেন,
"যাদৃশী স্তুতিঃ ক্রিয়তে তৎসমাস্বেতার্থঃ।" (ঋক্-ভাঃ, ১৷৬১৷১)
"ঋচীসম ঋচা সম ঋক্ যাদৃশং রূপং প্রতিপাদয়তি তাদৃগ্‌রূপঃ" (ঋক্‌ভাষ্য, ৬৷৪৬৷৪)

৪। "স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ"—(শতব্রা (মাধ্য), ১১৷৫৷৬৷৩)
আরও দেখ—তৈত্তিআ, ২৷১০

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১১৷৫৷৬৷৯ ৬। তৈত্তিআ, ২৷৯ ও ১৪

৭। শাঙ্খাআ, ১৩৷১

এই যে, স্বাধ্যায়ের বা ব্রহ্মযজ্ঞের পরম ফল ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মনুষ্য ব্রহ্ম হয় এবং অমৃত হয়। তাই বলা হইয়াছে যে, স্বাধ্যায়ের পরম ফল "ব্রহ্মের সাত্মতা" (= ব্রহ্মের স্বরূপতা বা ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্মতা) এবং মুক্তি।

যাহারা বেদ পাঠ করিয়াও উহার পরম মর্ম ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে নাই, দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন, উহাদের বেদপাঠ নিষ্ফল। অপরে তাহাদের আরও তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। যথা, বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন,

"ইমে যে নার্বাঙ্ ন পরশ্চরন্তি
ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া
সিরীস্তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ॥"[১]

'যাহারা ইহলোক কিংবা পরলোক কোনটারই চর্চা করে না, তাহারা ব্রাহ্মণ কিংবা ঋত্বিক্ হয় না। সেই সকল অবিদ্বান্ পাপ দ্বারা (অর্থাৎ অন্যায়রূপে) বাক্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষিকর্মের উপযুক্ত হয়।' তাহাদের নিকট বেদ, ভগবান্ সনৎকুমার বলেন,[২] নাম (বা শব্দরাশি) মাত্র, এবং ভগবান্ আঙ্গিরস বলেন,[৩] অপরা বিদ্যা মাত্র। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে, দেবর্ষি নারদ সমস্ত বেদ, তথা অন্যান্য বহু শাস্ত্র পড়িয়াও আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি 'মন্ত্রবিৎ' মাত্রই হইয়াছিলেন, 'আত্মবিৎ' হইতে পারেন নাই; তাই শোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৪] আচার্য যাস্ক ঐ বিষয়ে দুইটি তীব্র নিন্দা-বাক্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূ-
দধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে
নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥
যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ।"[৫]

১। ঋক্‌সং, ১০।৭১।৯ ২। ছান্দোউ, ৭।১।৩,৪
৩। মুণ্ডউ, ১।১।৫ ৪। ছান্দোউ, ৭।১।২-৩
৫। 'নিরুক্ত', ১।১৮ ইহার সহিত "সুশ্রুতসংহিতা'র (সূত্রস্থান, ৪র্থ অধ্যায়) নিম্নোক্ত বচন তুলনীয়,—

প্রথম বচন 'শাঙ্খায়নারণ্যকে'র ।[1]

সর্বভবন

ব্রহ্ম সর্বাত্মক। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ জীবও সার্বাত্ম্য লাভ করিতে পারে।

"ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে"[2]

'(বিদ্বান্) মনুষ্যগণ স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব হইব।' বেদে সার্বাত্ম্য প্রাপ্তির কতিপয় দৃষ্টান্ত আছে। যথা,

(১) বামদেব ঋষি সার্বাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় কৃত তাঁহার উক্তি 'ঋগ্বেদে'র চতুর্থ মণ্ডলের ২৬তম সূক্তে বিবৃত আছে। ঐ সূক্ত সাধারণতঃ তাঁহার নামে 'বামদেব-সূক্ত' নামে অভিহিত হয়। উহা হইতে তিনটি ঋক্ উদ্ধৃত হইল।

"অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং
কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেঽ-
হং কবিরুশনা পশ্যতা মা॥ ১॥

'আমি মনু হইয়াছিলাম। আমিই সূর্য। আমিই (দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র) মেধাবী কক্ষীবান্ ঋষি। আমি আর্জুনির পুত্র কুৎস ঋষিকে প্রসন্ন করিয়াছি। আমিই উশনা কবি। (হে জনগণ, সর্বাত্মক) আমাকে দেখ।'

"অহং ভূমিমদদামার্য্যায়া-
হং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহমপো অনয়ং বাবশানা
মম দেবাসো অনু কেতমায়ন্॥ ২॥

"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য
চার্থেষু মূঢাঃ খরবদ্ বহন্তি॥"

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' (১১।১১।১৮) আছে,

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥"

১। শাঙ্খা, ১৪।২ ২। বৃহউ, ১।৪।১

'আমি আর্যগণকে ভূমি প্রদান করি এবং হবির্দাতা মনুষ্যকে বৃষ্টি প্রদান করি। আমি শব্দায়মান জল সর্বত্র আনয়ন করি। দেবগণ আমার সঙ্কল্পের অনুসরণ করে।'

> "অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং
> নব সাকন্নবতীঃ শম্বরস্য।
> শততমং বেশ্যং সর্বতাতা
> দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্॥ ৩॥"

'আমি মত্ত হইয়া শম্বরের নবনবতি পুরকে এককালে ধ্বংস করিয়াছিলাম। যখন অতিথিগ্ব দিবোদাসকে যজ্ঞে পালন করিয়াছিলাম, আমি তাহাকে শততম পুরী বাসের জন্য দিয়াছিলাম।'

বামদেব ঋষির সর্বভবনের উল্লেখ 'শতপথব্রাহ্মণে'ও আছে।[১] তথায় আছে যে, বামদেব "অহং ব্রহ্মাস্মি" ('আমি ব্রহ্মই'), ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ('প্রত্যবুধ্যত'), তাহাতেই তিনি 'সর্ব হইয়াছিলেন' ("সর্বমভবৎ")। তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে,

> "তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্বং ভবতি।"

'এখনও পর্যন্ত যে এই প্রকার জানে যে, 'আমি ব্রহ্মই', সে এই সমস্তই হয়।' বামদেবের একটি ঋক্ "ঐতরেয়ারণ্যকে'ও অনূদিত হইয়াছে।[২]

(২) পুরুকুৎসের পুত্র রাজর্ষি ত্রসদস্যু সর্বাত্মকতা উপলব্ধি করেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার স্বমহিমাখ্যাপন 'ঋগ্বেদে'র ৪র্থ মণ্ডলের ৪২তম সূক্তে নিবদ্ধ আছে—

> "মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য
> বিশ্বায়োর্বিশ্বে অমৃতা যথা নঃ।
> ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা
> রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ॥ ১॥

'সমস্ত বিশ্বের অধিপতি ক্ষত্রিয় (বা বলবান্) আমার রাষ্ট্র দ্বিবিধ। আমিই রূপবান্ ও অন্তিকস্থ বরুণ। সমস্ত অমর দেবগণ আমারই। তাহারা আমার ক্রতু করে। আমি মনুষ্যগণেরও রাজা। আমি সর্বেশ্বর।'

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।২।২২; বৃহউ, ১।৪।১০
২। ঋক্সং, ৪।২৭।১; ঐতআ, ২।৫।১

"অহং রাজা বরুণো মহ্যং
তান্যসুর্যাণি প্রথমা ধারয়ন্ত।
ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা
রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ॥ ২ ॥

'আমিই রাজা বরুণ। আমার জন্যই (দেবগণ) সেই সেই শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যসমূহ ধারণ করে। আমি রূপবান্ ও অস্তিকস্থ বরুণ' ইত্যাদি।

অহমিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বো-
র্বী গভীরে রজসী সুমেকে।
ত্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্
সমৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ ॥ ৩ ॥

'আমিই ইন্দ্র ও বরুণ। আমি মহিমাতে বিস্তীর্ণ দুরবগাহ এবং সুরূপ দ্যাবাপৃথিবী। আমি ত্বষ্টার ন্যায় সমস্ত ভুবনকে দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করি এবং সমভাবে পরিচালনা করি।'

"অহমপো অপিন্বমুক্ষমাণা
ধারয়ং দিবং সদন ঋতস্য।
ঋতেন পুত্রো অদিতের্ঋতা-
বোত ত্রিধাতু প্রথয়দ্বি ভূম ॥ ৪ ॥

'আমি সেচক জলকে সেচন করিয়াছি এবং ঋতের স্থানে দ্যুলোক ধারণ করিয়াছি। আমি ঋতের দ্বারা অদিতির পুত্র ঋতধা হইয়াছি। অধিকন্তু আমি ত্রিপ্রকারে আকাশকে বিশেষরূপে প্রথিত করিয়াছি।'

"মাং নরঃ স্বশ্বা বাজয়ন্তো
মাং বৃতাঃ সমরণে হবন্তে।
কৃণোম্যাজিং মঘবাহমিন্দ্র
ইয়র্মি রেণুমভিভূত্যোজাঃ ॥ ৫ ॥

'সুন্দর অশ্বযুক্ত সংগ্রামেচ্ছু যোদ্ধগণ আমাকে (অনুগমন করে)। তাহারা বৃত হইয়া আমাকেই সমরে আহ্বান করে। আমিই মঘবান্ ইন্দ্র হইয়া যুদ্ধ করি। অভিভবকরবলশালী আমি (সংগ্রামে) ধূলি উত্থিত করি।'

"অহং তা বিশ্বা চকরং নকির্মা
দৈব্যং সহো বরতে অপ্রতীতম্।
যন্মা সোমাসো মমদন্যদুক্‌থো-
ভে ভয়েতে রজসী অপারে ॥ ৬ ॥"

'আমি সেই সমস্ত কর্ম করিয়াছি। আমি অপ্রতিহত,—দৈববলও আমাকে বারণ করিতে পারে না। যখন সোমরস এবং উক্‌থ আমাকে মত্ত করে, তখন অপার দ্যাবাপৃথিবী উভয়ই চলিত হয়।'

অতঃপর ৪ ঋকে ত্রসদস্যু ইন্দ্র ও বরুণের প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, তাঁহার সার্বাত্ম্যবোধ বরাবর থাকিত না।

(৩) মহর্ষি-আম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্‌ও সর্বাত্মকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুভূতি 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্তে এবং 'অথর্ববেদে'র ৪র্থ কণ্ডিকার ৩০তম সূক্তে লিপিবদ্ধ আছে।[১] ঐ সূক্ত 'দেবীসূক্ত' নামে খ্যাত। উহা অতি সুন্দর। আমরা উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামা-
-হমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্য-
-হমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥[২]

'আমিই রুদ্রগণ এবং বসুগণ রূপে বিচরণ করি। আমিই আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ রূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কেও আমিই ধারণ করি।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্য-
হং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দদামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥[৩]

১। মন্ত্রের ক্রম সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থে পার্থক্য আছে। এই দেবীসূক্তের উল্লেখ 'শাখায়নারণ্যকে'ও (৭।২৩) আছে। তথায় ইহা 'বাক্' পক্ষে গৃহীত হইয়াছে। "সর্বা বাগ্‌ব্রহ্মেতি হ স্মাহ লৌহিক্যো যে তু কেচন শব্দা বাচমেব তাং বিদ্যাত্তদপ্যেতদৃষিরাহাহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামীতি" ইত্যাদি।

২। ঋক্‌সং, ১০।১২৫।১ ; অথসং, ৪।৩০।১ ৩। ঋক্‌সং, ১০।১২৫।২ ; অথসং, ৪।৩০।৬

'আমিই আহন্তব্য (হনন দ্বারা নিষ্কাশিত ঔষধিরস বা শত্রুহন্তা দেবতাত্মক) সোমকে ধারণ করি। আমিই ত্বষ্টা, পূষণ্‌ ও ভগকে ধারণ করি। যে উত্তম হবি এবং সোমদ্বারা দেবতাদিগকে তৃপ্ত করে, সেই যজমানকে আমি ধন প্রদান করি।

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্‌।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্‌ ॥[১]

'আমিই (জগতের) অধীশ্বরী এবং (উপাসককে) ধনদাত্রী। আমি তত্ত্বদর্শ এবং যজ্ঞার্হদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (প্রপঞ্চরূপে) বহুভাবে অবস্থিত এবং (জীবরূপে) বহুত্র প্রবিষ্ট। আমি বহু দেশে অবস্থিত। এতাদৃশ আমাকেই দেবতাগণ বিধান করেন।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌।
অমন্তবো মান্ত উপ ক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥[২]

'যে অন্ন ভক্ষণ করে, দর্শন করে বা প্রাণ ধারণ করে, সে আমারই (শক্তি) দ্বারা (সেই সেই কর্ম) করে ; যে শ্রবণ করে সে আমারই উক্তি শ্রবণ করে। আমাকে না জানিয়াই তাহারা তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে বিদ্বান্‌গণ, আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্‌ ॥[৩]

'দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণের প্রার্থনীয় এই (সর্বাত্মতত্ত্বে) উপদেশ আমি নিজেই করিতেছি। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উগ্র (বা অপর হইতে শ্রেষ্ঠ) করি, —তাহাকে ব্রহ্মা, ঋষি বা তত্ত্বজ্ঞ করি।'

১। ঋক্সং, ১০।১২৫।৩ ; অথসং, ৪।৩০।২ ২। ঋক্সং, ১০।১২৫।৪ ; অথসং, ৪।৩০।৪
৩। ঋক্সং ১০।১২৫।৫ ; অথসং, ৪।৩০।৩ ('দেবানামুত মানুষাণাং' পাঠান্তরে)

"অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্য-
হং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥"[১]

'রুদ্র যখন ব্রহ্মদ্বেষী শত্রুকে হনন করিতে উদ্যত হন, আমি তাঁহার ধনু বিস্তার করিয়া দিই। আমি (শরণাগত) লোকদিগের জন্য সংগ্রাম করি। আমি দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া আছি।

"অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতা-
মূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥"[২]

'আমিই আকাশকে প্রসব করিয়াছি, তাহা এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বভুবনের মস্তকে (অর্থাৎ আদি)। আমার যোনি সমুদ্রে,—জলমধ্যে। অনন্তর আমি বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিবিধরূপে অবস্থান করিতেছি। অপিচ ঐ স্বর্গলোককে আমি দেহ দ্বারা স্পর্শ করিতেছি।'

"অহমেব বাত ইব প্র বাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সং বভূব ॥"[৩]

'বিশ্বভুবনকে প্রারম্ভ করিতে আমি বায়ুর ন্যায় (স্বভাবতই) প্রবৃত্ত হই। আমি এই ভূলোকের পরে, আকাশেরও পরে (অর্থাৎ সর্বাতীত)। আমার নিজ মহিমায় এই সমস্ত সম্ভূত হইয়াছে।

(৪) 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ২৭শ সূক্তের ঋষি ইন্দ্রের পুত্র বসুক্র। তিনি ইন্দ্রদেবতার সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করেন।[৪] পরন্তু তাহার ঐ

১। ঋক্‌সং, ১০।১২৫।৬; অথসং, ৪।৩০।৫ ২। ঋক্‌সং, ১০।১২৫।৭; অথসং, ৪।৩০।৭
৩। ঋক্‌সং, ১০।১২৫।৮; অথসং, ৪।৩০।৮
৪। ঐ সূক্তে যে বসুক্র ঋষির ব্রহ্মাত্মৈকাত্মতার উল্লেখ আছে তাহা 'ঐতরেয়ারণ্যকে' (১।২।২) ও উক্ত হইয়াছে,—"তদু বাসুক্রং ব্রহ্ম বৈ বসুক্রো" ইত্যাদি।

ইন্দ্রাত্মৈক্যবোধ বরাবর থাকিত না। যখন ঐ বোধে আরূঢ় থাকিতেন তখন তিনি ইন্দ্ররূপে নিজের মহিমা খ্যাপন করিতেন ; তখন তিনি বামদেবাদির ন্যায় উত্তমপুরুষের ("অহং") প্রয়োগ করিতেন। সেই স্থিতি হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন তাঁহার জীবভাব, বসুক্রাভিমান, ফিরিয়া আসিত তখন তিনি আপনা হইতে ভিন্নরূপে ইন্দ্রের স্তুতি করিতেন, তখন তিনি মধ্যম পুরুষের ব্যবহার করিতেন। ঐ সূক্তে সর্বসমেত ২৪টী ঋক্ আছে। তন্মধ্যে ১—৬, ৮—১২ ও ১৯—২০ ঋকে ইন্দ্রাত্মৈক্য বোধাবস্থায় আত্মমহিমা খ্যাপিত হইয়াছে এবং ৭, ১৩—১৮ ও ২১—২৪ ঋকে জীবভাবে ইন্দ্রের স্তুতি আছে। আমরা এইখানে একটা ঋক্ (৯ম) উদ্ধৃত করিতেছি।

"সং যদ্বয়ং যবসাদো জনানা-
মহং যবাদ উর্বজ্রে অন্তঃ।
অত্রা যুক্তোঽবসাতারমিচ্ছা-
দথো অযুক্তং যুনজদ্ববন্বান্॥"

'প্রাণীদিগের মধ্যে যাহারা যবতৃণভোজী (অর্থাৎ পশু) এবং যাহারা যবভোজী (অর্থাৎ মনুষ্য) সে সকল আমিই বলিয়া সম্যক্ (জানিও)। হৃদয়াভ্যন্তরস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আমিই (অবস্থিত)। তাহাতে (হৃদয়াকাশে) সমাহিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিতে ইচ্ছা কর। তখন অযুক্ত বিষয়ভোগী পুরুষদিগের নিয়োক্তা হইবে।'

(৫) কথিত আছে যে, ইন্দ্র লব ঋষির রূপ ধারণ করিয়া সোমপান করিতেছিলেন। অপর ঋষিগণ তাহা দেখিয়া ফেলেন। তখন তিনি নিজের স্তুতি করেন। 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ১১৯তম সূক্তে তাহা নিবদ্ধ আছে। উহা ইন্দ্রাত্মৈক্যবোধসম্পন্ন লব ঋষিরই আত্মস্তুতি মনে হয়, অপর কিছু নহে। ঐ সূক্তে সর্বসমেত ১৩টি মন্ত্র আছে। প্রত্যেকের শেষ বাক্য "কুবিৎ সোমস্যাপামিতি" অর্থাৎ 'আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি।' ঐ সোম ঔষধি সোম নহে, ব্রহ্মানন্দরস বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মানন্দরসে মত্ত হইয়া লব ঋষি নেশায় মত্ত পাগলের মত ব্যবহার করিতেন।[১] উহার মধ্যে

১। জীবন্মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে 'ঋগ্বেদে' আছে, "উন্মদিতা মৌনেয়েন" (১০।১৩৬।৩)। পরে দেখ।

কতেকটা আত্মগোপনের ভাবও থাকিতে পারে। যাহা হউক, অপর ঋষিগণ তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন। তখন লব ঋষি তাঁহাদিগের নিকট আপনার ব্রহ্মানুভূতির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করেন।

(৬) বিশ্বামিত্র ঋষি অনুভব করিয়াছিলেন যে

"অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা
ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতূ রজসো বিমানোঽ-
জস্রং ঘর্মো হবিরস্মি নাম ॥"[১]

'আমি জন্মেই জাতবেদা অগ্নি, ঘৃত আমার চক্ষু এবং অমৃত আমার। আমিই অর্ক (বা প্রাণদেবতা), ত্রিধা আপনাকে বিভক্ত করিয়া[২] (বায়ুরূপে) অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাতা, অজস্রজ্যোতিঃ (বা আদিত্যরূপে দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতা) এবং আমিই হবি (বা ভোগ্যবস্তু)।' অগ্নি, জাতবেদা, ঘৃত ও অমৃত শব্দগুলির প্রত্যেককে সায়ন দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রকারেই জানা যায় যে, এই মন্ত্রে বিশ্বামিত্র ঋষি আপনার সার্বাত্মানুভূতি খ্যাপন করিয়াছেন। সায়নও তাহা বলিয়াছেন। মহীধরও মনে করেন যে, এই মন্ত্র "অগ্ন্যদ্বৈতবাদিনী", উহা হইতে "আত্মাগ্ন্যদ্বৈতবোধ" লাভ হয়।[৩] 'বাজসনেয়সংহিতা'য় ঐ মন্ত্রের অব্যবহিত পরে আছে,

"ঋচো নামাস্মি যজূংষি নামাস্মি সামানি নামাস্মি ॥"[৪]

'আমিই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ।' তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না যে উক্ত মন্ত্র বিশ্বামিত্রের সার্বাত্ম্যবোধ খ্যাপন করে।[৫]

১। ঋক্‌সং, ৩।২৬।৭; বাজসং (মাধ্য), ১৮।৬৬; মৈত্রা সং, ৪।১২।৫, নিরুক্ত, ১৪।২; সামসং, পূ, ৬।১২।১২, 'ত্রিধাতুরর্কো' এবং 'ঘর্মঃ' ও 'নাম' স্থলে 'জ্যোতিঃ' ও 'সর্বং' পাঠান্তরে)

২। কথিত আছে যে প্রাণদেবতা অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্য—এই ত্রিভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকে অবস্থিত আছেন। এই মন্ত্রে বিশ্বামিত্র ঋষি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাণদেবতার সঙ্গে অভেদ বোধ হওয়াতে তিনি প্রাণদেবতার সমস্ত লীলা আপন লীলা বলিয়া অনুভব করিতে থাকেন।

৩। বাজসং (মাধ্য), ১৮।৬৬, মহীধর ভাষ্য

৪। বাজসং (মাধ্য), ১৮।৬৭

৫। যাস্ক বলেন, "অথৈব মহানাত্মাত্মজিজ্ঞাসয়াত্মানং প্রোবাচ 'অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদাঃ' 'অহমস্মি প্রথমজাঃ' ইত্যেতাভ্যাম্।" (নিরুক্ত, ১৪।১)

(৭) অথর্ববেদে'র জনৈক ঋষি বলিয়াছেন,

"অহং বিবেচ পৃথিবীমুত দ্যা-
মহমৃতূং রজনয়ং সপ্ত সাকম্।
অহং সত্যমনৃতং যদ্ বদাম্য-
হং দৈবীং পরিবাচং বিশশ্চ॥
অহং জজান পৃথিবীমুত দ্যা-
মহমৃতূং রজনয়ং সপ্ত সিন্ধূন্
অহং সত্যমনৃতং যদ্ বদামি
যো অগ্নীষোমাবজুষে সখায়া॥"[১]

'আমি পৃথিবী ও দ্যুলোককে পরস্পর বিবিক্ত করিয়াছি এবং আমি সপ্ত ঋতুকে[২] পরস্পর সংহত করত উৎপথ করিয়াছি। যাহা সত্য ও মিথ্যা (বলিয়া লোকে খ্যাত) তাহা আমিই বলি। আমি দৈব বাণী পরিপ্রাপ্ত হইয়াছি। পৃথিবী ও দ্যুলোককে আমি উৎপন্ন করিয়াছি। আমি সপ্ত ঋতু[২] এবং সপ্ত সিন্ধুকে সৃষ্টি করিয়াছি। যাহা সত্য ও মিথ্যা তাহা আমিই বলি। আমি অগ্নি সোমকে (অর্থাৎ ভোক্তৃভোগ্যাত্মক নিখিল জগতের কারণকে) সখারূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, (সুতরাং আমি তাদৃশ কর্মকরণে সমর্থ)।'

(৮) অপর এক ঋষি বলিয়াছেন[৩]

"পরি দ্যাবাপৃথিবী সদ্য আয়-
মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
বাচমিব বক্তরি ভুবনেষ্ঠা
ধাস্যুরেষ নন্বেষো অগ্নিঃ॥

'(আমি) সদ্যই (অর্থাৎ জ্ঞানোদয় সমকালেই) দ্যাবাপৃথিবীকে সর্বতঃ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ঋতের প্রথমোৎপন্নের (হিরণ্যগর্ভের) ন্যায় অবস্থিত আছি। বক্তাতে বাক্যের ন্যায় উহা (হিরণ্যগর্ভ) সর্বভূতে অবস্থিত। উহা (জগতের) পোষক। (কেননা,) উহা (বৈশ্বানর) অগ্নি।

১। অথসং, ৬।৬১।২-৩
২। বসন্তাদি ছয় সাধারণ ঋতু এবং সংসর্গাংহস্পতি নামক এক অধিমাস ঋতু।
৩। অথসং, ২।১।৪-৫

"পরি বিশ্বা ভুবনান্যায়-
মৃতস্য তন্তুং বিততং দৃশে কম্।
যত্র দেবা অমৃতমানশানাঃ
সমানে যোনাবধ্যৈরয়ন্ত ॥"

'যাহাতে অমৃত প্রাপ্ত দেবগণ এক কারণে অধিগমন করেন (অর্থাৎ একীভূত হন), অমৃতের বিতত তন্তুস্বরূপ সেই প্রজাপতিকে দেখিতে আমি সমস্ত ভুবনকে সর্বত প্রাপ্ত হইয়াছি।'

(৯) 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' জনৈক ব্রহ্মবিদ্ ঋষির স্বানুভবোক্তি বিবৃত হইয়াছে,—

"নাম নামৈব নাম মে। নপুংসকং পুমাংস্ত্র্যস্মি। স্থাবরোঽস্ম্যথ জঙ্গমঃ। যজেঽযক্ষি যষ্টাহে চ। ময়া ভূতান্যযক্ষত। পশবো মম ভূতানি। অনুবন্ধ্যোঽ-স্ম্যহং বিভুঃ।"[1]

'আমার (বিভিন্ন) নাম, নাম মাত্রই। আমিই নপুংসক, পুরুষ ও স্ত্রী। আমিই স্থাবর ও জঙ্গম। আমিই (যজমানরূপে) যজ্ঞ করিয়াছিলাম, করি এবং করিব। আমার দ্বারাই সমস্ত প্রাণী যজ্ঞ করিয়াছিল। পশুগণ আমারই ভূতসমূহ (অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিদেহ মৎস্বরূপ পঞ্চভূতাত্মক) এবং (তত্তৎশরীরে আত্মারূপে) আমিই অনুবন্ধ আছি। আমি বিভু।' অর্থাৎ যেহেতু সমস্ত বস্তু আমিই, সেই হেতু স্ত্রী-পুরুষ-নপুংসক-ভেদ, স্থাবর-জঙ্গম-ভেদ, যজ্ঞকর্তা-যজ্ঞীয়দ্রব্য-ভেদ, এবং আত্মা-শরীরভেদ নামভেদ মাত্র। তন্মধ্যে বস্তুভেদ কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। বস্তুও একমাত্র আমিই। অপর সমস্তই,—দেবমনুষ্যাদি, স্ত্রীপুরুষাদি, স্থাবর-জঙ্গমাদি আমারই নাম বিশেষ মাত্র। সুতরাং উহাদের প্রতীয়মান ভেদসত্তা সত্য নহে। এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। স্ত্রী-পুরুষাদি ব্যবহারিকভেদ নামমাত্রই সত্য নহে—ঋষির এই অনুভব সত্য কিনা তাহা নির্ণয়ের জন্য, তৎপ্রাক্ ঋষিগণের অনুভবের সহিত তিনি আপন অনুভব মিলাইয়াছেন। তিনি দীর্ঘতমা ঋষির বাণী স্মরণ করিয়াছেন।

১। তৈত্তিআ, ১।১১।৩-৪

"স্ত্রিয়ঃ সতীস্তা উ মে পুংস আহুঃ
পশ্যদক্ষণ্বান্ন বিচেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈমা চিকেত
যস্তা বিজানাৎ সবিতুঃ পিতা সৎ ॥"[১]

যাহারা স্ত্রী বলিয়া (লোকে) প্রসিদ্ধ আছে, তাহারাই আবার পুরুষ বলিয়া (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) আমায় বলিয়াছেন।[২] চক্ষুষ্মান (অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী) তাহা জানেন। অন্ধ (বা অজ্ঞানী[৩]) তাহা বুঝে না। যে পুত্র ক্রান্তদর্শী, সে ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারে। যে ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারে সে সবিতার পিতা (অর্থাৎ পরব্রহ্ম) হয়।' এইরূপে দেখা যায় স্ত্রীপুরুষাদিভেদ অজ্ঞানকৃত।

(১০) ব্রহ্মজ্ঞানী ত্রিশঙ্কু আপনার অনুভূতি এইপ্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন, —"আমি (সংসার) বৃক্ষের পরিচালক। আমার মহিমা গিরিশৃঙ্গবৎ (অর্থাৎ সমুন্নত এবং সর্বত্র প্রকাশ)। আমি ঊর্ধ্বপবিত্র (অর্থাৎ সর্বকারণ চিন্ময় ব্রহ্ম), যেমন সূর্য্য (তেমন বিশুদ্ধ) অমৃতস্বরূপ। আমি উত্তমদীপযুক্ত ধন (অর্থাৎ পরজ্যোতিঃস্বরূপ আত্মতত্ত্ব)। আমি সুমেধা (শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী), অমৃত এবং অক্ষিত (বা অব্যয়)।"[৪]

(১১) জনৈক ঋষি আপনার অনুভব এইপ্রকারে গান করিয়াছেন,[৫] —

"হা৩বু হা৩বু হা৩বু। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽ৩হ-মন্নাদোঽ৩হমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা৩স্য। পূর্বং দেবেভ্যো অমৃতস্য না৩ভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মা৩হবাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা৩দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাং৩। সুবর্ণ-জ্যোতীঃ।"

১। তৈত্তিআ. ১।১১।৪, 'ঋগ্বেদে'র মূলপাঠে 'সবিতুঃ' স্থলে 'স পিতুঃ' পাঠ আছে। নিরুক্ত, ১৪।২০

২। শ্রুতি মতে স্ত্রীপুরুষাদিভেদ শরীরেরই, আত্মার নহে। পরে দেখ

৩। যাস্ক বলেন, "তমোঽপাঙ্ক উচ্যতে নাস্মিন্ ধ্যানং ভবতি, ন দর্শনং।" এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি উক্ত ঋকে দ্বিতীয় চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। (নিরুক্ত, ৫।১৫)

৪। তৈত্তিআ, ৭।১০=তৈত্তিউ, ১।২০

৫। তৈত্তিআ, ৯।১০।৫-৬, তৈত্তিউ, ৩।১০।৬ অত্রস্থ শ্লোক স্বল্পবিস্তর পাঠান্তরে অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা সামসং পূ ৬।১০।৯ ('অমৃতস্য নাম', 'যাবৎ'); তৈত্তিব্রা, ২।৮।৮।১ ('নাভিঃ', 'অহমন্নং বশমিচ্ছয়ামি'); নিরুক্ত, ১৪।২

'আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ এবং উহাদের সমবায়ে উৎপন্ন দেহের কর্তাও আমিই। আমিই ঋত হইতে প্রথমোৎপন্ন—জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ববর্তী। আমিই অমৃতের নাভি (অর্থাৎ অধিষ্ঠান)।···আমিই সমস্ত বিশ্বভুবন হইয়াছি। আমি সুবর্ণজ্যোতিঃ।'

(১২) সুধন্বার পুত্রত্রয় সার্বাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি ঋত্বিক্‌রূপে এবং সূর্যরশ্মিরূপে তাঁহাদের স্তুতি করেন। 'ঋগ্বেদে'র ১ম মণ্ডলের ১৬১তম সূক্তে তাহা নিবদ্ধ আছে।[১]

ঐ সকল দৃষ্টান্ত ব্যতীত সর্বভবনের অনেক মহিমাও শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। যথা,

> "যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি॥"[২]

'যিনি সর্বভূতকে আপনাতে এবং আপনাকে সর্বভূতে দেখেন, তিনি আর সংশয় করেন না।' 'কাণ্বসংহিতা'য় এই মন্ত্রের 'বিচিকিৎসতি'র স্থলে 'বিজিগুপ্সতে' পাঠ আছে।[৩] তাহাতে জানা যায় যে সার্বাত্ম্যদর্শী কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যেহেতু তিনি সর্বত্র আত্মাকে দেখেন, আত্মা ভিন্ন কোন বস্তু দেখেন না, সেই হেতু তাঁহার কোন বিষয়ে সংশয় থাকে না। যে হেতু আত্মারূপে সমস্ত তাঁহার আপন, সেইহেতু তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন,

> "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।
> সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ॥

ইতি। স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতং চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।"[৪]

'(সর্ববস্তুকে ব্রহ্ম, অহং বা আত্মা বলিয়া) দর্শী মৃত্যুকে, রোগকে ও দুঃখকে দেখেন না। ঐ বিদ্বান্ সমস্তকে (ব্রহ্মাদিরূপে) দেখেন এবং (সেইহেতু) সমস্তকে সর্বপ্রকারে প্রাপ্ত হন। তিনি (ব্রহ্মাদিরূপে) এক-

---

১। নিরুক্ত, ১১।১৬ দ্রষ্টব্য।
২। বাজসং (মাধ্য), ৪০।৬
৩। কাণ্বসং, ৪।১০।১।৩=ঈশউ, ৬
৪। ছান্দোউ, ৭।২৬।২

রূপ হন, আবার (দৃষ্টিভেদে) তিন, পাঁচ, সাত বা নব রূপ হন। আবার তিনি এগার, ১১১ বা ১০২০ বলিয়াও কথিত হন।'[১] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,

> "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽ-
> স্মিন্ সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।
> স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা
> তস্য লোকঃ স উ লোক এব ॥"[১]

'অনেক অনর্থসঙ্কুল এবং বহুবিধ সন্দেহাস্পদ এই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট আত্মা যাঁহার অনুভূত এবং প্রতিবুদ্ধ, তিনি বিশ্বকৃৎ; কেননা, তিনি সকলের কর্তা। (সমস্ত)লোক তাঁহারই এবং তিনিই (সমস্ত)লোক।' 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে,

"স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা যেন সর্বমিদং প্রোতং পৃথিবী চান্তরিক্ষং চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশশ্চ স বৈ সর্বমিদং জগৎ স ভূতং স ভব্যং জিজ্ঞাসাক্লিপ্ত ঋতজা রয়িষ্ঠা শ্রদ্ধা সত্যো মহস্বাস্তমসোপরিষ্টাৎ।"[২]

'সেই ঐ পুরুষ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা।[৩] এই সমস্ত পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, দিক্‌সমূহ এবং বিদিক্‌সমূহ—সমস্তই তাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত। তিনিই এই সমস্ত জগৎ—তিনি ভূত, ভব্য, জিজ্ঞাসাক্লিপ্ত ঋতজা, রয়িষ্ঠা, শ্রদ্ধা, সত্য, মহান্ এবং অজ্ঞানান্ধকারাতীত।'

আরও দেখ

প্রশ্নোপনিষৎ,—৪।১০,১১
মুণ্ডকোপনিষৎ,—২।১।১০; ৩।২।৫
ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৭।২৫।১-২

সর্বাতীতভবন

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জীব ব্রহ্ম হয়। ব্রহ্মের দুই বিভাব—এক সর্বাত্মকভাব এবং অপর সর্বাতীতভাব। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, বেদোক্ত সাধনপদ্ধতির

১। শতব্রা (মাবা), ১৪।৭।২।১৭; বৃহউ, ৪।৪।১৩ ২। তৈত্তিআ, ১০।৬৩।১৭

৩। পঞ্চাত্মা সম্বন্ধে পুরাণে আছে,—

> "ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
> আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ॥"

মূলতত্ত্ব এই,—যে যেভাবে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়। সুতরাং সর্বাত্মক ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারাই জীব. সর্ব হয়। যেহেতু ঐভাবে ব্রহ্ম দ্বৈতাত্মক অর্থাৎ স্বগতভেদযুক্ত, সেই হেতু আচার্য শঙ্কর ঐ ব্রহ্মৈকাত্ম্যদর্শনকে "দ্বৈতৈকত্বাত্ম-দর্শন" বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্মসহিত দ্বৈতৈকত্বাত্মদর্শন-সম্পন্ন বিদ্বান্ দেহত্যাগের পর জগদাত্মত্ব বা হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।[১] পুণ্যসঞ্চয়ের পরমোৎকর্ষ, তিনি বলেন, দ্বৈতৈকত্বাত্মপ্রাপ্তিই।[২] শ্রুতি বলিয়াছেন,

"মৃত্যুরস্যাত্মা ভবত্যেতাসাং দেবতানামেকো ভবতি।"[৩]

'মৃত্যু তাহার আত্মা হয়, সে ঐ দেবতাদিগের একজন হয়।' অশনায়ালক্ষণ মৃত্যু প্রথমোৎপন্ন পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতিই।[৪] সুতরাং তাঁহার সহিত ঐকাত্ম্যলাভ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভভবন বা প্রজাপতিভবন, শঙ্করের পরিভাষায়, দ্বৈতৈকত্বাত্মলাভই।[৫] উহাকে সপ্রপঞ্চব্রহ্মভবনও বলা যায়। সর্বাতীত বা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্যবোধও হইতে পারে। নারায়ণ ঋষি এবং বিশ্বকর্মা ঋষি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা—

"অত্যতিষ্ঠৎ সর্বাণি ভূতানীদং সর্বমভবৎ।"[৬]

'সর্বভূতকে অতিক্রম করত অবস্থিত ছিলেন এবং এই সমস্তই হইয়াছিলেন।' এখানে অবশ্য সর্বাতীতভবন এবং সর্বভবন উভয়েরই উল্লেখ আছে। উহা পরস্পর-বিরোধদোষযুক্ত মনে হইলেও তাহার পরিহার করা যাইত। তাঁহারা প্রথমে, জীবন্মুক্তদশায় সার্বাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং পরে, বিদেহ-মুক্তদশায় সর্বাতীতত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অথবা, দৃষ্টিভেদে উহার সমন্বয় করা যাইতে পারে। এক দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে সর্বাতীত এবং অপর

১। "কর্মসহিতেন দ্বৈতৈকত্বাত্মদর্শনেন সম্পন্নো বিদ্বান্ মৃতঃ সমবনীতপ্রাণঃ জগদাত্মত্বং হিরণ্যগর্ভস্বরূপং বা প্রাপ্নুয়াৎ।"—(বৃহউ, শঙ্কর-ভাষ্য, ৩।১।১৩)।

২। "পুণ্যস্য চ পর উৎকর্ষো ব্যাখ্যাতঃ ব্যাকৃতিবিষয়ঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপদ্বৈতৈকত্বাত্মপ্রাপ্তিঃ।" —(বৃহউ, ৩য় ব্রাহ্মণের শঙ্কর ভাষ্যের আভাস)

৩। বৃহউ, ১।১।৭ ৪। বৃহউ, ১।২।১

৫। শঙ্কর বলেন, "মৃত্যুশ্চ অশনায়ালক্ষণো বুদ্ধ্যাত্মসমষ্টিঃ প্রথমজো বায়ুঃ সূত্রং সত্যং হিরণ্যগর্ভঃ ; তস্য ব্যাকৃতো বিষয়ঃ—যদাত্মকং সর্বং দ্বৈতৈকত্বম্, যঃ সর্বভূতান্তরাত্মা লিঙ্গমমূর্তরসঃ, যদাশ্রিতানি সর্বভূতকর্মাণি, যঃ কর্মণাং কর্মসম্বদ্ধানাঞ্চ বিজ্ঞানানাং পরা গতিঃ পরং ফলম্।"—(বৃহউ-ভাষ্য, ৩।৩।১)

৬। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৭।১।১৪ ; ১৩।৬।১।১

দৃষ্টিতে সর্বাত্মক বলা যায়। ব্রহ্মকে সর্বাত্মক এবং সর্বাতীত উভয়ই বলা হয়। সেই প্রকারে ব্রহ্মভূত তাঁহাদিগকে সর্বাত্মক এবং সর্বাতীত উভয় বলা হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। 'শতপথব্রাহ্মণে'র দৃষ্টি কি ছিল জানি না। আচার্য যাস্ক লিখিয়াছেন,

"বিশ্বকর্মা ভৌবনঃ সর্বমেধে সর্বাণি ভূতানি জুহবাঞ্চকার স আত্মানমপ্যন্ততো জুহবাঞ্চকার।"[১]

'ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা (ঋষি) সর্বমেধে সমস্ত ভূতবর্গকে হবন করিয়াছিলেন ; পরিশেষে তিনি আপনাকেও হবন করিয়াছিলেন।' এইরূপে সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করত তিনি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্বাতীত বা নিষ্প্রপঞ্চ অবস্থাই। উহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা ঋষি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮১তম এবং ৮২তম সূক্তের মন্ত্র-দ্রষ্টা। ঐ মন্ত্রগুলি অপরাপর সংহিতায়ও পাওয়া যায়।[২] যাস্ক বলেন, ঐ সকল মন্ত্রে বিশ্বকর্মা ঋষি সর্বমেধ বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে উহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। 'বাজসনেয়সংহিতা'য় সর্বভবন ও তাহার মহিমা খ্যাপনের পর বলা হইয়াছে,

> "যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
> তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"[৩]

'যে সময় (তাহার) অবগতি হয় যে সমস্ত ভূতবর্গ আত্মাই, সেই সময় ঐ একত্বদর্শীর শোক কি ? আর মোহ কি ?' ইহাতে সর্বাতীত বা নিষ্প্রপঞ্চ অবস্থার মহিমাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'একত্ব' শব্দের বিশেষ উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, তখন কোন প্রকারের দ্বৈতবোধ নাই। আরও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সর্বভবনবিষয়ক মন্ত্রে আছে, "যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি" অর্থাৎ 'যিনি সর্বভূতবর্গকে আপনাতে' ইত্যাদি। তথায় 'যস্তু' প্রয়োগের বিশেষ রহস্য এই মনে হয় যে, বহু সাধকের মধ্যে যে

১। 'নিরুক্ত', ১০।২৬

২। যথা—তৈত্তিসং, ৪।৬।২।১-; বাজসং (মাধ্য), ১৭।১৭-; মৈত্রাসং, ২।১০।২; কাঠসং, ১৮।১; ইত্যাদি।

৩। বাজসং (মাধ্য), ৪০।৭; কাণ্বসং, ৪।১০।১।৭ (=ঈশউ, ৭)

সাধকের ঐ প্রকার সার্বাত্মা অবগতি হয়। আর, বর্তমান মন্ত্রে "যস্মিন্" প্রয়োগের গূঢ়রহস্য এই মনে হয় যে, সে সময়ে ঐ সাধকেরই অবগতি হয় যে, ইত্যাদি। এইরূপে মনে হয়, সর্বাতীত অবস্থাকে সর্বাত্মক অবস্থার পরভবী বলাই যেন শ্রুতির উদ্দেশ্য। 'বাজসনেয়সংহিতা'র অপর এক মন্ত্রে ঋষি নিষ্প্রপঞ্চ সত্তামাত্র বিশ্বানরজ্যোতি বা পরব্রহ্ম হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।[১] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন,

"ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি"[২]

'মুক্তিতে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না; দ্বৈতবোধ থাকে না।

"সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবতি"[৩]

এই বিষয়ের আরও বিশেষ বিবেচনা পরে করা যাইবে।

"যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কমবিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।"

ব্রহ্মসাম্য-ভবন

কোন কোন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীব ব্রহ্মের সাম্য লাভ করে।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"[৪]

'যখন দ্রষ্টা সুবর্ণবর্ণ (জগৎ) কর্তা এবং (জগতের) যোনি ঈশ্বর পুরুষ ব্রহ্মকে দর্শন করে, তখন ঐ বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপকে পরিত্যাগ করত নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়।' ঐ মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই মন্ত্রে 'সমান' শব্দ 'এক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'এক' অর্থে 'সমান' শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদেও বহু পাওয়া যায়।[৫] সুতরাং 'সাম্য' অর্থ 'একীভাব' বা 'একত্ব'। ঐ

১। পূর্বে দেখ
২। বৃহউ, ২।৪।১২; ৪।৫।১৩
৩। বৃহউ, ৪।৩।৩২
৪। মুণ্ডউ, ৩।১।৩
৫। ঋক্‌স', ১।১৬৪।২০ (=মুণ্ডউ, ৩।১।১); ১।১৬৪।৪১; ৭।১০৩।৬, ইত্যাদি

'মুণ্ডকোপনিষদে'ই পরে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয় ("একীভবন্তি")[১]। ঐ সাম্য 'পরম' বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হওয়াতে বুঝা যায় উহা নিরতিশয় সাম্য অর্থাৎ সেই অবস্থায় ব্রহ্ম হইতে জীবের কিঞ্চিৎমাত্রও ভেদ থাকে না।[২] শ্রুতি পরে সমুদ্রে পতিত নদীর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, তখন ব্রহ্ম হইতে জীবের কোন পার্থক্য থাকে না, জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়।[৩]

ঋগ্বেদে আছে

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যা আবিবেশ।"[৪]

ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি মনে করেন যে, এই মন্ত্রোক্ত মহান্ দেব শব্দব্রহ্মই এবং উহার চতুর্থ পাদের তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ তাঁহার সহিত "সাম্য" লাভ করে।[৫] সুতরাং পতঞ্জলির মতে ঋগ্বেদে ব্রহ্মসাম্যলাভের কথা আছে।

ব্যক্তিত্ব লোপ

উপনিষদে কোথাও কোথাও উক্ত হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের ব্যক্তিত্ব থাকে না। যথা, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, পঞ্চভূতাত্মক উপাধি সম্পর্কে ব্যক্তিত্ব ("খিল্যভাব") উৎপন্ন হইয়াছে এবং জ্ঞানোদয়ে উপাধির সঙ্গে সঙ্গে উহা বিনষ্ট হয়।[৬] অন্যত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা অতি পরিষ্কার করা হইয়াছে। যম নচিকেতাকে বলেন

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥"[৭]

১। মুণ্ডউ, ৩৷২৷৭

২। শঙ্কর বলিয়াছেন, "পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং দ্বৈতবিষয়াণি সাম্যান্যতোঽর্বাঞ্চ্যোবাতোঽদ্বয়লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যম্"

৩। মুণ্ডউ, ৩৷২৷৮ ৪। পূর্ব্বধৃত

৫। "মহো দেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশেতি। মহান্ দেব শব্দঃ। মর্ত্যা মরণধর্মাণো মনুষ্যাস্তানাবিবেশ। মহতা দেবেন নঃ সাম্যং যথা স্যাদিতি···।" (ভাষ্যভূমিকা)

৬। পরে দেখ। ৭। কঠউ, ২৷১৷১৫

'শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত শুদ্ধ জল যে প্রকার তেমনই হয় (অর্থাৎ উভয়ে একই হয়), হে গৌতম, মননশীল বিজ্ঞানী পুরুষের আত্মাও তেমনই হয়।' অন্যত্র নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত আছে।

"গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্বে একীভবন্তি ॥"[১]

'(দেহারম্ভক প্রাণাদি) পনর কলা আপন আপন কারণে গত হয়। (চক্ষুরাদি) সমস্ত ইন্দ্রিয় (আদিত্যাদি) স্ব স্ব প্রতিদেবতায় (লীন হয়)। কর্মসমূহ এবং বিজ্ঞানাত্মা সমস্তই অব্যয় পরব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয়।'

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"[২]

'যেমন প্রবহমান নদীসমূহ (সমুদ্রে পড়িয়া) স্ব স্ব নাম ও রূপ পরিত্যাগ করত সমুদ্রে বিলীন হয়, সেই প্রকার বিদ্বান্ (জীব) নামও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।'

"স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।"[৩]

'সেই (দৃষ্টান্ত) এই—যে প্রকার সমুদ্রাভিমুখে প্রবহমান নদীসমূহ সমুদ্রকে পাইয়া বিলীন হয়, উহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং উহারা এক 'সমুদ্র' নামেই অভিহিত হয়, সেই প্রকার সর্বদ্রষ্টার (পরমপুরুষাভিমুখী) এই (প্রাণাদি) ষোল কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়, উহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং উহারা 'পুরুষ' বলিয়াই কথিত হয়। তিনি (তত্ত্বদর্শী) কলাবিহীন এবং অমৃত হন।'

১। মুণ্ডউ, ৩৷২৷৭ ২। মুণ্ডউ, ৩৷২৷৮ ৩। প্রশ্নউ, ৬৷৫

পরে প্রদর্শিত হইবে যে ব্রহ্মই শরীরোপাধি সম্পর্কে জীব হইয়াছেন।[১] জ্ঞানোদয়ে ঐ উপাধি ভঙ্গ হয়। সুতরাং জীবভাব বা জীবের ব্যক্তিত্ব যে তখন থাকে না, তাহা খুব স্বাভাবিকই। উহাকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কখন কখন ব্রহ্মে জীবের লয় বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর ঋষি ঐ "ব্রহ্মাপ্যয়" প্রার্থনা করিয়াছেন।

"যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোতি স নো দধাতু ব্রহ্মাব্যয়ম্।[২]

'তন্তুনাভ যেই প্রকার স্বভাবত (স্বোৎপন্ন) তন্তুসমূহ দ্বারা নিজেকে আবৃত করে, যেই এক দেব সেই প্রকারে স্বভাববশে প্রধানোৎপন্ন (নামরূপাদি) তন্তুসমূহ দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন, তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মাপ্যয় প্রদান করুন।' ঐ প্রকারে ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত জীব ব্রহ্ম হইতে পুনঃ নির্গত হয় না; সুতরাং জন্মমৃত্যুও প্রাপ্ত হয় না।

"লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ"[৩]

'অর্থাৎ ব্রহ্মপর ব্যক্তিগণ ব্রহ্মে লয় পায়, এবং যোনি (অর্থাৎ পুনর্জন্ম) হইতে মুক্ত হয়।'

স্বরূপপ্রাপ্তি

এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে, বেদান্তমতে মুক্তিতে জীবের 'সংজ্ঞা' বা ইন্দ্রিয়জ বিশেষবিজ্ঞান থাকে না, এবং ব্যক্তিত্বও থাকে না। তাই পরবর্তী বৈদিক দার্শনিকগণ মুক্তিকে 'নির্বাণ'ও বলিয়াছেন। পরন্তু, তাহা বলিয়া, তখন জীবের সম্পূর্ণ অভাব হয় না,—জীব শূন্যে পর্যবসিত হয় না। অর্থাৎ কোন কোন নৈরাত্ম্যবাদী বা শূন্যবাদী দার্শনিক মুক্তি বা নির্বাণকে যাহা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, বৈদিক দার্শনিক তাহা মনে করেন না।[৪] পরে প্রদর্শিত হইবে যে, শ্রুতিমতে জীবাত্মা নিত্য, উহা অজ ও অমর। সুতরাং উহার বিনাশ কখনও হইতে পারে না। অপর পক্ষে, বেদান্ত মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয়। ব্রহ্মভবন হেতুই জীবভাবের—ব্যক্তিত্বের এবং ইন্দ্রিয়জ বিশেষবিজ্ঞানের বিনাশ বা নির্বাণ হয়। সেই হেতু পরবর্তী বৈদিক

১। পরে দেখ। ২। শ্বেতউ, ৬।১০ ৩। শ্বেতউ, ১।৭

৪। দেখ "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥"—(তৈত্তিউ, ২।৬)

দার্শনিকগণ মুক্তিকে বিশেষ করিয়া 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলেন। উহাকেই সংক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহারা কখন কখন কেবল 'নির্বাণ' সংজ্ঞাও প্রয়োগ করিয়া থাকেন মাত্র। যাহা হউক, এইরূপে সিদ্ধ হয় যে, শ্রুতিমতে মুক্তিতে জীবের হ্রাস বা বিনাশ হয় না, বরং উহার বৃদ্ধি বা বৃংহণই হইয়া থাকে,—অণুমাত্রা হইতে উহা বৃহত্তম ব্রহ্ম হইয়া থাকে। 'শাণ্ডিল্যোপনিষৎ' নামে একটা ছোট উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, "চিদানন্দৈকরস সন্মাত্র" পরমতত্ত্ব জীবের, অথবা আরও প্রকৃত বলিতে, সর্ব জগতের, এই বৃংহণ করিয়া থাকে, এবং সেই হেতু উহা 'পরব্রহ্ম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[১] আরও দেখ, মুক্তিতেই যে জীব ব্রহ্ম হয়, কেবল তাহা নহে, শ্রুতির সিদ্ধান্ত অনুসারে[২] মুক্তির পূর্বেও, বন্ধনদশায়ও, উহা বস্তুতঃ ব্রহ্মই। কেননা, ব্রহ্মই জীব সাজিয়া বন্ধনগ্রস্ত হন। সুতরাং মুক্তিতে উহা আপন স্বরূপকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়; উহা ব্রহ্ম হয়, উত্তম পুরুষ হয়। যথা—শ্রুতি বলিয়াছেন,

"অথ য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি।"[৩]

'আর এই যে সম্প্রসাদ (অর্থাৎ সম্যক প্রসাদপ্রাপ্ত মুক্ত জীব) এই শরীর হইতে সম্যক্ উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে প্রকাশিত হয়। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়; এবং ইনিই ব্রহ্ম।' (আচার্য) এই কথা বলেন।

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।"[৪]

'সেই প্রকারে এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে সম্যক উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপে প্রকাশিত হয়। (তখন) তিনি উত্তম পুরুষ।' এই শ্রুতিবচনদ্বয়ের আধারে আচার্য বাদরায়ণ মীমাংসা করিয়াছেন যে, মুক্তিতে জীবের আপন স্বরূপ আবির্ভূত হয়,—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত।[৫]

১। "অথ হৈনমথর্বাণং শাণ্ডিল্যঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ সন্মাত্রং চিদানন্দৈকরসং কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্মেতি। স হোবাচাথর্বা যস্মাচ্চ বৃহতি বৃংহয়তি চ সর্বং তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্মেতি।" —(শাণ্ডিল্যোপনিষৎ, ৩।১)

২। পূর্বে দেখ।

৩। ছান্দোগ্য, ৮।৩।৪

৪। ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩

৫। ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।১৯; ৪।৪।১-৩

স্রষ্টৃত্বলাভ ও সর্বজ্ঞত্বলাভ

পূর্ব প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব যথোপযুক্ত সাধন বলে ইন্দ্র হইতে পারেন। বেদে ইন্দ্র বিশ্বস্রষ্টারই অপর নাম। সুতরাং বলিতে হয়, জীব বিশ্বস্রষ্টা হইতে পারে। ঐ বিষয়ে সাক্ষাৎ শ্রুতিবচনও আছে। যথা—যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, যিনি আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, "তিনি বিশ্বকৃৎ; কেননা, তিনি সকলের কর্তা।"[১] তিনি (প্রজাপতি, এই জগৎ সৃষ্টি করত) মনে করিলেন, আমিই এই সৃষ্টি, যেহেতু আমিই এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছি; সেই হেতু আমিই এই সৃষ্টি (বা সৃষ্ট জগৎ)। যিনি এই প্রকারে জানেন, তিনিও তাঁহার এই সৃষ্টিতে (স্রষ্টা) হন।"....তিনি যে (নিজের অপেক্ষাও) শ্রেয়তর দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, (স্বয়ং) মর্ত্য হইয়াও যে তিনি অমৃত দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু ইহা অতিসৃষ্টি। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিও তাঁহার (প্রজাপতির) এই অতিসৃষ্টিতে (স্রষ্টা) হন।"[২] স্রষ্টা প্রজাপতির সহিত অভেদবোধ হেতু সাধকেরও স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাই সার্ষ্টিতাপ্রাপ্তি। স্মৃতিতে আছে,

> "ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহানব্যক্তমেব চ।
> উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ।।"[৩]

'বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, ধর্মরাজ, মহত্তত্ত্ব এবং অব্যক্ত (ভবনকে) মনীষিগণ উত্তম সাত্ত্বিকী গতি বলিয়াছেন।'

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও আছে যে অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ, "অসতঃ সদ যে ততক্ষুঃ" অর্থাৎ অসৎ বা অব্যক্ত জগৎকারণ হইতে সৎ বা ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন।[৪]

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে যে, যে সূত্রাত্মা এবং অন্তর্যামী আত্মাকে জানে, "সে ব্রহ্মবিৎ, সে লোকবিৎ, সে দেববিৎ, সে বেদবিৎ, আত্মবিৎ এবং সে সর্ববিৎ।"[৫] মহর্ষি উদ্দালক এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঐ আত্মাদ্বয়কে জানিতেন। সুতরাং তাঁহারা সর্বজ্ঞ ছিলেন, বলিতে হইবে। শ্রুতিতে এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা আছে,[৬] অর্থাৎ কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী

১। পূর্বে দেখ। ২। বৃহউ, ১।৪।৫-৬ ৩। মনুস্মৃতি, ১২।৫০
৪। তৈত্তিআ, ১।১১।১ ৫। বৃহউ, ৩।৭।১ ৬। মুণ্ডক,

সর্বজ্ঞ হয়। অপর উপাসনা দ্বারাও জীব সর্বজ্ঞ হইতে পারে।[১] শুনঃশেফ ঋষি বলিয়াছেন,

"নিষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা।
সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ॥"[২]

'ধৃতব্রত এবং সুক্রতু বরুণ (প্রজ্ঞাবান্ প্রজাদিগের সাম্রাজ্যসিদ্ধ্যর্থ তাঁহাদের) মধ্যে আগমন করত নিশ্চিতরূপে (তাঁহাদের পূর্বভাবের) অবসাদ বা উচ্ছেদ করেন[৩] (অর্থাৎ তাঁহাদের বরুণত্বলাভ হয়)।'

"অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভি পশ্যতি।
কৃতানি যা চ কর্ত্বা॥"[৪]

'অতএব প্রজ্ঞাবান্ সমস্ত অদ্ভুত কর্মসমূহ অভিজ্ঞাত হন; যাহা কৃত হইয়াছে এবং যাহা কৃত হইবে, (অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই তিনি অভিদর্শন করেন)।'

সর্বব্যাপিত্বলাভ

জ্ঞানোদয়ে জীব আপনাকে সর্বগত বলিয়া উপলব্ধি করে। যথা—ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন,

"অহং পরস্তাদহমবস্তাদ্য-
দন্তরিক্ষং তদু মে পিতাভূৎ।
অহং সূর্যামুভয়তো দদর্শা-
হং দেবানাং পরমং গুহা যৎ॥"[৫]

১। ছান্দোগ্য, ২।২১।৪

২। ঋক্‌সং, ১।২৫।১০; মৈত্রাসং, ১।৬।২; ২।৬।১২; ৩।৭।১৬; ৪।৪।৭

৩। আনিষসাদ = আ (সমস্তাৎ) + নি (= নিশ্চয়) + সদ্ + 'সদ্' ধাতুর অর্থ 'বিশরণ' 'গতি' ও 'অবসাদ'

৪। ঋক্‌সং, ১।২৫।১১

৫। বাজসং (মাধ্য), ৮।৯; শতব্রা (মাধ্য), ৪।৪।২।১৪; 'কাণ্বসংহিতা' (১।৮।৬।২) ও 'কাণ্বশতপথব্রাহ্মণে' (৫।৪।৪।১০) "পিতা ন" পাঠান্তর আছে। আরও কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে এই মন্ত্র অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা—

"অহং পরস্তাদহমবস্তাদহং জ্যোতিষা বি তমো ববার।
যদন্তরিক্ষং তদু মে পিতাভূদহং সূর্যামুভয়তো দদর্শা-
হং ভূয়াসমুত্তমঃ সমানানাং॥"—(তৈত্তিসং, ৩।৫।৫।১)

মৈত্রাসং, ১।৩।২৬ (দ্বিতীয় চরণ "অহং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা" এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ যথাক্রমে তৈত্তিরীয় পাঠের চতুর্থ ও তৃতীয় চরণ)।

'আমি উপরে (দ্যুলোকে), আমি অধে (ভূলোকে) এবং অন্তরিক্ষ আমার পিতাভূত (অর্থাৎ পিতৃবৎ পালক)। আমি সূর্যকে উভয়ত (অর্থাৎ উপর ও নীচ উভয় দিক্ হইতে) দেখি। দেবতাদিগের যাঁহা পরম গুহা, আমিই তাহা।' মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন যে,[1]

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বম্ ॥"

'তিনিই (ভূমা-ব্রহ্ম) নীচে, তিনিই উপরে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে এবং তিনিই উত্তরে। তিনিই এই সমস্ত (জগৎ)।' তাঁহার সহিত ঐকাত্ম্যাবগতি হইলে জ্ঞানী উপলব্ধি করেন যে,

"অহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি।"

'আমিই নীচে, আমিই উপরে, আমিই পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে, আমিই দক্ষিণে, এবং আমিই উত্তরে। আমিই এই সমস্ত (জগৎ)।' মোট কথা, ব্রহ্ম সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী, সুতরাং ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ হেতু জীবও আপনাকে সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী বলিয়া উপলব্ধি করেন। জীবন্মুক্ত জুতি, বাতজুতি প্রভৃতি মুনিগণ সেইরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া 'ঋগ্বেদে' বিবৃত হইয়াছে[2] 'জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে' একটা প্রাচীন শ্লোক অনূদিত হইয়াছে। তাহাতে জনৈক ঋষির সর্বব্যাপিত্বানুভূতি বিবৃত আছে। ঋষি বলিয়াছেন,

"ময়ীদং মন্যে ভুবনাদি সর্বং
ময়ি লোকা ময়ি দিশশ্চতস্রঃ।
ময়ীদং মন্যে নিমিষদ্যদেজতি
ময্যাপ ওষধয়শ্চ সর্বাঃ ॥"[3]

'আমি অনুভব করিতেছি যে, ভুবনাদি সমস্তই আমাতেই (অবস্থিত আছে)। আমাতেই লোকসমূহ ; আমাতেই চারিদিক ; যাহারা নিমিষোন্মেষ করে এবং যাহারা চলে, তাহারা আমাতেই ; এবং আমাতেই সমস্ত জলসমূহ এবং

১। ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১ ২। পরে দেখ।

৩। জৈমিউব্রা. ৩।১৭।৬ এই শ্লোকটি মূলত কোথাকার জানা নাই। এই প্রকার বচন কৈবল্যোপনিষদে' পাওয়া যায়। (১।১৯ দেখ)

ঔষধিসমূহ।' তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, এবংবিধ জ্ঞানী ব্রহ্মাই। সুতরাং এবংবিধ জ্ঞানীকেই যজ্ঞে ব্রহ্মা নিযুক্ত করা উচিত।'

জীবন্মুক্তের ব্যবহার

'ঋগ্বেদে' (১০।১৩৬ সূক্তে) জীবন্মুক্ত পুরুষের স্থিতির এক অতি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। বাতরশন ঋষির পুত্র জূতি, বাতজূতি প্রভৃতি মুনিগণ আপনাদের নিম্ন প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।
বাতস্যানু ধ্রাজিং যন্তি যদ্দেবাসো অবিক্ষত ॥ ২ ॥

'বাতরশনের পুত্র মুনিগণ পিঙ্গলবর্ণ, তথা মলিন বস্ত্রসমূহ ধারণ করেন, তথা বায়ুর গতির অনুগামী হন (অর্থাৎ সর্বত্র বিচরণ করেন)।' যখন দেবগণ (তাঁহাদের) মধ্যে প্রবেশ করেন,

"উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ আ তস্থিমা বয়ম্।
শরীরেদস্মাকং যূয়ং মর্ত্তাসো অভি পশ্যথ" ॥ ৩ ॥

'মুনিভাব দ্বারা উন্মদিত (অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে উন্মত্ত) হইয়া আমরা বায়ুরূপে সমস্ততঃ অবস্থান করিতেছি (অর্থাৎ সর্বব্যাপী হইয়াছি)। হে মনুষ্যগণ, তোমরা আমাদের শরীরগুলি মাত্র দেখিতেছ (তাই আমাদিগকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিতেছ; পরন্তু আমরা বায়ুবৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অশরীর। তাহা তোমরা বুঝিতেছ না)।'

"অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপাবচাকশৎ।
মুনির্দেবস্যদেবস্য সৌকৃত্যায় সখা হিতঃ ॥ ৪ ॥

'মুনি সমস্ত পদার্থকে দর্শন করত আকাশ দ্বারা গমন করেন। তিনি সকল দেবতার সখা হন এবং সৎকর্মের জন্যই থাকেন।'

"বাতস্যাশ্বো বায়োঃ সখা দেবেষিতো মুনিঃ।
উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যশ্চ পূর্ব উতাপরঃ ॥ ৫ ॥"

'মুনি বায়ুর অশ্ব এবং সখা হন। তিনি দেবতাদিগেরও ইষ্ট হন। পূর্ব ও পশ্চিম এই উভয় সমুদ্রে তিনি গমন ও বাস করেন।'

১। জৈ।মউব্রা, ৩।১৭।১০ 'কৈবল্যোপনিষদে'ও আছে যে, এবংবিদ্ জ্ঞানী পরমাত্মরূপ হয়। (২।৫।১)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তির সাধন

বেদে বহু প্রকার উপাসনাপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে। উহারা সাধারণতঃ, বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহাদের সকলগুলির পর্যালোচনায় এখানে আমাদের প্রয়োজন নাই। সত্য কথা সরলভাবে বলিতে,—বৈদিক উপাসনাসমূহের তত্ত্বরহস্য আমি বুঝি না। সেই হেতু উহাদের যথাযথ পর্যালোচনা করিতে আমি নিশ্চয়ই সমর্থ নহি। তথাপি উহাদের অন্ততঃ কতিপয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা, যথাদৃষ্টশ্রুতার্থে বিবৃত করা, বিশেষতঃ উহাদের ফলের উল্লেখ করা, আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাই আমরা এই অধ্যায়ে তাহা করিব।

বেদোক্ত কোন কোন উপাসনার দ্বারা অভ্যুদয়লাভমাত্র হইয়া থাকে এবং কোন কোন উপাসনার দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। আবার অভ্যুদয়ফল বিদ্যাসমূহের মধ্যে কতকগুলির ফল দৃষ্ট বা ঐহিক এবং কতকগুলির ফল অদৃষ্ট বা পারলৌকিক। যে সকল বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, সেইগুলি 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামে অভিহিত হয়। শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরবিদ্যা, সংবর্গবিদ্যা, প্রাণ-বিদ্যা, ভূমাবিদ্যা, প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যাই। উহাদের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। সেই জন্য সেইগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে আমাদিগকে করিতে হইবে।

সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যার মূলতত্ত্ব এই,—

"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।"[১]

'তাহাকে (ব্রহ্মকে) যে যেরূপে উপাসনা করে সে নিশ্চয়ই সেইরূপ হয়।'

১। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।২০ ; মুদ্গলোপনিষৎ, ৩ ("তথৈব" পাঠান্তরে)।

কথিত হইয়াছে যে, তাঁহাকে অধ্বর্যুগণ (যজুর্বেদী পুরোহিতগণ) 'অগ্নি' ও 'যজু' বলিয়া উপাসনা করেন ; কেননা, তিনি সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে সংযুক্ত রাখেন ("ইদং সর্বং যুনক্তি")। তাহাকে ছান্দোগগণ 'সাম' বলিয়া উপাসনা করেন ; কেননা, তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ 'সমান' বা এক হয় ("এতস্মিন্ হীদং সর্বং সমানং")। তাঁহাকে বহ্বৃচগণ 'উক্থ' বলিয়া উপাসনা করেন ; কেননা, তাঁহা হইতে এই সমস্ত উত্থিত হয়। ("উত্থাপয়তি") যাতুবিদ্গণ তাঁহাকে 'যাতু' বলিয়া উপাসনা করেন ; কেননা, এই সমস্ত তাঁহার দ্বারা "যত" আছে। তাঁহাকে সর্পগণ 'বিষ' সর্পবিদ্গণ 'সর্প', দেবগণ 'ঊর্জ', মনুষ্যগণ 'রয়ি', অসুরগণ 'মায়া', পিতৃগণ 'স্বধা', দেবজনবিদ্গণ 'দেবজন', গন্ধর্বগণ 'রূপ' অপ্সরাগণ 'গন্ধ' বলিয়া উপাসনা

"অথ খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তথাক্রতুর্ভবতি যথাক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে হ ইতি।"[১]

'(বিদ্বান্‌গণ) বলিয়াই থাকেন,—এই জীব নিশ্চয়ই কামময়; সে যেমন কামনা করে তেমনই ক্রতু (= নিশ্চয় অধ্যবসায়) করে; যেমন ক্রতু করে, তদনুরূপ কর্ম করে; এবং যেমন কর্ম করে তেমনই হয়।'

"অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত।"[২]

'পুরুষ নিশ্চয়ই ক্রতুময়। পুরুষ ইহলোকে (থাকিতে) যেমন ক্রতু করে, ইহলোক হইতে প্রস্থান করত পরলোকে তেমনই হয়। অতএব তাহার ক্রতু কর্তব্য।' 'ক্রতু' শব্দের মর্মার্থ 'শতপথব্রাহ্মণে' পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"এতদ্বধ্যাত্মং স যদেব মনসা কাময়তে ইদং মে স্যাদিদং কুর্বীয়েতি স এব ক্রতুরথ যদস্মৈ তৎ সমৃধ্যতে স দক্ষঃ।"[৩]

'ইহাই অধ্যাত্মবিষয়ক। সে (জীব) যে মনে মনে কামনা করে।' "ইহা আমার হউক", "ইহা আমি করিব"—তাহাই ক্রতু। অনন্তর যাহা দ্বারা উহা সম্যক্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা দক্ষ।' এইরূপে জানা যায় 'ক্রতু' অর্থ দৃঢ় সঙ্কল্প। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "'ক্রতু' অর্থ 'নিশ্চয়', 'অধ্যবসায়', এই প্রকারই, অন্য কোন প্রকার নহে—এইরূপ অবিচল প্রত্যয়।"[৪] মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন,

"যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি।"[৫]

করেন। তিনি তাঁহাকে যে যে রূপে উপাসনা করেন, (তাঁহার নিকটে তিনি) তাহাই হন। তিনি তত্তৎ রূপ হইয়াই তাহাদের রক্ষা করেন। সুতরাং যিনি সর্বরূপে তাঁহাকে উপাসনা করেন, তিনি সর্বরূপ হইয়াই তাঁহাকে রক্ষা করেন, তিনি সর্ব হন। (শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।২০)।

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।৭; বৃহউ, ৪।৪।৫ ('তৎক্রতুঃ' ও 'যৎক্রতুঃ' পাঠান্তরে এবং 'হ' ব্যতীত)।

২। ছান্দোউ, ৩।১৪।১; ঈষৎ পাঠভেদে এই বচন 'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য), ১০।৬।৩।১) ও পাওয়া যায়—"অথ খলু ক্রতুময়োঽয়ং পুরুষঃ স যাবৎক্রতুরয়মস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যেবংক্রতুর্হামুং লোকং প্রেত্যাভিসম্ভবতি।"

৩। শতব্রা (মাধ্য), ৪।১।৪।১

৪। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, ৩।১৪।১

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৬।৩।২; ছান্দোউ, ৩।১৪।৪

'যাহার শ্রদ্ধা আছে এবং সংশয় নাই (সে নিশ্চয়ই তাহা হয়)।' সুতরাং আধুনিক ভাষায় 'ক্রতু' অর্থ 'শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং সংশয়বিহীন দৃঢ় বিশ্বাস।' ঐ প্রকার শ্রদ্ধা এবং দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে যাহা পাইতে বা হইতে কামনা করে সে নিশ্চয়ই তাহা পায় বা হয়,—ইহাই বেদোক্ত বিদ্যাসমূহের অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্ব।

উহা হইতে জানা যায় যে, উপাসনা দৃঢ় ভাবনা বিশেষ। কোন বিষয় না পাইলে মন কাহার চিন্তা করিবে? সেইহেতু উপাস্য বস্তুর প্রয়োজন। একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই মোক্ষলাভ হয়; অপর কোন উপায়ে মোক্ষ প্রাপ্তি হইতে পারে না। তাহাই বেদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য ব্রহ্মেরই উপাসনা কর্তব্য। পরন্তু ব্রহ্মস্বরূপ মনের অগোচর,—মন তৎসম্বন্ধে যথাযথ মনন করিতে পারে না। সেই হেতু ব্রহ্মকে কোন না কোন গুণ ও রূপ যুক্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ইহাও বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে, উপাস্যকে রূপবান্ বা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সাকার বলিয়া কল্পনা করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক নহে। কেননা, নিরাকারের উপাসনাও হইতে পারে। পরন্তু উপাস্য ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ হইতেই হইবে। সূক্ষ্ম বিষয় অপেক্ষা স্থূল বিষয়ের ধারণা মন অপেক্ষাকৃত সহজে করিতে পারে। সেই জন্য প্রথমাভ্যাসীর জন্য স্থূলরূপের কল্পনাও করিতে হয়। ব্রহ্মের মহিমা অনন্ত। অল্পবুদ্ধি জীবের পক্ষে সমগ্রের ধারণা করা সুকঠিন। তাই জীব আপন আপন অধিকার অনুসারে বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্নরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করে। ধারণার সৌকর্য্যার্থ কখন কখন অল্পাধিক অনুষ্ঠানও সংযুক্ত করিয়া দিয়া উপাসনা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে। কল্পিত রূপগুণ এবং সহায়ক অনুষ্ঠানের ভেদ অনুসারে বিদ্যাভেদ হইয়া থাকে। সেই কারণে বেদে কখন কখন একই বিদ্যার অবান্তর ভেদও দৃষ্ট হয়। পরন্তু সর্বত্রই ফল নিশ্চয়ই ভাবনানুযায়ী হইয়া থাকে, যাহার যে ভাবে দৃঢ় নিষ্ঠা হয়, তাহার সেই প্রকার ফল লাভ হইয়া থাকে। যথা—'ছান্দোগ্যোপনিষদে' বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ওঙ্কারকে আপ্তিগুণবিশিষ্ট বলিয়া উপাসনা করে, সে সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করে এবং যে উহাকে সমৃদ্ধিগুণবিশিষ্ট বলিয়া উপাসনা করে, তাহার কাম্যবস্তুসমূহ সমৃদ্ধ হয়।[১]

১। ছান্দোগ্য, ১।১।৭-৮

অভেদোপাসনা

মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয়,—সর্ব হয়। বেদোক্ত বিদ্যার উপরে উক্ত মূল তত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মভবন এবং সর্বভবনের সর্বাপেক্ষা সাক্ষাৎ সাধন হইবে 'আমি ব্রহ্ম' এবং 'আমি সর্ব' বলিয়া ক্রতু করা। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, ঐ প্রকার ক্রতুর ফলে জীব নিশ্চয়ই সরল পথে ব্রহ্ম ও সর্ব হইবে। এইরূপে সিদ্ধ হয় যে, অভেদ-ভাবনাই মুক্তিলাভের সাক্ষাত্তম সাধন। শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন,—

"স এব তত্ত্বমসীত্যাত্মাঽবগম্যোঽহং ব্রহ্মাস্মীতি।"[১]

'তুমি তাহাই' (এই উপদেশ লাভ করিয়া) 'আমি ব্রহ্মই' এই প্রকারে (ভাবনা দ্বারা) সেই আত্মা অবগত হওয়া যায়।'

"সত্যং ব্রহ্মেত্যুপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়োঽয়ং পুরুষঃ। স যাবৎক্রতুরয়মস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যেবংক্রতুর্হামুং লোকং প্রেত্যাভিসম্ভবতি ॥ ১॥ স আত্মানমুপাসীত। মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপমাকাশাত্মানং কামরূপিণং মনোজবসং সত্যসঙ্কল্পং সত্যধৃতিং সর্বগন্ধং সর্বরসং সর্বা অনু দিশঃ প্রভূতং সর্বমিদমভ্যাপ্তমবাক্কমনাদরং যথা ব্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বৈবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ো যথা জ্যোতিরধূমমেবং জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানাকাশাজ্জ্যায়ানস্যৈ পৃথিব্যৈ জ্যায়ান্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ স প্রাণস্যাত্মৈষ ম আত্মৈতমিত আত্মানং প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্য এবমেতদিতি ॥ ২ ॥"[২]

'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ,—এই বলিয়া উপাসনা করিবে। এই পুরুষ নিশ্চয় ক্রতুময়। সেই এই পুরুষ যে প্রকার ক্রতুসম্পন্ন হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, ঐ পরলোকে গিয়া সেই প্রকারই হয় ॥ ১ ॥ (সুতরাং) তাহার কর্তব্য আত্মাকে উপাসনা করা। (আত্মা) মনোময়, প্রাণশরীর, প্রকাশস্বরূপ, আকাশশরীর, কামরূপী, মনোজব, সত্যসঙ্কল্প, সত্যধৃতি, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সমস্ত দিক্‌বিদিকে প্রভূত, এই সমস্ত (জগৎকে) সর্বতোভাবে ব্যাপ্তকারী, বাক্‌রহিত,

---

১। শাখ্যাত্মা, ১৩

২। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৬।৩।১-২ কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে এই বচন 'ছান্দোগ্যউপনিষদে' (৩।১৪।১-৪)ও পাওয়া যায়।

এবং অনাদর (অর্থাৎ আগ্রহরহিত)। (উহা) তেমনই (অণু) যেমন ব্রীহি, যব, শ্যামাক, বা শ্যামাকতণ্ডুল; (আবার) দ্যুলোক হইতে বৃহৎ, আকাশ হইতে বৃহৎ, এই পৃথিবী হইতে বৃহৎ, সর্বভূত হইতেও বৃহৎ। এই অন্তরাত্মা পুরুষ হিরণ্ময়। যেমন নির্ধূম জ্যোতি (বা অগ্নি) তেমনই (উহা প্রকাশমান)। উহা প্রাণের আত্মা। উহা আমার আত্মা। ইহলোক হইতে গমন করত পরলোকে সর্বপ্রকারে ঐ আত্মাই হইব—এই প্রকার (ক্রতু করিবে)। (ঐ বিষয়ে) যাহার শ্রদ্ধা আছে, এবং সংশয় নাই, সে সেই প্রকারই (অর্থাৎ সে নিশ্চয় তাহাই হইবে)—(মহর্ষি) শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।'

"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি তদ্ধৈনান্ ভূত্বাঽবতি তস্মাদেতমেবংবিৎ সর্বৈরেবৈতৈরুপাসীত সর্বং হৈতদ্ ভবতি সর্বং হৈনমেতদ ভূত্বাঽবতি।"[১]

'তাহাকে (ব্রহ্মকে) যে যে রূপে উপাসনা করে (উপাসক) নিশ্চয় তাহা হয়। তাহা হইয়া ইহাদিগকে (এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে) রক্ষা করে। সুতরাং এবংবিৎ এই সমস্তেরই দ্বারা ইহাকে (অর্থাৎ আমি এই সর্বাত্মক ব্রহ্ম বলিয়া) উপাসনা করিবে। (তাহাতে সে) নিশ্চয়ই এই সমস্ত হইবে এবং তাহা হইয়া এই সমস্তকে রক্ষা করিবে।' তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি 'আমি এই সর্বাত্মক ব্রহ্ম বা সর্ব' বলিয়া উপাসনা করে—ক্রতু করে, সে নিশ্চয় সর্বাত্মক বা সর্ব হয়। আত্মরক্ষা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সুতরাং সর্বভূত মনুষ্য স্বভাবতই সর্বকে রক্ষা করে,—কাহাকেও হিংসা করে না।

'জৈমিনীয়োপনিষদব্রাহ্মণে' ঐ বিষয়ের একটা সুন্দর প্রমাণ আছে।

"ন হ দূরেদেবতঃ স্যাৎ। যাবদ্ধ বা আত্মনা দেবান্ উপাস্তে তাবদস্মৈ দেবা ভবন্তি। অথ য এতদেবং বেদাহমেব সামাস্মি মযোতাঃ সর্বা দেবতা ইত্যেবং হাস্মিন্নেতাঃ সর্বা দেবতা ভবন্তি।"[২]

'দূরেদেবত হইবে না (অর্থাৎ দেবতাকে আপন হইতে দূরে বা ভিন্ন মনে করিয়া উপাসনা করিবে না)। (জীব) দেবগণকে যতটা আপনার সহিত (অর্থাৎ আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া) উপাসনা করে, দেবগণ অবশ্যই ততটা তাহাতে হন। সুতরাং যে ইহা জানে যে, 'আমি সামই, এই সমস্ত দেবতা আমাতে (আছে)', সত্যই এই সমস্ত দেবতা তাহাতে হন।' ফল কথা

১। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।২।২০   ২। জৈমিউব্রা, ১।১৪।১-২

এই যে, যে আপনাকে দেবতার সহিত যতটা অভিন্ন বলিয়া দৃঢ় ভাবনা করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই ততটা দেবতা হয়। সমস্ত দেবতার সহিত 'সম' বা এক বলিয়া অনুভবকারী উপাসক, ঐ শ্রুতির মতে, 'সাম'।[১]

'শতপথব্রাহ্মণে'ও আছে, দেবযাজী অপেক্ষা আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ।[২] যে দেবতার সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া উপাসনা করে সে আত্মযাজী, এবং যে ভিন্ন বলিয়া উপাসনা করে সে দেবযাজী।[৩]

বৈদিক ঋষির পরম ধ্যেয় ছিল সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ। তাই তিনি নিত্য প্রার্থনা করিতেন,

"অসতো মা সদ্ গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"[৪]

'অসৎ হইতে আমাকে সৎ কর। তম হইতে আমাকে জ্যোতি কর। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত কর।' শ্রুতি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মৃত্যুই অসৎ এবং তম, আর অমৃতই সৎ এবং জ্যোতি; 'গময়' (—প্রাপ্ত করাও) অর্থ 'কুর্বীত'।[৫] সুতরাং সমস্ত প্রার্থনাটি অমৃতভবনেরই জন্য। দেবতাগণও অমৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরন্তু উঁহাদের অমৃতত্ব নিরপেক্ষ নহে। কেননা, দেবতাদিগেরও জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। মর্ত্য মনুষ্য হইতে সুদীর্ঘকালজীবী বলিয়াই দেবতাকে অমর্ত্য বলা হয়। ঋষির অভীষ্ট সেই প্রকার আপেক্ষিক অমৃতত্ব নহে, নিরপেক্ষ অমৃতত্ব বা পরমামৃতত্বই। তাই তিনি ঐ সাপেক্ষ অমৃতত্ব হইতেও মুক্তি প্রার্থনা করেন।

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ।"

'সুগন্ধি এবং পুষ্টিবর্ধন ত্র্যম্বকের পূজা করিতেছি। যেমন উর্বারুক ফল (স্বয়ংই বৃন্তরূপ) বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপ আমি যেন (ত্র্যম্বকের

১। দেখ—
"স এষ সর্বৈর্লোকৈঃ সমঃ। তদ্ যদেষ সর্বৈর্লোকৈঃ সমস্তস্মাদেষ এব সাম।"
—(জৈমিউব্রা, ১।১২।৫)

২। শতব্রা (মাধ্য), ১১।২।৬।১৩

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১১।২।৬।১৩-৪

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।১।৩০; বৃহউ, ১।৩।২৮
'শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্রে' (৬।৮।৯) উহার কিঞ্চিৎ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।
"অসতো মা সদ্ গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়াত্মাত্মানন্তং গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

৫। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।১।৩১-২; বৃহউ, ১।৩.২০
আরও দেখ—"মৃত্যুস্তমঃ"—(তৈত্তিসং, ৫।৭।৫।১)

প্রসাদে) মৃত্যু হইতে মুক্ত হই, (সুদীর্ঘজীবনরূপ) অমৃত হইতেও মুক্ত হই।'[১] এই মন্ত্রটি অতি প্রসিদ্ধ। বেদের অনেক স্থলে উহা পাওয়া যায়।[২]

যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপাস্য এবং উপাসকের ভেদভাব সম্যক তিরোহিত হয় না,—জীব ব্রহ্ম হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পরমামৃতত্ব লাভ হয় না,—জীব প্রকৃত অমৃত হয় না। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই বেদে উক্ত হইয়াছে যে, উপাস্য এবং উপাসকের অভেদভবনেই উপাসনার পরা নিষ্ঠা,—উহাই উপাসনার পরম সার্থক্য। যথা, আঙ্গিরস বিরূপ ঋষি বলিয়াছেন,

"যদগ্নে স্যামহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্।
স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ।"[৩]

'হে অগ্নি, যখন আমি তুমি হইব এবং তুমি আমি হইবে, তখন ইহ জগতে (বা শরীরে) (সংকৃত) তোমার প্রার্থনা সত্য হইবে।'

এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ ব্যতীত পরমামৃতত্ব লাভ হয় না এবং প্রার্থনাও সম্যক্ সফল হয় না। সেই হেতু কোন ঋষি সোজাসুজি ব্রহ্মভবনেরই জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। যথা, ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"তদেব সন্তস্তদু তদ্ভবামঃ"[৪]

'(বর্তমানেও) তাহাই হইয়া, পুনঃ তাহাই হইব।' মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,

"আদিত্যাসো অদিতয়ঃ স্যাম
পূর্দেবত্রা বসবো মর্ত্ত্যত্রা।
সনেম মিত্রাবরুণা সনন্তো
ভবেম দ্যাবাপৃথিবী ভবন্তঃ॥"[৫]

'অদিতির সন্তান আমরা অদিতিই হইব। মর্ত্ত্যদিগের মধ্যে (জাত) আমরা দেবতাদিগের ও পূর্ণ বসু (অর্থাৎ পরমামৃত) হইব। হে মিত্রাবরুণ,

---

১। 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে, ঐ মন্ত্রের শেষাংশের ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ ভিন্ন, "আমি যেন মৃত্যু হইতে মুক্ত হই, অমৃত হইতে নহে।' (মাধ্য, ২।৬।২।১২)

২। ঋক্‌সং, ৭।৫৯।১২; বাজসং (মাধ্য), ৩।৬০; তৈত্তিসং, ১।৮।৬।২; মৈত্রাসং, ১।১০।৪, ২০; কাঠসং, ৯।৭; শতব্রা (মাধ্য), ২।৬।২।১২, ১৪; তৈত্তিব্রা, ১।৬।১০।৫; ইত্যাদি।

৩। ঋক্‌সং, ৮।৪৪।২৩

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১৪.৭।২।১৫

৫। ঋক্‌সং, ৭।৫২।১

তোমাদের ভজন করত আমরা তোমাদের প্রদত্ত ধন ভোগ করিব। হে দ্যাবাপৃথিবী, আমরা তোমরা হইব (অর্থাৎ সর্বাত্মক হইব)।' এই প্রার্থনার প্রকৃত তাৎপর্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দেবতাদিগের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধন অমৃতত্ব। পরন্তু উহা আপেক্ষিক, সুতরাং অপূর্ণ। ঋষি ঐ প্রকার অপূর্ণ অমৃতত্ব চাহেন না। তাঁহার ইষ্ট সম্যক্ পূর্ণ অমৃতত্ব,-নিরপেক্ষ অমৃতত্ব। মিত্র ও বরুণ ব্রহ্মই,—ঐ নামদ্বয় ব্রহ্মেরই। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহা জানিতেন।[১] তথাপি তিনি 'ব্রহ্ম' কিংবা অপর কোন নাম না লইয়া ঐ নামদ্বয় কেন লইয়াছেন, তাহার গূঢ় রহস্য আছে। শ্রুতিতে আছে, মিত্র সমস্ত প্রাণীর হিতকারী এবং সমস্ত প্রাণীকে ত্রাণ করেন।[২] জীবের পরম হিত অমৃতভবন, এবং তাহাতেই উহার সংসারবন্ধন হইতে সম্যক্ পরিত্রাণ হয়। বরুণ অনৃতকারীকে পাশদ্বারা বন্ধন করেন এবং সত্যবাদীকে মুক্ত করেন।[৩] সুতরাং অভীষ্টের প্রদায়ক বলিয়া সূচক নামদ্বয় তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। দ্যাবাপৃথিবী সার্বাত্ম্যের প্রতীক। তদভিমানী দেবতা অবশ্যই সর্বাত্মক। তাই সার্বাত্ম্যলাভার্থ ঋষি ঐ দেবতা হইতে প্রার্থনা করিয়াছেন। অদিতি নাম প্রলয়ভাবের দ্যোতক।[৪] উহা সর্বাতীত বা প্রপঞ্চাতীত ভাবের প্রতীক। সুতরাং অদিতি হইতে ইচ্ছা করিয়া ঋষি প্রকৃত পক্ষে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই চাহিয়াছেন। সর্বাত্মক ও সর্বাতীত বা সপ্রপঞ্চ ও নিষ্প্রপঞ্চ উভয় প্রকার ব্রহ্ম হইতে প্রার্থনা পরস্পরবিরুদ্ধতা-দোষদুষ্ট নহে। কেননা, অবস্থাভেদে উভয়ই হওয়া সম্ভব,—জীবন্মুক্তি-অবস্থায় সর্বাত্মক এবং বিদেহমুক্তি-দশায় সর্বাতীত। ইহাই মহর্ষি বশিষ্ঠের উক্ত প্রার্থনা-মন্ত্রের গূঢ় রহস্য।

১। পূর্বে দেখ।

২। মিত্রদেব নিজেই বলিয়াছেন,—

"সর্বস্য বা অহং মিত্রমস্মি।"—(তৈত্তিসং, ৬।৪।৮।১)

আচার্য যাস্ক লিখিয়াছেন, "মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়তে।" ('নিরুক্ত' ১০।২১)

৩। যথা দেখ,—

"যে হি তে পাশা বরুণ সপ্তসপ্ত
ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতা রুশন্তঃ।
ছিনন্তু সর্বে অনৃতং বদন্তং
যঃ সত্যবাদ্যতি তং সৃজন্তু॥"—(অথসং, ৪।১৬।৬)

"অনৃতে খলু ক্রিয়মাণে বরুণো গৃহ্ণাতি।"—(তৈত্তিব্রা, ১।৭।২।৬)

"বৃজিনং অনৃতং দুশ্চরিতম্। ঋজুকর্ম সত্যং সুচরিতম্।"—(তৈত্তিব্রা, ৩।৩।৭।১০)

৪। পূর্বে দেখ।

আদিত্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষ এবং দেহাভ্যন্তরস্থ প্রজ্ঞাত্মার বা জীবাত্মার অভেদ ধ্যানের বিধান বেদে পাওয়া যায়। যথা, মহর্ষি বাধ্ব বলিয়াছেন,

"স যশ্চায়মশরীরঃ প্রজ্ঞাত্মা যশ্চাসাবাদিত্য একমেব তদিতি বিদ্যাৎ।"[১]

'এই অশরীর প্রজ্ঞাত্মা এবং ঐ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ নিশ্চয়ই এক বলিয়া জানিও।' আদিত্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষ ব্রহ্মই। সুতরাং ঐ উপাসনা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মোপাসনাই, ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব ভাবনাই। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' আছে,

"তদ্ যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্।"[২]

'যে আমি সে উনিই, যে উনি সে আমিই'—এই প্রকারে অভেদ ধ্যান করিবে। ঐ শ্রুতিতে আরও বিহিত হইয়াছে যে, ঐ প্রকার উপাসক অরিষ্টলক্ষণ দ্বারা আপন মৃত্যুকাল সন্নিহিত জানিয়া ব্রহ্মাত্মৈক্য ধ্যান করিবেক।

"স যোঽতোঽশ্রুতোঽগতোঽমতোঽনতোঽদৃষ্টোঽবিজ্ঞাতোঽনাদিষ্টঃ শ্রোতা মন্তা দ্রষ্টাঽদেষ্টা ঘোষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতা সর্বেষাং ভূতানামন্তরপুরুষঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"[৩]

"অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি" (অর্থাৎ 'ঐ আদিত্য ব্রহ্মই') বলিয়া উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মভবনের ("ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি য এবং বেদ") উল্লেখ 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও (২।২) আছে। উহার দৃষ্টান্তও বেদে আছে। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি উপলব্ধি করেন যে,

"যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্।
ওঁ খং ব্রহ্ম॥"[৪]

১। পূর্বে দেখ।　　২। ঐতআ, ২।২।২

৩। ঐতআ, ৩।২।৪

'শাঙ্খায়নারণ্যকে'র (৮।৭) পাঠ এই,—

স যোঽতোঽশ্রুতোঽমতোঽবিজ্ঞাতোঽদৃষ্টোঽনাদিষ্টোঽশ্রুতঃ শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা দ্রষ্টাঽদেষ্টা ঘোষ্টা সর্বেষাং ভূতানামন্তরঃ পুরুষঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"

ঐ দুই স্থলে ব্রহ্মের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র 'অন্তর্যামিব্রাহ্মণে' (৩।৭।১৩) এবং 'অক্ষরব্রাহ্মণে' (৩।৮।১১) প্রদত্ত লক্ষণের তুল্য।

৪। বাজসং (মাধ্য), ৪০।১৭

'ঐ যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তিনি আমিই। ওঁ আত্মা ব্রহ্ম।'

"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥"[১]

'হে পূষন্ (=জগৎপোষক), হে একর্ষি (=একাকী বিচরণকারী), হে যম (সংসারনিয়ামক), হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, আপন রশ্মিসমূহ সংযত কর এবং তেজ উপসংহৃত কর। তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহাই আমি দেখিব। ঐ যে পুরুষ, উহা আমিই।' এখানে দেখা যায়, ভেদভাবে উপাসনা করিতে করিতে দেবতাপ্রসাদে ঋষির অভেদ উপলব্ধি হইয়াছে। তিনি কল্যাণতম রূপই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, জীব-ব্রহ্মৈক্যই ব্রহ্মের কল্যাণতমরূপ, দ্বৈতবোধ কল্যাণতম নহে।

দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন,

"যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ।
সেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ।"[২]

'যে ইহার (বিষ্ণুর জগৎপ্রপঞ্চরূপে) জন্মরূপ মহান্ মহিমা কীর্তন করে, সে শ্রবণ দ্বারা যুক্ত পদ[৩] সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়।'

বেদে আর এক প্রকার অভেদ উপাসনা আছে। যথা,

"অগ্নে ব্রতপাস্থে ব্রতপা যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি যো মম তনূরেষা সা ত্বয়ি। সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতানি।"[৪]

'হে ব্রতপালক অগ্নি, তুমি (আমাদের বর্তমান) ব্রতেরও পালক (হও)। এই যাহা তোমার তনু তাহা আমার (হউক) এবং এই যাহা আমার তনু, তাহা তোমার (হউক)। (এইরূপে) হে ব্রতপতি, ব্রতসমূহ আমাদের উভয়েরই সমভাবে (হউক)। এইরূপে পরস্পরের শরীর বিনিময় ভাবনার পরে পুনঃ প্রত্যর্পণ ভাবনার বিধান আছে।

১। কাথসং, ৪।১৭।১।১৬ (=ঈশউ, ১৬); বৃহউ, ৫।১৫

২। ঋক্‌সং, ১।১৫৬।২; তৈত্তিব্রা, ২।৪।৩।৭

৩। সায়নের মতে, "যুজ্যং চিৎ সর্বৈর্গন্তব্যং তৎপদং।" পরন্তু 'যুজ্য' শব্দ 'সাযুজ্য' মুক্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

৪। বাজসং (মাধ্য), ৪।৬

"অগ্নে ব্রতপাস্থে ব্রতপা যা তব তনূর্ময্যভূদেষা সা ত্বয়ি যো মম তনূস্ত্বয্যভূদিয়ং সা ময়ি। যথাযথং নৌ ব্রতপতে ব্রতানি।"[১]
'হে ব্রতপালক অগ্নি, তুমি (আমাদের বর্তমান) ব্রতেরও পালক (হও)। তোমার যে তনু আমার হইয়াছিল, এই তাহা (পুনঃ) তোমার (হউক) এবং আমার যে তনু তোমার হইয়াছিল, এই তাহা (পুনঃ) আমার (হউক)। (এইরূপে) হে ব্রতপতি, আমাদের ব্রতসমূহ (পুনঃ) যথাযথ (অর্থাৎ পূর্ববৎ নিজ নিজ হউক)।

"ময়ি গৃহ্নাম্যগ্রে অগ্নিং রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায়। মামু দেবতাঃ সচন্তাম্।"[২]
'ধনপুষ্ট্যর্থ, শোভনপ্রজালাভার্থ এবং উত্তমবীর্য্যলাভার্থ অগ্নিকে প্রথমে আমাতে গ্রহণ করিতেছি। দেবতাগণ আমারই সেবা করুক।' অর্থাৎ ধন, প্রজা বা বীর্য্য লাভার্থ অগ্নিচয়নের প্রথমে উপাসক অগ্নির সহিত আপনার অভেদ ভাবনা করিয়াছেন ; কেননা, বৈদিক উপাসনার প্রধান নিয়ম এই যে, "দেবো ভূত্বা দেবং যজেত।"

সর্বভবনসাধন

সর্বভবনের আকাঙ্ক্ষায় বৈদিক ঋষিগণ অনেক প্রকার বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাদের কতিপয় কেবল ভাবনাত্মক এবং অপর কতকগুলি ভাবনা ও কর্ম-উভয়াত্মক। যথা, 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'[৩] আছে যে, ব্রহ্ম "অহং ব্রহ্মাস্মি" ('আমি ব্রহ্মই') এই জ্ঞান দ্বারাই সর্ব হইয়াছিলেন ("সর্বমভবৎ")। দেবতা, ঋষি এবং মনুষ্যদিগের মধ্যেও যিনি যিনি ঐ প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ("প্রত্যবুধ্যত") যে 'আমি ব্রহ্মই' তিনি তিনিও সেইরূপ সর্ব হইয়াছিলেন। পাছে কেহ শঙ্কা করেন যে—প্রাচীনকালের মুনিঋষিগণ বিশেষ সামর্থ্যবান্ ছিলেন, সেইহেতু তাঁহাদের পক্ষেই ঐ প্রকার অভেদোপাসনা সম্ভব হইয়াছিল ; পরন্তু আধুনিক কালের মানুষ দুর্বলচিত্ত, তাহাদের পক্ষে ঐ প্রকার সম্ভব নহে, তন্নিবারণার্থ শ্রুতি স্বয়ংই অতীব স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন,

"তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্বং ভবতি"

১। বাজসং (মাধ্য), ৫।৪০ ২। বাজসং (মাধ্য), ১৩।১
৩। বৃহদা, ১।৪।১০

'এখনও যে ব্যক্তি ইহা অবগত হয় যে 'আমি ব্রহ্মই' সে এই সমস্তই হয়।' 'প্রশ্নোপনিষদে'ও আছে যে, অক্ষরব্রহ্মের সহিত একত্ব বোধ হইলে জীব সর্বজ্ঞ ও সর্ব হয় ("স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি")।[১] প্রাণোপাসনার ফলেও সার্বাত্ম্য লাভ হয়। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' আছে[২] যে প্রাণস্বরূপ উক্‌থ অক্ষর গণনায় বৃহতীসহস্রসম্পন্ন অর্থাৎ প্রাণকে সর্বাত্মক মনে করিয়া উহার সহিত অভেদধ্যান করিতে হইবে,

"তদ্ যোঽহং সোঽহসৌ যোঽহসৌ সোঽহম্।"

'আমি উনিই এবং উনি আমিই।' তাহার ফলে জীব "প্রজ্ঞাময়, দেবতাময়, ব্রহ্মময় ও অমৃতময় হইয়া (প্রাণ) দেবতায় লীন হয় ("সম্ভূয় দেবতা অপ্যেতি")।[২] শ্রুতিমতে, প্রাণদেবতা যে সর্বাত্মক এবং তিনি যে ব্রহ্মই, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত। সুতরাং তাঁহার সহিত ঐকাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলে সাধক যে সর্বাত্মক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' সামোপাসনার নানাবিধ পদ্ধতি বিবৃত আছে।[৩] তন্মধ্যে যে উপাসনায় সামকে "সর্বস্তুতে প্রোত" মনে করা হইয়া থাকে, সেই উপাসনার ফলে উপাসক নিশ্চয়ই সর্ব হয় ("সর্বং হ ভবতি")।[৪] তাহাতে

"সর্বমস্মীত্যুপাসীত তদ্‌ব্রতং তদ্‌ব্রতম্।"[৫]

'আমিই সর্ব' এইরূপে সামের ভাবনা করিতে হয়। তাহাই ব্রত বা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। সংবর্গবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা এবং ভূমাবিদ্যা দ্বারাও সার্বাত্ম্যলাভ হয়। ঐ সকল বিদ্যা ভাবনাময়।

মন্থবিদ্যা দ্বারা সর্বাত্মকতা লাভ হয়। উহা ভাবনাময় এবং কর্মময়। মন্থকর্মের দেবতা প্রাণ। মন্থবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে প্রাণবিদ্যারই অন্তর্গত। উহাতে কর্মকর্তা এইরূপে প্রাণের স্তুতি করেন, "তুমি ভ্রমৎ (=ভ্রমণকারী), তুমি জ্বলৎ (=জাজ্বল্যমান), তুমি পূর্ণ, প্রস্তব্ধ, একসভ, হিঙ্কৃত ও হিঙ্ক্রিয়মাণ, উদ্গীথ ও উদ্গীয়মান, শ্রাবিত ও প্রত্যাশ্রাবিত, আর্দ্রে (কাষ্ঠে বা মেঘে) সন্দীপ্ত (অগ্নি বা বিদ্যুৎরূপে), বিভু, প্রভু, অন্ন, জ্যোতি, নিধন, এবং সংবর্গ।"[৬] আনন্দগিরি বলেন যে, ঐ প্রার্থনার রহস্য এই, প্রাণদেবতা প্রাণ-

---

১। প্রশ্নউ, ৪।১০
২। ঐতআ, ২।২।৪
৩। ছান্দোউ, ২য় অধ্যায়
৪। ছান্দোউ, ২।২১।২
৫। ছান্দোউ, ২।২১।৪
৬। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৯।৩।৯ ; বৃহউ, ৬।৩।৪

রূপে ভ্রমৎ, অগ্নিরূপে জ্বলৎ, ব্রহ্মরূপে পূর্ণ, নভোরূপে প্রস্তব্ধ (=নিষ্কম্প) ইত্যাদি। ফলকথা, প্রথমে প্রাণ দেবতাকে সর্বাত্মক বলিয়াই উপাসনা করিতে হয়। অনন্তর অপর মন্ত্রে কর্মকর্তা প্রার্থনা করেন, "তুমি সমস্তই অবগত আছ। আমরাও তোমার সেই মহিমা জানি। সেই রাজা ঈশান অধিপতি। তিনি আমাকেও অধিপতি করুন।"[১] অতঃপর গায়ত্রী, মধুমতীর একপাদ এবং ব্যাহৃতির প্রথমাংশ পাঠ করত, তিনি প্রার্থনা করেন,

"অহমেবেদং সর্বং ভূয়াসম্"[২]

'আমি যেন নিশ্চয়ই এই সমস্তই হইতে পারি। "তুমি সমস্ত দিকের এক অদ্বিতীয় পুণ্ডরীক। আমিও যেন মনুষ্যগণের মধ্যে এক অদ্বিতীয় পুণ্ডরীক অবশ্যই হইতে পারি।" এইরূপে সর্বভবনের জন্য প্রার্থনা করিয়া, এবং আনুষঙ্গিক যজ্ঞাদি যথাযথ ভাবে সম্পাদন করিয়া মানুষ সর্ব হয়। এই মন্থবিদ্যার দ্বারা ইহলৌকিক অভ্যুদয়ও লাভ হয়। এমন কি—

"য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।"[৩]

'যদি কেহ ইহাকে (হবনশেষ মন্থকে) শুষ্ক বৃক্ষে নিঃক্ষেপ করে, (তাহাতেও) শাখা জন্মে এবং পল্লব প্রাদুর্ভূত হয়।' এতই শক্তিমান্ এই বিদ্যা, এতই উহার মহিমা! সুতরাং উহার দ্বারা যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহার ফল ধ্রুব।

কথিত আছে যে, প্রথমে উদ্দালক আরুণি ঋষি তাঁহার শিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে মন্থবিদ্যার উপদেশ করেন। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য হইতে পৈঙ্গ মধুক, ভাগবিত্তি চূল, আয়স্থূণ জানকি এবং সত্যকাম জাবাল শিষ্য-

---

১। শতব্রা, ১৪।৯।৩।১০ ; বৃহউ, ৬।৩।৫

২। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৯।৩।১৩ ; বৃহউ, ৬।৩।৬

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৯।৩।১৫— ; বৃহউ, ৬।৩।৮— মূল প্রাণবিদ্যার স্তুত্যর্থও সেই কথা বলা হইয়াছে,

"যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি।"

(ছান্দোউ, ৫।২।৩)

আরও দেখ, শাখাআ, ৯।৭

প্রাণবিদ্যা ভাবনাত্মক। তাই উহাকে শুষ্ক স্থাণুর নিকট বলার ("ব্রূয়াৎ") কথা আছে। অপর পক্ষে মন্থবিদ্যা কর্মময়ও। তাহাতে নানা দ্রব্যের গাঢ়সংমিশ্রণে প্রস্তুত মন্থকে প্রাণের প্রতীক মনে করা হয়। সেই হেতু উহাকে শুষ্ক স্থাণুতে নিক্ষেপের ("নিষিঞ্চেৎ") কথা বলা হইয়াছে।

পরম্পরাক্রমে উহা প্রাপ্ত হন। সত্যকাম বহু শিষ্যকে উহার উপদেশ করেন।[1] এইরূপে জানা যায় যে, সর্বভবনের অভিলাষ ঋষিগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। 'মন্থবিদ্যা'র উল্লেখ 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৫।২।৪-) পাওয়া যায়। তথাকার পদ্ধতি কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তথায় উহার সঙ্কল্প এই—"অহমেবেদং সর্বমসানি" এবং প্রার্থনা এই প্রকার,—

"অমো নামাস্যম হি তে সর্বমিদং স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ, স মা মা জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্বমসানীতি।"[2]

'তুমি অম; কারণ এই সমস্ত জগৎ তোমারই। তিনি (মন্থরূপী প্রাণ) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা (=দীপ্তিমান্) এবং অধিপতি (=পালয়িতা)। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজ্য (=দীপ্তি) এবং আধিপত্য (=পালকত্ব) প্রাপ্ত করান। আমি যেন নিশ্চয়ই এই সমস্ত হই।'

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় (৫।৩।১২।১) আছে যে, অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা যজমান "নিশ্চয়ই সর্ব হয়" ('সর্ব এব ভবতি')। তথায় উহার হেতুও উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে[3] কোন রোগ বশত প্রজাপতির বামচক্ষু বাহির হইয়া মাটিতে পড়ে। উহা অশ্বরূপে আবির্ভূত হয়। যেহেতু "অশ্বয়ৎ" ('বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়') সেইহেতু উৎপন্ন প্রাণীর নাম 'অশ্ব' হইল।[4] যাহা হউক; দেবতাগণ প্রজাপতির ক্ষতির প্রতীকারার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিকল্পনা করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার চক্ষু প্রত্যর্পণ করেন। যেহেতু অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা যজমান প্রজাপতিকে 'সর্ব' (অর্থাৎ সম্পূর্ণ) করে সেই হেতু সে নিজেও সর্ব হয়। ইহাতে ভাবনার প্রভাবই প্রবল মনে হয়। প্রজাপতিকে সর্ব করিতেছি—এই প্রকারে প্রজাপতির ভাবনা করিতে করিতে যজমান নিজে প্রজাপতি হয় এবং তাহাতে সর্বাত্মক হয়। কথিত হইয়াছে যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদিপর্যন্ত সর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং সুতরাং উহা সর্বরোগের ঔষধ। আর যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের এই প্রকার রহস্য জানেন, তিনিও পাপমুক্ত হন নাকি।[5] তাহাতে ভাবনায় প্রভাবের প্রাবল্যই সিদ্ধ হয়। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' আছে

১। বৃহউ, ৬।৩।৭-১২ ২। ছান্দোউ, ৫।২।৬

৩। এই আখ্যায়িকা 'শতপথব্রাহ্মণে'ও (মাধ্য), ১৩।৩।১।১ বিবৃত আছে।

৪। দেখ—বৃহউ, ১।২।৭ মৈত্রাসং ১।৬।৪

৫। "সর্বং পাপ্মানং তরতি তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ।"
—(তৈত্তিসং, ৫।৩।১২।১-২)

যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা সমষ্টি ব্যষ্টিরূপত্ব (বা সর্বাত্মত্ব) প্রাপ্তি হয়।[১] পরন্তু তত্রোক্ত অশ্বমেধ নিশ্চয়ই ভাবনামূলক, ঐ অশ্ব বিরাট্‌রূপই।[২] 'তৈত্তিরীয়-সংহিতো'ক্ত অশ্বমেধযজ্ঞেও অশ্বকে সেইরূপ ভাবনা করিতে হয়।[৩]

সর্বভবনের অপর সাধনেরও উল্লেখ ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা, 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতি তনয় পরমেষ্ঠী,[৪]

"অহমেবেদং সর্বং স্যাম্"

'আমি নিশ্চয়ই এই সমস্তই হইব',—এই কামনায় দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে "তিনি 'অপ্' হন ; (কেননা,) এই সমস্ত অপই ('আপো বা ইদং সর্বং')।[৫] অনন্তর ঐ কামনায় তিনি কামপ্র-যজ্ঞ করেন। তাহার ফলে তিনি প্রাণ হন ; কেননা, "এই সমস্ত প্রাণই।"[৬] প্রজাপতিও সর্বভবন-কামনায় কামপ্র-যজ্ঞ করেন এবং প্রাণ হন। তিনি ইন্দ্রকেও সর্বভবন-কামনায় সেই কামপ্র-যজ্ঞ করিতে বলেন। ইন্দ্র তাহা করিয়া বাক্ হন ; কেননা, "এই সমস্ত বাক্ই।"[৭] অগ্নি ও সোম, সর্বভবন-কামনায়, ইন্দ্রের উপদেশে, কামপ্র-যজ্ঞ করেন। তাহাতে তাঁহাদের একজন (সোম) 'অন্ন' হন এবং অপরে (অগ্নি) 'অন্নাদ' হন। কেননা "এই সমস্ত অন্নাদও অন্নই।"[৮] এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদিও উঁহাদের সকলে সর্বভবন-কামনাই করিয়াছিলেন ("অহমেবেদং সর্বং স্যাম্") এবং তদুদ্দেশে একই কামপ্র-যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ হইয়াছিল। তাঁহারা একই উপদেষ্টা পরম্পরায় কামপ্র-যজ্ঞ লাভ করিয়াছিলেন। সেই হেতু তাঁহাদের অনুষ্ঠানে কোন প্রকার পার্থক্য ছিল মনে হয় না। সুতরাং তাঁহাদের লব্ধ ফলে ভেদ হওয়ার কারণ অনুষ্ঠানভেদ নহে। ভাবনাভেদই তাহার একমাত্র কারণ। তাঁহাদের সকলে 'সর্ব' শব্দকে একই অভিন্ন অর্থে,

---

১। বৃহউ, ৩।৩।২ ; আরও দেখ, ১।২।৭

২। বৃহউ, ১।১।১–২ ; ১।২।৭ ; তৈত্তিসং, ৭।৫।২৫ (পাঠান্তরে)

৩। তৈত্তিসং, ৭.১।১১–২০ অনুবাক

৪। ইহা বোধ হয় বলা উচিত পরমেষ্ঠী আপনার আয়ু পরিমিত জানিয়াই অমর হইবার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

৫। শতব্রা, মাধ্য, ১১।১।৬।১৬ ; কাণ্ব, ৩।১।১২।১৫

৬। শতব্রা, মাধ্য, ১১।১।৬।১৭ ; কাণ্ব, ৩।১।১২।১৬ (পাঠান্তরে)

৭। শতব্রা, মাধ্য, ১১।১।৬।১৮ ; কাণ্ব, ৩।১।১২।১৭

৮। শতব্রা, মাধ্য, ১১।১।৬।১৯ ; কাণ্ব, ৩।১।১২।১৮

অথবা উহার পরম 'ব্রহ্ম' অর্থে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মনে 'সর্ব' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক অর্থ ছিল। সেই হেতু তাঁহাদের লব্ধ ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়। কথিত হইয়াছে, সর্বভবনের জন্য পরমেষ্ঠী একবার দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ করেন এবং আর একবার কামপ্র-যজ্ঞ করেন। প্রথমবারে তিনি অপ্ হন এবং দ্বিতীয় বারে তিনি প্রাণ হন। এখানেও যজ্ঞভেদের জন্য ফলভেদ হইয়াছে মনে করা সমীচীন হইবে না। কেননা, প্রথমবারে পরমেষ্ঠী যে প্রকারের সর্ব হইতে কামনা করিয়াছিলেন এবং হইয়াছিলেন বলিতে হইবে—অন্যথা যজ্ঞফল অনিশ্চিত হয়—দ্বিতীয়বার তিনি সেই প্রকার সর্ব হইতে কামনা করিবেন কেন? যাহা একবার হওয়া যায়, তাহা আবার হওয়া কি? যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে ফলের অনিশ্চয়তা ও অনিত্যতা দোষ আপতিত হয়। তাই বলিতে হয় যে, প্রথমবারে যে প্রকারের সর্ব হওয়ার কামনা তাঁহার মনে ছিল, দ্বিতীয়বারের কামনা সেই প্রকার সর্ব হওয়ার জন্য নহে, পরন্তু ভিন্ন প্রকারের সর্ব হওয়ার জন্য। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, যদিও তাঁহাদের সকলেই একই 'সর্ব' শব্দের প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের মনে উহার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য ছিল। তাঁহাদের যাঁহার মনে যে প্রকার সর্বকামনা জাগরূক ছিল, তাঁহার সেইরূপ ফল প্রাপ্তি হইয়াছিল। শ্রুতিও স্পষ্টতঃ তাহা বলিয়াছেন।[১] তাহাতে "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ('তাহাকে যে যেরূপে উপাসনা করে, সে নিশ্চয়ই সেইরূপ হয়') বৈদিক উপাসনাপদ্ধতির অন্তর্নিহিত এই মূল তত্ত্বই দৃঢ়তরভাবে সিদ্ধ হয়। কথিত আছে যে, "যে বাজপেয় যজ্ঞ করে, সে এই সমস্তই হয়, সে এই সমস্তকে জয় করে ("উজ্জয়তি").—প্রজাপতিকেও নিশ্চয় জয় করে;—কেননা, এই সমস্ত প্রজাপতিই।"[২] উহার দৃষ্টান্তরূপে ঔপাধি জানশ্রুতের এবং ইন্দ্রের* নামোল্লেখ আছে। তাঁহারা বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা "সর্বমভবং সর্বমুজ্জয়ৎ" ('সর্ব হইয়াছিলেন এবং সর্বকে জয় করিয়াছিলেন')।

১। "তা বা এতাঃ পঞ্চদেবতা এতেন কামপ্রেণ যজ্ঞেনাযজন্ত তা যৎকামা অযজন্ত স আভ্যঃ কামঃ সমার্ধ্যত যৎকামো হ বা এতেন যজ্ঞেন যজতে সোহস্মৈ কামঃ সমৃধ্যতে।" (শতব্রা (মাধ্য), ১১।১।৬।২০) অর্থাৎ সেই এই পঞ্চদেবতা এই কামপ্র-যজ্ঞ করেন। তাঁহারা যে যে কামনায় যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের সেই সেই কামনাই পূর্ণ হইয়াছিল। কেননা, যিনি যে কামনায় ঐ যজ্ঞ করেন, তাঁহার সেই কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়।'

২। শতব্রা, মাধ্য, ৫।১।১।৮; কাণ্ব, ৬।১।১।৬ (পাঠান্তরে)

৩। শতব্রা (মাধ্য), ৫।১।১।৬

বেদের মতে, প্রজাপতি নিজে নিজেকে জগৎরূপে উৎপন্ন করিয়া তন্মধ্যে অন্তপ্রবেশ করিয়াছেন; সেই হেতু এই জগৎ প্রজাপতিই।[১] 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' উক্ত হইয়াছে,

"সর্বমেবেদমাপ্ত্বা সর্বমবরুধ্য তদেবানুপ্রবিশতি য এবং বেদ।"[২]

'যে ঐ প্রকার জানে, সে এই সমস্তকে প্রাপ্ত হয়, সমস্তকে বশীভূত করে এবং নিশ্চয়ই তন্মধ্যে অন্তপ্রবেশ করে।' অর্থাৎ সে প্রজাপতির ন্যায় সর্বাত্মক হয়। ঐ সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান হইতে ব্রহ্ম বা প্রজাপতির জ্ঞান হয়; দীর্ঘতমা ঋষি তাহা বলিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীব ব্রহ্ম হয়। ব্রহ্ম সর্বাত্মক। তাই বলা হইয়াছে যে, ঐ প্রকার সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞান হইলে জীব সর্বাত্মক হয়।

'অথর্ববেদে' 'ব্রহ্মৌদন' নামক এক সর্বযজ্ঞের বর্ণনা আছে। ঐ ওদন বিরাট্‌রূপই। কথিত আছে যে, বৃহস্পতি উহার শির, ব্রহ্ম (—ব্রহ্মা বা বেদ) উহার মুখ, দ্যাবাপৃথিবী শ্রোত্রদ্বয়, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষুদ্বয় এবং সপ্তর্ষিগণ প্রাণাপান।[৩] অগ্নি উহার জিহ্বা, ঋতুসমূহ দন্ত, অন্তরিক্ষ শরীর, দ্যুলোক পৃষ্ঠ, পৃথিবী বক্ষ, সত্য উদর, সমুদ্র বস্তি, মিত্রাবরুণ উরুদ্বয়, ত্বষ্টা জানুদ্বয়, অশ্বিনীদ্বয় পাদদ্বয়, সবিতা পাদাগ্রদ্বয়, ঋত হস্তদ্বয় এবং সত্য প্রতিষ্ঠা।[৪] তাই বলা হইয়াছে যে, ঐ ব্রহ্মৌদনে ভূমি, অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌ উপর্য্যুপরিভাবে স্থিত।[৫] ভাত রাঁধিতে চাউল, পাত্র, জল, অগ্নি, কাষ্ঠ, প্রভৃতির প্রয়োজন; চাউল তৈয়ার করিতে উদূখল-মুষলাদির প্রয়োজন; এবং পাককর্তা ও তাঁহার সহকারী চাই। ব্রহ্মৌদন-পাকে ঐ সমস্ত কি কি তাহাও বিবৃত হইয়াছে। চক্ষু মুষল, কাম উলূখল, দিতি শূর্প, অদিতি শূর্পগ্রাহী, এবং বায়ু অপাবিনক্‌।[৬] অশ্ব কণা, গো তণ্ডুল এবং কক্র ফলীকরণ, অভ্র শর; শ্যামবর্ণ সমস্ত বস্তু মাংস, রক্তবর্ণ সমস্ত বস্তু রক্ত', ইত্যাদি। এইরূপে চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মৌদনের উপকরণ। এই পৃথিবী পাকপাত্র, দ্যৌ উহার ঢাকনি, বৃহৎ সাম ভাতকাঠি, রথন্তর সাম হাতা, ইত্যাদি।[৮] ঋতুসমূহ উহার পাককর্তা, আর্তব (অহোরাত্র

১। "প্রজাপতির্বাব তৎ। আত্মনাহত্মানং বিধায় তদেবানুপ্রাবিশৎ।"—(তৈত্তিআ, ১।২৩।৮)

২। তৈত্তিআ, ১।২৩।৯

৩। অথসং, ১১।৩।১-২

৪। অথসং, ১১।৪।৫-১৮ দেখ

৫। অথসং, ১১।৩।২০

৬। অথসং, ১১।৩।৩-৪

৭। অথসং, ১১।৩।৫-৭

৮। অথসং, ১১।৩।১১-৬

বা ক্ষতুদ্ধ প্রাণী) জ্বালদাতা, পঙ্কবিল চরু এবং আদিত্য তাপদাতা।[১] ব্রহ্মৌদন ভক্ষণ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বলেন,

"নৈবাহমোদনং ন মামোদনঃ। ওদন এবৌদনং প্রাশীৎ।"[২]

'আমি ব্রহ্মৌদন খাই নাই, ওদনও আমাকে খায় নাই। ওদনই ওদনকে খাইয়াছে।' অর্থাৎ ওদন বিরাড়াত্মক এবং সাধকও নিজেকে বিরাড়াত্মক বলিয়া ভাবনা করিবেক। তাহাতে ব্রহ্মৌদন তাঁহার আত্মভূত হইয়া যাইবে। ইহাই ব্রহ্মৌদন ভক্ষণ। তাই বলা হইয়াছে,

"এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ। সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ সংভবতি য এবং বেদ।"[৩] এই ব্রহ্মৌদন সর্বাঙ্গ, সর্বপরু এবং সর্বতনু। যিনি তাহা জানেন তিনিও সম্যক্ প্রকারে সর্বাঙ্গ সর্বপরু এবং সর্বতনু হন অর্থাৎ সর্বশরীরাভিমানী বিরাড়াত্মক হন। পক্ষান্তরে অন্য কোন প্রকারে অর্থাৎ ভেদভাবনা দ্বারা ব্রহ্মৌদন ভক্ষণ করিলে বিশেষ ক্ষতি হয় বলা হইয়াছে।[৪] আরও কথিত হইয়াছে উহা দ্বারা ইহলোকে অভ্যুদয় এবং যথাভিলষিত ফলও প্রাপ্তি হয়। ফলকথা, অন্যান্য যজ্ঞাদি দ্বারা যাহা যাহা পাওয়া যায়, একমাত্র ব্রহ্মৌদন দ্বারাই সেই সমস্ত সম্যক্ পাওয়া যায়।[৫]

ঐ ব্রহ্মৌদনকে, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে উহার ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টকে, সর্বজগতের উপাদানরূপে ভাবনার বিধান আছে। উহা হইতেই প্রজাপতি সমস্তলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।[৬] অতঃপর বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে যে, ঐ উচ্ছিষ্টে নামরূপাত্মক সমস্ত প্রপঞ্চ আহিত আছে। উহাতে সমস্ত লোক, ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি সমস্তই সমাহিত আছে।[৭] যে হেতু উহা সর্বজগৎকারণ, সেইহেতু উহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। তাহারও বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।[৮] যিনি জগৎকারণভূত ঐ ব্রহ্মৌদনকে সূর্য্যাত্মক বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি সূর্য্যাত্মক হন। আর কেবল কারণরূপে অভেদ-উপাসনা দ্বারা কারণাত্মতা প্রাপ্তি হয়।[৯]

'অথর্ববেদে'র মন্ত্রভাগের অন্তর্গত 'মুণ্ডকোপনিষদে' সৃষ্টিক্রমবর্ণনায় বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম তপ দ্বারা উপচয় প্রাপ্ত হইলে প্রথম "অন্ন" উৎপন্ন হয়

১। অথসং, ১১।৩।১৭-৮ ২। অথসং, ১১।৩।৩০-১ ৩। অথসং, ১১।৩।৪-১৮
৪। অথসং, ১১।৩।২৬-৩০ ৫। অথসং, ১১।৩।৩৫-৭ ৬। অথসং, ১১।৭।২১
৭। অথসং, ১১।৯।১-২২ ৮। অথসং, ১১।৯।২৩-৭ ৯। অথসং, ১১।৫।১-৩

এবং পরে অন্ন হইতে ক্রমশঃ প্রাণ, মন, ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।[১] শঙ্করের ব্যাখ্যা মতে, অন্ন = অব্যাকৃত, প্রাণ = হিরণ্যগর্ভ। 'কঠোপনিষদে' আছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরমাত্মার "ওদন" এবং মৃত্যু তাঁহার "উপসেচন" অর্থাৎ ব্যঞ্জন।[২] ঐস্থলে 'মৃত্যু' অর্থ হিরণ্যগর্ভই হইবে।[৩] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অবশ্যই সমস্ত জগতের উপলক্ষণ।[৪] সুতরাং সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই পরমাত্মার ওদন এবং হিরণ্যগর্ভও তাহার আনুষঙ্গিক বস্তু। এই সকল হইতে 'অথর্ববেদে'র ব্রহ্মৌদনের রহস্য জানা যায়। প্রলয়ে সমস্ত জগৎ বিলীন হয়। ব্রহ্ম যেন উহাকে ভক্ষণ করেন সুতরাং সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের ওদন। তখন অব্যাকৃত অবশিষ্ট থাকে। উহাকেই 'অথর্ববেদে' 'উচ্ছিষ্ট' বা ভুক্তাবশেষ বলা হইয়াছে। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের কাছে উহাও থাকে না। তাই মুণ্ডক এবং কঠ উপনিষদে উহাকেও ওদন বলা হইয়াছে। প্রবাহরূপে জগৎ নিত্য। প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃতে বিলীন হয় এবং পরে সৃষ্টিতে উহা হইতে নির্গত হয়। 'অথর্ববেদে' এই দৃষ্টিই পরিগৃহীত হইয়াছে। তাই তন্মতে ব্রহ্মের ওদনের ভুক্তাবশেষ থাকেই। যে সাধক বিরাটের সঙ্গে অভেদ-ভাবনা করেন, তিনি বিরাড়াত্মক হন। সুতরাং তিনি যেন জগৎপ্রপঞ্চকে হবন বা ভক্ষণ করিয়াছেন। তখনও অব্যাকৃত উচ্ছিষ্টরূপে থাকে। যিনি উহার সঙ্গেও অভেদ-ভাবনা করেন, তিনি জগৎ-কারণ ব্রহ্ম হন।

সর্বমেধ বা প্রপঞ্চবিলয়

সাধক যেমন ভাবনা করে তেমন হয়। সর্বভবনের জন্য মুখ্যত ভাবনা করিতে হয় যে, 'এই সমস্ত আমিই' অথবা 'আমি এই সমস্তই হইব'। সর্বাতীতভবনের জন্য কি প্রকার ভাবনা করিতে হইবে? 'আমি এই সমস্ত নহি' বা 'আমি এই সমস্ত হইব না'—এই প্রকার ভাবনা অবশ্যই করিতে হইবে না। কেননা, জীব যে এই সমস্ত নহে, ইহাদের হইতে ভিন্ন, এই জ্ঞান ত তাহার স্বভাবতই আছে। সুতরাং উহার জন্য ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই। বরং সর্বভবনের জন্য উহার বিপরীত ভাবনারই প্রয়োজন হয়। কোন স্বাভাবিক শক্তি জীবকে সর্বভবনের দিকে লইয়া যাইতেছে

১। মুণ্ডউ, ১।১।৮ ২। কঠউ, ১।২।২৫
৩। ভগবান্ বাদরায়ণও তাহা বলিয়াছেন, "অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ"—(ব্রহ্মসূত্র, ১।২।৯)
৪। বৃহউ, ১।২।১ দেখ

না—বস্তুত ঐ প্রকার কোন শক্তির সদ্ভাবের কোন প্রমাণ উপলব্ধ নহে। সুতরাং 'আমি এই সমস্ত হইব না'—এই ভাবনাও সাধককে করিতে হইবে না। সর্ব বা দ্বৈতপ্রপঞ্চ স্বভাবতই জীবের প্রত্যক্ষ। উহার সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক সম্পর্কও আছে। সুতরাং উহার অতীত হইতে বিপরীতভাবে ভাবিতে হইবে যে, 'জগৎপ্রপঞ্চের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, উহা বস্তুত নাই।' অপর কথায়, প্রতীয়মান সর্ব বা দ্বৈতপ্রপঞ্চকে বিলয় করিতে হইবে। সেইহেতু ঐ সাধনকে প্রপঞ্চবিলয়, সর্ববিলয় বা সর্বমেধ বলা হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা ঋষি ঐ সর্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, —তিনি সমস্ত ভূতবর্গকে হোম করিয়াছিলেন, পরিশেষে আপনাকেও হোম করিয়াছিলেন।* ঐ যজ্ঞে তিনি এই বলিয়া ভগবান্ বিশ্বকর্মার স্তুতি করিয়াছিলেন,—

"যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা
যা মধ্যমা বিশ্বকর্মন্নুতেমা।
শিক্ষ সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ
স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ॥"[১]

'হে বিশ্বকর্মা, তোমার এই যে পরম, মধ্যম ও অধম ধামসমূহ আছে সেইগুলি এবং ইহাও (অর্থাৎ আমাদের এই শরীরও) সখাদিগকে (অর্থাৎ সখাস্বরূপ আমাদিগকে) হবির জন্য দাও। হে স্বধাব, (আমাদের প্রার্থনা দ্বারা) বর্ধিত হইয়া তুমি স্বয়ং তোমার শরীরকে (এই জগৎকে হবন করিতে) যজন কর।'

"বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ
স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস
ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু॥[২]

---

* "বিশ্বরূপো মহাদেবঃ সর্বমেধে মহামখে।
জুহাব সর্বভূতানি তথৈবাত্মানমাত্মনা॥" (মহাভা, ১২।৮।৩৬)
আরও দেখ—১২।২০।১২

১। ঋক্‌সং, ১০।৮১।৫; বাজসং (মাধ্য), ১৭।২১; তৈত্তিসং, ৪।৬।২।৫; ('তন্বং জুষাণ'); মৈত্রাসং, ২।১০।২ ('হবিষা', জুষাণ); কাঠসং, ১৮।২; কপিসং, ২৮।২

২। ঋক্‌সং, ১০।৮১।৬; বাজসং (মাধ্য), ১৭।২২ ('অভিতঃ সপত্না'); কাণ্বসং, ৮।২০ তৈত্তিসং, ৪।৬।২।৬ ('যজস্ব তন্বং জুষাণঃ' 'অভিতঃ সপত্না'), মৈত্রাসং, ২।১০।২; কাঠসং, ১৮।২, ২১।১০; সামসং, উ, ৭।৩।১ ('যজস্ব তন্বং স্বা হিতে')

'হে বিশ্বকর্মা, হবি দ্বারা অতিশয় বর্ধমান হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোককে (হোম করিতে) স্বয়ং যাজন কর। চতুর্দিকে অপর সমস্ত লোক মুগ্ধ হউক। এই যজ্ঞে মঘবা আমাদের প্রেরণকর্তা হউক।' প্রপঞ্চবিলয় কর্মকে ঋষি বৈদিকযুগের প্রচলিত রীতি অনুসারে যজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ঐ যজ্ঞের অগ্নি, ব্রহ্ম, হবনদ্রব্য সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ এবং হোতা ও যজমান বিশ্বকর্মা ঋষি বা সাধক স্বয়ং। হবি যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিলীন হইয়া যায়, ঋষি সেই প্রকারে প্রতীয়মান সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে বিলীন করিতে চাহেন, সেই হেতু উহাকেই তিনি প্রপঞ্চবিলয় বা সর্বমেধ যজ্ঞের হবিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার যজ্ঞে সাহায্য করিবার জন্য তিনি জগতের স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, উহার যাজক হইবার জন্য উঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। উনি জগতের অধিপতি। সুতরাং উনি না দিলে, ঋষি উঁহার জিনিষ কি প্রকারে হবন করিবেন। তাই তিনি উঁহার নিকট তাহা যাচ্না করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে, বিশ্বকর্মা নিজেই যেন ঐ যজ্ঞে তাঁহার যাজক হন অর্থাৎ তিনি নিজেই যেন কৃপা করিয়া প্রপঞ্চকে বিলয় করিয়া দেন। ঋষি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই প্রপঞ্চবিলয় কর্ম দেখিয়া প্রপঞ্চপ্রিয় সাধারণ লোক মুগ্ধ হইবে, পরন্তু বিদ্বান্ মঘবা উহাতে তাঁহার সাহায্য করিবেন। বিশ্বকর্মার সর্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ 'শতপথব্রাহ্মণে'ও আছে। কথিত হইয়াছে যে, "অতিতিষ্ঠেয়ং সর্বাণি ভূতান্যহমেবেদং সর্বং স্যামিতি" ('আমি সর্বভূতকে অতিক্রম করিব, এই সমস্তই হইব') এই কামনা করিয়া,

"তেন হৈতেন বিশ্বকর্মা ভৌবন ইজে। তেনেষ্টাত্যতিষ্ঠৎ সর্বাণি ভূতানীদং সর্বমভবদতিতিষ্ঠতি সর্বাণি ভূতানীদং সর্বং ভবতি য এবং বিদ্বান্ সর্বমেধেন যজতে যো বৈতদেবং বেদ।"[১]

'সেই ইহার (সর্বমেধের) দ্বারা ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্মা (ঋষি) যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ করিয়া তিনি সর্বভূতকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত ছিলেন, তিনি এই সমস্তই হইয়াছিলেন। যে এই প্রকার জানিয়া সর্বমেধ যজ্ঞ করে, কিংবা যে উহাকে ঐ প্রকারে জানে, সেও সর্বভূতকে অতিক্রম করিয়া স্থিত থাকে, সে এই সমস্তই হয়।' তথায় আরও উল্লিখিত আছে যে, ঠিক ঐ উদ্দেশে (পুরুষ) নারায়ণ "পুরুষমেধ পঞ্চরাত্র ক্রতু" আবিষ্কার করেন এবং উহা সম্পাদন করিয়া আপন অভীষ্ট লাভ করেন। "যে এই প্রকার জানিয়া

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৭।১।১৪, ১৩।৭।১।১৪

পুরুষমেধ যজ্ঞ করে, কিংবা যে উহাকে ঐ প্রকারে জানে, সেও সর্বভূতকে অতিক্রম করিয়া স্থিত থাকে, সে এই সমস্তই হয়।”[১] ঐ পুরুষমেধ খুব সম্ভব সর্বমেধ হইতে তত্বত অভিন্ন। কেননা, বেদে সর্বাত্মক ব্রহ্মকে বিরাট্-পুরুষরূপে কল্পনা করা হইত। সুতরাং সর্বপ্রপঞ্চের হবন এবং বিরাট্ পুরুষের হবন একই কথা। ‘শতপথব্রাহ্মণে’ ‘পুরুষমেধ’ নামের নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ (“লোকাঃ”) ‘পুর’। যিনি এই সর্বত্র বিরাজিত, তিনি উহাতে শয়ন করিয়া আছেন। সেইহেতু তাঁহাকে ‘পুরুষ’ বলা হয়। এই বিশ্বপ্রপঞ্চে যাহা কিছু অন্ন আছে, তৎসমস্তই তাঁহার অন্ন বা ‘মেধ’। যেহেতু এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহার ‘মেধ’ বা অন্ন, সেইহেতু ইহাকে পুরুষমেধ বলা হয়। যেহেতু এই (যজ্ঞে) সমস্ত মেধ্য পুরুষকে সম্যক্ প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু ইহাকে ‘পুরুষমেধ’ বলা হয়।[২] ইহা হইতেও জানা যায় যে, পুরুষমেধ সর্বমেধই। যাহা হউক, তাহাতে স্পষ্ট বলাও হইয়াছে,

“এতাবদ্বা ইদং সর্বং যাবদিমে চ লোকা দিশশ্চ সর্বং পুরুষমেধঃ সর্বস্যাপ্ত্যৈ সর্বস্যাবরুদ্ধ্যৈ।”[৩]

‘যাবৎ এই লোকসমূহ ও দিক্সমূহ, তাবৎ নিশ্চয়ই এই সমস্ত (বিশ্বপ্রপঞ্চ)। সমস্তই পুরুষমেধ। (উহা) সমস্তের প্রাপ্তি ও রক্ষার জন্যই।’

বিশ্বকর্মার সর্বমেধ যজ্ঞ কি প্রকার অর্থাৎ কি প্রকারে তিনি প্রপঞ্চ-বিলয় করিতেন, তাহা জানা নাই। সম্ভবত তিনি জগতের প্রলয় ভাবনা করিতেন, অন্তত উহার সাহায্য লইতেন। কেননা, সূক্তারম্ভে তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্বস্রষ্টাও হোতা, প্রলয়ে তিনি সমস্ত ভুবন আপনাতে হবন করেন (“য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বৎ”)। প্রলয় যজ্ঞে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া বিশ্বকর্মা আপন যজ্ঞে যাজকতা করিতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ঐ ভাবনার সঙ্গে হয়ত কিছু কিছু কর্মানুষ্ঠানও সংশ্লিষ্ট ছিল। যাহা হউক, পরে পরে ঐ ভাবনা বিলুপ্ত হইয়া সর্বমেধ যজ্ঞ এক অনুষ্ঠান বিশেষমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল দেখা যায়। ‘কঠোপনিষদে’র প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে যে, বাজশ্রবার পুত্র এবং নচিকেতার পিতাও সর্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তথাকার অতি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে বোধ হয় যে, উহা এক নিরেট অনুষ্ঠান

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৬।১।১

২। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৬।২।১ ; আরও দেখ—১৩।৬।১।৯

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৬।১।৩ ; আরও দেখ—১৩।৬।১।৬, ৯, ১১ ; ১৩।৬।২।১২, ১১।২০

মাত্রই হইয়াছিল। মূর্দ্ধন্বান্ ঋষি বলিয়াছেন যে, দেবতাগণ বৈশ্বানর অগ্নিতে, "জুহবুর্ব্বনানি বিশ্বা" ('বিশ্বভুবনকে হোম করেন')।[১] উহা প্রলয়ের কথাই মনে হয়।

'শাংখায়নশ্রৌতসূত্রে (১৬।১৫।১) বিবৃত হইয়াছে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সর্বমেধ-যজ্ঞ বলিয়াছিলেন।

"ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুস্তপোঽতপ্যত। তত্তপস্তপ্ত্বৈক্ষত। ন বৈ তপস্যানন্ত্যমস্তি হন্ত সর্বেষু ভূতেষ্বাত্মানং জুহবানীতি। তৎ সর্বেষু ভূতেষ্বাত্মানং হুত্বা সর্বাণি ভূতানি সর্বমেধে জুহবাংচকার। ততো বৈ তৎ সর্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্যৈৎ। তথো এবৈতদ্‌যজমানো যৎ সর্বমেধেন যজতে সর্বেষু ভূতেষ্বাত্মানং হুত্বা সর্বাণি ভূতানি সর্বমেধে জুহবাংকরোতি। ততো বৈ স সর্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্যেতি।"

'স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তপস্যা করেন। তপস্যা করিতে করিতে তিনি ঈক্ষণ করিলেন, তপস্যার অন্ত নিশ্চয় নাই। সর্বভূতে আপনাকে হবন করিব।' অনন্তর তিনি সর্বভূতে আপনাকে হবন করত সর্বভূতকে সর্বমেধে হবন করেন। তাহাতে তিনি সর্বভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য ও আধিপত্য সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হন। সেই হইতে যজমান সর্বমেধে হবন করে,—সর্বভূতে আপনাকে হবন করত সর্বভূতকে সর্বমেধে হবন করে। তাহাতে সে সর্বভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য ও আধিপত্য সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়। তথায় আছে যে "সর্বং সর্বমেধঃ। সর্বেণ সর্বমাপ্নবানিতি।"[২] (১৬।১৫।১৫-৬)

মহর্ষি উদ্দালক প্রপঞ্চবিলয়ের এক অতি সুন্দর পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, জগতে মূলবস্তু তিনটি—তেজ, অপ্, এবং অন্ন বা পৃথিবী; ঐ তিন মূল পদার্থের পরস্পর সংমিশ্রণ—(যাহা 'ত্রিবৃৎকরণ' নামে অভিহিত হয়)—দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। উদ্দালক বলেন,

"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য; অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।"[৩]

'অগ্নির যে লোহিতরূপ (দৃষ্ট হয়), তাহা তেজেরই রূপ; যে শুক্লরূপ (দৃষ্ট

১। ঋক্‌সং, ১০।৮৮।৯

২। দীর্ঘতমা ঋষিও বলিয়াছেন যে, বিশ্বভুবন "ত্রিধাতু" অর্থাৎ পৃথিবী, অপ্ ও তেজ—এই ধাতুত্রয়বিশিষ্ট বিষ্ণুই উহাকে ঐ প্রকার করিয়াছেন। (ঋক্‌সং, ১।১৫৪।৪)

৩। ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩

হয়), তাহা জলেরই রূপ ; আর যে কৃষ্ণরূপ (দৃষ্ট হয়), তাহা পৃথিবীরই রূপ। (এই প্রকারে) অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইল। কারণ, বিকার কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র, (উক্ত) তিনটি রূপই সত্য।' এইরূপে জগতে সমস্ত বস্তুবুদ্ধিকে মিথ্যা স্থির করত, উহাদের বিলয় করিয়া তেজাদি পদার্থত্রয়েরই সত্যত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন ঐ প্রকারে প্রাচীন জ্ঞানী ঋষিগণ, 'যাহা কিছু রোহিতের ন্যায় (ইব) প্রতীত হয়, তাহা তেজেরই রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন ; যাহা কিছু শুক্লের ন্যায় প্রতীত হয়, তাহা জলেরই রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন, যাহা কিছু কৃষ্ণের ন্যায় প্রতীত হয়, তাহা অন্নের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। এইরূপে যাহা কিছু বিজ্ঞাতের ন্যায় (বিজ্ঞাতমিব) বোধ হয় (এবং যাহা কিছু অবিজ্ঞাতের ন্যায় অর্থাৎ বিশেষরূপে গ্রহণযোগ্য নহে), তাহা এই তিন দেবতারই 'সমাস' বলিয়া জানিয়াছিলেন।" অতঃপর তিনি দেখাইয়াছেন যে, জীবের শরীরেন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু তৎসমস্তও ঐ পদার্থত্রয়েরই সমাসবিশেষ। ঐ পদার্থত্রয় আবার পরম্পরাক্রমে এক সদ্বস্তু হইতে উৎপন্ন। ঐ সদ্বস্তু বহুভবনের কামনা করিয়া তেজকে উৎপন্ন করে এবং ঠিক ঐ প্রকারে তেজ জলকে এবং জল অন্ন বা পৃথিবীকে উৎপন্ন করে। পূর্বে যেমন মূল পদার্থত্রয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্ন্যাদি উৎপন্ন যৌগিক পদার্থের বিলয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অনুসারে তেজ, অপ্ এবং অন্নকেও বিলয় করা যায়। কেননা, উহারাও উৎপন্ন বস্তু। তাহাতে পরিশেষে "এক অদ্বিতীয় সৎ" বস্তুই থাকে। উহাই ব্রহ্ম। উদ্দালকের ঐ ত্রিবৃৎকরণ পদ্ধতি পরে পরে পঞ্চীকরণরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছিল। উদ্দালক ঋষির প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলির সহায়ে ভগবান্ বাদরায়ণ কার্য্যকারণের অনন্যত্ব প্রতিপাদনে উপযোগ করিয়াছেন। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, কার্য্যও কারণের অভেদবাদও প্রপঞ্চবিলয়ের উদ্দেশেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

যাস্ক বলিয়াছেন যে, বিশ্বকর্মা ভৌবন ঋষি বাহ্য সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চকে হবন করার পর আপনাকেও হবন করিয়াছিল। উহা 'আত্মবিলয়' নামে অভিহিত হয়। তাহাতে আপন ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মে বিলীন করিতে হয়। এই আত্মবিলয়ের উল্লেখ 'কপিষ্ঠলকঠ সংহিতা'য় (৩২।২) পাওয়া যায়।

"কস্মৈ দেবতায়া অগ্নিশ্চীয়ত ইত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ। প্রজাপতয় এব। তস্য কিং হবিরিতি। আত্মৈব।"

'কোন দেবতার উদ্দেশে অগ্নিচয়ন করিতে? ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, প্রজাপতিরই উদ্দেশে। তাঁহার হবি কি? আত্মাই।'

ভেদোপাসনার নিন্দা

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' যেমন "অহং ব্রহ্মাস্মি" ('আমি ব্রহ্মই') ইত্যাদি প্রকারে অভেদোপাসনার প্রশংসা আছে, তেমন পক্ষান্তরে ভেদোপাসনার তীব্র নিন্দা আছে।

"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমিতি, ন স বেদ ; যথা পশুরেব স দেবানাম্।"[১]

'অনন্তর যে 'আমি (উপাসক) অন্য এবং ইনি (উপাস্য) অন্য' এই প্রকারে অন্য দেবতার (অর্থাৎ আপনা হইতে ভিন্ন ভাবনায় দেবতার) উপাসনা করে,- সে (তত্ত্ব) জানে না। সে নিশ্চয়ই দেবতাদিগের পশুর তুল্য (অর্থাৎ পশু যেমন মনুষ্যের উপভোগের বস্তু, সেই উপাসকও তেমন দেবতাগণের উপভোগের বস্তু)।' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে বলেন,

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্। ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা।"[২]

'অরে মৈত্রেয়ী, আত্মাই (জীবের একমাত্র) দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং বিজ্ঞান দ্বারা এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্তই বিদিত হয়। ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রতারিত করে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে ; ক্ষত্রিয় তাহাকে প্রতারিত করে, যে ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে ; (লোকসমূহ তাহাকে প্রতারিত

১। বৃহউ, ১।৪।১০ ২। বৃহউ, ২।৪।৫-৬ ; ৪।৫।৬-৭ (ঈষৎ পাঠান্তরে)

করে, যে লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে; দেবগণ তাহাকে প্রতারিত করে, যে দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে; ভূতসমূহ তাহাকে প্রতারিত করে, যে ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে; (এক কথায়) সমস্তই (জগৎ) তাহাকে প্রতারিত করে, যে সমস্ত (জগৎকে) আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসমূহ, এই দেবতাগণ, এই ভূতগণ, এবং এই সমস্ত (জগৎ) আত্মাই।" সমস্তই যখন ব্রহ্ম, তখন যে কোন বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সে নিশ্চয়ই ভুল করে। যেহেতু সেই বস্তু তাহাকে ভ্রমে ফেলিয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সে সেই বস্তু দ্বারা প্রতারিত হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদেও সেই প্রকার প্রশংসা ও নিন্দা আছে। যথা, মহর্ষি সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে বলেন,

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি।"[১]

'যে এই প্রকার (অর্থাৎ সর্বত্র সমস্তই অহং এবং আত্মা বলিয়া) দেখে, মনন করে এবং বিশেষরূপে জানে, সে আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হয়। সে স্বরাট্ হয়। সমস্ত লোকে তাহার স্বচ্ছন্দগতি হয়। আর যে অন্য প্রকার জানে সে পরাধীন হয় এবং তৎপ্রাপ্ত লোকসমূহ ক্ষয় হয়। সমস্ত লোকে তাহার স্বচ্ছন্দগতি হয় না।'

মুক্তি দুর্লভ

বেদে সর্বভবনের এত বহু উপায়ের বর্ণনা দেখিয়া সহজে মনে হয়, সর্বভবন বৈদিক ঋষিগণের অত্যধিক প্রিয় ছিল এবং উহা অতীব দুর্লভ ছিল। যাহা প্রিয়তম তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা সকলেরই স্বভাবত হইয়া থাকে। পরন্তু তাহা যদি সহজে লভ্য হইত, তাহার জন্য নানা উপায় আবিষ্কারের প্রয়োজন হইত না। যাহা হউক, তত্ত্ববোধ যে অনায়াস-সাধ্য নহে, কোন কোন ঋষি তাহা সরল প্রাণে স্বীকার করিয়াছেন। ঋষি দীর্ঘতমা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,

১। ছান্দোউ, ৭।২৫।২

"ন বিজানামি যদি বেদমস্মি
নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যা-
দিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ॥"[১]

ভাষ্যকার সায়নের মতে এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নিম্ন প্রকার,—

[অহং] যদি বা ইদম্ (বিশ্বপ্রপঞ্চম্) অস্মি, [তৎ] ন বিজানামি [যতোঽহং] নিণ্যঃ (অন্তর্হিতঃ মূঢ়চিত্তঃ) সংনদ্ধঃ (অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ সম্যগ্‌বদ্ধঃ) মনসা (ইন্দ্রিয়পরবশ এব সন্) চরামি [অতঃ সার্বাত্ম্যং ন জানামীতি]। যদা মা আগন্ (আগমিষ্যতি) ঋতস্য প্রথমজাঃ (প্রথমোৎপন্নঃ চিত্ত-প্রত্যক্‌প্রবণজনিতঃ অনুভবঃ) আদিৎ (অনন্তরমেব) অস্যা বাচঃ (ঐকাত্ম্যপ্রতিপাদিকায়া উপনিষদ্বাচঃ) ভাগং (ভজনীয়ং শব্দব্রহ্মণা ব্যাপ্তব্যং পরং ব্রহ্মপদং) অশ্নুবে (প্রাপ্নোমি)।

অর্থাৎ যদিও (শ্রুতিমতে) এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমিই, (তথাপি) আমি তাহা অনুভব করিতেছি না। কেননা, আমি মূঢ়চিত্ত, আমার বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে। অবিদ্যাকামকর্মসমূহ দ্বারা সম্যগ্ বদ্ধ আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া (সংসারে) বিচরণ করিতেছি। (সেই হেতু স্বীয় সার্বাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না)। যখন সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের চিত্ত-প্রত্যক্‌প্রবণজনিত প্রথম অনুভূতি আমার হইবে, তখন আমি ঐ (শ্রুতি) বাণীর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইব। দুর্গাচার্য্য উহার কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,[২]—'আমি কি কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম, না তৎকার্য্য দ্বৈত জগৎ তাহা আমি জানি না। অবিদ্যার দ্বারা অন্তর্হিতবুদ্ধি হইয়া কার্য্য ও কারণ, অথবা দ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যে বিচরণ করিতেছি? ইত্যাদি যাস্কের মতে,[৩] তিনি আদিত্য, না জীবাত্মা—ইহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়াই ঋষি ঐ প্রকারে পরিদেবনা করিয়াছেন। যাহা হউক, উহাতে যে ঋষি তত্ত্ববোধের কঠিনতা বুঝিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন ঐ তিন ব্যাখ্যাতেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা বেশী নহে, সামান্যই।

এমন কি দেবতা-প্রাপ্তিও কঠিন। প্রজাপতি ঋষি বলিয়াছেন,

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
দেবাঁ অচ্ছা পথ্যা কা সমেতি।

১। ঋক্‌সং. ১।১৬৪।৩৭; অথসং, ৯।১৫।১৫
২। নিরুক্ত, ৭।৩।৬, দুর্গাচার্য্যকৃতবৃত্তি
৩। নিরুক্ত, ১৪।২২

দদৃশ্র এষামবমা সদাংসি
পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥"[১]

'দেবাভিমুখী কোন পথ সাধু? কোন পথ সম্যক্ গমন করিয়াছে?—সেই সত্য কে জানে? (কিংবা জানিলেও) কে তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছেন? দেবতাদিগের অধস্তন লোকসমূহই দৃষ্ট হয়। (পরন্তু) পরম গুহ্য কর্মসমূহ দ্বারা প্রাপ্য দেবলোকসমূহে (কোন মার্গ সম্যক্ গমন করে তাহা কে জানে)?'

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় একটা আখ্যায়িকা আছে।[২] "প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করত প্রেমবশত উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। (পরন্তু) উহাদের হইতে পুনঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে ("সম্ভবিতুং") সমর্থ হইলেন না। (তখন, ঐ অবস্থায় থাকিয়া) তিনি বলিলেন, 'যে আমাকে ইহাদের হইতে পুনঃ সম্যক্ চয়ন করিবে ("সঞ্চিনবৎ") সে ঋদ্ধিমান্ হইবে।" দেবতাগণ তাঁহাকে সম্যক্ চয়ন করিয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহারা ঋদ্ধিমান্ হইয়াছিলেন।" ইত্যাদি। 'শতপথব্রাহ্মণে'ও ঐরূপ একটা আখ্যায়িকা আছে।[৩] "প্রজাপতি চেতন ও অচেতন সমস্ত ভূতবর্গকে,—দেবতা এবং মনুষ্যদিগকেও সৃজন করেন। সমস্ত ভূতবর্গকে সৃজন করত তিনি বিব্রতের ন্যায় (ইব) মনে করিতে লাগিলেন; তিনি মৃত্যু হইতে ভীত হইলেন। (তখন) তিনি ঈক্ষণ করিলেন, কি প্রকারে আমি এই সমস্ত ভূতবর্গকে পুনরায় আপনাতে বিলীন করিয়া, পুনরায় আপনাতে ধারণ করিয়া, কি প্রকারে আমি পুনরায় এই সমস্ত ভূতবর্গের আত্মা হইব।" অতঃপর, ইহা বিবৃত হইয়াছে যে, তিনি ঐ উদ্দেশ্যে নানা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সকল আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য খুব সম্ভব এই,—প্রজাপতি স্বেচ্ছায় জগৎরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা'র উক্ত আখ্যায়িকায় উহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। "প্রজাপতিরকাময়ত প্র জায়েয়েতি" অর্থাৎ 'প্রজাপতি কামনা করিলেন, আমি উৎপন্ন হইব।'[৪] ঐ প্রকারে শরীর পরিগ্রহ করত প্রজাপতি স্বেচ্ছায় জীব সাজিয়াছেন। অনন্তর তিনি ঐ অবস্থা হইতে পুনরায় পূর্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন। কেননা, যেমন 'শতপথব্রাহ্মণো'ক্ত আখ্যায়িকায় আছে, ঐ অবস্থায় তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না, মৃত্যু হইতে ভীত হইতেছিলেন। পরন্তু পুনঃ স্বরূপ প্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তখন তিনি অন্ততোগত্যা ঋদ্ধিপ্রাপ্তির

১। ঋক্‌সং, ৩।৫৪।৫
২। তৈত্তিসং, ৫।৫।২।১-
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।২।২-
৪। তৈত্তিসং, ৫।৫।২।৫

সঙ্কল্প করিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে নানা যজ্ঞাদির পরিকল্পনা করিলেন। দেবতাগণ যজ্ঞাদি করত ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ঐ সকল আখ্যায়িকা যেমন স্বরূপপ্রাপ্তি বা মুক্তির দুর্লভতা সিদ্ধ করে, তেমন সিদ্ধ করে যে, যজ্ঞাদি দ্বারা স্বরূপপ্রাপ্তি হয় না, ঋদ্ধিলাভ মাত্র হয়।

কর্মের নিকৃষ্টতা

মুক্তির যে সকল সাধনের বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে, উহাদের কতক-গুলি সম্পূর্ণ ভাবনাময় এবং অপরগুলি কর্ম ও ভাবনা উভয়ময়। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পক্ষে বাহিক যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা শ্রুতির কোথাও কোথাও বর্ণিত হইয়াছে। যথা, 'অথর্ববেদে' আছে,

"যৎ পুরুষেণ হবিষা যজ্ঞং দেবা অতন্বত।
অস্তি নু তস্মাদোজীয়ো যদ্‌বিহব্যেনেজিরে॥"[১]

'দেবগণ পুরুষরূপ হবি দ্বারা যে যজ্ঞ (অর্থাৎ পুরুষমেধ যজ্ঞ) সম্পাদন করেন, তদপেক্ষাও ওজঃসম্পন্ন (যজ্ঞ) আছে। তাহা হবি বিনাই সম্পাদিত হয়।' ঐ যজ্ঞ কি, বেদ তাহা পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তবে উহার অব্যবহিত পরের মন্ত্রে দ্রব্যময় যজ্ঞের নিন্দা এবং জ্ঞানযজ্ঞের প্রশংসা আছে।

"মুগ্ধা দেবা উত শুনায়জন্তোত
গোরঙ্গৈঃ পুরুধাযজন্ত।
য ইমং যজ্ঞং মনসা চিকেত
প্র ণো বোচস্তমিহেহ ব্রবঃ॥"[২]

'মোহগ্রস্ত দেবগণ কুকুর দ্বারা যজ্ঞ করেন এবং গো'র অঙ্গসমূহ দ্বারা বহু প্রকারে (বা পুনঃপুনঃ) যজ্ঞ করেন। যিনি ঐ মানস যজ্ঞ তত্ত্বত জানেন, (সেই জ্ঞানীর কথা) আমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলুন। (অনন্তর ঐ জ্ঞানী গুরুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ইহ শরীরে এখনই তাহা (ব্রহ্মতত্ত্ব) আমাদিগকে বলুন।' এখানে যে ঋষি শ্বানমেধ এবং গোমেধ যজ্ঞেরই নিন্দা করিয়াছেন তাহা নহে। সমস্ত দ্রব্যময় যজ্ঞানুষ্ঠানকে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। পরে মানসযজ্ঞের উল্লেখ করাতে অনায়াসে মনে হয়। তীব্র নিন্দার্থই তিনি যজ্ঞীয়

১। অথসং, ৭।৫।৪ এই মন্ত্রের প্রথম পঙ্‌ক্তি 'ঋগ্বেদে' (১০।৯০।৬) 'পুরুষসূক্তে' পাওয়া যায়। ২। অথসং, ৭।৫।৫

দ্রব্যসমূহকে কুকুর ও গো'র অঙ্গসমূহ বলিয়াছেন। যাহা হউক, তাহাতে বুঝা যায় যে তত্ত্বজ্ঞানলাভের পূর্বশ্লোকোক্ত বলংত্তর যজ্ঞ মানসযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞই।[১]

'ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণে' একটা আখ্যায়িকা আছে।[২] প্রজাপতি তপস্যা করেন। তখন তাঁহার সৃষ্টির "মন" হইল। তিনি দেবতা অসুর ও পিতৃগণকে সৃষ্টি করেন। দেবতাগণ স্বর্গকামনায় তপস্যা করেন। তাহার "রস" পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌ উৎপন্ন হইল। উহারা তপস্যা করিল। তাহার "রস" বেদত্রয়—পৃথিবী হইতে ঋগ্বেদ, অন্তরিক্ষ হইতে যজুর্বেদ এবং দ্যৌ হইতে সামবেদ—উৎপন্ন হইল। উহারা তপস্যা করিল। তাহাতে অগ্নিত্রয় "রস" উৎপন্ন হইল,—ঋগ্বেদ হইতে গার্হপত্যাগ্নি, যজুর্বেদ হইতে দক্ষিণাগ্নি এবং সামবেদ হইতে আহবনীয়াগ্নি। উহারা তপস্যা করিল। তাহাতে "সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ এবং সহস্রপাৎ পুরুষ উৎপন্ন হইল।" তখন দেবতাগণ প্রজাপতির নিকটে গিয়া বলেন যে "বেদশরীর (অর্থাৎ অগ্নিত্রয়) দ্বারা (প্রাপ্ত) এই শরীর অমৃত। মৃত্যু হইতে উহার সমাপ্তি হইবে না।" তাঁহারা প্রজাপতিকে ঐ পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করেন। প্রজাপতি বলেন, উহার নাম যজ্ঞ। ইহার তাৎপর্য্য এই মনে হয়,—দেবগণ স্বর্গকামনায় তপস্যা করিয়া প্রথমে জগতের তত্ত্ব অবগত হন; পরে বেদ ও যজ্ঞ আবিষ্কার করেন। সমস্ত যজ্ঞের সার নিত্যাগ্নিহোত্র। উহার দ্বারা বিরাট্‌পুরুষ প্রাপ্তি হয়। উহাতে দ্রব্যবহুলসাধ্য যজ্ঞ হইতে সহজ অগ্নিহোত্রেরই রসত্ব বা প্রাধান্য খ্যাপিত হইয়াছে।

ঐ প্রকার উক্তি বেদে আরও পাওয়া যায়।

"কশ্চিদ্ধ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য আত্মানং বেদ অয়মহমস্মীতি। কশ্চিৎ স্বং লোকং ন প্রতিপ্রজানাতি। অগ্নিমুগ্ধো হৈব ধূমতান্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিপ্রজানাতি। অথ যে হৈবৈতমগ্নিং সাবিত্রং বেদ স এব অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য আত্মানং বেদ অয়মহমস্মীতি। স স্বং লোকং প্রতিপ্রজানাতি।"[৩]

কেহ কেহ (জ্ঞানী পুরুষ) ইহলোক হইতে গমন করত আত্মাকে (স্বস্বরূপকে)

১। দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব 'ভগবদ্‌গীতা'র ও খ্যাপিত হইয়াছে।
"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাদ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।"—(গীতা, ৪।৩৩)

২। 'দৈবতব্রাহ্মণ ও ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ' সায়ন-কৃত ভাষ্যসহ, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্তৃক সম্পাদিত, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ, কলিকাতা; ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ, ৪।১, ২৭ পৃষ্ঠা। ছান্দোগ্য, ৪।১৭ দেখ।

৩। তৈত্তিরী, ৩।১০।১১।১-

জানে যে আমি ইহাই (আদিত্যরূপ সর্বাত্মক সাবিত্র অগ্নি)। কেহ কেহ (অজ্ঞানী) স্বস্বরূপকে জানে না। যে অগ্নিমুগ্ধ (অর্থাৎ যজ্ঞাদির মোহে মুগ্ধ), সুতরাং ধূমতান্তই (অর্থাৎ ধূমোপলক্ষিত যজ্ঞ সম্পাদনেই যাহার সাধন পর্য্যবসিত) সে স্বস্বরূপকে জানে না। যে এই সাবিত্র অগ্নিকে জানে, সে ইহলোক হইতে প্রস্থান করত আত্মাকে জানে যে 'আমি ইহাই'। সেই স্বস্বরূপকে জানে।' ঐখানে কথিত হইয়াছে যে সাবিত্র অগ্নিই 'সর্ববিদ্যা'।[1]

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।

এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।"[2]

'যজ্ঞরূপ (অর্থাৎ যজ্ঞের সাধন) যে অষ্টাদশ (তৎসাধ্য) কর্ম নিকৃষ্ট, কেননা উহারা (উহাদের ফল) অনিত্য এবং বিনাশশীল। যে সকল মূঢ় উহাকে শ্রেয় মনে করিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়।'

"যৎকর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগা-

ত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে।"[3]

'যেহেতু কর্মিগণ কর্মে অনুরাগ বশতঃ (পরমতত্ত্বকে) জানে না, সেই হেতু তাহারা কর্মফলভোগ ক্ষয় হইয়া গেলে দুঃখার্ত হইয়া (স্বর্গলোক হইতে) চ্যুত হয়।' এই প্রকার বচন বহু আছে। ফল কথা এই,—কর্মাদির দ্বারা স্বর্গলাভ হয়; কর্মফলভোগ শেষ হইলে তথা হইতে চ্যুত হইয়া আবার মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; সুতরাং তদ্দ্বারা আবাগমন বন্ধ হয় না। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি"[4] অর্থাৎ বিত্ত (এবং তৎসাধ্য যজ্ঞাদি) দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। তাই ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন, "যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইব না, তাহার দ্বারা আমি কি করিব? হে ভগবান্, আপনি যাহা জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।"[5] তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, একমাত্র আত্মজ্ঞান দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়, অপর কোন উপায়ে নহে। সেই প্রকার আরও কথিত হইয়াছে,

১। তৈত্তিরা, ৩.১০.১১।৪ ২। মুণ্ডউ, ১।২।৭ ৩। মুণ্ডউ, ১।২।৯
৪। বৃহউ, ২।৪।২ ৫। বৃহউ, ২।৪।৩

"এষ সর্বস্যান্তমেবাত্মা স এষ সর্বাসামপাং মধ্যে স এষ কামৈঃ সর্বৈঃ সম্পন্ন আপো বৈ সর্বে কামাঃ স এষোঽকামঃ সর্বকামো ন হ্যেতং কশ্চ চন কামঃ। তদেষ শ্লোকো ভবতি।

বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥

ইতি ন হৈবং তং লোকং দক্ষিণাভির্ন তপসা নৈবংবিদশ্নুত এবংবিদাং হৈব স লোকঃ।"[১]

উহা সকলেরই অন্তরাত্মা। উহা সমস্ত জলসমূহের (অর্থাৎ জল বা অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন কার্যসমূহের) মধ্যে (অবস্থিত; সেই প্রকারে) উহা সর্বকামসম্পন্ন, কেননা সমস্ত কাম আপই। (ঐ প্রকারে) সর্বকাম (হইলেও বস্তুত) উহা অকাম, উহা কাহারও কাম (বা কামের বিষয়) নহে। এই বিষয়ে এক শ্লোক আছে। কামসমূহ যাহাতে (পৌছিতে না পারিয়া) প্রত্যাবৃত্ত হয়, (বিদ্বান্‌গণ) জ্ঞান দ্বারা তাহাতে আরোহণ করেন। দক্ষিণা (বা যজ্ঞকারিগণ), অবিদ্বান্‌গণ এবং তপস্বিগণ তথায় যাইতে পারে না। অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞগণ যজ্ঞ ও তপস্যাদ্বারা সেই পদ প্রাপ্ত হয় না। ঐ পদ তত্ত্বজ্ঞগণেরই।' এই বিষয়ে 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (১।৪ খণ্ড) একটা আখ্যায়িকা আছে। দেবতাগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ত্রয়ীবিদ্যাতে প্রবেশ করেন এবং ছন্দঃসমূহ দ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করেন। পরন্তু মৃত্যু তাঁহাদিগকে দেখিয়া ফেলেন। তখন দেবগণ ঋক্, যজু এবং সাম হইতে আরও উর্ধ্বে উহাদের স্বরে অর্থাৎ ওঙ্কারে প্রবেশ করেন। তাহাতে তাঁহারা অমৃত ও অভয় হন। এই আখ্যায়িকা হইতে অনায়াসে জানা যায় যে, বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। উহাদের প্রতিপাদ্য অক্ষয় বস্তু ওঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই জীব অমৃত ও অভয় হইতে পারে।

"এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে বাচি হি প্রাণং জুহুমঃ প্রাণে বাচং যো হ্যেব প্রভবঃ স এবাপ্যয়ঃ।"[২]

তাহাতে (সংহিতাস্বরূপ উপাসনায়) অভিজ্ঞ কবষঋষির পুত্র ঋষিগণ (পরস্পরের

১। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।৪।১৫-৬

২। ঐতআ, ৩.২।৬; শাখাআ, ৮।১০ (ঈষৎপাঠভেদে)

মধ্যে) এই প্রকার বলিয়াছেন,—আমরা কেন (বেদের) স্বাধ্যায় করিব ? আমরা কেন যাগাদি করিব ? (কথা বলিতে) আমরা বাক্যে প্রাণকে হবন করি এবং (নীরব থাকিয়া) আমরা প্রাণে বাক্‌কে হবন করি। (ইহাদের) যাহা (হইতে যাহার) উদ্ভব (কালান্তরে) তহাতে (অপরের) প্রলয় (হয়)।'

> ন প্রজয়া ন কর্মণা ধনেন
> ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"[১]

'প্রজা, কর্ম বা ধনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (নারায়ণোপনিষদে) তত্ত্বজ্ঞান লাভের উৎকৃষ্ট সাধনরূপে অনেক মতের উল্লেখ আছে।[২] কেহ সত্য, কেহ তপঃ, কেহ দম, কেহ শম, কেহ দান, কেহ ধর্ম, কেহ প্রজনন, কেহ (গার্হপত্যাদি) অগ্নি, কেহ অগ্নিহোত্র, কেহ যজ্ঞ, এবং কোন কোন বিদ্বান্ মানস উপাসনাকে জ্ঞানের পরম সাধন মনে করেন। সকলেই আপন আপন সাধনে আনন্দের সহিত রত থাকেন। অবশেষে উক্ত হইয়াছে যে

"ন্যাস ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা হি পরঃ পরো হি ব্রহ্মা তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচয়েৎ।"
ব্রহ্মা বলেন, ত্যাগই (মুক্তির সর্বোত্তম সাধন)। ব্রহ্মা (অপর মতাবলম্বিগণ অপেক্ষা) নিশ্চয়ই পর (বা শ্রেষ্ঠ)। ব্রহ্মা নিশ্চয়ই পর-(ব্রহ্মরূপ)। (সুতরাং তাঁহার মতই শ্রেষ্ঠ) ঐ সকল নিকৃষ্ট সাধন, ত্যাগ উহাদিগকে অবশ্যই অতিক্রম করে।'

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রুতিমতে ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর, "বাক্য মন ও চক্ষু দ্বারা (তাঁহাকে) পাইতে (কেহ) সমর্থ নহে।" তথাপি যেহেতু মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যতীত অপর কোন সাধন জীবের নাই, সেইহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, উহাদের সহায়ে সাধন করিতে করিতেই ব্রহ্মকে জানা যায়।

> "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্তো
> য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"[৩]

১। তৈত্তিআ, ১০।১০।৮ ; নারাউ, ১২।৩ ; কৈবল্যউ, ১।২
২। তৈত্তিআ, ১৪।৬৩ ; আরও দেখ, ১০।৬৩
৩। কঠউ, ২।৩।৯ ; তৈ.ত্তিআ, ১০।১ (=নারাউ, ১।৩) ("এনং") ; শ্বেতউ, ৩।১৩ ('মন্বীশঃ' পাঠান্তরে) ; ৪।২০ ("হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুঃ" পাঠান্তরে)

হৃদয়, বুদ্ধি এবং মন দ্বারা অভিসমর্থিত (হইলে আত্মাকে জানা যায়)। যাহারা উহাকে জানে তাহারা অমৃত হয়।' হৃদয়স্থিত বুদ্ধি দ্বারা মনের সঙ্কল্পাদিকে নিয়ন্ত্রণ করত শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়া ব্রহ্মভাবনা করিতে থাকিলে ব্রহ্মকে জানা যায়।

"ঋতস্য পদং কবয়ো নি পান্তি
গুহা নামানি দধিরে পরাণি।"[১]

'কবিগণ হৃদয় গুহায় ঋতের পদ নিত্য রক্ষা করেন এবং উহার পরম নামসমূহ ধারণ করেন।' যাহাতে পূর্বসিদ্ধান্তের সঙ্গে বিরোধ না হয়, সেইহেতু ঋষিগণ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মে গিয়া বুদ্ধ্যাদির আত্মবিলোপ হয়।

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥"[২]

'যে অবস্থায় পাঁচই জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া যায় এবং বুদ্ধিও কোন প্রকার চেষ্টা করে না, তাহাকেই পরম সম্পূর্ণ গতি বলা হয়।'

১। ঋক্ সং, ১০।৫।২ ২। কঠউ, ২।৩।১০

সপ্তম অধ্যায়

একাত্মবাদ বা একত্ববাদ

বেদসংহিতার মতে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় ব্রহ্ম হইতেই হয়। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মেরই আত্মাভিব্যক্তি মাত্র। অতএব ব্রহ্ম জগদাত্মক,—জগতের আধার। ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্তু নাই। যথা, গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন,

"যস্মাদিন্দ্রাদ্ বৃহতঃ কিঞ্চনেমৃতে
বিশ্বানি যস্মিন্ সম্ভৃতাধি বীর্য্যা।"[১]

'যে বৃহৎ ইন্দ্র ব্যতীত কিছুই নাই, যাহাতে সর্বপ্রকার সামর্থ্য বর্তমান।' হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিয়াছেন,

"নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন"[২]

'ইন্দ্র ব্যতীত কোন ধাম প্রকাশ পায় না।' অন্যত্র আছে

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্-
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।"[৩]

'যাঁহা হইতে পর বা অপর কিছুই নাই, যাঁহা হইতে অণুতর বা মহত্তর কিছুই নাই, এবং যাঁহা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধভাবে চিৎস্বরূপে অবস্থিত, তিনি এক। সেই পুরুষদ্বারা এই সমস্ত পূর্ণ।' তাঁহা হইতে পর বা অপর এবং অণুতর বা মহত্তর কিছু নাই বলাতে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার সমানও কিছু নাই। যাহা হউক, কোন কোন শ্রুতিবচনে তাহা স্পষ্টত ব্যক্ত হইয়াছে।

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।"[৪]

১। ঋক্‌সং, ২।১৬।২

২। ঋক্‌সং, ৯।৬৯।৬ ; সামসং, উ, ৬।১।৯ ; কৌষীত্রা, ২।৭ ; নিরুক্ত, ৭।২

৩। ইহা ঋক্‌মন্ত্ররূপে যাস্কাচার্যের 'নিরুক্তে' (২।৩।১) ধৃত হইয়াছে। পরন্তু ঋগ্বেদের উপলব্ধ শাখায় উহা নাই। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' (৩।৯) ও উহা পাওয়া যায়। আরও দেখ

"যস্মাৎ পরাঞ্চং পরমস্তি ভূতম্"—(অথসং, ১০।৭।৩১

৪। বাজসং (মাধ্য), ৩২।৩ তথায় ইহার প্রমাণও দেওয়া হইয়াছে। "হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষঃ। মা মা হিংসীদিত্যেষা। যস্মান্ন জাত ইত্যেষঃ।"

যাঁহার নাম মহদ্‌যশ (=ব্রহ্ম) তাঁহার প্রতিমা নাই।' (অর্থাৎ তৎসদৃশ কিছুই নাই)।'

"নকিরন্যস্তাবান্‌"[১]

'তৎসদৃশ অন্য নাই।'

"নকি ইন্দ্র তদুত্তরং ন জ্যায়ো
অস্তি বৃত্রহন্‌ ন কেবং যথা ত্বং।"[২]

সুতরাং ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নাই। চেতন ও অচেতন জগৎ তাঁহারই অন্তর্গত, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে।

তাই শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম "একশ্চর্ষণীনাং"[৩] (জ্ঞানী মনুষ্যের দৃষ্টিতে এক')

"একমেবাদ্বিতীয়ম্‌"[৪]

'এক ও অদ্বিতীয়,' পক্ষান্তরে, জগৎ অনেকভেদভিন্ন,—অনন্ত বৈচিত্র্যময়। সুতরাং অনেকের আধার এক ; জগৎ একাধার এবং এক অনেকাত্মক।

"যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং
বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ॥"[৫]

'যাহা এক, ইন্দ্রিয়াগোচর, অনন্তরূপ, বিশ্বাত্মক, পুরাণ এবং অজ্ঞানান্ধকারাতীত।'

শুক্লযজুর্বেদে আছে, জগৎ "একনীড়"।

"বেনস্তৎ পশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্‌-
যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌।
তস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং
স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভুঃ প্রজাসু॥"[৬]

'যাহাতে বিশ্বপ্রপঞ্চ একনীড় হয়, সেই সৎকে (ব্রহ্মকে) বিদ্বান্‌গণ গুহায় নিহিত দর্শন করেন। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ (প্রলয়ে) তাহাতে সম্যক্‌ লীন হয় এবং (সৃষ্টিকালে) তাহা হইতে নির্গত হয়। তিনি বিভু এবং সৃষ্টবস্তুসমূহে তিনি ওতপ্রোত (ভাবে আছেন)।' 'নীড়' শব্দ সাধারণত 'স্থান' ও 'কুলায়' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই মাত্র অর্থে চিদচিদাত্মক জগৎ ব্রহ্মে ওতপ্রোত থাকিলেও

১। ঋক্‌সং, ১।৫২।১৩ ; আর দেখ শ্বেতউ, ৬।৮
২। সামসং, ২।৯।১০
৩। ঋক্‌সং, ১।৭।৯
৪। ছান্দোউ, ৬।২।১
৫। তৈত্তিআ, ১০।১।১
৬ বাজ সং (মাধ্য), ৩২।৮ ; কাণ্বসং, ৪ ৫ ৩ ৫

বস্তুত তাঁহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে।[১] অপর কথায়, 'একনীড়' সংজ্ঞামাত্রের আধারে বলা যায় না যে ব্রহ্ম জগতের উপাদান। দেখা যায়, নানাবিধ পক্ষি-সমূহ সন্ধ্যাকালে একই বৃক্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, তথায় রাত্রিতে বাস করে এবং প্রভাতে আবার বিভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। ঐ পক্ষিসমূহকেও 'একনীড়' বলা যায়। উক্ত শ্রুতিবচনে কথিত ব্রহ্মে জগতের প্রলয় এবং নির্গমনও ঠিক সেই প্রকার বলা যাইতে পারে। কেহ হয়ত শঙ্কা করিবেন যে, উহাতে ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিতে হয়। তাহাতে শ্রুতিবিরোধ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহার অন্তর ও বাহির নাই। আরও কথিত হইয়াছে যে "এই লোকসমূহ,—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের অভ্যন্তরেই (অবস্থিত)... যেমন (সমুদ্রে সমস্ত বস্তু) নৌ-মধ্যে সমাহিত (থাকে), তেমনই ব্রহ্মে তেত্রিশ দেবতা সমাহিত, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এবং সমস্ত ভূতবর্গ সমাহিত (আছে)।"[২] ঐ শঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে দৃষ্টান্ত ঐ অংশে নহে। সৃষ্টি বিষয়ে শ্রুতিতে অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। তাহাও ঐ প্রকার দোষযুক্ত। তাই বলিতে হয় যে স্থ-উপমা ঐ অংশে নহে। ইহাও দেখা যায়, একই বৃক্ষে আশ্রয়-গৃহীত পক্ষিগণ কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কিঞ্চিৎকাল চঞ্চল ও মুখর হইয়া ঐ বৃক্ষেরই এক শাখা হইতে অপর শাখায় ইতস্তত বিচরণ করে। বাহির হইতে দেখিতে বৃক্ষ যেমন তেমনই আছে। পরে আবার নিস্তব্ধ হয়। উহাকে সৃষ্টি প্রলয়ের ঘনিষ্ঠ দৃষ্টান্ত বলা যায়। 'নীড়'=নি+ইল+ক ; তুদাদিগণীয় 'ইল' ধাতু 'নিদ্রা ও ক্ষেপণ' বাচক এবং চুরাদিগণীয় 'ইল' ধাতু 'প্রেরণ' বাচক। সুতরাং এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করিলেও পূর্বোক্ত দ্বৈতশঙ্কার নিরাকরণ হয় না। কোন কোন আধুনিক বেদান্তী মনে করেন যে, ব্রহ্ম, জীব ও জগতের সম্পর্ক বস্তুত উক্ত প্রকারই, উহারা পরস্পর ভিন্ন। এক দাড়িমফলের অনেক দানা থাকে, অথচ ফলরূপে উহাকে "এক" বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা মনে করেন যে, ঠিক সেই অর্থেই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে এক বলা হইয়াছে। প্রাচীনেরা এই বিষয়ে মশকোড়ুম্বর, মৎস্যোদক, প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিতেন। একই উড়ুম্বর ফলের অভ্যন্তরস্থ মশকসমূহ পরস্পর এবং উড়ুম্বর ফল হইতে ভিন্ন। একই জলাশয়স্থ মৎস্যসমূহ পরস্পর এবং জল হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মের একত্ব এবং

১। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, এই সমস্তই জলে ওতপ্রোত, জল বায়ুতে ওতপ্রোত, বায়ু অন্তরিক্ষে, অন্তরিক্ষ লোক গন্ধর্বলোকে, গন্ধর্বলোক আদিত্যলোকে, ইত্যাদি ক্রমে ওতপ্রোত। বৃহউ, ৩।৬)

২। তৈত্তিরী, ২৮।৮।৯-১০

জীবজগতের নানাত্বও, তাঁহাদের মতে, ঠিক সে প্রকার। সুতরাং ঐ অর্থে একনীড় শ্রুতি দ্বৈতপরক হয়। উক্ত শ্রুতিতে, ব্রহ্মকে 'বিভূ' বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার মহীধরের মতে, ব্রহ্ম "কার্য্যকারণরূপে বিবিধ হয় বলিয়াই বিভূ।" এই ব্যাখ্যানুসারে, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন—তিনিই জগতের উপাদান। তাহাতে একনীড়বাদকে দ্বৈতবাদ বলা যায় না। পরন্তু 'বিভূ' শব্দ সাধারণত 'সর্বব্যাপী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে ব্রহ্মকে, ঐ শ্রুতিবচনমাত্রের আধারে জগতের উপাদান বলা যায় না। তবে 'শুক্লযজুর্বেদে'র অপর অনেক বচন মূলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, ব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ। তাহাতে মনে হয় ঐ একনীড় শ্রুতির তাৎপর্য্য সম্যক্ দ্বৈতবাদে নহে।

পূর্বোদ্ধৃত বাজসনেয় শ্রুতিবচন অনেক পাঠান্তরে 'অথর্ববেদে'ও পাওয়া যায়। তথায় বিশেষত 'একনীড়' স্থলে 'একরূপ' পাঠ আছে।

"বেনস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যদ্
যত্র বিশ্বং ভবত্যেকরূপম্।
ইদং পৃশ্নিরদুহজ্জায়মানাঃ
স্বর্বিদঃ অভ্যনূষত ব্রাঃ॥"[১]

'যাহা পরম গুহা, যাহাতে সমস্তই একরূপ হয়, বিদ্বান্‌গণ তাহাকে দর্শন করেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পৃশ্নি দোহন করিয়াছে (অর্থাৎ নামরূপে ব্যক্ত করিয়াছে)। জ্যোতির্বিদ্ জীবগণ স্বীক্রিয়মাণ হইয়া তদভিমুখে স্তব করেন।' 'একরূপ' শব্দের অর্থ নামরূপভেদবিহীন এক অব্যক্তরূপ' বা 'এক চিন্ময়রূপ' হইতে পারে। একরূপতার একটা দৃষ্টান্ত শ্রুতির অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

"যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপাঃ বিরূপাঃ সন্তো বহুধৈকরূপাঃ।"[২]

"যে গ্রাম্য পশুসমূহ বিশ্বরূপ এবং বিরূপ, বহু হইয়াও একরূপ।' সায়ন বলেন, পশুসমূহ জাতিভেদে বহুবিধ বলিয়া 'বিশ্বরূপ', বর্ণভেদে বিবিধপ্রকার বলিয়া 'বিরূপ' এবং ঐ সকল দৃষ্টিতে বহু হইলেও পশুদৃষ্টিতে 'একরূপ'।[৩] ব্রহ্ম, জীব ও জগতের সম্বন্ধে ঐ দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য নহে। কেননা, ব্রহ্ম ও জীব উভয়ে চিন্ময়তা

১। অথসং, ২।১।১

২। অথসং, ২.৩৪।৪ ; ৩।১০ ৬ ; কাঠসং ; তৈত্তিসং, ৩ ১।৪।২ ("গ্রাম্যা" স্থলে 'আরণ্যা' পাঠান্তরে) ; 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (৩।১৮।১৯, ২০, ৩২। উভয় পাঠই পাওয়া যায়।

৩। 'ঋগ্বেদে' গো সম্বন্ধে আছে, "যাঃ সরূপাঃ বিরূপাঃ একরূপাঃ "ইত্যাদি (১০।১৬৯।২) সায়ন বলিয়াছেন, সরূপা=সমানরূপা, বিরূপা=বিভিন্নরূপা এবং একরূপা=একবর্ণোপেতা।

হিসাবে একই শ্রেণীর হইলেও, অচিৎ জড় জগৎকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ঐ বস্তুত্রয়ের মধ্যে এমন কোন প্রকৃত সামান্য সত্তা নাই, যে দৃষ্টিতে একত্ব প্রয়োগ হইতে পারে। মনে করা যাইতে পারে যে ঈশ্বর, জীব এবং জগৎ এই তিনের সমবায়ের নাম ব্রহ্ম। এই সমবায়কে নিত্য ও অবিনা মনে করিলে ব্রহ্মের একত্ব এবং নিত্যত্ব সংরক্ষিত হয়। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' আছে

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥[১]

'(ঈশ্বর ও জীব) এই দুই (ক্রমশ) সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ এবং ঈশ ও অনীশ। উভয়েই অজ। এক অজাই (প্রকৃতিই) ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য সম্পাদনে নিযুক্ত। বিশ্বরূপ আত্মা অনন্ত ও অকর্তা। যখন (জীব) এই তিনকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হয় (তখন মুক্ত হয়)।'

"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্‌যোজনাত্তত্ত্বভাবা-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥"[২]

'প্রধান ক্ষর এবং হর অক্ষর ও অমৃত। সেই এক দেবই (চিৎ ও অচিৎ) ক্ষরাত্মাদ্বয়কে নিয়মন করেন। উঁহারই পুনঃ পুনঃ অভিধ্যান এবং তত্ত্বত সম্যক্ যোগ দ্বারা পরিশেষে বিশ্বরূপ মায়ার নিবৃত্তি হয়।'

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।"[৩]

'ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরয়িতা—এই ত্রিবিধ সমস্তই প্রোক্ত ব্রহ্ম (এই প্রকারে) মনন কর্তব্য। পরন্তু এই সকল বচনের তাৎপর্য্য ঐ সমবায়ী ব্রহ্মবাদে কিনা বিচার্য্য। কেননা, ঐ 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' ইহাও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম 'নিষ্কল'[৪] বা অংশবিহীন।

"অকলোঽপি দৃষ্টঃ"[৫]

১। শ্বেতউ, ১।৯ ২। শ্বেতউ, ১।১০ ৩। শ্বেতউ, ১।১২
৪। শ্বেতউ, ৬।১৯ ৫। শ্বেতউ, ৬।৫

অর্থাৎ তিনি যে "অকল" (বা অংশরহিত) তাহা ব্রহ্মবিদ্‌গণের দৃষ্ট বা অনুভূত সত্য। সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন শঙ্কা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, সমবায়ী ব্রহ্ম অবশ্যই অংশবান্। সুতরাং উভয় মতের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সমবায়ী ব্রহ্মবাদের বিরুদ্ধে অপর প্রমাণও 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' আছে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের মতে, অজ্ঞানদশায় ভোক্ত্রাদি ত্রিবিধরূপে প্রতীয়মান ভেদকে মিটাইয়া এক ভেদবিহীন ব্রহ্ম বোধ উদয়েই ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং উহাদের তাৎপর্য্য নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদুষী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "সেই দৃষ্টান্ত এই,—যেমন সমুদ্র সমস্ত জলের একায়ন, তেমন জিহ্বা সমস্ত রসের একায়ন, তেমন নাসিকাদ্বয় সমস্ত গন্ধের একায়ন, তেমন চক্ষু সমস্ত রূপের একায়ন, তেমন শ্রোত্র সমস্ত শব্দের একায়ন, তেমন মন সমস্ত সঙ্কল্পের একায়ন[1], তেমন হৃদয় (অর্থাৎ বুদ্ধি) সমস্ত জ্ঞানের একায়ন, তেমন হস্তদ্বয় সমস্ত কর্মের একায়ন, তেমন উপস্থ সমস্ত আনন্দের একায়ন, তেমন পায়ু সমস্ত বিসর্গের একায়ন, তেমন পাদদ্বয় সমস্ত পথের একায়ন এবং তেমন বাক্ সমস্ত বেদের একায়ন।"[2] প্রকরণবলে জানা যায় যে, এই দৃষ্টান্ত জগতের প্রলয়বিষয়ে। ব্রহ্ম সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের একায়ন ইহা বুঝাইতে ঐ দৃষ্টান্তটি দেওয়া হইয়াছে।

একায়ন=এক+অয়ন ; অয়ন=ই+অনট্। 'ই' ধাতু 'গতি'বাচক সুতরাং 'অয়ন' শব্দের অর্থ 'গতি' বা 'প্রতিষ্ঠা',[3] 'আশ্রয়', 'পথ'। সুতরাং যাহা সকলের একমাত্র গতি (বা প্রতিষ্ঠা), আশ্রয় (বা মিলন), কিংবা পথ তাহাই একায়ন। যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ উক্তিস্থ সমুদ্রের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, 'একায়ন' অর্থ 'অবিভাগপ্রাপ্তি'। সুতরাং তাঁহার একায়নবাদের তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়ে জগৎপ্রপঞ্চ অবিভাগে বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরন্তু এতাবৎ মাত্র হইতে নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন,—জগতের উপাদান ব্রহ্মই। মৃন্ময় ঘটাদি উহাদের উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয় এবং সুবর্ণনির্মিত হারবলয়াদি পরিণামে সুবর্ণই হয়। এই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতে বলা যায় যে,

---

১। মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন, "তানি হ বা এতানি স ঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি" ইত্যাদি। (ছান্দোউ, ৭।৪।২)। "তানি হ বা এতানি" অর্থাৎ মন প্রভৃতি। সুতরাং এখানে দেখা যায় সঙ্কল্পই মন প্রভৃতির একায়ন।

২। বৃহউ, ২।৪।১১ ; ৪।৫।১২; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৪।১১ ; ১৪।৭।৩।২১ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে) ৩। 'লয়' অর্থে 'প্রতিষ্ঠা' শব্দের ব্যবহার উপনিষদে আছে।

একায়ন একোপাদানও বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন বেদান্তবাদী বস্তুর বস্ত্বন্তরভবনে বিশ্বাস করেন। এই বিষয়ে তাঁহারা কীট ও ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। ঐ দৃষ্টান্তটি পুরাণাদিতেও পাওয়া যায়। যথা, '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' আছে,

"কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজে ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমীয়ুরনুচিন্তয়া॥"[1]

'ভ্রমর কর্তৃক দেওয়ালে অবরুদ্ধ কীট ভয় ও দ্বেষ বশত ভ্রমরকে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া ভ্রমর হইয়া যায়। সেইরূপ বৈর বশত মায়ামনুষ্য ও ঈশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণকে অনুচিন্তা করিতে করিতে পাপমুক্ত হইয়া (যেমন শিশুপাল) তাঁহাতে বিলীন হইয়াছে।' শিবাগমেও আছে,

"কীটো ভ্রমরযোগেন ভ্রমরো ভবতি ধ্রুবম্।
মানবঃ শিবযোগেন শিবো ভবতি কেবলম্॥"

'ভ্রমরযোগ দ্বারা (অর্থাৎ ভ্রমরে তন্ময় হইয়া) কীট নিশ্চয়ই ভ্রমর হয়। সেইরূপ মানুষ শিবযোগ দ্বারা (অর্থাৎ তন্ময় চিত্তে শিবের ভাবনা করিতে করিতে) কেবল শিবই হয়।' আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানও ধাতুর ধাত্বন্তরভবনে, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় transmutation of metals বলা হয় তাহাতে—বিশ্বাস করে এবং বিজ্ঞানশালায় পরীক্ষার দ্বারা কোন কোন ধাতু সম্পর্কে তাহা সিদ্ধও করিয়াছে। এই সকল প্রকার দৃষ্টান্ত হইতে পূর্বোক্ত বেদান্তিগণ জীবের, তথা জগতের, ব্রহ্মলয় বা ব্রহ্মনির্বাণে বিশ্বাস সত্ত্বেও মনে করেন যে, জীব ও জগৎ মূলত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। এই সকল বাদী স্বমতের সমর্থনে নিম্নোক্ত শ্রুতিপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্-
তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"[2]

১। বিষ্ণুভাগবতপুরাণ, ৭।১।২৭-৮ ; আরও দেখ—১১।৯।২২-৩ ২। মুণ্ডউ, ৩।২।৮

'প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ (সমুদ্রে পড়িয়া নিজ নিজ) নাম ও রূপ পরিত্যাগ করত সমুদ্রে বিলীন হয়, ঠিক সেইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।'[১] এইরূপে তাঁহারা বলেন যে, জীবের ব্রহ্মভবন বা ব্রহ্মলয় খ্যাপক শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য ঐ প্রকারেরই, কীটের ভ্রমরভবনের এবং নদীর সমুদ্রে বিলয়ের ন্যায় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মভবন সম্পর্কে কীটভ্রমরের দৃষ্টান্ত আচার্য্য শঙ্করও দিয়াছেন।[২] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বোক্ত একায়ন শ্রুতিতে নদী-সমুদ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার একায়নবাদের তাৎপর্য্য ঐ বেদান্তিগণের মতবাদানুযায়ী নিশ্চয়ই নহে। কেননা, তৎপূর্বে জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি ধূম, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন তাহা হইতে নানারূপ ধূম, স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি নির্গত হইয়া থাকে, তেমন এই অনেকাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে।[৩] স্থিতি সম্বন্ধে তিনি দুন্দুভি, শঙ্খ ও বীণার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।[৪] তাঁহার মূল সিদ্ধান্ত এই যে

"আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।"[৫] 'অরে (মৈত্রেয়ি), আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হয়।' কেননা,

"ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা।"[৬]

১। পূর্বে দেখ

২। দেখ— "ভাবিতং তীব্রবেগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ॥"
—(অপরোক্ষানুভূতি, ১৪০ শ্লোক)

"ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো
ধ্যায়ন্নলিত্বং হ্যলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং
ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া॥"
—(বিবেকচূড়ামণি, ৩৬২)

ব্রহ্ম ও জীবের প্রতীয়মান ভেদকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ঐ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পরন্তু ঐ সকল বেদান্তীদিগের ন্যায় তিনি ঐ ভেদকে বাস্তব মনে করেন না।

৩। বৃহউ, ২।৪।১০ ; ৪।৫।১১ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪ ৫ ৪।১০ ; ১৪।৭।৩।১১

৪। বৃহউ, ২।৪।৭-৯ ; ৪ ৫।৮—১০ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪.৫।৪।৭-৯ ; ১৪।৭।৩।৮—১০

৫। বৃহউ, ২।৪।৫ ; ৪।৫।৬ (ঈষৎ পাঠান্তরে) ; শতব্রা, ১৪।৫।৪।৫ ; ১৪।৭।৩.৬ (ঈষৎ পাঠান্তরে)।

৬। বৃহউ, ২।৪।৬ ; ৪।৫।৭ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৪।৬ ; ১৪ ৭।৩।৭ ; শাঙ্খা, ১৩ ("ক্ষত্রমিমে দেবা ইমে বেদা ইমে লোকা ইমানি সর্বাণি ভূতানীদং"।

'এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত লোক, এই সমস্ত দেবতা এবং এই সমস্ত ভূত —(এক কথায়) এই সমস্ত জগৎ সেই আত্মাই।' তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই তিনি ঐ সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান, জগৎ সততই ব্রহ্মাত্মক,—কখনও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অধিকন্তু যাহারা জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।[1] সুতরাং তাঁহার মতে জগৎ ব্রহ্মেরই আত্মবিকাশ। ইহাই তাঁহার একায়নবাদ। অতএব ঐ সংজ্ঞাস্থ 'অয়ন' শব্দ, সাধারণত লয়বাচক হইলেও লক্ষণা দ্বারা উৎপত্তি এবং স্থিতিরও নির্দেশক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সমস্ত বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, এক ব্রহ্মই বিশ্বরূপ হইয়াছেন ("একং বা ইদং বি বভূব সর্ব্বং"[2]) এবং তৎ সত্ত্বেও তাঁহার স্বরূপের হানি হয় নাই, তিনি একই আছেন।

'অথর্ববেদে'ও সেই কথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। তথাকার 'স্কম্ভসূক্তে' আছে,

"যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি
প্রাণদপ্রাণন্নিমিষচ্চ যদ্ভুবৎ।
তদ্দাধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং
তৎ সম্ভূয় ভবত্যেকমেব ॥"[3]

'যাহা চলে, যাহা পতিত হয়, যাহা স্থিত থাকে, যাহা প্রাণবান্ এবং যাহা প্রাণবান্ নহে, যাহা নিমেষবান্ (ও যাহা নিমেষরহিত)—(অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম) যাহা কিছু হইয়াছে, তৎসমস্তই—এই বিশ্বরূপ জগৎকে, (স্কম্ভ) ধারণ করে। স্কম্ভই তাহা হইয়াছে, তথাপি উহা একই আছে।' উহার অন্যত্র আছে,

"তমিদং নির্গতং সহঃ স এষ এক একবৃৎ এক এব ॥"[4]

'এই সমস্ত নির্গমন (অর্থাৎ নির্গত বিশ্বপ্রপঞ্চ) সহ উহা এক, একবৃৎ এবং একই। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও তাহাই আছে।

১। পূর্বে দেখ। ২। ঋক্সং, ৮।৫৮।২ ৩। অথসং, ১০।৮।১১

৪। অথসং, ১৩।৪।২০। আরও দেখ

"এতে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি।"—(১৩।৪।১৩)

"সর্বে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি ॥"—(১৩।৪।২১)

"অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্। একঃ সন্ বহুধা বিচারঃ। শতং শুক্রাণি যত্রৈকং ভবন্তি। সর্বে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি। সর্বে হোতারো যত্রৈকং ভবন্তি। স মানসীন আত্মা জনানাম্। অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা। সর্বাঃ প্রজা যত্রৈকং ভবন্তি। চতুর্হোতারো যত্র সম্পদং গচ্ছন্তি দেবৈঃ। স মানসীন আত্মা জনানাম্।"[১]

'সকলের শাস্তা (অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে নিয়ামক হৃদয়ের) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট। তিনি এক থাকিয়াও (জীবরূপে) বহু হইয়া বিবিধরূপে বিচরণ করেন। সমস্ত জ্যোতিষ্ক তাঁহাতে এক হয়। সমস্ত বেদ তাঁহাতে একত্ব প্রাপ্ত হয়। সমস্ত হোতা তাঁহাতে একত্ব প্রাপ্ত হয়। তিনিই সকলের মানসপ্রত্যক্ষ আত্মা। সকলের শাস্তা (হৃদয়ের) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট—তিনি সর্বাত্মা। সমস্ত সৃষ্টবস্তু তাঁহাতে একত্ব প্রাপ্ত হয়। সমস্ত হোতা দেবগণ সহ যাঁহাতে সম্পদ্ (অর্থাৎ সম্যক্ একত্ব) লাভ করে। তিনিই সকলের মানস প্রত্যক্ষ আত্মা।' একই দেবতা বহুভাবে অবস্থিত। তিনিই ভর্তা এবং তিনিই ভ্রিয়মাণ। তিনিই ভর্তারূপে ভ্রিয়মাণকে ভরণ করেন। যখন এই ভার ধারণ করিতে তাঁহার তন্দ্রা (বা আলস্য) আসে তখন তিনি ভার নামাইয়া পুনরায় অস্তগমন করেন। (তত্ত্বদর্শিগণ) তাঁহাকেই মৃত্যু এবং তাঁহাকেই অমৃত বলেন; তাঁহাকেই ভর্তা এবং তাঁহাকেই গোপ্তা বলেন। যে (ব্যক্তি) তাঁহাকে সত্য দ্বারা (অর্থাৎ প্রকৃতরূপে) ধারণ করিতে পারে, সে (পূর্বে) ভৃত এবং (বর্তমানেও) ভ্রিয়মাণ থাকিয়াও (সমস্ত ভ্রিয়মাণকে ভর্তারূপে) ভরণ করে।'[২] এই বচন সমষ্টি এবং ব্যষ্টি উভয় অর্থেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভার সমষ্টি পক্ষে জগৎ এবং ব্যষ্টি পক্ষে দেহ।

'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' আছে,* সমস্ত দেবতা অগ্নির শরীরভূত।

"অগ্নের্বা এতাঃ সর্বাস্তম্বো যদেতা দেবতাঃ।"

অগ্নির কোন কোন রূপ কোন কোন দেবতা অনন্তর তাহাও বিশেষ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, "সেই অগ্নি যে প্রবল হইয়া দহন করে, তাহা তাঁহার বায়ব্যরূপ। ... অগ্নি যে হৃষ্ট হইয়া কখন উচ্চে উঠেন, কখন বা নীচে নামেন, তাহাই তাঁহার মৈত্রাবরুণ-রূপ।" ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে

"অথ যদ্দেনমেকং সন্তং বহুধা বিহরন্তি তদস্য বৈশ্বদেবং রূপং।"

১। ঐতআ, ৩৫ ২। তৈত্তিআ, ৩.১১ ৩। তৈত্তিআ, ৩।১৪।১-২

'অগ্নি এক হইয়াও যে বহুধা বিচরণ করেন, তাহা তাঁহার বৈশ্বদেব রূপ।'
ইহা হইতে জানা যায় যে বিশ্বরূপতা বিশেষ করিয়া একত্ববাদই।

এই সকল শ্রুতি প্রমাণ হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম দৃষ্টিভেদে এক এবং বহু উভয়ই, সমষ্টি দৃষ্টিতে তিনি এক, ব্যষ্টি দৃষ্টিতে তিনি বহু। তিনিই বহু হইয়াছেন। বহু হইয়াও তিনি মোটের উপর একই আছেন। কেননা, ঐ বহু তাঁহারই অন্তর্গত, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। তাঁহার বাহিরে কিংবা তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই। সুতরাং তাঁহার একত্বের হানি কখনও হয় না। কোন কোন বেদান্তবাদী মনে করেন ব্রহ্মের একত্বব্যাপক শ্রুতি বাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই প্রকারই; উহা নানাভেদগর্ভ একত্ব। মহর্ষি সনৎকুমার বলিয়াছেন,

"একস্য বিদ্ধি দেবস্য সর্বং জগদিদং বশে॥
নানাভূতস্য দৈত্যেন্দ্র তস্যৈকত্বং বদত্যয়ম্।"[১]

'হে দৈত্যেন্দ্র, সমস্ত জগৎ একই দেবতার বশে বলিয়া জানিও। নানাভূত তাঁহার এই একত্ব কথিত হইয়া থাকে।' এই প্রকারে জগদ্‌ব্রহ্মবাদ এবং ব্রহ্মসর্ববাদ একায়নবাদ বা একত্ববাদই।

পরবর্তীকালের বেদান্ত পরিভাষায় উহা দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ বাদই।

বেদোক্ত দেবতার একত্ব ও নানাত্বের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিতে ভগবান্ যাস্ক যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উহাদের দুইটি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা, (১) মহান্ ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া একই দেবতার বহু নাম। অথবা, (২) যেমন কার্য্যভেদ হেতু একই ব্যক্তি হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হয়, তেমনই একই দেবতা কার্যাভেদ হেতু বহু নামে অভিহিত হন। তাঁহার অপর দৃষ্টান্ত এই—(৩) অপর সমস্ত দেবতা একই দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃষ্টিতে একই পরমাত্মা বহু দেবতারূপে স্তুত হন।[২] অথবা (৪) প্রকৃতি-বিকৃতি ভাবে একের বহুত্ব হয়; যেমন এক মৃত্তিকা বহু ঘট হয়, এক সুবর্ণ বহু অলঙ্কার হয়।[৩] তেমন একই দেবতা বহু হন। অথবা, (৫) বহু প্রকার রসের সংমিশ্রণে প্রস্তুত একই পানীয় রস যেমন সর্বরসযুক্ত হয়, তেমন একই দেবতা সর্বাত্মক হন।[৪] 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে'ও (১।৫।১) দেবতাগণকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অঙ্গসমূহ বলা হইয়াছে।

"মহ ইতি। তদ্‌ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ।"

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৭৯ ২৮'৩-১৯'১
২। নিরুক্ত, ৭।৪।৯ ৩। নিরুক্ত, ৭।৪।১০ ৪। নিরুক্ত, ১।১৬।৯

যাহা হউক, ব্রহ্ম এবং জগতের সম্বন্ধেও সেই সকল যুক্তি প্রযোগ করা যায়। তাহাতে পাওয়া যায়, (১) জগৎ ব্রহ্মের মহৈশ্বর্য্য, যেমন মায়াবীর মায়া। একই ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যপ্রসূত জগৎ বহুভেদভিন্ন। (২) জগৎ ব্রহ্মের গুণ বা শক্তি। একই ব্রহ্ম বহুগুণ বা শক্তি সম্পন্ন। (৩) জগৎ ব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (৪) জগৎ ব্রহ্মের বিকৃতি বা কার্য্য এবং ব্রহ্ম প্রকৃতি বা কারণ। অথবা (৫) ব্রহ্ম সমবায়ী বস্তু—সমবায় ব্রহ্ম এক এবং সমবায়াবয়ব জগৎ বহু। এই শেষোক্ত মত দ্বৈতবাদই। ২য়-৪র্থ মত দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদই।

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' 'একায়ন' নামে একটা বিদ্যা বা শাস্ত্রের উল্লেখ আছে।[১] উহার অর্থ নানা জনে নানা প্রকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের মতে, উহা নীতিশাস্ত্র। কেহ কেহ উহাকে একত্ববাদ বা একেশ্বরবাদও বলিয়াছেন। ঐ উপনিষদে ঐ প্রসঙ্গে "সঙ্কল্পৈকায়নানি" (৭।৪।১) এবং "চিত্তৈকায়নানি" (৭।৫।১) শব্দেরও প্রয়োগ আছে। উক্ত দুই স্থলে শঙ্করাচার্য্য 'অয়ন' শব্দের অর্থ প্রকরণবলে, 'লয়' করিয়াছেন। "সঙ্কল্প যাহাদের একমাত্র অয়ন অর্থাৎ গমন বা প্রলয়, তাহারা সঙ্কল্পৈকায়ন।" একায়নবিদ্যার 'অয়ন' শব্দের অর্থও যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে হয় যে ঐ একায়ন সংজ্ঞা 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' ব্যবহৃত একায়ন সংজ্ঞা হইতে ভিন্ন নহে। পরন্তু 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' একায়ন সংজ্ঞা ব্রহ্ম বা জগৎ সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা, বলা যায় না। তত্রোক্ত একায়ন বিদ্যার আলোচ্য বিষয়ও জানা নাই।

'মহাভারতে'র 'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম',[২] 'নারায়ণীয়'[৩] এবং 'ভগবদ্গীতা' মুখ্যত এই তিন প্রকরণে 'একায়নধর্ম' বা 'একান্তিক ধর্মে'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। 'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম' ব্যাখ্যার উপসংহারে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

> "ব্রহ্মভূতা বিরজসস্ততো যান্তি পরাং গতিম্।
> এবমেকায়নং ধর্মমাহুর্বেদবিদো জনাঃ॥"[৪]

'(সাধক) অনন্তর বিরজ হইয়া ব্রহ্মভূত হওত পরা গতি প্রাপ্ত হয়। বেদবিদ্গণ বলেন, একায়ন ধর্ম এই প্রকার।' ইহা হইতে জানা যায় বৈদিক একায়ন ধর্ম মতে জীব মোক্ষে ব্রহ্ম হয়। অপর এক স্থলেও সেই কথা আছে।

১। ছান্দোগ্য, ৭।১।২,৪ ; ৭।২।১ ; ৭।৭।২

২। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২১০-৭ অধ্যায়।

৩। ঐ, ৩৩৪-৩৫১ অধ্যায়

৪। ঐ, ২১৭।৩০

"এবং হি তপসা যুক্তমর্কবত্তমসঃ পরম্‌।
ত্রৈলোক্যপ্রকৃতির্দেহী তমসোহন্তে মহেশ্বরঃ ॥"[১]

'এই প্রকারে তপস্যা দ্বারা (মন) তমঃ (অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার) নির্মুক্ত হইয়া অর্কবৎ (স্বপ্রকাশ) হয়। দেহী ত্রৈলোক্যপ্রকৃতি (অর্থাৎ জগৎকারণ ব্রহ্ম)। তমঃ নাশ হইলে সে মহেশ্বর (হয়)।' ইহা হইতে আরও জানা যায় যে জীব ব্রহ্মই। অজ্ঞানবশত ব্রহ্ম জীব সাজিয়াছেন। সুতরাং অজ্ঞাননাশে জীব আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়,—ব্রহ্মই হয়। উক্ত হইয়াছে যে, একায়ন ধর্মের প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি।[২]

'নারায়ণীয়' প্রকরণে মহর্ষি বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলেন, "হরিই নির্মল এবং নিষ্কল ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই সর্বভূতে পঞ্চগুণাতীত জীব। তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়-চালক মন। তিনিই লোকবিধি (অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ) এবং তিনিই লোকস্রষ্টা। তিনি কর্তা ও অকর্তা এবং কার্য্য ও কারণ। সেই অব্যয় পুরুষ যথেচ্ছ লীলা করেন। হে নৃপসত্তম, এই তোমার নিকট একান্তধর্ম কীর্তিত হইল।"[৩] এখানেও কথিত হইয়াছে যে একান্তধর্মের প্রবর্তক ভগবান্‌ নারায়ণ ঋষি। দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকটে উহা লাভ করেন। অনন্তর তিনি শ্বেতদ্বীপে গিয়া স্বয়ং পুরুষোত্তম নারায়ণ হইতে উহার উপদেশ প্রাপ্ত হন। নারদ হইতে ব্যাস, কৃষ্ণ ও ভীষ্ম এবং ব্যাস হইতে বৈশম্পায়ন প্রভৃতি উহা জ্ঞাত হন।[৪] শ্বেতদ্বীপে গিয়া নারদ নারায়ণকে যে স্তুতি করেন, তাহাতে নারায়ণের সার্বাত্ম্য অতি পরিস্ফুট।[৫] তিনি বলেন, নারায়ণ পুরুষোত্তম, ক্ষেত্রজ্ঞ, ত্রিগুণ, প্রধান, অমৃত, অমর দেবতা, অনন্ত বা শেষ, বৃহস্পতি, জগৎপতি (=ইন্দ্র), মনস্পতি (=সূত্রাত্মা), দিবস্পতি (=সূর্য্য), মরুৎপতি, সলিলপতি (=বরুণ), পৃথিবীপতি (=রাজা), দিক্‌পতি (=ইন্দ্রাগ্ন্যাদি), ব্যোম, মন, চন্দ্র, সদসৎ ও

১। ঐ, ২১৬।১৬ ২। ঐ, ২১০।২০-৪ ; ২১৭।৩৮

৩। "হরিরেব হি ক্ষেত্রজ্ঞো নির্মলো নিষ্কলস্তথা।
জীবশ্চ সর্বভূতেষু পঞ্চভূতগুণাতিগঃ ॥
মনশ্চ প্রথিতং রাজন্‌ পঞ্চেন্দ্রিয়সমীরণম্‌।
এষ লোকবিধির্ধীমানেষ লোকবিসর্গকৃৎ ॥
অকর্তা চৈব কর্তা চ কার্য্যং কারণমেব চ।
যথেচ্ছতি তথা রাজন্‌ ক্রীড়তে পুরুষোঽব্যয়ঃ ॥
এষ একান্তধর্মস্তে কীর্তিতো নৃপসত্তম।" —(ঐ, ৩৪৮।৫৮-৬১-১)

৪। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪৬।৯-১১, ১৭; ৩৪৮।৮-১২ ৫। ঐ, ৩৩৮।৪-

ব্যক্তাব্যক্ত, ইত্যাদি। (অর্থাৎ সমস্তই তিনি); তিনি "সর্বমূর্তি"।[1] ভগবান্ নিজেও তাঁহার নিকটে স্বীকার করিয়াছেন যে

"অহং কর্তা চ কার্য্যং চ কারণং চাপি নারদ ॥
অহং হি জীবসজ্ঞাতো ময়ি জীবঃ সমাহিতঃ।"[2]

'আমি কর্তা, কার্য্য ও কারণ। আমিই জীবসঙ্ঘাত (অর্থাৎ জীববর্গ বা আত্মা ও তদুপাধিভূত জড়বর্গ। এবং জীব আমাতেই সমাহিত।' তিনিই জীব;[3] তিনি "বিশ্বমূর্তি"।[4] পরমর্ষি ব্যাস শিষ্যগণকে বলেন,

"স আদি স মধ্যঃ স চান্তঃ প্রজানাং
স ধাতা স ধেয়ঃ স কর্তা স কার্য্যম্ ॥[5]

'তিনি সৃষ্টবস্তুসমূহের আদি, মধ্য ও অন্ত; তিনিই ধাতা এবং তিনিই ধেয়; তিনিই কর্তা এবং তিনিই কার্য্য।' এইরূপে দেখা যায়, একান্ত ধর্মের প্রবর্তক আচার্য্যদিগের সকলেই বলিয়াছেন যে জীব ও জগৎ নারায়ণই।[6] বৈশম্পায়ন ঋষি ঐ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন,

"সর্বৈঃ সমস্তৈর্ঋষিভির্নিরুক্তো
নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্ ॥"[7]

'(সাংখ্য, যোগ, বেদ, প্রভৃতি) সমস্ত শাস্ত্র এবং সমস্ত ঋষিগণ (একবাক্যে) বলিয়াছেন যে এই পুরাণ বিশ্ব নারায়ণই।' বিশ্ব নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

১। মহাভারত শান্তিপর্ব, ৩৩৯।১৭·২ ২। ঐ, ৩৩৯।৪৬·২—৪৭·১
৩। ঐ, ৩৩৯।৩৩·২-৩৬, ৪০, ৪৩ ৪। ঐ, ৩৩৯।১৫·২ ৫। ঐ, ৩৪০।১০০·১
৬। নারায়ণীয় প্রকরণে ব্রহ্মারুদ্র সংবাদ আছে। তাহাতে ব্রহ্মের সর্বাত্মকতার অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। ব্রহ্মা রুদ্রকে বলেন,

"যদুৎ কৃৎস্নঃ লোকতন্ত্রস্য ধাম বেদ্যং পরং বোধনীয়ঃ স বোদ্ধা।
মন্তা মন্তব্যং প্রাশিতা প্রাশনীয়ং ঘ্রাতা ঘ্রেয়ং স্পর্শিতা স্পর্শনীয়ম্ ॥ ১৭ ॥
দ্রষ্টা দ্রষ্টব্যং শ্রাবিতা শ্রাবণীয়ং জ্ঞাতা জ্ঞেয়ং সগুণং নির্গুণং চ।
যদ্বৈ প্রোক্তং তাত সম্যক্ প্রধানং নিত্যং চৈতচ্ছাশ্বতং চাব্যয়ং চ ॥ ১৮ ॥
যদ্বৈ সূতে ধাতুরাদ্যং বিধানং তদ্বৈ বিপ্রাঃ প্রবদন্তেঽনিরুদ্ধম্।
যদ্বৈ লোকে বৈদিকং কর্ম সাধু আশীর্যুক্তং তদ্ধি তস্যৈব ভাব্যম্ ॥ ১৯ ॥"
—(ঐ, ৩৪১ অধ্যায়।

৭। ঐ, ৩৩৯।৭৩·২

"এষ একান্তিনাং ধর্মো নারায়ণপরাত্মকঃ॥
যথা সমুদ্রাৎ প্রসৃতা জলৌঘা-
স্তমেব রাজন্ পুনরাবিশন্তি।
ইমে তথা জগন্মহাজলৌঘা
নারায়ণং বৈ পুনরাবিশন্তি॥"[১]

'এই একান্তধর্ম নারায়ণ-পরাত্মক। হে রাজন্, যেমন সমুদ্র হইতে প্রসৃত জলৌঘসমূহ পুনঃ উহাতেই বিলীন হয়, তেমন এই পরিদৃশ্যমান জগন্মহাজলৌঘ-সমূহ (নারায়ণ হইতে নির্গত হইয়া) পুনঃ নারায়ণেই প্রবেশ করে।'

নারায়ণীয় প্রকরণে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রাক্মুখে "হরিগীতা"তে বা "ভগবদ্গীতা"তে কৃষ্ণ অর্জুনকে একান্তধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন।[২] যদিও 'গীতা'র কোথাও তাহার উল্লেখ নাই এবং তথায় এমন কি 'একায়ন' বা 'একান্ত' সংজ্ঞাও পাওয়া যায় না, তথায় বিবৃত হইয়াছে যে

"তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥"[৩]

'তখন অর্জুন অনেকধা প্রবিভক্ত সমস্ত জগৎকে দেবদেবের (কৃষ্ণের) ঐ (বিশ্বরূপাত্মক) শরীরে একস্থ দেখিলেন।' 'একস্থ' ও 'একায়ন' সমানার্থকই হইবে। বিশেষ, যেহেতু কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে "ভূতসমূহের আদি, মধ্য এবং অন্ত আমিই ;"[৪] "আমিই ভূতসমূহের প্রভব, প্রলয়, স্থিতি, নিধান এবং অব্যয় বীজ,"[৫] আমি সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ (বা জীব) ;"[৬] এবং জীব ও জগৎ তাঁহারই বিভূতি, তাঁহারই প্রকৃতি।'

"যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥"[৮]

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪৮।৮২-৩ ২। ঐ, ৩৪৮।১১ ; ৩৪৮।৮

৩। গীতা, ১১।১৩ এই উক্তি সঞ্জয়ের। কৃষ্ণ নিজেও অর্জুনকে সেই প্রকার বলিয়াছেন,

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ, যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥"—(গীতা, ১১।৭)

'নারায়ণীয় প্রকরণে' ভগবান্ নারায়ণও নারদকে সেই প্রকার বলিয়াছেন, "একস্থং পশ্য মূর্তিমৎ।" (শান্তিপর্ব, ৩৩৯।৫৫.১)

৪। গীতা, ১০।২০·২ ৫। গীতা, ৯।১৮·২ ৬। গীতা, ১৩।২·১

৭। গীতা, ৭।৪-৫ ৮। গীতা, ১০।৩০ ; শান্তিপর্ব, ১৭,২০ (যুধিষ্ঠিরোক্তি)

'যখন ভূতসমূহের নানাত্ব একত্ব বলিয়া উপলব্ধি করে এবং ঐ এক হইতে (সমস্তের) বিস্তার বুঝিতে পারে, তখন (জীব) ব্রহ্ম হয়।'

এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে 'মহাভারতে' ব্যাখ্যাত একায়নধর্ম বা একান্তধর্মের উল্লিখিত মূলতত্ত্বগুলি বৈদিক একায়নবাদের মূলতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। 'মহাভারতে' পরিষ্কার কথিতও হইয়াছে যে তত্রোক্ত একায়নধর্ম বেদানুগত। অপর বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সেই প্রকার সাম্য আছে কিনা, পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা যাইবে। মহাভারতোক্ত একায়নধর্মের প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি। তিনি এবং বেদের 'পুরুষসূক্তে'র দ্রষ্টা নারায়ণ ঋষি কি অভিন্ন ব্যক্তি, না ভিন্ন ব্যক্তি, ঐ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। তাঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করার কতিপয় হেতু অবশ্যই আছে। সেগুলি পরে উল্লিখিত হইবে।[১] 'পুরুষসূক্তে' বৈদিক একায়নধর্মের সম্যক্ সার বর্তমান। যদি তাঁহারা অভিন্ন ব্যক্তিই হন, তবে উভয়ত্র ব্যাখ্যাত ধর্মের মধ্যে মিল থাকা স্বাভাবিকই হয়। 'মহাভারতে' অপর কোন কোন স্থলেও একায়নধর্মের অল্পবিস্তর উল্লেখ আছে। যথা, পরমর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের নিকট "একায়ন পন্থা" ব্যাখ্যা করেন।[২] উহা অনাসক্তি বা নৈষ্কর্ম্যই। একান্তধর্মের ঐ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ অপরেও করিয়াছেন। বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন, একান্তিগণ অহিংসক, আত্মবিদ্, সর্বভূতহিতে রত এবং আশীঃকর্ম-বিবর্জিত।[৩] কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে তাঁহার ভক্ত চতুর্বিধ। তন্মধ্যে একান্তিগণ ("একান্তিনঃ") শ্রেষ্ঠ। কেননা, তাঁহারা "অনন্যদেবতা",—কৃষ্ণই তাহাদের গতি এবং তাহারা "নিরাশী ও কর্মকারী" অর্থাৎ নিষ্কামকর্মী; অপর ত্রিবিধ ভক্ত "ফলকামী"; সেইহেতু তাহারা "চ্যবনধর্মী"; একমাত্র একান্তিগণই "প্রতিবুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ।"[৪] কিঞ্চিদ্ ভিন্নার্থেও 'একায়ন' শব্দের প্রয়োগ 'মহাভারতে' পাওয়া যায়।[৫] বস্তুত তথায় "একায়নগত" শব্দ আছে। উহার অর্থ 'এক লক্ষ্যে দৃঢ় নিশ্চয় কৃত'। এক স্থলে 'একায়ন' শব্দ নিশ্চয়ই 'ব্রহ্ম'

১। উদ্যোগপর্ব, ৬৯।১৫ ২। পরে দেখ।

৩। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪৮।৬৩

৪। ঐ, ৩৪১।৩৩-২-৩৫

'গীতা'র ৭।১৬-৭ শ্লোকের সঙ্গে ইহা মিলাইলে বুঝা যায় একান্তী ভক্ত ও জ্ঞানী ভক্ত অভিন্ন। জ্ঞানী ভক্ত "একভক্তি" (৭।১৭) এবং তন্মতে "বাসুদেবঃ সর্বম্" (৭।১৯)

৫। শল্যপর্ব, ৫৮।১৩-৫; শান্তিপর্ব, ৩১৩।৬১; উদ্যোগপর্ব, ১৩৪।২৯

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।[১] যেহেতু ব্রহ্মই সমগ্র জগতের একায়ন বা একমাত্র অয়ন, সেইহেতু ব্রহ্মকে একায়ন বলা যায়। সুতরাং একায়নধর্ম অর্থ— ব্রহ্মধর্ম বা ব্রহ্মবাদ।

পাঞ্চরাত্রসংহিতায় পাঞ্চরাত্রমতকে একায়নমত এবং তদনুযায়িগণকে একান্তিক বলা হইয়াছে।[২] 'মহাভারত' হইতেও তাহা জানা যায়।[৩] পরন্তু পাঞ্চরাত্র সংহিতাগুলিতে একায়ন নামের উৎপত্তি ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"মোক্ষায়নায় বৈ পন্থা এতদন্যো ন বিদ্যতে।
তস্মাদেকায়নং নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥"[৪]

'যেহেতু মোক্ষ অয়নের (অর্থাৎ প্রাপ্তির) এতদ্ভিন্ন অপর কোন পন্থা নাই, সেইহেতু মনীষিগণ ইহাকে একায়ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।'[৫] তথায় একায়ন নামে এক বেদেরও উল্লেখ আছে। পাঞ্চরাত্র মত নাকি তদনুযায়ী।[৬] 'ঈশ্বরসংহিতা'য় কথিত হইয়াছে যে, দ্বাপর যুগের অন্তে এবং কলিযুগের আদিতে মহর্ষি শাণ্ডিল্য বহু তপস্যার দ্বারা ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে তুষ্ট করিয়া তাঁহা হইতে একায়ন বেদ প্রাপ্ত হন এবং সুমন্তু, জৈমিনি, ভৃগু, ঔপগায়ন এবং মৌঞ্জায়নকে উহা পড়ান।[৭] কেহ কেহ মনে করেন যে 'ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত একায়ন বিদ্যা বা শাস্ত্র ঐ একায়ন বেদই। উহা কেবল নামসাদৃশ্য জনিত অনুমান মাত্র। উহার অপর কোন প্রমাণ নাই। অধিকন্তু একায়ন নামে কোন বেদ ছিল কিনা সন্দেহ। পাঞ্চরাত্র সংহিতা ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থে উহার নাম

১। অশ্বমেধপর্ব, ১৯।১

২। পাদ্মতন্ত্র, ৪,২৮৮ 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে একান্তী ভাগবতধর্মের পঞ্চভেদের অন্যতম।

৩। ভীষ্ম বলেন যে শ্বেতদ্বীপে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণ হইতে যে ধর্মোপদেশ পাইয়াছিলেন উহাই পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হয়।

"ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমন্বিতম্।
সাংখ্যযোগকৃতং তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্ ॥
নারায়ণমুখোদ্‌গীতং নারদোঽশ্রাবয়ৎ পুনঃ।"
—(শান্তিপর্ব, ৩৩৯ (১১১—১১২·১)

উহাই যে একান্তধর্ম তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪। ঈশ্বরসংহিতা ১।১৮; ২১।৫৩৪·২- ('নাম' স্থলে 'তৈলং' পাঠান্তরে।

৫। এই মতের মূল 'মহাভারত' বোধ হয়। কেননা, তথায় কথিত হইয়াছে যে একমাত্র একান্তিগণই "প্রতিবুদ্ধ", অপর সকলে "চ্যবনধর্মী" আরও দেখ—৩৪৯।৭২ ৩৩৬ অধ্যায়ে আছে যে একান্তী ব্যতীত অপর ভগবদ্দর্শনও পায় না।

৬। ঈশ্বরসংহিতা, ২১।৫৩১-৫৩২·১ ৭। ঈশ্বরসংহিতা, ১।৩৮-৪১

পাওয়া যায় না। পাঞ্চরাত্রিগণ বলেন, ঐ একায়ন বেদ ঋগ্বেদাদি বেদচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন। তাহাতে উহার সদ্ভাব আরও সন্দেহাত্মক হইয়াছে।

বৌদ্ধ 'সুত্তপিটকে'ও 'একায়নমার্গে'র উল্লেখ আছে। "জীবগণের বিশুদ্ধির পক্ষে, শোকপরিবেদন সম্যক্ অতিক্রম করিবার পক্ষে, দুঃখদৌর্মনস্য অস্তমিত করিবার পক্ষে 'একায়নমার্গে'র[১], তথা 'একায়ন মার্গ' দ্বারা অঙ্গাররাশি ও বৃক্ষ বিশেষের সন্নিকটে যাওয়ারও,[২] কথা আছে। উহার অর্থ 'একযান মার্গ'।[৩]

কেহ কেহ একায়নবাদকে একেশ্বরবাদ মনে করেন। ইহুদিধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইস্‌লামধর্মকেও একেশ্বরবাদী বলা হইয়া থাকে। ঐ সকল ধর্মে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান মানা হয় না; ঈশ্বর জগৎ হইতে বস্তুত ভিন্নই। উহাদের মতে, মুক্তি স্বর্গপ্রাপ্তি মাত্র, ঈশ্বরে লয় বা নির্বাণ নহে। স্বর্গপ্রাপ্ত জীবের ব্যক্তিত্ব বরাবর অক্ষুণ্ণই থাকে। কেবল উহা ঈশ্বরের সেবক বা আজ্ঞাধীন থাকিয়া স্বর্গে অনন্ত সুখ ভোগ করে মাত্র। তথা হইতে উহাকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল ধর্মে জন্মান্তরই স্বীকৃত হয় না। সুতরাং স্বর্গ হইতে বিচ্যুতির প্রসঙ্গ উঠেই না। যে একবার স্বর্গে বা নরকে গিয়াছে সে বরাবর সেখানেই থাকে। ঐ সকল ধর্মে বহু দেবতার সদ্ভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরন্তু তন্মধ্যে একজন সর্বপ্রধান; তিনিই ঈশ্বর; অপর সমস্ত দেবতা তাঁহার অনুচর, তাঁহার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র। এই কারণেই ঐ সকল ধর্মকে একেশ্বরবাদী বলা হইয়া থাকে। বৈদিক একায়নবাদ বা একত্ববাদ ঐ প্রকারের একেশ্বরবাদ নিশ্চয়ই নহে। বৈদিক একদেববাদ এবং সেমিটিক একেশ্বরবাদ অত্যন্ত ভিন্ন। একায়নবাদ সত্যই একদেববাদী। ততোধিক, উহার মতে, জীব এবং জগৎও ঐ একেরই রূপ মাত্র।

জগৎ ব্রহ্মের শরীর

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সর্বাত্মক ব্রহ্ম বেদে কখন কখন পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন এবং জগতের বিভিন্ন বস্তুসমূহ তখন ঐ পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ কল্পনা অনুসারে জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের শরীর। অতঃপর, যেহেতু পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডকে সম্যক্ অনুরূপ মনে করা হইয়া থাকে, পিণ্ড

১। 'মজ্‌ঝিমনিকায়', 'সতিপট্‌ঠানসুত্ত' (১০)

৩। অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত 'মধ্যমনিকায়ে'র ১ম খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠার ৩য় সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শরীরী জীবের সঙ্গে তুলনায় মনে করা হয় যে ব্রহ্ম জগৎশরীরাভ্যন্তরস্থ আত্মা। প্রকৃতপক্ষে, উহাতে ব্রহ্ম দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। এক ভাগ যাহা জগৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাকে শরীর বলা হয় এবং অপর ভাগকে, যাহা প্রথম ভাগের অভ্যন্তরে অবস্থিত, আত্মা বলা হইয়া থাকে। যদিও উভয় ভাগ একত্রে মিলিয়াই ব্রহ্ম, তথাপি ঐ কল্পনাকালে ব্রহ্ম শব্দ বিশেষ ভাবে ঐ আত্মা ভাগকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে বলা হয় যে, ব্রহ্ম জগতের আত্মা। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র 'অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে' তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।"[১]

'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত ও পৃথিবীর অভ্যন্তর, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মন করেন, তিনিই তোমার (এবং অপর সকলের) আত্মা, তিনিই তোমার (জিজ্ঞাসিত) অন্তর্যামী এবং অমৃত।' ঠিক এই রকম তিনি ক্রমে জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র ও তারকা, আকাশ, তমঃ, তেজঃ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান (বা বুদ্ধি) ও রেত সম্বন্ধে বলিয়াছেন।[২] এই সকল বচন হইতে জানা যায় যে, সমগ্র জড় জগৎ অন্তর্যামী ব্রহ্মের শরীর। 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' 'শুক্লযজুর্বেদে'র অন্তর্গত, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে উহার 'বাজসনেয়' শাখার অন্তর্গত। 'বাজসনেয় সংহিতা'র কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখার শ্রুতিপাঠে সামান্যবিশেষ অন্তর আছে। উপরোক্ত বচনগুলি কাণ্বশাখীয় উপনিষদের। মাধ্যন্দিনশাখীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঠিক ঐ প্রকার উক্তি ক্রমে পৃথিবী, অপ্, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র-তারকা, দিক্, বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নু, সর্বলোক, সর্ববেদ, সর্বযজ্ঞ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, তেজ, তমঃ, রেত ও আত্মা সম্বন্ধে আছে।[৩] তথায় আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'প্রাণ হইতে আত্মা পর্যন্ত বিষয়গুলি আধ্যাত্মিক এবং অপরগুলি আধিভৌতিক। তত্রোক্ত 'আত্মা' শব্দকে 'জীবাত্মা' অর্থে গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, জড়জগতের ন্যায় চেতন জীবও ব্রহ্মের শরীর। পরন্তু বেদে নানা অর্থে 'আত্মা' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; যথা, 'দেহ',

১। বৃহউ, ৩।৭।৩
২। বৃহউ, ৩।৭।৪-২৩
৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৩।৭।৭-৩০

'মন', 'জীব বা জীবাত্মা' এবং 'ব্রহ্ম বা পরমাত্মা'। যদি মাধ্যন্দিনশাখীয় উপনিষদের 'আত্মা' শব্দ কাণ্বশাখীয় উপনিষদের 'বিজ্ঞান' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে ঐ অনুমান সত্য হয় না। যাহা হউক, উভয় শাখীয় উপনিষদে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে জড়জগৎ ব্রহ্মের শরীর।[১]

ঋগ্বেদের কোন কোন ঋষি স্পষ্টতই জগৎকে ব্রহ্মের 'তনু' হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। বিশ্বকর্মা[২] এবং বশিষ্ঠ[৩] ঋষির উক্তি ইতিপূর্বে অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহাদের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। 'পুরুষসূক্তে'র নারায়ণ ঋষির ন্যায় বৃহদুক্থ ঋষি (বামদেব ঋষির পুত্র)ও বলিয়াছেন যে জগৎ ব্রহ্মের শরীর হইতে উৎপন্ন।

"ক উ নু তে মহিমনঃ সমস্যা-
-স্মৎপূর্ব ঋষয়োঽন্তমাপুঃ।
যন্মাতরং চ পিতরং চ সাক-
মজনয়থাস্তন্বঃ স্বায়াঃ॥"[৪]

'আমাদের পূর্বতন কোন্ ঋষিই তোমার মহিমার অন্ত পাইয়াছিলেন? তুমি যে দ্যৌ ও পৃথিবীকে[৫] এক সঙ্গে তোমার নিজ শরীর হইতে উৎপাদন করিয়াছিলে।' দ্যুলোক ও ভূলোকের উল্লেখে সমস্ত জগৎই আসিয়া গিয়াছে। সেই ঋষি আরও বলিয়াছেন,

"মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃগ্
যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্।
প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ং
প্রিয়াঃ সমবিশন্ত পঞ্চ॥"[৬]

'যাহা হইতে ভূত ও ভব্য উৎপন্ন কর, তোমার সেই গুহ্য নাম (শরীর) মহৎ ও সর্বব্যাপী। (উহা হইতে) ইহার (ইন্দ্রের) প্রিয় যে প্রত্ন জ্যোতিঃ উৎপন্ন

১। 'সুবালোপনিষদে' (৭ম খণ্ড) "যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্ যং পৃথিবী ন বেদ"—এই প্রকারে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, অব্যক্ত, অক্ষর এবং মৃত্যুকে "এক অজ নিত্য" নারায়ণের শরীর বলা হইয়াছে।

২। ঋক্সং, ১০।৮১.৫, পূর্বে দেখ।

৩। ঋক্সং, ৭।৯৯।১, পূর্বে দেখ।

৪। ঋক্সং, ১০।৫৪।৩, আরও দেখ, ১০ ৫১।১

৫। মূলে মাতা ও পিতার উল্লেখ আছে। পরন্তু "দ্যৌর্বঃ পিতা পৃথিবী মাতা" (ঋক্সং, ২।৫।১৫) ইত্যাদি অনেক বচন হইতে জানা যায় যে পৃথিবী ও দ্যুলোকই মাতা ও পিতা।

৬। ঋক্সং, ১০।৫৫।২

হইয়াছিল, পক্ব (জন) প্রীত হইয়া তাহার ভজনা করিয়াছিল।' 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে (১।২৩।২) আছে যে, প্রজাপতি সৃষ্টি কামনায় তপস্যা করেন। অনন্তর তিনি নিজ শরীর কম্পিত করিলেন ("শরীরমধূনুত")। তখন তাঁহার শরীরের বিভিন্ন অবয়ব হইতে জগতের বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইল।

এইরূপে দেখা যায়, ঐ সকল ঋষিদের মতে জগৎ ব্রহ্মের শরীর হইতে উৎপন্ন। সুতরাং জগতের মূল কারণ অপ্ বা অব্যক্তকেই তাঁহারা ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন। এইমাত্র পূর্বে উদ্ধৃত 'তৈত্তিরীয়ারণ্যক' বচনের অব্যবহিত আগের এবং পরের বচন পর্য্যালোচনা করিলে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। ব্রহ্মের শরীর অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন; জগৎ তাহাতেই স্থিত আছে। সুতরাং জগৎও ব্রহ্মের শরীর। কোন কোন ব্রাহ্মণে[১] আছে, অন্নাদ ও অন্নপত্নী (বা অন্নস্বামী), ভদ্রা ও কল্যাণী, অনিলয়া ও অপভয়া, অনাপ্তা ও অনাপ্যা, অনাধৃষ্যা ও অপ্রতিধৃষ্যা এবং অপূর্বা ও অভ্রাতৃব্যা—

"এতা বাব দ্বাদশ প্রজাপতেস্তনু এষ কৃৎস্নঃ প্রজাপতিঃ।"

'এই দ্বাদশটি প্রজাপতির তনু, ইনিই কৃৎস্ন প্রজাপতি।' সায়নের ব্যাখ্যা মতে, অন্নাদ=অগ্নি, অন্নপত্নী=আদিত্য, ভদ্র=সোম, কল্যাণী—পশুসমূহ, অনিলয়া—বায়ু, অপভয়া—মৃত্যু, অনাপ্তা—পৃথিবী, অনাপ্যা=দ্যৌ, অনাধৃষ্যা=অগ্নি, অপ্রতিধৃষ্যা—আদিত্য, অপূর্বা—মন এবং অভ্রাতৃব্যা—সংবৎসর। সুতরাং তাহাতে জানা যায় সমস্ত জগৎই প্রজাপতির তনু। প্রজাপতি এবং তাঁহার তনু উভয়কে লইয়াই কৃৎস্ন প্রজাপতি। 'অথর্ববেদে'র একটা প্রার্থনায় আছে যে ইন্দ্রের তনু পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতে বর্তমান।[২] সায়নের মতে, তথায় ইন্দ্র—সূর্য্য এবং তনু—মূর্তি।

কোথাও আছে যে জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের পোষাক। যথা

"য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান
যো দ্রাপিং কৃত্বা ভুবনানি বস্তে।"[৩]

'যিনি এই দ্যাবাপৃথিবীকে সৃজন করিয়াছেন, যিনি ভুবনসমূহকে পোষাক করত বাস করিতেছেন।' 'তৈত্তিরীয়ারণ্য'কে সমস্ত দেবতাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অঙ্গসমূহ ("অঙ্গানি') বলা হইয়াছে।[৪] সেইপ্রকারে চিদচিৎ সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের শরীর বলা যায়।

১। ঐতব্রা. ৪।২৫; কৌষীব্রা, ২৭।৫ ২। অথসং, ১৭।১।১৩
৩। অথসং, ১৩।৩।১ ৪। তৈত্তিউ, ১।৫।১

ঐ সমস্ত কল্পনার মূল রহস্য এই—বেদ বলেন, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন; জগৎ হইয়াও তিনি স্বরূপেই আছেন এবং তিনি জগৎ ব্যাপার পরিচালনা করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মের দুইরূপ—নিয়ম্য ও নিয়ামক বা ধেয় ও ধাতা। নিয়ম্য রূপকে জগৎ এবং নিয়ামক রূপকে অন্তর্যামী বলা হয়। তারপর জীব শরীর এবং উহার পরিচালক অন্তরাত্মার সহিত তুলনা করিয়া জগৎকে অন্তর্যামীর শরীর বলা হয়। ইহাই পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যকশ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য। যেহেতু জীবও সংসারদশায় ব্রহ্মের নিয়ম্য, সেইহেতু জীবকেও ব্রহ্মের শরীর বলা যায়। মুক্তিদশায় ব্রহ্ম ও জীবের নিয়ম্যনিয়ামক ভাব থাকে না। কেননা, বেদের মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয়। সুতরাং তখন নিয়ম্যনিয়ামক সম্পর্কের কথা উঠে না। পরন্তু সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমস্তই একত্রে ব্রহ্ম।

আচার্য রামানুজ মনে করেন যে, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে বস্তুত এই শরীরী-শরীর-সম্বন্ধই বর্তমান, অর্থাৎ জীবাত্মা ও এই শরীরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম এবং চিদচিজ্জগতের মধ্যেও ঠিক সেই সম্পর্কই আছে। সুতরাং, তাঁহার মতে, ব্রহ্ম জীবাত্মারও আত্মা, জীবাত্মা ব্রহ্মের শরীর। মহর্ষি উদ্দালক পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং"।[১] রামানুজ মনে করেন যে, ঐ বচনের তাৎপর্যও তাহাই,—"উহাই (ব্রহ্মই) এই সমস্ত জগতের আত্মা'। শ্রুতির বহুত্র ব্রহ্মকে "সর্বভূতান্তরাত্মা" বলা হইয়াছে। তাহারও নাকি তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম সর্বভূতের, সুতরাং জীবের বা জীবাত্মারও আত্মা। পরন্তু উহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে ব্রহ্মই জীবাত্মা। 'ভূত' শব্দের অর্থ 'জীব' বা 'প্রাণী' ও সত্য। 'জীব' বলিতে সাধারণত শরীরবান্ আত্মা অর্থাৎ শরীর ও আত্মার সংঘাতকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং 'ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরাত্মা',—এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, ঐ জীবরূপ সংঘাতের অন্তর্ভাগ যে আত্মা তাহা ব্রহ্মই। এই অর্থই সরল ও স্বাভাবিক। মৃন্ময় ঘটকে যেমন মৃদাত্মক বলা হয়, সোনার অলঙ্কারকে যেমন সুবর্ণাত্মক বলা হয়, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং" শ্রুতিবচনে ঠিক সেই প্রকারে জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়াছে মাত্র। উহার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদান। সুতরাং তদ্দ্বারা দেহদেহীবাদ সমর্থিত হয় না। বেদসংহিতায় জগৎকে ব্রহ্মের শরীরজ বলা হইয়াছে। জীবের শরীরও জগতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ব্রহ্মের শরীরগত। সুতরাং ঐ শরীরাভ্যন্তরস্থ

১। ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭ ; ৯।৪, প্রভৃতি

জীবাত্মাকে অবশ্যই ব্রহ্মের শরীরস্থ বলা যায়। পরন্তু তাবন্মাত্রে সিদ্ধ হয় না যে ব্রহ্ম জীবাত্মারও আত্মা। শ্রুতি মতে, জীব ব্রহ্মই।

শরীর-শরীরী-সম্বন্ধের নানা প্রকার দৃষ্টান্ত শ্রুতিতে পাওয়া যায়। যথা,

(১) 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' (৩।৪) আছে,

"অগ্নের্বা এতাঃ সর্বাস্তম্বো যদেতা দেবতাঃ"

'এই সমস্ত দেবতা অগ্নিরই তনুসমূহ।' অতঃপর বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, অগ্নির নানাপ্রকার ক্রিয়াই উহার ইন্দ্রবরুণাদি নানাদেবতারূপ। বসুশ্রুতাদি ঋগ্বেদের ঋষিগণও সেই কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো উক্তি ইতিপূর্বে উদাহৃত হইয়াছে।[১] ঐ ঐতরেয় বচন হইতে আরও জানা যায় যে, অগ্নির তনু অগ্নিরই বিভিন্নরূপ মাত্র, উহার শক্তি বা গুণ সমূহেরই বিভিন্ন লীলা সমষ্টি মাত্র।

(২) 'ঐতরেয়ারণ্যকে' (২।১।৬) গায়ত্র্যাদি বৈদিক ছন্দসমূহ প্রাণদেবতার দেহরূপে কল্পিত হইয়াছে। উষ্ণিক্ তাঁহার লোমসমূহ, গায়ত্রী তাঁহার ত্বক্, ত্রিষ্টুভ্ মাংস, অনুষ্টুভ্ স্নায়ু, জগতী অস্থি, পঙ্‌ক্তি মজ্জা এবং বৃহতী প্রাণ। এইরূপে প্রাণদেবতা ছন্দসমূহ দ্বারা ছন্ন। যেহেতু উহারা প্রাণকে ছন্ন করে, সেইহেতুই নাকি গায়ত্র্যাদিকে ছন্দ বলা হয়। যেমন সায়ন বলিয়াছেন, প্রাণ-দেবতার গুণান্তর বিশেষ ব্যাখ্যার জন্যই ঐ প্রকার কল্পনা করা হইয়াছে।

(৩) 'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' (৩।৩।১৪) আছে যে, পুরুষ (মুখ্য) প্রাণের "শরীর"। "যাহা বাক্ দ্বারা বলা যায়, তাহা বাকের শরীর; যাহা মন দ্বারা মনন করা যায়, তাহা মনের শরীর, যাহা চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, তাহা চক্ষুর শরীর; যাহা শ্রোত্র দ্বারা শুনা যায়, তাহা শ্রোত্রের শরীর। এই প্রকারে অপর প্রাণসমূহও শরীরবান্।" অর্থাৎ যাহা যাহার বিষয়, তাহাকে উহার শরীর বলা হইয়াছে।

(৪) 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় (৬।৬।৭।২) "প্রজাপতির অতিমোক্ষিণী নামক তনু"র উল্লেখ আছে। কথিত হইয়াছে যে, তিনি যে পাপ হইতে মুক্ত করেন,

---

১। পূর্বে দেখ। বৃহদুক্থ ঋষি বলিয়াছেন,

"বিশ্বা অপশ্যদ্ বহুধা তে অগ্নে
জাতবেদস্তম্বো দেব একঃ ॥" (ঋক্‌সং, ১০।৫৫।১)

বিশ্বামিত্র ঋষির মতের জন্য ঋক্‌সং, ৩।৪ ৫ ; ৩।৩৪ ১ দেখ। অগ্নির বিভিন্ন 'তনু'র উল্লেখ বেদের সংহিতাব্রাহ্মণাদিভাগে বহু পাওয়া যায়।

উহাই তাঁহার অতিমোক্ষিণী তনু। সুতরাং ঐখানে 'তনু' অর্থ নিশ্চয়ই 'শরীর' নহে, কর্মরূপ মাত্র।

(৫) বেদের বহুত্র অগ্নি ও রুদ্রের "শিবা তনু", ইন্দ্রের "প্রিয়া তনু", প্রাণের "প্রিয়া তনু", কামের "শিবা তনু" প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থলে 'তনু' শব্দের অর্থ অবশ্যই 'রূপ', সাধারণ 'শরীর' নহে।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নিশ্চিত হয় যে কোন বস্তুর রূপ, শক্তি বা গুণকে উহার 'তনু' (বা শরীর) বলার রীতি বেদে প্রচলিত ছিল। সেইহেতু বলিতে হয়, জগদ্বীজ অব্যক্তকে যে বেদে ব্রহ্মের 'তনু' বলা হইয়াছে তাহা ঐ রূপাদি বিশেষ দৃষ্টিতেই। অতএব জীবের শরীর ও আত্মার দৃষ্টান্ত ঐস্থলে প্রযোজ্য নহে। বেদে আছে, ব্রহ্ম জগৎ দ্বারা ছন্ন। পূর্বোক্ত 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র প্রাণ ও ছন্দের দৃষ্টান্ত হইতে বলা যায়, সেই প্রকারেও জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলা যায়। এই প্রকারে অনুমান হয় বেদের পরিভাষায় দেহ-দেহী, রূপ-রূপী, গুণ-গুণী এবং শক্তি-শক্তিমান্ সম্বন্ধ প্রায় অভিন্ন। পরবর্তী বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে ভেদাভেদবাদী ভাস্কর, শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ ও শ্রীপতি এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তি,—জীব ভোক্তৃশক্তি এবং জগৎ ভোগ্যশক্তি। নিম্বার্ক জীব-জগৎকে ব্রহ্মের গুণও বলিয়াছেন। বিষ্ণুবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বের মতে জীবজগৎ বিষ্ণুর দেহ। রামানুজ জীবজগৎকে ব্রহ্মের বিশেষ, প্রকার বা বিধাও বলিয়াছেন। যদিও ইহাদের সকলে স্ব স্ব মতেরই বিশেষ প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন, বৈদিক পরিভাষা প্রণালী মূলে বলা যায়, ঐ সকল সম্বন্ধের মধ্যে কোন বাস্তব পার্থক্য নাই। পার্থক্য সংজ্ঞায় মাত্র, তত্ত্বে নহে।

অষ্টম অধ্যায়

অদ্বৈতবাদ

প্রথমেই বলা উচিত যে অদ্বৈতবাদ বলিতে আমরা এখানে আচার্য গৌড়পাদ এবং তাঁহার প্রশিষ্য আচার্য শঙ্কর কর্তৃক প্রপঞ্চিত এবং প্রখ্যাপিত অদ্বৈতবাদকেই লক্ষ্য করিয়াছি। ঐ অদ্বৈতবাদ মতে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ; উহা সম্যক্‌রূপে গুণধর্মাদি সর্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত। সেই হেতু অন্যান্য প্রকার অদ্বৈতবাদ হইতে পার্থক্য নির্দেশার্থ উহাকে কখন কখন নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ বলা হয়। দ্বৈত বা ভেদভাব যাহাতে নাই, তাহাই অদ্বৈত। ভেদ ত্রিবিধ—বিজাতীয়, সজাতীয় এবং স্বগত। অথবা, প্রকারান্তরে—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান; উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা; ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরক; ক্রিয়া, কারক ও ফল; ইত্যাদি ত্রিপুটি-ভেদ। যাহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই, তাহাকে শ্রুতিতে 'পরমাদ্বৈত', 'শুদ্ধাদ্বৈত' বা 'পূর্ণাদ্বৈত' বলা হইয়াছে।[1] আচার্য শঙ্কর তাই বলিয়াছেন, "ক্রিয়াকারকফলশূন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বৈত।"[2] 'কঠরুদ্রোপনিষদে' আছে যে, ব্রহ্ম "মায়োপাধিবিনির্মুক্ত", সেই হেতু উহা "শুদ্ধ"।[3] উক্ত অদ্বৈতবাদে এই সকল সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়। সেইহেতু উহা কখন কখন পরমাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ,[4] কেবলাদ্বৈতবাদ, প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই,—ব্রহ্ম নির্বিশেষ। উহা কূটস্থ নিত্য। সুতরাং উহার কোন প্রকার বিকার কিঞ্চিৎ মাত্রও হয় না। অতএব উহা চিদচিদাত্মক জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হয় নাই; হইতে পারে না। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তদ্ভিন্ন অপর কোন বস্তু নাই, যাহা হইতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে

১। যথা দেখ—

"নির্ভেদং পরমাদ্বৈতং"—(কঠরুদ্রোপনিষৎ, ২৭)

"শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধির্ভেদাভাবাৎ। এতদেব পরমতত্ত্বম্।"—(মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ, ৫)

২। বৃহউ, ২।১।২০ আভাসভাষ্য। পক্ষান্তরে, "সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়াকারকফলভেদভিন্নং দ্বৈতং"—(মুণ্ডউ, ১।২।১১ শঙ্করভাষ্য)

৩। "মায়োপাধিবিনির্মুক্তং শুদ্ধমিত্যভিধীয়তে।"—(কঠরুদ্রোপনিষৎ, ৩৮)

৪। আচার্য বল্লভ কর্তৃক প্রখ্যাপিত ব্রহ্মবাদই আজকাল সাধারণত 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। পরন্তু তাঁহার পূর্বকার কোন কোন দার্শনিক নির্বিশেষাদ্বৈতবাদকে ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ জানিতে হইলে লেখকের "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৭, ১১৫–৯ পৃষ্ঠা)।

পারেন। অধিকন্তু কর্তৃত্বাদিও তাঁহার নাই। সুতরাং সৃষ্টিপ্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। অতএব সোপাদান কিংবা নিরুপাদান কোন প্রকার সৃষ্টি তিনি করেন নাই। অবিদ্যা বশতই তিনি চেতন ও অচেতন জগদ্রূপে প্রতিভাসিত দেখা যাইতেছে। রজ্জুসর্প-ভ্রান্তি স্থলে সর্পভাব যেমন রজ্জুতে আরোপিত, তেমনই জীব ও জগৎ ব্রহ্মে অধ্যারোপিত। রজ্জুর স্বরূপের অজ্ঞানই যেমন উহাতে সর্প প্রতীতির মূল কারণ, তেমন ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞানই উহাতে জগৎপ্রতীতির মূল কারণ। এইরূপে, জগতের মূল কারণ অজ্ঞান বা অবিদ্যা। সর্পপ্রতীতি কালেও রজ্জু যেমন বস্তুত সর্প হয় না, সেইরূপ জগৎপ্রতীতি সত্ত্বেও ব্রহ্ম বস্তুত জগৎ হয় নাই। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মে বস্তুত নাই। সুতরাং জগৎ ভ্রান্তিমাত্র। ভ্রান্তি নিরাধার নহে। রজ্জু বা অপর কোন অধিষ্ঠান ব্যতীত সর্পভ্রান্তি হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মরূপ-অধিষ্ঠান ব্যতীত জগৎপ্রতীতি হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মই অবিদ্যাবশত জগদ্রূপে বিবর্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ নাই। প্রতীয়মান ভেদপ্রপঞ্চ ঔপাধিক। একই আকাশ যেমন ঘট উপাধি বশত ঘটাকাশ ও মহাকাশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমন একই ব্রহ্ম অবিদ্যা উপাধি বশত জীব ও ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঘটাকাশ যেমন বস্তুত আকাশই, তেমন জীবও বস্তুত ব্রহ্মই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ-নির্বিশেষ হইলেও অবিদ্যা হেতু প্রতীয়মান জগৎ সম্পর্কে মানুষের নিকট সগুণ-সবিশেষ বলিয়া মনে হইয়া থাকে,—জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইহাই ব্রহ্মের ঈশ্বরভাব। ব্রহ্মই অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের দৃষ্টিতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্পভ্রান্তি থাকে না, কেবলমাত্র রজ্জুই পরিশেষ থাকে, তেমন ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়, জীব ও জগৎ থাকে না, একমাত্র নির্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্মই থাকে। তখন জগৎ থাকে না বলিয়া তাঁহার স্রষ্টাদিকর্তৃত্বও থাকে না, সুতরাং ঈশ্বরভাবের বিলোপ হয়। সুতরাং ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব এবং জগৎ মিথ্যা। অবিদ্যা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং উহার স্বরূপ কিংবিধ—তাহা বলা যায় না। কেননা, উহা অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অজ্ঞানের সম্যক্ জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা, আলো হস্তে অন্ধকারের অন্বেষণ করার মতনই। তাই বলা হয়, অবিদ্যা সদসদনির্বচনীয়।

জগদ্ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মসার্বাত্ম্যবাদ, সৃষ্টিপ্রলয়বাদ এবং তদন্তর্গত ব্রহ্মাভিন্ন নিমিত্তোপাদানকারণবাদ তথা ব্রহ্মভবন, সর্বভবন, প্রভৃতি পূর্বাধ্যায়সমূহে বর্ণিত

সমস্ত বৈদিক দার্শনিক মতবাদসমূহ অদ্বৈতবাদে স্বীকৃত হইয়া থাকে। জগদ্‌ব্রহ্মবাদের উপপত্তি আচার্য শঙ্কর নিম্নপ্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"যস্মাদাত্মনো জায়তে, আত্মন্যেব লীয়তে, আত্মময়ঞ্চ স্থিতিকালে, আত্মব্যতিরেকেণাগ্রহণাৎ আত্মৈব সর্বম্।"[১]

'যেহেতু, আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়, আত্মাতে লয় হয় এবং স্থিতিকালে আত্মময় ও আত্মা ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায় না, সেইহেতু সমস্ত আত্মাই।' এইরূপে তিনি সম্যক্‌প্রকারে শ্রুতিমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। পরন্তু ঐ বাদের দ্বারা অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না। কেননা, ঐ বাদের মূল আধার ব্রহ্মপরিণামবাদ। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ মতে, ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য। সুতরাং তাঁহার বস্তুত জগদ্ভবন সম্ভব নহে। অধিকন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ও অসঙ্গ বলিয়া সৃষ্টিকামনাও তাঁহার হয় না, সৃষ্টি করা ত দূরের কথা। সেইজন্য তাঁহারা সৃষ্টিবিষয়ে বিবর্তবাদী। তাঁহারা বস্তুত প্রকৃতপক্ষে অজাতবাদী। তথাপি প্রয়োজন বশত তাঁহারা সৃষ্টি এবং ব্রহ্মপরিণাম অভ্যুপগম করিয়া থাকেন। আচার্য গৌড়পাদ মনে করেন যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের বুদ্ধি প্রবেশ করাইবার উপায় কৌশলরূপে শ্রুতিতে সৃষ্টি বিবৃত হইয়াছে।[২] আচার্য শঙ্করও তাহা বলিয়াছেন।[৩] তিনি মনে করেন যে, জগদ্‌ব্রহ্মবাদের তাৎপর্য জগৎকে ব্রহ্মাত্মকরূপে সত্য বলিয়া এবং ব্রহ্ম জগদ্বিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করা নহে। অনাদিকাল হইতে আগত অবিদ্যাপ্রসূত জগদ্‌বুদ্ধিকে প্রবিলয় করত নির্বিশেষ ব্রহ্মবুদ্ধি উৎপন্ন করণার্থ শ্রুতি বলিয়াছেন, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মই।[৪] এই প্রকারের কিছুই ইতিপূর্বে বেদমূলে প্রদর্শিত হয় নাই।

১। বৃহউ, ২।৪।৬ শঙ্করভাষ্য। আরও দেখ, বৃহউ, ২।৫ আত্মানন্দভাষ্য; ছান্দোউভাষ্য, ৩।১৪।১

২। "মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতাঽন্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।"—(মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।১৫)
আরও দেখ,—ঐ, ৪।৪২

৩। "ন চেয়ং পরিণামশ্রুতিঃ পরিণামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ সর্বব্যবহারবিহীনব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনার্থা ত্বেষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ।"—(শারীরকভাষ্য, ২।১।২৭)। আরও দেখ—ঐ, ১।৪।১৪ ; ২।১।১৪ ; ২।১।৩৩ ; তৈত্তিউভাষ্য, ২।৬।১

৪। "সর্বং ব্রহ্মেতি চ সামানাধিকরণ্যাৎ। যথানেকাত্মকো বৃক্ষঃ শাখা স্কন্ধো মূলং চেত্যেবং নানারসো বিচিত্র আত্মেত্যাশঙ্কা সম্ভবতি, তাং নিবর্তয়িতুং সাবধারণমাহ—'তমেবৈকং জানথ আত্মানং' ইতি। এতদুক্তং ভবতি—ন কার্যপ্রপঞ্চবিশিষ্টো বিচিত্র আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ। কিং তর্হ্যবিদ্যা কৃতং কার্যপ্রপঞ্চং বিদ্যয়া প্রবিলাপয়ন্তস্তমেবৈকমায়তনভূতমাত্মানং জানথৈকরসমিতি। ......সর্বং ব্রহ্মেতি তু সামানাধিকরণ্যং প্রপঞ্চবিলাপনার্থং নানেকরসপ্রতিপাদনার্থম্।"
—(শারীরকভাষ্য, ১।৩।১)

সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, যথাবিবৃত জগদ্‌ব্রহ্মবাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অপর বাদসমূহ, অদ্বৈতবাদে অভ্যুপগত হইলেও, অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করে না। ক্রমভেদাভেদবাদে এবং কোন কোন শৈবমতবাদেও মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মলয় স্বীকৃত হয়। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মভবনবাদ ও অদ্বৈতবাদেরই বৈশিষ্ট্য নহে। অতএব উহা দ্বারাও অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না। ভূতপ্রপঞ্চ প্রভৃতি ক্রমভেদাভেদবাদী ব্রহ্মভবনবাদিগণও প্রপঞ্চবিলয় এবং অভেদোপাসনা মানেন। সুতরাং ঐগুলির দ্বারাও অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না।

অদ্বৈতবাদ মতে, জীব স্বরূপত বিভু; সংসারদশায় উহা উপাধি বশত অণুবৎ ব্যবহার করে। মোক্ষে সেই সম্পর্ক পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং তখন জীব স্বরূপ লাভ করত বিভু হয়। বৈদান্তিকগণের মধ্যে আচার্য ভাস্করও ঠিক তাহাই মানেন।[১] আচার্য শ্রীকণ্ঠের মতেও মুক্তজীব বিভু।[২] অপর কোন কোন বেদান্তী মনে করেন যে জীব স্বরূপত অণুই; তবে মুক্তিতে উহার গুণ বিভু হয় এবং সেই হেতু মুক্ত জীবকে বিভু বলা হয়।[৩] কাশ্মীর শৈবদর্শনের মতেও জীব স্বরূপত "বিভু, অনণু ও ব্যাপক", তথা সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্‌। পরন্তু সংসারদশায়, শিবের ইচ্ছায়, ঐ স্বরূপ সঙ্কুচিত হইয়া জীব অণু, অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তিমান্‌ হয়। মুক্তিতে উহা পুনরায় স্বরূপ লাভ করে। সুতরাং এই সকল বিভিন্ন বাদে তাহা স্বীকৃত হয় দেখিয়া মুক্ত জীবের সর্বব্যাপিত্বলাভ বিষয়ক বেদসিদ্ধান্ত হইতেও অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করা যায় না।

বেদে সর্বভবনের বহু দৃষ্টান্ত আছে এবং তৎপ্রতিপাদক বহু বচন আছে। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের ন্যায়, ভেদাভেদবাদী ভাস্কর[৪] এবং শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠও[৫] মানেন যে মুক্তজীব বিভু ও সর্বাত্মক হয়। নিম্বার্ক মুক্ত জীবকে গুণে বিভু মানিলেও তাহার সর্বাত্মত্বসিদ্ধি অস্বীকার করেন।[৬] রামানুজের মতে জীব নিত্য অণু। বামদেবাদির সার্বাত্ম্যলাভের দৃষ্টান্তসমূহকে তিনি অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[৭] যাহা হউক, এইরূপে দেখা যায় মুক্ত জীবের বিভুত্ব এবং সার্বাত্ম্য লাভ বাদদ্বয়ের দ্বারাও অদ্বৈত সিদ্ধ করা যায় না। কেননা, ভেদাভেদবাদী ভাস্কর এবং শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠও ঐ বাদদ্বয় মানেন।

১। ভাস্করের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ২।৩।২৯ ও ৪।৪।১৫ দেখ।
২। শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৪।৪।১
৩। নিম্বার্কের বেদান্তভাষ্য, ২।৩।২৮
৪। ভাস্করভাষ্য, ১।১।৪ ; ৪।৪।৭
৫। শ্রীকণ্ঠভাষ্য ১।১।৩১, ৩২
৬। নিম্বার্কভাষ্য, ২।৩।৪৮
৭। রামানুজভাষ্য, ১।১।৩১

আরও দেখা যায়, বেদে বিশেষ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, উহা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। এই মতে যাহা ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা পিণ্ডেও থাকে। উভয়ের মধ্যে ভেদ প্রকারে নহে, পরন্তু আকারে বা মাত্রায়। এইরূপ হইলে জীব পরিচ্ছিন্ন থাকিয়াও সর্বাত্মক হইতে পারে, বলা যায়। সংসারদশায় অবিদ্যাকামকর্ম বশত জীব আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায়, সে যে সর্বাত্মক ব্রহ্মের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছায়া তাহা বিস্মৃত হয়। সাধন-বলে পুনরায় স্বরূপ লাভ করিয়া সে অবগত হয় যে, যাহা ব্রহ্মে আছে, তাহা তাহাতেও আছে। সুতরাং সে সর্বাত্মক হয়; এই কথা বলা যায়। আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন

"বিকারপুরুষস্যাপি সর্বভূতান্তরাত্মত্বং সম্ভবতি, প্রাণাত্মনা সর্বভূতানামধ্যাত্মমবস্থানাৎ। অস্মিন্ পক্ষে 'পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম ইত্যাদি সর্বরূপোপন্যাসঃ পরমেশ্বরপ্রতিপত্তিহেতুরিতি ব্যাখ্যেয়ম্।"[১]

সুতরাং সর্বভবন এবং সর্বভূতাত্মভবন দ্বারা জীবের বিভুত্বও নিঃসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধ করা যায় না। অতএব তাহা দ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হয় না।

এই প্রকারে নিশ্চিতরূপে প্রদর্শিত হইল যে, পূর্বাধ্যায়সমূহে বিবৃত বৈদিক দার্শনিক মতবাদ সমূহ হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যায় না যে, বৈদিক যুগে অদ্বৈতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেইহেতু অতঃপর আমরা বিশেষ করিয়া দেখাইব যে, বেদে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক প্রমাণ সত্যই আছে।

একায়নধর্ম অদ্বৈতমূলক

'মহাভারত' হইতে জানা যায় যে একায়নধর্ম অদ্বৈতবাদী। 'নারায়ণীয় প্রকরণে' স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সর্বাত্মত্ব মায়িক, বাস্তব নহে। বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন,

"এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ॥
ইচ্ছন্মুহূর্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ।
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ ॥
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি।"[২]

১। শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য, ২।৩।৮ দেখ।
২। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৯।৪৪.২—৪৬.১

'তুমি আমাকে রূপবান্ দেখিতেছ বলিয়া[১] মনে করিও না যে আমি (সত্যই) রূপবান্। কেননা, আমি ইচ্ছামাত্র মুহূর্ত মধ্যে তাহা নাশ করিতে পারি। আমি ঈশ্বর,—জগতের গুরু। (সুতরাং তাহা করিতে আমি সম্পূর্ণ সমর্থ)। হে নারদ, তুমি আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, তাহা মৎসৃষ্ট মায়াই। তাহা হইতে তুমি বুঝিও না যে, আমি এই প্রকারে সর্বভূতগুণযুক্ত।' অর্থাৎ তিনি সর্বাত্মক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছেন বলিয়া কেহ যেন মনে না করে যে, তিনি নিত্য সর্বাত্মক, সর্বাত্মত্ব তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম। কেননা, উহা স্বাভাবিক হইলে উহার নাশ কখনও হইত না, অথবা নাশ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও নাশ হইত। পরন্তু ব্রহ্ম ইচ্ছামাত্র বিশ্বরূপ বিনষ্ট করিয়া বর্তমান থাকিতে পারেন।[২] সুতরাং ব্রহ্ম স্বভাবত নিত্য সর্বাত্মক নহেন। স্বাভাবিক না হইলে উহা আগন্তুক বা ঔপাধিক হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ব্রহ্ম কখন কখন সর্বাত্মক হন, কখন হন না। ঐরূপে পর্য্যায় ক্রমে সর্বাত্মক হওয়া এবং না হওয়া তাঁহার স্বভাব। জগতের সৃষ্টিপ্রলয়বাদও ঐ অনুমানের আনুকূল্য করে। এই দ্বিতীয় প্রকার অনুমান নিরসনের জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি ঈশ্বর তিনি প্রভু অর্থাৎ তিনি পরম স্বতন্ত্র, সুতরাং কোন প্রকার স্বভাবের বা অপর কিছুর অধীন নহেন। অতএব সর্বাত্মক হওয়া না হওয়া তাঁহার স্বভাব নহে। স্বভাববশে না হইলেও স্বেচ্ছায় তিনি কখন কখন বস্তুত সর্বাত্মক হন, এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রতীয়মান বিশ্বরূপ মায়া;[৩] তিনি সত্য সত্যই বিশ্বরূপাত্মক নহেন, বিশ্ব তাঁহাতে বস্তুত নাই।' পূর্বে ভগবান্ নারদকে বলেন যে, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এবং সত্ত্বাদি গুণও উহাতে নাই।[৪] উহা বস্তুত "অজ, নিত্য, শাশ্বত, নির্গুণ এবং নিষ্কল।"[৫] "নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নিষ্কল, নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্পরিগ্রহ।"[৬] নিত্য ও শাশ্বত বলিয়া তিনি অপরিণামী। নিষ্ক্রিয় বলিয়াও তাঁহার কোন বিকার বা পরিণাম হয় না,

---

১। পূর্বে ৩৩৯।২-৫ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, নারদ ভগবান্‌কে নানাবর্ণযুক্ত দেখেন।
"এতান্ বহুবিধান্ বর্ণান্ রূপৈর্বিভ্রৎ সনাতনঃ।"—(৩৩৯।৬.১)
অনন্তর ৩৩৯।৬.২—১০.১ শ্লোকে তাঁহার বিরাট্‌রূপ বিবৃত হইয়াছে। এখানে সে সমস্তেরই নিষেধ হইয়াছে।

২। "ভূতগ্রামশরীরেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি।"—(৩৩৯।২৩.১)
সুতরাং ভগবৎস্বরূপ বিশ্বরূপাদিধর্ম দ্বারা স্পৃষ্ট নহে।

৩। আরও দেখ, ৩৩৯।১০-১২.১

৪। ঐ, ৩৩৯।২১-২

৫। ঐ, ৩৩৯।২৬.২

৬। ঐ, ৩৩৯।৪৩.২-৪৪.১

সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া তিনি করেন না। যেহেতু নিষ্কল, সেইহেতু নির্দ্বন্দ্ব। তিনি নিষ্পরিগ্রহ, সুতরাং স্বতঃ জগৎ পরিগ্রহ করেন না। এমন কি কোন উপাধিও তিনি পরিগ্রহ করেন না। সুতরাং স্বাভাবিক বা ঔপাধিক কোন প্রকার সকলতা তাঁহাতে নাই। সুতরাং তজ্জনিত দ্বন্দ্বও নাই।

'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম প্রকরণে' আছে, সংসার অজ্ঞানজ।

"মহাভূতানীন্দ্রিয়াণি গুণাঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ।
ত্রৈলোক্যং সেশ্বরং সর্বমহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥"[১]

'মহাভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়,—(এক কথায়) ত্রৈলোক্য এবং ঈশ্বরও, সমস্তই অহঙ্কার-কল্পিত।' অহঙ্কার অজ্ঞানজ ("অজ্ঞান-প্রভবং দুঃখমহঙ্কারঃ")।[২] সুতরাং সমস্ত সংসারের মূল কারণ অজ্ঞানই।

"ভবিতা মনসো জ্ঞানং মন এব প্রজায়তে।
জ্যোতিষ্মদ্ বিরজো নিত্যং মন্ত্রসিদ্ধং মহাত্মনাম্ ॥"[৩]

'মহাত্মাদিগের মনে এই বোধ উৎপন্ন হয় যে, মনই (বিষয়াকারে) উৎপন্ন হইতেছে। তখন তাঁহাদিগের মন নিত্য বিরজ (=বিষয়বিগত) এবং প্রকাশ-স্বভাব হয়। এইরূপে তাঁহাদিগের মন্ত্র সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ লাভ হয়)।' মহাত্মাদিগের অনুভব সিদ্ধ বলিয়াই মানিতে হইবে যে, জগৎপ্রপঞ্চ মনোবিলাসমাত্র, উহা বাস্তব সত্য নহে।

"এতাবদেতদ্বিজ্ঞানমেতদস্তি চ নাস্তি চ।
তৃষ্ণাবদ্ধং জগৎ সর্বং চক্রবৎ পরিবর্ততে ॥"[৪]

'ইহা (জগৎ) আছে এবং নাইও—এই বিজ্ঞান (অর্থাৎ একায়ন বিজ্ঞান) এতাবৎ মাত্রই। সমস্ত জগৎ তৃষ্ণাবদ্ধ হইয়াই চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে।' পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে জগৎ মনোবিলাস মাত্র। তথাপি, যেহেতু উহা পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেই হেতু উহাকে আছে বলিতে হয়। ইহা ব্যবহারিক বা প্রাকৃত দৃষ্টি। যেহেতু মহাত্মাদিগের পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহা বস্তুত নাই, সেইহেতু উহাকে নাই বলিতে হয়। অতএব জগৎ সদসৎ অনির্বচনীয়। ইহার দৃষ্টান্ত রজ্জুসর্প, মৃগতৃষ্ণিকা, স্বপ্ন প্রভৃতি। ভীষ্মের মতে, ব্যক্ত জগৎ এবং অব্যক্ত ব্রহ্ম

১। ঐ, ২১২।১১
২। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২১২।১৮'২
৩। ঐ, ২১৪।২৬
৪। ঐ, ২১৭।৩৪

যথাক্রমে স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির তুল্য। তিনি স্বপ্নের অবাস্তবতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে জগৎ স্বপ্নবৎ মনঃকল্পনা মাত্র।

জীবভাবও অজ্ঞানজ এবং সংসার স্বপ্নবৎ।

> "জ্ঞানাধিষ্ঠানমব্যক্তং বুদ্ধ্যহঙ্কারলক্ষণম্॥
> তদ্বীজং দেহিনামাহুস্তদ্বীজং জীবসংজ্ঞিতম্।
> কর্মণা কালযুক্তেন সংসারপরিবর্তনম্॥
> রমত্যয়ং যথা স্বপ্নে মনসা দেহবানিব।
> কর্মগর্ভৈর্গুণৈর্দেহী গর্ভে তদুপলভ্যতে॥"[২]

'জ্ঞানরূপ অধিষ্ঠানে বুদ্ধ্যহঙ্কারলক্ষণ অব্যক্ত (বা অজ্ঞান) অধ্যস্ত হইয়াছে।[৩] (তত্ত্বদর্শিগণ) বলেন, ঐ অব্যক্তই দেহী জীবের (দেহপ্রাপ্তির) বীজ এবং ঐ অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানবীজই জীব। (স্বকৃত) কর্ম-দ্বারা উহা কালবশে সংসারে বিচরণ করে। যেমন স্বপ্নে এই জীব মনের দ্বারা দেহবানের ন্যায় হইয়া রমণ করে, তেমন কর্মজ গুণের দ্বারা দেহী (সংসার) গর্ভে তাহা (অর্থাৎ সংসার-পরিবর্তন) অনুভব করে।' 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইতে নিশ্চিত হয় যে, স্বপ্নের জীব বস্তুত দেহবান্ হয় না, যদিও সে আপনাকে দেহবান্ বলিয়া মনে করে; এবং ঐভাবে নানা ভোগবিলাসাদি করত বহুরূপে বিচরণ করে। জীবের দেহবত্তা এবং তজ্জনিত ভোগাদিও সেই প্রকার মনঃকল্পিত মাত্র। এই বচনে ভীষ্ম বলিয়াছেন যে, একায়ন ধর্ম মতে, অজ্ঞানাধিষ্ঠিত জ্ঞানই জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন তন্মতে "ব্রহ্ম অমৃত, অক্ষর এবং জ্যোতিঃস্বরূপ পরম জ্ঞানই।"[৪] তাহাতে মনে হয়, তিনি, প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই অজ্ঞানবশত জীব সাজিয়াছেন। পঞ্চভূতাত্মক শরীরে প্রবেশ করিয়াই ব্রহ্ম জীব সাজিয়াছেন। শরীরগ্রহণ বা শরীরোৎপত্তি হেতুই বলা হইয়া

১। ঐ, ১ ২। ঐ, ২১৩।১২।২-১৪

৩। দেখ

> "জ্ঞানাধিষ্ঠানমজ্ঞানং ত্রীঁল্লোকানধিতিষ্ঠতি।
> বিজ্ঞানানুগতং জ্ঞানমজ্ঞানেনাপকৃষ্যতে॥"—(ঐ, ২১৪।২৫)

ত্রিলোক=ত্রিভুবন এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়। ইহা হইতে আরও জানা যায় যে ২১৩।১২।২ শ্লোকস্থ 'অব্যক্ত' অর্থ অজ্ঞানই।

৪। ঐ, ২১৩।১৯।১

থাকে যে জীব উৎপন্ন হয়।[১] বস্তুত জীবের উৎপত্তি-বিনাশ নাই। অনন্তর নারায়ণ আরও স্পষ্ট করিয়া নারদকে বলেন,

> "অহং হি জীবসঙ্ঘাতো ময়ি জীবঃ সমাহিতঃ।
> নৈব তে বুদ্ধিরত্রাভূদ্দৃষ্টো জীবো ময়েতি বৈ॥"[২]

'আমিই জীবসঙ্ঘাত (অর্থাৎ জীববর্গ অথবা জীবাত্মা এবং তদুপাধিভূত জড়বর্গ) এবং জীব আমাতেই সমাহিত। তোমার এই বুদ্ধি যেন না হয় যে, আমি জীব দেখিয়াছি।' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান হয় যে, জীবও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং জীব বহু এবং জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। সাংখ্যদর্শনে ঐ প্রকারেই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ভগবান্ নারায়ণ বলেন যে ঐ অনুমান সত্য নহে। কেননা, সমস্ত জীব তিনিই। শরীরোপাধিতে উপহিত হইয়াই তিনি জীব হইয়াছেন এবং উপাধির বহুত্ব হেতুই জীব বহু বলিয়া মনে হয়। শান্তিপর্বের ৩৫০তম এবং ৩৫১তম অধ্যায়ে সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ খণ্ডন করত এই একপুরুষবাদ বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।[৩] ঐ অধ্যায়দ্বয়ও নারায়ণীয়-প্রকরণের অন্তর্গত।

সাংখ্য দর্শনের পরিভাষায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমিই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব নিষ্ক্রিয় পুরুষ,"[৪] "চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ভিন্ন পঞ্চবিংশতিতম বলিয়া খ্যাত যে নিষ্ক্রিয় পুরুষ......উহা সনাতন পরমাত্মা বাসুদেবই।"[৫] উহার তাৎপর্য্য কেবল এই মাত্র নহে যে, জীব বাসুদেবই, অধিকন্তু উহা দ্বারা ইহাও নির্দেশিত হইয়াছে যে, বাসুদেব জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথবা প্রকারান্তরে বলিতে, জগৎপ্রপঞ্চ বাসুদেবে বস্তুত নাই।

জগৎ যদি প্রকৃত পক্ষে স্বপ্নবৎ অবাস্তব বা মিথ্যাই হয়, তবে কেন বাস্তববৎ জগতের উৎপত্ত্যাদি বিবৃত হইয়া থাকে এবং উহার ব্রহ্মাত্মকতা সিদ্ধ করা হইয়া থাকে? তাহাই প্রশ্ন। ভীষ্ম বলেন পরমর্ষি নারায়ণের মতে, যে ব্যক্তি স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং তত্তুল্য ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত ব্রহ্ম—এই চতুষ্টয়ের তত্ত্ব যথাযথ জানে না, সে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না; চরাচর জগৎ ব্যক্ত উহা মৃত্যুমুখ। আর

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৯।৩১-২-১৫ ২। ঐ, ৩৩৯।৪৭

৩। লেখকের 'বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ' নামক গ্রন্থে (৪র্থ অধ্যায়ে) ইহার সার প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। ঐ, ৩৩৯।৪৩-২ ৫। ২৪-৫

অব্যক্ত অমৃত ও শাশ্বত ব্রহ্ম।[১] সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য জগত্তত্ত্বের আলোচনা অবশ্যই কর্তব্য।[২]

"হেতুমচ্ছক্যমাখ্যাতুমেতাবজ্জ্ঞানচক্ষুষা।
প্রত্যাহারেণ বা শক্যমক্ষরং ব্রহ্ম বেদিতুম্॥"[৩]

'জ্ঞানী ব্যক্তি যুক্তিযুক্ত বিচারে (ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন) এইমাত্র বলিতে পারেন। পরন্তু অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যাহার (অর্থাৎ জগতের অপবাদ) দ্বারাই অবগত হওয়া যায়।'

বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের জীব ও জগদ্ভবন অজ্ঞানকল্পিত। এখন প্রশ্ন, জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হন? অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ভীষ্ম বলিয়াছেন,

"জ্ঞানাধিষ্ঠানমজ্ঞানং ত্রীঁল্লোকানধিতিষ্ঠতি।
বিজ্ঞানানুগতং জ্ঞানমজ্ঞানেনাপকৃষ্যতে॥
পৃথক্ত্বাৎ সম্প্রযোগাচ্চ নাসূয়ুর্বেদ শাশ্বতম্।
স তয়োরপবর্গজ্ঞো বীতরাগো বিমুচ্যতে॥"[৪]

'জ্ঞানে অধিষ্ঠিত অজ্ঞান ত্রিলোক (— ত্রিভুবন এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়) ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। (বুদ্ধ্যাদি) বিজ্ঞানের অনুগত জ্ঞান অজ্ঞান কর্তৃক (বিষয়ে) অপকৃষ্ট হয়। (জীব প্রকৃতপক্ষে ত্রিলোক হইতে) ভিন্ন হইলেও উহার সংসর্গ-বশতঃ শাশ্বতকে (অর্থাৎ আপন ব্রহ্মস্বরূপকে) জানে না; (অধিকন্তু) উহাকে অসূয়া করে। সে যখন উহাদের অপবর্গ জানে, তখন বীতরাগ হইয়া মুক্ত হয়।' ইহা পূর্বোক্ত শঙ্কার যথার্থ উত্তর নহে। বস্তুত তৎসম্বন্ধে ততোধিক কিছু বলা যায় না।

যাহা হউক, এই প্রকারে নিশ্চিতরূপে অবগতি হয় যে, 'মহাভারতো'ক্ত একায়নধর্ম—অদ্বৈতবাদাত্মক। তথায় আছে যে, শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। সুতরাং বর্তমানে উপলব্ধ পাঞ্চরাত্র সংহিতাগুলির মতামত যাহাই হউক না কেন, 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়-প্রকরণের মতে পাঞ্চরাত্র

১। ঐ, ২১৭।১-৩
২। পূর্বে দেখ।
৩। ঐ, ২১৬।২০, পূর্বে দেখ।
৪। ঐ, ২১৫।২৫-৬

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈতবাদে। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, অধুনোপলব্ধ সমস্ত পাঞ্চরাত্রসংহিতাগুলিই 'মহাভারত', এমন কি তাহার প্রচলিত সংস্করণ অপেক্ষা অর্বাচীন। সুতরাং পাঞ্চরাত্রধর্মের আদিরূপ 'মহাভারত' হইতেই অধিকতর যথার্থরূপে জানা যায়।

'মহাভারতো'ক্ত একায়নধর্মতত্ত্বের এই দীর্ঘ-আলোচনা এখানে কেন করা গেল, তাহার কারণ বলিতেছি। তথায় বারংবার বলা হইয়াছে যে, একায়নধর্ম-শাস্ত্র শ্রুতিসম্মত।[১] উহার প্রাচীন রচয়িতা চিত্রশিখণ্ডী নামে পরিচিত মরীচি, অত্রি, প্রভৃতি সপ্ত ঋষি "শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ এবং বেদাচার্য" ছিলেন।[২] ঐ সপ্তর্ষি-গণের অনেকে যে ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা তাহা জানাই আছে। একায়নধর্মের প্রবর্তক আচার্যদিগের অন্যতম পরমর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং বেদব্যাস এবং বেদাচার্য। তাহাতে বুঝা যায় যে, একায়নধর্ম শ্রুত্যনুযায়ী। উহার পরিচয় দিতে গিয়া ভীষ্ম স্পষ্টতই বেদবিদ্‌গণের নাম করিয়াছেন।[৩] সুতরাং উহা হইতে বৈদিক একায়নতত্ত্বের জ্ঞান লাভ হওয়া খুবই সম্ভব। এই মনে করিয়াই আমরা এখানে উহার দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। ঐ আলোচনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মহাভারতোক্ত একায়নধর্ম অদ্বৈতবাদী। সুতরাং বৈদিক সিদ্ধান্তও অদ্বৈতাত্মক হওয়া খুবই সম্ভব। বেদে এই বিষয়ে কি প্রত্যক্ষ বচন পাওয়া যায়, তাহাই এখন অনুসন্ধান কর্তব্য।

একায়ন-শ্রুতি অদ্বৈতপরক

আচার্য শঙ্করের মতে, 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র একায়ন-শ্রুতির তাৎপর্য্য অদ্বৈতবাদেই। তিনি বলেন, "ব্রহ্ম নিশ্চয়ই প্রজ্ঞানঘন ও একরস একই"—এই তত্ত্বই একায়ন-শ্রুতিতে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ একায়ন-বচনের অব্যবহিত পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়তে নহাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি।"[৪]

১। যথা দেখ—"বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সমিতং" (৩৩৫।২৮·২); "ঋগ্যজুঃসামভিজুষ্টমথর্বাঙ্গিরসৈস্তথা॥" (৩৩৫।৪০·২), "চতুর্বেদসমন্বিতম্" (৩৩৯।১১১·১); পুরাণং বেদসম্মিতম্" (৩৩৯।১১৮·২)।

২। ৩৪০।৭০·১ ৩। পূর্বে দেখ।

৪। বৃহউ, ২।৪।১২=শতব্রা (মাধ্য), ১৪·৫।৪।১২

'সেই দৃষ্টান্ত এই, সৈন্ধবলবণখণ্ড যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই জলে মিশিয়া যায়, উহাকে আর বাহিরে (পৃথক্‌ভাবে) আনিতে পারা যায় না, পরন্তু যে কোন ভাগ হইতেই না কেন জল আস্বাদন করিলে উহাতে লবণই অনুভূত হইয়া থাকে ; অরে মৈত্রেয়ি, তেমনই এই অনন্ত এবং অপার মহদ্‌ভূত (অর্থাৎ ব্রহ্ম) বিজ্ঞানঘনই, (উহার কোথাও অপর কোন রস অনুভূত হয় না)। (জীবভাব) এই সমস্ত ভূতের সম্পর্কে প্রাদুর্ভূত হইয়া, উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যায়। পরে (নামরূপাদি কোন বিশেষ) সংজ্ঞা থাকে না।' এই বচন এবং উহার পাঠান্তর সমূহের[১] আধারেই শঙ্কর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বস্তুত অদ্বৈতবাদী ছিলেন। আমরা পরে তাহা প্রদর্শন করিব। সুতরাং তদুক্ত একায়ন-শ্রুতি এবং বিজ্ঞানঘন-শ্রুতি যে অদ্বৈতপরক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহা প্রণিধান কর্তব্য যে, কেবলমাত্র একায়ন-শ্রুতির আধারে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না। কেননা, উহা দ্বারা জগতের সৃষ্ট্যাদি অসত্য বলিয়া সিদ্ধ হয় না। সৃষ্ট্যাদি বাস্তব হইলেও ব্রহ্মকে একায়ন বলা যায়। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে আমরা সেই প্রকারে বিজ্ঞানঘনশ্রুতির রহস্য প্রদর্শন করিতেছি।

বিজ্ঞানঘন-শ্রুতির মতে জীবভাব ঔপাধিক। ঐ উপাধি পঞ্চমহাভূতময়। ভূতসমূহ নিত্য নহে ; কেননা, উহারা বিনষ্ট হয়। উহাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তদাত্মক উপাধিও বিনষ্ট হয় ; সুতরাং তজ্জনিত জীবভাবের নাশ হয়। বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা জীবেরই হইয়া থাকে। ঐ সংজ্ঞা ইন্দ্রিয় দ্বারাই হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ পঞ্চভূতের সঙ্গেই সম্পর্কিত। সুতরাং পঞ্চভূতের নাশ হইলে জীবভাবের ন্যায় ইন্দ্রিয়সমূহেরও বিনাশ হয়। অতএব বিশেষ বিজ্ঞানের সাধনাদির অভাবে উহা হয় না। সেই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি।" ভূতসমূহ চরমে থাকে না বলিয়া উহাদিগকে মিথ্যাও বলা যায়।[২] পরন্তু উহারা বর্তমানে সংসারদশায় আছে ; কেননা, উপলব্ধ হয়। ঐ উপলব্ধি যে সত্য নহে, ভ্রমাত্মক, ভূতসমূহ যে ব্রহ্ম হইতে বস্তুত উৎপন্ন হয় নাই, অথবা অনুৎপন্ন হইলেও,

---

১। "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি।" —(বৃহউ, ৪।৫।১৩)।

"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব স্যাদেবং বা অরে ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ"—(শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।৩।১৩)

২। কেননা, যাহা কালান্তরে থাকে না, তাহাকে 'মিথ্যা' বলা হয়।

বস্তুত যে নাই, ঐ বিজ্ঞানঘন-শ্রুতি হইতে এই সকল জানা যায় না। অপর কথায়, জীবত্ব ঔপাধিক হইলেও উপাধি যে মায়িক, সত্য নহে, তাহা পরিষ্কার বলা হয় নাই। উহাতে সৈন্ধবখণ্ড ও জলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জলকে বিশুদ্ধ এবং সৈন্ধবখণ্ডকে লবণখণ্ডবিশেষমাত্র গ্রহণ করিলে দোষ হয়। কেননা, তাহাতে লবণ জলে মিশিলে যেমন বিশুদ্ধ জলের আস্বাদ পরিবর্তিত হয়, তেমন জীবের ব্রহ্ম নির্বাণ হেতু ব্রহ্মেরও পরিবর্তন হয় মনে হইতে পারে। অধিকন্তু জল ও লবণ যেমন অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু, ব্রহ্ম এবং জীবও তেমন অত্যন্ত ভিন্ন মনে হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, দৃষ্টান্ত ঐ সকল প্রকার অংশে নহে। সিন্ধুজল স্বতঃই লবণময়। ঐ লবণ জল হইতে পৃথগ্‌রূপে গৃহীত হয় না। পরন্তু উহা হইতে খিল্যভাব প্রাপ্ত লবণখণ্ড পৃথগ্‌রূপে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইতে পারে। লবণাক্ত সিন্ধুজল হইতে খিল্যভাব প্রাপ্ত লবণখণ্ডকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে যাজ্ঞবল্ক্য 'সৈন্ধবখিল্য' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সিন্ধুজলে পড়িলে উহার সেই খিল্যভাব আর থাকে না। তাহাতে সিন্ধুজলের কোন বিকার হয় না, তাহাও বুঝিতে হইবে। সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত জীবের ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মকে পাইয়া থাকে না, উহা ব্রহ্মে সম্যক লীন হয় এবং তদ্ধেতু ব্রহ্মের কোন প্রকার বিকার হয় না বুঝিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টান্তে লবণখণ্ডকে "কৃৎস্নো রসঘন এব" বলাতে—প্রকৃত পক্ষেও লবণখণ্ডের সর্বত্র সমভাবে এক লবণরসই অনুভূত হইয়া থাকে—দার্ষ্টান্তিকের "বিজ্ঞানঘন এব" বা "কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" বচন হইতে শঙ্কর ঠিকই অনুমান করিয়াছেন যে ব্রহ্ম একরস। কেহ কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে, ঐ একরস মিশ্র, কি অমিশ্র? ষড়্‌রসের দুইটি বা ততোধিক সম্যক্ মিশ্রিত হইলেও ঐ মিশ্রিত দ্রব্যকে একরস বলা যায়। অম্ল ও মিষ্ট মিশ্রিত জলপাত্রের যে কোন অংশ হইতে জল লইয়া আস্বাদন করিলে একই আস্বাদ পাওয়া যায়। কোন কোন আধুনিক বেদান্তী মনে করেন যে, ব্রহ্মের একরসতাও সেই প্রকার। তাঁহারা উহাকে 'সামরস্য' বলিয়া থাকেন। চিৎ জীবের এবং অচিৎ জগৎ ব্রহ্মের সর্বত্র এমনভাবে মিশিয়া আছে কোথাও কিঞ্চিৎমাত্রও পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। উহাকে তাঁহারা 'চিদচিৎসামরস্য' বলিয়া থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই ঐ প্রকার নহে। কেননা ঐ উক্তির অব্যবহিত পরে "যত্র দ্বৈতমিব" ইত্যাদি বলিয়া তিনি দ্বৈতের অবাস্তবতা এবং ব্রহ্মের নির্বিশেষাদ্বৈত নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ উক্তির বিশেষ পর্য্যালোচনা পরে করা যাইবে।

বৈদিক একায়ন-বাদ মায়াবাদই

জগৎ মায়া-সৃষ্ট—বৈদিক একায়ন-বাদ মতে একরূপ ব্রহ্মই বহুরূপ জগৎ হইয়াছেন, এবং তৎসত্ত্বেও তিনি সেই একই আছেন। অধিকন্তু, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহাতে তাঁহার কোন বিকার হয় নাই; অর্থাৎ জগৎ-রূপে পরিণাম সত্ত্বেও ব্রহ্ম স্বরূপে নির্বিকারই আছেন। ইহা কি প্রকারে সম্ভব, কোন কোন ঋষি তাহা বিচার করিয়াছেন, এবং তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। উহা উল্লেখের পূর্বে ইতিপূর্বে উক্ত কোন কোন কথার এইখানে পুনরুল্লেখ করা খুব সমীচীন হইবে।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বেদে 'ইন্দ্র' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। তাই কখন কখন বলা হইয়াছে যে[1], ইন্দ্র এই জগৎপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করিয়াছেন ("ইন্দ্রঃ জজান"); ইহা তাঁহাতেই আশ্রিত আছে ("ইন্দ্রে বিশ্বা ভুবনা শ্রিতানি")। তিনি ইহাকে ধারণ করিতেছেন ("ইন্দ্রো দাধার পৃথিবীমুতেমাম্") এবং পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার শক্তিতে বা সহায়ে, তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হওয়া, ব্যতীত কেহই কিছুই করিতে পারে না ("ন ঋতে ত্বাৎ ক্রিয়তে কিঞ্চনারে")।[2] সুতরাং তিনি "লোককৃৎ", তিনিই "বিশ্বকর্মা"।

এই সমস্ত জগৎ ইন্দ্র হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ("বিশ্বা জাতান্যবরাণ্যস্মাৎ")। তিনি নিজেই নিজ হইতে এই জগৎকে উৎপন্ন করিয়াছেন ("যদ্মাতরং পিতরং চ সাকমজনয়থাস্তন্বঃ স্বায়াঃ")। সুতরাং তিনিই এই সমস্ত হইয়াছেন (ইন্দ্রো দ্যৌরুর্ব্যাত ভূমিরিন্দ্রো ইন্দ্রঃ সমুদ্র অভবদ্গভীরঃ")।

"এতানি বৈ সর্বাণীন্দ্রোঽভবৎ"

'ইন্দ্রই এই সমস্ত হইয়াছেন।' তাই তাঁহাকে "বিশ্বাভূ" বলা হয়। সুতরাং এই জগৎ প্রপঞ্চ বস্তুত ইন্দ্রই।[3] সেই কারণে ইন্দ্রকে "বিশ্বরূপ" "বিশ্বানর", "বিশ্বদেব", প্রভৃতি বলা হয়।

১। পূর্বে দেখ। ২। ১০।১১২।৯

৩। পর্বত কাণ্ব ঋষি বলিয়াছেন,

"ন যং বিবিক্তো রোদসী নান্তরিক্ষাণি বজ্রিণম্"

—(ঋক্‌সং, ৮।১২।২৪)

"যেই বজ্রীকে দ্যাবাপৃথিবী (আপনা হইতে) পৃথক্ করিতে পারে না, অন্তরিক্ষও পারে না।"

'ঋগ্বেদে' ভরদ্বাজ ঋষির পুত্র গর্গ ঋষি বলিয়াছেন,

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥"[১]

'ইন্দ্র প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছেন। আপনার স্বরূপ খ্যাপনার্থই (লোকগণ যাহাতে তাঁহাকে জানিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই)[২] ইন্দ্র মায়াসমূহের দ্বারা বহুরূপ হইয়াছেন। শত ও দশ (অর্থাৎ বহুসংখ্যক) ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাতে অবশ্যই সংযুক্ত রহিয়াছে।'[৩]

এই মন্ত্র 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'ও পাওয়া যায়।[৪] তথায় উক্ত হইয়াছে যে, উহা দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষি বলিয়াছিলেন। তাহাতে মনে হয় যে দধ্যঙ্ এবং গর্গ স্বতন্ত্রভাবে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে'ও উহা সব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[৫]

পাণিনির ব্যাকরণের মতে 'ইন্দ্রিয়' শব্দের নিরুক্তি এই,

"ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রলিঙ্গম্ ইন্দ্রদৃষ্টম্ ইন্দ্রসৃষ্টম্ ইন্দ্রজুষ্টম্ ইন্দ্রদত্তম্ ইতি বা।"[৬]

'কৌমুদী'-কার বলেন, "ইন্দ্র আত্মা তস্য লিঙ্গং করণেন কর্তুরনুমানাৎ।" 'ইন্দ্র' শব্দে শক্তিবাচক 'য়' প্রত্যয় করিলে 'ইন্দ্রিয়' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং উহার অর্থ 'ইন্দ্রের শক্তি'। চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রের বা আত্মার শক্তি প্রকট করে বলিয়া 'ইন্দ্রিয়' নামে অভিহিত হয়। 'শতপথব্রাহ্মণে'ও আছে যে,

---

১। ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১৮

২। 'জৈমিনী-উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' (১।৪৪।২) আছে
"তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়েতি। প্রতিচক্ষণায় হ্যস্যৈতদ্রূপম্।"

৩। গৃৎসমদ ঋষিও বলিয়াছেন
"শতং বা যস্য দশ সাকমাদ্য একস্য শ্রুষ্টৌ যদ্ধ চোদমাবিথ।"
—(ঋক্‌সং, ২।১৩।৯)

একই ইন্দ্রের শত ও দশ (ইন্দ্রিয়সমূহ) আছে। ঐ সকল উপাসকগণের সুখের নিমিত্ত এবং সংবাহনার্থ; তথা রক্ষার্থ। উহারা সকলেরই সর্বতোভাবে উপজীব্য।

৪। বৃহউ, ১৫।১৯ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১৯ ৫। জৈমিউব্রা, ১।৪৪।১-

৬। পাণিনি, ৫।২।৯৩

ইন্দ্রিয় ইন্দ্রের বীর্য।[১] মূল মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, ইন্দ্রের 'হরিসমূহ' বা ইন্দ্রিয়-সমূহ, তাঁহার মায়াসমূহ।[২]

"যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ" ('শত ও দশ ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাতে অবশ্যই সংযুক্ত রহিয়াছে')—এই বাক্য হইতে মনে হয় যে, ইন্দ্র এবং ইন্দ্রিয় সমূহ ভিন্ন। ঐ অনুমান খণ্ডনার্থ 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে,

"অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ।"

'ইনিই (ইন্দ্রই) ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইনিই দশসহস্র, (অর্থাৎ) বহু, অনন্ত। সুতরাং ইন্দ্র এবং তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ অভিন্ন। 'শতপথব্রাহ্মণে'ও আছে, ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় বা বীর্য ইন্দ্রই।[৩] 'ইন্দ্র' অর্থে 'ইন্দ্রিয়' শব্দের প্রয়োগ, 'ঋগ্বেদে'ও পাওয়া যায়।[৪] ইন্দ্ররূপে তিনি এক, আর ইন্দ্রিয়রূপে তিনি অনন্ত।

ইন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' অতঃপর কথিত হইয়াছে যে,

"তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্॥"

'সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, এবং অবাহ্য। এই সর্বানুভূ আত্মা ব্রহ্মই ইহাই অনুশাসন (অর্থাৎ সমস্ত বেদের সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ)।' আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যা মতে, ব্রহ্মের পূর্ববর্তী কারণ নাই বলিয়াই উহা 'অপূর্ব', উহার অপর বা কার্য নাই বলিয়াই উহা 'অনপর'; উহার মধ্যে অন্য জাতীয় কোন পদার্থ নাই, সেইহেতু উহা 'অনন্তর'; এবং উহার বহির্ভূত কোন পদার্থ নাই, সেইহেতু উহা 'অবাহ্য'।

১। পরে দেখ

২। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে'র মতে, ইন্দ্রের 'হরিসমূহ' তাঁহার 'রশ্মিসমূহ'।

"যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি। সহস্রং হৈতাদিত্যস্য রশ্ময়ঃ। তেঽস্য যুক্তাস্তৈরিদং সর্বং হরতি। তদ্ যদেতৈরিদং সর্বং হরতি তস্মাদ্ধরয়ঃ।"—(১।৪৪।৫)

সুতরাং ইহা ইন্দ্রের সংহার-মূর্তি।

৩। 'শুক্লযজুর্বেদে' আছে,

"ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায় স্বাহা"—(বাজসং-(মাধ্য), ১০।২৩; কাণ্বসং ১১।৭।৩)

'ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়কে স্বাহা?' 'শতপথব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে ইন্দ্রের ঐ ইন্দ্রিয় তাঁহার বীর্যই, স্বয়ং ইন্দ্রই।

"ইন্দ্রিয়ং বৈ বীর্যমিন্দ্র ইন্দ্রিয়মেবাস্মৈতদ্বীর্যং..." —(শতব্রা (মাধ্য), ৫।৪।৩।১৮)

আরও দেখ—

"ইন্দ্রিয়ং বীর্যং ইন্দ্রঃ"—(ঐ, ২।৫।৪।৮)

"ইন্দ্রিয়ং বীর্যং ইন্দ্র ইন্দ্রিয়েণৈব তদ্বীর্যেণ প্রজাপতিঃ পুনরাত্মানমাপ্যায়য়তেন্দ্রিয়মেনং বীর্যমুপসমাবর্ততেন্দ্রিয়ং বীর্যং" ইত্যাদি। (ঐ, ৩।৯।১।১৫)

৪। যথা, বামদেব ঋষি-কৃত ইন্দ্রস্তুতিতে আছে,

"আদিদ্ধ নেম ইন্দ্রিয়ং যজন্তে"—(ঋক্‌সং, ৪।২৪।৫)

কোন পূর্ব কারণ নাই বলিয়া ইন্দ্র বা ব্রহ্ম অজ এবং নিত্য। তাঁহাতে অন্তর-বাহির-ভেদ নাই, সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন বা অনন্ত, এবং তদ্ভিন্ন কোন বস্তু নাই। অধিকন্তু তাঁহার কোন কার্য নাই; সুতরাং তিনি কারণও নহেন। অতএব তিনি কার্যকারণাতীত; তাঁহার কোন পরিণাম হয় নাই; তিনি সতত একই স্বরূপে নির্বিকারভাবে স্থিত আছেন। তাহাতে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উদয় হয়,—যদি তাহাই হয়, তবে ব্রহ্ম বহুবৈচিত্র্যময় জগৎরূপ হইলেন কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তর ঐ ঋকেই আছে, মায়া দ্বারা; ইন্দ্র মায়া দ্বারাই বহুরূপ হইয়াছেন।[১]

ইন্দ্র মায়ী—জগদ্ভবন ব্যতীত ইন্দ্রের মায়া দ্বারা কৃত আরও বহু কর্মের উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। যথা, কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র "মায়াসমূহের দ্বারা" (মায়াভিঃ)

(১) "মায়ী" ('মায়িনং') বৃত্রকে হনন করেন;[২]

(২) "মায়ী" শুষ্ণকে বধ করেন;[৩]

(৩) সমস্ত মায়িগণকে পরাভূত করেন;[৪]

(৪) দস্যুগণকে সম্যক্ পেষণ করেন।[৫]

এবং তাই কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্র "পুরুমায়" (='বহুমায়াবান্')।[৬]

কখন কখন উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্র "মায়া দ্বারা" ('মায়য়া'),

(১) দ্যুলোককে অধঃপতিত হইতে না দিয়া স্তম্ভিত রাখিয়াছেন;[৭]

(২) জলপূর্ণ ও চঞ্চল সিন্ধুকে পৃথিবীর পরিত স্থাপন করিয়াছেন;[৮]

(৩) প্রসিদ্ধ "মায়ী" মৃগকে (=মৃগরূপধারী বৃত্রকে) বধ করেন;[৯]

১। অদ্বৈতবেদান্তাচার্য গৌড়পাদও সেই প্রকার লিখিয়াছেন,

"কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥"

—(মাণ্ডুক্য-কারিকা, ২।১২)

আরও দেখ—ঐ, ৩।২৪

২। ঋক্‌সং, ৫।৩০।৬; ১০।১৪৭।২ ৩। ঋক্‌সং, ১।১১।৭ ৪। ঋক্‌সং, ১।৫১।৫

৫। ঋক্‌সং, ৩।৩৪।৬; অথসং, ২০।১১।৬

৬। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৬।১৮।১২; ৬।২১।২; ৬।২২।১; অথসং, ২০।৩৬।১

৭। ঋক্‌সং, ২।১৭।৫ ৮। ঋক্‌সং, ৪।৩০।১২

৯। ঋক্‌সং, ১।৮০।৭; সামসং, পু, ৪।৩।৮

এবং (৪) তিন লক্ষ দাসকে বধ করেন।[১]
তখন ইন্দ্রকে "মায়ী" বলা হয়।[২]

কায়-ব্যূহ—ইন্দ্রের আর এক মায়া-কৃত কর্ম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন,

> "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি
> মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বঃ পরি স্বাম্।
> ত্রির্যদ্দিবঃ পরি মুহূর্তমাগাৎ
> স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতাবা ॥"[৩]

'মঘবা মায়া করিয়া নিজ শরীরকে বহুরূপ করিতে পারেন ; যে যে রূপ ইচ্ছা সেই সেই রূপ ধারণ করিতে পারেন। তাঁহার যে যে মন্ত্র দ্বারা তিনি নিত্যসোমপায়িগণ কর্তৃক আহূত হন, ঋতবান্ ইন্দ্র একই মুহূর্তে স্বর্গ হইতে ত্রিসবনে আগমন করেন।' সুতরাং ইন্দ্র মায়া দ্বারা একই সময়ে বহু স্থলে বহু যজ্ঞে একরূপে বা বহুরূপে উপস্থিত হইয়া আহুতি গ্রহণ করেন।[৪] যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় উহা কায়ব্যূহধারণ। এই কায়ব্যূহের দৃষ্টান্ত 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'ও আছে।

> "সর্ব হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশ ইতি
> স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা

১। ঋক্‌সং, ৪।৩০।২১ ২। ঋকসং, ৮।৭৬।১

৩। ঋক্‌সং, ৩।৫৩।৮ ; জৈমিউব্রা, ১।৪৪।৬ ('পরি তন্বং' পাঠান্তরে)।

৪। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' (১।৪৪।৭-১০) এই মন্ত্র কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথায় ইহাকে পূর্বোদ্ধৃত ইন্দ্রের মায়া দ্বারা জগৎসৃজন-বিষয়ক ঋক্‌মন্ত্রের অনুগত করা হইয়াছে।

"এই মঘবা প্রত্যেক বস্তুর রূপ ধারণ করেন। তিনি মায়া দ্বারা আপনার ঐ তনুকে (বা রূপকে) পালন করেন। তিনি নিজ মন্ত্র দ্বারা (ঐ সকল প্রজাকে দেখিবার জন্য) এক মুহূর্তে তিন বার স্বর্গ হইতে আসিয়া (পৃথিবীর) চারিদিকে গমন করেন। কেননা, তিনি অনৃতুপা, আর ইনি ঋতাবা।"

সুতরাং তন্মতে বিশ্বামিত্র ঋষিও গর্গ ঋষির ন্যায় জগৎকে মায়া-সৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। আচার্য যাস্কের মতে, ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে

"যদ্‌যদ্রূপং কাময়তে তৎতদ্দেবতা ভবতি"—(নিরুক্ত, ১০।১৭)

অর্থাৎ যে যে দেবতারূপ ধারণ করিতে কামনা করেন, ইন্দ্র সেই সেই দেবতা হন।

সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ।
শতঞ্চ দশ চৈকঞ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ।"[১]

'তত্ত্বদর্শী সমস্তই (আত্মস্বরূপ) দর্শন করেন, এবং সর্ব প্রকার সর্ব বিষয় প্রাপ্ত হন। তিনি (কায়-ব্যূহ সৃষ্টির পূর্বে) একরূপই থাকেন ; (পরন্তু পরে) তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, এবং নয় প্রকার হন। পুনশ্চ তিনি একাদশ, শত, সহস্র, এবং বিংশতিপ্রকারও হন (অর্থাৎ তিনি বহু প্রকার হন ; যখন যত প্রকার হইতে ইচ্ছা করেন, তখন তত প্রকার হন)।'

সত্য-সঙ্কল্প যোগীর বহুভবন-সামর্থ্য বেদান্তাচার্য জৈমিনি এবং বাদরায়ণও উল্লেখ করিয়াছেন ;[২] বাদরায়ণ প্রদীপের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা আরও বিশদ করিয়াছেন।

মহাভারতাদিতেও ঐ সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৩] আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন, "(তাঁহারা) সত্যসঙ্কল্পতার বলে স্বীয় মনের অনুগামী সমনস্ক এবং সেন্দ্রিয় অপর বহু শরীর সৃজন করেন ; এবং ঐ সকল সৃষ্ট শরীরসমূহে আত্মারও উপাধিভেদে বিভিন্ন প্রকারে অধিষ্ঠাতৃত্ব যোজনা করেন। যোগশাস্ত্রে উক্ত যোগিগণের অনেক শরীরযোগপ্রক্রিয়া এই প্রকারই।"[৪]

কায়ব্যূহের, তথা প্রদীপের, দৃষ্টান্তের মুখ্য রহস্য এই যে, বহুভবন সত্ত্বেও যোগীর, তথা প্রদীপের, মূল স্বরূপের কোন হানি হয় না। সুতরাং ঠিক সেই প্রকারেই জগদ্ভবনে ইন্দ্রের বা ব্রহ্মের স্বরূপেরও কোন বিকার হয় না।[৫]

১। ছান্দোগ্যউ, ৭।২৬।২ ২। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১১, ১৫ (যথাক্রমে)

৩। যথা দেখ,

"সর্ববিৎ সর্বভূতেষু বিন্দত্যাত্মানমাত্মনি।
একধা বহুধা চৈব বিকুর্বাণস্ততস্ততঃ॥
ধ্রুবং পশ্যতি রূপাণি দীপাদ্দীপশতং যথা।
স বৈ বিষ্ণুশ্চ মিত্রশ্চ বরুণোঽগ্নিঃ প্রজাপতিঃ॥" ইত্যাদি
—(মহাভা, ১৪।৪২।৬২)

এইখানে প্রদীপের দৃষ্টান্ত বিম্বপ্রতিবিম্ব দৃষ্টিতে,—বিম্বরূপ এক দীপ হইতে শত শত প্রতিবিম্ব দীপের উৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হয়।

৪। ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫ শঙ্কর ভাষ্য।

৫। 'মহাভারতে'ও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই প্রদীপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

ইন্দ্রের বহুরূপ-ভবন বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রও বেদে পাওয়া যায়। যথা

"অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্।
সখা সুশেব এধি নঃ।''[১]

'হে বাস্তোষ্পতি, রোগনাশক তুমি সর্বরূপে প্রবেশ করত আমাদের অতিসুখ (-কর) সখা হও।' বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন,

"উগ্রস্তুরাষাডভিভূত্যোজা
যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ।"[২]

'উগ্র, তুরাষাট্ এবং অভিভূত্যোজা ইনি (ইন্দ্র) যথেচ্ছ রূপ (ধারণ) করেন।' কাণ্ব পর্বত ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র বহু শরীর ধারণ করত বহু দেশে এককালে অনুষ্ঠিত বহু যজ্ঞে উপস্থিত হন।[৩] পরন্তু ঐ সকল স্থলে ইহা স্পষ্টত উক্ত হয় নাই যে, ইন্দ্র মায়া দ্বারাই বহুরূপ হন। প্রথম মন্ত্রের "বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্" ('সর্বরূপে প্রবেশ করত') বাক্যের সমর্থনে ইন্দ্র যে বিশ্বরূপ হইতে পারেন, তাহা দেখাইতে, আচার্য যাস্ক, বিশ্বামিত্র ঋষির "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি" ইত্যাদি মন্ত্র অনুবাদ করিয়াছেন।[৪]

অপর দেবতার মায়া—ইন্দ্র ব্যতীত অপর কোন কোন দেবতাও মায়াবান্ ছিলেন বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। যথা, গাথী ঋষি বলিয়াছেন, অগ্নি সর্বমায়াযুক্ত।

''অগ্নে ভূরীণি তব জাতবেদো
দেব স্বধাবোঽমৃতস্য নাম।
যাশ্চ মায়া মায়িনাং বিশ্বমিন্ব
ত্বে পূর্বীঃ সংদধুঃ পৃষ্ঠবন্ধো॥"[৫]

''হে অগ্নি, হে জাতবেদ, হে দেব, হে স্বধাব, হে বিশ্বমিন্ব, হে পৃষ্ঠবন্ধ, অমৃতস্বরূপ তোমার বহু নাম। মায়ীদিগের যে সকল অনাদি মায়া তৎসমস্তই তোমাতে সম্যক্ স্থাপিত।' 'জাত' বা সৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চকে 'বেদ'

১। ঋক্‌সং, ৭।৫৫।১ এই মন্ত্র যাস্কও অনুবাদ করিয়াছেন। (নিরুক্ত, ১০।১৭)
২। ঋক্‌সং, ৩।৪৮।৪ ৩। ঋক্‌সং, ৮।১২।৯ ৪। নিরুক্ত, ১৩।১৭
৫। ঋক্‌সং, ৩।২০।৩ ; তৈত্তিসং, ৩।১।১১।৬—('নাম' স্থলে 'ধাম' পাঠান্তরে) ; মৈত্রাসং, ২।১৩।১১ ('ভূরীণি' স্থলে 'ধামানি' পাঠান্তরে)

বা জানে বলিয়া অগ্নি 'জাতবেদ'। দেব = দ্যোতনশীল বা জ্যোতির্ম্ময়। 'স্বধা' (= অন্ন) উপলক্ষিত জগদ্‌বীজ যুক্ত বলিয়া অগ্নি 'স্বধাব'। 'বিশ্ব'কে প্রীত করেন ('ইন্বতি') বলিয়া 'বিশ্বমিন্ব'। তাঁহার স্বরূপের পৃচ্ছকের বা জিজ্ঞাসুর বন্ধু বলিয়া 'পৃষ্টবন্ধু'। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদের মতে অগ্নিই সর্বদেবতা ; সমস্ত দেব-নাম অগ্নিরই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম-নাম-সমূহ মাত্র।[১] সুতরাং সর্ব-দেবগণের সর্বমায়া প্রকৃতপক্ষে অগ্নিরই মায়াসমূহ।

ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন, স্বধাব পূষাই সমস্ত মায়াকে পালন করেন।

"বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবঃ"[২]

আচার্য যাস্ক বলেন, ঐ পূষা সূর্যই।[৩] বেদের মতে সূর্য অগ্নি দেবতারই রূপবিশেষ।

বরুণ মায়ী,—মহামায়ী। যথা, নাভাক কাণ্ব ঋষি বলিয়াছেন, বরুণ "উৎসাহী হইয়া (নিজ) মায়া দ্বারা বিশ্বকে পরিত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছেন।"[৪] তাহাতে উহা শূন্যে স্থিত আছে, কোন দিকে পড়িতেছে না। সুতরাং তিনি "ভুবনসমূহের ধর্তা।"[৫] "সমস্ত কাব্যসমূহ (= কবিকর্মসমূহ) যাঁহাতে তেমন ভাবে আশ্রিত আছে, যেমন (রথের) চক্রে (অরসমূহ) নাভিতে (আশ্রিত থাকে)।"[৬]

"স মায়া অর্চিনা পদাস্তৃণান্নাকমারুহৎ"[৭]

'তিনি মায়া ; অর্চিপদ (অর্থাৎ তেজ) দ্বারা সর্বত্র বিস্তৃত আছেন, নাকে আরোহণ করিয়াছেন।' ভৌম অত্রি ঋষি বলিয়াছেন,

---

১। পূর্বে দেখ।

২। "শুক্রং তে অন্যদ্‌যজতং তে অন্যদ্
বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো
ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু॥"
—(ঋক্‌সং, ৬।৫৮।১ ; তৈত্তিআ, ১।২।৪ ; ৪।৫।৭

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' এই মন্ত্রের ঈষৎ পাঠান্তরও পাওয়া যায়। (তৈত্তিআ, ১।১০।১-২

৩। নিরুক্ত, ১২।১৭ ৪। ঋক্‌সং, ৮।৪১।৩ ৫। ঋক্‌সং, ৮।৪১।৫

৬। ঋক্‌সং, ৮।৪১।৬ আরও দেখ,—
"স কবিঃ কাব্যা পুরু রূপং দ্যৌরিব পুষ্যতি" (ঋক্‌সং, ৮।৪১।৫)

৭। ঋক্‌সং, ৮।৪১।৮

"সুপ্রসিদ্ধ আসুর বরুণের এই মহতী মায়া প্রকৃষ্টরূপে বলিব (অর্থাৎ কীর্তন করিব),—তিনি অন্তরিক্ষে (অর্থাৎ আকাশে, কোন আধার ব্যতীত) স্থিত থাকিয়া পৃথিবীকে সূর্য দ্বারা তেমনভাবে বিশেষরূপে মাপেন, যেমন মান-(দণ্ড) দ্বারা (মাপা হয়) !

"কবিতম দেবের এই মহতী মায়া কেহই ধর্ষণ করিতে পারে না, যে প্রবহণশীল (বহু) নদীসমূহ সর্বদিক্ হইতে (জল) সেচন করিয়াও এক সমুদ্রকে জল দ্বারা পূর্ণ করিতে পারে না।"[১]

তাই কেহ কেহ বলিয়াছেন "বরুণ মায়ী।"[২]

অশ্বিনীদ্বয়ও মায়াবান্।

"হে অশ্বিনীদ্বয়, তোমরা মায়াসমূহ দ্বারা বৃক্ষকে একত্রিত ও বিভক্ত কর।"[৩]

"যজ্ঞিয় দেবগণের এই জন্মে (বা প্রাদুর্ভাবে) এই মায়ী নেতাদ্বয় মায়াসমূহের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে নৃত্যপরায়ণ হন।"[৪]

"হে শক্র এবং মায়াবী (অশ্বিনীদ্বয়), তোমরা পরস্পর সঙ্গত হইয়া (অগ্নিকে) নির্মন্থন করিয়াছিলে।"[৫]

"হে একত্রবাসকারী অশ্বিনীদ্বয়, তোমরা মায়ারূপ পরিধারণ করত এই মন্থ পান কর।"[৬]

আদিত্যগণের[৭], মিত্রাবরুণের[৮], এবং পর্জন্যের[৯] মায়ারও উল্লেখ 'ঋগ্বেদে' পাওয়া যায়। 'অথর্ববেদে আছে।

''বৃহতী পরি মাত্রয়া মাতুর্মাত্রাধিনির্মিতা।
মায়া হ জজ্ঞে মায়য়া মায়য়া মাতলী পরি॥''[১০]

বরুণ শ্রেষ্ঠতম মায়ী—বেদের কোন কোন বচন হইতে মনে হয় যে বরুণদেবই সর্বশ্রেষ্ঠ মায়ী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কেননা, অপরাপর দেবতার মায়াকে বরুণের মায়ার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। যথা

১। ঋক্‌সং, ৫।৮৫।৫-৬ ২। ঋক্‌সং, ৭।২৮।৪ ৩। ঋক্‌সং, ৫।৭৮।৬
৪। ঋক্‌সং, ৬।৬৩।৫ ৫। ঋক্‌সং, ১০।২৪।৪ ৬। অথসং, ২।২৯।৬
৭। ঋক্‌সং, ২।১৭।১৬ ৮। ঋক্‌সং, ১।১৫১।৯ ; ৫।৬৩।৪,৬
৯। ঋক্‌সং, ৫।৬৩।৩, ৭ ১০। অথসং, ৮।৯।৫

(১) বৃহস্পতি ঋষির পুত্র শংযু ঋষি মরুদ্গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ইন্দ্রের ন্যায় সুক্রতু, বরুণের ন্যায় মায়ী ("বরুণমিব মায়িনং") অর্য্যমার মত স্তুত্য, এবং বিষ্ণুর মত প্রস্থপ্রধন নহেন।[১]

(২) বৈখানস বম্র ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র "দস্মো দেবেভির্বরুণো ন মায়ী" ("দ্যোতমান স্বতেজসমূহ দ্বারা দর্শনীয় বরুণের ন্যায় মায়ী")।[২]

(৩) সুবেদস্ ঋষি-কৃত ইন্দ্র-স্তুতিতে আছে,

"হে দর্শনীয়, (উপাসকগণের) বিশেষ ভক্ত তুমি, মিত্রের ও বরুণের ন্যায় মায়ী হইয়া, আমাদিগকে অন্নসমূহ প্রদান কর।"[৩]

সুতরাং মিত্রও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক মায়ী।

অত্রি ঋষি বলিয়াছেন, বরুণের মহতী মায়াকে কেহই ধর্ষণ করিতে পারে না।[৪] 'অথর্ববেদে' উক্ত হইয়াছে,

"হে স্বধাবান্ বরুণ, তোমা হইতে কবিতর অপর কেহ নাই। মেধায় তোমা অপেক্ষা ধীরতর অপর কেহ নাই। তুমি এই সমস্ত ভুবনসমূহকে জান। যেই কোন (অর্থাৎ সমস্ত) মায়ী জন নিশ্চয় তোমা হইতে ভীত হয়।"[৫]

সুতরাং বরুণের মায়া সর্বাপেক্ষা অধিক প্রবল।

অসুরদানবাদি মায়ী—দেবগণের প্রতিস্পর্দ্ধী অসুরগণ, তথা দানবগণ, রাক্ষসগণ, প্রভৃতিও মায়ী ছিলেন। যথা, ইন্দ্রের মায়া দ্বারা কৃত কর্ম্ম-সমূহের বর্ণনায় অসুর বৃত্রকে এবং শুষ্ণকে 'মায়ী' বলা হইয়াছে।[৬] বৃত্রের পিতা ত্বষ্টাও মায়ী ছিলেন।[৭] অর্বুদ[৮], মৃগয়, নমুচি[৯], পিপ্রু[১০], প্রভৃতি অসুরগণও মায়ী ছিলেন। 'অথর্ববেদে' উক্ত হইয়াছে যে

"অয়োজালা অসুরা মায়িনোঽ-
য়স্ময়ৈ পাশৈরঙ্কিনো যে চরন্তি।"[১১]

১। ঋক্সং, ৬।৪৮।১৪ ২। ঋক্সং, ১০।৯৯।১০ ৩। ঋক্সং, ১০।১৪৭।৫
৪। ঋক্সং, ৫।৮৫।৬ (পূর্ব্বে দেখ) ৫। অথসং, ৫।১১।৪
৬। পূর্ব্বে দেখ। আরও দেখ—'শুষ্ণ মায়ী' (ঋক্সং, ১।৫৬।৩); 'শুষ্ণের মায়া' ঋক্সং, ৫।৩১।৭ ; ৬।২০।৪); "মায়াবী বৃত্র" (ঋক্সং, ২।১১।৯)
৭। ঋক্সং, ৬।৬১।৩ ৮। ঋক্সং, ৮।৩।১৯
৯। ঋক্সং, ১।৫৩।৭ ; অথসং, ২০।২১।৭ ১০। ঋক্সং, ১০।১৩৮।৩
১১। অথসং, ১৯।৬৬।১

অর্থাৎ অসুরগণ মায়ী, তাহারা অয়োময় পাশসমূহ দ্বারা অঙ্কিত হইয়া বিচরণ করে। (অর্থাৎ তাহারা অয়োময় পাশসমূহ সাধারণত হস্তে ধারণ করে ; সেইহেতু উহারা তাহাদের লক্ষণ)। সুতরাং তাহারা 'অয়োজাল'।

দেবগণের ন্যায় অসুরগণও মায়া দ্বারা অন্যরূপ ধারণ করিতে পারিত। যথা, কথিত হইয়াছে যে বৃত্র মায়া দ্বারা মৃগ-রূপ ধারণ করে, এবং ইন্দ্র মায়া দ্বারা ঐ মায়া-মৃগকে বধ করেন।[১] বৃত্র মায়া দ্বারা আপন শরীরকে বাড়াইতে পারিত।[২]

মায়ার সঙ্গে অসুরগণের বিশেষ সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয়। কেননা, 'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে সমাগত প্রাণিগণ প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের জীবনধারণের উপায় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে প্রার্থনা করে। তাহাতে তিনি দেব, পিতৃ, মনুষ্য প্রভৃতি প্রত্যেক কোটির প্রাণিগণের জীবনধারণের বিশেষ বিশেষ উপায় বিধান করেন[৩]। তিনি

"তেভ্যস্তমশ্চ মায়াং চ প্রদদাবস্ত্যহৈবাসুরমায়েতীব" ইত্যাদি।[৪]

'তাহাদিগকে (অসুরগণকে) তম এবং মায়া প্রদান করিলেন। (সুতরাং) যাহাকে অসুরমায়া বলা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আছে।' উহার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাকে অধ্বর্যুগণ 'অগ্নি ও 'যজু' বলিয়া উপাসনা করেন ; ছন্দোগগণ 'সাম,' বহ্বৃচগণ 'উক্থ,' যাতুবিদ্‌গণ 'যাতু,' সর্পগণ 'বিষ্‌', সর্পবিদ্‌গণ 'সর্প,' দেবগণ 'ঊর্গ্‌', মনুষ্যগণ 'রয়ি,' অসুরগণ 'মায়া,' পিতৃগণ 'স্বধা,' দেবজনবিদ্‌গণ 'দেবজন,' গন্ধর্বগণ 'রূপ,' এবং অপ্সরাগণ 'গন্ধ' বলিয়া উপাসনা করেন। তাঁহাকে যে যেরূপে উপাসনা করে, তাহার নিকটে তিনি তাহাই হন। তিনি তত্তদ্রূপ হইয়াই তাহাদিগকে রক্ষা করেন।[৫]

দানবগণও মায়ী। কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র মায়ী দানবগণের মায়া সর্বপ্রকারে নিপাত করেন।[৬] রাক্ষসগণও মায়াবী।[৭] রাক্ষসী স্ত্রীগণ মায়া দ্বারা অপরকে হিংসা করে।[৮]

১। ঋক্‌সং, ১।৮০।৭ ; সামসং, পূ, ৫।৩।৮ ২। ঋক্‌সং, ৬।২২।৬
৩। শতব্রা (মাধ্য), ২।৪।২।১- ৪। শতব্রা, ২।৪।২।৫
৫। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।২০ ; আরও দেখ—অথর্বসং, ৮।১৩।১-৪
৬। ঋক্‌সং, ২।১১।১০ ৭। ঋক্‌সং, ৮।২৩।১৪
৮। ঋক্‌সং, ৭।১০৪।২৪ ; অথর্বসং, ৮।৪।২৪

কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র মায়াসমূহ দ্বারা উর্ধ্বে প্রসরণকারী, দ্যুলোকে আরোহণকারী দস্যুগণকে অধোমুখে প্রেরণ করেন।[১] দস্যুর মায়ার উল্লেখ বেদে আরও আছে।[২] ঐ দস্যুগণ অসুর ছিল বোধ হয়।

মানুষের মায়া—মানুষের মায়ার কথাও বেদে পাওয়া যায়। যথা, দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন, "ইহার (অগ্নির) কর্ম (অনুষ্ঠান করিতে) হোতা মায়া দ্বারা শোভনরূপোপেতা ধীকে উর্ধ্বে ধারণ করত প্রকৃষ্টরূপে গমন করিতেছে।"[৩]

'শুক্লযজুর্বেদে' বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা উদ্গাতাকে বলেন,

"ন মায়য়া ভবস্যুত্তরো মৎ"[৪]

'তুমি মায়া দ্বারা (অর্থাৎ মায়াতে) আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে না।'

প্রজাপতি ঋষি (কিংবা তাঁহার পুত্র বাক্ ঋষি) লিখিয়াছেন, যজমানগণ যজ্ঞদ্বারা অসুরদিগের নব নব বল আচ্ছাদন করত মায়ী হইয়া ইন্দ্রের রূপ নির্মাণ করেন "নি মায়িনঃ মমিরে রূপমস্মিন্।"[৫]

"সমস্ত মায়িগণ অভয়বাণীপ্রদ এবং স্থিরতর (ইন্দ্রের) বিবিধ কর্মসমূহ দর্শন করেন।"[৬]

সৃষ্টির পূর্বে অর্ণবে সলিল অবস্থিত পৃথিবীকে মনীষিগণ মায়াসমূহ দ্বারা জানিয়াছিলেন।[৭] 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, দৌষ্মন্তি ভরত রাজা যমুনা নদীর তীরে ১০৩টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করত "মায়াবত্তর হইয়া (অপর সমস্ত) রাজার মায়াকে অতিক্রম করেন।"[৮]

মায়ী বা মায়াবী মনুষ্যের উল্লেখ বেদে আরও পাওয়া যায়।[৯] কথিত হইয়াছে যে, বিশ্ববারাদি ঋষিত্রয় "মায়ী" ছিলেন;[১০] দেবশিল্পী ত্বষ্টা মায়া জানিতেন;[১১] রাজর্ষি কুৎসের শত্রু "দস্যু মায়াবান্ ও অব্রহ্মা (=ব্রহ্মারহিত অর্থাৎ বেদোক্তকর্মানুষ্ঠানবিরহিত)" ছিল এবং ইন্দ্র নৃমনা হইয়া তাহাকে

১। ঋক্‌সং, ৮।১৪।১৪ ; অথসং, ২০,২৯।৪

২। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।১১৭।৩; ১০।৭৩।৫

৩। ঋক্‌সং, ১।১৪৪।১

৪। বাজসং, (মাধ্য), ২৩।৫২ ; কাণ্বসং, ২৫।৯।৮

৫। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৭

৬। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৯

৭। অথসং, ১২।১।৮

৮। ঐতব্রা, ৮।২৩ ; আরও দেখ—শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৫।৪।১১-

৯। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৩৯।২

১০। ঋক্‌সং, ৫।৪৪।১১

১১। ঋক্‌সং, ১০।৫৩।৯

বধ করেন[১], প্রজাগণের (কল্যাণের) নিমিত্ত ইন্দ্র দস্যুর নিকটে গমন করেন এবং তাহার মায়াকে বিনাশ করেন।[২] দাস বৃষশিপ্রও মায়াবান্ ছিল; ইন্দ্র ও বিষ্ণু যুদ্ধে তাহা বিনষ্ট করেন।[৩]

মনুষ্য অসুরের মায়াও জানে। যথা, 'অথর্ববেদে'র এক মন্ত্রে আছে,

"যথাসিতঃ প্রথয়তে বশাঁ অনু
বপূংষি কৃণ্বন্নসুরস্য মায়য়া।"[৪]

'যেমন অসিত (পুরুষ) অসুরের মায়া দ্বারা বপুঃসমূহ করত (নিজের) বশবর্তী জনগণের প্রতি (নিজেকে) প্রথিত করে।' সুতরাং দেবতা এবং অসুরের ন্যায় মনুষ্যও মায়া দ্বারা নানাবিধ রূপসমূহ ধারণ করিতে পারিত।

অচেতন বস্তুর মায়া—অচেতন বস্তুরও মায়ার উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। বেদের বহুত্র কথিত হইয়াছে যে, সূর্য এবং চন্দ্র মায়া দ্বারা আকাশে পূর্বাপর বিচরণ করে ("পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ")।[৫] সূর্য স্বধা দ্বারা পূর্ব হইতে পশ্চিমে গমন করত মায়া দ্বারা নানারূপ দিন ও রাত্রি করে।[৬] "স্বর্ভানুর মায়া" আছে।[৭] উহা 'অবো দিবো বর্তমানা" ('দীপ্তিমান্ সূর্যের নীচে বর্তমান')।[৮] দ্যাবাপৃথিবী মায়ী। দীর্ঘতমা ঋষি বলেন, "মায়ী উহারা সুষ্ঠু ও প্রকৃষ্ট রূপে চেতনা করিতে সমর্থ রশ্মিসমূহ

১। ঋক্সং, ৪।১৬।৹   ২। ঋক্সং, ১০।৭৩।৫   ৩। ঋক্সং, ১।৯৯।৪   'ঋগ্বেদে'র এক স্থলে কথিত হইয়াছে যে দাস "অমানুষ।" প্রকৃত পক্ষে দাস "অকর্মা" (অর্থাৎ বৈদিক-কর্মবিরহিত) এবং (যজ্ঞাদিবৈদিককর্মকারীর "অমন্তা (বা অবমন্তা)" (অর্থাৎ উপেক্ষা-কারী বা অপমানকারী) ছিল। তাহারা "অন্যব্রত" ছিল: সেই কারণেই বৈদিকগণ উহাদিগকে 'অমানুষ' মনে করিতেন এবং উহাদিগকে বধ করিতে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ঋক্সং, ১০।১২।৮)   ৪। অথসং, ৬।৭২।১

৫। ঋক্সং, ১০।৮৫।১৮; অথসং, ৭।৮৬।১; ১৩।২।১১; ১৪।১।২৩; মৈত্রাসং, ৪।১২।২; তৈত্তিব্রা, ২।৭।১২।২; ২।৮।৯।৩

৬। অথসং, ১৩।২।৩   ৭। ঋক্সং, ৫।৪০।৬, ৮   ৮। ঋক্সং, ৫।৪০।৬

ইহা বলা উচিত যে বেদে স্বর্ভানুকে "আসুর" বলা হইয়াছে, যে তম দ্বারা সূর্যকে বিদ্ধ করে (অর্থাৎ আবৃত করে)।

"যৎ ত্বা সূর্য স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ" (ঋক্সং, ৫।৪০।৫)

"যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ" (ঋক্সং, ৫।৪০।৯)

আরও দেখ—শতব্রা (মাধ্য), ৫।৩।২।২; শাঙ্খাব্রা, ২৪।৩, ৪; তাণ্ডাব্রা, ৪।৫।২; ৬।৬।৮ সুতরাং স্বর্ভানুর মায়াকে 'আসুর মায়া' বলা যায়।

নির্মাণ করে।"[১] ত্রিত আপ্ত্য ঋষি বলিয়াছেন, দ্যাবাপৃথিবী "ঋতাবিনী" (বা ঋতবতী), অতএব "মায়িনী"।[২] আঙ্গিরস হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিয়াছেন যে, মেঘস্থ জল আকাশ হইতে ভূমিতে পড়িতে না পারায় "ন মায়াভির্ধনদাং পর্যভূবন্" ('মায়াসমূহ দ্বারা ধনপ্রদাকে (=পৃথিবীকে) সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিল না')।[৩]

সোম মায়াবান্। কথিত হইয়াছে যে, সোম "মায়া দ্বারা বরুণের জিহ্বার অগ্রে (অর্থাৎ জলে) আস্থিত;"[৪] উহার "যে (রশ্মিসমূহ) দ্যাবা-পৃথিবীতে অধিক প্রাদুর্ভূত হয়, উহারা ঋক্ দ্বারা দীপ্যমান হইয়া অব্রতী-দিগকে (=বৈদিককর্মানুষ্ঠানবিরহিত লোকগণকে) সম্যক্ দহন করে; উহারা মায়া দ্বারা ইন্দ্রকে দ্বেষকারী কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসকে ভূলোক ও দ্যুলোক হইতে অপহৃত করে।"[৫]

"মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া
নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমাদধুঃ॥"[৬]

'ইহার (সোমের) মায়া দ্বারা মায়াবিগণ (স্ব স্ব মায়া) নির্মাণ করেন; নৃচক্ষু এবং পালক (দেবগণ) গর্ভ ধারণ করেন।'

"যজ্ঞের মায়া"—'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' "যজ্ঞের মায়ার" কথা আছে।

"হে মৃত্যু, মনুষ্যকে হনন করিতে তোমার যে সহস্র—অযুত পাশসমূহ আছে, সেই সমস্তকে যজ্ঞের মায়া দ্বারা বিনাশ করিতেছি।"[৭]

ইতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে দৌষ্যন্তি ভরত রাজা ১৩৩টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া মায়াবত্তর হইয়া অপর রাজার মায়াকে অতিক্রম করেন। যজ্ঞের মায়া লাভ করতই তিনি মায়াবত্তর হইয়া থাকিবেন।

দেবী ও অদেবী মায়া—অসুররাক্ষসাদি যাহারা যাহারা দেবগণের প্রতিস্পর্ধী তাহাদিগকে বেদে সাধারণত "অদেব" বলা হয়।[৮] সেই কারণে তাহাদের মায়া "অদেবী মায়া" বা "অদেব্য মায়া" নামে কথিত হইয়া

১। ঋক্‌সং, ১।১৫৯।৪ ২। ঋক্‌সং, ১০।৫।৩ ৩। ঋক্‌সং, ১।৩২।১০
৪। ঋক্‌সং, ৯।৭৩।৯ ৫। ঋক্‌সং, ৯।৭৩.৫ ৬। ঋক্‌সং, ৯।৮৩।৩
৭। তৈত্তিব্রা, ৩।১০।৮।২
৮। দেখ "অদেবো যদভ্যৌহিষ্ট দেবান্" (ঋক্‌সং, ৬।১৭।৮
আরও দেখ—ঋক্‌সং, ৩।৩১।১৯; ৬।২২।১১; ঐতব্রা, ২।৫, ২৮; ৬।৩৬

থাকে। বৃত্রের মায়া "অদেবস্য শুশুবানস্য মায়া" ('স্বীয় বল দ্বারা বর্ধমান অদেবের মায়া')।[১] সুতরাং দেবগণের মায়া 'দেবী মায়া' বা 'দৈবী মায়া'।

কথিত হইয়াছে যে, অদেবী মায়া "দুরেবা" (অর্থাৎ অতি কষ্টে গমন করে, "দুরত্যয়া")। তবে দেবতাগণের নিকট উহা সাধারণত পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা, কুমার আত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন,

"অগ্নি বৃহৎ জ্যোতি দ্বারা বিশেষরূপে ভাত হয়; এবং (ঐ) মহিমা দ্বারা সর্ব পদার্থকে আবিষ্কার করে; দুরেবা অদেবী মায়াকে প্রকৃষ্টরূপে অভিভূত করে; তথা রাক্ষসদিগকে বিনাশার্থ (নিজ) শৃঙ্গসমূহকে (অর্থাৎ শৃঙ্গবৎ হিংসক জ্বালাসমূহকে) তীক্ষ্ণ করে।"[২]
মহর্ষি বসিষ্ঠ অগ্নির নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, যে সকল মনুষ্য তৎকৃত প্রশস্ত অগ্নি-স্তুতি পাঠ করিবে তাহারা যেন যুদ্ধে শূর হয় এবং "বিশ্বা অদেবীরভি সন্তু মায়াঃ" ('সমস্ত অদেবী মায়া অভিভব করিতে সমর্থ হয়')।[৩]

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্র মায়া দ্বারা বৃত্র, শুষ্ণ প্রভৃতি "মায়ী" অসুরগণকে বধ করেন; সমস্ত "মায়িগণকে" পরাভূত করেন।"[৪] ইন্দ্রের বীর্য-কর্মসমূহ কীর্তন করিতে গিয়া হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিয়াছেন,

"যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনা—
মান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।"[৫]

'হে ইন্দ্র, যখন তুমি অহিদিগের প্রথমজকে হনন করিয়াছিলে, অনন্তর মায়ীদিগের মায়াকেও প্রকৃষ্টরূপে বিনাশ করিয়াছিলে।' মহর্ষি বসিষ্ঠ বলিয়াছেন, "যখন অদেবী মায়াকে অভিভূত করেন, তখনই সোম কেবল ইহারই (ইন্দ্রেরই) হয়।"[৬]

১। ঋক্‌সং ১০।১১১।৬
২। ঋক্‌সং, ৫।২।৯ ; তৈত্তিসং, ১।২।১৪।৭ ; অথসং, ৮।৩।২৪ ; কাঠকসং, ২।১৫
৩। ঋক্‌সং, ৭।১।১০
৪। আরও দেখ—ইন্দ্র দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করত সমস্ত মায়াকে বিশেষরূপে বাধা দেন। (অথসং, ২০।৩৬।৯)
৫। ঋক্‌সং, ১।৩২।৪ ; তৈত্তিব্রা, ২।৫।৪।৩
৬। ঋক্‌সং, ৭।৯৮।৫ ; অথসং, ২০।৮৭।৫ ; গোপব্রা, ২।৩.২৩

এইরূপে দেখা যায়, অদেবী মায়া দুরত্যয়া হইলেও দেবতাগণ, তথা তাঁহাদের ভক্তগণ কর্তৃক বিনাশিত হইয়া থাকে। তবে তাঁহাদিগকে উহাতে কখন কখন অতি বেগ পাইতে হইত মনে হয়। 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, ইন্দ্র "অদেব্য মায়া" দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছিলেন। উহা পরিহারার্থ তিনি প্রজাপতির শরণাগত হন এবং তাঁহাকে সেবা (দ্বারা সন্তুষ্ট) করত 'বিঘন' নামক ক্রতু লাভ করেন। উহার দ্বারা ইন্দ্র সমস্ত শত্রুকে বিশেষ-রূপে হনন করেন।[১] উহার অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে, দীর্ঘজিহ্বী নামে একজন রাক্ষসী ছিল, যে "যজ্ঞহা (ছিল),—যজ্ঞীয় বস্তুসমূহকে অবলেহন করত বিচরণ করিত। ইন্দ্র কোন মায়া দ্বারা উহাকে হনন করিতে সমর্থ হইলেন না" ইত্যাদি।[২]

আসুরী মায়া—দেবগণের প্রতিস্পর্ধী বৃত্র, শুষ্ণ, প্রভৃতিকে বেদে 'অসুর' বলা হয়।" কথিত হইয়াছে দেবতা এবং অসুর উভয়েই প্রজাপতির অপত্য, পরন্তু উভয়ে পরস্পরের বিরোধী।[৩] তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় যুদ্ধবিগ্রহাদি হইত। অসুরদিগের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করত ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য "অসুরঘ্ন" বা "অসুরহা" বলিয়া প্রখ্যাত হন।[৪] দেবতা ও অসুরের ঐ বিরোধ বুঝাইতে বেদে দিন ও রাত্রির, বা আলো ও অন্ধকারের উপমা দেওয়া হইয়াছে।[৫] যাহা হউক, ঐ কারণে 'অদেবী মায়া'কে, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, কোন কোন অদেবী মায়াকে 'আসুরী মায়া'ও বলা যায়। 'আসুরী মায়া'র উল্লেখ বেদে অনেক পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে, দেবগণ কখন কখন "অসুরমায়া" দ্বারা মোহিত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতেন।[৬] পরন্তু 'আসুরী মায়া' মাত্র অদেবী মায়া নহে।

১। তাণ্ড্যব্রা, ১৯।১৯।১ ২। তাণ্ড্যব্রা, ১৩।৬।৯

দেবী মায়ার এই প্রশংসা আছে যে

"যাবন্তঃ পাংসবো ভূমেঃ সঙ্খ্যাতা দেবমায়য়া" (তৈত্তিব্রা, ৩।১২।৮।১-)

৩। যথা দেখ "অসুরা অদেবাঃ"—ঋকৃসং, ৮।৯৬।৯

৪। ঋকৃসং, ৬।২২।৪ (ইন্দ্র); ৭।১৩।১ (অগ্নি), ১০।১৭০।২ (সূর্য)

৫। যথা, 'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য, ২।৪।২।৫) উক্ত হইয়াছে যে, দিন দেবতাদিগের, আর অন্ধকার অসুরদিগের। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় (১।৫।৯।২) আছে, রাত্রি অসুরদিগের।

৬। অথসং, ৩।৯।৪

কেননা, বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও কখন কখন 'অসুর' বলা হইয়াছে।[১] দেবতাদিগের "অসুরত্বে"র উল্লেখ বেদে অনেক পাওয়া যায়।[২] পিতৃগণকে এবং ঋষিগণকেও কখন কখন 'অসুর' বলা হইয়াছে।[৩] সুতরাং দেবতার মায়াকেও ঐ প্রকারে 'আসুরী মায়া' বলা যায়। ঐ প্রকারের প্রয়োগও বেদে বস্তুত পাওয়া যায়। যথা, অর্চনানা আত্রেয় ঋষি "দ্যুলোকের পতি" মিত্র ও বরুণের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহারা যেন "অসুরের মায়া" দ্বারা দ্যুলোকে বর্ষণ করেন।[৪]

"হে বিপশ্চিৎ মিত্র ও বরুণ, ধর্ম ও ব্রত দ্বারা বিশ্বভুবনকে রক্ষা কর; অসুরের মায়া ঋত দ্বারা উহাকে বিশেষভাবে রাজমান কর; এবং (জগতের উপকারার্থ) চিত্র্য রথ সূর্যকে দ্যুলোকে ধারণ কর।"[৫]

পতঙ্গ ঋষি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম "অসুরের মায়া দ্বারা" মুখ্য প্রাণ, আদিত্য, বা জীব রূপ পতঙ্গ হইয়াছেন।[৬] কথিত হইয়াছে ইন্দ্র "অসুর মায়া" দ্বারা তত্ত্ব দর্শন করেন।[৭]

সুতরাং 'আসুরী মায়া' দেবী মায়াও হইতে পারে, অদেবী মায়াও হইতে পারে। অদেবী মায়া দৃষ্টিতে ঋষি বলিয়াছেন, ঋষিগণ তথা দেবগণ, "যুক্ত্বা যেনাসুরাণামযুবন্ত মায়াঃ" (অর্থাৎ অগ্নির সহায়ে অসুরগণের মায়া পরিহার করেন)।[৮] আবার অন্য দৃষ্টিতে তিনি অসুরের মায়াকে বিনাশ না করিতে অগ্নির নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন।

"মহীং সাহস্রীমসুরস্য মায়া-
মগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্।"[৯]

১। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৫৪।৩ (ইন্দ্র); ১।১৭৪।১ (ইন্দ্র), [illegible] ; ২।২৭।১০ (দেবগণ); ইত্যাদি।

২। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৩।৫৫ সূক্ত; ১০।৫৫।৪ ইত্যাদি।

৩। যথা দেখ—অথর্বসং, ১০।১০।২৬   ৪। ঋক্‌সং, ৫।৬৩।৩   ৫। ঋক্‌সং, ৫।৬৩।৭

৬। ঋক্‌সং, ১০।১৭৭।১ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা পরে প্রদত্ত হইবে।

৭। "সর্বং বা ইন্দ্রঃ [illegible] তাং স [illegible] মায়য়া স [illegible] অপশ্যৎ" ইত্যাদি। (শাখ্যায়ন, ২৩।৪

"ইমে বৈ তে অসুরমায়ে [illegible]" (তৈত্তিরীয়সং, [illegible])

৮। অথর্বসং, ৪।২৩।৫ অগ্নি যে "দেবী ও অদেবী মায়াকে প্রকৃষ্টরূপে [illegible] করে," তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

৯। বাজসং (মাধ্য), ১৩।৪৪; কাণ্বসং, ১৪।৩।৭; কাঠকসং, [illegible] (শেষাংশের "তামগ্নে হেড় পরি তে বৃণক্তু" পাঠান্তর)।

'হে অগ্নি, অসুরের সাহস্রী (=সহস্রোপকারক্ষমা, বা সর্বতোমুখী) মহতী মায়াকে এই লোকসমূহে[1] হিংসা করিও না।'

ইহা বলা উচিত হইবে বোধ হয় যে, 'অসুর' শব্দের এক অর্থ 'মায়াবান্' বা 'মায়ী'। 'ঋগ্বেদে' বার বার উক্ত হইয়াছে যে

"মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্"[2]

'দেবতাদিগের মহৎ অসুরত্ব একই।' আচার্য যাস্ক বলেন, ঐ 'অসুরত্ব' অর্থ "প্রজ্ঞাবত্ত্ব" বা "অনবত্ত্ব (=প্রাণবত্ত্ব)।"[3] 'অসুর' শব্দের এক নিরুক্তি, তাঁহার মতে, 'অসুবান্।'[4] 'নিঘণ্টু'র মতে, 'অসু' ও 'মায়া' প্রজ্ঞারই নামান্তর। সুতরাং

অসুর = অসুবান্ = প্রজ্ঞাবান্ = মায়াবান্

অহিমায়—দেবগণকে এবং অসুরগণকে উভয়কেই 'ঋগ্বেদে' কখন কখন "অহিমায়" বলা হইয়াছে। যথা, ঋজিশ্বা ভরদ্বাজ ঋষি বিশ্বেদেবগণের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন

"মহান্ অহিমায় যে সকল দেব পৃথিবীতে, দ্যুলোকে এবং অন্তরিক্ষে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমাদিগকে এবং আমাদের পুত্রাদিকে সমস্ত আয়ু দিনসমূহে এবং রাত্রিসমূহে (অর্থাৎ সর্বদা নৈরন্তর্যে) প্রদান করুন।"[5]

গয়প্লাত ঋষি বলিয়াছেন, দেবগণ "জ্যোতীরথ, অহিমায় ও নিষ্পাপ; (তাঁহারা লোকের) স্বস্তির জন্য দ্যুলোকে সমুচ্ছ্রিত দেশে বাস করেন।"[6] অসুর সিপ্রুকেও "অহিমায়" বলা হইয়াছে।[7] মহর্ষি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি বলিয়াছেন,

"মৃগাণাং ন হেতয়ো যন্তি চেমা
বৃহস্পতেরহিমায়ান্ অভি দ্যূন্॥"[8]

'বৃহস্পতির এই আয়ুধসমূহ অহিমায়গণের অভিমুখে সর্বদিন (অর্থাৎ নিরন্তর)

১। মূলের 'পরম ব্যোম' শব্দের অর্থ 'শতপথব্রাহ্মণে'র (মাধ্য), ৭।৫।২।২০) মতে, "এই লোকসমূহ।"
২। পূর্বে দেখ। ৩। নিরুক্ত, ১০।৩৪ ৪। ঐ, ৩।৮ ৫। ঋক্সং, ৬।৫২।১৫
৬। ঋক্সং, ১০।৬৩।৪ ৭। "পিপ্রোরহিমায়স্য"—(ঋক্সং, ৬।২০।৭)
৮। ঋক্সং, ১।১৯০।৪

গমন করে, যেমন মৃগগণের (অভিমুখে নিক্ষিপ্ত আয়ুধসমূহ নিরন্তর গমন করে)।

উহাদের মায়া ‘অহি’ বলিয়া, অর্থাৎ সহজে হীন বা ক্ষীণ হয় না তথা করা যায় না, বলিয়া, উহারা ‘অহিমায়’ বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং দেব ও অসুর উভয়েরই মায়া অতীব প্রবল, তাই অত্যন্ত দুরতিক্রমণীয়।

সু ও কু মায়া—‘ঋগ্বেদে’ মরুদ্‌গণকে কখন কখন “সুমায়া” বলা হইয়াছে।[১] সুতরাং উহাদের মায়া সু ছিল। তাহাতে অনুমান হয় যে, কাহারও কাহারও মায়া কু ছিল ; কাহাকেও কাহাকেও ‘কুমায়’ মনে করা হইত, যদিও ঐ সংজ্ঞার উল্লেখ আমরা বেদে পাই নাই।

পাত্রভেদেই, কিংবা প্রয়োগভেদেই, মায়া সু কিংবা কু হয়। দেবগণের, তথা দেবপ্রকৃতির মনুষ্যগণের, মায়া অবশ্যই সুমায়া ; আর অদেবগণের, তথা অদেবপ্রকৃতির মনুষ্যগণের, মায়া অবশ্যই কুমায়া। অপর কথায়, বিশ্বজনের হিতকারী মায়া সুমায়া, আর অহিতকারী মায়া কুমায়া। প্রজাপতি (বৈশ্বামিত্র, কিংবা বাচ্য) ঋষি বলিয়াছেন,

“ন তা মিনন্তি মায়িনো ন ধীরা
ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবাণি।”[২]

অর্থাৎ দেবগণের লোকহিতার্থক কর্ম্মসমূহ সৃষ্টির প্রথম হইতেই সুনির্দিষ্ট আছে। সেই কারণে উহারা ধ্রুব। উহাদের ব্যতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহে,—ধীর ব্যক্তিগণও নহে, মায়িগণও নহে। ধীর ব্যক্তিগণের প্রতিপক্ষরূপে উল্লিখিত হওয়াতে বুঝা যায় যে ঐ মায়ীদিগকে, তাহাদিগের মায়াকে, নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং উহা অবশ্যই কুমায়া।

কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি বরুণাদি দেবগণকে বলেন, তিনি যখন উঁহাদের নিকট হইতে তিরোহিত হন, তখন উঁহারা প্রচ্যুত হন, উঁহাদের রাষ্ট্র অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয় ; আবার তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন ঐ অপহৃত রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার করেন এবং রক্ষা করেন।

১। ঋক্‌সং, ১।৮৮।১ , ১।১৬৭।২ ২। ঋক্‌সং, ৩।৫৬।১

নির্মায়া উ ত্যে অসুরা অভূবন্
ত্বং চ মা বরুণ কাময়াসে।
ঋতেন রাজন্ননৃতং বিবিংচন্
মম রাষ্ট্রস্যাধিপত্যমেহি ॥"[1]

'(আমার আগমনে) সেই অসুরগণ মায়াহীন হইল। হে রাজা বরুণ, তুমি যদি আমাকে কামনা কর, তবে ঋতের দ্বারা অনৃতকে পৃথক্ করিয়া আমার রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রাপ্ত হও।' এই বচন হইতে জানা যায় যে অসুরের মায়া অনৃত, তাহা ঋত দ্বারা বিনষ্ট হয়।

মায়া, মায়াবান্ ও মায়াকর্ম—মায়া সম্বন্ধে যাহা যাহা এই পর্যন্ত বেদ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমস্ত বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কখন কখন মায়াবান্‌কেও মায়া বলা হইয়াছে ; আবার কখন কখন মায়াবান্ কর্তৃক মায়া দ্বারা কৃত কর্মকেও মায়া বলা হইয়াছে। যথা, নাভাক কাণ্ব ঋষি বলেন যে, বরুণ "উৎসাহী হইয়া (নিজ) মায়া দ্বারা বিশ্বকে পরিত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছেন।" অনন্তর বরুণ কর্তৃক (মায়া দ্বারা) কৃত অপর কতিপয় কর্ম বর্ণনা করিবার পর তিনি বলেন "স মায়া" (অর্থাৎ বরুণ মায়া)[2] মায়া ও মায়াবানের অভেদ দৃষ্টিতেই তিনি মায়াবান্‌কে মায়া বলিয়াছেন। 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় বা বীর্য ইন্দ্রই।[3] ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় বা বীর্য তাঁহার মায়াই। সুতরাং তাহাতেও মায়া এবং মায়াবানের অভেদ খ্যাপিত হইয়াছে।

ভৌম অত্রি ঋষি বলিয়াছেন যে বরুণের "মহতী মায়া" এই যে, তিনি কোন আধার ব্যতীত আকাশে স্থিত থাকিয়া পৃথিবীকে সূর্য দ্বারা মাপেন ; সমস্ত নদীসমূহ সর্ব দিক্ হইতে নিরন্তর জল সেচন করিয়াও এক সমুদ্রকে পূর্ণ করিতে পারে না।[4] ঐ সকল প্রকৃতপক্ষে বরুণের মায়া দ্বারা কৃত কর্মই। সুতরাং মায়া দ্বারা কৃত কর্মকেই তিনি মায়া বলিয়াছেন। অপর কোন কোন ঋষিও সেই প্রকার বলিয়াছেন, দেখা যায়। যথা, বিশ্বামিত্র ঋষি উষাকে "মিত্রের ও বরুণের মায়া" বলিয়াছেন।[5] উষা প্রকৃতপক্ষে মিত্রাবরুণের মায়া-কৃত রূপবিশেষই। অর্চনানা আত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন,

---

১। ঋক্‌সং, ১০।১২৪।৫ ২। পূর্বে দেখ।
৩। পূর্বে দেখ। ৪। পূর্বে দেখ। ৫। ঋক্‌সং, ৩।৬২।৭

"হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের মায়া দ্যুলোকে আশ্রিতা। সূর্য জ্যোতি চিত্র আয়ুধরূপে বিচরণ করে। অভ্র ও বৃষ্টি দ্বারা উহাকে দ্যুলোকে গোপন কর। হে পর্জন্য, তোমরা মধুমান্ জলসমূহ প্রেরণ কর।"[১]
এইখানেও মায়া-কৃত কর্মকেই মায়া বলা হইয়াছে। বিশ্রবার পুত্র কুবেরকে স্তুতি করিতে গিয়া জনৈক ঋষি বলিয়াছেন,

ত্বাষ্ট্রীং মায়াং বৈশ্রবণঃ রথং সহস্রবন্ধুরম্।
পুরুশ্চক্রং সহস্রাশ্বং আস্থায়ায়াহি নো বলিম্॥"[২]

'হে কুবের! তুমি ত্বাষ্ট্রী মায়াতে, সহস্রবন্ধুর, পুরুশ্চক্র এবং সহস্রাশ্ব রথে, আস্থিত হইয়া আমাদের পূজার প্রতি আগমন কর।' এইখানে দেবশিল্পী ত্বষ্ট্রা কর্তৃক মায়া দ্বারা নির্মিত অত্যাশ্চর্য রথকেই 'ত্বাষ্ট্রী মায়া' বলা হইয়াছে।

জগৎ মায়া—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জগৎ মায়া দ্বারা সৃষ্ট, ইন্দ্র মায়া দ্বারাই জগৎরূপ হইয়াছেন। সুতরাং জগৎ মায়ার কর্ম। যেহেতু মায়ার কর্মকেও মায়া বলা যায়, সেইহেতু জগৎকেও মায়া বলা যায়। বস্তুত দেখা যায়, কোন কোন শ্রুতিতে পৃথিবীকে কখন কখন অতি স্পষ্ট বাক্যে "আসুরী মায়া" বলা হইয়াছে। যথা,

"দৃংহস্ব দেবি পৃথিবি স্বস্তয়ে আসুরী মায়া স্বধয়া কৃতাসি।"[৩]

'হে পৃথিবী দেবী, তুমি আসুরী মায়া। স্বধার নিমিত্ত নির্মিত হইয়াছ। তুমি (আমাদিগের) স্বস্তির জন্য দৃঢ় হও।' 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে, এই মন্ত্রের 'অসুর' শব্দের অর্থ 'প্রাণবান্'; এই পৃথিবী প্রাণেরই মায়া।[৪] প্রাণ যে ব্রহ্মের নামান্তর তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের মায়া। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জগৎ ইন্দ্রের মায়া। ইন্দ্রকে শ্রুতিতে

১। "মায়া বাং মিত্রাবরুণা দিবি শ্রিতা
সূর্যো জ্যোতিশ্চরতি চিত্রমায়ুধম্।
তমভ্রেণ বৃষ্ট্যা গূহথো দিবি
পর্জন্য দ্রপ্সা মধুমন্ত ঈরতে॥"
—(ঋক্‌সং, ৫।৬৩।৪)

২। তৈত্তিআ, ১।৩১।১

৩। বাজসং (মাধ্য), ১১.৬৯; কাণ্বসং, ১২।৭।৪; তৈত্তিসং, ৪।১।৯।২, মৈত্রাসং, ২।৭।৭; কাঠকসং, ১৬।৭

৪। শতব্রা (মাধ্য), ৬।৬।২।৬

'অসুর'ও বলা হইয়া থাকে। সেই দৃষ্টিতেও জগৎকে 'আসুরী মায়া' বলা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। 'মৈত্রায়ণী সংহিতা'য় ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে,

"অসুর-মায়া বা এষাসীৎ, তাং দেবা এতেন যজুষাবৃঞ্জতাহসুরী মায়া স্বধয়া কৃতাসীতি, তন্মায়ামেবৈতেন যজমানো ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি।[১]

'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'ও মায়ী ঈশ্বর কর্তৃক মায়া দ্বারা সৃষ্ট জগৎকে মায়া বলা হইয়াছে।[২]

ইহা বলা যাইতে পারে যে, পরবর্তী অদ্বৈতবেদান্তাচার্যগণও শ্রুতির এই সিদ্ধান্ত যথাযথ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা, আচার্য গৌড়পাদ লিখিয়াছেন,

"মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতম্"[৩]

'এই দ্বৈত (জগৎপ্রপঞ্চ) মায়ামাত্র।'

"মায়ৈষা তস্য দেবস্য"[৪]

'সেই দেবের (স্বয়ংজ্যোতি ব্রহ্মের) মায়া।'[৫]

মায়ার স্বরূপ

বেদের মতে, মায়া কি? উহার স্বরূপ কি?—এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব। ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মায়াবান্‌কে, মায়ার কর্ম-বিশেষকে, কিংবা মায়া দ্বারা নির্মিত বস্তুবিশেষকেও বেদে কখন কখন মায়া বলা হইয়াছে। সুতরাং বেদোক্ত মায়া যে কখন কখন ব্যক্তিবিশেষকে কিংবা কর্মবিশেষকে বুঝায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু উহা, বা ঐ সকল, নিশ্চয়ই 'মায়া' শব্দের ঔপচারিক গৌণ অর্থ, মুখ্য অর্থ নহে। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়,—মায়া শব্দের মুখ্য অর্থ;—মুখ্যত মায়ার স্বরূপ কি? অথবা, আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, যে মায়া দ্বারা ইন্দ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বা জগৎরূপ হইয়াছেন, উহার স্বরূপ কি?

যাস্কের মত—'নিঘণ্টু'র মতে, 'মায়া' প্রজ্ঞারই নামান্তর-বিশেষ।[৬] 'নিরুক্ত-

১। মৈত্রাসং, ৩।১।৯ ২। শ্বেতউ, ১।১০ ও ৪।৯-১০ দেখ

৩। মাণ্ডুক্য-কারিকা, ১।১৭ ৪। ঐ, ২।১৯ ৫। আরও দেখ—ঐ, ১।৭, ২।৩১

৬। 'নিঘণ্টুতে (৩।৯) প্রজ্ঞার এগার নাম আছে। (পর পৃষ্ঠা দেখ)

কার আচার্য যাস্ক তাহা মানিয়া লইয়াছেন।[1] তাই কোন কোন বেদ-মন্ত্রে উক্ত মায়াকে তিনি প্রজ্ঞা বলিয়াছেন। যথা,

(১) ভৌম অত্রি ঋষি প্রোক্ত কবিতম বরুণদেবের মহতী মায়াকে[2] যাস্ক 'প্রজ্ঞা' বলিয়াছেন।[3]

(২) ভরদ্বাজ ঋষি প্রোক্ত পূবার মায়াসমূহকে[4] যাস্ক "প্রজ্ঞানসমূহ" বলিয়াছেন।[5]

(৩) মূর্ধন্বান্ ঋষি বৈশ্বানর অগ্নি সম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন যে, তিনি সূর্যের সহিত ভুবনের মূর্ধায় আশ্রিত আছেন, এবং তিনিই দ্যাবা-পৃথিবীর পূরয়িতা যজ্ঞিয় হন।[6] তিনি রাত্রিতে ভুবনের মূর্ধা হন, এবং প্রভাতে সূর্য হইয়া উদিত হন;

> "মায়াম্ তু যজ্ঞিয়ানামেতা-
> মপো যৎতূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্।"[7]

'এবং প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন। তাহাকে (কবিগণ) যজ্ঞিয়দিগের মায়া (বলিয়া মনে করেন)।' যাস্ক বলিয়াছেন, এইখানে মায়া—প্রজ্ঞা।[8]

পরন্তু এক স্থলে যাস্ক বলিয়াছেন যে, 'ঋগ্বেদে' এক মন্ত্রে[9] উক্ত মায়া "বাক্‌প্রতিরূপা"।[10] ঐখানে তিনি মায়াকে অবাস্তব, তথা ভ্রান্তিকারক, বলিয়া মনে করিয়াছেন বোধ হয়। উহার বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে।

সায়নের মত—ভাষ্যকার আচার্য সায়ন মনে করেন যে, 'মায়া' শব্দ বেদে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,

(১) আচার্য যাস্কের ন্যায় তিনিও বলিয়াছেন যে, কোন কোন ঋক্‌মন্ত্রে 'মায়া অর্থ 'প্রজ্ঞা'।[11]

১। নিরুক্ত, ৩।১৩
২। ঋক্‌সং, ৫।৮৫।৫-৬ (পূর্বে দেখ)
৩। নিরুক্ত, ৬।১০
৪। ঋক্‌সং, ৬।৫৮।১ (পূর্বে দেখ)
৫। নিরুক্ত, ১২।১৭
৬। ঋক্‌সং, ১০।৮৮।৬
৭। ঋক্‌সং, ১০।৮৮।৬
৮। নিরুক্ত, ২।২৭
৯। ঋক্‌সং, ১০।৭১।৫
১০। "মায়য়া বাক্‌প্রতিরূপয়া"—(নিরুক্ত, ১।২০)
১১। যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।১৫১।৯; ২।১৭।৫; ৫।৮৫।৫,৬; ৯।৮৩।৩ সায়ন ভাষ্য

(২) কোন কোন মন্ত্রে মায়া—কপট। যথা, ইন্দ্র যে "মায়াসমূহ দ্বারা দস্যুগণকে সম্যক্ পেষণ করেন" বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন,[১] সেগুলি সায়ন বলেন, "কপটসমূহ"।[২] রাজর্ষি কুৎসের শত্রু যে "মায়াবান্" দস্যুকে ইন্দ্র বধ করেন বলিয়া বামদেব ঋষি বলিয়াছেন,[৩] সায়ন বলেন সে "কপটবান্" ছিল।[৪] "মায়ী দানবের মায়া," সায়ন বলেন, "বঞ্চনাসমূহ।"[৫]

(৩) অপর কোন কোন মন্ত্রে 'মায়া' অর্থ, সায়ন মনে করেন যে প্রজ্ঞা, কিংবা কপট। যথা, বেদে আছে, ইন্দ্র "মায়াসমূহ দ্বারা" "মায়ী" শুষ্ণকে বধ করেন।[৬] সায়ন বলেন, "মায়ী"="নানাবিধ-কপটোপেত" আর "মায়া-সমূহ"—"তৎপ্রতিকূলকপটবিশেষসমূহ," কিংবা "তদ্বধোপায়গোচরপ্রজ্ঞাসমূহ।"[৭] বেদে আছে, অশ্বিনীদ্বয় "মায়াবী"।[৮] সায়ন বলেন, 'মায়াবী'—"প্রজ্ঞাবান্" বা "শত্রুবঞ্চনকুশল।"

(৪) কোন কোন মন্ত্রে 'মায়া' অর্থ 'কর্ম'। যথা, সায়ন লিখিয়াছেন,

"মায়াভিঃ মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে ইতি মায়াঃ কর্মাণি যাভির্মায়াভিঃ স্বৈঃ কর্মভিঃ"[৯]

"মায়য়া কর্মণা"[১০]

বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যখন জলসমূহ দ্যুলোক হইতে (বৃষ্টিরূপে) পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছিল না এবং ধনদা ভূমিকে মায়াসমূহ দ্বারা পরিত ব্যাপ্ত করিল না ("ন মায়াভির্ধনদাং পর্যভূবন্"), তখন ইন্দ্র বজ্রকে হস্তে গ্রহণ করেন এবং "নির্জ্যোতিষা তমসো গা অদুক্ষৎ" ('জ্যোতি (—দীপ্তিমান্ বজ্র) দ্বারা তম (=মেঘ) হইতে জলসমূহ নিঃশেষে দোহন করেন')।[১১] সায়ন বলেন "মায়া-সমূহ"—"শস্যোপকারাদিকর্মসমূহ।" 'অথর্ববেদে' আছে, যাতনাপ্রদ রাক্ষসী সত্রীগণ মায়া দ্বারা হিংসা করেন।[১২] সায়ন বলেন, "মায়য়া পরব্যামোহিন্যা

১। ঋক্‌সং, ৩।৩৪।৬ ২। "মায়াভিঃ কপটৈঃ" (সায়ন) ৩। ঋক্‌সং, ৪।১৬।৯

৪। "মায়াবান্ কপটবান্ (সায়ন) ৫। ঋক্‌সং, ২।১১।১০ ৬। ঋক্‌সং, ১।১১।৭

৭। আর দেখ—সব্য আঙ্গিরস ঋষি ইন্দ্রকে বলেন

"ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোঽধমঃ" ইত্যাদি। (ঋক্‌সং ১।৫১।৫

সায়ন বলেন,—হে ইন্দ্র ত্বং মায়াভিঃ জয়োপায়জ্ঞানৈঃ। মায়েতি জ্ঞাননাম। শচী মায়েতি তন্নামসু পাঠাৎ। যদ্বা মায়াভির্লোকপ্রসিদ্ধৈঃ কপটৈঃ। মায়িন উক্তলক্ষণমায়োপেতান্ বৃত্রাদীনসুরান্…।

৮। ঋক্‌সং, ১০।২৪।৪ ৯। ঋক্‌সং, ৩।৬০।১ সায়ন-ভাষ্য।

১০। ঋক্‌সং, ৮।৪১।৩ ও ৯।৭৩।৯ সায়ন-ভাষ্য ১১। ঋক্‌সং, ১।৩৩।১০

১২। অথর্ব ঋক্‌সং, ৮।৪।২৪

ক্রিয়া।" ঐ মায়া বা "পরব্যামোহিনী ক্রিয়া" কপট, বঞ্চনা বা ছলনাও হইতে পারে; কিংবা বশীকরণ কর্মও হইতে পারে।

(৫) কোথাও কোথাও তিনি বলিয়াছেন 'মায়া অর্থ 'কর্মবিষয়ক জ্ঞান'। যথা

"মায়য়া কর্মবিষয়াভিজ্ঞানেন···। মায়য়া মাঙ্ মানে শব্দে চেত্যস্মাম্মা-চ্ছাসসিস্হভ্যো যঃ ইতি কর্তরি কর্মণি বা য-প্রত্যয়ঃ। মিমীতে জানীতে কর্ম মীয়তেঽনয়েতি বা মায়া কর্মবিষয়জ্ঞানং। প্রত্যয়স্বরঃ।"[১]

সুতরাং ঐ মায়া এক প্রকার প্রজ্ঞাই। তাই সায়ন অন্যত্র বলিয়াছেন যে, হোতা অগ্নির ব্রত করিতে "মায়য়া কর্তব্যবিশেষপ্রজ্ঞয়া" যুক্ত হইয়া গমন করে।[২] সায়ন কখন কখন বলিয়াছেন, মায়া যে প্রজ্ঞা, উহা কর্মেরই উপ-লক্ষণাত্মক। দ্যাবাপৃথিবী যে "মায়ী," তাহা, সায়ন কখন কখন বলিয়াছেন, "প্রজ্ঞোপলক্ষিতকর্মবান্" অর্থেই।[৩]

(৬) কোথাও কোথাও সায়ন বলিয়াছেন যে মায়া—শক্তি। যথা, ইন্দ্রের মায়াকে তিনি কখন কখন উহার "স্বকীয়া শক্তি" বলিয়াছেন।[৪] যে "মায়া-সমূহ" দ্বারা ইন্দ্র বহুরূপ জগৎ হইয়াছেন বলিয়া গর্গ ভারদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন, ঐগুলি সায়নের মতে, উহার শক্তিসমূহই'—সংকল্পশক্তিসমূহই।[৫] যে "মায়া" দ্বারা ইন্দ্র কায়ব্যূহ ধারণ করেন বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন, তাহা, সায়ন বলেন, উহার "অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্য।" পর্জন্যের মায়া বা প্রজ্ঞাও সেই প্রকার উহার সামর্থ্যই।[৬] যে মায়া দ্বারা সূর্য এবং চন্দ্র আকাশে

১। ঋক্‌সং, ৩।২৭।৭ সায়ন-ভাষ্য ২। ঋক্‌সং, ১।১৪৪।১ ভাষ্য

৩। "মায়িনঃ। মায়াঃ প্রজ্ঞা। স্ববিষয়প্রজ্ঞাবন্তঃ প্রজ্ঞোপলক্ষিতকর্মবন্তো বা" (ঋক্‌সং, ১।১৫৯।৪ ভাষ্য)। অন্যত্র সায়ন বলিয়াছেন, "মায়িনী প্রজ্ঞাবন্তৌ কর্মযুক্তে বা দ্যাবাপৃথিবৌ" (ঋক্‌সং, ১০।৫।৩ ভাষ্য)।

৪। যথা দেখ,—

"ইন্দ্রো মায়য়া স্বকীয়য়া শক্ত্যা" ইত্যাদি। (ঋক্‌সং, ৪।৩০।২১ ভাষ্য)

"ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্যযুক্তঃ মায়াভিঃ স্বকীয়াভিঃ শক্তিভিঃ অহিং বৃত্রং প্রসক্তং···মায়িনং কপট-বন্তমিতি।" (ঋক্‌সং, ৫।৩০।৬ ভাষ্য)

ইন্দ্রের মায়াকে যে সায়ন কখন 'কপট' বলিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ জ্ঞাননামৈতৎ জ্ঞানৈর্মাত্মীয়ৈঃ সংকল্পৈঃ···স চেন্দ্র পরমেশ্বরো মায়াভি-র্মায়াশক্তিভিঃ···।" (ঋক্‌সং, ৬।৪৭।১৮ ভাষ্য)

৬। "পর্জন্যস্য মায়য়া প্রজ্ঞয়া সামর্থ্যেন।" (ঋক্‌সং, ৫।৬৩।৩ ভাষ্য)

পূর্বাপর বিচরণ করে বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে, সায়ন বলেন উহা "পারমায়া" বা "পারমেশ্বরী শক্তি"ই।[১] 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' উক্ত "যজ্ঞের মায়া"কে সায়ন বিষ্ণুর বা "পরমেশ্বরের শক্তি" বলিয়াছেন; কেননা, শ্রুতির মতে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।"

অসুরদিগের মায়াকেও সায়ন কখন কখন উহাদের শক্তি বলিয়াছেন।[২]

৭। এক স্থলে সায়ন বলিয়াছেন, মায়া—অজ্ঞান। 'অথর্ববেদে' আছে,

"অব্যসশ্চ ব্যচসশ্চ বিলং বি ষ্যামি মায়য়া।
তাভ্যামুদ্ধৃত্য বেদমথ কর্মাণি কৃণ্মহে ॥"[৩]

সায়ন বলেন, 'ব্যচসঃ'—ব্যাপ্তের, 'অব্যসঃ'—অব্যচসঃ'—অব্যাপ্তের। ঐ ব্যাপ্ত ও অব্যাপ্ত বস্তু কি কি, সায়ন তাহা দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন

(ক) 'ব্যাপ্ত'="সর্বশরীরব্যাপক ব্যানবায়ু," যাহা "সমষ্টিরূপ," আর 'অব্যাপ্ত'—"ব্যষ্টিরূপ প্রাণাত্মক বায়ু।" তখন 'মায়া'—"অভিভবনব্যাপার (রূপ) কর্ম।"

(খ) 'ব্যাপ্ত'—"বিভু পরমাত্মা," আর 'অব্যাপ্ত'—পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা। তখন মায়া=অজ্ঞান সুতরাং ঐ মন্ত্রের অর্থ এই প্রকার,—
"অব্যাপ্তের (পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মার) এবং ব্যাপ্তের (বিভু পরমাত্মার) বিলকে (উপলব্ধি-স্থান হৃদয়কে) মায়া (অজ্ঞান) হইতে বিমুক্ত বা বিরহিত করিব। তাৎপর্য এই যে, হৃদয় অজ্ঞানাবৃত হইলে কর্তব্যাকর্তব্য বিভাগ হয় না, অতএব কার্যাকার্যবিভাগৈকজ্ঞানপরিপন্থী মূঢ়ভাবকে অপসারিত করিব। উহাদের (জীব ও পরমাত্মার) দ্বারা বেদকে (চিকীর্ষিতকর্মবিষয়ক জ্ঞানকে) উদ্ধৃত করত (সম্পাদন করত) অনন্তর কর্মসমূহ (নিত্যনৈমিত্তিককাম্যসমূহ) করিব।"

১। "এবংবিধসংস্কারে পারমেশ্বরী মায়ৈব সাধনম্। সা হি পারমেশ্বরী শক্তিঃ সূর্যাচন্দ্রমসৌ নির্মায় স্বস্বব্যাপারে স্থাপিতবতী ।" (তৈত্তিব্রা, ২।৭।১২।২ ভাষ্য)
"এতৌ সূর্যাচন্দ্রমসৌ মায়য়া পরমেশ্বরস্য শক্ত্যা অনুগৃহীতৌ" ইত্যাদি। (তৈত্তিব্রা, ২।৮।৯।৩ ভাষ্য)

২। যথা দেখ—
"অসুরাণাং সুরবিরোধিনাং মায়াঃ ব্যামোহকশক্তীঃ" (অথসং, ৪।২৩।৫ ভাষ্য)
"অনয়া প্রসিদ্ধয়া মায়য়া শক্ত্যা বাবৃধানঃ ভৃশং বর্ধমানঃ তাং তং প্রসিদ্ধঃ বৃত্রঃ" (অথসং, ২০।৩৬।৬ ভাষ্য)
আরও দেখ—অথসং, ৬।৭২।১

৩। অথসং, ১৯।৬৮।১

৮। 'ঋগ্বেদে'র এক মন্ত্রে 'মায়া' শব্দের অর্থ, সায়ন বলিয়াছেন, "বৃথা"।

"মাহেৎ মায়ৈব বৃথেত্যর্থঃ"[১]

অপর এক মন্ত্রে উক্ত মায়াকে তিনি ভ্রান্তি বলিয়াছেন।[২] ঐ দুই মন্ত্রের বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে।

মায়া কোন্ প্রজ্ঞা—'নিঘণ্টু'র মতে, মায়া প্রজ্ঞারই নামান্তরবিশেষ। 'নিরুক্ত'-কার আচার্য যাস্ক তাহা মানিয়া লইয়াছেন। বেদভাষ্যকার আচার্য সায়নও তদনুসরণে কখন কখন বলিয়াছেন যে, কোন কোন বেদ-মন্ত্রে 'মায়া' অর্থ 'প্রজ্ঞা'। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দেবতা, অসুর, দানব, মনুষ্য, প্রভৃতি জীবগণের, এমন কি কোন কোন অচেতন বস্তুরও, মায়া আছে বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। সকলের প্রজ্ঞা সমান হইতে পারে না। সমান হইলে মায়ার বা প্রজ্ঞার দেবী ও অদেবী, তথা সু ও কু, ভেদ হইত না। তার পর চেতন বস্তরই প্রজ্ঞা থাকিতে পারে, অচেতন বস্তর প্রজ্ঞা কি? তাহাতে দেখা যায় যে, যে প্রজ্ঞাকে 'মায়া' বলা হয়, উহা তত্ত্বত কি, বা কিংবিধ তাহা অতি পরিষ্কার করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। যাস্ক কিংবা সায়ন কেহই তাহা করেন নাই।

'নিঘণ্টু'তে প্রজ্ঞার এগার নাম আছে,—কেত, কেতু, চেত, চিত্ত, ক্রতু, অসু, ধী, শচী, মায়া, বয়ুন, এবং অভিখ্যা।[৩] শ্রুতিতে উহার আরও অনেক নাম পাওয়া যায়। যথা, 'ঐতরেয়ারণ্যকে' উক্ত হইয়াছে যে, সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জুতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অসু, কাম, এবং বশ—এই সমস্তই প্রজ্ঞানের নামধেয়সমূহ। উহাতে অতঃপর আরও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীটাণুকীট পর্যন্ত সমস্ত প্রাণিবর্গ কি বৃহত্তম, কি অণুতম, কি চর, কি অচর—তথা আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, অর্থাৎ চিদচিৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ "প্রজ্ঞানেত্র ও প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; লোক প্রজ্ঞানেত্র; প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা; প্রজ্ঞান ব্রহ্ম।"[৪] 'শাঙ্খায়নারণ্যকে' উক্ত হইয়াছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র বলেন, "আমিই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ। সেই আমাকে

১। ঋক্‌সং, ১০।৫৪।২ (সায়ন-ভাষ্য)

২। ঋক্‌সং, ১০।৭১।৫ (সায়ন-ভাষ্য)

৩। নিঘণ্টু, ৩৷৯

৪। ঐতআ, ২।৬।১ (ঐতউ, ৩।২-৩)

'আয়ু' এবং 'অমৃত' বলিয়া উপাসনা কর।...প্রজ্ঞা দ্বারা (মনুষ্য) সত্যকে (জানে), এবং সঙ্কল্প (করে)।"[১]

"অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি তস্মাদেতদেবোক্‌থমুপাসীতেতি সৈষা প্রাণে সর্বাপ্তির্যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণস্তস্যৈষৈব সিদ্ধদৃষ্টিরেতদ্বিজ্ঞানং" ইত্যাদি।[২]

'প্রাণই নিশ্চয় প্রজ্ঞাত্মা। উহা এই শরীরকে পরিগ্রহণ করত উত্থাপিত করে। সেইহেতু উহাকেই 'উক্‌থ' বলিয়া উপাসনা করিবে। সেই এই প্রাণে সর্বাপ্তি হয়। যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা। যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ। উহারই এই দৃষ্টি, এই বিজ্ঞান ইত্যাদি। 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে, বাক্‌ই ব্রহ্ম; ঐ ব্রহ্মকে 'প্রজ্ঞা' বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে ; বাক্‌ই প্রজ্ঞতা।[৩]

এইরূপে দেখা যায়, 'প্রজ্ঞা' শব্দ শ্রুতিতে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' আছে, কাম, সঙ্কল্প, প্রভৃতি মনেরই বিশেষ বিশেষ বৃত্তিসমূহ, সুতরাং মনই।[৪] 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, সজ্ঞানবিজ্ঞানাদি প্রজ্ঞার পর্যায়সংজ্ঞাসমূহ শুক্লপক্ষের প্রতিপদাদি তিথিসমূহের নামসমূহ।[৫] 'নিঘণ্টু'তেই দেখা যায়, ক্রতু, ধী ও শচী—প্রজ্ঞার এই তিন নাম কর্মেরও নাম।[৬] দৃষ্টি, ধৃতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, প্রভৃতি প্রজ্ঞার তদুক্ত নামসমূহ একভাবকে বুঝায় না। তারপর ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, বিষয়ভেদে প্রজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রশ্ন হয়, মায়া কোন্ প্রকারের প্রজ্ঞা ?

মায়া তত্ত্বজ্ঞান—কোন কোন বেদমন্ত্রে উক্ত মায়া তত্ত্বজ্ঞানই। যথা, 'শুক্লযজুর্বেদে' বিবৃত ব্রহ্মা ও উদ্গাতার ব্রহ্মোদ্যে ব্রহ্মা উদ্গাতাকে বলেন, "তুমি মায়াতে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে না।"[৭] প্রকরণ হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে, ঐ মায়া তত্ত্বজ্ঞানই হইবে। যে "মায়াসমূহ" দ্বারা মনীষিগণ সৃষ্টির পূর্বে কারণ-সলিল মধ্যে নিহিত পৃথিবীকে জানিয়াছিলেন বলিয়া 'অথর্ববেদে' উক্ত হইয়াছে[৮] সেইগুলিও অবশ্যই 'তত্ত্বদৃষ্টিসমূহ' বা 'তত্ত্ববিজ্ঞানসমূহ'। যে

১। শাখাখা, ৫।২ ২। শাখাখা, ৫।৩ ; আরও দেখ—৫।৩-৮

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।১০।৬ (=বৃহউ,

৪। "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধাধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব"—(বৃহউ, ১।৫।৩)

৫। তৈত্তিব্রা, ৩।১০।১.১ ৬। নিঘণ্টু, ২।১

৭। পূর্বে দেখ ৮। পূর্বে দেখ

মায়িগণ ("মায়িনঃ") ইন্দ্রের "বিবিধপ্রকার কর্মসমূহ দর্শন" এবং "তাঁহাতে রূপ নির্মাণ করেন বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন,[১] উঁহারা অবশ্যই 'তত্ত্বজ্ঞ'; কেননা, ঋষি স্বয়ং উঁহাদিগকে তৎপূর্বে "কবিগণ" বলিয়াছেন।[২] 'নিঘণ্টু'র মতে, 'কবি' মেধাবীর নামান্তর বিশেষ।[৩] আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, "মেধাবী কবিঃ ক্রান্তদর্শনো ভবতি" বা কবি ক্রান্তদর্শন হয়।[৪] গত্যর্থক 'কব্' (বা 'ক্রম') ধাতুতে 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া 'কবি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং যে বিদ্বান্ তত্ত্বদর্শনের অন্ত বা পরম অবধি পর্যন্ত গমন করিয়াছেন, তিনিই 'কবি'।

কর্মবিজ্ঞান—বেদের কোন কোন মন্ত্রে 'মায়া' অর্থ 'অতি উচ্চাঙ্গের কর্ম-বিজ্ঞানই বলিয়া মনে হয়। যথা, দেব-শিল্পী ত্বষ্টা সম্বন্ধে 'ঋগ্বেদে'র এক মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে,

"ত্বষ্টা মায়া জানেন। তিনি শোভনকর্মবান্‌দিগেরও অতিশয় শোভনকর্ম, তথা শন্তম, দেবপানসমূহ (অর্থাৎ দেবগণের পানপাত্রসমূহ) ধারণ করেন। তিনি উত্তম লৌহের পরশু শান দেন, যদ্দ্বারা ব্রহ্মের পতি এতবর্ণ পাত্রসমূহ নির্মাণ করেন।"[৫]

ইহা অনায়াসে বুঝা যায় যে, ত্বষ্টার ঐ মায়া অতি উচ্চাঙ্গের কলা-কৌশলই, যাহার দ্বারা তিনি অতীব আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ নির্মাণ করিতে পারিতেন। 'নিঘণ্টু'র অনুসরণে উহাকে 'প্রজ্ঞা' বলিলে, তবে ঐ 'প্রজ্ঞা'র অর্থ 'অত্যাশ্চর্য-শিল্পবিজ্ঞান'ই হইবে। 'নিঘণ্টু'র মতে, 'শিল্প' কর্মেরও নামান্তর বিশেষ।[৬] তাহাতে ঐ 'প্রজ্ঞা'র তাৎপর্য হইবে 'অত্যাশ্চর্যকর্মবিজ্ঞান'। আচার্য সায়নও 'ঋগ্বেদে'র অপর এক মন্ত্রে উক্ত 'মায়া'র অর্থ 'প্রজ্ঞান বা কৌশল' করিয়াছেন।[৭] ত্বষ্টা আপন মায়া দ্বারা এক অত্যাশ্চর্য রথ নির্মাণ করেন, যাহার বহু চক্র ছিল এবং প্রত্যেক চক্রে বহু অর ছিল। কথিত হইয়াছে যে, উহা "সহস্রাশ্ব" ছিল। হয়ত, সহস্র অশ্ব উহাকে বহন করিত; অথবা সহস্র অশ্বের বেগে উহা চলিত। ঐ অত্যাশ্চর্য রথ 'ত্বাষ্ট্রী মায়া' নামে প্রখ্যাত হয়।[৮]

১। পূর্বে দেখ   ২। ঋক্‌সং, ৩.৩৮।১ ও ২
৩। নিঘণ্টু, ৩।১৫   ৪। নিরুক্ত, ১২।১৩
৫। ঋক্‌সং, ১০।৫৩।৯   ৬। নিঘণ্টু, ২।১, রূপেরও একনাম 'শিল্প'। (ঐ, ৩.৭)
৭। "মায়াভিঃ প্রজ্ঞানৈঃ কৌশলৈর্বা" (ঋক্‌সং, ৬.৬৩।৫ ভাষ্য)
৮। তৈত্তিব্রা, ১।৩১।১ (পূর্বে দেখ)
সায়ন লিখিয়াছেন, "যথা ত্বষ্ট্রা নির্মিতা মায়া আশ্চর্যকরী তদ্বদাশ্চর্যকরম্‌"

দীর্ঘতমা ঋষি কৃত অগ্নির এক স্তুতিতে আছে,

"এতি প্র হোতা ব্রতমস্য মায়য়ো-
র্ধ্বাং দধানঃ শুচিপেশসং ধিয়ম্।"[১]

'ইহার কর্ম (অনুষ্ঠান করিতে) হোতা মায়া দ্বারা শোভনরূপোপেতা ধীকে ঊর্ধ্বে ধারণ করত প্রকৃষ্টরূপে গমন করিতেছে।' এইখানে 'মায়া' অর্থ 'যজ্ঞানুষ্ঠানবিজ্ঞান' বা 'কর্মবিজ্ঞান', তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।[২]

বিশ্বমনা বৈয়শ্ব ঋষি-কৃত অগ্নি-স্তুতিতে আছে,

"হে বীর ও প্রজাপতি অগ্নি, আমার এই নবান স্তোত্রকে শ্রবণ করিয়া মায়ী রাক্ষসগণকে তাপক তেজ দ্বারা নির্দহন কর।"[৩]

"ন তস্য মায়য়া চন রিপুরীশীত মর্ত্যঃ।
যো অগ্নয়ে দদাশ হব্যদাতিভিঃ॥"[৪]

'যে মনুষ্য হব্যপ্রদাতা ঋত্বিগ্‌গণ দ্বারা অগ্নিকে হব্য প্রদান করে শত্রু মায়া দ্বারাও তাহার ঈশ্বর হইতে পারে না।' মৈত্রাবরুণী বশিষ্ঠ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,

"হে ইন্দ্র, যাতুধান পুরুষকে মার; মায়া দ্বারা হিংসাকারী (যাতুধান) স্ত্রীকেও (মার)।"[৫] এই দুই স্থলে 'মায়া' অর্থ 'ছলনা' বা 'সংমোহন' হইবে।

যে মায়া বা মায়াসমূহ দ্বারা ইন্দ্র অসুরাদিকে বধ করেন, 'মহাভারতে'র মতে, উহা বা ঐ সকলও ঐ প্রকারই, ছলনার কৌশলবিশেষ। 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ঠিক শেষের দিকে দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন; অদূরবর্তী দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং উহার "জলকে মায়া দ্বারা স্তম্ভিত করেন;"[৬] এবং তথায় লুকাইয়া থাকেন। তিনি সলিলান্তর্গত হইয়া "মায়া দ্বারা"—"অত্যদ্ভুত বিধি বা দৈবযোগ দ্বারা" সলিলকে স্তম্ভিত করত শুইয়া পড়িলেন।[৭] ঐ মায়াকে পরে "দৈবী মায়া" বলা হইয়াছে।[৮] তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

---

১। ঋক্‌সং, ১।১৪৪।১
২। সায়ন বলিয়াছেন, "মায়য়া কর্তব্যবিশেষপ্রজ্ঞয়া"।
৩। ঋক্‌সং, ৮।২৩।১৪
৪। ঋক্‌সং, ৮।২৩।১৫
৫। ঋক্‌সং, ৭।১০৪।২৪
৬। মহাভা, ৯।২৯।৫৪
৭। মহাভা, ৯।৩০।৫৬-৭
৮। মহাভা, ৯।৩১।৩-৪

'হে ভারত, মায়াবীর এই মায়াকে মায়া দ্বারা বিনাশ কর। হে যুধিষ্ঠির, মায়াবী মায়া দ্বারা বধ্য—ইহা সত্য (ধর্ম)। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, বহু ক্রিয়াভ্যুপায়সমূহ দ্বারা জলে মায়া প্রয়োগ করত তুমি মায়ায়া দুর্যোধনকে মার। ক্রিয়াভ্যুপায়সমূহ দ্বারাই দৈত্যদানবগণ ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়।" ইত্যাদি[১]

পরে যখন ভীমে ও দুর্যোধনে গদাযুদ্ধ হইতে থাকে, তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন,

"ধর্মানুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিলে ভীমসেন জয়লাভ করিতে পারিবে না। পরন্তু অন্যায় দ্বারা যুদ্ধ করিলে দুর্যোধনকে নিশ্চয় বধ করিবে। অসুরগণ দেবগণ কর্তৃক মায়া দ্বারা নির্জিত হয়। ইহা আমরা শুনিয়াছি। বিরোচন ইন্দ্র কর্তৃক মায়া দ্বারাই নির্জিত হয়। ইন্দ্র মায়া দ্বারাই বৃত্রের তেজ নাশ করেন। সে হেতু ভীম মায়ামত্ন পরাক্রম অবলম্বন করুক। তিনি মায়াবী রাজাকে মায়াদ্বারা বিনাশ করুন। যদি তিনি (কেবল নিজের) বলকে আশ্রয় করত ন্যায় দ্বারা যুদ্ধ করেন, তবে রাজা যুধিষ্ঠির বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন।"[২]

'প্রশ্নোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে যে

"ঐ বিরজ ব্রহ্মলোক তাহাদেরই যাহাদিগেতে জিহ্ম, অনৃত এবং মায়া (নাই)।"[৩]

আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ঐ মায়া মিথ্যাচাররূপা; নিজেকে বাহিরে একরূপে প্রকাশ করিয়া, অন্যথা কার্য করাই মায়া।[৪]

সৃষ্টিকারিণী মায়া কাম—অন্যান্য প্রকার মায়ার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা এখন ইহা নিরূপণ করিতে প্রচেষ্টা করিব যে, যে মায়া দ্বারা ইন্দ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বা জগৎরূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া বেদে কোন কোন ঋষি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, সেই মায়ার স্বরূপ কি? যেমন ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে, এখানে তাহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সৃষ্টির বর্ণনায় বেদের প্রায় সর্বত্র ইহা উক্ত হইয়াছে যে, স্রষ্টা বহু হইতে,—অনন্ত বিচিত্র ভেদভিন্ন জগৎ হইতে কামনা করিলেন ("অকাময়ত") বা ঈক্ষণ করিলেন ("ঐক্ষত"); তাহার পর তিনি তপস্যা করেন ("তপোঽতপ্যত");

১। মহাভা, ৯।৩১।৬২-৮ ২। মহাভা, ৯।৫৮।৪-৬, ৮২-৯ ৩। প্রশ্নউ, ১।১৬

৪। "মায়া নাম বহিরন্যথাত্মানং প্রকাশ্যান্যথৈব কার্যং করোতি সা মায়া মিথ্যাচাররূপা।" দেখ—"সত্যমিতি অমায়িতা অকৌটিল্যং বাঙ্মনকায়ানাম্‌" (কেনউ, ৪।৮ ভাষ্য)

এবং তপস্যা করিয়া তিনি চরাচর জগৎপ্রপঞ্চ হইলেন।[১] সৃষ্টির মূলের ঐ কামনাকে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি "মনের রেত" বলিয়াছেন।[২] ঐরূপে দেখা যায় যে, বেদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে বিশ্বস্রষ্টা কাম, তথা তপ, বলেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হইয়াছেন। ঐ দুইয়ের মধ্যে আবার কামকেই সৃষ্টির অধিকতর মৌলিক কারণ বলিতে হইবে। কেননা, সৃষ্টি করিতে কামনা করিবার পরই স্রষ্টা তপ করিতে আরম্ভ করেন। তবে ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন শ্রুতিতে কামের উল্লেখ নাই; কেবল এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম তপ দ্বারা উপচয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।[৩] যাহা হউক এই বহুজন-সম্মত সিদ্ধান্তের সহিত সমন্বয় রক্ষা করিতে ইহা মনে করিতে হইবে যে, যে দুই এক বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন যে, স্রষ্টা মায়া দ্বারাই জগৎ হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ কামকেই অথবা কাম ও তপ উভয়কেই, 'মায়া' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। 'ঐতরেয়োপনিষদে'র মতে, কাম প্রজ্ঞার নামান্তর বিশেষ'। 'মুণ্ডকোপনিষদে'র মতে, ঐ তপ জ্ঞানময়।[৪] তাহাতে সৃষ্টিবিষয়ে বেদের ঐ সাধারণ-সিদ্ধান্তকে আরও সংক্ষেপে এই প্রকারে বিবৃত করা যায় যে, স্রষ্টা প্রজ্ঞা দ্বারাই জগৎ হইয়াছেন। 'নিঘণ্টু'র মতে, মায়া প্রজ্ঞার নামান্তর বিশেষ। তাহাতেও বলা যায়, ব্রহ্ম মায়া দ্বারাই জগৎ হইয়াছেন।

শক্তিবিশেষ—যাহা কর্ম করে, বা যাহা দ্বারা কর্ম করা যায়, তাহাকে 'শক্তি' বলা হয়। শক্তি না থাকিলে কেহ কোন কর্ম করিতে পারে না। সৃষ্টিও কর্মবিশেষ। সুতরাং যাহা দ্বারা পরমেশ্বর ঐ কর্ম সম্পাদন করেন, সেই মায়াকে তাঁহার 'শক্তি' বলিয়া মনে করিতে হইবে। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে, জগতের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিগণ নানা বিচারের পর স্বপুণ্যের দ্বারা নিগূঢ় চিন্ময় ব্রহ্মের আত্মভূত শক্তিকে'ই ("দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং") জগতের কারণ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন।[৫] উহাতে আরও আছে যে

১। পূর্বে দেখ।
২। পূর্বে দেখ।
৩। যথা দেখ—মুণ্ডকউ, ১।১।৮-৯
৪। মুণ্ডকউ, ১।১।৯
৫। শ্বেতউ, ১।৩ (পূর্বে দেখ)।

"সেই দেব (অর্থাৎ প্রকাশ-স্বভাব ব্রহ্ম) এক (ও অদ্বিতীয়), এবং বর্ণ (বা রূপাদি) বিহীন। পরন্তু তিনি গূঢ় প্রয়োজনে বিবিধ শক্তি-যোগে সৃষ্টির প্রারম্ভে অনেকবর্ণযুক্ত এই বিশ্বকে ধারণ করেন এবং অন্তে উহাকে প্রতিসংহার করেন।"[১] ঐ শক্তিকে উহাতে 'মায়া' বলা হইয়াছে।

বেদ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, প্রভৃতি ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমান যাহা কিছু বেদে উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই,—এই বিশ্বকে মায়ী ইহা (অক্ষর ব্রহ্ম) হইতে সৃজন করেন, এবং ইহাতে অন্য (মায়ী) মায়া দ্বারা সম্যক্ নিবদ্ধ আছে।"[২] উহাতে অধিকন্তু, সাঙ্খ্য-যোগের পরিভাষায়, ঐ মায়াকে 'প্রকৃতি' এবং মায়ীকে 'মহেশ্বর' বলা হইয়াছে।[৩] তাহাতে এই বুঝা যায় যে, মায়াই জগতের উপাদান কারণ।

জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য দেখিয়া,—ক্রিয়ার নানাত্ব দেখিয়া পরমেশ্বরের শক্তিও নানাবিধ বলিয়া কল্পনা করা হয়। শ্বেতাশ্বতর ঋষি বলিয়াছেন,

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"[৪]

'উহার পরাশক্তি বিবিধই বলিয়া এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী বলিয়া শ্রুত হয়।'

"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বান্ লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
....।"[৫]

অর্থাৎ ঐ জালবান্ (=মায়াবান্) একই। জগৎপ্রপঞ্চ যখন তাঁহা হইতে উদ্ভূত হয় নির্গত হয় বা প্রকট হয় এবং যখন তাঁহাতে সম্ভূত হয় (একীভাব প্রাপ্ত হয় বা বিলীন হয়),—উভয় অবস্থাতেই তিনি নিশ্চয় একই। তিনিই ঈশনীসমূহ (অর্থাৎ শাসনকারী স্বশক্তিসমূহ) দ্বারা সমস্ত লোকসমূহকে শাসন

১। শ্বেতউ, ৪।১ ২। শ্বেতউ, ৪।৭

৩। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥" (শ্বেতউ, ৪।১০)

৪। শ্বেতউ, ৬।৮ ৫। শ্বেতউ, ৩।১

করিতেছেন।[১] সেই দৃষ্টিতে ইন্দ্রের মায়াও বহুবিধ বলিয়া বেদে মনে করা হইয়া থাকে এবং কথিত হইয়াছে যে, "ইন্দ্র মায়াসমূহের দ্বারা বহুরূপ হইয়াছেন," এবং বহু মায়া তাঁহাতে সংযুক্ত আছে।

'নিঘণ্টু'তে আছে, 'শক্তি' কর্মের এক নামবিশেষ।[২] মূর্ধন্বান্ ঋষি বলিয়াছেন,

"স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নি-
মজীজনং শক্তিভী রোদসিপ্রাম্॥"[৩]

'দেবগণ শক্তিসমূহ দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে পূরয়িতা (বৈশ্বানর) অগ্নিকে দ্যুলোকে (সূর্য রূপে) স্তুতি দ্বারাই উৎপন্ন করেন।' আচার্য যাস্ক লিখিয়াছেন, এই মন্ত্রে 'শক্তিসমূহ' শব্দের অর্থ, আচার্য শাকপূণির মতে, 'কর্মসমূহ' ("শক্তিভিঃ কর্মভিঃ")।[৪] 'ঋগ্বেদে'র অপর এক মন্ত্রে আছে,

"হে সোম, নিকাম সেই প্রসিদ্ধ ধীরব্যক্তিগণ শক্তিসমূহ দ্বারা মেধাবী এবং মহান্ তোমার বিবিধ স্তুতি করেন।"[৫]

সায়ন বলিয়াছেন, এই মন্ত্রেও 'শক্তিসমূহ' অর্থ 'যাগাদিকর্মসমূহ'। শক্তি-সমূহ দ্বারা কৃত কর্মসমূহকেই ঐ সকল স্থলে 'শক্তিসমূহ' বলা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, 'শক্তি শব্দ বেদের সর্বত্র 'কর্ম' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। যথা,

"যে ওষধীসমূহ বর্ধক ইন্দ্রে শক্তি ইচ্ছা করে।"[৬]

এইখানে শক্তি—সামর্থ্য।[৭]

বেদে ইন্দ্রকে কখন কখন "শক্তীব" (=শক্তিমান্) বলা হইয়াছে।[৮]

১। আরও দেখ,

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমান্ লোকনীশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সংচুকোচান্ত-
কালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥" (শ্বেতউ, ৩।২)

২। নিঘণ্টু, ২।১ ৩। ঋক্‌সং, ১০।৮৮।১০ ৪। নিরুক্ত, ৭।২৮

৫। ঋক্‌সং, ১০।২৫।৫ ৬। ঋক্‌সং, ৩।৫৭।৩

৭। আরও দেখ—ঋক্‌সং, ২।৩৯।৭; ৭।৬৮।৮ সায়ন-ভাষ্য; বাজসং (মাধ্য), ১১।৬৩; ইত্যাদি। ৮। ঋক্‌সং, ৫।৩১।৬

মায়া অনাদি—প্রজাপতি পরমেষ্ঠী বলিয়াছেন, সৃষ্টির কামনা স্রষ্টার মনে প্রথম হইতেই বীজরূপে ছিল।

"কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি-
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"[১]

'যাহা প্রথমে মনের রেত (=বীজ) ছিল, তাহা অগ্রে (অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে বা পূর্বে) কাম (অর্থাৎ সিসৃক্ষা) হইয়াছিল।' 'অথর্ববেদে' আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে

"স কাম কামেন বৃহতা সযোনী"[২]

অর্থাৎ বৃহৎ বা ব্রহ্ম কাম-স্বরূপ ; সৃষ্টির কাম উহার সযোনী। সুতরাং স্রষ্টা ব্রহ্ম এবং সিসৃক্ষা সদাই সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ব্রহ্ম অনাদি। অতএব মায়াও অনাদি। তাই 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' উহা 'অজা' নামে উল্লিখিত হইয়াছে ;[৩] কথিত হইয়াছে যে, যেমন আত্মা "অজ", তেমন মায়া বা প্রকৃতিও "অজ"।[৪]

অজার উল্লেখ 'শুক্লযজুর্বেদে'ও আছে। উহাতে বিবৃত ব্রহ্মোদ্যে অধ্বর্যু হোতাকে জিজ্ঞাসা করেন ;—

"কা ঈমরে পিশংগিলা ?"[৫]

'অরে, পিশংগিলা কি ?' হোতা উত্তর করেন

"অজারে পিশংগিলা"[৬]

'অরে, অজাই পিশংগিলা।' যাহা পিশকে (বা রূপকে) গিলে ('গিলতি'), তাহাই পিশংগিলা। মায়া যেমন জগৎকে ব্যক্ত করে, তেমন প্রলয়ে অব্যক্তও করে। তখন মায়া জগৎকে যেন গিলিয়া ফেলে। সুতরাং মায়াকে পিশংগিলা

১। ঋক্‌সং, ১০।১২৯।৪ (পূর্বে দেখ)।

২। অথসং, ১৯।৫২।১ (পূর্বে দেখ)

৩। শ্বেতউ, ১।৯

৪। শ্বেতউ, ৪।৫ ; তৈত্তিআ, ১০।১০।১ (নারায়ণউ)

৫। বাজসং (মাধ্য), ২৩।৫৫ ; কাণ্বসং, ২৫।১০।৩

৬। বাজসং, ২৩।৫৬ ; কাণ্বসং, ২৫।১০।৪

বলা যায়। সৃষ্টিতে মায়া ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করিয়া জগৎরূপে দেখায়। সুতরাং তখনও মায়াকে একপ্রকারের পিশংগিলা বলা যায়।[১]

মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে—মায়া সম্বন্ধে যাহা কিছু এই পর্যন্ত, অল্প কিংবা অধিক বিস্তারিতরূপে বিবৃত এবং আলোচিত হইয়াছে, সেই সকল হইতে মনে হইবে উহা প্রজ্ঞাবিশেষ, শক্তিবিশেষ, কৌশলবিশেষ, কর্মবিশেষ, কিংবা অপর কোন কিছু, যাহাই হউক না কেন, সৎ,—উহাকে প্রকৃত পক্ষে আছে বলা হয়। পরন্তু মায়া শব্দ বেদে এমন অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। এখন আমরা তাহা প্রদর্শন করিব।

'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ৫৪তম ও ৫৫তম সূক্তে বামদেব ঋষির পুত্র বৃহদুক্‌থ ঋষি ইন্দ্রের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন,

"হে মঘবন্, তোমার মহত্ত্বের দ্বারা (লব্ধ) কীর্তিকে আমি সুষ্ঠুরূপে (কীর্তন করিব)।"[২] অনন্তর তিনি বলেন, ইন্দ্র নিজের শরীর হইতে দ্যাবা-পৃথিবীকে একসঙ্গে উৎপন্ন করেন;[৩] তিনি অসুরদিগের ভয়ে ভীত দ্যাবাপৃথিবীর আহ্বানে অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করেন এবং প্রজাগণকে

১। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে ঐ ব্রহ্মোদ্যের প্রথমে হোতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"কা স্বিদাসীৎ পিশংগিল."—(বাজসং মাধ্য), ১৩।১১ ; কাণ্বসং, ২৫।৩৮

ব্রহ্মা উত্তর করেন,

"রাত্রিরাসীৎ পিশংগিলা"—(বাজসং মাধ্য), ২৩.১২ ; কাণ্বসং, ২৫।৩।৯

'শতপথব্রাহ্মণে' ঐ রাত্রিকে দিনেরও উপলক্ষণাত্মকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাই উহাতে ব্রহ্মার উত্তর এই বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে, অহোরাত্রে বৈ পিশংগিলে।" (শতব্রা মাধ্য), ১৩।২।৬।১৭। কিঞ্চিৎ পরে হোতা অধ্বর্যুকে ঠিক সেই প্রশ্ন করেন এবং অধ্বর্যুও ঠিক সেই উত্তর দেন। (বাজসং মাধ্য) ২৩।৫৩, ৫৪ ; কাণ্বসং, ২৫।১০।১, ২

রাত্রিতে অন্ধকার হেতু কিছুই দেখা যায় না। রাত্রি যেন সমস্ত রূপকে গিলিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং রাত্রি পিশংগিলা। 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত অহোরাত্রি কালেরই উপলক্ষণাত্মক। কাল সমস্ত বস্তুকে নিরন্তর ক্ষীণ করিতেছে, অর্থাৎ ভক্ষণ করিতেছে বা গিলিতেছে। সুতরাং কাল ও পিশংগিলা। কালকে অনাদিও বলা যায়। পরন্তু 'অজা' শব্দে হোতা যদি কালকেই মনে করিয়া থাকেন, তবে বলিতে হইবে যে তিনি অধ্বর্যুর উত্তরেরই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। পুনরুক্তিদোষ পরিহারার্থ মনে করিতে হইবে যে হোতা 'অজা' শব্দে কালকে লক্ষ্য করেন নাই।

২। ঋক্‌সং, ১০।৫৪।১ ৩। ঋক্‌সং, ১০।৫৪।৩

বল প্রদান করেন ;[১] তিনি সোম পান করত বর্ধমান শূর হইয়া আয়ুধসমূহ দ্বারা দস্যুগণকে বিনাশ করেন ;[২] ইত্যাদি। ঐ প্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন,

"যদচরস্তন্বা বাবৃধানো
বলানীন্দ্র প্রব্রুবাণো জনেষু।
মায়েৎ সা তে যানি যুদ্ধান্যাহু-
র্নাদ্য শত্রুং নন্থ পুরা বিবিৎসে॥"[৩]

'হে ইন্দ্র, তুমি শরীর দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এবং লোক মধ্যে আপন বীর্যসমূহ প্রকৃষ্টরূপে ঘোষণা করিয়া যে সমস্ত ব্যাপার করিয়াছ, সেই সমস্ত নিশ্চয়ই মায়া। (প্রাচীন ঋষিগণ) তোমার যে সকল যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, সেই সকলও মায়াই। (কেননা) অধুনা তুমি কাহাকেও শত্রু বলিয়া জান না। পূর্বে ছিল কি?

এই মন্ত্রের তাৎপর্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে জ্ঞানী সাধক সার্বাত্ম্য উপলব্ধি করে। সেই অবস্থায় সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম বা ইন্দ্র বলিয়াই অনুভূতি হয়, তদ্‌ব্যতীত অপর কিছুই নাই বলিয়া জ্ঞান হয়। সুতরাং ইন্দ্রের কোন শত্রু নাই, থাকিতে পারে না। ঐ বোধ লাভ করিয়া ঋষি বলিয়াছেন, "অধুনা ('অদ্য') তুমি কাহাকেও শত্রু বলিয়া জান না" (অর্থাৎ আমি এখন বুঝিতেছি যে তোমার কোন শত্রু নাই)। তাঁহার জ্ঞানোদয়ের পূর্বে, এবং তাঁহারও পূর্বে, অতি সুপ্রাচীন কালেও ইন্দ্রের যে কোন শত্রু ছিল, তাহা নহে। কেননা, তখন সমস্তই প্রকৃত পক্ষে বস্তুত ইন্দ্রই ছিল। সুতরাং, প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রের কোন শত্রু কোন কালেই থাকে না। সেই কারণে তাঁহাকে যুদ্ধাদিও কখনও করিতে হয় না। অথচ প্রাচীন ঋষিদিগের শাস্ত্রে ইন্দ্রের যুদ্ধাদির ও শত্রুবধাদির বিবৃতি দেখা যায়। বৃহদুক্থ নিজে উহাদের স্বল্পবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে প্রশ্ন হয়, ঐ সকল কি? ঋষি নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন,—"সেই সমস্ত নিশ্চয় মায়া ('মায়েৎ')।" এইরূপে বৃহদুক্থ ঋষির ঐ মন্ত্র হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যাহা প্রকৃত পক্ষে নাই, তাহাকে তথাভূত বলিয়া উল্লেখ বা প্রতীতি, তাঁহার মতে, মায়া।

৩। ঋক্‌সং, ১০।৫৪।১ ৪। ঋক্‌সং, ১০।৫৫।৮ ৫। ঋক্‌সং, ১০।৫৪।২

অপর কথায়, মায়া অবাস্তব কল্পনা বা প্রতিভাস মাত্র। সায়ন বলিয়াছেন, মায়া—বৃথা।[১]

'শতপথব্রাহ্মণে' ঐ প্রকারের একটা মন্ত্র অনূদিত হইয়াছে।[২]

"ন ত্বং যুযুৎসে কতমচ্চনাহ-
র্ন তেঽমিত্রো মঘবন্ কশ্চনাস্তি।
মায়েৎ সা তে যানি যুদ্ধান্যাহু-
র্নাদ্য শত্রুং ন নু পুরা যুযুৎসে॥

'হে মঘবন্, তুমি কখনও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর না, কাহাকেও বধ কর নাই। তোমার শত্রুও কেহই নাই। (প্রাচীন ঋষিগণ) তোমার যে সকল যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, সেই সকল নিশ্চয়ই মায়া। (কেননা,) অদ্য, কিংবা পুরাকালে, (কখনও) কোন শত্রুর সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর নাই।'

'শতপথব্রাহ্মণে'র ঐ স্থলে জগতের সৃষ্টি এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে,—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপস্যা করেন। "স আত্মন্যেব প্রজাতিমধত্ত"। (তিনি নিজেতেই প্রজাতি আধান করিলেন')।[৩] অর্থাৎ তিনি আপনাকে উপাদান করিয়া জগৎকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি মুক্ত প্রাণ দ্বারা দেবগণকে সৃষ্টি করেন। ঐ দেবগণ দ্যুলোকে অভিগমন করত সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি "অবাঙ্ প্রাণ (বা অপান) দ্বারা অসুরগণকে সৃষ্টি করেন। উহারা এই পৃথিবীতেই অভিগমন করত সৃষ্টি করিতে লাগিল।

"তেভ্যঃ সসৃজানায় তম ইবাস ॥৮॥ সোঽবেৎ। পাপ্মানং বা অসৃক্ষি যস্মৈ মে সসৃজানায় তম ইবাভূদিতি তাংস্তত এব পাপ্মনাবিধ্যৎ তে তত এব পরাভবংস্তস্মাদাহুর্নৈতদস্তি যদ্দৈবাসুরং যদিদমন্বাখ্যানে ত্বদুদ্যত ইতিহাসে ত্বত্তো হ্যেব তান্ প্রজাপতিঃ পাপ্মনাবিধ্যৎ তে তত এব পরাভবন্নিতি ॥ ৯ ॥"[৪] 'উহাদিগকে (অসুরগণকে) সৃজন করিবার সময়ে তমের ন্যায় হইল। তিনি (প্রজাপতি) বুঝিলেন, 'আমি পাপকেই সৃষ্টি করিয়াছি যেহেতু সৃজন করিবার সময়ে আমার তমের ন্যায় হইল।' সেই হইতেই তিনি উহাদিগকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, সেই হইতেই উহারা পরাভব প্রাপ্ত হইল। সেই কারণে (বিদ্বান্‌গণ) বলেন, যাহা দৈবাসুর (সংগ্রাম বলিয়া কথিত হয়), তাহা

১। "মায়েৎ মায়ৈব বৃথৈবার্থঃ" (সায়ন)

২। শতব্রা (মাধ্য), ১১।১।৬।১০ ৩। ঐ, ১১।১।৬.৭ ৪। ঐ, ১১।১।৬।৮-৯

নাই। এই যাহা অন্বাখ্যানে (বিবৃত হয়), তাহা সত্য নহে; যেহেতু ইতিহাসে তত্ত্বতই (জানা যায় যে) প্রজাপতি উহাদিগকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই হইতেই উহারা পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১] সুতরাং অসুরগণকে পরাভূত করিতে দেবতাগণকে যুদ্ধাদি কিছুই করিতে হয় নাই। ঐ মায়াকে উহাতে পাপ বলা হইয়াছে।[১] এই মতের সমর্থনেই দৈবাসুর-সংগ্রাম যে প্রকৃত পক্ষে ঘটে নাই, তাহা সিদ্ধ করিতেই 'শতপথব্রাহ্মণে' ঐ ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।[২]

ইন্দ্র অশত্রু—উপরে উদ্ধৃত দুই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রের কোন শত্রু কখনও নাই বা থাকে না; সেইহেতু তিনি কখনও কাহারও সহিত কোন যুদ্ধ করেন না। অপর কোন কোন বৈদিক ঋষিও সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র অশত্রু। যথা, কুৎস ঋষি বলিয়াছেন,

"হে মনুষ্যগণের পালক (ইন্দ্র), তুমি ওজের ত্রিবিষ্টধাতু (অর্থাৎ ত্রিগুণিত রজ্জুর ন্যায় সুদৃঢ়তর) প্রতিমান। (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক—এই) তিন ভূমিকে এবং (তত্রস্থ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য—এই) তিন জ্যোতিকে, —(অর্থাৎ) এই বিশ্বভুবনকে আত্যন্তিক রূপে বহন করিতে ইচ্ছা কর। তুমি জন্ম হইতে (আরম্ভ করিয়া) সততই অশত্রু।"[৩]

ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ঋষি বলিয়াছেন,

"পুরুমায় এবং শত্রু-অভিভবিতা ইঁহার (ইন্দ্রের) শত্রু নাই, প্রতিমান নাই, এবং প্রতিষ্ঠাও নাই (অর্থাৎ তিনিই সকলের প্রতিষ্ঠা)।"[৪]

কেহ কেহ ইন্দ্রকে "অজাতশত্রু" বলিয়াছেন।[৫] তাঁহার শত্রু জাত বা উৎপন্ন হয় নাই, তাই তিনিই 'অজাতশত্রু'। কেহ কেহ উঁহাকে "হে অশত্রু"[৬] "হে অদ্রোঘ"[৭] প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

অপর কোন কোন মন্ত্র হইতে বুঝা যায়, ইন্দ্র যে অশত্রু বা অজাতশত্রু, তাহা এই অর্থে নহে যে তাঁহার শত্রু কখনও থাকে না; তাঁহার শত্রু পূর্বে

১। "তস্মাদেতদৃষিণাভ্যনূক্তম্" (ঐ, ১১।১।৬।১০)
ঐ মন্ত্র কোন ঋষির, কিংবা কোন বেদের, তাহা উক্ত হয় নাই। আমরাও জানি না।

২। "পাপ্মনা মায়য়া" (ঐ, ১১।১।৬।১২)

৩। ঋক্‌সং, ১।১০২।৮ ৪। ঋক্‌সং, ৬।১৮।১২ ৫। ঋক্‌সং, ৫।৩৪।১

৬। ঋক্‌সং, ৮।৮২।৪ ৭। ঋক্‌সং, ৩।৩২।৯

বস্তুতই ছিল। তিনি সকলকে নিহত করিয়া অশত্রু হন ; তৎপরে আর কেহ তাঁহার শত্রু হয় নাই। যথা,

"তুমি অহিকে হনন করিয়াছ। (তারপর), হে ইন্দ্র, তুমি অশত্রু হইয়াছ।"[১]

"আমার (ইন্দ্রের) পৌরুষ অদিষ্ট (বা অনিয়মিত)। তিনি (দুষ্টের) নিবারয়িতা এবং বৃত্রহা হন। (সেই হইতে) অজাতশত্রু এবং (অপর কর্তৃক) অহিংসিত হন।"[২] ইন্দ্র (=ইন্দ্রভাবাপন্ন বসুক্র ঋষি) বলিয়াছেন,

"পুরু সহস্রা নি শিশামি সাক-
মশত্রুং হি মা জনিতা জজান।"[৩]

'যেহেতু জনিতা (বা স্রষ্টা) আমাকে অশত্রু (রূপে) উৎপন্ন করিয়াছেন, (সেইহেতু) আমি বহু সহস্রকে এক সঙ্গে ক্ষীণ করি।'

যাস্কের মত—আচার্য যাস্কও মনে করেন যে, বেদের বর্ণিত ইন্দ্রের যুদ্ধাদি বাস্তব নহে, রূপক কল্পনাবিশেষ। তিনি বলেন,[৪] বেদে দেখা যায় ইন্দ্রের প্রধান শত্রু বৃত্র ; বৃত্রকেই ইন্দ্র যুদ্ধে নিহত করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যদিও ঐতিহাসিকগণ বৃত্রকে ত্বষ্টার পুত্র অসুর বিশেষ বলিয়া বলেন, নিরুক্তকারগণ বলেন যে 'বৃত্র' মেঘেরই নামান্তর বিশেষ। বহু বেদমন্ত্রের দ্বারা, তথা ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ বচনসমূহের দ্বারা, তাহা সিদ্ধ হয়। মেঘে জল আছে। কোন কোন মেঘে বিদ্যুৎ আছে। (মরুদ্-রূপী ইন্দ্র দ্বারা তাড়িত হইয়া) ঐ জলের ও বিদ্যুতের সংমিশ্রণ হইলে বর্ষা হয়, মেঘ জলরূপে ভূমিতে নিপাতিত হয়। "তত্রোপমার্থে যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি" (অর্থাৎ ইহাই উপমার্থ ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধ এবং ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রের বধরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে)। উপমা কাহাকে বলে, তাহা যাস্ক ভগবান্ গার্গ্যের ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন, "অথাতঃ উপমাঃ। যদতৎতৎসদৃশমিতি গার্গ্যঃ।"[৫] যাহা প্রকৃত পক্ষে উহা নহে, অথচ উহার সদৃশ তাহাই, গার্গ্য বলেন, উপমা। তাই দুর্গাচার্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইন্দ্রের যুদ্ধসমূহ রূপকমাত্র। কেননা, যথাভূত যুদ্ধ নাই। তাহার কারণ এই যে, ইন্দ্রের কোন শত্রু নাই। বেদমন্ত্র হইতে তাহা জানা যায়। সুতরাং ইন্দ্র কাহারও সহিত যুদ্ধ করেন নাই। এইরূপে আচার্য যাস্কও স্বীকার

১। ঋক্সং, ১০।১৩৩.২ ২। ঋক্সং, ৮.৯৩.১৫
৩। ঋক্সং, ১০।২৮।৬ ৪। নিরুক্ত, ২।.৬-৭ ৫। নিরুক্ত, ২।১৩

করিয়াছেন যে, বেদে বর্ণিত ইন্দ্রের যুদ্ধাদি বাস্তব নহে, যদিও বাস্তবের সদৃশ; উহারা রূপক কল্পনা মাত্র।

ইন্দ্রের রূপ কল্পিত—কেবল মহান্ যোদ্ধা এবং মহান্ শত্রুসংহর্তা রূপ নহে, ইন্দ্রের অপরাপর রূপসমূহও কল্পিত। সংক্ষেপে বলিতে, ইন্দ্রের সমস্ত রূপই কল্পিত বলিয়া কোন কোন বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন। যথা, বিশ্বামিত্র গাথী ঋষি বলিয়াছেন,

"ইন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি"[১]

'ইন্দ্রের সুকৃত কর্মসমূহ বহু।' ঐ মহান্ কর্মসমূহ দ্বারা তিনি লোকে সুপ্রসিদ্ধ হন।[২] তিনি ভিন্ন অপর কেহ জগতে তেমন সুপ্রসিদ্ধ হয় নাই।[৩] "এই মহান্ ইন্দ্রের সুকৃত কর্মসমূহ বহু এবং মহান। (মনুষ্যগণ) উহাদিগকে কীর্তন করে।"[৪] বিশ্বামিত্র স্বয়ং ইন্দ্রের বহু কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন।

"বৃদ্ধ, বৃহৎ, স্তুত্য, অজর ও (নিত্য) যুবা ইন্দ্রকে নমস্কার দ্বারাই যজন করিতেছি; যজ্ঞার্হ যাঁহার মহিমা অপরিমিত দ্যাবাপৃথিবী পরিমাণ করিতে পারে না, পরিমাণ করিতে পারে না।

"ইন্দ্রের সুকৃত কর্মসমূহ বহু। সুকর্মা (হইয়া) যিনি এই পৃথিবীকে, (অন্তরিক্ষ-লোককে) এবং দ্যুলোককে তথা সূর্যকে ও উষাকে, উৎপন্ন করিয়াছেন, (উহাদিগকে রক্ষণার্থ তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট) ব্রতসমূহ সমস্ত দেবগণ (পালন করেন), হিংসা (বা উল্লঙ্ঘন) করেন না।"[৫]

"হে ইন্দ্র, বৃদ্ধপরায়ণ, বৃষভ, স্বরাট্, উগ্র, যুবা, স্থবির, সত্যবর্ধক, অজর, এবং বজ্রী, তথা বিশ্রুত এবং মহান্, তোমার বীর্যসমূহ নিশ্চয় মহান্।"[৬]

"গৃৎস (ইন্দ্র) অপর সকলকে প্রচ্যুত করত সর্বত্র বিচরণ করেন; এবং পুরুধ-প্রতীক (অর্থাৎ বহুশরীরধারী) হইয়া মহান্ কর্মসমূহ করেন। উগ্র, তুরাষাট্ এবং অভিভূত্যোজা ইনি যথেচ্ছ রূপ (ধারণ) করেন। জন্মমাত্রেই ত্বষ্টাকে অভিভূত করত চমসসমূহে (রক্ষিত) সোমকে চুরি করিয়া পান করেন।"[৭]

১। ঋক্‌সং, ৩।৩১।১৩; ৩।৩২।৮; ৩।৩৪।৬

২। "যঃ কর্মভির্মহদ্ভিঃ সুশ্রুতোহভূৎ" (ঋক্‌সং, ৩।৩৬।১)

৩। ঋক্‌সং, ৩।৩৩।১

৪। ঋক্‌সং, ৩.৩৪।৬

৫। ঋক্‌সং, ৩.৩২।৮

৬। ঋক্‌সং, ৩.৪৬।১

৭। ঋক্‌সং, ৩।৪৮।৩-৪

তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন,

"অন্যদন্যদস্থর্যং বসানা নি মায়িনো মমিরে রূপমস্মিন্" [১]

'মায়িগণ (= তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ) অপর অপর (অর্থাৎ নব নব) বীর্যকর্মসমূহ তাহাতে আরোপ করত (তাঁহার) রূপ নির্মাণ করেন।' তাহাতে তাঁহার রূপ অপরিমেয় হইয়া পড়ে। ভক্তের আন্তরিক স্তুতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি ঐ সকল রূপকে আশ্রয় করেন। উহাদিগকে তিনি তেমনভাবে বরণ করেন, যেমন স্ত্রী আপন সন্তানগণকে বরণ করিয়া থাকে। [২]

"গোপাজিহ্বস্য তস্থুষো বিরূপা
বিশ্বে পশ্যন্তি মায়িনঃ কৃতানি।" [৩]

'সমস্ত মায়িগণ অভয়বাণীপ্রদ এবং স্থিরতর (ইন্দ্রের) বিবিধ রূপ কর্মসমূহ দর্শন করেন।' এইরূপে বিশ্বামিত্র ঋষি মনে করেন যে ইন্দ্রের কর্মসমূহ তাঁহাতে আরোপিত ; সুতরাং উহাদের সম্পর্কিত তাঁহার রূপ কল্পিত, বাস্তব নহে।

কশ্যপ গোত্রিয় রেভ ঋষি বলিয়াছেন,

"হে বজ্রী, (স্ববল দ্বারা) দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত করে না ; মনুষ্যগণও না। তুমিই বল দ্বারা সর্ব জাতবস্তুকে অভিভূ (অর্থাৎ অতিক্রম করিয়া আছ)। (সেইহেতু) দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত করে না।" [৪]

"বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরঃ
সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বা বরিষ্ঠং বর আমুরিমুতো-
গ্রমোজিষ্ঠং তবসং তরস্বিনম্॥" [৫]

'সমস্ত (তত্ত্বজ্ঞ) মনুষ্যগণ পরস্পর সঙ্গত হইয়া অভিভূতর নেতাকে (ইন্দ্রকে) তক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা (নিজেদের) প্রকাশনার্থ ই ইন্দ্রকে উৎপন্ন করিয়া-

---

১। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৭
ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে ঋগ্বেদে'র ৩।৩৮ সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। উনি হয়ত প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র, অথবা প্রজাপতি বাচ্য, অথবা তাঁহারা উভয়েই অথবা বিশ্বামিত্র গাথীন।

২। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৮ ৩। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৯ ৪। ঋক্‌সং, ৮।৯৭।৯

৫। ঋক্‌সং, ৮।৯৭।১০ ; অথর্বসং, ২৩।৫৪।১ ;

ছেন, তাঁহাকে কর্মসমূহ দ্বারা বরিষ্ঠ এবং শত্রুগণের হন্তা, তথা উগ্র, ওজিষ্ঠ, প্রবৃদ্ধ ও বেগবান্ করিয়া বরণ করিয়াছেন।' সুতরাং বেদ ঋষিও মনে করেন যে, ইন্দ্রের কর্মসমূহ তাঁহাতে আরোপিত, তাঁহার রূপসমূহ কল্পিত।

বৃহস্পতির মতে মায়া—যে বেদবাণীর মর্মার্থ বুঝে না, তাহাকে নিন্দা করিতে বৃহস্পতি আঙ্গিরস ঋষি বলিয়াছেন,

"অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ
বাচং শুশ্রুবান্ অফলামপুষ্পাম্ ॥[১]

'যে ফল ও পুষ্প বিহীন বাণী (পড়ে এবং) শুনে,[২] সে অধেনু মায়া সহ বিচরণ করে।' আচার্য যাস্ক এই মন্ত্র অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৩] তিনি লিখিয়াছেন, "(বেদ-) বাণীর অর্থকে (বেদবিদ্‌গণ) পুষ্প-ফল বলেন।" অর্থ আবার ধর্ম ভেদে দ্বিবিধ। অভ্যুদয়লক্ষণ ধর্মে যজ্ঞ-বিজ্ঞান ও দেবতা-বিজ্ঞানই যথাক্রমে বেদবাণীর পুষ্প ও ফল; আর নিঃশ্রেয়সলক্ষণধর্মে দেবতা-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। যে বেদবাণীর মর্মার্থ বুঝে না, সে উহাকে পড়িলে কিংবা শুনিলেও এই বিজ্ঞানত্রয়ের কোনটা লাভ করে না। বেদবাণীকে ধেনুরূপে এবং অর্থকে উহা হইতে দোগ্ধব্য ক্ষীররূপে কল্পনা করিয়া বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন, যে বেদবাণীর অর্থ বুঝে না, বাণী তাহার পক্ষে প্রকৃত ধেনু নহে; কেননা, সে উহা হইতে দোগ্ধব্য ক্ষীর রূপ অভীষ্ট অর্থ লাভ করে না। তাহার পরিগৃহীত বাণী গাভী বলিয়া বোধ হয় বটে; পরন্তু অর্থরূপ দুগ্ধ দেয় না বলিয়া প্রকৃত গাভী নহে। সুতরাং উহা মায়িক গাভী মাত্র, বা গাভীর মায়া মাত্র। যাস্ক বলিয়াছেন উহা "বাক্‌প্রতিরূপা মায়া"[৪] অর্থাৎ উহা বাকের প্রতিরূপ মাত্র, প্রকৃত বাক্ নহে; সুতরাং মায়া।[৫] যে বেদকে পড়েও না, তাহাকে নিন্দার্থ ঋষি অতঃপর বলিয়াছেন,

---

১। ঋক্‌সং, ১০।৭১।৫

২। যদিও মূলে কেবল শুনার উল্লেখ আছে, পড়ার কথাও গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা ইহার অব্যবহিত পূর্বের মন্ত্রে ঋষি পড়া ও শুনা উভয়ের কথা বলিয়াছেন।

"উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচ-
মুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।" (ঋক্‌সং, ১০।৭১।৪)

৩। নিরুক্ত ১।২০

৪। "মায়য়া বাক্‌প্রতিরূপয়া" (যাস্ক)

৫। সায়ন বলেন, "যথা বন্ধ্যা পীনা গৌঃ কিং দ্রোণমাত্রং ক্ষীরং দোগ্ধীতি মায়াম্ উৎপাদয়ন্তী চরতি যথা বন্ধ্যো বৃক্ষঃ সকালে পল্লবাদিযুক্তঃ সন্ পুষ্পতি ফলতীতি ভ্রান্তিমুৎপাদয়ংস্তিষ্ঠতি তথা পাঠং প্রব্রুবাণশ্চরতীত্যর্থঃ।"

"যে সখিবিদ্ সখাকে (অর্থাৎ বেদকে) পরিত্যাগ করে, তাহার বাক্যে ভাগ (বা ভজনীয় অর্থ) নাই। যে উহাকে শুনে সে নিশ্চয় অলীকই শুনে; কেননা, সে সুকৃতের পন্থাকে প্রজ্ঞাত হয় না।"[১]
এইরূপে তিনি বলিয়াছেন যে, বেদব্যতিরিক্ত বাণী অলীক,[২] আর অর্থবোধ-বিরহিত বেদবাণী মায়া। যাহা যদ্রূপে প্রতীতি-গোচর হয়, পরন্তু বস্তুত তদ্রূপ নহে, তাহাই মায়া; অর্থাৎ যাহা প্রাতিভাসিক মাত্র, বাস্তব নহে, তাহা মায়া।

সৃষ্টিকরী মায়া কিংবিধ—যেহেতু বৃহদুক্থ ঋষি বেদে বর্ণিত ইন্দ্রের যুদ্ধাদি বীর্যকর্মসমূহকে স্পষ্টত মায়া বলিয়াছেন এবং যেহেতু তাঁহার লেখা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঐ মায়াকে তিনি স্বরূপত অবাস্তব কল্পনা বা প্রতিভাস মাত্র, সুতরাং সদসদনির্বচনীয় বলিয়া মনে করিতেন, সেইহেতু বোধ হয় যে, যে মায়া বা মায়াসমূহ দ্বারা ইন্দ্র ঐ বীর্যকর্মসমূহ করিয়াছিলেন বলিয়া বেদের বহুত্র নানা ঋষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, উহাকে বা উহাদিগকেও তিনি তদ্বৎ সদসদনির্বচনীয় মনে করিতেন। ইন্দ্রের জগদ্-ভবন কর্মকেও তিনি সেই প্রকার মনে করিতেন, না অন্য প্রকার মনে করিতেন তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। দধ্যঙ্ ঋষি ও গর্গ ঋষি বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র মায়া দ্বারা জগৎ হইয়াছেন। পরন্তু ঐ মায়া তাঁহারা কি সৎ, কি অসৎ, কি সদসদনির্বচনীয় মনে করিতেন তাহা বলেন নাই। বিশ্বামিত্র ঋষি কর্তৃক কায়ব্যূহের দৃষ্টান্ত হইতে মনে হইবে যে, ঐ মায়া যোগীর যোগশক্তির কিংবা মায়াবীর মায়া-শক্তির ন্যায় ইন্দ্রের বাস্তব শক্তি বিশেষ। তাহা হইলে তৎসৃষ্ট জগৎ প্রাতীতিক হইলেও সৃষ্টি এক হিসাবে সত্যই হয়।

অদ্বৈতবেদান্তাচার্য গৌড়পাদ বলেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"— এই শ্রুতি হইতে সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্ম মায়ারই দ্বারা "অভূতত" জগদ্রূপে উৎপন্ন হন।[৩] মায়া দ্বারা অভূতত উৎপত্তি কি প্রকার তাহা তিনি পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। ঋক্‌সং, ১০।৭১।৬ দেখ—তৈত্তিআ ১।৩।১০ ; ২।১৫ ; ঐতআ, ৩.২।৪ ; শাঙ্খাআ, ৮।৬

২। মূলে 'অলক' শব্দই আছে। সায়ন বলেন "অলকং অলীকং ব্যর্থমেব।" 'অলক' শব্দের প্রয়োগ 'ঋগ্বেদে'র আরও এক স্থলে আছে। (ঋক্‌সং· ১০।১০৮।৭) 'অথর্ববেদে' 'অলীক' শব্দের প্রয়োগ আছে। (অথসং, ৪।১৩।৫)

৩। মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩।২৩-৪

"যে সকল পদার্থকে উৎপন্ন হয় বলা যায়, সে সকল তত্ত্বত উৎপন্ন হয় না। উহাদের উৎপত্তি মায়োপম (বলিয়া বুঝিতে হইবে)। ঐ মায়াও (আবার প্রকৃতপক্ষে) নাই। যেমন মায়াময় বীজ হইতে তন্ময় (= মায়াময়) অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, যেমন উহা নিত্যও নহে, নাশবান্‌ও নহে, পদার্থসমূহেও (জন্মনাশাদি) তদ্বৎ বলিয়া যোজনা (করিতে হইবে)।[১]

আচার্য শঙ্কর বলেন, ঐ শ্রুতির 'মায়া' শব্দ "অভূতার্থপ্রতিপাদক।"[২] তিনি আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ মায়া মায়াবীর মায়ার ন্যায়; উহার দ্বারা সৃষ্ট জাগতিক পদার্থসমূহ মায়াবী কর্তৃক মায়া দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ-সমূহের ন্যায়।[৩] মায়াবীর একাধিক প্রকার মায়ার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন,—

(১) মায়াবী মায়া দ্বারা হস্তী, অশ্ব, প্রভৃতি বিচিত্র পদার্থসমূহ উৎপন্ন করিতে পারে।[৪]

(২) "মায়াবী কর্তৃক বিহিত মায়া অতি বিমল আকাশকে যেন পুষ্প-পল্লববাদিমান্‌ তরুসমূহের দ্বারা আকীর্ণ করে।"[৫]

(৩) মায়াবী আকাশে সূত্র নিক্ষেপ পূর্বক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তদবলম্বনে আকাশে আরোহণ করে;[৬] দৃষ্টির অতীতে গিয়া তর্জনগর্জন সহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়; এবং পরে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়।[৭]

মায়াবীর মায়া "অসদ্‌বস্তাত্মিকা বা অসত্য।" তাই শঙ্কর বলেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ ইত্যাদি শ্রুতি জগৎপ্রপঞ্চের অসত্যতা প্রতিপাদন করে[৮]; উহাকে ভ্রান্তি বলিয়া সিদ্ধ করে।[৯] জীবের সুষুপ্তস্বপ্নাদি অবস্থাসমূহের বিকাশ মায়াবীর

১। ঐ, ৪।৫৮-৯

২। "'ইন্দ্রো মায়াভিঃ' ইত্যভূতার্থপ্রতিপাদকেন মায়াশব্দেন ব্যপদেশাৎ।" (ঐ, ৩।২৪ ভাষ্য)।

৩। ঐ, ৩।২৩ ভাষ্য; আরও দেখ,—ঐ, ১।১৭; ২।১৯, ভাষ্য।

৪। ঐ, ১।২৭; ৩।২৭ ভাষ্য। মায়া-হস্তীর দৃষ্টান্ত গৌড়পাদও দিয়াছেন,

"যেমন উপালম্ভ ও সমাচার বশত 'মায়াহস্তী (আছে)' বলা হয়, তেমন উপালম্ভ ও সমাচার বশত "বলা হয় যে 'বস্তু আছে'।" ঐ, ৪।৪৮।

৫। ঐ, ২।১১ ভাষ্য।

৬। মায়া দ্বারা আকাশে আরোহণের উল্লেখ বেদেও পাওয়া যায়। ঋক্‌সং, ৮।১৪।১৪, অথর্বসং, ২০।২৯।৪।

৭। ঐ, ১।৭ ভাষ্য।

৮। মাণ্ডুক্য-কারিকা, ২।৩১ ভাষ্য।

৯। ঐ, ৩।১৮ ভাষ্য।

সূত্রপ্রসারণের সমান, এবং তৎস্থ প্রাজ্ঞতৈজসাদি সূত্রারূঢ় মায়াবীর সমান। পরমার্থ মায়াবী সূত্র এবং তদারূঢ় মায়াবী হইতে ভিন্ন। সে সতত ভূমিষ্ঠই থাকে, পরন্তু মায়াচ্ছন্ন থাকাতে অদৃশ্যমানই থাকে। তুরীয়াখ্য পরমার্থ তত্ত্বও ঠিক সেই প্রকারই। মায়াবী-কৃত মায়াদির সতত্ত্ব-চিন্তায় বিদ্বানের আদর হয় না। সেই প্রকার সৃষ্টি-চিন্তায় পরমার্থচিন্তক বিদ্বান্‌গণ আদর করেন না। মুমুক্ষু আর্যদিগের আদর তুরীয়াখ্য পরমার্থতত্ত্বেরই চিন্তায় হয়, নিষ্প্রয়োজন সৃষ্টিতে হয় না। ঐ শ্রুতি হইতে এই সকলও সিদ্ধ হয় বলিয়া শঙ্কর মনে করেন।[১]

শঙ্কর বলেন, ঐ শ্রুতিতে উক্ত মায়াকে 'প্রজ্ঞা' বলিতে হইলে "অবিদ্যারূপা ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞা" বলিয়া মনে করিতে হইবে; ইন্দ্রিয়প্রজ্ঞার অবিদ্যাময়ত্ব হেতু মায়াত্ব অভ্যুপগম করিলে দোষ হয় না।[২] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "নামরূপ-ভূতকৃতমিথ্যাভিমান সমূহই ঐ প্রজ্ঞাসমূহ,[৩] উহারা অবিদ্যাপ্রজ্ঞাসমূহ।"

গৌড়পাদ বলিয়াছেন, "সা চ মায়া ন বিদ্যতে।" শঙ্কর বলেন, "অভিপ্রায় এই যে 'মায়া' ইহা অবিদ্যমানেরই আখ্যা।"[৪]

১। ঐ, ১৭ ভাষ্য

২। ঐ, ৩২৪ ভাষ্য।   ৩। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরো মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ নামরূপভূতকৃত-মিথ্যাভিমানৈর্বা, ন তু পরমার্থতঃ," ইত্যাদি। (বৃহউ ২।৫।১৯ ভাষ্য)।

৪। মাণ্ডুক্যকারিকা, ৪।৫৮ ভাষ্য

এই বচনের তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। গৌড়পাদশঙ্করাদি অদ্বৈতবেদান্তাচার্যগণ মনে করেন যে, ব্রহ্মে মায়া প্রকৃত পক্ষে নাই,—থাকিতে পারে না। তথাপি অজ্ঞানদশায় প্রয়োজন বশত ব্রহ্মে উহার সদ্ভাব অবশ্যই অভ্যুপগম করিতে হয়। অজ্ঞানদশায় জীবের জগতের জ্ঞান থাকে। তাহার উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্রহ্মে মায়াশক্তির সদ্ভাব অভ্যুপগম করিতে হয়; অন্যথা ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ করা যায় না। তখন মায়া ব্রহ্মে সত্য সত্যই আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে ঐ প্রয়োজন থাকে না। তখন জগতের জ্ঞান থাকে না। সেই কারণে জগতের উৎপত্তি বিচার করিতে হয় না। তাই ব্রহ্মে মায়াশক্তির সদ্ভাব অভ্যুপগম করিতে হয় না। তখন অবগতি হয় যে, পূর্বে অজ্ঞানদশায় যাহা ব্রহ্মে সত্য সত্যই ছিল বলিয়া বোধ হইত, সেই মায়া প্রকৃতপক্ষে নাই। তাই গৌড়পাদ বলিয়াছেন "সা চ মায়া ন বিদ্যতে"; আর শঙ্কর বলিয়াছেন, মায়া অবিদ্যমানেরই আখ্যা। এইখানেই অপর বেদান্তবাদিগণ হইতে অদ্বৈতবেদান্তবাদিগণের পার্থক্য। (দেখ—ব্রহ্মসূত্র ১।৪।৩ ও ২।১।১৪ শঙ্করের ভাষ্য)।

ইন্দ্র মায়াতীত

কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন, ইন্দ্র মায়াতীত,—মায়া ইন্দ্রে বস্তুত নাই। কেননা, ইন্দ্র ঋতময়, আর মায়া অনৃত। সুতরাং ইন্দ্রে মায়া থাকিতে পারে না। যথা, কশ্যপ-গোত্রীয় অবৎসার ঋষি ইন্দ্রকে বলেন,

"শ্রিয়ে সুদৃশীরুপরস্য যাঃ স্ব-
বিরোচমানঃ ককুভামচোদতে।
সুগোপা অসি ন দভায় সুক্রতো
পরো মায়াভির্ঋত আস নাম তে॥"[১]

'তুমি স্বস্বরূপে বিরোচমান। উপরের এবং অচোদকের যাহা সর্বদিকে সুদৃশী, (তাহা প্রাণিগণের) কল্যাণার্থই। হে সুক্রতু, তুমি (প্রাণিগণের) সুপরিপালক, (তাহাদের) বধের জন্য নহে। তুমি মায়াসমূহের পরে; (কেননা,) তোমার নাম ঋতে আছে।'

ইন্দ্র নিত্যই স্বস্বরূপে বিদ্যমান আছেন। এই যে পরিদৃশ্যমান রমণীয় জগৎ, তিনি ইহার উপরে বা অতীত। তিনি ইহাকে চোদিতও করেন না। তথাপি বলা হয় যে—এই জগৎ তাঁহাতে আছে; তিনি ইহাকে চোদিত করিয়াছেন,—তিনিই স্বেচ্ছায় মায়া-শক্তি দ্বারা জগৎ হইয়াছেন। ঐ দৃষ্টিতে ইন্দ্র সত্য-সঙ্কল্প! তিনি জীববর্গের উত্তম রক্ষক; সুতরাং কল্যাণকামী, অকল্যাণকামী নহেন। অতএব জীবের মঙ্গলজনক সঙ্কল্পই তিনি করেন। তাঁহার সঙ্কল্প আবার ব্যর্থ হয় না; সত্যই হয়! তাই তিনি 'সুক্রতু' নামে অভিহিত হইয়াছেন। জীবের কল্যাণার্থই তিনি জগদ্ভবনে ক্রতু করিয়াছিলেন এবং মায়া দ্বারা জগৎ বিস্তার করিয়াছেন। মায়িক জগতের মোহে আবদ্ধ রাখিয়া জীবের সর্বনাশ করিবার বাসনা তাঁহার ছিল না এবং নাই। এই প্রকারই মনে করা হয় এবং বলা হয় বটে। পরন্তু, প্রকৃত পক্ষে, যে মায়া দ্বারা তিনি জগৎ হইয়াছেন, বলা হয়, সেই মায়া তাঁহাতে নাই; তিনি মায়াতীত। তিনি ঋতের অন্তর্গত। অপর পক্ষে, মায়া অনৃত। সেইহেতু মায়া তাঁহাতে থাকিতে পারে না। ইহাই অবৎসার ঋষির উক্ত বচনের মর্মার্থ।

বিবর্তবাদ

পূর্ব প্রকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে—বেদের মতে ব্রহ্ম মায়া দ্বারাই জগৎ হইয়াছেন। কোন কোন ঋষি আরও বলিয়াছেন—ঐ মায়াও বস্তুত ব্রহ্মে নাই।

১। ঋ. ৫।৪৪।২

সুতরাং তদ্ধেতু ব্রহ্মের কোন পরিবর্তনই হইতে পারে না। কোন কোন বেদ-মন্ত্র হইতে মনে হয়, যোগীর যোগশক্তি বা মায়াবীর মায়াশক্তির ন্যায়, মায়া ব্রহ্মের জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী অচিন্ত্য শক্তিবিশেষ। তাহা মানিলেও বলিতে হয় যে ঐ শক্তির বিকাশ এবং সঙ্কোচ-রূপ সৃষ্টি এবং প্রলয় দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। অতএব ব্রহ্ম বস্তুত জগৎ না হইয়াও হইয়াছেন বলিতে হইবে।[১] যাহা হউক, এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ শ্রুতি-প্রমাণও আছে। যথা, 'শুক্লযজুর্বেদে' আছে

"প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্ত-
রজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা-
স্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা॥"[২]

'প্রজাপতি গর্ভমধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি উৎপন্ন না হইয়াও বহুরূপে উৎপন্ন হন। পণ্ডিতগণ তাঁহার যোনি পরিদর্শন করেন। সমস্ত ভুবন তাঁহাতে অবস্থিত।' এখানে বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে, এই মন্ত্রের "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" বাক্যের অর্থ 'প্রজাপতি স্বয়ং অজ হইয়াও বহুরূপে উৎপন্ন হন'——এরূপ হইতে পারে না। কেননা, শুক্লযজুর্বেদে'র একাধিক স্থলে, তথা অপর বেদেও, স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে প্রজাপতি "জাত"।[৩] বর্তমান মন্ত্রেও তাঁহার যোনির ("তস্য যোনিং") উল্লেখ থাকায় অনায়াসে বুঝা যায় যে প্রজাপতি অজ নহেন। সুতরাং ঐ শ্রুত্যংশের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, 'প্রজাপতি বস্তুত জগৎ না হইলেও, জগৎ হইয়াছেন বলিয়া কথিত হন।' ভাষ্যকারেরাও উহার ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মন্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে অন্যত্রও পাওয়া যায়।[৪]

১। আচার্য গৌড়পাদ লিখিয়াছেন,

"নেহ নানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ॥"
—(মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।২৪)

২। বাজসং (মাধ্য), ৩১।১৯ ; কাণ্বসং, ৩৫।২।৩ ৩। পরে দেখ।

৪। তৈত্তিআ, ৩।১৩।৩ (দ্বিতীয়ার্দ্ধের পাঠ এই "তস্য ধীরা পরিজানন্তি যোনিং মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ") 'অথর্ববেদে' (১০।৮।১৩) আছে,

"প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্ত-
রদৃশ্যমানো বহুধা বি জায়তে।
অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান
যদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ॥"

বেদান্তদর্শনের অর্বাচীন কালের সংজ্ঞানুসারে ঐ মতকে বিবর্তবাদ বলা হয়। বিবর্ত ও পরিণামের লক্ষণ এই প্রকারে নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"[১]

'যখন কোন বস্তু হইতে তত্ত্বত অর্থাৎ সত্য সত্যই গুণান্তর বা রূপান্তর যুক্ত অপর প্রকারের বস্তু উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে 'পরিণাম' বলা হয়। আর যখন মূলবস্তু অতত্ত্বত অর্থাৎ সত্য সত্যই গুণান্তরিত বা রূপান্তরিত না হইয়াও অসত্যভাবে অপর বস্তুরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে 'বিবর্ত' বলে।'

"পূর্বাকারাপরিত্যাগাদপরঃ প্রতিভাতি চেৎ।
বিবর্তঃ স পরিজ্ঞেয়ো দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ॥"

'পূর্বরূপ পরিত্যাগ ব্যতীতও যদি অপর রূপ প্রতিভাত হয়, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব, তবে তাহা বিবর্ত বলিয়া জানিও।' ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতম বলেন, যাহাতে গুণান্তর প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা পরিণাম।[২] তাঁহার ভাষ্যকার আচার্য বাৎস্যায়ন উহাকে আরও বিশদ করিয়াছেন।

"পরিণামশ্চাবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিরিতি।"[৩]

'অবস্থিত দ্রব্যের পূর্বধর্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্মান্তরের উৎপত্তি পরিণাম।' যোগদর্শনের ভাষ্যকার আচার্য ব্যাসও পরিণামের সেই লক্ষণ দিয়াছেন।[৪] বিকারের লক্ষণ বাৎস্যায়ন এই প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন,—

১। সদানন্দের 'বেদান্তসারে' ধৃত।

২। "ন পয়সঃ পরিণামগুণান্তরপ্রাদুর্ভাবাৎ"—(ন্যায়সূত্র, ৩।২।১৬)

৩। "পয়সঃ পরিণামো ন বিনাশ ইত্যেক আহ। পরিণামশ্চাবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিরিতি। গুণান্তরপ্রাদুর্ভাব ইত্যপর আহ। সতো দ্রব্যস্য পূর্বগুণনিবৃত্তৌ গুণান্তর-মুৎপদ্যত ইতি।"

৪। "অথ কোঽয়ং পরিণামঃ অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ।" —(যোগসূত্র, ৩।১৩ ব্যাসভাষ্য) মহর্ষি পতঞ্জলি পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গের ত্রিবিধ পরিণামের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, ধর্মপরিণাম, অবস্থাপরিণাম ও লক্ষণপরিণাম।

"অস্তু বিকারধর্ম্মো দ্রব্যসামান্যে যদাত্মকং দ্রব্যং মৃদ্বা সুবর্ণং বা তস্যাত্মনোঽন্বয়ে পূর্ব্বো ব্যূহো নিবর্ততে ব্যূহান্তরং চোপজায়তে তং বিকারমাচক্ষতে।" [১]
অর্থাৎ যাহাতে দ্রব্যসামান্যের কোন পরিবর্তন হয় না, কেবল পূর্ব ব্যূহের নিবৃত্তি হইয়া অপর ব্যূহের আবির্ভাব হয়, তাহা বিকার। উহার দৃষ্টান্ত মৃত্তিকা দ্বারা ঘটশরাবাদি নির্মাণ, সুবর্ণ দ্বারা হারকেয়ূরাদি নির্মাণ। ঐ সকল স্থলে সামান্য দ্রব্য মৃত্তিকা বা সুবর্ণ সর্ব পদার্থে সর্বদা একরূপই থাকে। এই সকল লক্ষণানুসারে বলিতে হয় যে, পূর্বোক্ত বাজসনেয় শ্রুতিতে বর্ণিত ব্রহ্মের জগদ্ভবন বিবর্তই, পরিণাম কিংবা বিকার নহে।

বিবর্ত সম্বন্ধে আচার্য ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন

"একস্য তত্ত্বাদপ্রচ্যুতস্য ভেদানুকারেণাসত্যবিভক্তান্যরূপোপগ্রাহিতা বিবর্তঃ। স্বপ্নবিষয়প্রতিভাসবৎ।" [২]

"অবিদ্যাকারণং জন্মপরিণামাসংসর্গঃ বিবর্তম্।" [৩]
এইরূপে দেখা যায়, আচার্য ভর্তৃহরির মতে বিবর্তের কারণ অবিদ্যা এবং বিবর্তিত রূপ স্বপ্নের ন্যায় অসত্য। বেদে তাহার সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় কি না দেখিতে হইবে।

অবিদ্যাবাদ ও অধ্যাসবাদ

পূর্ব প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'শুক্লযজুর্বেদে'র মতে ব্রহ্ম বস্তুত জগদ্রূপ না হইলেও, হইয়াছেন বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। ইহসংসারেও সেই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা, রজ্জুসর্প, মৃগতৃষ্ণিকা, শুক্তিকারজত, দ্বিচন্দ্র প্রভৃতি। যখন রজ্জুকে সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন রজ্জু সত্য সত্যই সর্প হয় না। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, যে কালে এক ব্যক্তি উহাকে সর্পরূপে দেখিতেছে, সেই কালেই পার্শ্বস্থ অপর ব্যক্তি যাহার ভ্রম মোটেই

১। ন্যায়সূত্র, ২।২।৪৫, বাৎস্যায়ন ভাষ্য। সাংখ্যমতে, যাহার পূর্বধর্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্মান্তরের উৎপত্তি হয় তাহাকে 'প্রকৃতি' বলা হয় এবং উৎপন্ন ধর্মান্তরকে 'বিকার' বলা হয়। বাৎস্যায়নও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। (ন্যায়সূত্র, ৪।২।৩, বাৎস্যায়ন ভাষ্য)।

২। 'বাক্যপদীয়,' ভর্তৃহরি বিরচিত, প্রথম কাণ্ড, তৎকৃত বৃত্তি সহিত অধ্যাপক শ্রীচারুদেব শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৯১ বিক্রমসংবৎ, ১।১ বৃত্তি।

৩। ঐ, ১।১২। বৃত্তি।

হয় নাই, অথবা পূর্বে হইয়া থাকিলেও তখন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহাকে রজ্জু দেখিতেছে। মরুভূমিতে রৌদ্রের উত্তাপকে যখন জল বলিয়া মনে হয়, তখন যদি সত্য সত্যই ওখানে জল থাকিত তবে লোক তথায় গিয়া ভূমিকে আর্দ্র দেখিত। অপর দৃষ্টান্তসমূহের স্থলেও সেই প্রকার কথা। এখন প্রশ্ন— এক বস্তু অপর বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় কেন? তাহার মূল হেতু অবশ্যই অজ্ঞান। রজ্জুর সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে, উহাকে কখনও সর্প বলিয়া মনে হইত না। আবার সর্প প্রতীতি হওয়ার পরও যখনই রজ্জুর জ্ঞান হয়, তখনই সর্প প্রতীতি বিদূরিত হয়। সুতরাং রজ্জুর স্বরূপের অজ্ঞানই, উহাতে সর্পভ্রান্তির মূল কারণ। এই দৃষ্টান্তানুসারে অনুমান হয় যে, ব্রহ্মের জগদ্ভবনের, অথবা খুব ঠিক ঠিক বলিতে, ব্রহ্মে জগৎ-প্রতীতির মূল কারণ অজ্ঞান। ব্রহ্মের স্বরূপের অজ্ঞান বশতই উহাতে জগদ্‌জ্ঞান সম্ভব হইয়াছে। বিশ্বকর্মা ঋষি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম আপন স্বরূপ আবৃত করিয়াই জগদ্রূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন ("প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ")।[১] এই তত্ত্বের বিস্তার করিয়া উপনিষদে বলা হইয়াছে,

"তদেতৎ ত্রয়ং সদেকময়মাত্মা একঃ সন্নেতৎ ত্রয়ং তদেতদমৃতং সত্যেন ছন্নং, প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং (? সত্ত্বং) তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ।"[২]

ইহারা (নাম, রূপ ও কর্ম্ম) তিন হইয়াও এক। আত্মা এক হইয়াও (দেহরূপে ভেদরহিত হইয়াও) এই তিন। সেই (প্রসিদ্ধ) এই অমৃত সৎ ও ত্যৎ দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রাণই (=ব্রহ্মই) অমৃত। নাম ও রূপ সত্য অর্থাৎ সৎ ও ত্যৎ উভয়ই)। উহাদের দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত।" যাহা আচ্ছাদিত, তাঁহার স্বরূপ অবশ্যই অজ্ঞাত। রজ্জুর জ্ঞান হইলে উহাতে সর্প-ভ্রান্তি থাকে না। সেইরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎজ্ঞান থাকে না। শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে[৩] যে, বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মকে জানিলেই জীব মুক্ত হয়—অমৃতত্ব লাভ করে।

"য ইতত্ত্বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ"

১। ঋক্‌সং, ১০।৮১।১ ২। বৃহউ, ১।৬।৩ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৪।৪।৩

৩। পূর্বে দেখ।

'যাঁহারা তাহাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব লাভ করেন।'

"যস্তং বেদ স তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" — (printed:) "যস্তং তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে"

'যিনি তাহাকে জানেন, তিনি তাহাতে সম্যক্ স্থিত হন।'

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"

'তাঁহাকেই জানিয়া (জীব) অতিমৃত্যু প্রাপ্ত হয়।'

"তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ"

'তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করে)।'

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"

'তাঁহাকে এই প্রকারে জানিয়া (জীব) ইহশরীরে (থাকিতেই) অমৃত হয়।' 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' এই প্রকার বচন বহু আছে। যথা,

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।"[১]

'দেবকে (অর্থাৎ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে) জানিলে সমস্ত বন্ধন নাশ হয় এবং ক্লেশ-সমূহ ক্ষয় হওয়াতে জন্ম-মৃত্যু নিবৃত্ত হয়।'

"জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ"[২]

'দেবকে জানিয়া সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হয়।'

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"[৩]

'যাহারা ইহাকে জানে তাহারা অমৃত হয়।' ইত্যাদি।[৪] অপরাপর উপনিষদেও ঐ প্রকার বচন পাওয়া যায়।[৫] শ্রুতিতে ইহাও বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অপর কোন উপায় নাই।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

এইরূপে জ্ঞানকে মুক্তির একমাত্র কারণ বলাতে ভববন্ধনের অজ্ঞানজত্ব এবং অধ্যাসত্ব সিদ্ধ হয়। আচার্য সুরেশ্বর তাহা বলিয়াছেন।

১। শ্বেতউ, ১।১১
২। শ্বেতউ, ২।১৫ ; ৪।১৬ ; ৫।১৩ ; ৬।১৩
৩। শ্বেতউ, ৩।১, ১০, ১৩ ; ৪।১৭
৪। আরও দেখ—শ্বেতউ, ৩।৭ ; ৪।১৪ ; ১৫
৫। যথা,—

"তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।"—(কঠউ, ২।৩।৮)

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানি-
নাঁন্তঃ পন্থাশ্চেতি ভূয়ো শ্রুতোক্তিঃ।
জপ্তেঃ সাক্ষান্মুক্তিহেতুত্বসিদ্ধা-
বধ্যাসত্বং বন্ধনস্যার্থসিদ্ধম্ ॥"[১]

তিনি উহার যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। লোকে দেখা যায় ঘটাদি সত্য বস্তু প্রহারাদি কর্ম দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে; জ্ঞান দ্বারা উহাদের নাশ হয় না। পক্ষান্তরে, রজ্জুসর্প শুক্তিকারজতাদি অজ্ঞানজ মিথ্যা বস্তু একমাত্র অধিষ্ঠান বস্তুর জ্ঞান দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। কোন কর্ম দ্বারা উহাদিগকে ধ্বংস করা যায় না। ইহা সকলের প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং যেহেতু বেদে আছে যে জীবের বন্ধন জ্ঞান দ্বারাই নাশ হয়, সেইহেতু বলিতে হয় যে, উহা অজ্ঞানজ।[২]

স্বকৃত শারীরকভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে আচার্য শঙ্কর অধ্যাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন।

"অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ"

অর্থাৎ যে বস্তু যাহা বা যদ্রূপ নহে, সেই বস্তুকে তাহা বা তদ্রূপ বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই অধ্যাস।'

"অন্যস্য অন্যধর্মাবভাসতা"

'এক বস্তুতে অন্য বস্তুর বা ধর্মের অবভাসের নাম অধ্যাস'। যে প্রত্যয় বা জ্ঞান অবসন্ন বা অবমত হয় অর্থাৎ প্রত্যয়ান্তর দ্বারা যাহার বাধ হয়, সেই জ্ঞানকে অবভাস বলে।[৩] এই সংজ্ঞানুসারে বলিতে হয় 'শুক্লযজুর্বেদো'ক্ত ব্রহ্মে জগৎপ্রতীতি অধ্যাসই।

১। 'স্বারাজ্যসিদ্ধি', আচার্য সুরেশ্বর-প্রণীত, স্বামী ভাস্করানন্দ-কৃত টীকা সহিত।

২। "সত্যং ভাবং ন নিবৃত্তিমুপনয়তি যতঃ কর্মনাশ্যো ঘটাদি-
মিথ্যাভূতং চ কর্ম ক্ষপয়তি ন তথা বিত্তিঘাতাঃ যতস্তৎ।
ইত্থং সিদ্ধে বিভাগে শ্রুতিশিখরগিরা বিত্তিঘাতাঃ প্রতীতো
বন্ধো মিথ্যেতি সিদ্ধে ন তদপহৃতয়ে কর্মজাতং সমর্থম্ ॥"
—(স্বারাজ্যসিদ্ধি, ১।৬)

৩। "অবসন্নঃ অবমতঃ বা ভাসঃ অবভাসঃ প্রত্যয়ান্তরবাধঃ চ অস্য অবসাদঃ অবমানঃ বা।"
—'ভামতী', অধ্যাস ভাষ্য টীকা।

জগন্মিথ্যাবাদ

অজ্ঞানজ প্রতীতি জ্ঞানোদয়ে অবশ্যই থাকে না। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, দেখা যায়, রজ্জুসর্প, শুক্তিকারজত, প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্থলে রজ্জু, শুক্তিকা, প্রভৃতি অধিষ্ঠান বস্তুর জ্ঞান হইলে সর্প, রজত, প্রভৃতি প্রতীতি বিদূরিত হয়। জীবের সংসারবন্ধন অজ্ঞানজ। সেই হেতু জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাহাতে জগৎবোধ হয়। সুতরাং ব্রহ্মকে জানিলে জগৎ থাকে না। পূর্বে সর্বাতীতভবন-প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদের মতে জীব যথোচিত সাধন বলে সর্বাতীত হইতে পারে। তথায় তাহার দৃষ্টান্তও উল্লিখিত হইয়াছে। প্রপঞ্চবিলয়-প্রকরণে তাহার শ্রুতি-প্রদর্শিত সাধনও বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ থাকে না। উপনিষদে তাহার আরও প্রমাণ আছে। ব্রহ্মবিদ্ শ্রেষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিয়াছেন

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাহভয়ং রূপং "তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকাম-মকামং রূপং শোকান্তরম্।"[১]

'উহা ইহার (জীবের) অতিচ্ছন্দ, অপহতপাপ্ম এবং অভয় রূপ। যেমন প্রিয়তমা স্ত্রী দ্বারা সম্পরিষক্ত হইলে পুরুষ বাহ্য কিংবা আভ্যন্তর কিছুই জানে না, ঠিক সেই প্রকারেই প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বারা সম্পরিষক্ত হইয়া জীব বাহ্য বা আন্তর কিছুই জানে না। উহা তাহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম এবং অশোক স্বরূপ।' তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তখন সমস্ত পূর্ব জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। "পিতার পিতৃত্ব থাকে না, মাতার মাতৃত্ব থাকে না। লোক অলোক হয়, বেদ অবেদ হয়, চোর অচোর হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চাণ্ডাল অচাণ্ডাল হয়, পৌল্কস অপৌল্কস হয়, শ্রমণ অশ্রমণ হয় এবং তাপস অতাপস হয়। তখন (জীব) পাপ ও পুণ্য দ্বারা অসম্বদ্ধ হয়। তখন নিশ্চয়ই হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়।"[২] তখন

১। বৃহউ, ৪।৩।২১; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।১।২১—কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)

২। বৃহউ, ৪।৩।২২; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।১।২২ (ঈষৎ পাঠান্তরে)

"ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।"[১]

তবে সেই দ্বিতীয় (বস্তু) থাকে না, যাহাকে উহা হইতে ভিন্নরূপে দেখিবে।' সেই প্রকার "জিঘ্রেৎ" (আঘ্রাণ করিবে), "রসয়েৎ"[২] (=আস্বাদন করিবে), "বদেৎ" (=বলিবে), শৃণুয়াৎ" (=শুনিবে), "মন্বীত" (=মনন করিবে), "স্পৃশেৎ" (=স্পর্শ করিবে) এবং "বিজানীয়াৎ" (=বিশেষরূপে জানিবে) পাঠভেদেও এই শ্রুতিবচনের পুনরুল্লেখ আছে।[২] সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু থাকে না এবং ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াও থাকে না। তখন জীব সম্যক্‌রূপে এক এবং অদ্বৈত হয়।

"সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবতি।"[৩]

তাই তিনি ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন,

"ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি"[৪]

'মুক্তিতে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না।' কেহ হয়ত বলিবেন যে, মুক্তদশায় দ্বৈতবোধ না থাকিলেও সংসারদশায় দৃষ্ট দ্বৈতজগৎ সত্য। অন্ততঃ যাজ্ঞবল্ক্যের মত তাহা নয়। কেননা তিনি জনককে বলেন

"যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেদন্যোঽন্যদ্রসয়েদ-ন্যোঽন্যদ্বদেদন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াদন্যোঽন্যন্মন্বীতান্যোঽন্যৎ স্পৃশেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ।"[৫] 'যখন অন্য যেন থাকে, তখন অন্যে অন্য বিষয় দর্শন করে, অন্যে অন্য বিষয় আঘ্রাণ করে, অন্যে অন্য বিষয় আস্বাদন করে, অন্যে অন্য বিষয় বলে, অন্যে অন্য বিষয় শ্রবণ করে, অন্যে অন্য বিষয় মনন করে, অন্যে অন্য বিষয় স্পর্শ করে এবং অন্যে অন্য বিষয় বিশেষভাবে জানে।' মৈত্রেয়ীকে তিনি সেই প্রকারে বলেন,

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি।

১। বৃহউ, ৪।৩।২৩ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।১।২৩ ; ১৪।৭।৩।১৬

২। বৃহউ, ৪।৩।২৪-৩০ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।১।২৪-৩০ ; ১৪।৭।৩।১৭-২৩

৩। বৃহউ, ৪।৩।৩২ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।১।৩১

৪। বৃহউ, ২।৪।১২ ; ৪।৫।১৩ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৪।১২ ; ১৪।৭।৩।১৩

৫। বৃহউ, ৪।৩।৩১ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।৩।২৪ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)

যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।"[১] "কেননা, যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দেখে, অপরে অপরকে আঘ্রাণ করে, অপরে অপরকে আস্বাদন করে, অপরে অপরকে অভিবাদন করে, অপরে অপরকে শ্রবণ করে, অপরে অপরকে মনন করে, অপরে অপরকে স্পর্শ করে, এবং অপরে অপরকে বিশেষভাবে জানে। পরন্তু যখন সমস্ত ইহার (জীবের) আত্মাই হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিসের দ্বারা কাহাকে আস্বাদন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে মনন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে স্পর্শ করিবে? এবং কিসের দ্বারা কাহাকে বিশেষভাবে জানিবে?" এই বচনদ্বয়ে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, দর্শনাদি ক্রিয়াকালেও উহাদের বিষয় ("অন্যৎ," "দ্বৈত"), মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, প্রকৃত সত্য নহে। অন্যথা 'ইব' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না।

সুষুপ্তি অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন।[২] তাহাতে কেহ কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে, উহার পূর্ববর্তী, তথা পরবর্তী, স্বপ্নাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি "যত্র অন্যদিব স্যাৎ" ইত্যাদি বলিয়াছেন। সুতরাং "ইব" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা তিনি যে 'অন্যৎ'কে বা দ্বৈতজগৎকে অবাস্তব বলিয়াছেন উহা স্বপ্ন-দৃষ্ট জগৎই, জাগ্রৎকালেও পরিদৃশ্যমান এই জগৎ নহে! স্বপ্ন জগৎ যে অবাস্তব, মিথ্যা, যাজ্ঞবল্ক্য পরিষ্কার তাহা বলিয়াছেন।[৩] পরন্তু দৃষ্ট এই জগৎ তাদৃশ নহে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে অবাস্তব বলেন নাই। যাহা হউক, ঐ শঙ্কা বিচারসহ নহে। কেননা, যাজ্ঞবল্ক্য জনককে যাহা বলিয়াছেন,—"যত্র অন্যদিব স্যাৎ" ইত্যাদি, মৈত্রেয়ীকেও সেই প্রকার বলিয়াছেন "যত্র হি দ্বৈতমিব" ইত্যাদি। মৈত্রেয়ীর নিকট তিনি এই জগতেরই

১। বৃহউ, ৪।৫।১৫ : ২।৪।১৪ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে) : শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৪।১৫-৬ (কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তরূপে)

২। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন, "সুষুপ্তং প্রকৃত" ইত্যাদি। (বেদান্ত ভাষ্য, ২।৩।১৮)

৩। পরে দেখ।

অবাস্তবতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে কোন সংশয় নাই। বস্তুত মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে জাগ্রৎস্বপ্নাদির প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং জনকের নিকটও তিনি সেই জগতেরই অবাস্তবতা প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিতে হইবে। অধিকন্তু ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ইহা স্পষ্টত বলিয়াছেন যে,

"এষ ব্রহ্মলোকঃ ··· এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোস্য পরম আনন্দঃ" ইত্যাদি।[১] ইহা ব্রহ্মই। ... ইহা তাহার (জীবের) পরম গতি, তাহার পরম সম্প্রাপ্তি এবং তাহার পরম আনন্দ।' কেবল সুষুপ্তিকে এই প্রকার বলা যায় না।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন উহা তাহার "আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম এবং অশোক রূপ।" অতিচ্ছন্দ, অপহতপাপ্ম, অভয় এবং অশোক রূপ," জনককে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে

'যোহকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম···ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।"[৩]

যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম···তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মে লয় হন। এইরূপে নিশ্চিত হয় যে, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা তুরীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জনককে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং "যত্র অন্যদিব স্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যে তৎপূর্ববর্তী অবস্থাত্রয়গত জগতেরই অর্থাৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চেরই অবাস্তবতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রহ্মাত্মৈক্যাবস্থায় যে জীবের, তাঁহার মতে, জগৎজ্ঞান থাকে না ("ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্"), দ্বৈত থাকে না, তাহা স্পষ্ট। তখন জীবের চৈতন্য থাকে না বলিয়াই যে দ্বৈত জগৎজ্ঞান থাকে না তাহা নহে। কেননা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন

"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি—নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেবিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।"

ইত্যাদি।[৪] "(জীব) যে তখন দেখে না, সে বস্তুত দেখিয়াও দেখে না। কেননা দ্রষ্টার দৃষ্টির লোপ হয় না, কারণ উহা অবিনাশী। পরন্তু সেই দ্বিতীয়

১। বৃহউ, ৪।৩।৩২

২। শ্রুতি মতে সুষুপ্তি অবস্থায়ও জীবের পরমানন্দ লাভ হয় (বৃহউ, ২।১।১৯ ; প্রশ্নউ, ৪।৬) উহাতে জীব ব্রহ্ম সম্পন্ন হয় (বৃহ, ৪।১।৩৪ ; ছান্দোউ, ৬।৮।১ : প্রশ্নউ, ৪।৭,৯,১০)। পরন্তু সুষুপ্তি জীবের পরমগতি কিংবা পরম সম্পদ্ নহে। উহা জীবের মুক্তি নহে। উহাতে জীব অতিচ্ছন্দ ও অপহতপাপ্ম হয় না।

৩। বৃহউ, ৪।৪।৬ ৪। বৃহউ, ৪।৩।২৩– ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।১।২৩–,

বস্তু থাকে না, যাহাকে উহা হইতে ভিন্ন রূপে দেখিবে' ইত্যাদি। সুতরাং বিষয়াভাব বশতই জ্ঞানাভাব হয়, চৈতন্যাভাব বশত নহে। আচার্য শঙ্কর একটা দৃষ্টান্ত সহায়ে তাহা অতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। সূর্য্যের আলোক আকাশের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আসে। ভূপৃষ্ঠে উহা দৃষ্ট হয়। পরন্তু আকাশে আলোকের সদ্ভাব ব্যক্ত হয় না। ঐ অনভিব্যক্তির কারণ আকাশে আলোকের অভাব কিংবা উহার প্রকাশনশক্তির অভাব নহে, প্রকাশ্য বস্তুরই অভাব। ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থায় জীবের বিশেষ বিজ্ঞানের অভাবও ঠিক তদ্রূপই।[১] বস্তুত জীব চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তাহার চৈতন্যের অভাব কখনও হইতে পারে না। ঐ অবস্থার পূর্বের জীবের ইহপরলোকের সমস্ত ব্যবহারই, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে অবাস্তব। তিনি জনককে তাহাও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

"স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যোঃ রূপাণি।"[২]

সে (জীব) সমান (অর্থাৎ বুদ্ধিসাম্যভাবাপন্ন) হইয়া উভয় লোকে বিচরণ করে, যেন ধ্যান করে, যেন স্পন্দিত হয়; সে বুদ্ধিসম হইয়া (জীব) স্বপ্নরূপ হইয়া এই লোককে অতিক্রম করে, মৃত্যুর রূপসমূহ (অর্থাৎ অবিদ্যাকামকর্মাদি) অতিক্রম করে। এইখানেও 'ইব' শব্দের প্রয়োগ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য নির্দেশ করিয়াছেন যে, জীবের ধ্যানগমনাগমনাদি ইহপরলোকের কোন ক্রিয়াই বাস্তব নহে।

এইখানে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। বর্তমানে জীবের চারিটি অবস্থা বিভাগ করা হয়। যথা—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি এবং (৪) তুরীয়। 'মাণ্ডুক্যোপনিষদে' উহাদের বিশদ বর্ণনা আছে। পরে পরে সকলে উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য 'তুরীয়' অবস্থার নাম করেন নাই।[৩] তদুক্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থা এবং মাণ্ডুক্যো ঐ অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মাণ্ডুক্যোক্ত অপর অবস্থাদ্বয়কে তিনি এক সুষুপ্তি

১। শঙ্কর লিখিয়াছেন, "এতদুক্তং ভবতি—বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা ন চৈতন্যাভাবাদিতি। যথা বিয়দাশ্রয়স্য প্রকাশস্য প্রকাশ্যাভাবাদনভিব্যক্তির্ন স্বরূপাভাবাত্তদ্বৎ।" (বেদান্তভাষ্য, ২।৩।১৮)

২। বৃহউ, ৪।৩।৭

৩। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' প্রজাপতির এবং 'প্রশ্নোপনিষদে' পিপ্পলাদের বিবৃতিতেও তুরীয়াবস্থার নাম নাই।

অবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাই তিনি সুষুপ্তির প্রকরণে তুরীয়ের কথাও বলিয়াছেন জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—এই তিনটি জীবের এক দিনের অবস্থা। উহাদের সহিত জীবের এক জীবনের জন্ম হইতে জন্মান্তর পর্যন্ত কালের তুলনাও শ্রুতিতে করা হইয়াছে। উহারা যথাক্রমে ইহলোক, সন্ধ্য এবং পরলোকের সমান বলিয়া মনে করা হয়।[১] সুষুপ্তিতে জীবের দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। শ্রুতির সর্বত্রই তাহা বিবৃত হইয়াছে। যথা, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি।"[২]

'যেখানে সুপ্ত হইয়া (জীব) কোন প্রকার কাম্য বিষয় কামনা করে না, এবং কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না'

অজাতশত্রু বলিয়াছেন,

"অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি তদা ন কস্যচন বেদ"[৩]

'যখন সুষুপ্ত হয়, তখন (জীব) কাহাকেও জানে না।' অপরেও সেই প্রকার বলিয়াছেন।[৪] তখন যে শুধু অপর বস্তুর জ্ঞান থাকে না তাহা নহে, নিজের সত্তার বোধও থাকে না;[৫] তাই 'ঋগ্বেদে' উহাকে 'মৃত্যু' অর্থাৎ মৃত্যুবৎ বলা হইয়াছে।[৬] উপনিষদেও উহাকে সেইপ্রকার 'বিনাশ' বলা হইয়াছে।[৭] তাই সুষুপ্তিকে পরলোকের সমান মনে করা হয়। পরন্তু তুরীয়াবস্থা সেই প্রকার অবশ্যই নহে। উহা পূর্ণজ্ঞানাবস্থা। শ্রুতিমতে সুষুপ্তিতেও জীব

১। বৃহউ, ৪।৩।৯ ২। বৃহউ, ৪।৩।১৯ ৩। বৃহউ, ২।১।১৯

৪। যথা, দেখ, ছান্দোউ, ৬।৯।১ ও ৬।১০।২ (উদ্দালক); ৮।১১।১-২ (ইন্দ্র ও প্রজাপতি); প্রশ্নউ, ৪।২, ৬, ৮ (পিপ্পলাদ) শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।২।১৪-৫

৫। "নাহং খল্বয়মেবং সংপ্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি"—(ছান্দোউ, ৮।১১।১, ২) স্বপ্ন ও সুষুপ্তি উভয়ই শ্রুতিমতে সুপ্তির অন্তর্গত। সুপ্তি দ্বিপ্রকার। এক অবস্থায় অন্তঃকরণবৃত্তি থাকে। উহাকে স্বপ্ন বলা হয়। অপর অবস্থায় সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি উপসংহৃত হয়। উহা সুষুপ্তি অবস্থা। (ছান্দোউ, ৮।৬।৩ এবং তাহার শঙ্করভাষ্য দেখ)

৬। আঙ্গিরস কুৎস ঋষি বলিয়াছেন,

জীবমুদীরয়ন্ত্যুষা মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী"—(ঋক্‌সং, ১।১১৩।৮)

'উষা (শায়িত) জীবকে উঠাইয়া দেয় এবং মৃতকে প্রতিবোধিত করে।' এখানে 'মৃত' অর্থ অবশ্যই 'সুষুপ্ত'। কেননা, উষার আগমনে প্রকৃত মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতিবুদ্ধ হয় না। তাই সায়ন বলিয়াছেন, "মৃতং স্বাপসময়ে প্রলীনেন্দ্রিয়ত্বাৎ মৃতমিব।"

৭। ইন্দ্র প্রজাপতিকে বলেন যে, সুষুপ্তিতে জীব, "বিনাশমেবাপীতো ভবতি।" (ছান্দোউ, ৮।১১।১,২) যেমন শঙ্কর বলিয়াছেন, এখানে 'এব' শব্দকে 'ইব' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ঐ বাক্যের অর্থ হইবে 'যেন মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।' গাঢ়নিদ্রিত পুরুষকে সাধারণ ভাষায়ও 'মড়ার মত' বলা হয়।

পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মসম্পন্ন হয়।[১] পরন্তু সে তাহা জানে না।[২] ঐ জ্ঞানাভাব হেতুতেই তাহাকে আবার স্বপ্নে ও জাগ্রতে ইহজগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। পরলোক হইতে জীবকে যেমন ইহজগতে আসিয়া পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তেমন সুষুপ্তি হইতেও তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। প্রত্যাবর্তন করত সে পূর্বে যাহা ছিল ঠিক তাহাই হয়।[৩] পরন্তু তুরীয় অবস্থা হইতে জীবের ইহজগতে প্রত্যাবর্তন হয় না। উহা মুক্তাবস্থা। উহা জ্ঞানময় অবস্থা। ভগবান্ বাদরায়ণও বলিয়াছেন যে, ঐ অবস্থায় জীব আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করে।[৪] সুষুপ্তি এবং তুরীয়ের পার্থক্য এইখানেই। আচার্য গৌড়পাদ তাহা পরিষ্কাররূপে নির্দেশ করিয়াছেন।[৫] যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"অথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ।"[৬]

'অনন্তর যে অবস্থায় (জীব) দেবতার ন্যায় বা রাজার ন্যায় মনে করে যে, 'এই সমস্ত আমিই,' তাহাই উহার পরম স্থিতি।' ঐ অবস্থাতে বাহ্য কিংবা অভ্যন্তর কোন কিছুরই জ্ঞান থাকে না বলিয়া তিনি পরস্পর সমালিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। উহাতে আত্মবোধ থাকে। সেইহেতু উহা নিশ্চয়ই সুষুপ্তি নহে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে বলিলেন যে, ঐ অবস্থায় 'এই সমস্ত আমিই' এই জ্ঞান থাকে, আবার ঠিক পরেই বলিলেন যে, তখন কিছুরই জ্ঞান থাকে না,—ইহা কি প্রকার? ইহা কি পরস্পরবিরুদ্ধোক্তিরূপ দোষযুক্ত নহে? যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই পরে ঐ শঙ্কার সমাধান করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ অবস্থায়, তাঁহার মতে, সর্ব থাকে না,—কোন প্রকার বিশেষ থাকে না, সুতরাং সর্ব কিংবা বিশেষের জ্ঞানও থাকে না। জ্ঞানের করণাদিও

১। পূর্বে দেখ

২। ছান্দোগ্য, ৬।৯।২ ; ৬।১০।১ ; ৮।৩।২

৩। ছান্দোগ্য, ৬।৯।৩ ; ৬।১০।২

৪। "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ।"—(ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২)

৫। "নাত্মানং ন পরাংশ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তুর্যং তৎ সর্বদৃক্ সদা॥
দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্যে ন বিদ্যতে॥"
—(মাণ্ডুক্যকারিকা, ১।১২-৩)

আরও দেখ—১।১৪-৫

৬। বৃহউ, ৪।৩।২০

থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থা সম্বন্ধেও, শ্রুতি মতে, তাহা বলা যায়। ঐ অবস্থা হইতে পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, তখন সার্বাত্ম্যবোধ থাকে। পাছে তাহা হইতে কেহ মনে করে যে তখন সর্ব ও থাকে—কেননা সর্ব ও সর্ববোধ পরস্পর সাপেক্ষ—ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়, সেই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্যই তিনি পুনরায় স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, তখন সর্বও থাকে না, সর্বের জ্ঞানও থাকে না। যাহা নির্বিশেষ, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে ঐ প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধোক্তি-দোষাগম অপরিহার্য্য।[১] বিষয়টি এত দুর্বোধ্য যে, মুক্তিতে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না শুনিয়া ব্রহ্মবিদুষী মৈত্রেয়ীরও মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। অপরের কথা আর কি? মোট কথা, উহা নির্বিশেষ পূর্ণজ্ঞানাবস্থা। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিসমূহের সার তাৎপর্য্য উহাই। মহর্ষি সনৎকুমার দেবর্ষি নারদের নিকটে এই প্রকারে ভূমার লক্ষণ নির্দেশ করেন,—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্।"[২] 'যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানে না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে, অন্য কিছু শ্রবণ করে এবং অন্য কিছু জানে, তাহা অল্প (অর্থাৎ ভূমা নহে)। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত আর যাহা অল্প তাহা মর্ত্য (বা নশ্বর)।' ইহা হইতে জানা যায় যে, ভূমা অবস্থায় দ্বৈত জগতের জ্ঞান থাকে না। উহা তুরীয় বা ব্রহ্মই। ভগবান্ বাদরায়ণও মীমাংসা করিয়াছেন যে, শ্রুতি মতে ব্রহ্মসম্পন্ন জীবের বিশেষবিজ্ঞান থাকে না।[৩]

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মোক্ষে জীবের জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়াদি থাকে না, উহারা স্ব স্ব কারণে বিলীন হয়। সুতরাং জগতের জ্ঞান যে থাকিতে পারে

১। সুষুপ্তি এবং তুরীয়ের পার্থক্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দেশ করিতে গিয়া গৌড়পাদের ন্যায় সাবধানী দার্শনিকও ঐ দোষ এড়াইতে পারে নাই। তিনিও তুরীয়কে "সর্বদৃক্" (মাণ্ডুক্যকারিকা, ১।১২) এবং দ্বৈতগ্রহণহীন (ঐ, ১।১৩) বলিয়াছেন।

২। ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১

৩। স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি।"—(ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৬)

না, তাহা স্বাভাবিক। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে বেদে জগৎকে মায়া বলা হয়। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে যে

"তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎতত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥" [১]

উহার পুনঃ পুনঃ অভিধ্যান দ্বারা,—উহাতে তত্ত্বভাবে (জীবাত্মার) যোজন দ্বারা অন্তে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়।'

আচার্য শঙ্কর বলেন যে, সকল প্রকার ব্যবহার কালেই লোকের সদ্‌বুদ্ধি ও অসদ্‌বুদ্ধি—এই দুই প্রকার বুদ্ধি উপলব্ধ হইয়া থাকে। যে বিষয়ে জ্ঞান কখনও ব্যভিচার বা অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, তাহা 'সৎ'; আর যে বিষয়ে জ্ঞান ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়, তাহা 'অসৎ'।[২] সেইরূপ যে জ্ঞানের বাধ হয়, তাহা মিথ্যা জ্ঞান।[৩] যাহা সত্য নহে, তাহা মিথ্যাই।[৪] যে জ্ঞানের বাধ হয় তাহাকে ভ্রান্তিও বলে।[৫] ভ্রান্তি নিমিত্তই এক বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে।[৬] সুতরাং তাঁহার মতে অসদ্‌বুদ্ধি, মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি ও অবভাস সকলই সমানার্থক। অপর কথায়, সংক্ষেপে বলা হয়, যাহা কালত্রয়ে অবাধিত থাকে তাহাই সত্য; আর যাহা কোন কালে বাধিত হয় তাহা মিথ্যা। এই সংজ্ঞানুসারে, জগৎ মিথ্যা। কেননা, উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রুতিমতে মুক্তের দৃষ্টিতে জগৎ থাকে না। সংসারদশায় জগৎ বাস্তব হইলেও, মুক্তদশায় থাকে না বলিয়া উহাকে মিথ্যা বলা যায়। পরন্তু শুক্লযজুর্বেদে এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, সংসারদশায়ও জগৎ বাস্তব নহে। অজ্ঞানজ বলিয়াও জগৎ মিথ্যা।

প্রত্যক্ষ সত্য নহে

ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষের মধ্যে ভেদ করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়। কোথাও ততোধিক বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা প্রত্যক্ষদ্বিষ্ও।[৭] দেবতা মনুষ্য অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ; অধিক বিজ্ঞানবান্। মানুষের মধ্যে যাহারা দেবপ্রকৃতির বা দেবগুণসম্পন্ন তাহাদিগকেও

১। শ্বেতউ, ১।১০
২। তৈত্তিরীয়ভাষ্য, ২।১; গীতাভাষ্য, ২।১৬
৩। বেদান্তভাষ্য, ১।৩।২৮
৪। বেদান্তভাষ্য, ১।৪।১৯
৫। বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৪
৬। বেদান্তভাষ্য, ১।১।৫
৭। গোপথ পূর্বভাগ ২।২১

দেবতা বলা হয়। বস্তুত তাহারা দেববংই। দেবগণ যখন প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করেন, তখন উহাকে প্রকৃত সত্যের প্রমাণ বলা যায় না।

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তু যে সত্য নহে, 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র প্রারম্ভে তাহার একটি অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে।[1] তথায় উক্ত হইয়াছে যে, প্রমাণ চতুর্বিধ—স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য এবং অনুমান।[2]

"এতৈরাদিত্যমণ্ডলং সর্বৈরেব বিধাস্যতে।"

'উহাদের সকলেরই দ্বারা আদিত্যমণ্ডলকে বিধান করে।' অর্থাৎ আদিত্য-মণ্ডল যাদৃশ, যে প্রকারে উহা প্রবৃত্ত হয়, যে প্রকারে উহা দ্বারা দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, প্রভৃতি কালভেদ গণনা করা হইয়া থাকে এবং যে প্রকারে উহা আলোক, বৃষ্টি, প্রভৃতি প্রদান করত জগৎকে পোষণ করিয়া থাকে,—তৎসমস্তই স্মৃত্যাদি প্রমাণসিদ্ধ। তাহাতে জানা যায়,

"সূর্যো মরীচিমাদত্তে সর্বস্মাদ্ ভুবনাদধি।
তস্যাঃ পাকবিশেষেণ স্মৃতং কালবিশেষণম্॥"

'সূর্য সমস্ত ভুবনের উপর মরীচি প্রদান করে। উহার পাকভেদ দ্বারা কাল-ভেদ স্মৃত হইয়া থাকে।' মহানদীর প্রবাহের ন্যায় কালও অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। উহা কখনও রুদ্ধ হয় না। ছোট বড় অনেক নদনদী আসিয়া মহানদীতে পতিত হয় এবং উহাতে মিশিয়া যায়। তাহাতে ঐ মহানদী ক্রমে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে; কখনও বদ্ধ হয় না। "সেই প্রকার নানা (উপাধি-সম্পর্কে) সমুত্থিত (ক্ষণমুহূর্তাদি রূপ) ক্ষুদ্র কালসমূহ এবং (দিবসপক্ষাদি রূপ) মহৎকালসমূহ সংবৎসরকে আশ্রয় করে এবং সকলে উহার অবয়বভূত হইয়াছে (অথবা উহাতে সমবেত হইয়াছে)। উহাদের সকলের দ্বারা সমাবিষ্ট হইয়া উহা (সংবৎসর) বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং (কখনও) নিবৃত্ত হয় না। (পরন্তু প্রকৃত কাল) সংবৎসরের ঊর্ধ্বে বা অতীতে বলিয়া জানিও। উহার লক্ষণ (নিরূপণ করিতে গেলে) তাহাকেই (অর্থাৎ সংবৎসরকেই পাওয়া যায়)।"

"অণুভিশ্চ মহদ্ভিশ্চ সমারূঢ়ঃ প্রদৃশ্যতে।
সংবৎসরঃ প্রত্যক্ষেণ নাধিসত্ত্বঃ প্রদৃশ্যতে॥"

১। তৈত্তিআ, ১।২ অনুবাক।
২। সায়ন বলেন, এখানে 'স্মৃতি'=শ্রুতিমূলক মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র, এবং 'প্রত্যক্ষ'='বেদবাক্য'

'অণু (কাল) সমূহ এবং মহৎ (কাল) সমূহ দ্বারা সমারূঢ় সংবৎসর প্রত্যক্ষত প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। (পরন্তু) অধিসত্ত্ব (অর্থাৎ সর্বসত্ত্বের উপরে স্থিত বা নিষ্প্রপঞ্চ কাল) প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না।' "কালের (সংবৎসররূপ) একই শির এবং (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন রূপ) দুই মুখ। তৎসমস্তই ঋতুলক্ষণ। উভয়ত (অর্থাৎ মুখস্থানীয় অয়নদ্বয়ে) সপ্ত ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক এবং এক মুখ—এই সপ্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত শরীরসমূহ উৎপন্ন হয়)।" সংবৎসরের প্রত্যেক অয়নে শুক্ল ও কৃষ্ণ (অর্থাৎ তথাবিধ বর্ণযুক্ত দিন ও রাত্রি) বর্তমান। নিম্নোক্ত ঋকমন্ত্রেও তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে,—

"শুক্রং তে অন্যদ্‌যজতং তে অন্যদ্
বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবঃ
ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু॥"[১]

'হে পূষন্ (অর্থাৎ জগতের পোষক সংবৎসর), তোমার শুক্র রূপ (অর্থাৎ দিন) অন্য, এবং তোমার যজনীয় রূপ (অর্থাৎ রাত্রি) অন্য। এই প্রকার পরস্পরবিলক্ষণ রূপ অহোরাত্রির মধ্যে তুমি দ্যৌর ন্যায় বর্তমান। হে স্বধাব, তুমি (ক্ষণমুহূর্তদিন-পক্ষমাসাদি-কল্পিতকালাবয়বরূপ) সমস্ত মায়া পালন করিতেছ। (আমাদের) এই কর্মে তোমার (ফল) দান কল্যাণময় হউক।'[২] এই সমস্ত বিবৃতির পর 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' উক্ত হইয়াছে যে

"নাত্র ভুবনং, ন পূষা, ন পশবঃ, নাদিত্যঃ। সংবৎসর এব প্রত্যক্ষেণ প্রিয়তমং বিদ্যাৎ। এতদ্বৈ সংবৎসরস্য প্রিয়তমং রূপম্॥"[৩]

'এখানে ভুবন নাই, পূষা নাই, পশুসমূহ নাই, এবং আদিত্য নাই। (কেবল)

১। তৈত্তিআ, ১।২।৪ এই মন্ত্র বেদের আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। যথা,—ঋক্‌সং, ৬।৫৮।১ ; তৈত্তিসং, ৪।১।১১।২-৩ ; সামসং ; পূ, ১।৮।৩ ; মৈত্রাসং, ৪।১০।৩ ; ৪।১৪।১৬ ; কাঠসং, ৪।১৫ ; তৈত্তিআ, ৪।৫।৬। অন্যত্র উহার প্রতীক পাওয়া যায়। যথা, তৈত্তিব্রা, ২।৮।৫।৩ ; ঐতব্রা, ১।১৯

২। এই ব্যাখ্যা 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র ১।২।৪ এ ধৃত ঋকের সায়নের ভাষ্যানুযায়ী। অন্যত্র তিনি উহাকে অল্প-বিস্তর ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা তৎকৃত তৈত্তিআ, ৪।৫।৬ ; ঋক্‌সং ৬।৫৮।১ ; প্রভৃতির ভাষ্য দেখ। ভগবান্ যাস্কের ব্যাখ্যার জন্য তাঁহার 'নিরুক্ত' (১২।১৭) দেখ। আরও দেখ—তৈত্তিআ, ১।১০।১-২

৩। তৈত্তিআ, ১।২।৪

সংবৎসরই (আছে)। প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রিয়তম রূপই জানা যায়। ইহাই সংবৎসরের প্রিয়তম রূপ।'

এই শ্রুতির তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। আদিত্য নাই ; সুতরাং পূর্বে যে উক্ত হইয়াছে "উহাদের সকলেরই দ্বারা আদিত্যমণ্ডলকে বিধান করে" তাহা যথার্থ নহে। ভুবন নাই। সুতরাং পূর্বে যে বলা হইয়াছে, সূর্য সমস্ত ভুবনের উপর মরীচি প্রদান করে। উহার পাকভেদ দ্বারা কাল-ভেদ কৃত হইয়া থাকে" তাহা সত্য নহে। পশুসমূহ নাই। সুতরাং পূর্বে যে উক্ত হইয়াছে, "সূর্যের মুখ-স্থানীয় অয়নদ্বয়ে সপ্তইন্দ্রিয়যুক্ত শরীরসমূহ উৎপন্ন হয়," তাহা ঠিক নহে। পূষা নাই। সুতরাং পূর্বোদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রে পূষার নিকট যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা বৃথা ; মন্ত্রোক্ত বিষয়ও সত্য নহে। এইরূপে দেখা যায়, প্রথমে যাহাকে স্মৃত্যাদি চতুর্বিধ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া বিবৃত করা হইয়াছে এবং তাহার প্রতিপাদক ঋক্‌মন্ত্রও আছে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন তৎসমস্তকেই অসৎ বলা হইয়াছে। উভয়ত্র দৃষ্টিভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা ঐ প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তিদ্বয়ের সমন্বয় করা যায় না। তাই সায়ন বলিয়াছেন, 'এখানে ("অত্র") — "পারমার্থিক তত্ত্বে"। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভুবনাদি কিছুই নাই ; অতএব তজ্জনিত ক্ষণ-মুহূর্তাদি কালবিভাগও নাই। আর প্রথমে যে উহাদের সদ্ভাব প্রতিপাদিত হইয়াছিল,—প্রমাণচতুষ্টয় সিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছিল, তাহা ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ক্ষণমুহূর্তাদি সমস্ত অবয়ব ভেদবিরহিত অখণ্ড সংবৎসরই,—নিষ্প্রপঞ্চ ও নিরবয়ব,—সুতরাং অখণ্ড কালতত্ত্বই আছে। পরন্তু কালের ঐ নির্বিশেষ পারমার্থিক রূপ প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রিয়তম রূপই জানা যায়। পূর্বে বর্ণিত ক্ষণমুহূর্তাদি অবয়ববিশিষ্ট রূপই সংবৎসরের প্রিয়তম রূপ।

এইরূপে 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' অতি স্পষ্ট-বাক্যে বিবৃত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ সত্য নহে ; প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ভুবনাদি বস্তুত নাই ; সুতরাং তজ্জনিত প্রতীয়মান ভেদবৈচিত্র্যও সত্য নহে। আরও বিবৃত হইয়াছে যে,[১] মানুষের চক্ষে "পটর" (বা পটল আছে) এবং উহা "বিক্লিধ" (বা বিবিধ ক্লেদন যুক্ত)। উহা 'পিঙ্গল' (বর্ণ দেখে)। এইখানে পিঙ্গল বর্ণকে সমস্ত বর্ণের উপলক্ষণাত্মক মনে করিতে

১। তৈত্তিরীয়া, ১।২।৩

হইবে। তাৎপর্য এই যে, চক্ষু কেবল বর্ণ বা রূপ দর্শন করে। পরন্তু "এতদ্-বরুণলক্ষণম্" (অর্থাৎ ঐ দৃষ্ট রূপ কালতত্ত্বের পারমার্থিক স্বরূপের আবরকের লক্ষণ বা স্বরূপ)। সুতরাং দৃষ্ট রূপ প্রকৃত পারমার্থিক স্বরূপের আবরক।

"যত্রৈতদুপদৃশ্যতে সহস্রং তত্র নীয়তে" [১]

'যাহাতে (যেই দৃষ্টিতে বা যখন) ঐরূপ উপদৃষ্ট হয়, তাহাতে (বা তখন) উহা অনন্ত প্রকারে নীত হয় (অর্থাৎ দৃষ্ট ও ব্যবহৃত হয়)।

"জল্পিতং স্বৈঙ্ক দিহ্যতে" [২]

'পরন্তু (তৎসমস্তই) নিশ্চয় জল্পনা মাত্রই; উহাদের প্রকৃত কোন অর্থ (বা অভিধেয় কোন পদার্থ) নাই।'

প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট রূপ যে 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র মতে সত্য নহে তাহার অপর প্রমাণও আছে। কালপর্যায়ে বিভিন্ন ঋতুসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া বর্ষাঋতু সম্বন্ধে উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে

"অদুঃখো দুঃখচক্ষুরিব তস্মা পীত ইব দৃশ্যতে।
শীতেনাব্যথয়ন্নিব রুরুদক্ষ ইব দৃশ্যতে॥" [৩]

অর্থাৎ (বর্ষাঋতু) স্বয়ং দুঃখরহিত হইলেও (তৎকালে লোকের চক্ষুরোগ হয় বলিয়া উহা) দুঃখচক্ষুর ন্যায় দৃষ্ট হয়। (তৎসময়ে লোকের পীতরোগ হয়। সেইহেতু বস্তুসমূহ প্রকৃত পক্ষে পীতবর্ণ না হইলেও, পীতরোগী লোকের চক্ষে উহারা) পীতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। (তখন বৃষ্টি এবং বাতাস হেতু শীতজনিত দুঃখ বস্তুত থাকিলেও, শীত-নিবারক সাধন সম্পন্ন ব্যক্তিগণ) শীতের দ্বারা অব্যথিতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। উহা বহু রুরুমৃগশালীর ন্যায় দৃষ্ট হয়। (অর্থাৎ রুরুমৃগ অরণ্যে সর্বদাই থাকে। পরন্তু উহারা সাধারণত লোকের নিকট দৃষ্ট হয় না। বর্ষাকালে চারিদিকে নূতন হরিত তৃণ বহু জন্মে বলিয়া উহা ভক্ষণের জন্য রুরুমৃগসমূহ দলে দলে বাহিরে আসিয়া থাকে এবং লোকের নয়ন-গোচর হয়। তাহাতে লোকে মনে করে যে, বর্ষাকালে রুরুমৃগ অধিক হয়)। ইহাতে প্রকৃষ্ট-রূপে জানা যায় যে, বর্ষাঋতুতে লোকে সাধারণত যাহা যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকে এবং মনে করিয়া থাকে, সেই সকল সত্য নহে। শ্রুতি বারংবার 'ইব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া সুস্পষ্টত নির্দেশ করিয়াছেন যে ঐ সকল বাস্তব নহে।

১। তৈত্তিআ, ১।২।৩   ২। তৈত্তিআ, ১।২।৪   ৩। তৈত্তিআ, ১।৩।৪

বেদে সংবৎসরকে প্রজাপতি বলা হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে সংবৎসরের বা কালতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই প্রজাপতির বা ব্রহ্মেরই সম্বন্ধে বলিয়া মনে করিতে হইবে, অথবা তাঁহারও সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য।[১] মানুষ সাধারণত—ব্যবহারিক সর্ব প্রমাণে যেমন কালকে ক্ষণমুহূর্তাদি-বহুভেদ-যুক্ত বা বহুলক্ষণাত্মক বলিয়া সিদ্ধ করে, তেমন ব্রহ্মকেও অনন্তভেদবৈচিত্র্যযুক্ত,—সপ্রপঞ্চ বা সর্বাত্মক বলিয়া সিদ্ধ করে। উহা তাঁহার প্রিয়তম রূপই। পরন্তু উহা তাঁহার প্রকৃত বা পারমার্থিক রূপ নহে। কেননা, ব্যবহার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ,—সর্বপ্রমাণ-সিদ্ধ এই জগৎ-প্রপঞ্চ ঐ পারমার্থিক দৃষ্টিতে বস্তুত নাই। সুতরাং তদ্ধেতু ব্রহ্মে ভেদের সদ্ভাব কল্পনা করা যাইতে পারে না। করিলে তাহা নিছক জল্পনা মাত্রই হইবে। তত্ত্বত উহার কোন অর্থ হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিষ্প্রপঞ্চ বা নির্বিশেষই। প্রত্যক্ষদৃষ্ট সপ্রপঞ্চ রূপ,—যাহা তাঁহার প্রিয়তম রূপ, তাহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপকে আবরিতই করে। ইহাও মনে করা যায় না যে, ব্রহ্ম স্বয়ং ঐ স্বপ্রপঞ্চ রূপ পোষণ করেন। কেননা, উক্ত শ্রুতিতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে যে, পূষা অর্থাৎ যিনি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বিচিত্ররূপকে পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়, তিনি বস্তুত নাই। সুতরাং ব্রহ্ম নিজে জগদ্রূপ অবাস্তব আবরণ দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন নাই।

উক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে অনূদিত "শুক্রং তে অন্যৎ" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সমস্ত প্রপঞ্চ 'মায়া' বলা হইয়াছে। উহার ঐ বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, যাহা যথার্থ নহে, কেবল জল্পনা মাত্র, যাহা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সমস্ত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ, সুতরাং সত্য, বলিয়া মনে হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে বস্তুত নাই, তাহাই, উহার মতে, মায়া। সুতরাং প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ, উহার মতে, মায়াই।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের নামরূপে অভিব্যক্তিই বেদের মতে সৃষ্টি; সমস্ত সৃষ্ট জগৎ নামরূপাত্মক। 'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে, নাম ও রূপ

১। সায়ন বলেন, ঐ শ্রুতিতে উক্ত অদৃষ্ট অধিসত্ত্ব কালরূপ পরমাত্মাই। "সর্বাৎ সর্বপ্রাণি-নামস্তিত্বেন প্রতীয়মানাৎ সংবৎসররূপাৎ কালাদধিকো নিত্যো নিরবয়বঃ পরমাত্মরূপো ব্যাবহারিককালস্যোৎপাদকঃ কালাত্মাঽধিসত্ত্বঃ।" "যোঽয়মধিসত্ত্বনামকো ব্যাবহারিককালস্যো-ৎপাদকঃ পরমাত্মরূপশ্চৈতস্যাত্মকঃ কালোঽস্তি 'জ্ঞঃ কালকালঃ' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।"

ব্রহ্মের "মহতী অভ্‌ব্‌য়"[১] "মহতী যক্ষম্‌য়।"[২] সুতরাং নামরূপাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিকাশরূপ মহান্‌ প্রতিভাস মাত্র।

জগৎ স্বপ্নবৎ

'ঐতরেয়োপনিষদে' আছে যে ব্রহ্ম শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়াছেন।[৩]

"তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ, অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি।"[৪] 'তাহার তিনটি আবসথ, তিনটি স্বপ্ন, এই আবসথ, এই আবসথ এবং এই আবসথ।' শঙ্করের মতে, ঐ আবসথত্রয় এই—(১) জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়স্থান দক্ষিণ চক্ষু, (২) স্বপ্নাবস্থায় মন, এবং (৩) সুষুপ্তি অবস্থায় হৃদয়াকাশ; অথবা (১) পিতৃ-শরীর, (২) মাতৃগর্ভ এবং (৩) নিজশরীর। আর স্বপ্নত্রয় এই—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। এই রূপে দেখা যায়, উক্ত ঐতরেয়শ্রুতি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—জীবের এই তিনই অবস্থাকে স্বপ্ন বলিয়াছেন। সুষুপ্তি অবস্থার লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি।"[৫]

'যেখানে সুপ্ত হইয়া (জীব) কোন প্রকার কাম্য বিষয় কামনা করে না, এবং কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না। শঙ্কর বলেন, 'কঞ্চন' (= কোন প্রকার) অবিশেষিত সাধারণ উল্লেখ হইতে যেমন বুঝা যায় যে, শ্রুতি জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয় অবস্থারই কামনা লক্ষ্য করিয়াছেন, তেমন উভয় অবস্থারই দর্শনকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ দর্শনকে 'স্বপ্ন' বলাতে বুঝা যায় জাগরিত অবস্থায় দর্শনকেও যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন। এই অনুমানের সমর্থনে শঙ্কর পূর্বোক্ত ঐতরেয়শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রুতিমতে স্বপ্ন মিথ্যা। যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন

"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্‌ রথযোগান্‌ পথঃ সৃজতে, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্‌ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে, ন তত্র

১। "ত হৈতে ব্রহ্মণো মহতী অভ্‌বে"—(শতব্রা (মাধ্য), ১১।২।৩।৪)
২। "তে হৈতে ব্রহ্মণো মহতী যক্ষে"=(শতব্রা (মাধ্য), ১১।২।৩।৫)
৩। পরে দেখ
৪। ঐউ, ১।৩।১২
৫। বৃউ, ৪।৩।১৯; আরও দেখ—শতব্রা (মাধ্য), ১০।৪।২।১৫; শ্রুতি মতে, সুষুপ্তি কালে মন; আয়ু, প্রাণ, আত্মা, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রভৃতি থাকে না। "সর্বে হ বা এতে স্বপতোঽপক্রামন্তি" (ঐ, ৩।২।২।২৩), জাগিলে সেইগুলি পুনরাগমন করে। (বাজসং (মাধ্য), ৪।১৫)

বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে, স হি কর্তা।"[১]

'তাহাতে (স্বপ্নে) রথ নাই, রথের সাধন নাই, (রথগমনোপযোগী) পথ সমূহও নাই; অথচ রথ, রথ-সাধন, এবং পথসমূহ সৃষ্টি করে। তাহাতে আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ সমূহ নাই; অথচ আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ সৃজন করে। তাহাতে বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদী সমূহ নাই, অথচ বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদী সমূহ সৃজন করে। কেননা, সেই (স্বপ্নদ্রষ্টা) কর্তা।

অনন্তর কিঞ্চিৎ পরে তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,

"অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্তমিব পততি যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতে।"[২]

'অনন্তর যে অবস্থায় (শত্রুগণ) ইহাকে যেন হনন করিতেছে, যেন বশীভূত করিতেছে, হস্তী যেন তাড়া করিতেছে, এবং সেই হেতু পলায়ন করিতে গিয়া নিজে যেন গর্তে পড়িতেছে, (ফল কথা) জাগ্রৎকালে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর রূপ করে, সেগুলি এখানে অবিদ্যা বশত (প্রত্যক্ষ বলিয়া) মনে করে।' এখানে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, স্বপ্নকালীন ঐ সমস্ত এবং তজ্জনিত ব্যবহার প্রতীতি বাস্তব নহে। তারপর ঐ গুলি অবিদ্যা বাসনা জনিত বলিয়া তিনি আরো স্পষ্ট করিয়াছেন যে, ঐ গুলি ভ্রান্তি মাত্র। ইন্দ্রও সেই প্রকার প্রজাপতিকে স্বপ্ন সম্বন্ধে বলেন

"ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছায়য়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব"[৩]

'কিন্তু (শত্রুগণ) ইহাকে যেন হনন করিতেছে এবং যেন বিতাড়িত করিতেছে, (সেইহেতু) সে যেন অপ্রিয়বেত্তা হয় এবং যেন রোদন করে।' এইখানে প্রথমে 'এব' ("ঘ্নন্তি এব") শব্দ থাকিলেও পরে যখন বরাবর 'ইব' শব্দ আছে, পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য উহাকে 'ইব' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইতে বুঝা যায় যে, স্বপ্নের প্রতীতি ও ব্যবহার বাস্তব নহে। এইরূপে সিদ্ধ হয় যে, শ্রুতি মতে স্বপ্ন অবিদ্যা জনিত এবং মিথ্যা। কোন কোন শ্রুতিতে জগৎকে স্বপ্ন বলা হইয়াছে। সুতরাং জগৎও অবিদ্যাত্মক এবং মিথ্যা।

১। বৃহউ, ৪।৩।১০ ২। বৃহউ, ৪।৩।২০ ৩। ছান্দোউ, ৮।১০।২

শ্রুতি কোন দৃষ্টিতে জগৎকে স্বপ্ন বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান কর্তব্য। আমাদের জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট জগৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট জগৎ এক প্রকার নহে। উভয়ের মধ্যে অবশ্যই ভেদ আছে। তাই ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে

"বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।"[১]

('এই জগৎ) স্বপ্নাদির তুল্য নহে। কেননা, (উহাদের মধ্যে) বৈধর্ম্য (আছে)।' পরন্তু আমাদের স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ জাগ্রদবস্থায় বাধিত হয়। সেইরূপ এই জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎও মুক্তাবস্থায় বাধিত হয়। সেই দৃষ্টিতে জগৎ স্বপ্নবৎ। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতেছে। রাম নামে এক ব্যক্তি শুইয়া শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে যে সে নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং নানা বস্তু দেখিতেছে। স্বপ্নে যে ঘুরিয়াছে, তাহাকে স্বপ্নরাম বলা যাইবে এবং সে যে প্রপঞ্চ দেখিয়াছে তাহাকে স্বপ্নজগৎ বলা যাইবে। তাহার সঙ্গে পার্থক্য রক্ষার জন্য শুইবার পূর্বে জাগ্রদবস্থায় রাম যে জগৎ দেখিয়াছে তাহাকে জাগ্রজ্জগৎ এবং রামকে (স্বপ্নদ্রষ্টাকে) জাগ্রৎ-রাম বলা যাইবে। স্বপ্নরাম এবং স্বপ্নজগৎ উভয়েই স্বপ্নদ্রষ্টা রামের (বা জাগ্রৎ-রামের) মনের মধ্যে অবস্থিত, মনঃকল্পিত মাত্র। কিন্তু স্বপ্নজগৎ স্বপ্ন-রামের বাহিরে, মনের মধ্যে নহে। সেই রকমেই সে তাহা অনুভব করিয়া থাকে। সেই প্রকারে জাগ্রৎ-জগৎ জাগ্রৎ-রামের বাহিরে বিদ্যমান, মনের মধ্যে নহে। স্বপ্নরাম এবং স্বপ্নদ্রষ্টা জাগ্রৎ-রামের মধ্যে কিছু ভেদ অবশ্যই আছে। মুক্তদশায় রামের যে প্রকৃতস্বরূপ যাহাকে বাস্তব রাম বলা যাইবে, তাহা হইতে এই জাগ্রৎ-রাম ঐপ্রকারে ভিন্ন। সেই বাস্তব রাম যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। এই জাগ্রৎ-জগৎ তাহার স্বপ্ন-জগৎ এবং এই জাগ্রৎ-রাম তাহার স্বপ্ন-রাম। এই জাগ্রৎ-জগৎ তাহারই দৃষ্টিতে স্বপ্নবৎ। সে যখন জাগিবে, তাহার মোহনিদ্রা যখন ভাঙ্গিবে এবং সে আপন স্বরূপ জাগ্রত হইবে অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তাহার স্বপ্নজগৎ, যাহা এখন জাগ্রৎরামের জাগ্রৎ-জগৎ, তাহা বিলুপ্ত হইবে। জাগ্রৎ-রামের স্বপ্ন-জগৎ বাস্তব রামের স্বপ্নের স্বপ্ন-জগৎ। স্বপ্নের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্ত একেবারে কল্পনা মাত্র নহে। মুক্তের দৃষ্টিতে জগৎ যে থাকে না, শ্রুতিতে তাহা উক্ত হইয়াছে। ঐ মুক্তের দৃষ্টিতেই এই জগৎকে স্বপ্ন বলা হইয়া থাকে।

১। ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৯

অদ্বৈতপ্রশংসা ও দ্বৈতনিন্দা

উপনিষদে অদ্বৈতদর্শনের প্রশংসা এবং দ্বৈতদর্শনের নিন্দা আছে। যথা, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

> "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
> মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥"[১]

'মন দ্বারাই দর্শন করিবে যে ইহাতে (ব্রহ্মে) নানাত্ব কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই। যে ইহাতে নানার ন্যায় দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু) প্রাপ্ত হয়।'

> "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবং।"[২]

'এই ধ্রুব এবং অপ্রমেয় (আত্মাকে) একরূপেই দর্শন করিবে।' যমও সেই প্রকার বলিয়াছেন,

> "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
> মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥"[৩]

'যাহা এখানে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে প্রতিভাসিত হইতেছে) তাহাই ওখানে (ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মে) এবং যাহা ওখানে, তাহাই এখানে। যে ইহাতে নানার ন্যায় দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।'

> "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
> মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥"[৪]

'মন দ্বারাই পাইতে (অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে) হইবে যে ইহাতে নানাত্ব কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই। যে ইহাতে নানার ন্যায় দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'নানা' শব্দের সঙ্গে তাঁহারা বারংবার 'ইব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে নানাত্ব বাস্তব নহে, মিথ্যা। যাহারা সেই নানাত্বকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করে তাহারা জন্মমৃত্যু প্রবাহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

১। বৃহউ, ৪।৪।১৯ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।২১- ('মনসৈবাপ্তব্যং')

২। বৃহউ, ৪।৪।২০ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।২২- ('মনসৈবানু')

৩। কঠউ, ২।১।১০ ৪। কঠউ, ২।১।১১

তাহাতে আরও দৃঢ় হয় যে নানা সত্য নহে। 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে'ও ভেদ-দর্শনের নিন্দা আছে।

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষো মন্বানস্য।"[১]

'যখন এই সাধক এই অদৃশ্য, অশরীর, অনিরুক্ত এবং নিরাধার ব্রহ্মে অভয় (? অভেদ) স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তখন সে অভয় হয়। আর, যখন সে ইহাতে স্বল্পমাত্রও ভেদ (দর্শন) করে, তখন তাহার ভয় হয়। ভেদদর্শী বিদ্বানের নিকট উহা (ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই ভয়রূপ।' ব্রহ্ম ও জীবে ভেদদর্শনের নিন্দার উল্লেখ পরে করা যাইবে।[২]

জগতের আপেক্ষিক সত্যতা

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বামদেব ঋষির পুত্র বৃহদুক্থ ঋষির মতে ইন্দ্রের সমস্ত কর্মই মায়া, সুতরাং মিথ্যা। পক্ষান্তরে কোন কোন বৈদিক ঋষি উহাদিগকে সত্য বলিয়াছেন। যথা, গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন,

প্র ঘা ন্বস্য মহতো মহানি সত্যা
সত্যস্য করণানি বোচম্।"[৩]

'মহান্ এবং সত্যস্বরূপ ইহার (ইন্দ্রের) সত্য ও মহান্ কর্মসমূহ আজ প্রকৃষ্টরূপে বলিব।' অতঃপর তিনি ইন্দ্রের বৃত্রাদি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধাদির এবং অপর কর্মসমূহের বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন

"বিশ্বং সত্যং মঘবানা যুবো-
রিদাপশ্চন প্র মিনন্তি ব্রতং বাম্।
অচ্ছেন্দ্রাব্রহ্মণস্পতী...... ॥"[৪]

'হে মঘবান্ ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি তোমাদের সমস্তই সত্য। জল ও (অর্থাৎ জগতের কোন বস্তু) তোমাদের (দ্বারা তৎপ্রতি নির্দিষ্ট) ব্রত ভঙ্গ করে না...।'

১। তৈত্তিউ, ২।৭ ২। পরে দেখ।
৩। ঋক্‌সং, ২।১৫।১ ৪। ঋক্‌সং, ২।২৪।১২

হিরণ্যদন্ত বৈদ বলেন, দ্যৌ অন্তরিক্ষে প্রতিষ্ঠিত, অন্তরিক্ষ পৃথিবীতে, পৃথিবী জলে, জল সত্যে, সত্য ব্রহ্মে এবং ব্রহ্ম তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত।[১] উহার তাৎপর্য্য এই মনে হয় যে, জগতের মূল উপাদান জল সত্যং ব্রহ্ম তপস্যা দ্বারা সেই উপাদান উৎপন্ন করেন। সুতরাং তাহাতে প্রকারান্তরে জগৎকে সত্যই বলা হইয়াছে।[২] 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' বসিষ্ঠ ঋষির মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

'অদিতির্দেবা গন্ধর্বা মনুষ্যাঃ পিতরোঽসুরাস্তেবাং সর্বভূতানাং মাতা মেদিনী মহতী মহী সাবিত্রী গায়ত্রী জগত্যুর্বী পৃথ্বী বহুলা বিশ্বা ভূতা কতমা কায়া সা সত্যেত্যমৃতেতি বসিষ্ঠঃ।'[৩]

'অদিতি দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পিতৃগণ এবং অসুর প্রভৃতি সর্বভূতের মাতা। উহা মেদিনী, মহতী, মহী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, জগতী, উর্বী, পৃথ্বী, বহুলা, বিশ্বা, ভূতা, কতমা (=সুখতমা) ও কায়া (অর্থাৎ প্রাণিদেহরূপে পরিণতা)। বসিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, উহা সত্যা এবং অমৃতা।' বিশ্বের উৎপত্তি এবং প্রলয় আছে। সুতরাং উহার অমৃতত্ব আপেক্ষিক বলিতে হইবে। অপর সমস্ত ভূত অল্পকাল স্থায়ী এবং অদিতি চতুর্যুগকাল স্থায়ী। সুতরাং ভূতবর্গের তুলনায় অদিতি অমর। দেবতাদিগকে যেই দৃষ্টিতে অমর বলা হয়, অদিতিও সেইপ্রকার অমর। সুতরাং অদিতির অমৃতত্বের ন্যায়, বসিষ্ঠ ঋষি প্রোক্ত উহার সত্যত্বও সেই প্রকার আপেক্ষিক মনে হয়। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, নামরূপাত্মক জগৎ ছন্ন সত্য, ব্রহ্মই প্রকৃত সত্য।[৪] 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে, সমস্ত জগৎ নাম মাত্র। সুতরাং জগতের সত্যতা প্রাতিভাসিক, প্রকৃত সত্যতা ব্রহ্মেরই, যাহাকে প্রাতিভাসিক সত্যতা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। জগৎকে যে স্বপ্নবৎ বলা হইয়াছে, তাহা পারমার্থিক সত্যতার দৃষ্টিতেই, ব্যবহারিক সত্যতার দৃষ্টিতে নহে। ঐ দৃষ্টিতে জগৎ সত্যই, স্বপ্নবৎ নহে। দ্বিবিধ সত্যের অধিক শ্রুতিপ্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে। যাহা হউক, 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' এই বিষয়ে অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। তথায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে এক (পারমার্থিক) দৃষ্টিতে, পুষা, আদিত্য, প্রাণিসমূহ, এবং

১। ঐতব্রা, ৩৬

২। হিরণ্যদন্ত বৈদ প্রাণোপাসনায় সিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রাণের সর্বাত্মকত্ব জানিতেন এবং নিজেও সার্বাত্ম্য উপলব্ধ করিয়াছিলেন। (ঐতআ, ২।১।৫)

৩। তৈত্তিআ, ১০।২১=নারাউ ১৪,২৮

৪। পূর্বে দেখ।

ভুবন এবং তজ্জনিত কাল বিভাগ নাই, অপর (ব্যবহারিক) দৃষ্টিতে উহারা স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য এবং অনুমান এই চতুর্বিধ প্রমাণ সিদ্ধ। কিঞ্চিৎ পূর্বে তাহা বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে।[১] তথায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, ভুবনাদি নাই এই পরমার্থ তত্ত্ব সাধারণকে বলিতে নাই। যাহাতে সাধারণের অধিক কল্যাণ হয় তাহাকে তাহাই বলা উচিত, তাহাকে পুণ্যকর্ম করিতে উপদেশ প্রদান কর্ত্তব্য।[২]

১। পূর্ব দেখ।

২। তৈত্তিরীয়. ১।২।৩

নবম অধ্যায়

জীব-স্বরূপ

জন্মান্তরবাদ

'ঋগ্বেদে'র দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের বিষয় মৃত ব্যক্তি। উহার ঋষি দমন মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তির চক্ষু (বা দৃষ্টি), প্রাণ, বায়ু ("আত্মা"), প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবয়বসমূহ যথাক্রমে সূর্য, বায়ু, প্রভৃতিতে গমন করে। পরন্তু উহার এক অংশ অজ ("অজো ভাগঃ") এবং ঐ অংশকে পুণ্যবান্‌দিগের লোকে ("সুকৃতাং লোকং") লইয়া যাওয়ার জন্য ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন।[১] ঐ অংশ ঐ পুণ্যবান্‌দিগের লোকে চিরকাল থাকে না ; তথা হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করত পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া থাকে। তাই ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন,

"আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ
সঙ্গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥"[২]

'হে জাতবেদ, শেষ (অংশ) আয়ুর্যুক্ত হইয়া উপগমন করুক। উহা (পুনরায়) শরীর লাভ করুক।' অর্থাৎ উহা যেন শীঘ্র ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করে।

এই সূক্ত হইতে জানা যায় যে, দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে জীবের সমস্তই নাশ হয় না। উহার এক ভাগ পরলোকে গমন করে এবং তথা হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। ঐ ভাগ "অজ" অর্থাৎ নূতন উৎপাদন হয় নাই। উহা অমরও অর্থাৎ উহার বিনাশও হয় না। সুতরাং উহা নিত্য। উহাকে জীবের 'আত্মা' বলা হয়। সুতরাং বলা হয় যে, জীবাত্মা অজ ও অবিনাশী, নিত্য।

১। ঋক্‌সং, ১০।১৬।৪ ; অথসং, ১৮।২।৮ ; তৈত্তিআ, ৬।১।৪

২। ঋক্‌সং, ১০।১৬।৫ ; অথসং, ১৮।২।১০ ('উপ যাতু' ও 'স্ববর্চাঃ' পাঠান্তরে) ; তৈত্তিআ, ৬।৪।২ ('উপযাতু শেষং' ও 'তনুবা' পাঠান্তরে) :

জীবাত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে অপর প্রমাণও বেদে আছে। যথা, বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে থাকিতে বলিয়াছেন, ইতিপূর্বেও

"শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্"[১]

'বহু লৌহময় পুর (অর্থাৎ দুর্ভেদ্য গর্ভ) আমাকে রক্ষা করিয়াছিল; অর্থাৎ ইতিপূর্বেও আমি বহুবার গর্ভে ছিলাম।' এক জন্মে তিনি লিখিয়াছেন, আকাল হেতু অন্নের অভাবে তাঁহাকে কুকুরের অন্ত্র খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল ("অবর্ত্যা শুনঃ আন্ত্রামিপেবে")।[২] তাঁহার পুত্র বৃহদুকথ ঋষি বলিয়াছেন,

"বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং
যুবানং সন্তং পলিতো জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বা-
দ্যা মমার স হ্যঃ সমান॥"[৩]

'দেবতার মহিমা সামর্থ্য দেখ,—বহু জনের বিধাতা এবং সংগ্রামে বহু শত্রুর দ্রাবয়িতা যুবা হইয়া (পরে) শুভ্রকেশ (বৃদ্ধ) হয়। আজ মরিয়া পরেদ্যু সম্যক চেষ্টা করে (অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ কর্ম করিতে থাকে)।' দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন,

"অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেজদ্-
ধ্রুবং মধ্য আ পস্ত্যানাম্।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভি-
রমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ॥"[৪]

'প্রাণন ও বিচরণ করত এবং স্বব্যাপার সাধনে ত্বরিত গমন করত জীব শয়ন করে এবং গৃহ মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থান করে। মৃত পুরুষের জীবাত্মা স্বধা

১। ঋক্সং ৪।২৭।১; ঐতআ. ২।৫।১।৫=ঐতউ, ২।১।৫

২। ঋক্সং, ৪।২।২৮ বামদেব ঋষি অন্যত্র বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব জন্মে মনু হইয়াছিলেন ("অহং মনুরভবং") ইত্যাদি। (পূর্বে দেখ) তাহাতেও তিনি পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

৩। ঋক্সং, ১০।৫৫।৫; অথসং, ৯।১০।৯ ('সমনে বহূনাং' স্থলে 'সলিলস্য পৃষ্ঠে' পাঠান্তরে); সামসং, পু, ৪।৪।৩; উ. ৯।১।৭; মৈত্রাসং. ৪।৯।১২; তৈত্তিআ, ৪।২০।১। আচার্য সায়ন এই মন্ত্রকে আদিত্য এবং আত্মা উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৪। ঋক্সং, ১।১৬৪।৩০; অথসং, ৯।১০।৮

দ্বারা জীবন ধারণ করে। (জীবাত্মা বস্তুত) অমর্ত্য (অর্থাৎ মরে না ; সুতরাং জন্মও গ্রহণ করে না)। মর্ত্য (শরীর) দ্বারাই উহা সযোনি (অর্থাৎ জন্মবান্) হয়।'

"অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽ-
মর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা
ন্যন্যং চিক্যুর্ন নি চিক্যুরন্যম্॥"[1]

'অমর্ত্য (জীবাত্মা) মর্ত্য (মন বা দেহ) দ্বারাই সযোনি (অর্থাৎ জন্মবান্) হয়, এবং স্বধা (অর্থাৎ অন্নোপলক্ষিত তত্তদ্‌ভোগ) দ্বারা গৃহীত হইয়া অধঃ (=নীচলোকে বা নীচ যোনিতে) এবং উর্ধ্বে (=উর্ধ্বলোকে বা উর্ধ্বযোনিতে) গমন করে। উহারা সর্বদা অবিভাগে থাকিয়া ইহলোকে সর্বত্র বিচরণ করে এবং লোকান্তরে গমন করে। (অজ্ঞ লোক উহাদের) একেকে (মনকে বা দেহকে) বিশেষরূপে দেখে, অপরকে (জীবাত্মাকে) দেখে না।[2] অপর এক ঋষি বলিয়াছেন,

"তদিৎ পদং ন বিচিকেত বিদ্বান্
যন্মৃতঃ পুনরপ্যেতি জীবান্।
ত্রিবৃদ্‌যদ্‌ভুবনস্য রথবৃৎ জীবো
গর্ভো ন মৃতঃ স জীবাৎ॥"[3]

'বিদ্বান্ বিশেষ বিবেচনা করিয়াও সেই পদ (কর্মানুষ্ঠান-স্থিতি) জানেন না, যেই হেতুতে (জীব) মরিয়া পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। লোক মধ্যে বর্তমান ত্রিবৃৎ (অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণত্রয়বান্) জীব রথচক্রবৎ পুনঃ পুনঃ আবর্তন করে। জীব মরে না, সে বাঁচিয়াই থাকে।'

১। ঋক্‌সং ১।১৬৪।৩৮ ; অথসং, ৯।১০।১৬

২। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' (২।১।৮) এই মন্ত্র প্রাণের পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাণ দেহে থাকিতে জীব অমৃত, দেহ হইতে নির্গত হইলে মৃত। যাস্ক ('নিরুক্ত', ১৪।২৩) উহাকে আদিত্য এবং আত্মা এই উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ("অমর্ত্য আত্মা মর্ত্যেন মনসা সহ তৌ শশ্বদ্‌গামিনৌ বিশ্বগামিনৌ বহুগামিনৌ বা পশ্যত্যাত্মানং ন মন ইত্যাত্মগতিমাচষ্টে")। প্রাণ-দেবতা বা ব্রহ্মই আদিত্য ও জীবাত্মা রূপে অবস্থিত। সুতরাং ঐ সকল ব্যাখ্যায় কোন পার্থক্য নাই।

৩। তৈত্তিরা, ৩।৭।১০।৬ ; কাঠসং, ৩৫।১৩ ('ত্রিবৃদ্‌ভুবনং যদ্‌রথবৃৎ' ও 'ন মৃতঃ স্বাহা' পাঠান্তরে)

দেহ ত্যাগের পর জীবের আত্মা কোন পথে গমন করে তাহারও উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। যথা, 'অথর্ববেদে' বিবৃত হইয়াছে যে

"প্রথমেন প্রমারেণ ত্রেধা বিষঙ্ বি গচ্ছতি।
অদ একেন গচ্ছত্যদ একেন গচ্ছতীহৈকেন নি ষেবতে॥"[১]

'প্রথম (শরীর) প্রমৃত হইলে (জীবাত্মা) তিন প্রকারে নানা নিয়মে গমন করে। এক প্রকারে (অর্থাৎ পুণ্য কর্ম দ্বারা) ঐ (স্বর্গলোকে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিকে) গমন করে; এক প্রকারে (অর্থাৎ পাপ কর্ম দ্বারা) ঐ (নরকে অর্থাৎ অধোদিকে) গমন করে; এবং এক প্রকারে (অর্থাৎ পুণ্য কর্ম ও পাপ কর্ম সমান হইলে) ইহলোক নিষেবণ করে।"

উপনিষদে দেবযান এবং পিতৃযান নামে পরলোকগামী দুইটি মার্গের বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে, যে সকল জীব মৃত্যুর পর পিতৃযান মার্গে গমন করে, তাহারা ইহসংসারে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে; আর যাহারা দেবযান মার্গে গমন করে, তাহারা প্রত্যাবর্তন করে না। ঐ পথদ্বয়ের উল্লেখ সংহিতাদিতেও পাওয়া যায়। যথা, মূর্ধন্বান ঋষি বলিয়াছেন,

"দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ॥"[২]

'আমি মর্ত্যদিগের দুই মার্গের কথা শুনিয়াছি, একটি পিতৃগণের (লোকে গমনের), অপরটি দেবগণের (লোকে গমনের)। ভূলোক ও দ্যুলোকের মধ্যে যে সমস্ত জীব আছে, তাহারা সকলেই ঐ দুই মার্গ দিয়াই গমন করে।'[৩]
যমের পুত্র সঙ্কুসুথ ঋষি বলিয়াছেন,

"পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং
যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ।"[৪]

১। অথসং, ১১।৮।৩৩

২। ঋক্‌সং, ১০।৮৮।১৫; তৈত্তির', ১।৪।২।৩ 'স্রুতী' স্থলে 'সৃতী' পাঠান্তরে এই বচন অন্যত্র কতিপয় স্থলে আছে। যথা, বাজসং (মাধ্য), ১৯।৪৭; মৈত্রাসং, ২।৩।৮; কাঠসং, ১৭।১৯; ৩৮।২; শতব্রা, ১২।৮।১।২১, ১৪।৯।১।৪; বৃহউ, ৬।২।২

৩। "যদন্তরা মাতরং পিতরং চ"—এই শ্রুতির তাৎপর্য, আচার্য শঙ্করের মতে এই যে, দেবযানমার্গেও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গতি হয় না। (ছান্দোগ্যউ, ৫।২০।২ শঙ্করভাষ্য)

৪। ঋক্‌সং, ১০।১৮।১; বাজসং (মাধ্য), ৩৫।৭; অথসং, ১২।২।২১; শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৮।৩।৪; তৈত্তির', ৩।৭।১৪।৫; তৈত্তিআ, ৩।১৫।২; ৬।৭।৩

'হে মৃত্যু, দেবযান হইতে ভিন্ন অপর যে তোমার স্বকীয় পন্থা আছে, তথায় ফিরিয়া যাও।' দেহত্যাগের পর যাহারা দেবযানমার্গে গমন করে, তাহারা আর ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করে না, তাহাদিগের পুনর্জন্ম হয় না ; সুতরাং মৃত্যুও হয় না। অতএব তাহারা মৃত্যুর হাত অতিক্রম করিয়া যায়। তদ্‌ভিন্ন অপর এক পথেও কোন কোন মনুষ্য দেহত্যাগের পর গমন করিয়া থাকে। যাহারা ঐ পথে গমন করে তাহাদিগকে ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং তাহারা পুনঃ মরিয়াও থাকে। অতএব তাহারা মৃত্যুর অধীন থাকে। উহাই মৃত্যুর স্বকীয় পন্থা।

জীব নিত্য—জন্ম-মৃত্যু ঔপাধিক

এই সকল প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে, জীবাত্মা অজ এবং অমৃত, উহা নিত্য। উহা বারংবার মুক্তি লাভের পূর্ব পর্যন্ত, শরীর পরিগ্রহণ এবং ত্যাগ করে। তাহাকেই উপচার ক্রমে উহার জন্ম এবং মৃত্যু বলা হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা জন্মেও না, মরেও না। উপনিষদেও তাহার বহু প্রমাণ আছে। যথা, যম বলিয়াছেন, "এই মেধাবী আত্মা জন্মেও না, মরেও না। উহা অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাতন। শরীর হত হইলেও উহা হত হয় না।"[১] মহর্ষি উদ্দালক আরুণি বলিয়াছেন

"জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে।"[২]

'জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত এই শরীরই মরে, জীব মরে না।' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি।"[৩]

১। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"—(কঠউ, ১।২।১৮)

আরও দেখ—

"নায়ং হন্তি ন হন্যতে"—(ঐ, ১।২।১৯)

'উহা মারেও না, মরেও না।'

২। ছান্দোগ্যউ, ৬।১১।৩ ৩। বৃহউ, ৪।৩।৮

'সেই এই পুরুষ শরীরগ্রহণে জন্মে ও পাপের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, এবং শরীর-ত্যাগে মরে ও পাপ পরিত্যাগ করে।'

'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' আছে,

"প্রাণা উ হ বাব রাজন্ মনুষ্যস্য সম্ভূতিরেবেতি।"[১]

'হে রাজন্, ইন্দ্রিয়সমূহ (-সংযোগ)ই মানুষের জন্ম।'

"তদ্‌যচ্ছরীরবৎ তন্মৃত্যোরাপ্তম্। অথ যদশরীররং তদমৃতম্।"[২]

'যাহা শরীরবান্, তাহা মৃত্যুগ্রস্ত। আর যাহা অশরীর তাহা অমৃত।' উহাতে আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং চন্দ্রমা মৃত্যুরূপ। উহারা মানুষকে জন্মমাত্রই মৃত্যুপাশসমূহ দ্বারা চারিদিকে বন্ধন করিয়া থাকে। তাহাকে অগ্নি বাক্, বায়ু প্রাণ, আদিত্য চক্ষু এবং চন্দ্রমা শ্রোত্র দ্বারা বন্ধন করে।"[৩]

অপর ক্রিয়াদিও শরীরসম্পর্কজনিত

জন্ম এবং মৃত্যুর ন্যায় জীবাত্মার অপর সমস্ত ক্রিয়াকলাপও শরীরোপাধি-সম্পর্ক-জনিত। এইমাত্র পূর্বে উদ্ধৃত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বচন হইতে অধিকন্তু জানা যায় যে, জীবের পুণ্য এবং পাপও শরীর-সম্পর্ক-জনিত। ভগবান্ বাদরায়ণ ঋষিও শ্রুতিপ্রমাণমূলে ঐ প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। প্রজাপতি ঋষি দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেন, যে মানুষের সুখদুঃখবোধও শরীর-সম্পর্ক-জনিত।

"মঘবন্মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠান-মাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপ-হতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"[৪]

'হে মঘবন্, এই শরীর নিশ্চয়ই মর্ত্য। উহা মৃত্যু দ্বারা গ্রস্ত। উহা এই অমৃত এবং অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠান। সশরীর (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে অভিমানী) আত্মা প্রিয় ও অপ্রিয় দ্বারা গ্রস্ত। সশরীর থাকিতে প্রিয়াপ্রিয়ের বিনাশ হয় না; আর অশরীর হইলে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করে না।'

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' ঐ বিষয়ের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে,[৫]

১। জৈমিউব্রা, ৪।৭।৪ ২। জৈমিউব্রা, ৩।৩৮।১০ ৩। জৈমিউব্রা, ৪।৯।১-২
৪। ছান্দোগ্যউ, ৮।১২।১ ৫। তৈত্তিআ, ১।১১।৫-৭

"হসিতং রুদিতং গীতং বীণাপণবলাসিতম্।
মৃতং জীবং চ যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গানি স্নেবর্শবিদ্ধি তৎ ॥"

'(জীব যে) হাসে, কাঁদে, গান করে, বীণাপণবাদি বাজাইয়া বিনোদ করে, মরে, বাঁচে এবং (অপর) যাহা কিছু করে,—তৎসমস্তই স্নায়ুবৎ অঙ্গাদি (শরীরগত) বলিয়া জানিও।'

"অতৃষ্যংস্তৃষ্যং ধ্যায়ৎ অস্মাজ্জাতা মে মিথু চরন্।
পুত্রো নির্ঋত্যা বৈদেহঃ অচেত যশ্চ চেতনঃ ॥"

'(জীবাত্মা স্বরূপত) তৃষ্ণাবিহীন হইয়াও তৃষ্ণা প্রাপ্ত হয় এবং (ধ্যান-রহিত হইয়াও) ধ্যান করে। (এই শরীরের) সঙ্গে পরস্পর মিলিয়া আচরণ করত ইহা হইতে উৎপন্ন (হাসিকান্নাদিকে) আপন মনে করে। (স্বয়ং) বৈদেহ এবং অচেতন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানরহিত) হইলেও নির্ঋতি বশত পুত্র (অর্থাৎ দেহবান্ ও জন্মপ্রাপ্ত) এবং চেতন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানবান্) মনে করে।'

"নৈতমৃষিং বিদিত্বা নগরং প্রবিশেৎ। যদি প্রবিশেৎ মিথৌ চরিত্বা প্রবিশেৎ। তৎ সম্ভবস্য ব্রতম্।"

এই ঋষি(দৃষ্ট-তত্ত্ব)কে জানিয়া (দেহরূপ) নগরে প্রবেশ করিবে না। যদি কখনও প্রবেশ করিতে হয়, তবে পরস্পর আচরণ করত (অর্থাৎ পরস্পরের ভেদ স্মরণ রাখিয়া) প্রবেশ করিবেক। তাহাই সম্ভব ঋষির ব্রত।'

এই প্রকারে নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হয় যে, জীবাত্মা স্বরূপত অকর্তা এবং অভোক্তা; উহার সমস্ত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি দেহতাদাত্ম্যজনিত; এবং ঐ দেহতাদাত্ম্যাপত্তির কারণ নির্ঋতি।

দেহ সম্পর্ক অবাস্তব

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' ঐ প্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে যে

"স তং মণিমবিধ্যৎ। সোঽনঙ্গুলিরবয়ৎ। সোঽগ্রীবঃ প্রত্যমুঞ্চৎ। সোঽজিহ্বো অসশ্চত।"

'সে (অন্ধ হইয়াও) ঐ (দেহরূপ) মণি বিদ্ধ করিল; অঙ্গুলিহীন হইয়াও ঐ মণি দ্বারা মালা গাঁথিল; গলা-বিহীন হইয়াও ঐ মালা গলায় পরিল; এবং জিহ্বা-বিহীন হইয়াও উহার প্রশংসা করিল।' অর্থাৎ অন্ধের মণিসমূহ বিদ্ধ

করা, অঙ্গুলি-হীনের সেই মণিসমূহ দিয়া মালা গাঁথা, গলাহীনের ঐ মালা গলায় পরা, এবং জিহ্বাহীনের উহাকে প্রশংসা করা যেই প্রকার, জীবাত্মার শরীর পরিগ্রহণ এবং তাহার সহিত তাদাত্ম্য বশত নানাপ্রকার ক্রিয়াদি করাও সেই প্রকার ; অর্থাৎ বাস্তব নহে

জীবব্রহ্মবাদ

শ্রুতি মতে জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। আমরা এখানে তদ্বিষয়ে আরও প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। ঐ প্রমাণসমূহ দ্বিবিধ। (১) কখন কখন শ্রুতি সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মই ; এবং (২) কখন কখন বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন।

(১) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহরাজ জনককে বলেন,

"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[১]

'সেই এই আত্মা ব্রহ্মই।' উষস্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন,

"যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ ইতি।"[২]

যিনি সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, তাঁহার স্বরূপ আমার নিকট ব্যাখ্যা কর।' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন,

"এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ···যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো যোঽপানেনাপানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্বান্তর এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ।"[৩]

'এই তোমার আত্মাই সর্বান্তর (আত্মা বা ব্রহ্ম)। ····যিনি প্রাণ, অপান, ব্যান এবং উদান বায়ু দ্বারা তত্তৎ কার্য্য করিতেছে তোমার (দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত) সেই আত্মাই সর্বান্তর (আত্মা বা ব্রহ্ম)।' এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাত্যক্ষিকভাবে ইদন্তয়া কিছু না বলিয়া কতকগুলি কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তাই উষস্ত ইদন্তয়া প্রত্যক্ষবৎ আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে যাজ্ঞবল্ক্যকে অনুরোধ করেন। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,

---

১। বৃহউ, ৪।৪।৫ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।৬

২। বৃহউ, ৩।৪।১ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৫।১

৩। বৃহউ, ৩।৪।১ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৫।১ (শেষের 'এষ ত আত্মা সর্বান্তর' স্থলে "যঃ সমানেন সমানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরঃ" পাঠ আছে।

"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়ান্ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ।"[১]

তিনি দৃষ্টি, শ্রুতি, মতি এবং বিজ্ঞাতি ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। সুতরাং ঐ সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারিবে না। (সুতরাং যাহা বলিয়াছি ঠিক তাহাই) এই তোমার আত্মাই সর্বান্তর (আত্মা বা ব্রহ্ম)।' তাহাতে উষস্ত ঋষি নিবৃত্ত হন। কিন্তু কহোল ঋষি তৎকৃত প্রশ্নটি আবার যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন।[২] যাজ্ঞবল্ক্য কতকগুলি কর্ম দ্বারাই আত্মার পরিচয় দিয়াছেন এবং উহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় না ঐ সকল কর্ম আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক না আগন্তুক। যদি স্বাভাবিক হয় তবে ঐ বন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি হইতে পারে না এবং তদ্বিধ আত্মা কি প্রকারে ব্রহ্ম হয়? আর যদি আগন্তুক হয়, তবে তাহার প্রকৃতস্বরূপ কি, ঐ বন্ধন কি প্রকারে আসিল এবং কি প্রকারে উহা হইতে মুক্তি হয়—সেই সকল জানা আবশ্যক। ঐ অভিপ্রায়ে কহোল উষস্তের প্রশ্ন পুনঃ উত্থাপন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন,

"যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি।"[৩]

'যাহা ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে (অর্থাৎ ক্ষুধাপিপাসাদিরহিত[৪], সেই তোমার আত্মাই সর্বান্তর আত্মা, উহাই ব্রহ্ম)।' উদ্দালক ঋষির প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন

"এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।"[৫]

'তিনিই তোমার (এবং অপর সকলের) আত্মা, তিনিই তোমার (জিজ্ঞাসিত) অন্তর্যামী এবং অমৃত।' এইরূপে দেখা যায়, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বারংবার বলিয়াছেন যে জীব ব্রহ্মই। ঋষি উদ্দালক আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে বারংবার বলিয়াছেন,

---

১। বৃহউ, ৩।৪।২; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৫।৩

২। মাধ্যন্দিন শাখার মতে কহোড় ঋষি প্রথমে প্রশ্ন করেন এবং উষস্তি ঋষি পরে।

৩। বৃহউ, ৩।৫।১; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৪।১

৪। মূলে "অত্যেতি" ('অতিক্রম করে') বাক্য থাকায় অনুমান করা যায় না যে জীব ক্ষুধাপিপাসাদি অতিক্রমণ করিয়াই ব্রহ্ম হয়, পূর্বে ব্রহ্ম ছিল না—ইহা বলাই যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রায় ছিল। কেননা, তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃহউ, ৪।৪।৬; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।২।৮)। সুতরাং তন্মতে জীব মুক্তির পূর্বেও বস্তুত ব্রহ্মই ছিল।

৫। বৃহউ, ৩।৭।৩, ইত্যাদি; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৭।৭, ইত্যাদি। পূর্বে দেখ।

"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।"[1] 'সেই যে অণিমা এই সমস্তই তদাত্মক। উহাই সত্য এবং উহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমি তাহাই।' আরও দেখ

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ"[2]

'এই সর্বানুভূ আত্মা ব্রহ্মই।'

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[3]

'এই আত্মা ব্রহ্মই।'

(২) 'ঐতরেয়োপনিষদে'[4] বিবৃত হইয়াছে যে পরমেশ্বর এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাত সৃষ্টি করত চিন্তা করিলেন, 'ইহা আমাকে ব্যতীত কি প্রকারে থাকিবে? সুতরাং আমি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব। পরন্তু কি প্রকারে আমি ইহার মধ্যে প্রবেশ করি?' এইরূপে চিন্তা করিয়া "তিনি এই সীমা (অর্থাৎ মস্তক) বিদারণ পূর্বক সেই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন (এবং জীব সাজিলেন)।"[5]

"স জাত ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমপশ্যৎ। ইদমদর্শমিতি।"

"তিনি (জীবরূপে) উৎপন্ন হইয়া ভূতসমূহকে ব্যাকৃত (অর্থাৎ দর্শন এবং তাদাত্ম্যভাবে গ্রহণ) করিলেন। অনন্তর জ্ঞানোদয় হইলে 'এখানে (আমি ব্যতীত) আর কে আছে'—এই প্রকার বলিলেন। তখন সে (জীব) এই পুরুষকেই (অর্থাৎ হৃদয়পুরশায়ী আত্মাকেই) বিভু ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইল, আমি ইহাকে দেখিয়াছি এই প্রকারে (জানিলেন)।" "সেই হেতু তাঁহার নাম 'ইদন্দ্র' হইল এবং তিনি 'ইদন্দ্র' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাম 'ইদন্দ্র' হইলেও (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) তাঁহাকে পরোক্ষ 'ইন্দ্র' বলেন।"[6] এই উক্তি হইতে জানা যায়

১। ছান্দোউ, ৬।৮।৭, ৯।৪, প্রভৃতি   ২। বৃহউ, ২।৫।১৯

৩। মাণ্ডুউ, ২   ৪। ঐতউ, ১।৩।১৩, ঐতআ, ২।৪।৩

৫। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' (২।১।৪) আছে, ব্রহ্ম পাদাগ্রদ্বয় দ্বারা শরীরে প্রবেশ করেন; অনন্তর ক্রমে উরু, উদর এবং মস্তকে সঞ্চারিত হন। বিভু ব্রহ্ম প্রাণ-বায়ুরূপেই শরীরে প্রবেশ করেন। 'মৈত্রায়ণী উপনিষদে' (২।৬) তাহা স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে।

৬। সায়ন লিখিয়াছেন, "যদ্বা ইদঙ্কারাস্পদং বিশ্বং কারণভূতব্রহ্মাত্মনা অদ্রাক্ষীদিতি ইন্দ্রঃ। শ্রূয়তে হি ঐতরেয়কে "স এতমেব পুরুষং" ইত্যাদি। (অথর্বভাষ্য, ১৯।১) আরও দেখ ঋগ্‌ভাষ্য, ১।৩।৪

যে ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন এবং সেই সম্পর্কেই তিনি 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত হন। 'ইন্দ্র' নামের ঐ প্রকার ব্যুৎপত্তি অন্যত্রও পাওয়া যায়।* যথা—

"ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ। তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে। পরোক্ষেণৈব।"[১]

'এই দক্ষিণ অক্ষিতে অবস্থিত পুরুষেরই নাম 'ইন্ধ'। তিনি 'ইন্ধ' হইলেও (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) তাঁহাকে পরোক্ষত 'ইন্দ্র'ই বলেন।'

"তদ্‌যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধত তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি" বিজ্ঞায়তে।"[২]

'যেহেতু উহা ইন্দ্রিয়গণের সম (বা সহভাব প্রাপ্ত) সেই হেতু উহা 'ইন্ধ' এবং তাহাই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বলিয়া কথিত হয়।' এই শ্রুতি প্রমাণ মূলে যাস্কও ইন্দ্র নামের সেই নিরুক্তি দিয়াছেন "ইন্ধে ভূতানীতি" অর্থাৎ জীবরূপে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করত ভূতসমূহ দীপ্ত করেন বলিয়াই তাঁহার নাম ইন্দ্র। আমরা জানি ইন্দ্র ব্রহ্মেরই নামবিশেষ। ঐ নামের এই প্রকার নিরুক্তি হইতে সহজে জানা যায় যে ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন।

ব্রহ্মের 'পুরুষ' নামের নিরুক্তি-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে একমতে জীবের শরীরসমূহই পুর। উহাদের সৃষ্টি করত ব্রহ্ম জীবরূপে উহাদিগেতে, বিশেষত উহাদের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়পুরসমূহে, প্রবেশ করত শয়ন করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি 'পুরুষ' নামে অভিহিত হন।[৩]

"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ॥

ইতি। স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ।"[৪]

'পরম পুরুষ দ্বিপদযুক্ত পুর নির্মাণ করিলেন; চতুষ্পদ পুর নির্মাণ করিলেন। তিনি পক্ষী হইয়া সেই পুরসমূহে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই সমস্ত পুরে হৃদয়পুণ্ডরীকে শয়ন করেন (অর্থাৎ অবস্থিত আছেন) বলিয়া 'পুরুষ' (নামে অভিহিত হন)।' সেই পুর এবং তদবস্থিত পুরুষ 'অথর্ববেদে' নিম্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে,

---

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।১১।২ ; বৃহউ. ৪।২।২
২। যাস্কের 'নিরুক্তে' (১০।৮।৮) ধৃত ব্রাহ্মণবচন
৩। "পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে।"—(অথসং, ১০।২।২৮,৩০)
৪। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১৮ ; বৃহউ. ২।৫।১৮

"অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥
"তস্মিন্ হিরণ্যয়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥
প্রভ্রাজমানাং হরিণীং যশসা সম্পরীবৃতাম্।
পুরং হিরণ্ময়ীং ব্রহ্মা বিবেশাপরাজিতাম্ ॥"[১]

'দেবতাদিগের অযোধ্য পুর অষ্টচক্র এবং নব-দ্বার।[২] তাহাতে স্বর্গ স্বরূপ জ্যোতিষাবৃত হিরণ্ময় কোশ বর্তমান আছে। ত্রি-অর-যুক্ত এবং ত্রি-প্রতিষ্ঠিত সেই হিরণ্ময় কোশে যে যক্ষ (ব্রহ্ম) আত্মা হইয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে নিশ্চয় জানেন। ব্রহ্ম প্রভ্রাজমান হরিণী, যশ দ্বারা সম্পরিবৃত, এবং অপরাজিত (সেই) হিরণ্ময় পুরে প্রবেশ করিয়াছেন।'

"পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্।
তস্মিন্ যদ্যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥
অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূঃ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো-
রাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্ ॥"[৩]

'নবদ্বার (হৃদয়-) পুণ্ডরীক তিন গুণের দ্বারা আবৃত। উহাতে যে যক্ষ (ব্রহ্ম) আত্মা হইয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে জানেন। অকাম, ধীর, অমৃত এবং স্বয়ম্ভূ। উহা রস দ্বারা তৃপ্ত (অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ); এবং কোন কিছু হইতে ন্যূন নহে। (বিদ্বান্ ব্যক্তি) সেই ধীর অজর এবং যুবা আত্মাকে জানিয়াই মৃত্যু হইতে নিশ্চয় ভীত হন না।''[৪] প্রথমোদ্ধৃত বচনের প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও পাওয়া যায়।[৫] দ্বিতীয় মন্ত্রের স্থলে উহাতে আছে

১। অথর্বসং, ১০।২।৩১-৩ এই বচনের প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র "হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গঃ লোকঃ," 'বিভ্রাজমানাং' ও 'হিরণ্ময়ী' পাঠান্তরে 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১।২৭।২-৪) পাওয়া যায়।

২। ত্বক্, অসৃক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এবং ওজ—এই আটটি যাহার চক্রবৎ পরিবেষ্টন তাহা 'অষ্টচক্রা'। চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু এবং উপস্থ—এই নয়টি যাহার দ্বার তাহা 'নবদ্বার'।

৩। অথর্বসং, ১০।৮।৪৩-৪
৪। আরও দেখ, অথর্বসং, ১১।১০।১১

৫। ১ম পাদটীকা দেখ।

"যো বৈ তাং ব্রহ্মণে বেদ অমৃতেনাবৃতাং পুরীম্।
তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রহ্মা চ আয়ুঃ কীর্তিং প্রজাং দদুঃ॥"

জীবের হৃদয়-পুরকে 'ব্রহ্মের পুরী' বলাতে সিদ্ধ হয়, ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন।

'শতপথব্রাহ্মণে' একটা আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে।[১] প্রজাপতি (অমৃত) দেবতা এবং মর্ত্য প্রাণী উভয়ই সৃষ্টি করেন। মর্ত্য প্রাণীর অন্তা মৃত্যুকেও তিনি সৃষ্টি করেন। "সেই প্রজাপতির অর্ধ মর্ত্য ছিল, আর অর্ধ অমৃত। তাঁহার যাহা (যেই অর্ধ) মর্ত্য ছিল, তদ্দ্বারা তিনি মৃত্যু হইতে ভীত হইলেন, এবং ভীত হইয়া তিনি মৃত্তিকা ও জল—এই দুই হইয়া ইহাতে (পৃথিবীতে) প্রবেশ করেন। তখন মৃত্যু দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কোথায়?' তাঁহারা উত্তর করেন, তোমা হইতে ভীত হইয়া তিনি ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।' তিনি (মৃত্যু) বলেন, 'চল, তাঁহাকে অন্বেষণ করি, তাঁহাকে সম্ভরণ করি। আমি তাঁহাকে হিংসা করিব না" ইত্যাদি। এই আখ্যায়িকা হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে প্রজাপতিই জীব হইয়াছেন। উহাতে বিবৃত অপর এক আখ্যায়িকা, তথা 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় বিবৃত এক আখ্যায়িকা, হইতেও তাহা জানা যায়।[২] 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে, মহর্ষি উদ্দালক আরুণি তাহার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেন,

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।"[৩]

'সেই ঐ (সদাখ্য) দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, 'আমি এই জীবাত্মারূপে (তেজ, অপ্ এবং অন্ন-) এই তিন দেবতায় অনুপ্রবেশ করত নাম ও রূপ, অভিব্যক্ত করিব।' অনন্তর

"সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।"[৪] 'সেই ঐ (সদাখ্য) দেবতা এই জীবাত্মারূপেই ঐ তিন দেবতাতে অনুপ্রবেশ করত নামও রূপ অভিব্যক্ত করেন।' সুতরাং তাঁহারও মতে ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন। 'কঠোপনিষদে'ও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।[৫]

১। শতব্রা (মাধ্য), ১০।১।৩।১-৩।
২। পূর্বে দেখ
৩। ছান্দোগ্যউ, ৬।৩।২
৪। ছান্দোগ্যউ, ৬।৩।৩
৫। দেখ—কঠউ, ২।১।৬; ২।২।১, ৪, ৮

যেহেতু ব্রহ্ম এই দেহপুরে প্রবেশ করিয়া পুরুষরূপে অবস্থিত আছেন, সেইহেতু 'ঐতরেয়ারণ্যকে' উক্ত হইয়াছে যে,

"অয়ং পুরুষো ব্রহ্মণো লোকঃ"[১]

'এই পুরুষ ব্রহ্মের লোক।'

ব্রহ্ম একই। তিনি বহু পুর সৃষ্টি করত উহাদিগেতে প্রবেশ করিয়া বহু পুরুষ হইয়াছেন। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে।

"অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্। একঃ সন্ বহুধা বিচারঃ।...অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা।"[২]

'(অন্তর্যামী-রূপে সকলের) শাস্তা জনগণের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট। তিনি (স্বরূপে) এক হইয়াও (জীবরূপে) বহু হইয়া বিচরণ করিতেছেন।...জনগণের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শাস্তা তিনি সর্বাত্মা (অর্থাৎ সমস্ত জীবগণের আত্মা তিনিই)।' জীব সংখ্যায় বহু এবং বহু জীব বহু প্রকারে বিচরণ করিতেছে। তাই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এক হইয়াও বহুরূপে বিচরণ করিতেছেন। বিশ্বামিত্র ঋষি ভগবান্ ইন্দ্রকে বলেন,

"ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু
ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে॥"[৩]

'হে শতক্রতু ইন্দ্র, তোমার পঞ্চজনে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল তোমারই বলিয়া আমি মনে করি।' ইন্দ্রই পঞ্চজন অর্থাৎ সমস্ত জীব সাজিয়াছেন।[৪] সুতরাং সমস্ত প্রাণীর ইন্দ্রিয়সমূহ প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয়-সমূহ। ইহাই বিশ্বামিত্র ঋষির ঐ বচনের তাৎপর্য।

বেদের সিদ্ধান্ত মতে জীব যে স্বরূপত ব্রহ্মই তাহার তৃতীয় প্রকার প্রমাণও আছে। পূর্বে মুক্ত জীবের ব্রহ্মভবনবিষয়ক প্রকরণে উক্ত হইয়াছে কোন কোন শ্রুতিবচনে ইহা অতীব পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরেই যে জীব ব্রহ্ম হয়, তাহা নহে, তৎপূর্বেও সে বস্তুত ব্রহ্মই ছিল। যথা,

"তদপশ্যত্তদাসীত্তদভবৎ"[৫]

'তাহাকে দর্শন করে, তাহা হয়, এবং তাহা ছিল।'

১। ঐতআ, ২।১।৩
২। তৈত্তিআ, ৩।১১।১০
৩। ঋক্‌সং, ৩.৩৭।৯
৪। বাজসং (মাধ্য), ৩২।১২ ; কাম্বসং, ৪।৫,৩।৯
৫। তৈত্তিআ, ২:২ ; বৃহউ, ৪.৪.৬

"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"

'ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মে লয় হয়।' কোন কোন শ্রুতিতে মুক্তিকে স্বরূপ-প্রাপ্তি বলা হইয়াছে এবং ঐ স্বরূপকে অমৃত এবং অভয় ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।[১] তাহাতেও সিদ্ধ হয় যে জীবের স্বরূপ ব্রহ্মই।

ঐ বিষয়ে আরও একপ্রকার প্রমাণ আছে। উহা ব্রহ্মই পুরুষের অনুভব। উহার বহু দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে,

"অদো যদ্‌ব্রহ্ম বিলবং পিতৄণাং চ যমস্য চ।
বরুণস্যাশ্বিনোরগ্নেঃ মরুতাং চ বিহায়সাম্॥
কামপ্রযবনং মে অস্তু স হ্যেবাস্মি সনাতনঃ।"[২]

'ঐ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত) যে ব্রহ্ম পিতৃগণের, যমের, বরুণের, অশ্বিনীদ্বয়ের, অগ্নির এবং মরুদ্গণের (অর্থাৎ সমস্ত দেবগণের), তথা আকাশবর্তী (যক্ষ-গন্ধর্বাদি অপর) প্রাণিগণের, বিশেষ আলম্বন, আমি নিশ্চয়ই সনাতন তিনিই। (সুতরাং) আমার কামের প্রকৃষ্ট বেগ (অর্থাৎ সত্যসংকল্পত্ব) হউক।'

এই সকল প্রমাণে নিঃসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধ হয় যে, জীব স্বরূপত ব্রহ্মই—ইহাই বেদের সার সিদ্ধান্ত। সেই হেতু ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বেদে কখন কখন অতি কবিত্বময় ভাষায় বলা হইয়াছে যে,

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষা-
মুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ।
একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ
প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ॥"[৩]

'তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, আবার তুমি জরাজীর্ণ (বৃদ্ধ) রূপে দণ্ডের সাহায্যে গমন কর। তুমি (জীব, তথা জগদ্রূপে) জাত হইয়া সর্বপ্রকারই হও। তুমি এই সকল (প্রাণিবর্গের) পিতা, আবার তুমিই ইহাদের

১। ছান্দোগ্যউ, ৮।৩।৪ ; ৮।১২।৩

২। তৈত্তিআ, ১।২৭।৬

৩। অথর্বসং, ১০।৮।২৭-৮ প্রথম মন্ত্রটি 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' (৪।৩) আছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে 'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' (৩।১০।১২) পাওয়া যায়। 'কৌষীতকী-ব্রাহ্মণোপনিষদে' (১।৭) উক্ত হইয়াছে যে সমস্ত স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক নামসমূহ ব্রহ্মেরই।

পুত্র। তুমিই ইহাদের জ্যেষ্ঠ, আবার তুমিই ইহাদের কনিষ্ঠ। একই দেবতা মনে প্রবিষ্ট। তিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন, আবার তিনিই (জীবরূপে) গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন (অর্থাৎ জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন)।'

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"[১]

'একই দেব সর্বভূতে গূঢ়রূপে আছেন। তিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা। আবার তিনিই (সর্বভূতের বিবিধ) কর্মের অধ্যক্ষ এবং সর্বভূতে অবস্থিত। তিনি সর্বদ্রষ্টা এবং চেতয়িতা, আবার কেবল এবং নির্গুণ।' ব্রহ্মই সর্বভূত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না। সর্বভূত তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তিনি সর্বভূতে গূঢ় আছেন। তিনি জীব, আবার তিনিই ঈশ্বররূপে জীবের কর্মসমূহের অধ্যক্ষ, সর্বজীবে অবস্থিত, সর্বদ্রষ্টা এবং সকলের প্রেরক। আবার তিনি কেবল এবং নির্গুণই। বস্তুত শ্রুতি-মতে এক দেবতাই বহুরূপে বাস করিতেছেন।[২]

তিনিই

"আত্মা দেবানামুত মানুষাণাম্"[৩]

'দেবতাদিগের এবং মনুষ্যদিগের আত্মা।'

'অথর্ববেদে'র একাদশ কণ্ডিকার দশম সূক্তে উক্ত হইয়াছে যে, জীবের শরীরে সমস্ত দেবতা বাস করেন। কোন কোন দেবতা কি কি ভাবে জীব-শরীরে বাস করেন সে সকল তথায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর উক্ত হইয়াছে যে

"তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে।
সর্বা হ্যস্মিন্ দেবতা গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে॥"[৪]

১। শ্বেতউ, ৬।১১

২। "একো দেবো বহুধা নিবিষ্টঃ"—(তৈত্তিআ, ৩।১৪।১); "বহুধা বসন্তঃ"—(ছান্দোউ, ৪।৩।৬); "বহুধা নিবিষ্টম্"—(মৈত্রিউ, ৩।২।১)

৩। অথসং, ৭।১১১; মৈত্রিউ, ৬।২।৪; ছান্দাউ, ৪।৩।৭ ("আত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং")। 'ঋগ্বেদে' (১।১৬৪।৪) বায়ুকে বলা হইয়াছে, "আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভঃ"। 'বায়ু এবং প্রাণ', একই দেবের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ।

৪। অথসং, ১১।৮।৩২

'যেহেতু সমস্ত দেবতা গোষ্ঠে গোসমূহের ন্যায় ইহাতে (পুরুষশরীরে) বাস করেন, সেই হেতুই বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন।' ইহা হইতে কেহ কেহ হয়ত অনুমান করিবেন যে বেদে উপচার-ক্রমেই জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জীব হন নাই কিংবা জীব ব্রহ্ম নহে। পরন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে অনায়াসে প্রতীতি হইবে যে, ঐ অনুমান সত্য হইতে পারে না। কেননা, বেদের সিদ্ধান্তানুসারে দেবতাগণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন ; তাঁহারা বস্তুত ব্রহ্মই ; ব্রহ্মই কার্যভেদে বিভিন্ন দেবতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যেহেতু ব্রহ্ম জীব হইয়াছেন, সেইহেতু তাঁহার কর্মরূপসমূহের আভাস জীবেও থাকা স্বাভাবিক। সেই দৃষ্টিতেই বলা হয় যে, সমস্ত দেবতা জীবশরীরে বাস করেন। পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে যে সম্যক্ সামঞ্জস্য আছে, শ্রুতির একাধিক স্থলে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়, ঐ অথর্বশ্রুতিও জীবব্রহ্মবাদকেই পরিপুষ্ট করে। অথবা, এই সকল যুক্তি বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, ঐ সূক্তেই পরিষ্কার কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম শরীরে প্রবেশ করত জীব হইয়াছেন।

"যা আপো যাশ্চ দেবতা যা বিরাড্ ব্রহ্মণা সহ।
শরীরং ব্রহ্ম প্রাবিশচ্ছরীরেঽধি প্রজাপতিঃ॥"[১]

'ব্রহ্ম শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন।[২] ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে যাহা 'আপ, যাহা দেবতাগণ এবং যাহা বিরাট (বলিয়া কথিত হয় সেই সকলও শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন)। প্রজাপতি (জীব) শরীরেই আছেন।'

উপাধিবাদ

যেহেতু জীবাত্মা অজ ও নিত্য এবং যেহেতু উহা ব্রহ্মই, সেইহেতু জীবাত্মা জীবাত্মায় কোন ভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবের প্রতীয়মান স্ত্রীপুরুষ-নপুংসকলিঙ্গভেদ এবং দেবমনুষ্যপশুপক্ষিকীটপতঙ্গাদিযোনিভেদ শরীরেরই বলিতে হইবে, আত্মার নহে। তাই শ্বেতাশ্বতর ঋষি বলিয়াছেন,

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥"[৩]

১। অথর্ব, ১১।৮।৩০ ২। বৃহউ, ১।৪।৭ দেখ।
৩। শ্বেতউ, ৫।১০ ('রক্ষ্যতে' স্থলে 'যুজ্যতে' ও 'কথ্যতে' পাঠভেদও দৃষ্ট হয়)।

'ইহা (জীবাত্মা) স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, এবং নপুংসকও নহে। উহা যে যে প্রকার শরীর গ্রহণ করে, সেইরূপেই রক্ষিত হয় (অর্থাৎ সেই সেই শরীরানুসারেই স্ত্রীপুরুষাদি ধারণা হয়)।' যদিও এখানে ঋষি স্পষ্টতঃ লিঙ্গভেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন, যোনিভেদের কারণও সেইপ্রকারে শরীরই মনে করিতে হইবে। কেননা, তিনি অতঃপর বলিয়াছেন যে, যে জীব কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করে। "যে প্রকার অন্ন ও জলের বর্ষণ দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি (বা হ্রাস) হয়, সেইরূপ সঙ্কল্প, স্পর্শ এবং দর্শন জনিত মোহ হেতু (শুভাশুভ নানাবিধ কর্ম করিয়া) কর্মবিপাকানুসারে দেহী অনুক্রমে (স্ত্রীপুরুষাদি এবং দেবমনুষ্যাদি) স্থানসমূহে (নানাবিধ) রূপসমূহ অভিসম্পন্ন হয়।"[১] যমও সেই প্রকার নচিকেতাকে বলিয়াছেন, "নিজ নিজ কর্ম এবং জ্ঞান অনুসারে কোন কোন দেহী শরীরগ্রহণার্থ যোনিতে গমন করে (অর্থাৎ মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদিযোনিজ প্রাণী-রূপে জন্মগ্রহণ করে), আর কেহ কেহ স্থাণু (অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থাবর) দেহ লাভ করে।"[২] যোনিভেদ জীবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক মনে করিলে যোন্যন্তরগমনে উহার নিত্যত্বের হানি হয় বলিতে হইবে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে জীবের দেবমনুষ্যাদিযোনিভেদ উপাধিজনিতই। "পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বচনে তাহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে জনৈক ব্রহ্মবিদ্ ঋষির স্বানুভবোক্তি পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।[৩]

উপাধিজনিত ভেদের দৃষ্টান্ত 'ঋগ্বেদে'ও পাওয়া যায়। মূর্ধন্বান্ ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন

"কত্যগ্নয়ঃ কতি সূর্য্যাসঃ কত্যুষাসঃ কত্যু স্বিদাপঃ।
নোপস্পিজং বঃ পিতরো বদামি পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো
বিদ্মনে কম্॥"[৪]

'অগ্নি কয়টি? সূর্য কয়টি? উষা কয়টি এবং আপ কয়টি? হে পিতৃগণ, আমি স্পর্দ্ধা করিয়া তোমাদিগকে (এই সকল) প্রশ্ন করিতেছি না। হে তত্ত্বদর্শিগণ, (জানি না বলিয়াই) জানিবার জন্য আমি সরলভাবে তোমাদিগকে

১। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' (২।৩।৮) প্রাণদেবতা সম্বন্ধেও সেইপ্রকার বলা হইয়াছে।
২। শ্বেতউ, ৫।১১ ; আরও দেখ, ৫।১২ ৩। কঠউ, ২।২।৭
৪। ঋক্‌সং, ১০।৮৮।১৮

জিজ্ঞাসা করিতেছি।' 'ঋগ্বেদে'র অন্তর্গত 'বালখিল্যসংহিতা'য় ইহার উত্তর আছে। কণ্ববংশীয় মেধ্য ঋষি বলিয়াছেন,

"এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ
এক: সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বিভাত্যে-
কং বা ইদং বি বভূব সর্বম্।"[1]

'এক অগ্নিই বহুরূপে প্রজ্বলিত ; এক সূর্যই সর্ববস্তুর অভ্যন্তরে (প্রবেশ করিয়া) বহু হইয়াছে ; এবং এক উষাই এই সমস্ত প্রকাশ করিতেছে। (বস্তুত) একই এই সমস্ত হইয়াছে।' অগ্নির বহুরূপ সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তা মূর্ধন্বান্ ঋষি নিজেই বলিয়াছেন যে, বৈশ্বানর অগ্নি রাত্রিতে অগ্নি হয় এবং দিনে সূর্য হয় ;[2] উহা তিনভাবে—পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বায়ুরূপে[3] এবং আকাশে সূর্যরূপে অবস্থিত আছে ;[4] এবং উহাই উষা হয়।[5] কেহ কেহ অন্তরিক্ষস্থ রূপকে বিদ্যুৎ বলিয়াছেন। গৌতমগোত্রীয় নোধস্ ঋষি বলিয়াছেন

"বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে।"[6]

'হে (বৈশ্বানর) অগ্নি, অপর অগ্নিসমূহ তোমার শাখাই।' সুতরাং উহা ভিন্ন অপর অগ্নি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তিনি বলিয়াছেন যে, বৈশ্বানর অগ্নি ক্ষিতিসমূহের নাভি।

"মহত্তদুল্বং স্থবিরং তদাসী-
দ্যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ।
বিশ্বা অপশ্যদ্ বহুধা তে অগ্নে
জাতবেদস্তন্বো দেব একঃ॥"[7]

'হে অগ্নি, সেই উল্ব মহৎ ও চিরন্তন, যাহা দ্বারা তুমি আবেষ্টিত এবং যাহাতে তুমি উদকসমূহে প্রবেশ করিয়াছ। হে জাতবেদ, বহুধা (বর্তমান) তোমার সমস্ত তনু এক (প্রজাপতি) দেবই দেখিয়াছিলেন।' 'অথর্ববেদে'র তৃতীয়

১। ঋক্সং, ৮।৫৮।২ ২। ঋক্সং, ১০।৮৮।৬

৩। কথিত হইয়াছে যে (ঋক্সং, ১০।৮৮।১৭) এক সময়ে অবর পার্থিব অগ্নি এবং মধ্যম অগ্নি বায়ুর মধ্যে এই লইয়া বিবাদ হইয়াছিল যে তাহাদের কে যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ। তখন বায়ু পিতৃগণের নিকট ঐ সকল প্রশ্ন করেন।

৪। ঋক্সং, ১০।৮৮।১০ ; আরও দেখ, ১০।৮৮।১৪ ; নিরুক্ত, ৭।২৮

৫। ঋক্সং, ১০।৮৮।১২ ৬। ঋক্সং, ১।৫৯।১

৭। ঋক্সং, ১০।৫১।১

কাণ্ডের ২১ তম সূক্তে নানাপ্রকার অগ্নির উল্লেখ আছে এবং উহাদের সকলকেই হবিঃপ্রদান করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি জল, বৃক্ষ, পুরুষ, অশ্ম, ঔষধী, বনস্পতি, সোম, গো, পক্ষী প্রভৃতিতে অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুতে বিভিন্ন নাম ও রূপে বর্তমান।[১] দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন

"ত্বং সীমগ্ন ক্রতুনা বিশ্বথা বিভু-
রবায় নেমিঃ পরিভূরজায়থাঃ ॥[২]

'(হে অগ্নি, তুমি) অনুক্রমে সর্বত্ত কর্মদ্বারা বিশ্বাত্মকের ন্যায় বিভু ও পরিভূ হও। (রথচক্রের) নেমি যেমন অরসমূহকে (ব্যাপিয়া থাকে, সেই প্রকার তুমি বিশ্বের সমস্ত রূপকে ব্যাপিয়া আছ)।' অগ্নির বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন নামের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে।[৩] পবমানাদিগুণভেদে অগ্নির ভেদের উল্লেখ 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' (১।১।৫।১০) আছে। 'কৌষীতকীব্রাহ্মণে' (১।১) অগ্নির ত্রিবিধরূপের উল্লেখ আছে। যথা জলে প্রবাহরূপ, বায়ুতে শুচিরূপ এবং সূর্যে জ্যোতিরূপ, ইত্যাদি।[৪]

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১।৯।১) অগ্নির অষ্ট মূর্তির অষ্ট নাম আছে।* এই প্রকারে দেখা যায় একই অগ্নি স্থান, রূপ, ক্রিয়া এবং গুণ ভেদে বহু নামে অভিহিত হয় এবং বহু বলিয়া পরিগণিত হয়। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১।৭) আট সূর্যের নাম আছে। চার দিক্ এবং চার বিদিক্ ভেদে সূর্য আট বলিয়া পরিগণিত হইত। আবার, সাত ঋতুভেদে সাত সূর্য এবং এক মুখ্য সূর্য—এই প্রকারেও আট সূর্য। কেহ কেহ নাকি সহস্র সূর্যের গণনা করিতেন। আট সূর্যের উল্লেখ আরও অনেক স্থলে আছে।[৫] পূর্ব দিকস্থ মুখ্য সূর্য্য ব্যতীত অপর সপ্ত দিগ্‌ভেদে সপ্ত সূর্যের উল্লেখ 'ঋগ্বেদে' আছে।[৬] মাসভেদে দ্বাদশ সূর্যের

১। আরও দেখ; অথসং, ১৯।৩।১- ; শুক্লসং, ১০।৫১।৩ ; তৈত্তিসং, ২।৬।৬।১ ;
২। ঋক্‌সং, ১।১৪১।৯ ৩। পূর্বে দেখ
৪। আরও দেখ ঋক্‌সং, ১০।৪৫।১-, ইত্যাদি
* কতিপয় নাম ঋগ্বেদেও আছে (১০।৬১।১৪)।
৫। যথা, অথসং, ১৩।৩।১০ ; কাঠসং, ৩৭।৯ ; তৈত্তিব্রা, ২।৭।১৫।৩
৬। ঋক্‌সং, ৯।১১৪।৩ ; এই মন্ত্র 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও (১।৭।৪-) অনূদিত হইয়াছে। আরও দেখ—অথসং, ১৩।২।৮ 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১।৭।২) উক্ত হইয়াছে যে, বেদোক্ত সপ্ত সূর্য সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যে মতভেদও ছিল। কোন কোন আচার্য মনে করিতেন যে, প্রাণবায়ুরই সপ্ত বৃত্তিভেদকে শ্রুতিতে সপ্ত সূর্য বলা হইয়াছে। অপরে মনে করিতেন জীবসমূহকে অর্থাৎ জীবননিমিত্তভূত মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রা এই সপ্ত তত্ত্বকে সপ্ত সূর্য বলা হইয়াছে। কেহ কেহ শিরস্থ সপ্তপ্রাণই (=দুই কান, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা এবং মুখ) সপ্ত সূর্য। কোন

উল্লেখও শ্রুতির বহুত্র পাওয়া যায়।[১] প্রতিবিম্বরূপেও সূর্যের বহুত্বের প্রতি ঋষি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। নানাবিধ উষার কথা বেদে পাওয়া যায়। এক সৃষ্টি প্রারম্ভকালীন প্রথম উষা আর এক দৈনন্দিন উষা। আবার পাঁচ ঋতুর প্রারম্ভকালীন পাঁচ উষা। তিথির আরম্ভকাল দৃষ্টিতে প্রতি মাসে ত্রিশ উষা। মুখ্য মুখ্য বৈদিক যজ্ঞের প্রারম্ভকাল ভেদেও উষার বহুভেদ করা হইত। এইরূপে বেদে বহু উষার পরিগণনা করা হইয়া থাকে। আরও কথিত হইয়াছে সৃষ্টির প্রারম্ভক প্রথম উষাই সূর্যকে আশ্রয় করিয়া দৈনন্দিন এবং অপর উষা হইয়াছে। উষার একত্ব ও বহুত্ব পরিগণনা বেদে এই প্রকারেই হইয়া থাকে।[২] তাহাতে দেখা যায়, একই উষা উপাধিভেদে বহু বলিয়া কল্পিত হয়।[৩] যাহা হউক একের বহুভবনের এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সহজে বোঝা যায় যে, এক ব্রহ্ম যে বহু হইয়াছেন, তাহা এই উপাধিভেদেই। মেধ্যঋষি উহাই মনে করিতেন। ঐ সম্পর্কে অগ্নি এবং সূর্যের দৃষ্টান্ত উপনিষদেও পাওয়া যায়।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"[৪]

'যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করত প্রতিবস্তুর অনুরূপ হইয়াছে (এবং তাহাতে বহুরূপ হইয়াছে) তেমন সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছেন এবং বাহিরেও আছেন।'[৫]

কোন আচার্যের মতে সপ্ত ঋত্বিক্ই সপ্ত সূর্য। (১।৭।৪) 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১।৭।৪) দিক্ ও ঋতুভেদে সপ্ত সূর্যের পক্ষই সমর্থিত হইয়াছে।

১। তৈত্তিসং, ৪।৩।১১ অনুবাক দেখ

২। যথা দেখ—ঐতব্রা, ১।১০

৩। সায়ন লিখিয়াছেন, "বস্তুতৈপ্যকৈবোষা তথাপি জগদ্ব্রহ্মণার যোগৈশ্বর্য্যাত্তনেকশরীরস্বীকারে সতি বহব উষসো ভবন্তি।" (তৈত্তিসং, ৪।৩।১১।২ ভাষ্য)

৪। কঠউ, ২।২।৯

৫। এই সম্বন্ধে বায়ুর দ্রষ্টান্তও দেওয়া হয়

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" —(কঠউ, ২।২।১০)

"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"[১]

'যেমন একই সূর্য সর্বলোকের চক্ষু হইলেও চক্ষুঃসম্বন্ধী বাহ্য পদার্থগত দোষে লিপ্ত হয় না, তেমনই সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইলেও লোক দুঃখে লিপ্ত হয় না, (কেননা, উহা তাহাদের) বাহ্য (অর্থাৎ সর্বতোভাবে অসঙ্গ)।' সূর্যের দৃষ্টান্ত ভগবান্ বাদরায়ণও দিয়াছেন।[২] তিনি স্পষ্টত বিম্বপ্রতিবিম্বভাবকেই লক্ষ্য করিয়াছেন *

জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু, তথা অপর সমস্ত ক্রিয়াকলাপাদি, শরীরোপাধি সম্পর্কে। তাহাই বেদের সিদ্ধান্ত। ইতিপূর্বে বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।[৪] মহর্ষি ভরদ্বাজ বৈশ্বানর অগ্নি বা ব্রহ্মতেজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুব আ নিষত্তোঽ-
মর্ত্যস্তন্বা বর্ধমানঃ॥[৫]

'ইহা ধ্রুব, অমৃত এবং সর্বব্যাপী হইলেও শরীর দ্বারা জন্মে এবং বর্ধিত হয়।' অর্থাৎ যাহা ধ্রুব বা কূটস্থ নিত্য তাহার কোন প্রকার অবস্থান্তর হইতে পারে না; সুতরাং জন্মও হইতে পারে না; যাহা অমর্ত্য তাহার মৃত্যু হইতে পারে না; এবং যাহা সর্বব্যাপী, তাহার হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি হইতে পারে না। তথাপি উপাধি সম্বন্ধে উপচার ক্রমে তাহার জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু হয়, বলা হইয়া থাকে। জীবের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। জীব যে স্বরূপত বিভু তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

১। কঠউ, ২।২।১১

২। "অতএব চোপমা সূর্যাদিবৎ"—(ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮)

৩। ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২০ দেখ।

৪। 'কঠোপনিষদে' (১।৩।৩-৪) এই বিষয়ে একটা সুন্দর উপমা দেওয়া হইয়াছে। জীবাত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন লাগাম, ইন্দ্রিয়সমূহ ঘোড়া এবং বিষয় বা জগৎপ্রপঞ্চ মার্গসমূহ।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"—(১।৩।৪)

'শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মনঃ সংযুক্ত আত্মাকেই মনীষিগণ ভোক্তা বলিয়া থাকেন।'

৫। ঋক্‌সং, ৬।৯।৪

ব্রহ্মের জীবভবনের এবং উপাধিবাদের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' পাওয়া যায়। তথায় আছে, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃত ছিল; ব্রহ্ম উহাকে নাম ও রূপে ব্যক্ত করেন, প্রতি বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপ প্রদান করেন। ঐ প্রকারে শরীর উৎপন্ন হইলে তিনি উহাতে প্রবেশ করেন। নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের সর্বত্রই তিনি আছেন। পরন্তু যেমন ক্ষুরাধানস্থ ক্ষুর এবং কাঠাভ্যন্তরস্থ অগ্নি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ তিনিও দৃষ্ট হন না। অথচ শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া তিনি সমস্তই করিতেছেন।

"অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব।"[১]

'তিনি হইতেছেন অসম্পূর্ণ (বা অংশমাত্র)। প্রাণব্যাপার করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'প্রাণ' হয়। (সেইরূপ তাঁহার নাম) বলেন বলিয়া 'বাক্', দেখেন বলিয়া 'চক্ষু', শুনেন বলিয়া 'শ্রোত্র' এবং মনন করেন বলিয়া 'মন' হয়। এই সকলই তাঁহার কর্মনাম মাত্রই।' জীবের পরিচয় দিতে শ্রুতি সর্বত্র বলিয়াছেন, যিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করেন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বলেন, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করেন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করেন এবং মন দ্বারা মনন করেন, তিনিই জীবাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ।[২] পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যকশ্রুতিবচন হইতে জানা যায় যে, দর্শনাদি ক্রিয়া শরীরে প্রবিষ্ট ব্রহ্মেরই। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' (৩।৮।১১) ইহাও উক্ত হইয়াছে যে

"নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ।"

'তিনি (অক্ষর ব্রহ্ম) ভিন্ন অপর কোন দ্রষ্টা নাই, তিনি ভিন্ন অপর কোন শ্রোতা নাই, তিনি ভিন্ন অপর কোন মননকর্তা নাই, তিনি ভিন্ন অপর কোন বিজ্ঞাতা নাই।' সুতরাং ঐ সকল শ্রুতিবচন একত্রে সিদ্ধ করে যে, ব্রহ্মই শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব হইয়াছেন এবং উপাধিভেদে তাঁহার নাম প্রাণাদি হইয়াছে। শরীরোপাধি অসংখ্য। সর্বত্রই তিনি বর্তমান। সুতরাং প্রতি শরীরে তাঁহার অংশ মাত্র বিদ্যমান। এক এক ইন্দ্রিয়ে তিনি আরও

১। বৃহউ, ১।৪।৭

২। ছান্দোউ, ৮।১২।৪-৫

"এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ"—(প্রশ্নউ, ৪।৯)

অংশত প্রতিভাত হইতেছেন। সুতরাং প্রাণাদি নামসমূহের প্রত্যেকটা তাঁহার স্বরূপের অংশ মাত্র নির্দেশ করে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, জীবরূপে এবং প্রাণাদিরূপে তিনি 'অকৃৎস্ন' অর্থাৎ অংশ মাত্র। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' আছে, নামরূপোপাধি দ্বারাই বস্তু বহু বিভক্ত হয়।

'তদিদম্ একমেব সর্বমাস্তম্ আসীদ্ অবিবিক্তম্। স নামরূপমকুরুত। তেনৈনদ্‌ব্যাবিনক্।"[১]

'এই (জগৎ) পূর্বে ভাগবিহীন সহিত একই ছিল। তিনি (ব্রহ্ম) নাম ও রূপ করিলেন। তাহাতেই তিনি ইহাকে বিভক্ত করিলেন।' দৃষ্টান্ত স্বরূপে তথায় উক্ত হইয়াছে যে, নামরূপ-ভেদেই আকাশ জল, প্রাণ, ইত্যাদি ক্রমে জগৎ হইয়াছে। এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান এবং উদানও হইয়াছে।[২]

উপাধিবাদের অন্য প্রকার দৃষ্টান্তও ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা, পরম পুরুষ বা ব্রহ্ম আদিত্য সম্পর্কে আদিত্য পুরুষ, জীবের দক্ষিণ অক্ষি সম্পর্কে অক্ষি-পুরুষ, বিদ্যুৎসম্পর্কে বিদ্যুৎ-পুরুষ, ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। তিনি সর্বব্যাপী। সুতরাং আদিত্যমণ্ডল মধ্যে, দক্ষিণাক্ষি মধ্যে, বিদ্যুৎ প্রভৃতির মধ্যেও তিনি বর্তমান। অথচ এক একটি বিশেষ বিশেষ নাম হইয়াছে। আদিত্য-পুরুষ এবং অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব ভগবান্ বাদরায়ণও মীমাংসা করিয়াছেন।[৩] তাই শ্রুতি উহাদের অভিন্ন বলিয়াছেন। পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। কখন কখন উহাদের প্রত্যেককে সর্বদেবতাময় বলা হইয়াছে। যথা

"যমেতমাদিত্যে পুরুষং বেদয়ন্তে স ইন্দ্রঃ স প্রজাপতিস্তদ্ ব্রহ্ম··· ।"[৪]

'আদিত্যে যে পুরুষ জ্ঞাত হয়, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ব্রহ্ম... ।'

"যোঽয়ং চক্ষুষি পুরুষ এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ। [স] সমঃ পৃথিব্যা সম আকাশেন সমো দিবা সমঃ সর্বেণ ভূতেন। এষ পরো দিবো দীপ্যতে। এষ এবেদং সর্বমিত্যুপাসিতব্যঃ।"[৫]

'এই যে অক্ষিপুরুষ ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি। ইনি পৃথিবীর সমান, আকাশের সমান, দ্যুলোকের সমান এবং সর্বভূতের সমান। ইনি দ্যুলোকেও পরে প্রকাশিত হইতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ তিনিই—এই প্রকারে

১। জৈমিউব্রা, ৪.২২।৭-৮
২। জৈমিউব্রা, ৪।২২।১-৬
৩। ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২০ ; ১।২।১৩-৭
৪। কৌষীব্রা, ৮।৩
৫। জৈমিউব্রা, ১।৪৩।১০ ; ৪।২৪।১৩ ("য এবায়ং চক্ষুষি···")

উপাসনা করিবে।' মহর্ষি বাধ্বন কৃষ্ণ কথিত পুরুষের চার ভেদের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে।[১]

'ঐতরেয়ারণ্যকে' আছে, 'অকারই সমস্ত বাক্‌। উহা স্পর্শবর্ণ (ক হইতে ম পর্য্যন্ত) অন্তস্থ (য, র, ল, ব) এবং উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স, হ) ব্যজ্যমান হইয়া বহু এবং নানারূপ হয়।[২] ককারাদি সর্ববর্ণে অনুগত এবং ভেদ-প্রতীতি ঔপাধিক বলিয়াই অকার সর্ববাগাত্মক। তথায় পুরুষশরীরে বায়ুর প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান এই পঞ্চবিধতার উল্লেখও আছে।[৩]

একজীববাদ

ব্রহ্মই শরীরোপাধি গ্রহণ করত জীব হইয়াছেন। উপাধি বহু। তাহা প্রত্যক্ষ। অধিকন্তু তৎসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। পরন্তু ব্রহ্ম এক। সুতরাং মনে হয় জীব ব্যবহারত বহু হইলেও মূলত এবং পরমার্থত একই। অপর পক্ষে বহু জীবের বহু প্রকার ব্যবহার দেখিয়া অনুমান হয় যে ঐ ভেদ মৌলিক, জীব বহু। জীব এক কি বহু, তৎসম্বন্ধে এদেশের দার্শনিকগণের মধ্যে অতি প্রাচীন-কাল হইতে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সংসার দশায়,—যতক্ষণ বন্ধন আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত, জীব যে বহু তৎসম্বন্ধে কাহারো মতভেদ নাই, সকলেই তাহা স্বীকার করেন। মুক্তাবস্থায়ও জীবাত্মায় জীবাত্মায় ভেদ থাকে কিনা এবং সংসার-বন্ধনগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে ভেদ ছিল কিনা, তাহা লইয়াই বাদ-বিবাদ। 'মহাভারতে'র নারায়ণীয় প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে পরমর্ষি ব্যাস পুরুষের একত্ব প্রতিপাদন করেন।[৪] তন্মতে একই পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম সর্ব শরীরে শরীরী। শরীরে বহু, সেই হেতু বোধ হয় যে শরীরী পুরুষ বহু। ঐ বাদ সিদ্ধ করিতে তথায় কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। "যেমন একই অগ্নি (আধারভেদে) বহুরূপে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তেমন একই পরমপুরুষ বহু পুরুষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন একই সূর্য সমস্ত জ্যোতির মূল, তেমন একই পরমাত্মা সমস্ত পুরুষের মূল। যেমন একই বায়ু বহুরূপে প্রবাহিত হয়, তেমন একই পরমপুরুষ বহুরূপে বিচরণ করে। যেমন একই সমুদ্র সমস্ত নদনদীর উদ্গাম ও নিগম স্থান, তেমন একই মহাপুরুষ সমস্ত পুরুষের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। ঐ এক

১। পূর্বে দেখ।
২। ঐতআ, ২।৩।৬
৩। ঐতআ, ২.৩।৩
৪। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৫০।৭

পরমপুরুষ নির্গুণ ও বিশ্বরূপ। পুরুষ (বা জীব) নির্গুণ হইয়া তাঁহাতে বিলীন হয়।"[১] এই সমস্ত দৃষ্টান্তগুলিই শ্রুতিতে পাওয়া যায়। প্রথম দুইটি দৃষ্টান্ত 'ঋগ্বেদে'ও আছে। তাহাতে মনে হয় যে বেদের সিদ্ধান্তও একজীববাদে। এই বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্তব্য।

জীবের দেহোপাধি তিনটি—স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ এবং কারণদেহ। কারণ-দেহ সূক্ষ্মদেহের অভ্যন্তরে এবং সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। প্রকৃত জীবাত্মা কারণদেহাভ্যন্তরে আছে। স্থূলদেহ সর্বপ্রত্যক্ষ। অপর দুইটি প্রত্যক্ষ নহে, অনুমান-গম্য মাত্র। ইহলোকে জীবিতকালে জীবের এই দেহত্রয় বর্তমান থাকে। এবং মৃত্যুকালে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করত অপর দুইদেহ লইয়া জীবাত্মা পরলোকে গমন করে। স্থূলদেহের গ্রহণ এবং ত্যাগকেই সাধারণত জীবের জন্ম ও মৃত্যু বলা হয়। পরন্তু উহারা জীবাত্মার প্রকৃত বা মূল জন্ম-মৃত্যু নহে। উহারা দ্বিতীয় বা গৌণ জন্ম-মৃত্যু মাত্র। জীবাত্মা যখন আপন ব্রহ্মস্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া দেহোপাধি গ্রহণ করে, তখনই উহার প্রথম বা মুখ্য জন্ম হয় এবং যখন উহা পরিত্যাগ করত স্বরূপ লাভ করে,—মুক্ত হয়, তখনই জীবভাবের প্রকৃত মৃত্যু হয়। এই মুখ্য জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরালে জীব অসংখ্যবার স্থূলদেহ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যাঁহারা মুক্তিকে ব্রহ্মভবন ও ব্রহ্ম-নির্বাণ মানেন,—তখন জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না মানেন, তাঁহাদের পক্ষে একজীববাদ ও বহুজীববাদের বিবাদ উঠে না বলা যায়। অথবা তাঁহাদিগকে একজীববাদী বলিতে হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন বাদী মনে করেন জীব মূলত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, পরন্তু মুক্তিতে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে। তাঁহারা ব্রহ্মের জীব-ভবন বিষয়ক শ্রুতির বিরোধ করেন। সুতরাং ঐ মতের আলোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ মনে করেন যে মুক্তিতে সূক্ষ্মদেহও নষ্ট হয়, পরন্তু তখনও এক চিন্ময় দেহ থাকে। তাঁহারা বলেন, মুক্তিতে জীবের প্রাকৃত "কর্মদেহ" মাত্র বিনষ্ট হয়, পরন্তু অপ্রাকৃত দেহ থাকে। সুতরাং জীবাত্মায় জীবাত্মায় ভেদ তখনও থাকে। ঐ ভেদ সংসারবন্ধনগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেও ছিল।

১। "একো হুতাশো বহুধা সমিধ্যতে
একঃ সূর্যস্তপসো যোনিরেকা।
একো বায়ুর্বহুধা বাতি লোকে
মহোদধিশ্চাম্ভসাং যোনিরেকা।
পুরুষশ্চৈকো নির্গুণো বিশ্বরূপ-
স্তং নির্গুণং পুরুষং চাবিশন্তি॥" —(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৫১।১০)

তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ কণসমূহের সমষ্টি বা সমবায় বিশেষ। সৃষ্টিতে অচিৎ কণসমূহ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ উৎপন্ন করে। উহাদের হইতেই সূক্ষ্ম এবং স্থূল বহু দেহ উৎপন্ন হয়। চিৎকণসমূহই প্রকৃত জীব। উহারা সেই প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু উহারা ঐ সকল দেহের এক একটি দেহ গ্রহণ করিয়া সাংসারিক জীব হয়। ব্রহ্মের জীব ও জগদ্ভবন বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসমূহকে ঐ সকল মতবাদিগণ এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারাই প্রকৃত বহুজীববাদী। উহাদের কেহ কেহ মনে করেন যে, জীবাত্মায় জীবাত্মায় মূলভেদ উপাধি-জনিত ; পরন্তু ঐ উপাধি নিত্য এবং স্বাভাবিক, সেইহেতু জীবভেদও নিত্য। তাঁহাদের অপর কেহ কেহ মনে করেন যে, ঐ ভেদ স্বাভাবিক এবং ব্রহ্মের স্বরূপগত। কোন কোন বেদান্তবাদী মনে করেন ব্রহ্ম সম্যক্‌ভেদবিহীন এক সন্তত বস্তু। উহাতে ঔপাধিক কিংবা স্বাভাবিক কোন প্রকার অংশ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং উহাতে কোন প্রকার ভেদের গন্ধমাত্রও নাই। সংসারাবস্থায় উহা ভেদযুক্ত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ ভেদ প্রকৃত ; সম্পূর্ণ-ভেদ-রহিত ব্রহ্ম সত্য সত্যই ভেদ-বিশিষ্ট হয়। আর কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ ভেদ ঔপাধিক, বাস্তব নহে। সুতরাং তাঁহাদের মতে উপাধি আগন্তুক, নিত্য ও স্বাভাবিক নহে। এই শেষোক্ত মতবাদিগণই প্রকৃত একজীববাদী। ইঁহারা উপাধিকেও অবিদ্যাত্মিক মনে করেন। ইঁহাদের মতে এক ব্রহ্ম বহু জীবরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন মাত্র, পরন্তু বস্তুত বহু হন নাই। সুতরাং এই মতে ব্রহ্মের স্বরূপ নিত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অবিদ্যাবশত উহা বহু হইয়াছেন বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। যাঁহারা উপাধিকে বাস্তব মনে করেন অথবা ব্রহ্ম বস্তুত বহু হইয়াছে মনে করেন, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের নির্বিকারত্ব পূর্ণত রক্ষা হয় না, অভ্যুপগম মাত্র হইয়া থাকে। ব্রহ্মের নিষ্কলতা এবং নির্বিকারতা বিষয়ক শ্রুতিবাক্যকে যথাশ্রুত অর্থে সম্যক্‌ রক্ষা করিতে হইলে একজীববাদই অঙ্গীকার করিতে হইবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিজ্ঞানঘন শ্রুতির তাৎপর্য্য একজীববাদে। একজীববাদ মতে জীববহুত্ব ঔপাধিক। একই মহাকাশ যেমন ঘটশরাবাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ, শরাবাকাশ, ইত্যাদিরূপে বহু হয় এবং ঘটের বহুত্ব হেতু ঘটাকাশও বহু হয়, শরাবের বহুত্ব হেতু শরাবাকাশও বহু হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা বহু দেহোপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া বহু হয়। অথবা একই সূর্য যেমন বহু জলপাত্রে বা দর্পণখণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ একই ব্রহ্ম

বহুজীবরূপে প্রতীত হয়। বেদোক্ত অগ্নিসূর্যাদির দৃষ্টান্ত অবচ্ছেদবাদই প্রতিপাদন করে। ভগবান্ বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে' বিম্বপ্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ আছে। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। উহার প্রমাণরূপে আচার্য শঙ্কর নিম্নোক্ত বচন দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥"

'সর্বভূতে নিশ্চয়ই একই আত্মা অবস্থিত আছে। উহা জলচন্দ্রের ন্যায় অর্থাৎ জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় এক ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়।

"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বা-
নপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা ॥"

'যদ্রূপ এই জ্যোতির্ময় সূর্য এক হইয়াও বহু পৃথক্ জলপাত্রে (প্রতিবিম্বরূপে) অনুগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহুর ন্যায় হয়, তদ্রূপ এই অজ চিন্ময় আত্মা (এক হইলেও) উপাধি দ্বারা ভিন্নরূপ হয়; এবং ক্ষেত্রের (শরীরোপাধির) বহুত্ব হেতু বহু হয়।' প্রথম বচনটি 'ব্রহ্মবিন্দুপনিষদে'র (১২)। অপর বচনটি কোথাকার বলিতে পারি না। তবে উহাও শ্রুতিবচন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে,—'যে কেহ ইহাকে (বৈশ্বানর আত্মাকে) এই প্রকার জানিয়া অগ্নিহোত্র করে, তাহার সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে, সমস্ত আত্মায় (অর্থাৎ প্রাণীতে) হবন হইয়া যায়।'[১] এখানে অন্ন ভোজনকেই অগ্নিহোত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে।[২] সুতরাং ঐ বচনে বলা হইয়াছে যে, বৈশ্বানরাত্মবিদ্ একজনের ভোজনে সমস্ত প্রাণী তৃপ্ত হইয়া যায়। যেমন আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, সর্বভূতস্থ আত্মার একত্ব হইলেই তাহা উপপন্ন হয়, অন্যথা আত্মা ভিন্ন ভিন্ন হইলে তাহা উপপন্ন[৩] হইতে পারে না। সুতরাং ঐ উক্তির মূলে একজীববাদ নিহিত আছে।

১। ছান্দোউ, ৫।২৪।২ ; আরও দেখ,—৫।১৮।১

২। ছান্দোউ, ৫।১৯-২৩ খণ্ড দেখ।

৩। ছান্দোউ, ৬।১ খণ্ডের সম্বন্ধভাষ্য দেখ।

বিভুজীববাদ

দেহমধ্যে ইতস্তত গমনাগমন, ইহপরলোকে গমনাগমন, প্রভৃতি কতিপয় কারণে জানা যায় যে জীব পরিচ্ছিন্ন। উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে জীব হৃদয়াভ্যন্তরে বাস করে।[১] ঐ প্রকার হেতুসমূহ হইতে অনুমান হয় যে জীব অণুপরিমাণ। ভগবান্ বাদরায়ণও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[২] আবার শ্রুতিতে ইহাও পাওয়া যায় যে মুক্ত জীব বিভু। যথা, 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' আছে,

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"[৩]

'কেশের অগ্রভাগের শতভাগের একভাগ শতভাগে বিভক্ত বলিয়া কল্পনা করিলে জীব সেই এক ভাগ (-পরিমাণ) জানিবে। পরন্তু সেই জীব অনন্ত হইয়া যায়।' মুক্তিতে সর্বব্যাপিত্বলাভের দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই পরিচ্ছিন্ন জীব কি প্রকারে অপরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা প্রশ্ন। সাধন করিতে করিতে জীবের বা আত্মার বৃদ্ধি হয় একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা দেখা যায় না। সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ যথাপূর্বই থাকে। আত্মার বৃদ্ধি হয় মানিলে—উহা অনিত্য হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদী বলেন, যেহেতু আত্মা ব্রহ্মই, সেইহেতু উহা স্বরূপত বিভুই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন

"এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ"[৪]

'এই তোমার আত্মা সর্বান্তর।'

"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে।"[৫]

'যিনি এই সমস্ত প্রাণ-ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময় এবং যিনি হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশে শয়ন করিয়া আছেন, সেই আত্মা মহান্ ও অজ।' স্বরূপত বিভু হইলেও উপাধিবশত উহা অণুবৎ ব্যবহার করে। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' তাহাই কথিত হইয়াছে।

১। "স বা এষ আত্মা হৃদি (ছান্দোউ, ৮।৩।৩); "হৃদি হ্যেষ আত্মা" (প্রশ্নউ, ৩।৬)
২। ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৯-২৮
৩। শ্বেতউ, ৫।৯
৪। বৃহউ, ৩।৪।১; পূর্বে দেখ।
৫। বৃহউ, ৪।৪।২২

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥"[১]

'যাহা অঙ্গুষ্ঠমাত্র, সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সঙ্কল্প ও অহঙ্কার সমন্বিত, সেই অপর (জীব) বুদ্ধির গুণ এবং আত্মার (শরীরের) গুণ দ্বারা আরাগ্রমাত্র দেখা যায়।' এখানে প্রণিধান করিতে হইবে যে জীবাত্মাকে আরাগ্রমাত্র এবং অঙ্গুষ্ঠমাত্র উভয়ই বলা হইয়াছে। বুদ্ধি অণুপরিমাণ। তৎসম্পর্কে জীব অণু-পরিমাণ। 'আত্মা' শব্দের অর্থ এখানে হৃদয়। মানুষের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ। সেই সম্পর্কে জীবাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র বলা হয়। শ্রুতিতে কখন কখন পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র বলা হইয়াছে।[২] ভগবান্ বাদরায়ণ মীমাংসা করিয়াছেন যে, মানুষের হৃদয় অপেক্ষায় বিভু পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বলা হইয়াছে।[৩] তাঁহাকে অণু হইতে অণুতর এবং মহৎ হইতেও মহত্তরও বলা হইয়া থাকে। তাহাও অবশ্যই উপাধি সম্পর্কে।

পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড

'ঐতরেয়োপনিষদে'র[৪] সৃষ্টি প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিল, অপর কিছুই ছিল না। তিনি অম্ভ, মরীচি, মর এবং আপ্ এই লোকচতুষ্টয় সৃষ্টি করেন। অম্ভলোক দ্যুলোকেরও পরে। মরীচিলোক অন্তরিক্ষ, মরলোক পৃথিবী এবং অপ্‌লোক পৃথিবীর নীচে। অনন্তর তিনি লোকপাল সৃজন করিতে ইচ্ছা করিলে এক পুরুষ আবির্ভূত হয়। ঐ পুরুষের মুখ হইতে বাক্ এবং বাগিন্দ্রিয় হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়; নাসিকা হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে বায়ু, নেত্র হইতে চক্ষু (ইন্দ্রিয়) এবং চক্ষু হইতে আদিত্য, কর্ণ হইতে শ্রোত্র (ইন্দ্রিয়) এবং শ্রোত্র হইতে দিক্‌সমূহ, ত্বক্ হইতে লোম এবং লোম হইতে ঔষধি ও বনস্পতিসমূহ, হৃদয় হইতে মন এবং মন হইতে চন্দ্র, নাভি হইতে অপান এবং অপান হইতে মৃত্যু এবং শিশ্ন হইতে রেতঃ ও রেতঃ হইতে আপ্ উৎপন্ন হয়। এইরূপে বিরাট্ পুরুষ, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং

১। শ্বেতউ, ৫।৮
২। কঠউ, ২।১।১২, ১৩
৩। ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।২৫
৪। ঐতউ, ১।১।১

ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা উৎপন্ন হয়।[১] স্রষ্টা উহাদিগকে ক্ষুধা ও পিপাসা-যুক্ত করেন। তাহাতে পীড়িত হইয়া উহারা স্রষ্টার নিকট আপনাদের আশ্রয়স্থান প্রার্থনা করেন, যাহাতে থাকিয়া উহারা অন্ন খাইতে পারেন। স্রষ্টা গো ও অশ্ব শরীর উৎপন্ন করেন। উহারা তাহাতে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করেন। পরে মনুষ্য শরীর সৃষ্ট হইলে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণ স্রষ্টার আদেশে তাহাতে প্রবেশ করেন। "অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করেন; বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায়, আদিত্য চক্ষুরিন্দ্রিয় হইয়া চক্ষুর্গোলকে, দিক্‌সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া কর্ণে, ঔষধি ও বনস্পতিসমূহ লোম হইয়া ত্বকে, চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে এবং আপ্‌ রেতঃ হইয়া লিঙ্গে প্রবেশ করে।"[২] অনন্তর পরমাত্মা স্বয়ং জীবরূপে ঐ শরীরে প্রবেশ করে। তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।[৩] যাহা হউক, দেবতাদির ঐ প্রকারে মনুষ্যশরীরে প্রবেশের বর্ণনা, 'শতপথব্রাহ্মণে'[৪], 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'[৫] 'অথর্ববেদে'[৬] এবং অন্যত্রও[৭] পাওয়া যায়। 'অথর্ববেদে' সংক্ষেপেও আছে

"গৃহং কৃত্বা মর্ত্যং দেবাঃ পুরুষমাবিশন্।"[৮]

স্কম্ভ সম্বন্ধেও সেই প্রকার কথিত হইয়াছে যে,

"যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌দেবা অঙ্গে সর্বে সমাহিতাঃ।"[৯]

'যাহার সমস্ত অঙ্গে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সমাহিত।'

"তস্মিন্ শ্রয়ন্তে য উ কে চ দেবা
বৃক্ষস্য স্কন্ধং পরিত ইব শাখাঃ॥"[১০]

'বৃক্ষের স্কন্ধের চারিদিকে শাখাসমূহের ন্যায় তাঁহাতে (স্কম্ভে) সমস্ত দেবতা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে।' এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মাণ্ডপুরুষ ও পিণ্ডপুরুষের

১। বেদের পুরুষসূক্তে'ও সেই প্রকার বর্ণনা আছে। পুরুষের মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, ইত্যাদি ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে (ঋক্‌সং, ১০।৯০।১০; অথস', ১৯।৬।৭; ইত্যাদি)।

২। ঐতউ, ১।২।৪ ৩। পূর্বে দেখ। ৪। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৩।৩।৭

৫। তৈত্তিব্রা, ৩।১০।৮ ৬। অথস', ১১।৮।১৩-৩২

৭। ঐতআ, ২।১৫,৭ ২।১।৭ আছে, বাক হইতে পৃথিবী ও অগ্নি, (নাসিকা) প্রাণ হইতে অন্তরিক্ষ ও বায়ু, চক্ষু হইতে দ্যৌ ও আদিত্য, শ্রোত্র হইতে দিক্‌সমূহ ও চন্দ্র এবং মন হইতে আপ্‌ ও বরুণ উৎপন্ন হয়। ঐতব্রা, ২।৬ ?

৮। অথসং, ১১।৮।১৮; আরও দেখ, ১০।৮।৩০

৯। অথস', ১০।৭।১৩; আরও দেখ, ১০।৭।২৩, ২৭

১০। অথসং ১০।৭।৩৮

মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরুষের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তদভিমানী দেবতাগণ পিণ্ডপুরুষের তত্তৎ অঙ্গে তাহা তাহা হইয়া প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ প্রতিরূপ; ব্রহ্মাণ্ডে যাহা "প্রহিত" বা প্রসারিতরূপে আছে, পিণ্ডে তাহা "সংযোগ" বা সংকুচিতরূপে আছে।[১] পিণ্ড ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড।

ঐ প্রকার সম্যক্ সাদৃশ্য বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের মধ্যেও দেখা যায়,—প্রতিবিম্ব বিম্বের পূর্ণ প্রতিরূপ। তাহাতে বলা যায় যে, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব। ব্রহ্মাণ্ড-পুরুষ এক, পরন্তু পিণ্ডপুরুষ বহু। একই ব্রহ্মাণ্ডপুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ এবং অভিমানী দেবতাগণ সমরূপে প্রত্যেক পিণ্ডপুরুষে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সম্যক্ প্রতিরূপ। বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ দ্বারাই উহার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা হয়। একই সূর্যবিম্ব বহু জলপাত্রে কিংবা দর্পণখণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু সূর্যপ্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেক প্রতিবিম্বসূর্য সম্যক্‌রূপে বিম্বসূর্যসদৃশ। এইরূপে দেখা যায়, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-সাদৃশ্য-বাদের ফলে বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা তদ্‌বিপরীতও হইতে পারে। পরন্তু পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড সাদৃশ্য কল্পন'র যত প্রাচীন প্রমাণ বেদে পাওয়া যায়, বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদের তেমন প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'ঋগ্বেদে' আছে, মৃতব্যক্তির চক্ষু সূর্যে, প্রাণ বায়ুতে এবং তৎপ্রকারে অন্যান্য অবয়ব অন্যান্য স্থলে গমন করে।[২] ফল কথা, যাহা যেখান হইতে আসিয়াছিল, তাহা তথায় প্রত্যাবর্তন করে। এই মত পরিষ্কারভাবে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সাদৃশ্য সূচনা করে।

এই পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড-সাদৃশ্যবাদের সঙ্গে বেদের কতিপয় দার্শনিক মতবাদ এবং উপাসনা প্রণালীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যথা, তাহা হইতে অনুমান হয়,

(১) যেমন পিণ্ড সর্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ, তেমন পিণ্ডাত্মা বা জীব সর্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ডাত্মা বা প্রজাপতির অনুরূপ। যেমন ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অবয়ব পিণ্ডে প্রবেশ করিয়া, পিণ্ডাবয়ব হইয়াছে, তেমন ব্রহ্মাণ্ডাত্মা বা প্রজাপতি পিণ্ডে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডাত্মা বা জীবাত্মা হইয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন

১। ঐতআ, ২।১।৫ দেখ

২। ঋক্‌সং, ১০।১৬।৩ এই কথা শ্রুতির কতিপয় স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, অথসং, ১৮।২।৭; মৈত্রাসং, ৪।১৩।৪; কাঠসং, ১৬।২১, ঐতআ, ২।৬; তৈত্তিআ, ৩।৬।৬।২; তৈত্তিআ, ৬।১।৪; ৬।৭।৩

"প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ", অথবা ব্রহ্ম শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়াছেন।[১]

(২) যেমন ব্রহ্মাণ্ডের আদিত্য আসিয়া পিণ্ডের চক্ষু হইয়াছে, তেমন আদিত্য-পুরুষ অক্ষি-পুরুষ হইয়াছে। আদিত্যপুরুষ এবং অক্ষিপুরুষের অভিন্নতা এবং সর্বাত্মকতা শ্রুতিতে অনেক স্থলে বস্তুত বর্ণিত হইয়াছে।[২]

(৩) যেমন পিণ্ডাত্মা পিণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, উভয়ের সম্পর্ক অবিদ্যাজনিত, তেমন ব্রহ্মাণ্ডাত্মা ব্রহ্মাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, উভয়ের সম্পর্ক সেই প্রকার অবিদ্যাজনিত। তাহাই প্রকারান্তরে বলা হয় যে, জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে বস্তুত নাই, উহা ব্রহ্মে অধ্যস্ত মাত্র, ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠানমাত্র।[৩]

(৪) যেমন পিণ্ডের তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, তেমন ব্রহ্মাণ্ডেরও তিন অবস্থা—সৃষ্টি, সন্ধ্যা ও প্রলয়। যেমন ঐ সম্পর্কে পিণ্ডাভিমানী আত্মার তিন অবস্থা,—বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাপ্ত, তেমন ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী আত্মার তিন অবস্থা—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃত। যেমন আত্মা প্রকৃত পক্ষে ঐ অবস্থাত্রয় হইতে ভিন্ন, তেমন ব্রহ্মও প্রকৃত পক্ষে বিরাড়াদি হইতে ভিন্ন।[৪]

শ্রুতিতে যে অধিদৈবত এবং অধ্যাত্মভেদে ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে, তাহার মূলেও ঐ পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডসাদৃশ্যবাদ আছে। আমরা এখানে তাহার দু'একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। যথা,—

(১) ব্রহ্ম চতুষ্পাদ। বাক্, প্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্র—উহার অধ্যাত্ম চারিপাদ এবং অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিক্‌সমূহ—উহা আধিদৈবিক চারি পাদ। অগ্ন্যাদিই যে বাগাদি হইয়াছে, তাহা জানাই আছে। আরও কথিত হইয়াছে যে অধ্যাত্ম মন এবং অধিদৈবত আকাশ ব্রহ্মই।[৫]

(২) সংবর্গবিদ্যায় বায়ু অধিদৈবত সংবর্গ এবং প্রাণ অধ্যাত্ম সংবর্গ।[৬]

এই পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডসাদৃশ্যবাদের ফলে অনুজীববাদিগণ জীবের সর্বভবন এবং সর্বাত্ম-ভবন বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসমূহের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।[৭] পক্ষান্তরে আত্মবিলয়বাদিগণ উহাকে আত্ম-বিলয়ের সাধনরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' উদ্দালক ঋষি যেভাবে বলিয়াছেন, "অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি

১। পূর্বে দেখ। ২। পূর্বে দেখ। ৩। পরে দেখ।
৪। পরে দেখ। ৫। ছান্দোউ, ৩।১৮ খণ্ড। ৬। ছান্দোউ, ৪।৩।১—৪
৭। পূর্বে দেখ।

রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥"[১] ইত্যাদি, ঠিক্ সেই প্রকারে বলা যায়, 'পিণ্ডের পিণ্ডত্ব বিলীন হইয়া গেল, কেননা, উহা বাক্যারম্ভক নাম মাত্র, কেবল ব্রহ্মাণ্ড আছে, তাহাই সত্য।' এইরূপে পিণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন করিলে, পিণ্ডাত্মা ব্রহ্মাণ্ডাত্মা হইয়া যায়। একজীববাদিগণ এ বাদকে স্বমতের সমর্থনে উপযোগ করিতে পারেন।

কেহ কেহ ভিন্ন প্রকারেও পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সাদৃশ্য কল্পনা করিতেন। যথা, শাকল্য ঋষির কল্পনা এই প্রকার।[২] ব্রহ্মাণ্ডের তিন ভাগ—পৃথিবী, অন্তরিক্ষ বা আকাশ ও দ্যুলোক। পিণ্ডেরও তিন ভাগ—পাদ হইতে অধরোষ্ঠ পর্যন্ত অধোভাগ পৃথিবীস্বরূপ ; ঊর্ধ্বোষ্ঠ হইতে শির পর্যন্ত উপরিভাগ দ্যুলোকস্বরূপ ; এবং উভয়ের মধ্যবর্তী মুখগহ্বর অন্তরিক্ষ বা আকাশস্বরূপ। যেমন ব্রহ্মাণ্ডাকাশে বায়ু বর্তমান, তেমন পিণ্ডাকাশে প্রাণ বর্তমান। ব্রহ্মাণ্ডে তিন জ্যোতিষ্ক আছে ; যথা,—দ্যুলোকে সূর্য, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি। পিণ্ডেও সেই প্রকার তিন জ্যোতিষ্ক আছে ; যথা—ঊর্ধ্বে চক্ষু, মধ্যে হৃদয় এবং অধ উপস্থে রেতঃ। সুতরাং পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ। শাকল্য ঋষি বলেন, এই প্রকার কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। ঐ প্রকার উপাসনা দ্বারা নাকি ইহপরলোকে অভ্যুদয় লাভ হয়।

উপাধি ব্রহ্মই

উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রুতিমতে ব্রহ্মই শরীরোপাধি পরিগ্রহণ করত জীব সাজিয়া কর্তা ও ভোক্তা হন ; উপাধির ভেদে দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি হন এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক হন ; এবং উপাধির বহুত্ব হেতু এক ব্রহ্ম বহু জীবরূপে বহুধা বিচরণ করেন। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, উপাধিও বস্তুত ব্রহ্মই। যথা, সধ্রি ঋষি বলিয়াছেন,

"সহস্রধা পঞ্চদশান্যুক্থা
যাবদ্দ্যাবাপৃথিবী তাবদিত্তৎ।
সহস্রধা মহিমানঃ সহস্রং
যাবদ্ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্ ॥"[৩]

১। ছান্দোগ্য, ৬।৪।১ ; পূর্বে দেখ।
২। ঐ ত্রআ, ৩।১।২
৩। ঋক্সং, ১০।১১৪।৮

"ঐতরেয়ারণ্যকে" (২।৩।৮) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। 'পঞ্চদশ উৎকৃষ্ট (বস্তু) (ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত) সহস্র (প্রাণিদেহে) বিদ্যমান। যাবৎ পরিমাণ দ্যাবাপৃথিবী তাবৎ পরিমাণ আত্মা। সহস্র দেহে সহস্র প্রকার মহিমা (দৃষ্ট হয়)। ব্রহ্মা (প্রাণিদেহরূপে) যেখানে যেখানে আছে, সেইখানে সেইখানে বাক্ (বা অভিধায়ক নাম) এবং যেখানে যেখানে বাক্ সেইখানে সেইখানেই ব্রহ্ম।'[২] চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা আদিত্যাদি পঞ্চ দেবতা মাতা ও পিতা প্রত্যেক হইতে প্রাপ্ত আকাশাদি পঞ্চমহাভূত—একত্রে পনর। এই পনর পদার্থ দ্বারা প্রাণিদেহ নির্মিত। পরন্তু ঐ প্রকার প্রাণিদেহ সহস্র বা অসংখ্য। সমস্ত দ্যাবাপৃথিবী ঐ প্রাণিদেহ দ্বারা পূর্ণ। সমস্ত দেহে একই আত্মা উপস্থিত। সুতরাং যাবৎ পরিমাণ দ্যাবাপৃথিবী তাবৎ পরিমাণ এই আত্মা। ঐ অসংখ্য প্রাণী অসংখ্য প্রকারে ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং একই আত্মার সহস্র প্রকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক দেহ ব্রহ্মই এবং প্রত্যেকের আবার পৃথক্ পৃথক্ বাক্ বা নাম আছে। তাই বলা হইয়াছে যে, যেখানে ব্রহ্ম (বা প্রাণিদেহ), সেখানেই বাক্ এবং যেখানে বাক্ সেখানেই ব্রহ্ম।[১] তাহাতে ব্রহ্ম বা বাকের তাদাত্ম্য সিদ্ধ হয়। 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র মতে চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্ এবং প্রাণ—এই পঞ্চদেবতা পুরুষশরীরে প্রবিষ্ট এবং পুরুষ ঐ পঞ্চদেবতায় প্রবিষ্ট হইয়াছে; এই প্রকারে পরস্পর প্রবেশ দ্বারা পুরুষ এই শরীরে সম্পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত ভূতই এই প্রকারে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই বাদের সমর্থনে তথায় সপ্রি ঋষির ঐ মন্ত্র উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাতে জীবব্রহ্মবাদ, ঔপাধিকজীববাদ, একজীববাদ, বিভুজীববাদ এবং পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডসাদৃশ্যবাদ অর্থাৎ জীববিষয়ে বেদের সমস্ত মুখ্য মতবাদই নিহিত আছে। তাহাতে ইহাও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত প্রাণিদেহ ব্রহ্মই। ইহা অন্য প্রকারেও সিদ্ধ করা যায়। আদিত্যাদি পঞ্চ দেবতা এবং আকাশাদি পঞ্চভূত ব্রহ্মই। সুতরাং উহাদের সঙ্ঘাতজনিত দেহ অবশ্যই ব্রহ্ম। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও (৩।১২।৭) তাহা সাক্ষাদ্ভাবে উক্ত হইয়াছে।

১। সপ্রি ঋষি এই মন্ত্রের কিঞ্চিৎ পূর্বে বলিয়াছেন,

"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভি-
রেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।" (ঋক্‌সং, ১০।১১৪।৫)

ইহার প্রকৃত অর্থ ঐ মন্ত্র হইতে সম্যক্ বুঝা যায়।

"সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো
নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে ॥"

"যে ধীর (মহান্ পুরুষ) সমস্ত রূপ (অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদি শরীরসমূহ) বিশেষ-ভাবে নিষ্পন্ন করত উহাদের (পৃথক্ পৃথক্) নামকরণ করিয়া (সেই সেই নামে) সর্বপ্রকার ব্যবহার করিয়া অবস্থিত আছে (তাঁহাকে আমি জানি)।'

এই প্রকারে উপাধিসমূহেরও বস্তুত ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হওয়াতে, ব্রহ্মভিন্ন অপর কোন বস্তুর অভাব হেতু অদ্বৈতই সম্যক্ সিদ্ধ হয়। আচার্য শঙ্করও সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে, জল ও ফেন এবং মৃত্তিকাদি ও মৃদাদিময় পাত্রাদির দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিপাদিত হয় যে—নামরূপোপাধির সদ্ভাব অদ্বৈতবিরুদ্ধ হয় না। তিনি বলেন,[১] "পারমার্থিক দৃষ্টিতে নাম ও রূপ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, না মৃদাদি বিকারের ন্যায় অভিন্ন—ইহা নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রুত্যনুসারী সুধীগণ যখন নিরূপণ করেন যে, উহারা তত্ত্বত বস্ত্বন্তর নহে, সলিলফেন এবং ঘটাদি বিকারের ন্যায় অভিন্নই, তখন সেই সিদ্ধান্ত অপেক্ষায় "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ পরমার্থ-তত্ত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হয়। আর যখন ব্রহ্ম রজ্জু, শুক্তিকা ও গগনের ন্যায় স্বীয় স্বরূপে থাকিয়া এবং কিছু দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়াও, স্বাভাবিক অবিদ্যা বশত, নামরূপকৃত কার্যকারণোপাধি-সমূহ হইতে পৃথগ্রূপে অবধারিত হয় না, নামরূপোপাধিরই প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টি হয়, তখনই এই সমস্ত বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব ব্যবহার হয়। যাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বত ভিন্ন বস্তু আছে এবং যাঁহাদের মতে নাই, তাঁহাদের উভয়েরই এই ভেদকৃত মিথ্যা ব্যবহার আছে। পরন্তু বস্তু তত্ত্বত আছে, কি নাই, শ্রুত্যনুসারে তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া পরমার্থবাদিগণ নির্ধারণ করেন যে, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্বসংব্যবহারশূন্য। সেইহেতু কোন বিরোধ নাই।"

১। বৃহউভাষ্য, ৩৫

দশম অধ্যায়

পরব্রহ্ম

সর্বাত্মক ব্রহ্ম জন্মবান্

বেদে ব্রহ্মকে সর্বাত্মক এবং সর্বাতীত উভয়ই বলা হইয়াছে। কথন কথন ইহাও কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অংশত সর্বাত্মক এবং অংশত সর্বাতীত। সর্বাত্মক ব্রহ্ম পুরুষ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, অদিতি, অগ্নি, প্রভৃতি নামেও বেদে অভিহিত হইয়াছেন। তিনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। তিনিই জগৎ হইয়াছেন। এই সমস্তই ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আমরা বিশেষভাবে দেখাইব যে, তিনি বেদের পরমতত্ত্ব নহেন,—হইতে পারেন না। কেননা, বেদে সততই এবং তাঁহার সমস্ত নামোল্লেখে কথিত হইয়াছে যে, তিনি জন্মবান্। যথা, কথিত হইয়াছে যে 'সৎ ও অসতের যোনি' 'ব্রহ্ম প্রথমে উৎপন্ন হন'। ("ব্রহ্ম জজ্ঞান প্রথমং")। এই মন্ত্রটি পূর্বে অনূদিত হইয়াছে।[১] উহা বেদের বহুত্র পাওয়া যায়। ব্রহ্মের জন্ম সম্বন্ধে আরও বচন আছে।

"প্রথমজং দেবং হবিষা বিধেম
স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম পরমং তপো যৎ।
স এব পুত্রঃ স পিতা স মাতা
তপো হ যক্ষঃ প্রথমং সম্বভূব ॥"[২]

'প্রথমোৎপন্ন দেবতা স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম, যিনি পরম তপ তাঁহাকে হবি প্রদান করিতেছি। তিনিই পুত্র, তিনিই পিতা এবং তিনিই মাতা (অর্থাৎ কার্য ও কারণ উভয়ই তিনি)। সেই (পরম) তপ যক্ষ প্রথমে উৎপন্ন হন।'

"ঋতস্য ব্রহ্ম প্রথমোত জজ্ঞে"[৩]

'ব্রহ্মই ঋতের প্রথমে উৎপন্ন হন।'

"ভূতানাং ব্রহ্মা প্রথমোহ জজ্ঞে।"[৪]

১। পূর্বে দেখ
২। তৈত্তিব্রা, ৩।১২।৩।১
৩। তৈত্তিব্রা, ২।৪।৭।১০
৪। অথসং, ১৯।২২।২১ ; ১৯।২৩।৩০

'ভূতসমূহের মধ্যে ব্রহ্মাই প্রথমে উৎপন্ন হন।'[১] এই বচন বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কেননা, ইহাতে ব্রহ্মাকেও ভূতকোটির অন্তর্গত করা হইয়াছে।[১]

"যস্মান্ন জাতঃ পরো অন্যো অস্তি
য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা।
প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণ-
স্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী॥"[২]

'যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর অপর কোন উৎপন্ন বস্তু নাই এবং যিনি সমস্ত ভুবনে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই প্রজাপতি প্রজারূপে সম্যক্ রমমাণ; তিনি (অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্র এই) জ্যোতিস্কত্রয় সহ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং তিনি ষোড়শকলাযুক্ত।'[৩]

"প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য"[৪]

'প্রজাপতি ঋতের প্রথমোৎপন্ন।'[৫] কথিত হইয়াছে যে তত্ত্বদর্শিগণ প্রজাপতির যোনিকেও দর্শন করিয়াছিলেন।[৬] 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ১২১তম সূক্তের দেবতা হিরণ্যগর্ভ। উহার প্রারম্ভে আছে

১। অন্যত্র ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম দেবকোটিতে পরিগণিত হইয়াছেন। যথা—
"ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমজা ঋতস্য"—(পঞ্চব্রা, ২১।৩।৭)
"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমজা ঋতস্য"—(আপশ্রৌ, ২২।১৭।১০)
"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।"—(মুণ্ডউ, ১।১।১)

২। বাজসং (মাধ্য), ৮।৩৬; কঠসং, ১৮।১৯।১; তৈত্তিব্রা, ৩।৭।৯।৬
"যস্মাজ্জাতং ন পুরা কিঞ্চনৈব
য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা।
প্রজাপতিঃ......"—(বাজসং মাধ্য, ৩২।৫); তৈত্তিআ, ১০।১০ (ঈষৎ পাঠান্তরে)
আরও দেখ—জৈমিব্রা, ১।২০৫ 'অথর্ববেদে' আছে, কাল প্রজাপতির পিতা (১৯।৫৩।৮), কাল প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন (১৯।৫৩।১০), কাল হইতে আপ্ ও ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন (১৯।৫৪।১), ইত্যাদি। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে প্রজাপতি জন্মবান্।

৩। ষোড়শকলাযুক্ত পুরুষের জন্য 'প্রশ্নোপনিষদে'র ষষ্ঠ প্রশ্ন দেখ।

৪। অথসং, ১২।১।৬১; মৈত্রসং ৪।১৪।১: তৈত্তিব্রা, ২।৮।১।৪; তৈত্তিআ, ১০।১।১৮

৫। আরও দেখ—"প্রজাপতিঃ প্রথমজামৃতস্য"—মৈত্রাস' ৪।১৪।১; তৈত্তিব্রা, ২।৮।১।৩

৬। বাজসং (মাধ্য), ৩১।১৯; তৈত্তিআ, ৩।১৩।২

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেকঃ আসীৎ।"[১]

'অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) হিরণ্যগর্ভ বর্তমান ছিলেন। তিনি উৎপন্ন হইয়া ভূত-সমূহের একমাত্র অধিপতি হন।' ঐ সূক্তের অন্তে (১০ম ঋকে) উক্ত হইয়াছে যে হিরণ্যগর্ভ এবং ক প্রজাপতিই। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য়ও আছে যে "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রের হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতিই ("প্রজাপতির্বৈ হিরণ্যগর্ভঃ")।[২] সুতরাং হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি জন্মবান্। হিরণ্যগর্ভের জন্ম ও মৃত্যুর উল্লেখ শ্রুতিতে আরও একাধিক স্থলে পাওয়া যায়।[৩]

ইন্দ্রের জন্মের উল্লেখ 'ঋগ্বেদে'র বহুত্র পাওয়া যায়। যথা, গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন,

"যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্য্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং
নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ ॥"[৪]

'যিনি উৎপন্ন হইয়াই (দেবতাদিগের) প্রথম, শ্রেষ্ঠ মনস্বী এবং দীপ্তমান্ হন, যিনি কর্ম-দ্বারা দেবতাদিগের অলঙ্কার হন এবং যাঁহার শারীরিক বলে দ্যাবাপৃথিবী ভয়ভীত হইয়াছিল, হে জনগণ, দীপ্তি মহিমায় তিনিই ইন্দ্র।' বিশ্বামিত্র[৫], বামদেব[৬] বভ্র[৭], প্রভৃতি[৮] ঋষিগণও ইন্দ্রের জন্মের উল্লেখ করিয়াছেন। এক সূক্তে ইন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার জন্ম হইয়াছে।

"অশত্রুং হি মা জনিতা জজান"[৯]

'আমার জনিতা আমাকে শত্রুবিহীন করিয়াই উৎপন্ন করিয়াছিল।' ইন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত ছিল। শক্তি ঋষির পুত্র গৌরীবীতি ঋষি লিখিয়াছেন

১। ঋক্‌সং, ১০।১২১।১ ; বাজসং (মাধ্য), ১৩।৪ ; ২৩।১ ; ২৫।১০ ; কাথসং, ১৪।১।৪ ; ২৫।১।১ ; ২৭।১০।১ ; অথসং, ৪।২।৭ ; তৈত্তিসং, ৪।১।৮।৩ ; ৪।২।৮।২ ; মৈত্রাসং ২।৭।১৫, ইত্যাদি ; কাঠসং, ১৬।১৫ ; ৪০।১ ; শতব্রা (মাধ্য), ৭।৪।১।১৯

২। তৈত্তিসং, ৫।৫।১।২ ; 'শতপথব্রাহ্মণে' (৬।২।২।৫) ও তাহা আছে।

৩। শ্বেতউ, ৩।৪ ; ৪।১২

৪। ঋক্‌সং, ২।১২।১, তৈত্তিসং, ১।৭।১৩।২ ; অথসং, ২০।৩৪।১

৫। ঋক্‌সং, ৩।৩২।-১১০ ; ৩।৪৮।১- ৬। ঋক্‌সং, ৪।১৮।৪-৫

৭। ঋক্‌সং ৫।৩০।৪

৮। আরও দেখ, ঋক্‌সং, ৩।৪৮।২-৩ ; ৪।১৭।৪, ১৭ ; ৭।২০।৫ ; ৭।৯৮।৩ ; ৮।৮৯।৫ ; ইত্যাদি

৯। ঋক্‌সং, ১০।২৮।৬

যে কেহ কেহ মনে করেন যে, ইন্দ্র ("অশ্ব" বা আদিত্য—সায়ন)) হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি নিজে মনে করেন যে, 'ইন্দ্রের জন্ম "ওজঃ" বা "মন্যু" হইতে। যুবনাশ্ব-তনয় মান্ধাতা ঋষি বলিয়াছেন যে ইন্দ্রকে

"দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ"[১]

'দেবী জনিত্রী বা ভদ্রা জনিত্রী জন্ম দিয়াছেন।' সৌম্য বুধ ঋষি ইন্দ্রকে "নিষ্টিগ্রীর পুত্র" বলিয়াছেন।[২] এই সকল মতমতান্তর দেখিয়াই গৌরীবীতি ঋষি বলিয়াছেন

"যতঃ প্রজজ্ঞ ইন্দ্রোঅস্য বেদ"[৩]

'ইন্দ্র কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।'

"বিশ্বকর্মা হ্যজনিষ্ট দেব
আদিদ্গন্ধর্বো অভবদ্দ্বিতীয়ঃ।
তৃতীয়ঃ পিতা জনিতৌষধীনা-
মপাং গর্ভং ব্যদধাৎ পুরুত্রা ॥"[৪]

'দেব বিশ্বকর্মা প্রথমে উৎপন্ন হইলেন। দ্বিতীয়ত গন্ধর্ব উৎপন্ন হন। তৃতীয়ত ঔষধীসমূহের পালক ও জনিতা উৎপন্ন হন। (এইরূপে) অপের গর্ভকে বহুধা ন্যস্ত করেন।'

"বিশ্বকর্মন্ প্রথমজ ঋতস্য"[৫]

'বিশ্বকর্মা ঋতের প্রথমে উৎপন্ন।'

"অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য"[৬]

'ঋতে অগ্নিই আমাদের পূর্বে জন্মিয়াছেন।' কৌশল অশ্বলায়ন মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে ভগবান্, এই প্রাণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?"[৭] তাহাতে মহর্ষি উত্তর করেন,

১। ঋক্‌সং, ১০।১৩৪।১; সামসং, পু, ৪.৯।১০; উ, ৪।১।১৬; ঐতব্রা, ৮।৭।৪
২। ঋক্‌সং, ১০।১০১।১২ ৩। ঋক্‌সং, ১০।৭৩।১০
৪। তৈত্তিসং, ৪।৬।২।৩-৪; বাজসং (মাধ্য), ১৭।৩২; কাণ্বসং, ১৮।৩।৮; মৈত্রাসং, ২।১০।৩ ('হি' ও 'ব্যদধাৎ' স্থলে 'চেৎ' ও 'ব্যদধুঃ' পাঠান্তরে); কাঠসং ১৮।১ ('চেৎ'); কপিসং, ২৮।২ ('চেৎ')
৫। অথসং, ৬।১২২।১ ৬। ঋক্‌সং, ১০।৫।৭ ৭। প্রশ্নউ, ৩।১

"আত্মন এষ প্রাণো জায়তে।[১]

'এই প্রাণ আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, ষোড়শকল ব্রহ্ম প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছেন।[২]

শ্রুতি সাধারণভাবেও বলিয়াছেন

"এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।"[৩]

'এই দেবতাই সমস্ত দিকবিদিকে বর্তমান। তিনি পূর্ব্বেই (অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে) উৎপন্ন হইয়াছেন, আবার তিনিই গর্ভাভ্যন্তরে (প্রবেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ জগদ্রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন)।'[১]

"একো হ দেব মনসি প্রবিষ্টঃ
প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।"[৪]

'একই দেবতা মনে প্রবিষ্ট। তিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন, আবার তিনি গর্ভাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন।'[১] বামদেব ঋষিও বলিয়াছেন যে, তিনি গর্ভে থাকিতেই অবগত হইয়াছিলেন যে সমস্ত দেবতাই জন্মবান্।[৫] 'অথর্ববেদে'র নিম্নোক্ত বচনও এই বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ।

"কুত ইন্দ্রঃ কুতঃ সোমঃ কুতো অগ্নিরজায়ত।
কুতস্ত্বষ্টা সমভবৎ কুতো ধাতাঽজায়ত॥
ইন্দ্রাদিন্দ্রঃ সোমাৎ সোমো অগ্নেরগ্নিরজায়ত।
ত্বষ্টা হ জজ্ঞে ত্বষ্টুর্ধাতুর্ধাতাঽজায়ত॥

যে ত আসন্ দশ জাতা দেবা দেবেভ্যঃ পুরা।
পুত্রেভ্যো লোকং দত্ত্বা কস্মিংস্তে লোক আসতে॥"[৬]

'ইন্দ্র কোথা হইতে, সোম কোথা হইতে, এবং অগ্নি কোথা হইতে জন্মিয়াছেন? ত্বষ্টা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন? ধাতা কোথা হইতে জন্মিয়াছেন? ইন্দ্র হইতে ইন্দ্র, সোম হইতে সোম, অগ্নি হইতে অগ্নি, ত্বষ্টা হইতে ত্বষ্টা এবং ধাতা হইতে ধাতা জন্মিয়াছেন। দেবতাদিগের মধ্যে যে দশ দেবতা[৭] প্রথমে উৎপন্ন

১। প্রশ্নউ, ৩।৩ ২। প্রশ্নউ, ৬।৪ ৩। পূর্ব্বে দেখ।
৪। পূর্ব্বে দেখ। ৫। ঋক্‌সং, ৪।২৭।১ ; ঐতউ, ২।৫ ; আরও দেখ, ঋক্‌সং, ৪।১৮।১
৬। অথসং, ১১।৮।৮-১০ ৭। অথসং, ১১।৮।৪-৫ দেখ।

হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুত্রের প্রতি লোকভার অর্পণ করত, এখন কোন লোকে আছেন?'[১] ইহাতে জানা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণও জন্মেন এবং মরেন।

এই বিবরণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছে বটে। পরন্তু বিষয়ের গুরুত্ব হেতু তাহা অতি প্রয়োজনীয় মনে হইল। যাহা হউক, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্তা সর্বাত্মক ব্রহ্ম জন্মবান্,—তাহাই বেদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত। পূর্বে প্রলয়-সলিল প্রকরণে[২] প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রুতিমতে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রলয়সলিল হইতে প্রজাপতি উৎপন্ন হন। উৎপন্ন হইয়া তিনি তত্রস্থ এক "পুষ্করপর্ণে" সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিলেন। পরে তিনিই বিশ্বসৃষ্টি করেন। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ঐ কাহিনী পুরাণাদিতেও পরিগৃহীত হইয়াছে। ক্ষীরোদসলিলে বটপত্র-শায়ী বিষ্ণুর নাভি হইতে এক কমল নির্গত হয়; উহাতে 'ব্রহ্মা' প্রাদুর্ভূত হন। তিনিই জগতের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার পরমায়ুর উল্লেখও পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুও হয়। আচার্য শঙ্করও লিখিয়াছেন, 'শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ত্রৈলোক্য-শরীর প্রজাপতির জন্মাদির নির্দেশ দেখা যায়।'[৩]

প্রজাপতি কি সংসারী?

"বৃহদারণ্যকোপনিষদে"র সৃষ্টি প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ আত্মাই ছিল।[৩] তখন অপর কিছুই ছিল না; একমাত্র তিনিই ছিলেন। তিনি

"সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ"[৪]

"সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন।' একাকী থাকিয়া

১। অথসং, ১১।৮।১৩ দেখ ২। পূর্বে পৃষ্ঠা দেখ।

৩। "শ্রুতিস্মৃত্যোশ্চ ত্রৈলোক্যশরীরপ্রজাপতের্জন্মাদি নির্দিশ্যমানমুপালভামহে,-
"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"
ইতি। সমবর্ত্ততেত্যজায়তেত্যর্থঃ। তথা,
"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥
ইতি চ।" (শারীরক ভাষ্য, ১।২।২৩); আরও দেখ—১।৩।৩০

৪। বৃহউ; ১।৪।১

"সোঽবিভ্যেৎ"[১]

"তিনি ভয় পাইয়াছিলেন ; এবং

"স বৈ নৈব রেমে……স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ"[২]

"তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না…(সেই হেতু) তিনি দ্বিতীয়কে ইচ্ছা করিলেন।' অনন্তর তিনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ হন। ঐ স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐখানে পাপ-দাহের, ভয়ের এবং অরতির প্রসঙ্গ দেখিয়া বলিতে হয়, বিশ্বস্রষ্টা পুরুষ সংসারী। কেননা, অসংসারীর পাপাদি দাহের প্রসঙ্গ হইতে পারে না। ঐখানে তাঁহাকে স্পষ্টত "মর্ত্য" বলা হইয়াছে।[৩] অধিকন্তু তথায় এই প্রশ্নপ্রতিবচনও আছে, '(ব্রহ্মবিদ্‌গণ) বলিয়া থাকেন, মনুষ্যগণ মনে করেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব হইব ; পরন্তু সেই ব্রহ্ম কি জানিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি সর্ব হইয়াছিলেন ? (উত্তর) এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মই ছিল ; তিনি নিজেকেই জানিয়াছিলেন যে, "আমি ব্রহ্মই" ; তাহাতে তিনি সর্ব হন।'[৪] তাহাতে মনে হয়, ব্রহ্ম আগে সর্বাত্মক ছিলেন না, সংসারী জীবের ন্যায় সাধনবলে পরে সর্বাত্মক হন। এই শেষোক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য ভিন্ন বলিয়াও মনে করা যায়। সর্বাত্মকতা অবশ্যই সর্বসাপেক্ষ। সৃষ্টির পূর্বে সর্ব ছিল না। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বাত্মক ছিলেন না। সৃষ্টি-প্রসঙ্গে বেদে সর্বত্র কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম প্রথমে বহু বা সর্ব হইতে কামনা বা ঈক্ষণ করেন। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি তাহারও একটা প্রাগবস্থা কল্পনা করিয়াছেন। ঐ কামনা প্রথম হইতেই মনে বীজভাবে ছিল ("মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ")। অপরে বলিয়াছেন, ঐ মন কোথা হইতে আসিল বলা যায় না। যাহা হউক, যাহা মনে বীজভাবে মাত্র ছিল তাহা সিসৃক্ষারূপে প্রথমে স্ফুরিত হইল। ইহা প্রথম সৃষ্টি। অনন্তর ব্রহ্ম তপঃ (অর্থাৎ স্রষ্টব্য বিষয়সমূহ মনে মনে পর্যালোচনা) আরম্ভ করেন। ইহা দ্বিতীয় মানস সৃষ্টি। অতঃপর তিনি জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন, সর্ব হন। ইহা তৃতীয় স্থূল বহিঃসৃষ্টি। এইরূপে ব্রহ্ম প্রথমে অব্যাকৃত, দ্বিতীয়ত সূক্ষ্ম

১। বৃহউ ; ১।৪।২ ২। বৃহউ ; ১।৪।৩

৩। "অথ যন্মর্ত্যাঃ সন্নমৃতানসৃজত" ইত্যাদি। (বৃহউ, ১।৪।৬)

৪। বৃহউ, ১।৪।৯-১০

'(জগৎকারণ) অব্যক্ত হইতে পুরুষ পর (অর্থাৎ সূক্ষ্মতর এবং শ্রেষ্ঠতর)। পুরুষ হইতে পর কিছুই নাই। পুরুষই পরা কাষ্ঠা। উহাই পরা গতি।'

"অব্যক্তাৎ পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥"[১]

'(জগৎকারণ) অব্যক্ত হইতে পুরুষ পর। উহা নিশ্চয়ই বিভু এবং অলিঙ্গ। উহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃত হয়।' উহাকে তিনি ওঁ এবং অক্ষর পরব্রহ্মও বলিয়াছেন।[২] মহর্ষি পিপ্পলাদ[৩]ও উহাকে পর অক্ষর, পর পুরুষ এবং পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। যমের ন্যায় তিনিও বলিয়াছেন যে, উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই ("নাতঃ পরমস্তি")। সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য উহাই। যম নচিকেতাকে বলিয়াছেন,

"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥"[৪]

'সমস্ত বেদ যাহাকে প্রতিপাদন করে, সমস্ত তপস্যার যাহা একমাত্র ধ্যেয়, এবং যাহাকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় (ঋষিগণ) ব্রহ্মচর্য করেন, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। ওঁ ইহাই তাহা।' তাই 'সামবেদে'র শান্তি পাঠে তাহাকে "ঔপনিষদব্রহ্ম" বলা হইয়াছে এবং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহাকে "ঔপনিষদ-পুরুষ" বলিয়াছেন।[৫] সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব ঐ ব্রহ্ম বা পুরুষই, এবং একমাত্র উপনিষৎ হইতে তাহাকে জানা যায়। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।[৬] সুতরাং ঐ সংজ্ঞাদ্বয় অতীব সার্থক হইয়াছে। 'বাজসনেয়-সংহিতা'দিতে উহাকে 'মহাপুরুষ' ("পুরুষং মহান্তং") বলা হইয়াছে।[৭] যেহেতু পরমতত্ত্ব অমৃত, সেইহেতু উহা ব্রহ্ম। কেননা,

"যদমৃতং তদ্ব্রহ্ম"[৮]

'যাহা অমৃত, তাহা ব্রহ্ম।'

১। কঠউ, ২।৩।৮
২। কঠউ, ১।২।১৫-৬; ১।৩।২
৩। প্রশ্নউ, ৪।৯-১০; ৫।২, ৫; ৬।৬-৭ পূর্বে দেখ।
৪। কঠউ, ১।২।১৫
৫। বৃহউ, ৩।৯।২৬; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৯।২৮
৬। পূর্বে দেখ।
৭। পূর্বে দেখ।
৮। গোপব্রা, ৩.৫

পরমতত্ত্বের ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম নামই ব্রাহ্মণোপনিষদাদিতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ দেখা যায়।

যথা, 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে,

"ব্রহ্মাস্য সর্বস্যোত্তমমিত্যাহুঃ"[১]

'(ঋষিগণ) বলেন, ব্রহ্ম এই সমস্ত (জগতের) উত্তম।'

"অস্য সর্বস্যামৃতমুত্তমম্"[২]

'অমৃত এই সমস্ত (জগতের) উত্তম।' তথায় একটা প্রাচীন বচন অনূদিত হইয়াছে,

"ভূতং ভবিষৎ প্রস্তৌমি মহদ্‌ব্রহ্মৈকমক্ষরম্"[৩]

'এক, অক্ষর, ভূত ও ভবিষ্যৎ ব্রহ্মের স্তুতি করি।' ব্রহ্মকে ভূত এবং ভবিষ্যৎ উভয় বলাতে সিদ্ধ হয় যে তিনি নিত্য, সনাতন। অক্ষর বলিয়া তিনি নিত্য একরূপ।

পরাশর ঋষি বলিয়াছেন অগ্নিদেবতা, "অমতির্ন সত্য আত্মেব শেবঃ" ঋক্‌সং, ১।৭৩।২ (অমতির ন্যায় সত্য, আত্মার ন্যায় সু সেইহেতু আমরাও বরাবর সেই নাম গ্রহণ করিয়াছি। যেহেতু ব্রহ্ম পরমতত্ত্ব, সেইহেতু উহা অমৃত।

"যদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং"[৪]

'যাহা ব্রহ্ম, তাহা অমৃত।' সেইহেতু তাহা সৎস্বরূপ—তাহার এক নাম সত্য।

"এতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।"[৫]

'ইহা অমৃত ও অভয়; ইহাই ব্রহ্ম। সেই এই ব্রহ্মের নাম 'সত্য'।'

ব্রহ্মের সত্য নাম বেদেও প্রসিদ্ধ। যথা, সূর্য্য পুত্র অভিতপা ঋষি বলিয়াছেন,

"সা মা সত্যোক্তিঃ পরিপাতু বিশ্বতো
দ্যাবা চ যত্র ততনন্নহানি চ।
বিশ্বমন্যন্নিবিশতে যদেজতি
বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি সূর্য্যঃ ॥"[৬]

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৬।২।৭
২। শতব্রা (মাধ্য), ৮।৭।৪।১৮
৩। শতব্রা (মাধ্য) ১০।৪।১৯
৪। জৈমিউব্রা, ১।২৫।১০; ১।২৬।৪, ৮
৫। ছান্দোউ, ৮।৩.৪
৬। ঋক্‌সং, ১০।৩৭।২

'যাহাতে দ্যাবাপৃথিবী ও দিনরাত্রি বর্তমান, যাহাতে অপর সমস্তই,—সমস্ত স্পন্দমান (বস্তু) সমস্ত জল, নিবেশিত এবং যাহাতে সূর্য সতত উদিত হয়, সেই সত্যোক্তি (অর্থাৎ 'সত্য' নামে অভিহিত বস্তু) আমাকে সর্বতো রক্ষা করুক।'[১] ইহা হইতে জানা যায়, সত্য স্বর্গ ও মর্ত্য, দিন ও রাত্রি, প্রাণিবর্গ, জলাদি জড়বর্গ, এবং সূর্য অর্থাৎ চরাচর সমস্তেরই আধার: দীর্ঘতমা ঋষিও বলিয়াছেন অজ সর্বাধার। অত্রিগোত্রীয় আবস্যু ঋষি বলিয়াছেন,

"স হি সত্যং যং পূর্বে চিৎ দেবাসশ্চিদ্‌যমীধিরে।
হোতারং মন্দ্রজিহ্বমিৎ সুদীতিভির্বিভাবসুম্ ॥"[১]

'প্রাচীন ঋষিগণ এবং দেবতাগণ হোতা, মন্দ্রজিহ্ব (অর্থাৎ আনন্দপ্রদ) এবং শোভনদীপ্তি দ্বারা বিভাধন যাহাকে (অগ্নিকে) সম্যক্ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয় সত্য।' পায়ু ঋষি লিখিয়াছেন,

"অথর্ব্বজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন
সত্যং ধূর্বন্তমচিতং ন্যোষ।"[২]

'(হে অগ্নি) সত্যকে হিংসাকারী অচিৎকে (দধ্যঙ্) অথর্বা (ঋষির) ন্যায় দিব্য জ্যোতি দ্বারা সতত দগ্ধ কর।' এই মন্ত্রদ্বয় হইতে জানা যায় সত্য আনন্দ এবং চিৎস্বরূপ। অচিৎ অর্থাৎ অজ্ঞান বা তম উহার বিরোধী। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও সেই প্রকার বলিয়াছেন,

"জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম .... ॥"[৩]

'(যদি মনে কর ব্রহ্ম) অবশ্যই জাত (তবে তাহা সত্য নহে। বস্তুত ব্রহ্ম) উৎপন্ন হয় না। তাহাকে কে উৎপন্ন করিবে? ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ।'

'সর্বসারোপনিষদে' সত্যের লক্ষণ এই প্রকারে দেওয়া হইয়াছে,—

"সত্যমবিনাশি। অবিনাশি নাম দেশকালবস্তুনিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্ন বিনশ্যতি তদবিনাশি।"

'সত্য অর্থ অবিনাশী। দেশকালাদির নাশ হইলেও যাহার বিনাশ হয় না, তাহাই অবিনাশী।' মহর্ষি অঙ্গিরার মতে, ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য প্রতিপাদ্য সত্যস্বরূপ

১। ঋক্‌সং, ৫।২৫।২ ২। ঋক্‌সং, ১০।৮৭।১২ ৩। বৃহউ, ৩।৯।২৮

অক্ষর পুরুষই ;[1] শ্রুতি মতে ব্রহ্ম বিদ্যা সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা ;[2] সুতরাং পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যাই উহার অন্তর্গত।[3]

যম বলিয়াছেন, পরম পুরুষ 'অলিঙ্গ'। "লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং" অর্থাৎ যাহা দ্বারা কোন বস্তুকে জানা যায়, তাহা উহার লিঙ্গ। যাহার পরিচায়ক কোন বিশেষ চিহ্ন বা লিঙ্গ নাই, তাহা অলিঙ্গ : উহার প্রকৃত রহস্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে নচিকেতার যে জিজ্ঞাসার উত্তরে যম উহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রণিধান কর্তব্য। নচিকেতা বলিয়াছিলেন,

"অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥"[4]

'ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে পৃথক্, কার্যকারণ (অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎপ্রপঞ্চ) হইতে পৃথক্ এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ (তথা বর্তমান) হইতে পৃথক্, —এই প্রকার যাহা তুমি জান, তাহা আমাকে বল।' সুতরাং নচিকেতার জিজ্ঞাস্য ছিল ব্যবহারাতীত, কার্যকারণাতীত বা স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাতীত এবং কালাতীত, অর্থাৎ সর্বাতীত বস্তু। তাহাতে যম তাঁহার নিকট 'অলিঙ্গ' পরমপুরুষতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং 'অলিঙ্গ' অর্থ 'সর্বাতীত' বা 'নির্বিশেষ'। যম সাক্ষাদ্ভাবে অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে, পরমপুরুষ মহদাদি কার্য প্রপঞ্চ এবং উহাদের কারণ অব্যক্ত বা অব্যাকৃত হইতে পর।[5] উহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। তথাপি, কোন লিঙ্গ দ্বারা উহার নির্দেশ এবং পরিগ্রহণ করা যাইতে না পারিলেও, উহা যে নাই তাহা নহে ; উহা নিশ্চয়ই আছে।[6] উহা শুদ্ধ এবং অমৃত[7] ; উহা অনির্দেশ্য পরম আনন্দ।[8] মহর্ষি পিপ্পলাদের মতেও পরমতত্ত্ব পরব্রহ্ম 'ছায়া (বা তমঃ)-বিহীন, অশরীর এবং অলোহিত, (সুতরাং) শুভ্র ;[9] শান্ত, অজর, অমৃত এবং অভয়।'[10] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের "ঔপনিষদ্ পুরুষ"

১। "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥" (মুণ্ডউ, ১।২।১৩)
২। মুণ্ডউ, ১।১।১ ৩। মুণ্ডউ, ১।১।২ ৪। কঠউ, ১।২।১৪
৫। কঠউ, ১।৩।১০—১১ ; ২।৩।৭—৮ ৬। কঠউ, ২।৩।১২ ; ২।২।১৪
৭। "তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।" (কঠউ, ২।২।৮ ; ২।৩।১)
"তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং"—(ঐ, ২।৩।১৭)
৮। কঠউ, ২।২।১৪ ৯। প্রশ্ন, ৪।১০ ১০। প্রশ্ন, ৫।৭

"অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো নহি শীর্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতে।"[১]

'অগৃহ্য, (তাই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা) গৃহীত হন না ; অশীর্য্য (তাই) শীর্ণ হন না ; অসঙ্গ, (তাই) আসক্ত হন না ; এবং অসিত (অর্থাৎ অবদ্ধ, (তাই) ব্যথিত হন না, হিংসিত হন না (অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হন না)।' উহা অষ্ট পুরুষকে "বিভক্ত করিয়া, আপনাতে উপসংহৃত করিয়া এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন"।[২] ঐ অষ্ট পুরুষ এবং উহাদের আয়তন, লোক ও দেবতা তিনি বিবৃত করিয়াছেন।[৩] অষ্ট পুরুষ—শারীর পুরুষ, কামময় পুরুষ, আদিত্য পুরুষ, শ্রোত্র প্রতিশ্রুৎক পুরুষ, ছায়াময় পুরুষ, আদর্শে পুরুষ, জল পুরুষ এবং পুত্রময় পুরুষ। উহাদের আয়তন (যথাক্রমে)—পৃথিবী, কাম, রূপসমূহ, আকাশ, তম, রূপসমূহ, অপ্ এবং রেত। উহাদের লোক (যথাক্রমে)—অগ্নি, হৃদয়, চক্ষু, শ্রোত্র, হৃদয়, চক্ষু, হৃদয় এবং হৃদয় ; উহাদের দেবতা (যথাক্রমে) অমৃত, স্ত্রী, সত্য, দিক্, মৃত্যু, অসু, বরুণ, এবং প্রজাপতি। প্রত্যেক পুরুষই "মনোজ্যোতি" এবং "সমস্ত আত্মার পরায়ণ"। এইরূপে দেখা যায়, উহা সর্বাতীতই। মহর্ষি অঙ্গিরাও বলিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্যায় মুখ্য প্রতিপাদ্য সত্যস্বরূপ অক্ষয় পুরুষ।

> "দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
> অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥"[৪]

'নিশ্চয়ই দিব্য, অমূর্ত, পূর্ণ (বা পুরিশয়), বাহিরে ও ভিতরে (অর্থাৎ সর্বত্র) বিদ্যমান, অজ, অপ্রাণ (অর্থাৎ প্রাণ বা ক্রিয়াশক্তি রহিত), এবং অমনা

১। বৃহউ, ৩।৯।২৬ ; আরও দেখ, ৪।২।৪ ; ৪।৪।২২ ; ৪।৫।১৫ ; মাধ্যন্দিন শাখায় এই বচনের অসঙ্গোঽসিতো ন সজ্যতে ন ব্যথতে ইতি" পাঠান্তর আছে (শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৯।২৮ : ১৪।৬।১১।১৬ ; ১৪।৭।২।২৭)

২। "স যস্তান্ পুরুষান্নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামৎ" (বৃহউ, ৩।৯।২৬) ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৯।২৮ ("ব্যুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামীৎ")

৩। বৃহউ, ৩.৯।১০—১৭ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৯।১২—১৯

৪। মুণ্ডউ, ২।১।২

(অর্থাৎ মন বা জ্ঞানশক্তি রহিত) ; সুতরাং উহা শুভ্র (বা শুদ্ধ)। অতএব উহা (কার্যপ্রপঞ্চ হইতে) পর, অব্যক্ত বা অব্যাকৃত[1] হইতে পর।

দ্বিবিধ ব্রহ্ম

এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্ম দ্বিবিধ ; এক পরব্রহ্ম, অন্য অপরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম অজ, অমৃত, সৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ। উহা সর্বাতীত ; সর্বের কারণীভূত অব্যক্ত হইতেও উহা পর। আর অপরব্রহ্ম জন্মবান্। উৎপন্ন হইবার পর তিনি মায়া দ্বারা জগদ্রূপে বিবর্তিত হইয়াছেন এবং জগৎ তাঁহাতেই অধ্যস্ত। তিনি জগতের পালন এবং সংহারও করেন। তিনি সর্বাত্মক এবং সব তিনিই বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, প্রভৃতি নামই বেদ-সংহিতায় সবিশেষ প্রচলিত। 'অথর্ববেদে' তাহাকে "অপের পুষ্পও" বলা হইয়াছে।

"যত্র দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চারা নাভাবিব শ্রিতাঃ।
অপাং তং পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র তন্মায়য়া হিতম্॥"[2]

'(রথচক্রের) নাভিতে অরসমূহের ন্যায় যাঁহাতে দেবতা এবং মনুষ্যগণ আশ্রিত,—যাঁহাতে উহারা (তথা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ) মায়া দ্বারা আহিত, সেই অপের পুষ্পের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।' অপ্ যে তাঁহাকে প্রথমে উৎপন্ন করেন, বেদে আরও কতিপয় স্থলে তাহা নিবদ্ধ হইয়াছে।[3] পর এবং অপর ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি,—তাহাই অধুনা বিচার্য।

১। মূলে আছে, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" শঙ্কর বলেন, ঐ 'অক্ষর অর্থ সমস্ত জগতের বীজভূত অব্যক্ত বা অব্যাকৃত'। (মুণ্ডউ ভাষ্য, ২।১।২ ; বেদান্তভাষ্য, ১।২।২২ ; ১।৪।৩) 'বায়ু-পুরাণে'র মতও তাহাই। পরন্তু তথায় "পরতঃ পরঃ" বাক্য ভিন্নপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (বায়ুপুরাণ, উত্তরার্ধ, ৪২ অধ্যায় ; "বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ" গ্রন্থ দেখ।

২। অথসং, ১০।৮।৩৪

৩। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' (৫।৫।১) আছে, "অ্যপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবাংস্তে দেবা সত্যমেবোপাসতে" ইত্যাদি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অপ্ই (বা-অব্যাকৃতই) ছিল। ঐ অপ্ সত্যকে, সত্য ব্রহ্মকে (হিরণ্যগর্ভকে) উৎপন্ন করে ; সত্যব্রহ্ম প্রজাপতিকে (বিরাট্‌কে) উৎপন্ন করে।

বিশ্বকর্মা ঋষি বলিয়াছেন, বিশ্বাধার (অপর ব্রহ্ম) অজে (পরব্রহ্মে) "অধ্যপিত"[১]। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' আছে,

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেত-
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ ॥"[২]

'মায়াবী (মহেশ্বর) তাহা (অক্ষর ব্রহ্ম) হইতে এই সমস্ত (প্রপঞ্চ) সৃষ্টি করেন। এবং তাহাতে অন্য (মায়ী) মায়া দ্বারা সম্যক্ নিরুদ্ধ আছে।' সুতরাং এতন্মতে মায়াবী অপর ব্রহ্ম এবং অজ অক্ষর ব্রহ্মের সম্বন্ধ মায়িক। শ্রুতির সৃষ্টিপ্রকরণে অধিকাংশ স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ পূর্বে ব্রহ্ম, আত্মা বা প্রজাপতি ছিল। কোথাও কোথাও আছে উহা আপ বা অব্যাকৃত ছিল। ঐ ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে কামনা বা ঈক্ষণ করেন। ঐ কামনা পূর্ব হইতেই তাহার মনে বীজভাবে ছিল। তখন উহা অঙ্কুরিত হয় মাত্র। অতঃপর তিনি তপঃ অর্থাৎ স্রষ্টব্যবিষয়সমূহ সম্বন্ধে মনে মনে পর্যালোচনা করেন। অনন্তর সমুদয় সৃষ্টি করেন। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন।

"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥"[৩]

"(জ্ঞানময়[৪]) তপঃ দ্বারা ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন ; তাহাতে অন্ন (অর্থাৎ অব্যাকৃত) উৎপন্ন হয় অনন্তর অন্ন (বা অব্যাকৃত) হইতে (পর পর) প্রাণ (বা হিরণ্যগর্ভ), মন, সত্য (বা আকাশাদি পঞ্চমহাভূত), (ভূঃ আদি সপ্ত) লোকসমূহ, কর্ম এবং (কর্মফলরূপ) অমৃত (উৎপন্ন হয়)।' প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষিও প্রারম্ভ সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছেন। অন্ন = অব্যাকৃত, অপ্রকেত সলিল বা অপ্। এইখানে দেখা যায়, প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ জন্মবান্। 'অথর্ববেদে' আছে, তপো হ জজ্ঞে কর্মণঃ" অর্থাৎ কর্ম হেতুই ব্রহ্মের তপে প্রবৃত্তি হয়। নারায়ণ ঋষিও 'পুরুষসূক্তে" তাহাই বলিয়াছেন, 'পুরুষ অন্ন (বা কর্মফল) হেতু জগদ্রূপ প্রাপ্ত হন।' সুতরাং পূর্ব পূর্ব কল্পের জীববর্গের অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের পরিপাক বশত ব্রহ্ম সৃষ্ট্যুন্মুখ হইয়া স্রষ্টব্যবিষয়পর্যালোচনাত্মক তপঃ করেন এবং পরে সৃষ্টি করেন।[৫] পূর্ব

১। পূর্বে দেখ। ২। শ্বেতউ, ৪।৯ ৩। মুণ্ডউ, ১।১।৮
৪। 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"—(মুণ্ডউ, ১।১।৯ ৫। পূর্বে দেখ।

কল্পের সৃষ্টির অবসানে প্রলয়ে ঐ সমস্ত কর্ম বীজভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে ঐ বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এইপ্রকার বীজাঙ্কুরন্যায় কল্পনার মূল এই,—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদিক ঋষিগণ মনে করিতেন যে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সম্যক্ সামঞ্জস্য বর্তমান। পিণ্ড জীবের তিন অবস্থা,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জীব প্রতিদিন জাগ্রৎ হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়; পরে আবার সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নের ভিতর দিয়া জাগ্রতে আসে। ইহা অনুভূত সত্য। তাহার সহিত জীবের এক জীবনের জন্ম লইতে জন্মান্তরকালের তুলনা করা হয়। এই অভিজ্ঞতা হইতে ঋষিগণ অনুমান করেন যে, ব্রহ্মাণ্ডেরও ঐ প্রকার তিন অবস্থা আছে,—সৃষ্টি, সন্ধি এবং প্রলয়। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় পিণ্ড-শরীরেরই। উহাদের সম্পর্কে পিণ্ডশরীরাভিমানী জীবাত্মারও যথাক্রমে তিন অবস্থা মানা হইয়া থাকে,—বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ। তিনটিই অবশ্য একই আত্মারই শরীর সম্পর্কে নাম ভেদ মাত্র। সেই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডশরীরাভিমানী পরমাত্মারও তিন অবস্থা এবং তিন নাম মানা হইয়া থাকে,—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃত। সুষুপ্তিতে যেমন জীবের সমস্ত পূর্ব সংস্কার বীজরূপে থাকে, তেমন অব্যাকৃতে পূর্ব কল্প-কল্পান্তরের সমস্ত সংস্কার বীজভাবে থাকে। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি উহাকেই মনের রেতঃ বলিয়াছেন। অব্যাকৃত হইতে বিশ্বসৃষ্টি—সুষুপ্তি হইতে জাগরণের ন্যায়। শ্রুতি উভয়ত্রই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।[১] 'মাণ্ডুক্যোপনিষদে' আত্মার ঐ সকল অবস্থার বিশদ বর্ণনা আছে। প্রাজ্ঞ আত্মা সম্বন্ধে তথায় উক্ত হইয়াছে,

"এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।"[২] 'ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ এবং ইনি অন্তর্যামী। ইনি অবশ্যই সর্বভূতের উৎপত্তি এবং লয়ের কারণ।' ইহা স্রষ্টা ব্রহ্মারই বর্ণনা।

জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় পিণ্ডশরীরেই। আত্মা স্বরূপত উহাদের হইতে ভিন্ন। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই প্রকারে বলিতে হয়,

---

১। মুণ্ডউ, ২।১।১; বৃহউ, ২।১।২০; ২।৪।১০; ৪।৫।১০; কৌষীব্রাউ, ৩।৩ ৪।১৯

২ মাণ্ডুউ, ৬

বিরাড়াদি অবস্থাত্রয় ব্রহ্মাণ্ডশরীরাভিমানী ব্রহ্মেরই এবং ব্রহ্ম স্বরূপত উঁহাদের হইতে ভিন্ন।[১] আত্মার তুরীয়াবস্থা 'মাণ্ডুক্যোপনিষদে' এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে।—

"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"[২]

'(উহা) বহিষ্প্রজ্ঞ (বৈশ্বানর) নহে, অন্তঃপ্রজ্ঞ (তৈজস) নহে, (অন্তর্বহিঃ) উভয়তঃপ্রজ্ঞ নহে, প্রজ্ঞানঘন (প্রাজ্ঞ) নহে, প্রজ্ঞ (অর্থাৎ যুগপৎ সর্ববিষয় প্রজ্ঞাতা) নহে, এবং অপ্রজ্ঞ (বা অচেতন)ও নহে। উহা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোমশম, শান্ত, শিব এবং অদ্বৈত।' উহা পরব্রহ্মেরই বর্ণনা। বেদের সিদ্ধান্তানুসারে জীব ব্রহ্মই, ব্রহ্মই শরীরোপাধি অঙ্গীকার করিয়া জীব সাজিয়াছেন। সুতরাং জীব এবং ব্রহ্মের অবস্থার মধ্যে যে এই প্রকার অভেদ আছে, তাহা স্বাভাবিকই। যেমন পিণ্ডশরীরোপাধি সম্পর্কে পরব্রহ্ম জীব হইয়াছেন, তেমন ব্রহ্মাণ্ডশরীরোপাধি সম্পর্কে তিনি অপর ব্রহ্ম হইয়াছেন। বৈশ্বানর, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ যেমন জীবের বা সোপাধিক আত্মার তিন অবস্থা, তেমন বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যাকৃতও অপর ব্রহ্মের বা সোপাধিক ব্রহ্মের তিন অবস্থা মাত্র। নিরুপাধিক বা তুরীয় আত্মা এবং নিরুপাধিক বা পর ব্রহ্ম অভিন্নই। জীবের জন্মাদি যেমন উপাধি সম্পর্কে, ব্রহ্মের জন্মাদিও সেই প্রকারে উপাধি সম্পর্কে। এইরূপে দেখা যায়, পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম বস্তুত ভিন্ন নহেন। পরব্রহ্মই উপাধি সম্পর্কে অপরব্রহ্ম নামে অভিহিত হন।

সেইহেতু "কঠোপনিষদে" পরব্রহ্মের পরিচয় দিতে গিয়া যম সাক্ষাদ্ভাবে বলিয়াছেন, যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়া দেবমনুষ্যাদি নানাবিধ শরীর সৃষ্টি পূর্বক উঁহাদের হৃদয়গুহায় প্রবেশ করত তত্তদ্রূপে সংসার অনুভব

১। "যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ॥" (তৈত্তিরীয়, ১০।১০ ; নারাউ ২।১২

২। মাণ্ডু, ৭

করিতেছেন, সেই হিরণ্যগর্ভ পরব্রহ্মই।[১] একই পরমদেবতা কার্যোপাধিভেদে ইন্দ্রমিত্রাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাহাই বেদের সার-সিদ্ধান্ত। একই পরব্রহ্ম কার্যোপাধি সম্পর্কে অব্যাকৃত হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ নামে অভিহিত হন,—এই সিদ্ধান্তও সম্যক্‌রূপে তদনুযায়ী[২]। 'অথর্ববেদে'র 'স্কম্ভসূক্তে' আছে,

"স্কম্ভে লোকাঃ স্কম্ভে তপঃ স্কম্ভেঽধ্যৃতমাহিতম্।
স্কম্ভ ত্বা বেদ প্রত্যক্ষমিন্দ্রে সর্বং সমাহিতম্॥
ইন্দ্রে লোকা ইন্দ্রে তপঃ ইন্দ্রেঽধ্যৃতমাহিতম্।
ইন্দ্র ত্বা বেদ প্রত্যক্ষং স্কম্ভে সর্বং সমাহিতম্॥"[৩]

"স্কম্ভে লোকসমূহ, স্কম্ভে তপঃ এবং স্কম্ভে ঋত অধ্যাহিত। হে স্কম্ভ, আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ জানি। সমস্তই ইন্দ্রে সমাহিত। ইন্দ্রে লোকসমূহ, ইন্দ্রে তপঃ এবং ইন্দ্রে ঋত অধ্যাহিত। হে ইন্দ্র, আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ জানি। সমস্তই স্কম্ভে সমাহিত।' ইন্দ্র বিশ্বস্রষ্টাই। আর স্কম্ভকে

১। কঠউ, ২।১।৬

২। আচার্য শঙ্করও তাহাই বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম প্রত্যস্তমিতসর্বোপাধিবিশেষ, সৎ, নিরঞ্জন, নির্মল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক ও অদ্বিতীয়, 'নেতি নেতি' (ইহা নহে, ইহা নহে) প্রকারে সর্ববিশেষ পরিত্যাগ দ্বারা সংবেদ্য এবং সমস্ত শব্দ প্রত্যয়ের অগোচর। অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞোপাধি সম্পর্কে তাহা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, সর্বসাধারণাব্যাকৃতজগদ্বীজপ্রবর্তক এবং সর্বনিয়ন্তৃত্ব হেতু অন্তর্যামী বলিয়া অভিহিত হন। তাহাই আবার ব্যাকৃতজগদ্বীজভূতবুদ্ধ্যাত্মাভিমানলক্ষণ হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডান্তরে প্রথম সম্ভূত শরীরোপাধিমান্ বিরাট্ ও প্রজাপতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি তদুদ্ভূত অগ্ন্যাদি-উপাধিমান্ দেবতাসংজ্ঞ হন। এইরূপে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত বিশেষ বিশেষ শরীর উপাধি সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ নাম ব্রহ্মেরই হইয়া থাকে। নানাপ্রকার উপাধিভেদে ভিন্ন সেই একই ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণিগণ এবং সমস্ত তার্কিকগণ কর্তৃক সর্বপ্রকারে জ্ঞাত হন এবং অনেক প্রকারে বিকল্পিত হন।" (ঐতউভাষ্য, ৩।১।৩); "অবিদ্যাকামকর্মবিশিষ্টকার্যকরণোপাধি সম্পর্কে আত্মাকে সংসারী জীব বলা হয়। নিত্যনিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাধি সম্পর্কে আত্মাকে অন্তর্যামী ঈশ্বর বলা হয়। তিনিই আবার নিরুপাধিক কেবল এবং শুদ্ধ স্ব স্বভাবে পর অক্ষর নামে অভিহিত হন। সেই প্রকারে হিরণ্যগর্ভ, অব্যাকৃত, দেবতা, জাতি, পিণ্ড, মনুষ্য, তির্যক্, প্রেত, প্রভৃতি কার্যকরণোপাধিবিশিষ্ট হইয়া তদ্রূপ ও তদাখ্য হন।" "(বৃহউভাষ্য, ৩।৮।১২) আরও দেখ "বৃহউভাষ্য, ১।৪।৬

৩। অথসং, ১০।৭।২৯–৩০

ঐ স্কম্ভসূক্তে 'জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। যেমন 'শতপথব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যেহেতু উহা হইতে 'জ্যায়' বা শ্রেষ্ঠ অপর কিছুই নাই, সেই হেতু উহাকে 'জ্যেষ্ঠ' বলা হয়।[১] সুতরাং স্কম্ভ পরব্রহ্ম। 'স্কম্ভ' এবং 'স্তম্ভ' শব্দ একার্থক। যেহেতু, পরব্রহ্ম সর্বাধার, সকলের স্থিতিকারক, সেইহেতু উহাকে 'স্কম্ভ' বলা হয়। যাহা হউক, পূর্বোদ্ধৃত বচন হইতে মনে হয় যে, 'অথর্ববেদে'র মতে স্কম্ভ বা পরব্রহ্ম এবং ইন্দ্র বা বিশ্বস্রষ্টা সর্বপ্রকারে অভিন্ন। পরন্তু ঐ অনুমান সত্য নহে। কেননা, ঐ বচনের অব্যবহিত পূর্বে বলা হইয়াছে,

"হিরণ্যগর্ভং পরমমনত্যুদ্যং জনা বিদুঃ।
স্কম্ভস্তদগ্রে প্রাসিঞ্চদ্ধিরণ্যং লোকে অন্তরা ॥"[২]

'(সাধারণ) জনগণ হিরণ্যগর্ভকেই পরম অনত্যুর্দ্ধ (অর্থাৎ যাহার উর্দ্ধে কিছু নাই তেমন) বলিয়া মনে করে। (পরন্তু) স্কম্ভই সেই হিরণ্যগর্ভকে প্রথমে লোকমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়াছেন।' সুতরাং স্কম্ভ হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ। তথায় ঐ প্রসঙ্গে আরও বিবৃত হইয়াছে যে

"অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমিব জনা বিদুঃ।
উতো সন্মন্যন্তেঽবরে যে তে শাখামুপাসতে ॥"[৩]

"অসতের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠিত শাখা (অর্থাৎ লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ অংশকে সাধারণ) জনগণ পরের ন্যায় মনে করে। অধিকন্তু যাহারা সেই শাখাকে উপাসনা করে সেই অবর জনগণ উহাকে সৎ মনে করে।"

"যত্র দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
যো বৈ তান্ বিদ্যাৎ প্রত্যক্ষং স ব্রহ্মা বেদিতা স্যাৎ।
বৃহন্তো নাম তে দেবা যেঽসতঃ পরি জজ্ঞিরে।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্যাসদাহুঃ পরো জনাঃ ॥
যত্র স্কম্ভঃ প্রজনয়ন্ পুরাণং ব্যবর্তয়ৎ।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্য পুরাণমনুসংবিদুঃ ॥"[৪]

১। "তদেতজ্জ্যেষ্ঠং ব্রহ্ম। ন হ্যেতস্মাৎ কিংচন জ্যায়োঽস্তি।"—(শতব্রা (মাধ্য) ১০।৩।৫।১০)

২। অথসং, ১০।৭।২৮ ৩। অথসং, ১০।৭।২১ ৪। অথসং, ১০।৭।২৪-৬

'যেখানে ব্রহ্মবিদ্ দেবগণ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ জানেন, সেই জ্ঞাতা ব্রহ্ম হন। সেই বৃহৎ দেবগণ অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাহা স্কম্ভের এক অঙ্গ মাত্র। (জ্ঞানী) জনগণ অসৎকেই পর বলেন। যেখানে স্কম্ভ উৎপন্ন করত পুরাণকে (অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে) বিবর্তিত করিয়াছেন, তাহা স্কম্ভের এক অঙ্গ মাত্র। ঐ পুরাণকেই (জনগণ) সম্যক্‌রূপে অনুজ্ঞাত হয়।'

ভগবান্ শৌনক লিখিয়াছেন,

"অসতশ্চ সতশ্চৈব যোনিরেষ প্রজাপতিঃ।
যদক্ষরং চ বাচ্যং চ যথৈতদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥"[১]

যাহা অক্ষর ও বাচ্য এবং যে প্রকারে তাহা শাশ্বত ব্রহ্ম; 'এই প্রজাপতি সৎ ও অসতের যোনি' অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য এবং অক্ষর। তাহা মন ও বাক্যের অগোচর।' জগদ্-যোনি প্রজাপতি তাঁহারই বাচ্য রূপ বিশেষ। 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে,

"ব্রহ্ম বৈ প্রজাপতির্ব্রাহ্মী হি প্রজাপতিঃ"[২]

'প্রজাপতি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম প্রজাপতি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মী।' তাহাতে বুঝা যায়, প্রজাপতি ব্রহ্মের অত্যন্ত সদৃশ, — ব্রহ্মেরই প্রতিরূপ বা 'প্রাকৃতরূপ' বা মূর্ত্তরূপ বিশেষ।'[৩]

রহস্য

ইহার প্রকৃত রহস্য আরও গূঢ়। ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সুতরাং অদৃষ্ট। পরন্তু, শ্রুতি বলেন্, উহা অজ্ঞেয় নহে,—উহা জানা যায়। উহাকে জানিতে দৃষ্টের সাহায্য গ্রহণ কর্তব্য। কেননা, ন্যায়শাস্ত্রের মতে "দৃষ্টাৎ অদৃষ্টসিদ্ধিঃ" অর্থাৎ দৃষ্টের সহায়ে অদৃষ্টকে সিদ্ধ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, তদ্ভিন্ন উহার অপর কোন উপায়ও নাই। এই

১। বৃহদ্দেবতা, ১।৬২ ২। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৬।২।৮
৩। অন্যত্র আছে
"উভয়ং বা তৎ প্রজাপতির্নিরুক্তশ্চানিরুক্তশ্চ পরিমিতশ্চাপরিমিতশ্চ" (শতব্রা (মাধ্য), ৬।৪।২।৭; ১৪।১।২।১৮ অর্থাৎ প্রজাপতির দুই রূপ, এক নিরুক্ত ও পরিমিত রূপ এবং অপর অনিরুক্ত ও অপরিমিত রূপ।

চিদচিৎ জগৎপ্রপঞ্চ সকলেরই প্রত্যক্ষ। তত্ত্বনির্ধারণ উহারই সম্পর্কে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই আরম্ভ হয়। পরন্তু জগৎপ্রপঞ্চে এমন কোন বস্তু নাই: ব্রহ্মকে যাদৃশ বলা যাইতে পারে। বামদেব ঋষি বলিয়াছেন

ন হি নু অস্ত প্রতিমানমস্তি
অন্তর্জাতেষু উত যে জনিত্বাঃ।"[১]

'যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, কিংবা যাহারা উৎপন্ন হইবে, উহাদিগের মধ্যে ইঁহার (ইন্দ্রের প্রতিমান নাই।' তাই অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যেমন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের কারণ খুঁজিতে গিয়া ঋষিগণ অদৃষ্ট ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রথমে প্রাপ্ত হন,—নিরূপণ করেন। তাঁহারা ধ্যানযোগ দ্বারা অবগত হইলেন ("ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্") যে ব্রহ্ম জগতের সৃষ্ট্যাদি করেন, তিনিই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ। তিনি চিন্ময় এবং কমনীয় অর্থাৎ আনন্দময় ("পুরুবোবেনঃ")। উহা ঈশ্বররূপ। অতঃপর আরও বিচার করিয়া, সুষুপ্তি এবং সবীজ নির্বিকল্প সমাধির সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে উহা তত্ত্বৎই। সুতরাং উহা পরমরূপ কিনা, তাঁহাদের সন্দেহ হইল। অনন্তর তত্ত্ববিচারে আরও অগ্রসর হইয়া ঋষিগণ উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বরতত্ত্ব পরমতত্ত্ব নহে,—হইতে পারে না। বুদ্ধির উপরে উঠিয়া তাঁহাদের অপরোক্ষানুভূতি হইল যে, পরমতত্ত্ব তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—উহা বস্তুত নিরুপাধিক এবং নিষ্প্রপঞ্চ। উহাকে তাঁহারা সন্মাত্র বা 'সত্য', 'পরব্রহ্ম' বলেন। যাহা প্রথমে নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম সোপাধিক এবং সপ্রপঞ্চ। তাহাতে তাঁহারা বুঝেন যে. তাহা পরমতত্ত্ব নহে। জগৎপ্রপঞ্চ সম্পর্কে 'ঈশ্বর' বা 'ব্রহ্ম' পরমতত্ত্ব বটে, পরন্তু নিরপেক্ষ পরমতত্ত্ব 'সত্য' বা পরব্রহ্মই। তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন যে, 'পরব্রহ্ম' ও 'ব্রহ্ম', 'সত্য' ও 'ঈশ্বর' কিংবা সর্বাতীত ও সর্বাত্মক দুই পৃথক্ তত্ত্ব নহে। তাঁহাদেয় কেহ কেহ কখন কখন উহাদিগকে একই পরমতত্ত্বের দুই অংশ বলিয়াছেন। পরন্তু অপরে উপলব্ধি করেন যে, ঐ কল্পনা বাস্তব বা সত্য হইতে পারে না। কেননা, পরমতত্ত্ব 'পরব্রহ্ম' বা 'সত্য' দেশ ও কালের অতীত। দেশাতীত বলিয়া

১। ঋক্‌সং, ৪।১৮।৪

উহার অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে না। এবং কালাতীত বলিয়া উহার পরিবর্তন হইতে পারে না। সুতরাং 'সত্য' 'ঈশ্বর' হইতে পারে না সর্বাতীত সর্বাত্মক হইতে পারে না। সেইহেতু 'সত্য' ও 'ঈশ্বর'কে একই তত্ত্ব বস্তুর অবস্থাভেদ বলা যায় না। উহা একই বস্তুর দুই দিক্, পিঠ বা বিভাবও নহে। তখন কোন কোন ঋষি অবগত হন যে 'সত্য'ই মানুষের বিচারে, জগতের সম্পর্কে, উহার স্রষ্টাদি-কর্তা,—নিমিত্ত ও উপাদান কারণ 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অপর কথায় বলিতে, মানুষের দিক্ হইতে, জগতের দিক্ হইতে মানুষের নিকট 'সত্য' 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রতিভাত হয়। বিশ্বকর্মা ঋষি বলিয়াছেন, বিশ্বাধার জন্মবান্ অপর ব্রহ্ম (বা 'ঈশ্বর') অজব্রহ্মে বা 'সত্যে' 'অধ্যর্পিত'। 'অথর্ববেদে'র 'স্কম্ভসূক্তে' আছে, প্রজাপতি স্কম্ভ বা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মে স্থিত থাকিয়াই সমস্ত লোক ধারণ করেন.

"যস্মিন্ স্তব্ধা প্রজাপতির্লোকান্ সর্বা অধারয়ৎ।"[১]

তিনি স্কম্ভে থাকিয়াই বিশ্বসংসার সৃজন করেন। ব্রহ্মের এক অংশ তাঁহাতে প্রবেশ করে এবং অপর অংশ করে না।[২] সুতরাং সত্যই পরব্রহ্ম ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। অতএব 'ঈশ্বর' 'পরব্রহ্মের প্রাতীতিক বা প্রাতিভাসিক বা অধ্যর্পিত বা অধ্যস্ত রূপ। পরন্তু তাহা বলিয়া 'ঈশ্বর' একেবারে অসৎ নহে,—বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় অসৎ বা অলীক নহে, —সম্যক্ প্রকারে বাস্তবতা-রহিত শব্দজন্য বিকল্প নহে। কেননা, উহার অধিষ্ঠান সৎ বা সত্য। সত্য ব্রহ্মই ঈশ্বররূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। সুতরাং অধিষ্ঠানের সত্তা উহাতে অবশ্যই আছে। তাই 'স্কম্ভসূক্তে' উক্ত হইয়াছে স্কম্ভের এক অংশ প্রজাপতিতে প্রবেশ করিয়াছেন। উহারা সর্বাংশে সমানও নহে। তাই বলা হইয়াছে যে, স্কম্ভের অপর অংশ প্রজাপতিতে প্রবেশ করে নাই। উহাদের মধ্যে এই প্রকারে আংশিক সমানতা আছে বলিয়াই ঋষি বলিয়াছেন যে "স বৃষ্ণ্যা উপমা" অর্থাৎ

১। অথসং, ১০।৭।৭

২। "যৎ পরমমবমং যচ্চ মধ্যমং
প্রজাপতিঃ সংসৃজে বিশ্বরূপম্।
কিয়তা স্কম্ভঃ প্র বিবেশ তত্র
যন্ন প্রাবিশৎ কিয়ৎ তদ্বভূব।"—(অথসং, ১০।৭।৮

আরও দেখ ১০।৭।৯

'ঈশ্বর' প্রকৃত মূল স্বরূপের 'সত্য' বা 'পরব্রহ্মে'র উপমা,—প্রকৃত 'সত্য' না হইলেও তৎসদৃশ। ঈশ্বরতত্ত্ব অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া ঋষি প্রকৃত পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্মতত্ত্ব বা সত্যতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হন। তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকৃত না হইলেও বৃথা নহে; উহার উপযোগিতা আছে। অধিকন্তু যত দিন জগৎ আছে, তত দিন উহার স্রষ্ট্যাদি-কর্তা ঈশ্বরও আছেন।

যাহা হউক, এই দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ বস্তুত পরব্রহ্মই। অদ্বৈতবাদীর পরিভাষায় মায়োপাধিক ব্রহ্মই ঈশ্বর। পরন্তু শ্রুতিতে ইহাও পাওয়া যায় যে, মানুষ যথোপযুক্ত সাধনবলে হিরণ্যগর্ভ হইতে পারে। বর্তমান কল্পের হিরণ্যগর্ভ পূর্বকল্পের সিদ্ধ পুরুষবিশেষ; ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া —অথবা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, চেতন জীব, তথা অচেতন জগৎ, হইয়াছেন। তাহার কারণ যাহাই হউক না কেন, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তাহাই হইয়াছে। ঐ কথাই এখন আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আবার অতি নিম্ন স্তরের জীবও নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুণ্যকর্ম সঞ্চয়ের ফলে মনুষ্য হয় এবং তথা হইতে ঊর্ধ্বগতিতে হিরণ্যগর্ভ হয়। এই দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ জীবই। জীবও যখন স্বরূপত ব্রহ্মই, তখন উভয় স্থলে কোন বাস্তব ভেদ নাই। পরন্তু দৃষ্টিভেদ অবশ্যই আছে। এক দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ স্বরূপচ্যুত বা উপাধিমান্ পরব্রহ্ম; এবং অপর দৃষ্টিতে তিনি স্বরূপ-প্রাপ্তিপথারূঢ়,—স্বরূপের প্রত্যাসন্ন জীববিশেষ।

সমস্তই ব্রহ্ম। জগতে এবং জগতের বাহিরে যাহা কিছু ছিল, আছে এবং হইবে, এবং যাহা কিছু ত্রিকালাতীত, অর্থাৎ যাহা কিছু দেশকালাত্মক এবং যাহা কিছু দেশকালাতীত—তৎসমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নাই। ইহাই সমস্ত বেদের পরম অনুশাসন। পরন্তু উপরের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায়, বেদের ঋষিগণ তিনভাবে ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রথমত কূটস্থরূপে নিত্য স্বরূপস্থিতি, দ্বিতীয়ত স্বরূপচ্যুতি, এবং তৃতীয়ত স্বরূপের পুনঃপ্রাপ্তি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাবকে স্বরূপের বিস্মৃতি ও জাগৃতি, তিরোভাব ও আবির্ভাব, আবরণ ও উন্মোচন, প্রভৃতিও বলা যায়। বস্তুর স্বরূপের নাশ হয় না, বিকৃতিও হয় না; এবং হইতেও পারে না। কেননা, তাহাতে বস্তুরই নাশ হয়। সুতরাং এই সকল বর্ণনা

নির্দোষ বলা যায় না। তথাপি সর্বত্র ভাষার ত্রুটিজনিত দোষ পরিহার পূর্বক মূল তত্ত্বকেই পরিগ্রহণ কর্তব্য।

ঐ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাবগতি পৃথক্। সেই গতি যথাক্রমে স্বরূপাতিগ ও স্বরূপাভিমুখী, বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী, অধোমুখী ও ঊর্ধ্বমুখী, বা জগন্মুখী ও ব্রহ্মমুখী।

প্রথম কূটস্থ-নিত্য-স্থিতি, 'সত্য' এবং অপর দুই ভাব 'ঋত"। বেদে উহাদিগকে যথাক্রমে 'সৎ' 'ভবৎ'ও বলা হইয়াছে।[১] সত্য এবং ঋত বস্তুত ভিন্ন নহে। তাই 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে

"ঋতমিত্যেষ বৈ সত্যম্"[২]

'ঋতসদিত্যেষ বৈ সত্যসৎ"[২]

পরন্তু উভয় সংজ্ঞার মধ্যে ভাব-ভেদ অবশ্যই আছে। সুতরাং বলা যায়, বৈদিক ঋষি 'সত্য' ও 'ঋত' বা 'সৎ' ও 'ভবৎ'—এ দ্বিবিধভাবে ব্রহ্মকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।[৩]

আবার স্বরূপাতিগ ও স্বরূপাভিমুখী ইত্যাদি প্রকারে ঋতের বা ভবতের দুই ভাগ। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি উহাদিগকে যথাক্রমে 'স্বধা' এবং 'প্রযতি' বলিয়াছেন। ঋতের প্রথম এবং অন্তিম অবস্থা সত্যের প্রত্যাসন্ন এবং সমান। উহা হিরণ্যগর্ভাবস্থা। ঋতের প্রথম ভাগের স্বরূপাতিগ দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভাবস্থার পূর্ব অবস্থা পরব্রহ্ম এবং ঋতের দ্বিতীয়ভাগের স্বরূপাভিমুখী দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভাবস্থার পুর্বাবস্থা জীব। সুতরাং হিরণ্যগর্ভকে পূর্ববৃত্ত্যা ব্রহ্ম ও জীব উভয় বলা যাইতে পারে।

১। আঙ্গিরস কুৎস ঋষি বলিয়াছেন, অগ্নি

"সতশ্চ গোপা ভবতশ্চ ভূরেঃ"—(ঋক্সং, ১।৯৬

"সতের এবং ভবতের—অসংখ্যাত সকলের রক্ষক।"

২। ঐতব্রা, ১৮।৬

৩। ভগবান্ শৌনক বলিয়াছেন 'ঋত' জগদীশ্বরেরই ('ঈষ্টে চৈবাস্য সর্বস্য') নামান্তর। তাঁহার মতে উহার ব্যুৎপত্তি এই,—

"মনসেমং তু যদ্দৃষ্টং মধ্যমং লোকমাশ্রিতম্।

শংসৎ সত্যেন সত্যো বৈ স এব স্তুতবানৃতম্॥"

—('বৃহদ্দেবতা', ২।৪২)

যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বকে ঐ প্রকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই বৈদিক ঋষিগণ সম্বন্ধে 'ঋগ্বেদে' তৃতীয় মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশতম সূক্তে একটা সুন্দর বিবৃতি আছে। ঐ সূক্তের ঋষি কে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র প্রজাপতি ঋষি, অথবা বিশ্বামিত্র গোত্রীয় বাক্ ঋষির পুত্র প্রজাপতি ঋষি, অথবা উভয়ে, অথবা বিশ্বামিত্র ঋষি স্বয়ং উহার দ্রষ্টা। উহার প্রথম চারি ঋকের দেবতা ইন্দ্র এবং অপর ছয় ঋকের দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ("কবীনাং")

"মনোধৃতঃ সুকৃতস্তক্ষত দ্যাম্,"[1]

'সংযতমনা এবং সুকৃত। তাঁহারা দ্যুলোককে (অর্থাৎ তদুপলক্ষিত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে) ভক্ষণ করিয়াছেন।'

"নি ষীমিদত্র গুহ্যা দধানা
উত ক্ষত্রায় রোদসী সমঞ্জন্।
সং মাত্রাভির্মমিরে যেমুরুর্বী
অন্তর্মহী সমৃতে ধায়সে ধুঃ ॥"[2]

'এখানে (অর্থাৎ ইহলোকে থাকিতে) গূঢ় (তত্ত্বসমূহ) সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করত, তাঁহারা (বিত্ত) বলে দ্যাবাপৃথিবীকে সম্যক্ প্রকারে অঞ্জিত করিয়াছেন[3] এবং মাত্রা দ্বারা সম্যক্ প্রকারে নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরস্পর সংপৃক্ত বিস্তীর্ণ ও মহান্ দ্যাবাপৃথিবীকে (পৃথক্ করণার্থ এবং উহাদের) স্তব্ধ করিয়া ধারণার্থ তাঁহারা অন্তরিক্ষকে বিধান করিয়াছিলেন।'

"আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষ-
ঞ্ছ্রিয়ো বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ।
মহত্তদ্বৃষ্ণো অসুরস্য নামা
বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ॥"[4]

১। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।২ ২। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৩

৩। সায়ন বলেন, সমঞ্জন্="ওষধিভিঃ পৃথিবীং দেবৈশ্চ দিবং সঙ্গতামকার্ষুঃ"

৪। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৪

"সমস্ত (কবিগণ) চারিদিকে অবস্থান পূর্বক (ইন্দ্রকে) পরিবিত করিয়াছেন এবং স্বপ্রভায় (ইন্দ্রকে) শ্রী দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছেন। (সেই ইন্দ্র) বিচরণ করিতেছেন (অর্থাৎ সর্বত্র বর্তমান)। (উপাসকের অভীষ্ট ফল) বর্ষণকারী সেই অসুরের[১] নাম মহান্। বিশ্বরূপ তিনি (বরুণরূপে) অমৃতসমূহে অবস্থিত আছেন।

"তদিন্ন্বস্য বৃষভস্য ধেনোরা
নামভির্মমিরে সক্ম্যং গোঃ।
অন্যদন্যদসুর্য্যং বসানা
নি মায়িনো মমিরে রূপমস্মিন্॥"[২]

(যাঁহারা উপাসকের অভীষ্ট ফল) বর্ষণকারী ইহার (ইন্দ্রের) ধেনুর নামসমূহ দ্বারা সম্ভজনার্থ গো সবতোভাবে নির্মাণ করেন, নূতন নূতন আসুর বল দ্বারা (ইন্দ্রকে) আচ্ছাদনকারী সেই মায়িগণ তাঁহাতে রূপ নির্মাণ করেন।

"তদিন্ন্বস্য সবিতুর্ন কির্মে
হিরণ্যয়ীমমতিং যামশিশ্রেৎ।
আ সুষ্টুতী রোদসী বিশ্বমিন্বে
অপীব যোষা জনিমানি বব্রে॥"[৩]

'সেইহেতু, জগৎপ্রেরক ইহার (ইন্দ্রের),—যিনি আমাদের (প্রদত্ত) হিরণ্ময় রূপ আশ্রয় করেন, সেই হিরণ্ময় রূপ কে ইয়ত্তা করিতে পারে? স্ত্রী যেমন আপন সন্তানকে আবরণ করেন সেই প্রকার তিনি শোভন স্তুতি দ্বারা স্তুত হইয়া সকলের প্রীতিপ্রদ দ্যাবাপৃথিবীকে সর্বতোভাবে আবৃত করেন।'[৪]

এই বচনসমূহের প্রথম দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, ঐ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণই ভুবনত্রয় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যথাযথরূপে উহাদের বিধান করিয়াছেন। বলা যাইতে পারে যে, ঐ ঋষিগণ ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই হেতু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ঈশ্বররূপে তাঁহাদের স্তুতি করিয়াছেন। পরন্তু পরের বচনসমূহের দৃষ্টে ঐ অনুমান সত্য মনে হয় না। তাহাতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, ঐ ঋষিগণই ইন্দ্রের রূপ নির্মাণ করিয়াছেন; বিভিন্ন ভাবে

১। সায়ন বলেন, অসুরস্য=প্রেরকস্য অন্তর্যামিতয়া। ২। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৭
৩। ঋক্‌সং, ৩।৩৮।৮ ৪। "আবব্রে স্বকীয়তয়া সর্বতো বৃণুতে" (সায়ন)

বিভিন্ন নামে তাঁহাকে সম্ভজনার্থ রূপ প্রদান করিয়াছেন। তিনিও সেই সেই রূপ আশ্রয় করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য এই যে, পরব্রহ্ম স্বরূপত নীরূপ, নির্গুণ ও নির্বিশেষ। পরন্তু তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহাকে সগুণ ও সবিশেষ বলিয়া, বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে তাঁহারা পরব্রহ্মে নানাবিধ গুণসমূহ আরোপিত করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা স্বপ্রভায় ইন্দ্রকে শ্রীদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছেন। বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি তাঁহাদের দ্বারা কল্পিত; সেই হিসাবে তাঁহাদিগকে বিশ্বের স্রষ্টা বলা হইয়াছে।

সত্যের সত্য

বেদে একাধিক স্থানে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মের নাম "সত্যস্য সত্যম্" ('সত্যের সত্য' অর্থাৎ সত্যেরও সত্যতা সম্পাদক)।

"অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।"[১]
'(তাঁহার) নাম 'সত্যস্য সত্যম্' ('সত্যের সত্য'), প্রাণসমূহ সত্য, তিনিই উহাদের সত্য।'

"তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।"[২]
'তাঁহার উপনিষৎ (বা রহস্য) সত্যের সত্য; প্রাণসমূহ সত্য, তিনিই উহাদের সত্য।' 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের প্রতি বলা হইয়াছে,

"ঋতমসি ঋতস্য ঋতমসি সত্যমসি সত্যস্য সত্যমসি ঋতস্য পন্থা অসি দেবানাং ছায়ামৃতস্য নাম তৎ সত্যং যত্বং প্রজাপতিরসি"[৩]
'তুমি ঋত, ঋতের ঋত, সত্য, সত্যের সত্য, ঋতের পন্থা এবং দেবতাদিগের ছায়া (অর্থাৎ ছায়াবৎ সুখপ্রদ)। তোমার নাম অমৃত। যাহা তুমি তাহাই সত্য। তুমি প্রজাপতি।' প্রকৃতপক্ষে প্রজাপতিই ঋত, ঋতের ঋত, সত্য, সত্যের সত্য, ঋতের পন্থা, আনন্দময় এবং অমৃত। অশ্ব প্রজাপতি-প্রতীক, তাহাই কল্পনা করা হইয়া থাকে। সুতরাং অশ্বও তদ্বিধ গুণবান্। 'ঐতরেয়ারণ্যকে'ও ব্রহ্মকে 'সত্যের সত্য' এবং অক্ষরের অক্ষর' বলা

১। বৃহউ, ২।৩।৬; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৩।১১
২। বৃহউ, ২।১।২০; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।১।২৩ ৩। তৈত্তিসং, ৭।১।১২০

হইয়াছে।[১] 'অথর্ববেদে' 'ঋতের ঋতে'র উল্লেখ আছে।[২] এই সকল শ্রুতিবচন হইতে দ্বিবিধ সত্য, ঋত এবং অক্ষরের কথা জানা যায়।

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে, দহরাকাশ সত্য ব্রহ্মপুর; উহাতে কামনাসমূহ সমাহিত আছে; এবং ঐ কামনাসমূহও সত্য।[৩] পরন্তু ঐ সত্য কামনাসমূহ 'অনৃত' দ্বারা আবৃত।[৪] উক্ত দহরাকাশ যে ব্রহ্ম ভগবান্ বাদরায়ণও তাহা মীমাংসা করিয়াছেন।[৫] উহা সত্য। সুতরাং ব্রহ্ম সত্য।

উহাতে নিহিত কামনাসমূহও সত্য বটে। পরন্তু উহারা অনৃতাবৃত; সেই হেতু ব্রহ্মবৎ সত্য নহে। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে সত্য দুই কোটির।[৬] 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে' (২।৬।৪) আছে যে ব্রহ্ম সৎস্বরূপ। সেই সদ্‌ব্রহ্ম বহু হইতে কামনা করিলেন। অনন্তর "এই (পরিদৃশ্যমান) যাহা কিছু, তৎসমস্তই তিনি সৃষ্টি করেন। সে সমুদয় সৃষ্টি করত তিনি তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন। তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া সৎ ও ত্যৎ হইলেন; নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, নিলয়ন ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান এবং সত্য ও অনৃত (সমস্তই) সত্য (ব্রহ্ম) হইলেন। (যেহেতু সত্য (ব্রহ্ম) এই প্রকারে সমস্তই হইয়াছেন, সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণ) এই যাহা কিছু, তাহাকে সত্য বলিয়া থাকেন।"[৭] এইখানে ত্রিবিধ সত্যের উল্লেখ আছে। প্রথম কোটির সত্য ব্রহ্ম এবং দ্বিতীয় কোটির সত্য জগৎ। যেহেতু সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, জগৎ সৃষ্টি করত ('সৃষ্ট্বা') পরে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন, ("অনুপ্রাবিশৎ") সেই

১। "যদক্ষাদিকরমেতি যুক্ত যুক্তো অস্তি যৎ সংবহন্তি।
সত্যস্য সত্যমনু যত্র যুজ্যতে তত্র দেবাঃ সর্ব একং ভবন্তি॥ ঐতব্রা, ২।৩।৮

২। "আদিত্যা রুদ্রা বসবো যুঞ্জন্তস্বর্তেন মুক্ত।" (অথর্ব, ৬।১১৪।১)
"ঋতস্যর্তেনাদিত্যা যজত্রা মুঞ্চতেহ নঃ।" (অথর্ব, ৬।১১৪।২)

৩। ছান্দোউ, ৮।১।৫-৬ ৪। ছান্দোউ, ৮।৩।১-২

৫। ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।১৪-২১

৬। "ছান্দোগ্যোপনিষদ" (৮।৩।৫) বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের 'সত্য' নামের মধ্যে তিনটি অক্ষর আছে—স, তী, ও যম্। যাহা ('স' বা) 'সৎ', তাহা অমৃত; যাহা 'তী', তাহা মর্ত্য; আর যাহা 'যম্', তাহা ঐ উভয়কে নিয়মন করে; সেই হেতু উহার নাম 'যম্'। যাহা এই প্রকারে দেখা যায়, ব্রহ্মের 'সত্য' নামের মধ্যে, সুতরাং ব্রহ্মে, অমৃত ও মর্ত্য উভয় ভাবই আছে। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'ও (৫।৫।১) ঐ প্রকার বিবৃতি আছে।

৭। "ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ; তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।" (তৈত্তিউ, ২।৬।১)

হেতু জগৎ সত্য।* সুতরাং ব্রহ্মের সত্যতা লইয়াই জগতের সত্যতা। অতএব সত্য দ্বিবিধ—এক মূল সত্য, অপর তদুৎপন্ন সত্য; এক কারণ সত্য, অপর কার্য সত্য। দ্বিতীয় কোটির সত্যে আবার সত্য এবং অনৃত উভয়ই আছে। সুতরাং এই অনৃত-বিরোধী সত্য তৃতীয় কোটির সত্য। আচার্য শঙ্কর যথার্থই বলিয়াছেন যে এই তৈত্তিরীয় শ্রুতির মূল সত্য পরমার্থ সত্য ব্রহ্মই এবং দ্বিতীয় কোটির উৎপন্ন সত্য ব্যবহারিক সত্য। জগতের সত্যতা উৎপন্ন। অতএব জগৎ ব্যবহারিক সত্য। ব্যবহারিক সত্য জগতে আবার সত্য এবং অসত্য দ্বিবিধ বস্তু দেখা যায়। যেমন রজ্জুসর্প, শুক্তিকারজত, মৃগতৃষ্ণিকা, প্রভৃতি অসত্য; এবং তদপেক্ষায়, রজ্জু, শুক্তিকা, জল প্রভৃতি সত্য।

এইরূপে দেখা যায়, বেদের বহুত্র দ্বিবিধ সত্যের উল্লেখ আছে। প্রথম কোটির সত্য দ্বিতীয় কোটির সত্যের আধার। পরন্তু উহাদের 'পারমার্থিক' ও 'ব্যবহারিক' সংজ্ঞা তথায় নাই। প্রথম কোটির সত্য ব্রহ্ম, দ্বিতীয় কোটির সত্য জগৎ।* ব্রহ্মের সত্যতা লইয়াই জগতের সত্যতা। শ্রুতিতে উহার প্রমাণ আরও আছে। যথা, 'কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে' (১।৬) ব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোকগত জনৈক জ্ঞানীর সংবাদ আছে। উহার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"যস্ত্বমসি সোঽহমস্মীতি। তমাহ কোঽহমস্মীতি। সত্যমিতি ব্রূয়াৎ। কিং তৎ যৎ সত্যমিতি। যদন্যদ্দেবেভ্যশ্চ প্রাণেভ্যশ্চ তৎ সৎ অথ যদ্দেবাশ্চ প্রাণাশ্চ তত্ত্যং। তদেতয়া বাচাভিব্যাহ্রিয়তে। সত্যমিত্যেতাবদিদং সর্বমিদং সর্বমসীতি।"

(জ্ঞানী বলেন) তুমি যাহা, আমিও তাহা' (ব্রহ্মা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কে?' (জ্ঞানী উত্তর করেন, 'সত্য'। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেন, 'সত্য কি?' (জ্ঞানী বলেন) যাহা ইন্দ্রিয়সমূহ এবং (উহাদের অধিষ্ঠাতা) দেবতাগণ হইতে ভিন্ন, তাহাই 'সৎ' (বা সত্য), আর যাহা দেবতাগণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ তাহা 'তৎ'। তাহা (দেবতাদি অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ)

---

*। বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন যে "সত্যো অস্ত রাজা" (ঋক্সং, ৭।৮৭।৬) সুতরাং তিনি জগৎকে সৎ বলিয়াছেন।

বাক্য দ্বারা কথিত হইয়া থাকে,—এই সমস্ত সত্য। তুমিই এই সমস্ত।'[1] এইখানে প্রথমে উক্ত হইয়াছে যে যাহা দেবতা এবং ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ভিন্ন, তাহাই সত্য এবং সেই সত্য ব্রহ্মই। অনন্তর উক্ত হইয়াছে যে জগৎপ্রপঞ্চকেও সত্য বলা হয়, কেননা উহা ব্রহ্মই। ইহা বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনেরই অনুরূপ। তবে বিশেষত্ব এই যে এখানে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে এক দৃষ্টিতে প্রথম কোটির সত্য বস্তু ব্রহ্ম দ্বিতীয় কোটির সত্য বস্তু জগৎ হইতে ভিন্ন, অপর দৃষ্টিতে উভয়ে অভিন্ন এবং সেইহেতু, ব্রহ্ম বলিয়াই জগৎকে সত্য বলা হইয়া থাকে। উহার রহস্য পরের প্রকরণে পরিষ্কার করা যাইবে।

জগৎ ব্রহ্মে নাই

পরব্রহ্ম যে কার্য জগৎপ্রপঞ্চ এবং উহার কারণ অব্যাকৃত হইতে পর, তাহার আরও প্রমাণ উপনিষদে পাওয়া যায়। যথা, 'কেনোপনিষদে' পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে যে

"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"[২]

অর্থাৎ বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র এবং নাসিকা অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানা যায়, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যাহা ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নহে। যাহার সদ্ভাব বশত বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্য করিয়া থাকে, তাহাই পরব্রহ্ম। উহাতে সংক্ষেপেও বিবৃত হইয়াছে,

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥"[৩]

১। সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ যে ব্রহ্মই তাহার এই উক্তি সিদ্ধ করিতে জ্ঞানী একটা বেদমন্ত্র অনুবাদ করিয়াছেন।

"যজুরুদরঃ সামশিরা অস্যাথুঙমূর্তিরব্যয়ঃ।
স ব্রহ্মেতি হি বিজ্ঞেয় ঋষিব্রহ্মময়ো মহান্॥" (কৌষীব্রাউ, ১।৭)

"যজু যাঁহার উদর, সাম যাঁহার মস্তক এবং ঋক্ যাঁহার মূর্তি—ব্রহ্মময় সেই মহান্ এবং অব্যয় ঋষি ব্রহ্ম বলিয়া বিজ্ঞেয়। এই মন্ত্র কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে জানা নাই।

২। কেনউ, ১।৪-৮ ৩। কেনউ, ১।৩

'যাঁহারা আমার নিকট তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই প্রাচীন আচার্যগণের মুখে শুনিয়াছি, তাহা বিদিত এবং অবিদিত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাকৃত জগৎপ্রপঞ্চ এবং উহার ইন্দ্রিয়াতীত অব্যাকৃত কারণ) হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্।' এইরূপে দেখা যায়, 'কেনোপনিষদে'র মতে, ব্রহ্মবিদ্ আচার্যগণের পরম্পরাগত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম ব্যাকৃত জগৎ এবং উহার অব্যাকৃত কারণ উভয় হইতে পৃথক। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'ও সেই প্রকার কথিত হইয়াছে যে

"স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।"[১]

"যদ্ধেতু এই (বিশ্ব) প্রপঞ্চ পরিবর্তিত হইতেছে, তিনি বৃক্ষ, কাল এবং আকৃতি হইতে পর, অত্যন্ত ভিন্ন।' বেদে সর্বাত্মক ব্রহ্মকে কখন কখন বৃক্ষরূপে, কালচক্র বা ব্রহ্মচক্ররূপে এবং বিশ্বরূপ বা বিরাট্ পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে।[২] 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' এই বচনের পূর্বে বিশ্বরূপ ও কালরূপের বর্ণনা হইয়াছে।[৩] এখানে আবার বলিতে হইল যে পরব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল রূপ হইতে ভিন্ন। 'কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে'র সিদ্ধান্তও উহাই। কিঞ্চিৎ পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'অথর্ববেদে' আছে যে ব্রহ্মের যে অংশে জগৎ নাই, সেই অংশই তাহার "কেতু" (অর্থাৎ 'প্রজ্ঞাপক')।[৪] তাহাতেও মনে হয় ব্রহ্মের স্বরূপে জগৎ বস্তুত নাই। অন্যথা জগদতীত রূপকে ব্রহ্মের স্বরূপের প্রজ্ঞাপক বলা যাইত না। জগৎ যদি ব্রহ্মে বস্তুতই থাকিত তবে জগদাত্মক রূপকে অথবা উভয়াত্মক রূপকে তাঁহার স্বরূপের প্রকৃত প্রজ্ঞাপক বলিতে হইত।

ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান

সমগ্র বেদে বহুধা প্রপঞ্চিত সর্বাত্মকব্রহ্মবাদের সহিত সর্বাতীতবাদের সুসমন্বয় কি প্রকারে হইতে পারে পূর্বে তাহা নির্দেশিত হইয়াছে। তাহার আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা উচিত মনে করি। কেহ কেহ হয়ত মনে

১। শ্বেতউ, ৬৬
২। পূর্বে দেখ। ৩। শ্বেতউ, ১।৪-৬ ; ৩।১১-৬ ; ৬।১ দেখ।
৪। অথসং, ১০।৮।১৩ ; ১১।৬।২২।

করিবেন যে শ্রুতি মতে ব্রহ্ম কারণ এবং জগৎকার্য; কার্য কারণেরই আবির্ভাবিব্যক্তিমাত্র; কারণাবস্থারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্মে নাই এবং কার্যাবস্থারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্মই। পরন্তু ঐ প্রকারে অবস্থাভেদদৃষ্টিতে সমন্বয় বিচারসহ নহে। কারণ শ্রুতিতে স্পষ্টতই উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম কার্যজগৎ এবং উহার কারণ অব্যক্ত উভয় হইতে ভিন্ন। উহা কার্যকারণাতীত। সর্বাতীতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য উহাই। সুতরাং এই প্রকারে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ অনুমান গ্রহণ করা যায় না। অপরে অনুমান করিতে পারেন যেহেতু শ্রুতিতে আছে যে ব্রহ্ম অংশত সর্বাত্মক এবং অংশত সর্বাতীত, সুতরাং ব্রহ্ম জগদাত্মক এবং জগৎ হইতে ভিন্ন উভয়ই। পরন্তু ঐ প্রকার অনুমানে ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব, নির্বিকারত্ব, এবং অমৃতত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য রক্ষা হয় না। তাহাতে অপর দোষাগমও হয়। সে সকল পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই অনুমানও সমীচীন নহে। কেবল শ্রুতির দোহাই দিয়া কিংবা অচিন্ত্যরহস্যের দোহাই দিয়া বিনা বিচারে ঐ প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তিকে নিঃশঙ্কচিত্তে পরিগ্রহণ করিতেও সকলে পারিবেন না। যাহা হউক, বিবর্তবাদ বা অধ্যাসবাদ দ্বারা উহাদের সুন্দর সমন্বয় হইতে পারে। রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তে রজ্জু যখন সর্পরূপে বিবর্তিত হয়, অথবা প্রকারান্তরে বলিতে রজ্জুতে যখন সর্প অধ্যস্ত হয়, তখন রজ্জু বস্তুত সর্প হয় না। সুতরাং রজ্জু সর্প হইতে সততই ভিন্ন, রজ্জুতে কোনকালে সর্প বস্তুত নাই। আবার রজ্জু (বা অপর কোন) অধিষ্ঠান ব্যতীত সর্পভ্রান্তি হইতে পারে না। প্রতীয়মান সর্প বস্তুত রজ্জুই। পার্থক্য দ্রষ্টার প্রতীতিতে মাত্র, বস্তুতে নহে। কারণ যে কালে এক ব্যক্তি উহাকে (রজ্জুকে) সর্প দেখিতেছে, ঠিক সেই কালেই তাহার পার্শ্বস্থ অপর ব্যক্তি, যাহার সর্পপ্রতীতি কখনও হয় নাই, অথবা পূর্বে হইয়া থাকিলেও তখন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে উহাকে রজ্জুই দেখিতেছে। সেই প্রকার দার্ষ্টান্তিকে ব্রহ্ম পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান; ব্রহ্মই জগদ্রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। সুতরাং জগৎ বস্তুত ব্রহ্মই। পরন্তু জগৎ প্রতিভাসকালেও ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে জগৎ হয় নাই। অতএব ব্রহ্মে জগৎ কোন কালে নাই। পার্থক্য দ্রষ্টার প্রতীতিতে। অজ্ঞানী দ্রষ্টা জগৎ দেখে, আর ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছে। ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলে যে জগৎজ্ঞান থাকে না, তাহার শ্রুতি-প্রমাণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'যোগশিখোপনিষদে'ও আছে,

"গৃহ্যমাণে ঘটে যদ্বন্মৃত্তিকা ভাতি বৈ বলাৎ ॥
বীক্ষ্যমাণে প্রপঞ্চে তু ব্রহ্মৈব ভাতি ভাস্বরম্ ।
সদৈবাত্মা বিশুদ্ধোঽস্ত্যশুদ্ধো ভাতি বৈ সদা ॥
যথৈব দ্বিবিধা রজ্জুর্জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনোঽনিশম্ ।"[১]

'যেমন ঘটকে দেখিলে, মৃত্তিকাই স্বসামর্থ্যে (তদ্রূপে) প্রতিভাত হইয়া থাকে, তেমন প্রপঞ্চকে দেখিলে প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মই (তদ্রূপ) প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেমন একই রজ্জু জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সতত (রজ্জু ও সর্প এই) দ্বিবিধ রূপে প্রতীত হয়, তেমন পরমাত্মা (জ্ঞানীর দৃষ্টিতে) সদাই বিশুদ্ধ (অর্থাৎ স্বস্বরূপে) আছেন এবং (অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে) সদাই অশুদ্ধ (অর্থাৎ জগৎ) রূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন।' এইরূপে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদে[২] এ জগৎ ব্রহ্মে নাই এবং জগৎ ব্রহ্মই, উভয়ই বলা যায়। এ[illegible] প্রকার সমন্বয়বাদ দ্বারা এ জগদ্ভবন সত্ত্বেও ব্রহ্মের অমৃতত্ব, নির্বিকারত্ব এবং নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিবচনসমূহের প্রামাণ্য ও সম্যক্ রক্ষিত হয়।

এই সমন্বয় শ্রুতি সম্মতই। পূর্বে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বেদে যাঁহাকে সর্বাত্মক বলা হয় তিনি অপর ব্রহ্ম এবং যাঁহাকে সর্বাতীত বলা হয় যাঁহাতে জগৎ বস্তুত নাই বলা হয় তিনি পরব্রহ্মই। বিশ্বকর্মা ঋষির মতে অপরব্রহ্ম পরব্রহ্মে অধ্যাপিত।[৩] "শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের" মতে, উভয়ের সম্বন্ধ মায়িক। সুতরাং মায়া দ্বারা অধ্যাপিত বলিতে হইবে। অধিকন্তু বেদে ইহাও বলা হইয়াছে যে অপর ব্রহ্ম জগদ্রূপে বিবর্তিত হইয়াছেন মাত্র, তিনি বস্তুত জগৎ হন নাই। পরে প্রদর্শিত হইবে যে এই মত নারায়ণ ঋষিরই। সুতরাং জগৎ তাঁহাতেও বস্তুত নাই। অতএব জগৎ পরব্রহ্মে বস্তুত নাই, তাঁহাতে অধ্যাপিতমাত্র। বেদে আরও কোন কোন স্থলে উক্ত হইয়াছে যে

১। যোগশিখোপনিষৎ; ৪।১৯,২–২১,১ এই বচন আচার্য শঙ্করও উদ্ধৃত করিয়াছেন। (অপরোক্ষানুভূতি; ৬৭-৮)

২। 'স্কম্ভসূক্তে'ও আছে, "যস্মিন্ স্তব্ধ প্রজাপতির্লোকান্ সর্বাঁ অধারয়ৎ।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥"—(অথর্ব, ১০।৭।৭)

৩। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদ এবং তজ্জনিত ব্যবহারভেদের উল্লেখের জন্য নিম্নোক্ত শ্রুতিবচনও দ্রষ্টব্য,—তৈত্তিউ, ১০।১০ (নারাউ) শ্বেতউ, ৪।৫ :

জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে "অর্পিত", "অধ্যাসিত", ইত্যাদি। যথা, 'অথর্ববেদের' 'স্কম্ভসূক্তে' আছে,

"যস্মিন্ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌর্যস্মিন্ অধ্যাহিতা।
যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যো বাতস্তিষ্ঠন্ত্যর্পিতাঃ।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥"[১]

'যাঁহাতে পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ অধ্যাহিত, এবং যাঁহাতে অর্পিত হইয়া অগ্নি চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু অবস্থিত আছে, সেই স্কম্ভকে বলুন। তাঁহার স্বরূপ কি?'

"আবিঃ সন্নিহিতং গুহা জরন্নাম মহৎপদম্।
অত্রেদং সর্বমর্পিতমেজৎ প্রাণৎ প্রতিষ্ঠিতম্॥"[২]

'(স্কম্ভ) প্রকাশস্বরূপ (সকলের হৃদয়ে) সম্যক্ নিহিত, গুহাজরৎ নামযুক্ত এবং মহৎপদ (অর্থাৎ মহান্ অধিষ্ঠান)। (কেননা,) এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্ত (জগৎপ্রপঞ্চ) তাঁহাতে অর্পিত, এবং চলনশীল ও প্রাণনশীল সমস্তই তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত।'

ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাই বেদের পরম তত্ত্ব। যেমন ভগবান্ শৌনক বলিয়াছেন; সঠিক ইহা জানিয়া সর্বাত্মক বা সর্বাতীত কোন এক রূপকে আশ্রয় করত পরম গতি লাভ করিতে পারেন।

"আধারং বাপ্যনাধারং বিবিচ্যাত্মানমাত্মনি।
ঈক্ষমাণো হ্যভেৌ সদ্ধিম্ ঋচো দৈবতবিৎ পঠেৎ॥
স ব্রহ্মামৃতমত্যন্তং যোনিং সদসতোর্ধ্রুবম্।
মহচ্চাণু চ বিশেষং বিশতি জ্যোতিরুত্তমম্॥"[৩]

নেতি-নেতি

উপনিষদে বহুত্র বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে পরব্রহ্ম শব্দপ্রত্যয়-গোচর নহে, তাঁহাকে ভাষা দ্বারা যথাযথ প্রকাশ করা যায় না। অধিকন্তু তিনি অলিঙ্গ, সেইহেতু কোন লক্ষণের দ্বারা ইদন্তয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া

১। অথর্বসং, ১০।৭।১২

২। অথর্বসং, ১০।৮।৬; মুণ্ডউ, ২।২।১ দেখ,—"অত্রৈতৎ সমর্পিতম্" ('উহাতে এই সমস্ত সমর্পিত")।

৩। বৃহদ্দেবতা, ৮।১৩৯—১৪০

যায় না।' তাই কোন কোন ঋষি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ" অর্থাৎ 'শিষ্যকে কি প্রকারে পরব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা বুঝি না।' তাই ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, বাহ্ব ঋষি সম্পূর্ণ মৌন অবলম্বন করিতেন। ব্রাহ্মণাদিতেও বহুত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রজাপতি নিশ্চয়ই অনিরুক্ত।[১] তথাপি ব্রহ্মের উপদেশ জিজ্ঞাসুকে দিতেই হয়। যেহেতু বিধিমুখে ইদন্তয়া তাঁহাকে বলা যায় না এবং বলিতে গেলে অনেক দোষাগম হয়, সেইহেতু কেহ কেহ নিষেধমুখী পন্থা অবলম্বন করিতেন। যথা, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সর্বদাই বলিয়াছেন,

"স এষ নেতি নেত্যাত্মা"[২]

'নেতি নেতি" (ইহা নহে, ইহা নহে) এইরূপ (নির্দেশনীয়) সেই এই আত্মা।'
'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' আরও আছে

"অথাতো আদেশো নেতি নেতি"[৩]

'অতঃপর সেইহেতু 'নেতি নেতি' (ইহা নহে, ইহা নহে), তাহাই অদেশ (বা ব্রহ্ম-স্বরূপ নির্দেশ)।" যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলেন

"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমস্পর্শমগন্ধমরসমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমনামগোত্রমজরমমরমভয়মমৃতমরজোঽশব্দমবিবৃতমসংবৃতমপূর্বমপরমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।"[৪]

"হে গার্গি! ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই অক্ষর (ব্রহ্মকে) এইরূপে বলেন, তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, স্নেহযুক্ত নহেন, ছায়াযুক্ত নহেন, তম নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, আসক্ত নহেন, স্পর্শ নহেন, গন্ধ নহেন, রস নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, বাক্ নহেন, মন নহেন, তেজ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, নাম নহেন, গোত্র নহেন, অজর, অমর, অভয়, অমৃত, অরজঃ অশব্দ, অবিবৃত, অসংবৃত, অপূর্ব,

---

১। পূর্বে দেখ।
২। বৃহউ, ৩।৯।২৬ ; ৪।২।৪ ; ৪।৪।২২ ; ৪।৫।১৫ ; শতব্রা (মাধ্য) ১৪।৬।৯।২৮ ; ১৪।৬।১১।৬ ; ১৪।৭।২।২৭
৩। বৃহউ, ২।৩।৬
৪। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৮।৮ ; বৃহউ, ৩।৮।৮ ('অস্পর্শং', ব্যতীত, 'অগন্ধমরসং' পাঠান্তরে এবং 'অনামগোত্র…মপরং' স্থলে 'অমাত্রং' পাঠান্তরে)

অনপর, অনন্তর এবং অবাহ্য। উহা কিছু খায় না, আর উহাকেও কেহ খায় না।'

মহর্ষি অঙ্গিরাও বলিয়াছেন

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।"[১]

'সেই যে অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃশ্রোত্র এবং অপাণিপাদ।' যম বলিয়াছেন

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং ... ..."[২]

'যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, অগন্ধ, অনাদি ও অনন্ত। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ; পরন্তু, যেমন বিশ্বকর্মা ঋষি বলিয়াছেন, জগৎ দ্বারা তিনি আচ্ছাদিত আছেন। 'বৃহদারণ্য-উপনিষদেও আছে যে, নাম ও রূপ দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ছন্ন। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৮।৩।২) ও আছে ব্রহ্ম অনৃত বিষয়বাসনাদি দ্বারা অপহৃত ("অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ")। এই সকল বচনের তাৎপর্য্য এই যে, নামরূপাত্মক এই জগৎ বস্তুত ব্রহ্মে না থাকিলেও আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া উহাকে অবরুদ্ধ রাখিয়াছে যাহাতে উহা যেন ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারে। ব্রহ্মদর্শন যেন আমাদের না হয়। যম তাহাকে কবিত্বময় ভাষায় বলিয়াছেন, 'স্বয়ম্ভু (পরমাত্মা) যেন হিংসা করিয়াই ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিয়াছেন; তাহারা শব্দাদি বিষয়সমূহেই অবরুদ্ধ হইয়া আছে; তাই পরমাত্মাকে গ্রহণ করে না।'[৩]

"এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।"[৪]

১। মুণ্ডউ, ১।১।৬

২। কঠউ, ১।৩।১৫

৩। কঠউ, ২।১।১

৪। কঠউ, ১।৩।১২, 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' (৩।৭) ও আছে,

"ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথা নিকায়ং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।"

আরও দেখ ৪।১৪,১৬

'এই আত্মা সমস্ত ভূতবর্গের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, (সেই হেতু) প্রকাশিত হয় না।' সুতরাং ঐ আবরণ অপসৃত না হইলে ব্রহ্মদর্শন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই শ্রুতি ব্রহ্মদর্শন করাইতে ঐ আবরণ অপসারণার্থ বলিয়াছেন 'নেতি নেতি' (ইহা নহে, ইহা নহে) অর্থাৎ যাহা দেখিতেছ, তাহা ব্রহ্ম নহে, "নেদং যদিদমুপাসতে" ব্রহ্মের আবরণ মাত্র ; উহাকে হটাইয়া দাও, তবে প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন হইবে। ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিঃ বলিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে অপর কোন আলোকের বা অপর কোন সহায়ের প্রয়োজন হয় না। মেঘাবৃত সূর্য যেমন মেঘ সরিয়া গেলে আপনিই প্রকাশিত হয়, তেমন নামরূপাত্মক আবরণ অপসারিত হইলে ব্রহ্ম আপনিই প্রত্যক্ষ হয়।[১] এইরূপে দেখা যায়, নিষেধমুখী উপদেশই ব্রহ্মাবগতি করাইবার অতি স্বাভাবিক এবং সর্বোত্তম উপায়।

নেতি নেতি করিয়া সমস্ত বেদ্য বস্তুর নিষেধ করিলে কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম শূন্যস্বরূপ। কেননা, সমস্ত বস্তুর অভাব হইলে শূন্যই থাকে। অথবা শঙ্কা করিতে পারেন, ব্রহ্ম অজ্ঞেয় ; উহা জানা যায় না। এই প্রকার শঙ্কা নিরসনার্থ, শ্রুতি কখন কখন বিধিমুখেও কিঞ্চিৎ ব্রহ্মোপদেশ করিয়া থাকেন।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"[২]

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।' পরন্তু এই প্রকার উপদেশের দোষ আরও বেশী। কেননা, ব্রহ্ম শব্দপ্রকাশ্য নহে। সেই হেতু শ্রুতি কখন কখন উভয়মুখে পরস্পর-বিরোধী বাক্যে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন। যথা

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।"[৩]

১। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' আছে

"যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধা'ন্তম।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ॥" (২।১৪)

২। তৈত্তিউ. ২।১

৩। বাজসং (মাধ্য) ৪০।৫ ; কাণ্বসং, ৪০।১।৫,=ঈশাউ. ৫

'তাহা সচল, তাহা অচল ; তাহা দূরে, তাহা নিকটে ; তাহা সকলের অন্তরে, আবার তাহা সকলের বাহিরে।' যাহা অনন্ত, তাহাকে কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তু সম্পর্কে নিকটে এবং দূরে উভয় বলা যাইতে পারে। যাহা অধিকন্তু সর্বগত, তাহাকে সকলের অন্তরে এবং বাহিরে উভয়ই বলা যাইতে পারে। যেমন শঙ্কর বলিয়াছেন আকাশের, তথা তৎকল্প ব্রহ্মের, সর্বগতত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব বলিয়া কোন স্বাভাবিক ধর্ম নাই। পরন্তু সর্বোপাধির সহিত সম্বন্ধ বশত সর্বত্রই তাহার স্বরূপ-সত্তা অনুভবগোচর হইয়া থাকে। সেইহেতু উহাকে সর্বগত ও সর্বব্যাপী বলা হয় মাত্র।[১] যাহা হউক, এই সকল বিবৃতি ঔপাধিক হওয়াতে মনে হয়, ব্রহ্মকে যে সচল এবং অচল উভয়ই বলা হইয়াছে, তাহাও উপাধি সম্পর্কেই।

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ।"[২]

'তাহা এক। তাহা অচল, তাহা মন অপেক্ষাও অধিক বেগবান্। ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাকে (দৌড়াইয়া) পায় না, কেননা, তাহা পূর্ব হইতেই (তথায়) গিয়া (বিদ্যমান) আছে। তাহা স্থির হইলেও অপর সমস্ত গতিশীল বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যায়।'

'ঐতরেয়ারণ্যকে' ব্রহ্মের লক্ষণ এই প্রকারে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

"স যোঽতোঽশ্রুতোঽগতোঽমতোঽনতোঽদৃষ্টোঽবিজ্ঞাতোঽনাদিষ্টঃ শ্রোতা মন্তা দ্রষ্টাঽদেষ্টা ঘোষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতা সর্বেষাং ভূতানামন্তরপুরুষঃ ॥"[৩]

'যিনি ইহা (দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাত) হইতে (বিলক্ষণ), অশ্রুত, অগত, অমত, অনত, অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত ও অনাদিষ্ট, (পক্ষান্তরে) শ্রোতা, মন্তা, দ্রষ্টা,

---

১। বৃহউ ভাষ্য, ৪।৩।২৪-৩০

২। কাণ্বসং, ৪।১০।১।৪ = ঈশউ, ৪

এই প্রকারে শোধিত আত্মতত্ত্বের স্বরূপ ও তথায় স্পষ্টত নির্দেশিত হইয়াছে,

"অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং"—(শ্বেতউ, ২।১৫)

উহা অজ, ধ্রুব এবং সমস্ত তত্ত্ব (অর্থাৎ কার্য জগৎ এবং উহার কারণ অব্যাকৃত) দ্বারা অসংস্পৃষ্ট।'

৩। ঐতআ, ৩।২।৪

আদেষ্টা, ঘোষ্টা, বিজ্ঞাতা, প্রজ্ঞাতা এবং সর্বভূতের অন্তর পুরুষ।' অশ্রুত—শ্রোত্র দ্বারা শ্রোতব্য নহে, অগত—অন্যদেশে গমন পূর্বক প্রাপ্তব্য নহে, অনত—অনধীন, কাহারো অধীন নহে, এবং অনাদিষ্ট—অনুপদেশ্য। ফল কথা, তিনি বিষয় নহেন, পরন্তু বিষয়ী[১]। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র 'অন্তর্যামীব্রাহ্মণে'[২] এবং 'অক্ষরব্রাহ্মণে'[৩] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও প্রায় ঐ প্রকারে ব্রহ্মনির্দেশ করিয়াছেন।

১। কৌষীব্রাউ, ৩।৮ দেখ।

২। অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্তম্।" (শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৭।৩১ ; বৃহউ, ৩।৭।২৩

৩। "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্তৃবিজ্ঞাতংবিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ" (শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৮।১১ ; বৃহউ ৩।৮।১১)

একাদশ অধ্যায়

অদ্বৈতবাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি

বেদে অদ্বৈতবাদ যেমনটি পাওয়া যায় তেমনটি অতীতাধ্যায়সমূহে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে উপসংহারে উহার সিংহাবলোকন করা যাইবে ; বিশেষত বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষৎ ভাগ বিভাগ অনুসারে উহার বিভিন্ন উপবাদসমূহের উৎপত্তি, বিকাশ, প্রসার এবং প্রতিপত্তি পর্যালোচিত হইবে।

বেদে রথচক্রের দৃষ্টান্ত অতি প্রসিদ্ধ এবং উহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উহার সহায়ে বলিতে, সৃষ্টিপ্রলয়বাদ বেদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের নাভি ; অপর সমস্ত মুখ্যবাদসমূহ অররূপে তাহাতে অর্পিত এবং অবান্তর বাদসমূহ প্রত্যররূপে উহাদের মধ্যে অবস্থিত। সৃষ্টিপ্রলয়বাদ সংক্ষেপে এই,—ব্রহ্ম, নিজে স্বেচ্ছায় জগৎ হইয়াছেন এবং তৎসত্ত্বেও উহা নিজ স্বরূপে নির্বিকার স্থিত আছেন। জগতের পক্ষ হইতে উহাকে প্রকারান্তরে বলা হয়, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মই ছিল, সৃষ্টির পরে, বর্তমানেও জগৎব্রহ্মই আছে, এবং প্রলয়েও জগৎ ব্রহ্মই হয়। সুতরাং জগৎ সর্বাবস্থায় ব্রহ্মই। এই জগদ্‌ব্রহ্মবাদের প্রমাণ মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের সর্বত্রই পাওয়া যায়। দেবতা এবং মনুষ্যগণও জগতের অন্তর্গত। সুতরাং জগৎকে ব্রহ্ম বলাতে দেবতা এবং মনুষ্যগণেরও ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়। তথাপি বেদের সর্বভাগে স্থলে স্থলে পৃথক্‌ভাবেও তাহা উক্ত হইয়াছে। বেদে বহু দেবতার নাম পাওয়া যায়। যেহেতু সমস্ত দেবতা ব্রহ্মই, সেইহেতু বলা হয় সমস্ত দেবতা এক ব্রহ্মেরই মহিমা। আরও বিশেষ বলিতে, ইন্দ্র বরুণাদি সমস্ত দেব-নাম এক ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। ব্রহ্মই কার্যভেদে ঐ সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহার সাক্ষাৎ উল্লেখ 'সামবেদসংহিতা' ব্যতীত অপর সমস্ত বেদসংহিতায় পাওয়া যায়। সেই প্রকারে বলা যায় যে মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি অপর জীব-নামসমূহও ব্রহ্মেরই নামান্তর ; ব্রহ্মই কর্মভেদে তত্তৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পরন্তু এমন স্পষ্ট এবং সাক্ষাৎ উল্লেখ যেমন দেবতা সম্বন্ধে পাওয়া যায় তেমন অপর জীব সম্বন্ধে,—বেদের কোথাও

পাওয়া যায় না। জীব ব্রহ্মই, ব্রহ্মই শরীরপরিগ্রহ করত জীব হইয়াছেন—এই কথা উপনিষদে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। 'অথর্ববেদসংহিতা'য় তাহার উল্লেখ আছে। 'বাজসনেয়সংহিতা'য় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে জীব ব্রহ্মই। ব্রহ্মের পুরুষ ও ইন্দ্র নাম বেদে বহুল প্রচলিত আছে। 'শতপথব্রাহ্মণে', তথা 'অথর্ববেদসংহিতা'য় প্রাপ্ত 'পুরুষ' নামের নিরুক্তি হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মই হৃদয়পুরে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়াছেন। উপনিষদে প্রদত্ত 'ইন্দ্র' নামের নিরুক্তি হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়। ঐ সকল নিরুক্তি পরে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, না প্রথম হইতেই ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না। যদি 'ঋগ্বেদসংহিতা'দিতে বস্তুত সেই নিরুক্তিমূলেই 'পুরুষ' ও 'ইন্দ্র' সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে ব্রহ্মের জীবভবনবাদ বেদের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। অন্তত 'অথর্বসংহিতা'য় এবং 'শতপথব্রাহ্মণে যে উহা স্বীকৃত হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'ঋগ্বেদসংহিতা'য় আছে, উপাস্য অগ্নি এবং উপাসক হোতা ও যজ্ঞকর্তা অভিন্ন। "সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" ('সূর্য স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা') এই মন্ত্র সমস্ত সংহিতায় এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে পাওয়া যায়। 'শতপথব্রাহ্মণ' এবং 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র মতে, ঐ মন্ত্র আদিত্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষ এবং জীবাত্মার অভেদ সূচনা করে। মহর্ষি বাধ্বের মতেও জীবাত্মা এবং আদিত্য পুরুষ একই। 'ঐতরেয়ারণ্যকে' এবং 'শাঙ্খায়নারণ্যকে' তাহা উক্ত হইয়াছে। 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে'ও সেই প্রকার উক্তি আছে। এইরূপে দেখা যায়, ব্রাহ্মণাদির ব্যাখ্যানুসারে সমস্ত সংহিতায় সূর্য ও জীবের অভেদ খ্যাপিত হইয়াছে। অগ্নি ও সূর্য ব্রহ্মেরই কর্মনাম। সুতরাং জীবও সেইপ্রকারে ব্রহ্মেরই কর্মনাম। বেদে ইহা সাক্ষাদ্ভাবে নির্দেশিত না হইলেও প্রকারান্তরে অবশ্যই হইয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে জীবের সাধনবলে রুদ্র, অগ্নি, আদিত্য, দেবতাভবনের উল্লেখ আছে। জীব ত এখনও প্রকৃতপক্ষে অগ্ন্যাদি দেবতা হইতে অভিন্ন। সুতরাং দেবতাভবনের তাৎপর্য কর্ম-পরিবর্তনমাত্র হয়। কর্মভেদেই ব্রহ্ম দেবতা ও জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কর্ম-পরিবর্তন হইলে তাঁহার জীব নাম ঘুচিয়া দেবতা নাম হয়। ইহাই জীবের দেবতাভবন।

বেদের সৃষ্টিপ্রলয়বাদ হইতে যেমন জীবজগদ্‌ব্রহ্মবাদ উদ্গত হইয়াছে, তেমন আরও কতিপয় বাদ হইয়াছে। যথা, ব্রহ্মাভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণবাদ,

সৎকার্যবাদ, কার্যকারণাভেদবাদ এবং ব্রহ্মসর্ববাদ। ব্রহ্ম নিজেই স্বেচ্ছায় জগৎ হইয়াছেন। সমস্ত সংহিতায় সে বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে তাহা অতীব স্পষ্ট বাক্যে বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, তাহা হইতে সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই কারণ। সমগ্র বেদেরই তাহা সার সিদ্ধান্ত। সৃষ্টির পূর্বেও জগৎ ব্রহ্ম ছিল এবং এখনও ব্রহ্মই। সুতরাং কারণ ও কার্য উভয় অবস্থাতেই জগৎ ব্রহ্মই। "অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্" (অর্থাৎ কার্যও অদিতি এবং কারণও অদিতি) এবং "যমো হ জাতো যমো জনিত্বং" (অর্থাৎ কার্যও যম এবং কারণও যম') —এই বাক্যদ্বয়ে তাহা সাক্ষাদ্ভাবে উক্ত হইয়াছে। উহা 'ঋগ্বেদসংহিতা'য় আছে। অদিতিমন্ত্র আরও কতিপয় সংহিতায়, তথা কোন কোন ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। কোন কোন ব্রাহ্মণে প্রকারান্তরেও সেই বাদ খ্যাপিত হইয়াছে। যথা, 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মই পিতা, মাতা এবং পুত্র। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' কয়েকবার উক্ত হইয়াছে যে জগৎ আগে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। এইরূপে বেদের সর্বত্র কার্যকারণাভেদবাদই খ্যাপিত হইয়াছে। একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। কার্য এবং কারণের অভেদের তাৎপর্য এই নহে যে উভয়ের মধ্যে আত্যন্তিক সমানতা বা সাদৃশ্য আছে। কেননা, তাহাতে কার্যকারণ সম্বন্ধই তিরোহিত হয়। উভয়ের মধ্যে অবস্থান্তর বা রূপান্তর স্বীকার করিতে হইবে। জগৎ পূর্বে ব্রহ্ম ছিল বলাতে সিদ্ধ হয় যে জগৎ সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি নহে। সৃষ্টির পূর্বেও উহা কোন না কোন রূপে অবশ্যই ছিল। তাহাতে সৎকার্যবাদই খ্যাপিত হয়। যেহেতু সর্বাবস্থায় জগৎ ব্রহ্মই, সেই হেতু বলিতে হয় যে সৃষ্টিতে ব্রহ্মই আপন রূপ পরিবর্তন করিয়াছেন মাত্র। ঋগ্বেদাদি সংহিতায় স্পষ্টতই বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্ম আপন পূর্ব রূপ আচ্ছাদিত করত অপর রূপ ধারণ করিয়াছেন। তাহাই সৃষ্টি। শতপথ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে যে যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহার ব্যক্তীকরণ, যাহা নামরূপবিহীন ছিল, তাহার নামরূপকরণই সৃষ্টি। যেহেতু ব্রহ্মই সর্ব হইয়াছেন, সেই হেতু ব্রহ্ম সর্বাত্মক। বেদের সর্বভাগে নানাপ্রকারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে।'

১। ২য় অধ্যায়

উহার আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দেওয়া হইয়াছে।

* ব্রহ্মসার্বাত্ম্যবাদের প্রভাব বেদের নানা মন্ত্রে নানা প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদের অনেকের প্রকৃত মর্ম এত গূঢ় রহস্যময় যে তাহা উদ্ঘাটন করা যেন অসম্ভব মনে হয়। পরন্তু সার্বাত্ম্যবাদের ছায়া উহাদিগেতে পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। আমরা এইখানে সংক্ষেপে তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব।

(১) "ঋগ্বেদে"র প্রথম মন্ত্রে, আছে,

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥"

অগ্নি যজ্ঞের দেবতা, ঋত্বিক্, হোতা, এবং (ফলরূপ) রত্নসমূহের অতিশয়রূপে ধারয়িতা (বা পোষয়িতা)। তিনিই যজ্ঞকারী যজমানের পুরোহিত। সুতরাং ঐ মন্ত্রে এই তত্ত্ব নিহিত আছে যে অগ্নিই সমস্ত কিছু বা অগ্নি সর্বাত্মক। তাই ঋষি পরে (৫ম মন্ত্রে) বলিয়াছেন যে অগ্নি "চিত্রশ্রবস্তম" (অর্থাৎ অতিশয় বিচিত্র কীর্তি-যুক্ত)।

(২) 'অথর্ববেদে'র ৪র্থ কাণ্ডের ১১শ সূক্তে "অনড্বান্-সূক্ত' নামে খ্যাত। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে অনড্বান্ বিশ্বভুবনকে ধারণ করিতেছে এবং বিশ্বভুবনের সর্বত্র প্রবেশ করিয়া বর্তমান আছে।

"অনড্বান্ পৃথিবীকে এবং দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছে। অনড্বান্ বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে ধারণ করিয়াছে। অনড্বান্ প্রদিক্‌সমূহকে (অর্থাৎ পূর্বাদি মহাদিক্‌সমূহকে) এবং ছয় উর্বীকে ধারণ করিয়াছে। অনড্বান্ বিশ্বভুবনে সর্বত্র প্রবেশ করিয়াছে।"[১]

"সেই অনড্বান্ প্রাণীদিগের নিকট ইন্দ্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। শক্র উহা অধ্ববৎ অবিচ্ছিন্ন পশুসন্তানসমূহ বিশেষরূপে নির্মাণ করে। ভূত,

---

১। অথসং, ৪।১১।১ সায়ন বলেন, দ্যৌ, পৃথিবী, দিন, রাত্রি, আপ এবং ওষধীসমূহ—এই ছয়টি 'উর্বী' নামে খ্যাত। যেহেতু দ্যৌ ও পৃথিবীর পৃথক্ উল্লেখ আছে, সেইহেতু এই মন্ত্রে 'উর্বী' শব্দে অন্যে চারিটিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভবিষ্যং এবং বর্তমান সমস্ত বস্তু উৎপাদন করত উহা দেবতাদিগের সমস্ত কর্ম আচরণ করে।"[১]

"মনুষ্যগণের মধ্যে উহা ইন্দ্র হইয়াছে। উহা অত্যন্ত দীপ্যমান সূর্য হইয়া (সমস্ত জগৎকে) সন্তাপযুক্ত করত আকাশে বিচরণ করিতেছে।"[২]

"উহা রূপে ইন্দ্র এবং বহে (বা স্কন্ধে) অগ্নি। "বিরাট্‌......অনডুহি অক্রমত" (বিরাট্‌ অনড্বানে গমন করিয়াছে অর্থাৎ অনড্বান্‌ বিরাডাত্মক)[৩]। সংস্কৃত 'অনড্বান্‌' শব্দের অর্থ 'বৃষ'। 'অন'কে বা 'শকট'কে বহন করে বলিয়া বৃষকে 'অনড্বান্‌' বলা হয়। সায়ন বলেন, ঐখানে 'অনড্বান্‌' শব্দে হয়ত বৃষরূপে ধর্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে, 'ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা।'[৪] যাহা হউক, ইহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে—অনড্বান্‌ "বিশ্বজিৎ, বিশ্বভৃৎ, এবং বিশ্বকর্মা[৫]; উহা প্রজাপতিরূপ।[৬] 'অথর্ববেদে'র ৯।৪ সূক্তে ঋষভের প্রশংসা আছে।

(৩) 'অথর্ববেদে' বশা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে

"বশামেবামৃতমেবাহুর্বশাং মৃত্যুমুপাসতে।
বশেদং সর্বমভবদ্‌ দেবা মনুষ্যা অসুরা পিতর ঋষয়ঃ॥"[৭]

"(বিদ্বান্‌গণ) বশাকেই অমৃত বলেন এবং বশাকেই মৃত্যু বলিয়া উপাসনা করেন। বশা এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্ত হইয়াছেন, দেবগণ, মনুষ্যগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ (প্রভৃতি)।'

"বশা দ্যৌর্বশা পৃথিবী বশা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।"[৮]

"বশা দ্যুলোক, বশা পৃথিবী, এবং বশা বিষ্ণু ও প্রজাপতি।"

"বশেদং সর্বমভবদ্‌ যাবদ্‌ সূর্যো বিপশ্যতি॥"[৯]

'যাবৎ পর্য্যন্ত সূর্য দেখে, তাবৎ পর্য্যন্ত এই সমস্তই বশা হইয়াছে।' এইরূপে দেখা যায় বশা সর্বাত্মক। তাই বলা হইয়াছে যে বশা সর্বাধার।

"ঋতং হ্যস্যামার্পিতমপি ব্রহ্মাথো তপঃ॥"[১০]

"কেননা, ঋত তাহাতেই অর্পিত। সুতরাং ব্রহ্ম এবং তপও (তাহাতে অর্পিত)।'

১। অথসং, ৪।১১।২ ২। অথসং ৪।১১।৩ ৩। অথসং, ৪।১১।৭
৪। তৈত্তিআ, ১০।৬৩ ৫। অথসং, ৪।১১।৫ ৬। অথসং, ৪।১১।৯-১০
৭। অথসং, ১০।১০।২৬ ৮। অথসং, ১০।১০।৩০ ৯। অথসং, ১০।১০।৩৪
১০। অথসং, ১০।১০।৩৩

(৪) 'অথর্ববেদে'র ১৩শ কাণ্ডে রোহিতের মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, রোহিত এই জগৎপ্রপঞ্চকে উৎপন্ন করিয়াছেন ("যো রোহিতো বিশ্বমিদং জজান")।[১] আবার ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, রোহিত ভূমিকে বলেন "ত্বয়ীদং সর্বং জায়তাং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্" এবং তাহাতে এই সমস্ত উৎপন্ন হয়।[২] রোহিত বিশ্বের ধারক। তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে দৃঢ় করেন। স্বঃ এবং নাক তাঁহার দ্বারা স্তম্ভিত হইয়াছে। তিনি অন্তরিক্ষকে, তথা সমস্ত লোককে, পরিমাপ করেন।[৩] দ্যাবা পৃথিবী তাঁহাতে অধিষ্ঠিত আছে।[৪] বিরাট্, পরমেষ্ঠী, প্রজাপতি, বৈশ্বানর অগ্নি, উর্বী, পঞ্চ দিক্ প্রভৃতিও তাঁহাতে অধিশ্রিত।[৫] রোহিতই জগৎপ্রপঞ্চ হইয়াছেন। "অগ্রে (অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে) রোহিত কাল হইলেন এবং রোহিত প্রজাপতি হইলেন। রোহিত যজ্ঞসমূহের মুখ। রোহিত স্বঃকে আভরণ করিলেন। রোহিত লোক হইলেন। রোহিত দিবকে অতি তপ্ত করিলেন। রশ্মিসমূহ দ্বারা রোহিত ভূমি এবং সমুদ্রকে (=অন্তরিক্ষকে) অনুসঞ্চরণ করিলেন)।[৬] "যিনি অন্নাদ ও অন্নপতি হইলেন।"[৭] সুতরাং এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুত রোহিতই। "যিনি ব্রহ্মণস্পতি, তথা ভূত ও ভবিষ্যৎ। তিনি ভুবনের পতি।"[৮] "তিনি ধাতা, তিনি বিধাতা, তিনি বায়ু, (তিনি) উচ্ছ্রিত নভ,....। তিনি অর্যমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র, তিনি মহাদেব,...। তিনি অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই মহাযম। আবার ইহাও কথিত হইয়াছে যে, "তিনি অগ্নি সন্ধ্যাকালে বরুণ হন। তিনি প্রভাতে উদিত হইয়া মিত্র হন। তিনি সবিতা হইয়া অন্তরিক্ষ দিয়া গমন করেন। তিনি ইন্দ্র হইয়া দ্যুঃ মধ্যে (অবস্থিত থাকেন)।"[৯] সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ দৃষ্টিতে বহু হইয়াও রোহিত বস্তুত একই আছেন।

"যদেকং জ্যোতির্বহুধা বিভাতি"[১০]

'যাহা জ্যোতিস্বরূপে এক হইয়াও বহুরূপে বিভাত হইতেছে।'

'তমিদং নির্গতং সহঃ স এষ এক একবৃদেক এব।'[১১]

১। অথসং, ১৩।১।১ আরও দেখ "রোহিতো দ্যাবাপৃথিবীং জজান" (১৩।১।৬); "য ইমং বং ভুবনং জজান" (১৩।৩।১৫); ইত্যাদি। ২। অথসং, ১৩।১।৫৪-
৩। অথসং, ১৩।১।৭; আরও দেখ-১৩।১।২৫ ৪। অথসং, ১৩।১।৩৭
৫। অথসং, ১৩।৩।৫-৬ ৬। অথসং, ১৩।২।৩৯-৪০ ৭। অথসং, ১৩।৩।৭
৮। অথসং, ১৩।৪।৩-৫ ৯। অথসং, ১৩।৩।১৩ ১০। অথসং, ১৩।৩।১৭
১১। অথসং, ১৩।৪।১২; ৫।৭

'এই সমস্ত নির্গমন (অর্থাৎ তদুৎপন্ন বিশ্বপ্রপঞ্চ) সহঃ, উহা এক, একবৃৎ এবং একই।'

"এতে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি।"[1]

'এই দেবতাসমূহ উহাতে একবৃৎ হয়।' সুতরাং রোহিত 'একবৃৎ দেব'ই। আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি সেই একবৃৎ দেবকে জানে সে অন্ন ও অন্নাদ হয়; কীর্তি, যশ, অম্ভ, নভ এবং ব্রাহ্মণবর্চস্ হয়;[2] ভূত, ভব্য, শ্রদ্ধা, রুচি, স্বর্গ ও স্বধা হয়।[3] 'যে এই একবৃৎ দেবকে জানে, সেই মৃত্যু, সেই অমৃত; সে অভ্ব ও সে রক্ষঃ; সে রুদ্র' ইত্যাদি।[4] অর্থাৎ সে স্বয়ং ঐ একবৃৎ দেব হয়।

'অথর্ববেদে'ই উক্ত হইয়াছে যে, রোহিত দেবতাবিশেষ।[5] সায়ন বলেন যে, উনি 'উদ্যৎ' সূর্যরূপ; অথবা সূর্যের রোহিত নামক যে প্রধান রূপ, তদ্রূপে কল্পিত (দেবতাবিশেষ)।' শ্রুতিতে রোহিত দেবতা সম্বন্ধে 'রুহ', 'রুরোহ', 'প্ররুহ', ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পুরুষসূক্তে' পুরুষের জগদ্রূপ প্রাপ্তিকে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ 'অতিরোহতি' ('অতি রোহণ করেন')।[6] সুতরাং 'রোহিত' অর্থাৎ 'জগদ্রূপ-প্রাপ্ত' বা 'বিশ্বরূপ' পুরুষই 'রোহিত দেবতা' বা সংক্ষেপে 'রোহিত' নামে উল্লিখিত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। উদিত সূর্য উঁহারই প্রতীক মাত্র। এই অনুমান স্বীকার করিলে, রোহিতকে যে বিশ্বস্রষ্টাদি বলা হইয়াছে, তাহা অতি সংগতই মনে হইবে। শ্রুতির সিদ্ধান্ত মতে যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়। তাই বলা হইয়াছে যে, যে রোহিতকে বা একবৃৎ দেবকে জানে, সে উঁহার মত সর্বাত্মক হয়, সর্ব হয়।

ব্রহ্মই কর্মভেদে দেবতা, মনুষ্য, পশু, প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন কর্মভেদে দেবতার অনেক অন্তর্ভেদ করা হইয়া থাকে, দেবতা এক এবং বহুও বলা হইয়া থাকে, তেমন কর্মভেদে মনুষ্যাদির মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ করা হইয়া থাকে। কর্ম শরীরোপাধি দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে।

১। অথসং, ১৩।৪।১৩; ৪।৮; ('এতে' স্থলে 'সর্বে' পাঠান্তরে)।

২। অথসং, ১৩।৫।১-২ ৩। অথসং, ১৩।৬।১-২ ৪। অথসং, ১৩।৬।৩-

৫। যথা দেখ,—১৩।৩।১- বিশেষ দ্রষ্টব্য—"অয়ং স দেবা" ইত্যাদি (১৩।৩-১৫); ১৩।৫।২; ৬।২ ৬। পূর্বে

সুতরাং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটাদি ভেদ শরীরোপাধি জনিতই। বৃহদারণ্যকোপ-নিষদে' তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষাদিভেদও শরীরেরই, আত্মার নহে। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' তাহা সাক্ষাদ্ভাবে নিরূপিত হইয়াছে। 'অথর্বসংহিতা'য় তাহা প্রকারান্তরে বিবৃত হইয়াছে। তথায় বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মই স্ত্রী ও পুরুষ, কুমার ও কুমারী, বাল ও বৃদ্ধ, পিতা ও পুত্র, সংক্ষেপে তিনি সর্বপ্রকার হইয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল ভেদ অবশ্যই শরীরের, আত্মার নহে। আত্মা ত ব্রহ্মই। এই উপাধিবাদের দৃষ্টান্ত 'ঋগ্বেদে'ও আছে। তথায় উক্ত হইয়াছে যে, একই উপাধি সম্পর্কে বহু হইয়াছেন। পরন্তু তথায় যেমন দেবতা সম্পর্কে সাক্ষাদ্ভাবে তাহা উক্ত হইয়াছে, মনুষ্যাদি সম্পর্কে তেমনটি ভাবে হয় নাই। তথাপি উহাতেও তাহা মানা হইত, মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কিঞ্চিৎপূর্বে আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং যেমন বেদে আছে যে, দেবতা একই, অপর সমস্ত দেবতা সেই এক দেবতারই বিভূতিমাত্র, তেমন বলিতে হইবে যে, আত্মা বা জীব একই, প্রতীয়মান বহু জীব সেই এক জীবেরই বিভূতিমাত্র। ব্রহ্মই সেই এক দেবতা এবং ব্রহ্মই সেই এক জীব। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' তাহা উক্ত হইয়াছে। ইহাই একজীববাদ।

ব্রহ্ম ও জগৎ পরস্পর বিলক্ষণ। ব্রহ্ম চিৎ ও আনন্দস্বভাব; পক্ষান্তরে জগৎ চিৎ ও অচিৎ, সুখ ও দুঃখ, উভয়াত্মক। ব্রহ্ম পরম শুদ্ধ, আর জগৎ অশুদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্ম কি প্রকারে তদ্বিলক্ষণ জগতের কারণ হইতে পারে? বৈদিক সৃষ্টিপ্রলয়বাদের সর্বাপেক্ষা কঠিনতম এবং দুর্বোধ্যতম তত্ত্ব এই যে, জগদ্ভবন সত্ত্বেও ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপে নির্বিকার স্থিত আছেন। ইহা কি প্রকারে সম্ভব? অমৃত ব্রহ্ম মর্ত্য জগৎ হইয়া কি স্বয়ং মর্ত্যতা প্রাপ্ত হয় নাই? স্বীয় স্বরূপ হইতে চ্যুত হন নাই? ভগবান্ বাদরায়ণ পূর্বপক্ষে এই সকল শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন। শ্রুতিপ্রামাণ্যবাদী তিনি শ্রুতির দোহাই দিয়া উহাদের সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ সেই কারণে অভিন্ননিমি-ত্তোপাদানকারণবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদান কারণ নহে। জগতের উপাদান তাঁহাদের মতে ভিন্ন বস্তু। সুতরাং ইহারা দ্বৈতবাদী। যাঁহাদের বিচার অপেক্ষা ভাবের প্রবণতা অধিক তাঁহারা বলেন উহা পরম রহস্য। বিচারগম্য না হইলেও

উহা মানিতে হইবে। উহা অচিন্ত্য। সুতরাং তর্কের দ্বারা উহার সমাধান হইতে পারে না। ইহারা রহস্যবাদী। অপর কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রহ্মের মধ্যে চিৎ ও অচিৎ উভয়ই সূক্ষ্মরূপে আছে। ব্রহ্ম চিদচিদ্‌বিশিষ্ট, চিদ-চিন্ময় বা ঈশ্বর চিৎ ও অচিতের সমবায়। তাহাতে অচিতের উৎপত্তির একপ্রকার সমাধান হয়, বলা যাইতে পারে। পরন্তু উহাতেও এই দোষ হয় যে, তন্মতে ব্রহ্ম শুদ্ধ চিন্ময় নহে, অচিন্মিশ্রিত চিন্ময়। অধিকন্তু তাঁহারা ইহা জানেন যে, জগদ্রূপে বস্তুত পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম নির্বিকার আছেন। সুতরাং এখানে তাঁহারাও রহস্যবাদী। অপরে মায়াবীর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম মায়া দ্বারাই অনন্তবৈচিত্র্যময় জগৎ হইয়াছেন। মায়াবী যেমন স্বসৃষ্ট মায়া দ্বারা অসম্পৃক্ত থাকেন, তাহাতে যেমন তাহার স্বরূপের কোন হানি হয় না, সেইপ্রকার মায়া দ্বারা জগদ্রচনা সত্ত্বেও ব্রহ্মের স্বরূপের কোন পারবর্তন হয় নাই। ব্রহ্ম যে বস্তুত মায়া দ্বারাই জগৎ হইয়াছেন, 'ঋগ্বেদসংহিতা'য় তাহা স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে। ঐ মন্ত্র 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' এবং 'জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে' অনূদিত হইয়াছে। উহাদিগেতেও ঐ মায়াবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদে 'মায়া' শব্দ নানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সু অর্থও আছে, কু অর্থও আছে। ইন্দ্রের মায়া-কৃত কর্ম সম্বন্ধে ঋগ্বেদে দুই মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইন্দ্রের সমস্ত কর্ম সত্য। অপরে বলিয়াছেন, ঐ সকল মিথ্যা। ঐ সকল বস্তুত হয় নাই, তথাপি হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন যে ইন্দ্রে মায়া নাই। কেননা, ইন্দ্র ঋতস্বরূপ, আর মায়া অনৃত, সুতরাং ইন্দ্রে থাকিতে পারে না। ঐ প্রকারে মায়া সদসদনির্বচনীয়া হয়। ইন্দ্রের মায়া শক্তি হয়ত মায়াবীর মায়াশক্তি, বা যোগীর যোগশক্তির মতনই হইবে। কেননা, তৎসম্বন্ধে কায়ব্যূহের দৃষ্টান্ত আছে।[১] পরন্তু তাহাতেও মায়া-সৃষ্ট জগৎ মায়ার ন্যায় অবাস্তব হয়, সদসদনির্বচনীয় হয়। সেই কারণে কেহ কেহ মায়াবাদ মানেন না। তাঁহারা জগৎকে সত্য বলিয়াই মনে করেন। সত্য সত্যই জগৎ হইয়াও ব্রহ্ম কি প্রকারে স্বস্বরূপে নির্বিকার স্থিত আছেন, তাহাকে তাঁহারা রহস্যাত্মক মানিয়া তৃপ্ত থাকেন। জগৎকে মিথ্যা মানিতে তাঁহাদের ভয় হয়। তাই তাঁহারা রহস্যবাদী হন।

১। পূর্বে দেখ।

বেদে সৃষ্টি-বর্ণনায় বহুত্র জন্মবাচী "অজায়ত", "জজ্ঞান", "জনয়ন্" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।[১] কোথাও বিকারবাচী "ব্যাকরোৎ" "ব্যাক্রিয়ত", "অকুরুত" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যায়।[২] কোথাও বা ভবন-বাচী "স্যাম", "অভবৎ" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ আছে। অন্ন কোথাও অন্য প্রকার শব্দও আছে; যথা "অকল্পয়ৎ", "বাদধুঃ", "পরীত্য", "নিষ্টতক্ষু", ইত্যাদি।[৩] প্রায় সমস্ত শব্দই সৃষ্টিকে সত্য বলিয়া নির্দেশ করে। মায়া-কৃত সৃষ্টিও অবশ্যই সত্য সৃষ্টি, যদিও তৎসৃষ্ট বস্তু অবাস্তব, বা প্রাতিভাসিক মাত্র। কেননা, যোগীর যোগশক্তির ন্যায় মায়াবীর মায়াশক্তিও সত্য শক্তি। মায়াবী-কৃত উহার বিক্ষেপ এবং উপসংহারও সত্য। সুতরাং মায়াসৃষ্টিকেও তাবন্মাত্র সত্য অবশ্যই বলা যায়। 'শুক্লযজুর্বেদে' এবং 'তৈত্তিরীয়ারণ্য'কে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, প্রজাপতি "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ('উৎপন্ন না হইয়াও বহুপ্রকারে উৎপন্ন হয়')।[৪] আমরা কিঞ্চিৎ পরে দেখাইব যে, ঐ বচন বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তের দ্রষ্টা নারায়ণ ঋষিরই। উহা অজাতবাদই খ্যাপন করে। অথবা উহাকেও মায়াবাদ বলা যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অনেকভেদবৈচিত্র্যময় জগৎ-প্রপঞ্চ সম্পর্কে সতত 'ইব' শব্দ প্রয়োগ করত ("দ্বৈতমিব", "অন্যদিব") বলিয়াছেন যে উহা বাস্তব নহে, প্রতিভাস মাত্র।

বৈদিক দার্শনিক সিদ্ধান্তের ক্রমবিকাশের ধারা আর একবার নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। ব্রহ্মের জগদ্ভবন হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার ফল ও পরিণতি অতি সংক্ষেপে উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু তাহার পূর্বেতিহাসও আছে। উহা নিরীক্ষণ না করিলে সম্পূর্ণ রহস্য পরিষ্কার হইবে না। বৈদিক ঋষি একদিনেই, অথবা প্রথম হইতেই ঐ ব্রহ্মবাদে উপনীত

১। যথা দেখ, ঋগ্বেদ, ১০।৭২।২-৫; ১০।৮১।২,৩; ১০।৯০।৫,১২,১৩; ১০।১২১।১,৭,৮; ১০।১২৯।৩;...

২। "দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোৎ সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।"—(বাজসং (মাধ্য), ১৯।৭৭; মৈত্রাসং ৩।১১।৬; কাঠসং, ৩৮।১; তৈত্তিব্রা, ২।৬।২।৩)। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে...নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে..." (বৃহউ, ১।৪।৭); "নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" (তৈত্তিআ, ৩।১২।৭); "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈত্তিউ, ২।৭); "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।" (ছান্দোউ, ৬।৩.২)

৩। যথা দেখ, ঋকসং, ১০।১৯০।৩; ১০।৯০।১১; ১০।৮১।৪; ইত্যাদি। ৪। পূর্বে দেখ

হন নাই। বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অতি স্বল্প লোকেরই উদয় হয়।[১] প্রথমে জগৎজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। জগৎ মানুষের প্রত্যক্ষ। উহাকে লইয়াই মানুষ আপনার স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে এবং নানাপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। উহা করিতে গিয়া অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ শিখিয়াছে যে, সে কখন কখন ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে, জগতের ব্যবহারে সে অনেক সময় ভুল করিয়া থাকে। যাহাকে এক সময়ে সে যে প্রকার বলিয়া বুঝিয়াছিল, কখন কখন তাহা সেই প্রকার নহে বলিয়া সে পরে বুঝিতে পারে। ঐরূপ ভ্রমে পড়িয়া মানুষ অনেক সময় অনেক দুঃখ কষ্ট পায়। তাহা পরিহারের জন্য সে ভ্রম নিবারণ করিতে উদ্যত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে জাগতিক বস্তুর তত্ত্ব পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে। এইখানে জগজ্জিজ্ঞাসার আরম্ভ। দুঃখ পরিহার এবং সুখ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই ভ্রম-নিবারণার্থ ঐ জিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। বিরল কেহ কেহ হয়ত স্বাভাবিক সত্যানুসন্ধিৎসাতেই জগৎজিজ্ঞাসা আরম্ভ করে। তাহাতে মানুষের প্রথম আবিষ্কার কার্যকারণ সম্বন্ধ। উহা অবশ্যই ভ্রমনিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। মানুষ তখন প্রত্যেক বস্তুর কারণ খুঁজিতে থাকে। ক্রমে তাহার প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট এই জগৎপ্রপঞ্চের কারণ জিজ্ঞাসার উদয় হয়। বেদে উল্লিখিত আছে যে, প্রথমে অসৎকারণবাদ প্রচলিত ছিল। লোকে মনে করিত যে, অসৎ হইতে সৎ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। পরে তাহা পরিত্যক্ত হইয়া সৎকারণবাদ স্থাপিত হয়। কাল, স্বভাব, যদৃচ্ছা, প্রভৃতি জগতের কারণ কিনা অনুসন্ধান করিতে করিতে কেহ কেহ ব্রহ্মকারণবাদে উপনীত হন। এখানে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। এইরূপে জগজ্জিজ্ঞাসা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক ঋষি ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় উপনীত হন। ব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্ত কারণমাত্র, না নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই কারণ—এই বিষয়ে ঋষিদিগের মত-মতান্তর ছিল। ক্রমে ব্রহ্মাভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণবাদ অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জগৎ হইয়াছেন, এই মতবাদই বেদের মুখ্য দার্শনিকবাদ রূপে পরিগৃহীত হয়। তাহার পরের ইতিবৃত্ত উপরে নির্দেশিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়, ভ্রমনিবারণ এবং সত্যনির্দ্ধারণ-মানসে বৈদিক দার্শনিক জগতের পরীক্ষা এবং তত্ত্ববিচার আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল দুঃখপরিহার এবং অখণ্ড সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তি। তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

১। পূর্বে দেখ।

তাঁহার মনে উদয়ও হয় নাই। তাঁহার জীবনযাত্রায় তখনও ব্রহ্মের প্রয়োজনীয়তা বোধও হয় নাই। মুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন যে, জগতের পরীক্ষা করিতে করিতে ক্রমে মানুষ বুঝিতে পারে যে জগতের কোন বস্তুর দ্বারা তাহার অভীষ্ট লাভ হইবে না। তখন সে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ করে।[১] বিচার মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে কোন কোন ঋষি আনন্দপ্রাপ্তিকে অতিক্রম করিয়া যান। তখন সত্যই তাঁহার একমাত্র ধ্যেয় থাকে। উহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া ঋষি উপলব্ধি করেন যে জগতে সত্য নাই, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এইরূপ ভ্রমনিবারণার্থ জগতের তত্ত্বপরীক্ষা আরম্ভ করিয়া ঋষি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সমগ্র জগৎটাই ভ্রমমাত্র। সুতরাং তাঁহাকে উহারও নিবারণ করিতে হইল। লোকে কথায় বলে 'ঠক্ বাছিতে বাছিতে গাঁ উজোর', 'লোম বাছিতে বাছিতে কম্বল শেষ'। বৈদিক ঋষির দশাও তাই হইল। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যথা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন, 'যদি বিজ্ঞান কিছু শিখাইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহাই স্বরূপ নয়। সর্বদা ভুল দেখি, ভুল ভাবি ও ভুল শুনি।'[২] বিজ্ঞান এখনো সত্যের সন্ধান পায় নাই। বৈদিক ঋষি তাহাও অবগত হইয়াছিলেন। সত্যের সন্ধানে যাত্রা করিয়া ঋষি প্রথমে মনে করিতেন যে, সত্য জগতের মধ্যেই আছে। জগতের কোন কোন বস্তুকে প্রকৃত অভিজ্ঞতার ফলে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলেও তিনি প্রথমে মনে করিতেন যে, সত্য জগতেই আছে। উপলব্ধ ভ্রমকে তিনি নিজের ইন্দ্রিয়ের দোষজনিত বলিয়া মনে করিলেন। সেইহেতু ভ্রম নিরাকরণ করত প্রকৃত সত্য বাছিয়া লইতে তিনি জগতের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। পরন্তু বিচারের পরিণামে তিনি অবগত হন যে, সমগ্র জগৎটাই ভ্রম, সত্য উহাতে নাই। সত্য উহার বাহিরে ব্রহ্মে। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। বুদ্ধি সহায়ে বিচার আরম্ভ হয়। দ্রষ্টা আপন বুদ্ধি দিয়া বাহিরের দৃশ্য জগৎকে বিচার আরম্ভ করেন। পরে তিনি অন্তর্মুখীন হইয়া আপনার প্রতিও সেই বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাহাতে ঋষি উপলব্ধি করেন

১। মুণ্ডউ, ১।২।১২

২। "দুইখানি পত্র", জগদীশচন্দ্র বসু লিখিত, 'প্রবাসী', ২৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৩৩৬, ৭১৮ পৃষ্ঠা।

যে, আপন ব্যক্তিত্বটাও জগতের ন্যায় ভ্রম। যেমন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ঐ খিল্যভাব ভূতসংসর্গে উৎপন্ন। পঞ্চভূত ভ্রম। সুতরাং উহাদের সংসর্গে যাহার উৎপত্তি তাহাও অবশ্যই ভ্রম। ভ্রমনিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়া ঋষি পঞ্চভূতের নিরাকরণের সঙ্গে সঙ্গে আপন ব্যক্তিত্বকেও নিরাকরণ করিলেন এবং বিচারের সাধন বুদ্ধি ত গেলই। ঋষি উপলব্ধি করিলেন যে, সত্যে দ্রষ্টা-দৃষ্টি-দৃশ্য প্রভৃতি ত্রিপুটি ভেদ নাই। লোকে বলে, বৈদিক ঋষি সত্যের সন্ধানে নির্গত হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। পরন্তু ঋষি বলেন যে, তিনি আপনাকে পাইলেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জীব ও জগৎ হন। জীবভাবে তিনি জগতের পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ফলে জগতের নিরাকরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবভাবেরও নিরাকরণ হয়। পরীক্ষা-কালে তিনি যেটাকে আপন স্বরূপ মনে করিতেছিলেন সেটা স্বরূপ নহে, ভ্রমরূপ। জ্ঞানোদয়ে সে ভ্রম নিরাকৃত হয়, তিনি ব্রহ্ম ছিলেন, ব্রহ্মই হন। 'ঐতরেয়োপনিষদে' তাহা স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে।[১] 'বাজসনেয়সংহিতা'য়ও আছে "তদপশ্যত্তদাসীত্তদভবৎ"। প্রজাপতি ঋষিও বলিয়াছেন

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমপুরুষঃ।"[২]

'ঐ প্রকার এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া (অর্থাৎ শরীরসম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া) পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া আপন স্বরূপা-ভিনিষ্পন্ন হয়। তিনি উত্তমপুরুষ।' তাই বৈদিক ঋষি সত্যানুসন্ধানকে স্বরূপানুষ্ঠানও বলেন।

সত্যের সন্ধানে দার্শনিকের প্রথম আবিষ্কার কার্যকারণসম্বন্ধ। বিচারের পরিণামে ঋষি বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ কার্য্যকারণসম্বন্ধ জগতের অন্তর্গত, সুতরাং উহাও ভ্রম, মানসকল্পনামাত্র। তাঁহার সত্য, যাহাকে তিনি ব্রহ্ম বলিতেই ভালবাসেন, কার্যকারণাতীত। "তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্বমনপরং" ('সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব ও অনপর')[৩] "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ" (যাহা হইতে পর কিংবা অপর কিছুই নাই)[৪] 'পূর্ব' বা 'পর' — কারণ এবং অপর — কার্য। উহার যেমন কারণ নাই, তেমন কার্যও নাই, সুতরাং উহা নিজেও কারণ

১। পূর্বে দেখ ২। ছান্দোউ, ৮।১২।৩ ৩। বৃহউ, ২।৫।১৯

৪। তৈত্তিআ, ১০।১০।২০

নহে।[১] অজাতিবাদ কারণহীনতাই খ্যাপন করে। উহাই বৈদিক ঋষির চরম অনুশাসন। পরন্তু তখন প্রশ্ন হয়, যদি ব্রহ্মে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ না থাকে, তবে এই দৃশ্যজগতের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি কি প্রকারে হয়? অদ্বৈতবাদী বলেন, উহা অনির্বচনীয়। সুতরাং অগত্যা তাহাকেও রহস্যবাদ আশ্রয় করিতে হইল। পরন্তু উপায় কি? ব্রহ্ম দেশ ও কালের অতীত, বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং মনের দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে সম্যক ধারণা করা যায়? দেশকালময় ভাষার কি প্রকারে তাঁহার নির্বচন করা যায়? প্রধান কথা এই যে, ঐ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গত। কেননা, কার্যকারণসম্পর্ক দ্বৈতবোধাত্মক। যেখানে দুইটি পদার্থ দুইটি অবস্থা বা দুইটি ঘটনার বোধ আছে, সেইখানে একটিকে অপরটির কারণ বা কার্য্য বলা যাইতে পারে বা মনে করা যাইতে পারে এবং তাহা হইতে পারে। যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখে, সেই উহার কারণ অনুসন্ধান করে। সুতরাং ঐ প্রশ্ন তাহারই। ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান না হইলে, ব্রহ্মকে উহার কারণ বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ করা যায় না। ব্রহ্মকে জানিতে গিয়া ঋষি উপলব্ধি করেন যে, তথায় দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য, জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়, ইত্যাদি ত্রিপুটি ভেদ নাই। অর্থাৎ ঐখানে গিয়া তিনি জগতের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও হারাইয়া ফেলিলেন। তখন ঐ প্রশ্ন, যাহার সমাধানে তিনি তত্ত্ব বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আর রহিল না। সুতরাং সমাধান হইবে কাহার? আর যাহারা এখনও সেই পরমতত্ত্বে পৌছায় নাই, ব্রহ্মকে সম্যক্ অবগত হয় নাই, তাহাদের জন্য সেই প্রশ্ন রহিয়া গেল এবং উহার সমাধানের প্রচেষ্টাও রহিল। যে অবস্থায় জগৎ অনুভূত সত্য, তখন ব্রহ্ম সেই প্রকার অনুভূত সত্য নহে। তখন ব্রহ্ম একেবারে অননুভূত না হইলেও, সম্যক্ অনুভূত নহে। সুতরাং উহাদের সম্পর্কও সম্যক্ প্রকারে নির্ণয় করা যাইতে পারে না। সেইহেতু ঐ প্রশ্নের সম্যক সমাধান তখন হইতে পারে না। এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই অদ্বৈতবাদী বলেন যে, উহা প্রকৃতপক্ষে অনির্বচনীয়।

১। "তেজোবিন্দূপনিষদে" (১।৪৮) আছে

"কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে।
কারণং তত্ত্বতো নশ্যেৎ কার্যাভাবে বিচারিতঃ॥"

'মাণ্ডুক্যকারিকা'য় আচার্যগৌড়পাদ বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে ব্রহ্ম কার্যকারণাতীত। (১।১১—২০)

তথাপি যখন বৌদ্ধিক রাজ্যে থাকেন, তখন দ্বৈতাত্মক বিচার দৃষ্টিতে তিনিও বলেন যে, ব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ, জগতের আবির্ভাব ব্রহ্ম হইতেই হয় এবং তিরোভাবও ব্রহ্মেই হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণরূপে সত্য বলা যাইতে না পারিলেও, ব্রহ্মাবগতির পক্ষে উহা যথেষ্ট। উহাতে যাহা সংশয় থাকে, তাহা ব্রহ্মাবগতি হইলে বিনষ্ট হয়।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"[১]

'সেই পরাবর, কারণরূপে পর এবং কার্যরূপে অবর—ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিলে ইহার (জীবের) হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয়, এবং কর্মসমূহ ক্ষয় হয়'।

পুরুষসূক্তার্থ

'পুরুষসূক্ত' বেদে অতি প্রসিদ্ধ। চার বেদে উহা পাওয়া যায়। উহাতে পরমতত্ত্ব পুরুষ চতুর্ধা বিভক্ত বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। তাঁহার তিনপাদ অমৃত, সুতরাং সতত স্বীয় চিৎস্বরূপে বর্তমান। অপর চতুর্থ পাদ জগৎ হইয়াছে। উহা সর্বাত্মক। অন্য তিনপাদ সর্বাতীত। জগদ্ভবন বা সৃষ্টিকে তথায় যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই সকল পূর্বে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। পুরুষসূক্তে বেদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের সমস্ত মূল তত্ত্বই বর্তমান। যথা, সৃষ্টিপ্রলয়বাদ, অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণবাদ, কার্যকারণাভেদবাদ, জগদ্ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মসর্বাতীতবাদ প্রভৃতি। সুতরাং সৃষ্টি সম্বন্ধে তথায় ব্রহ্ম-পরিণামবাদই প্রপঞ্চিত হইয়াছে মনে হয়। বিশেষত তৎসম্পর্কে প্রযুক্ত জন্মবাচক শব্দগুলি হইতে তাহাই বুঝা যায়।[২] পরন্তু দেখা যায়, ঐ সকলের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'মুদ্গলোপনিষৎ' নামে একখানি ক্ষুদ্র উপনিষদে পুরুষসূক্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একমাত্র ঐ অভিপ্রায়েই ঐ

১। মুণ্ডউ. ২।২।৮

২। "অতিরোহতি" (ঋক্‌সং, ১০।৯০।২ ;) "অজায়ত" (৪), 'সমবর্তত' (১৫), 'অজায়ত'(৫, ৯,১২,১৩), 'অজায়ন্ত' (১০), 'জাত' (২, ৭, ১০, ১৩), 'জজ্ঞিরে' (৯, ১০), 'বাকল্পয়ন্' (১১), 'অকল্পয়ন্' এবং 'বাদধুঃ' (১৬)। সায়ন বলেন, 'বাদধুঃ সঙ্কল্পেনোৎপাদিতবন্তঃ'।

উপনিষৎ খানি রচিত হইয়াছিল।[১] আমরা এখানে উহার সার বিবৃত করিতেছি।

'মুদ্গলোপনিষদে'র ব্যাখ্যামতে, 'পুরুষসূক্তের পুরুষ পরব্রহ্মই। প্রকৃত পক্ষে "তদ্‌ব্রহ্ম তাপত্রয়াতীতং ষট্‌কোশবিনির্মুক্তং ষড়ূর্মিবর্জিতং পঞ্চকোশাতীতং ষড়্‌ভাববিকারশূন্যমেবাদিসর্ববিলক্ষণং ভবতি।[২]
'সেই ব্রহ্ম তাপত্রয়াতীত, ষট্‌কোশবিনির্মুক্ত, ষড়ূর্মিবর্জিত, পঞ্চকোশাতীত, এবং ষড়্‌ভাববিকারশূন্য। এই প্রকারে ব্রহ্ম সর্ববিলক্ষণ।' তাপত্রয়াদি কি কি তাহাও অনন্তর তথায় বিবৃত হইয়াছে।[৩]

তাপত্রয় = আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক; কর্তা, কর্ম ও কার্য; জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়; ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য—এই ত্রিবিধ তাপ।

ষট্‌কোশ—ত্বক্, মাংস, শোণিত, অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা।
ষড়ূর্মি=অশনায়া, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মরণ।
পঞ্চকোশ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ।
ষড়্‌ভাব=প্রিয়াত্ম, জনন, বর্ধন, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশ।
অরিষড়্‌বর্গ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য।
ষড়্‌ভ্রম—কুল, গোত্র, জাতি, বর্ণ, আশ্রম ও রূপ।

সুতরাং এই প্রকারের কিছুই ব্রহ্মে নাই। অতএব ব্রহ্ম নির্বিশেষ। কথিত হইয়াছে যে, এবংবিধ পুরুষ নামরূপবিহীন এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অগোচর বলিয়া সংসারী জীবের অতি দুর্জ্ঞেয়। তাই তিনি জীবের কল্যাণার্থ, উহাকে সংসার ক্লেশ হইতে মুক্তিপ্রদানার্থ, ঐ রূপ পরিত্যাগ করত সহস্রকলাবয়ব, কল্যাণময় এবং দর্শনমাত্রে মোক্ষপ্রদ বেষ পরিগ্রহণ করেন। উহা দেশত এবং কালত অনন্ত। উহা মহামহিমসম্পন্ন। তদপেক্ষা মহান্ কেহ নাই। তিনি ঐ মহাপুরুষ নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত করত তিনভাগে পরম ব্যোমে অবস্থিত আছেন এবং একভাগে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ হইয়াছেন।

১। "ওঁ পুরুষসূক্তার্থনির্ণয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ পুরুষসংহিতায়াং পুরুষসূক্তার্থঃ সংগ্রহেণ প্রোচ্যতে। (মুদ্গলউ, ১।১); "অথ হৈব মুদ্গলোপনিষদি পুরুষসূক্তস্য বৈভবং বিস্তরেণ প্রতিপাদিতম্ ॥" (ঐ, ২।১)।
২। মুদ্গলউ, ৪।
৩। "বাহ্যবদুক্তঃ স পুরুষো নামরূপজ্ঞানাগোচরঃ সংসারিণামতিদুর্জ্ঞেয়ং বিষয়ং বিহায় ক্লেশাদিভিঃ সংক্লিষ্টদেবাদিজিহীর্ষয়া সহস্রকলাবয়বকল্যাণং দৃষ্টিমাত্রেণ মোক্ষদং বেষমাদদে।" তেন বেষেণ ভূম্যাদিলোকং ব্যাপ্যানন্তযোজনমত্যতিষ্ঠৎ" ইত্যাদি। (মুদ্গলউ, ২)

"এতেন জীবাত্মনোর্যোগেন মোক্ষপ্রকারশ্চ কথিত ইত্যনুসন্ধেয়ম্।"[১]

"ইহার (বিশ্বরূপের) সহিত যোগদ্বারা জীবাত্মার মোক্ষপ্রকার কথিত হইয়াছে, এই প্রকার মনে করিতে হইবে।" এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মের বিশ্বাতীত ও বিশ্বরূপত্ব বর্ণনা এবং সৃষ্টি বর্ণনা "মুদ্গলোপনিষদে"র মতে, জীবের মোক্ষলাভের উপায়কৌশল্যরূপেই পুরুষসূক্ত করা হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপ নামরূপাতীত এবং অবাঙ্মনসগোচর। সংসারী জীব উহার ধারণা করিতে পারে না। সেইহেতু শ্রুতি তাঁহাকে কল্যাণময় বিশ্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে জীব উহার ধারণা করিতে পারে। পাছে জীব মনে করে যে, ঐ বিশ্বরূপই পরমতত্ত্ব, ততোধিক কিছুই নাই, সেই কারণে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বিশ্বরূপ ব্রহ্মের মহিমার অতি সামান্য অংশমাত্র, ব্রহ্মের অধিকাংশ বিশ্বাতীত। ঐ বিশ্বাতীত রূপের ধারণা করাইবার জন্য এবং জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মই। সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞান যে মোক্ষলাভের প্রকারবিশেষ 'মুদ্গলোপনিষদে' তাহা একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে।[২] অতঃপর ইহা কথিত হইয়াছে যে

> "একো দেবো বহুধা নিবিষ্টঃ
> অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।"[৩]

"এক (ও অদ্বিতীয়) চিন্ময় ব্রহ্ম (বস্তুত) জাত না হইয়াও বহুধা জাত হইয়াছেন এবং বহুধা নিবিষ্ট আছেন।" অতএব ব্রহ্ম বস্তুত জগৎ হয় নাই। সুতরাং বিশ্বরূপ প্রকৃত নহে। উহা কল্পিত। তাই প্রথমে যে বলা হইয়াছে ব্রহ্মই নামরূপজ্ঞানাগোচর রূপ পরিত্যাগ করত কল্যাণময় সর্বাত্মকরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা কল্পনামাত্র।

> "এতদ্‌যোগেন পরমপুরুষো জীবো ভবতি নান্যঃ।"[৪]

১। মুদ্গউ, ২।

২। যথা, "তং যজ্ঞমিতি মন্ত্রেণ সৃষ্টিযজ্ঞঃ সমীরিতঃ।
অনেনৈব চ মন্ত্রেণ মোক্ষশ্চ সমুদীরিতঃ॥"—(১।৭)

"সৃষ্টের্মোক্ষস্য চেরিতঃ। য এবমেতজ্জানাতি স হি মুক্তো ভবেদিতি॥"—(মুদ্গউ, ১।৯)

"য ইমং সৃষ্টিযজ্ঞং জানাতি মোক্ষপ্রকারং চ সর্বমায়ুরেতি।" (২)

৩। মুদ্গউ, ৩ ৪। ঐ, ৪

"এই সকল (তাপত্রয়াদি) সংযোগেই (তাপত্রয়াদিরহিত) পরমপুরুষ জীব হইয়াছেন। (অতএব জীব পরব্রহ্মই;) অন্য নহে।' পরন্তু জীব আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে। সে স্বরূপত ব্রহ্ম হইয়াও আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করিতেছে। তাহার স্বরূপজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করাইবার জন্যই শ্রুতি প্রথমে বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জীব ব্রহ্মই। ব্রহ্মের বিশ্বরূপেরও ধারণা করা জীবের পক্ষে কঠিন। তাই নানা জনে তাঁহাকে নানাপ্রকারে দৃষ্টিভেদে উপাসনা করিয়া থাকে।

"তং যথাযথোপাসতে তথৈব ভবতি।"[১]

"তাহাকে যে যাহা বলিয়া উপাসনা করে, সে তাহাই হয়।"

"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পুরুষরূপং পরং ব্রহ্মৈবাহমিতি ভাবয়েৎ। তদ্রূপো ভবতি য এবং বেদ।"[৪] "সেইহেতু ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ প্রকৃতব্রহ্মজিজ্ঞাসু), 'আমি পুরুষরূপ পরব্রহ্মই' এই প্রকার ভাবনা করিবে। যে তাহা জানে, সে তদ্রূপই (অর্থাৎ পরব্রহ্মই) হয়।' এইরূপে দেখা যায়, বিশ্বরূপ সাধকের প্রথম ধ্যেয় হইলেও পরে উহা পরিত্যাগ করত নির্বিশেষ স্বরূপের ধ্যান করিতে হইবে। একমাত্র তাহাতেই জীব তাপত্রয়াদি হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপ লাভ করিতে পারে। সাধক

"ইহ জন্মনি পুরুষো ভবতি"[২]

"ইহ জন্মেই পুরুষ হইতে হয়।"

'মুদ্গলোপনিষদে'র এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে পুরুষসূক্তের তাৎপর্য্য নির্বিশেষাদ্বৈতবাদে। উহাতে প্রপঞ্চিত ব্রহ্মের জগদ্রূপে জন্ম বা পরিণাম, অবাস্তব বিবর্ত পরিণামই, বাস্তব বিকার নহে। উহা কল্পিত পরিণামই। সুতরাং উহাতে যে কল্পনা-বাচক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,[২] তাহাতেই প্রকৃত তত্ত্ব নির্দেশ করে। 'পুরুষসূক্তের দ্রষ্টা নারায়ণ ঋষি। তিনি উহার তাৎপর্য্য ঐ প্রকার মনে করিতেন কিনা বিচার্য্য। যদি না করিতেন, তবে তাঁহার পরে অপর কোন ঋষি উহাকে যে ঐ প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার

১। ঐ, ৩

২। "ব্যকল্পয়ন্", "অকল্পয়ন্" ও "ব্যদধুঃ" (যথাক্রমে, ১০।৯০।১১, ১৪ ও ১৮ মন্ত্র)

একমাত্র কারণ অদ্বৈত প্রভাব বলিতে হইবে। ঐ অপর ঋষি অবশ্যই অদ্বৈতভক্ত ছিলেন। সেইহেতু তিনি প্রাচীন ঋষিদৃষ্ট সুপ্রসিদ্ধ সূক্তকে আপন মতের সমর্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—এই প্রকার অনুমান করিতে হইবে। এ বিষয়ে কোন কিছু স্থির নির্ণয় করিবার পূর্বে একটা কথা বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। 'মুদ্গলোপনিষদ্' 'ঋগ্বেদে'র অন্তর্গত। উহার শান্তিপাঠ হইতে তাহা জানা যায়। 'মুক্তিকোপনিষদে' (১।২।১) তাহা স্পষ্টত উক্তও হইয়াছে। 'ঋগ্বেদে'র একুশ শাখা ছিল। মুদ্রিত 'ঋগ্বেদ' শাকল শাখাগত। বাস্কলশাখার 'ঋগ্বেদ'ও কতকটা পাওয়া যায়। তদুভয়ের মধ্যে কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। অপর শাখার 'ঋগ্বেদ' এখন উপলব্ধ নহে। 'মুদ্গলোপনিষদ্' 'ঋগ্বেদে'র কোন শাখার অনুগত জানি না। তবে উহা শাকল শাখাভুক্ত নহে। কেননা তত্রোক্ত পুরুষসূক্ত শাকল শাখাস্থ পুরুষসূক্ত হইতে অবশ্যই ভিন্ন ছিল সন্দেহ নাই। কেননা, তথায় আছে যে, "যজ্ঞেন" ইত্যাদি শেষ মন্ত্রের পূর্বে তাহাতে কোন পুরুষসূক্তে "বেদাহমি"ত্যাদি দুইটি মন্ত্র ছিল।[১] "যজ্ঞেন" ইত্যাদি মন্ত্র শাকল শাখীয় পুরুষসূক্তেরও শেষ মন্ত্র। পরন্তু উহাতে "বেদাহমি"ত্যাদি মন্ত্রদ্বয় নাই। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকো'ক্ত পুরুষসূক্তে "যজ্ঞেন" ইত্যাদি শেষ মন্ত্রের পূর্বে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয় আছে।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।
সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ
নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে॥
ধাতা পুরস্তাদ্ যমুদাজহার
শক্রঃ, প্রবিদ্বান্ প্রদিশশ্চতস্রঃ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি
নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে॥"[২]

"মুদ্গলোপনিষদু'ক্ত পুরুষসূক্তে "যৎ পুরুষেণ" ইত্যাদি মন্ত্র (ঋক্‌সং, ১০।৯০।৬) এবং "তং যজ্ঞং" ইত্যাদি মন্ত্রের (ঋক্‌সং, ১০।৯০।৭) মধ্যে "সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়ঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ছিল।[৩] 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও পুরুষসূক্তে প্রকৃত পক্ষে

১। মুদ্গউ, ১।৮ ২। তৈত্তিআ, ৩।১২।৭ ৩। মুদ্গউ, ১।৬-৭ দেখ।

তাহাই আছে। "সপ্তাস্যাসন্" ইত্যাদি মন্ত্র শাকলশাখীয় পুরুষসূক্তের উপান্তিম মন্ত্র (১০।৯০।১৫)। এই দুই বিষয় ব্যতীত অপর সমস্ত বিষয়ে শাকলশাখীয় 'ঋগ্বেদ' এবং 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' প্রাপ্ত পুরুষসূক্তদ্বয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল আছে। যাহা হউক, এইরূপে মনে হয় "মুদ্গলোপনিষদে" উক্ত 'বেদাহমি'ত্যাদি মন্ত্রদ্বয় 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র পুরুষসূক্তে নিবদ্ধ উক্ত মন্ত্রদ্বয়ই। তাহাতে অনুমান হয় 'মুদ্গলোপনিষৎ' 'ঋগ্বেদে'র যে শাখার অন্তর্গত, সেই শাখার পুরুষসূক্তের পাঠ 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকো'ক্ত পুরুষসূক্তের পাঠের মতই ছিল। তাহা সত্য হইলেও, আমাদের বিচারের পরিসমাপ্তি তাহাতে হয় না। কেননা, যে শঙ্কা সমাধানের জন্য বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে, সেই শঙ্কার সমাধান তাহাতে হয় না। উক্ত মন্ত্রদ্বয় বিবর্তপ্রতিপাদক বলিয়া সহজে মনে করা যায় না। সুতরাং উহাদের আধারেও বলা যায় না পুরুষসূক্তের তাৎপর্য্য অদ্বৈতবাদে। অতএব 'মুদ্গলোপনিষদে'র ঐ সিদ্ধান্তের ভিত্তি কি তাহা নিরূপণের জন্য আরও বিচার কর্তব্য। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' পুরুষসূক্তের অব্যবহিত পরে, এক ভিন্ন অনুবাকে[১] ছয়টি মন্ত্র আছে। সায়ন লিখিয়াছেন যে, উহারা 'উত্তরনারায়ণ' নামে খ্যাত। উহাদের দ্রষ্টাও নারায়ণ ঋষি। 'আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে'ও উহাদের উল্লেখ, তথা প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।[২] 'উত্তরনারায়ণে'র উল্লেখ এবং প্রয়োগ 'শতপথব্রাহ্মণে'ও আছে[৩]। উহার মতে পুরুষ নারায়ণের 'পুরুষসূক্তে' সর্বসমেত ষোলটি মন্ত্র আছে[৪]।
উহাদের কোনটি ঋগ্বেদের শাকল শাখায় নাই। পরন্তু 'বাজসনেয়সংহিতা'র মাধ্যন্দিন শাখার পুরুষসূক্তে উহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[৫] সুতরাং

১। তৈত্তিআ. ৩।১৩ অনুবাক। পুরুষসূক্ত ৩।১২ অনুবাক।

২। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র। ৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৩৬।২।২০

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১৩।৬।২।১২;

অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' নামক এক পঞ্চরাত্রতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 'পুরুষসূক্তে'র ঋক্‌সংখ্যা বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন মনে করা হইত। কেহ কেহ ৪ উহাতে ঋক্, অপরে ৫, ৬ বা ৭ ঋক্, অন্যের ১৬ ঋক্, আর কেহ বা ১৭ ঋক্ আছে বলিয়া গ্রহণ করেন। (৫৯ ৩-৪) 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে "অষ্টাদশ ঋচঃ প্রোক্তাঃ পৌরুষে সূক্তসত্তমে"। (৩৬।১৫-১; আরও দেখ ৩৬ ১৫-২, ৯৯-১০৩)

৫। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে 'বাজসনেয়সংহিতা'র (মাধ্যন্দিন শাখার) ৩১শ অধ্যায়ে সর্ব সমেত ২২টি মন্ত্র আছে। উহাদের প্রথম ১৬টি মন্ত্র ঈষৎ পাঠভেদে এবং সমাবেশভেদে শাকলশাখীয় 'ঋগ্বেদে'র পুরুষসূক্তের সমান এবং অবশিষ্ট ৬টী মন্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠভেদে 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' উক্ত 'উত্তরনারায়ণীয়' সূক্তই। সুতরাং 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র পুরুষসূক্তে 'বেদাহমি'ত্যাদি মন্ত্রদ্বয় যেমন শাকলশাখীয় ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে নাই, তেমন মাধ্যন্দিনশাখীয় 'বাজসনেয়সংহিতা'য়ও নাই।

উহারা সত্যই নারায়ণ ঋষি কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা যায়। উহাদের মধ্যে এই মন্ত্রদ্বয় আছে,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্ত-
রজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিং
মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ ॥"[১]

ইহাদের দ্বিতীয় মন্ত্র অবশ্যই বিবর্তবাদ প্রতিপাদক।[২] সুতরাং তাহাতে বলা যায় যে নারায়ণ ঋষি বিবর্তবাদী ছিলেন। 'মুদ্গলোপনিষদে'র শাখীয় 'ঋগ্বেদে'ও এই 'উত্তরনারায়ণীয়-সূক্ত ছিল বোধ হয়। তাহাতে স্পষ্টতঃ উক্তও হইয়াছে যে, পুরুষসূক্তের দুই খণ্ড ছিল ('পুরুষসূক্তাভ্যাং খণ্ডদ্বয়াভ্যাং')।[৩] তত্রোক্ত 'বেদাহমি'ত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পূর্বোক্ত 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র পুরুষসূক্তস্থ মন্ত্রদ্বয় না হইয়া এই মন্ত্রদ্বয়ও হইতে পারে। যাহা হউক, এই মন্ত্র শেষোক্ত মন্ত্রের আধারে বলা যায় যে, পুরুষসূক্তের তাৎপর্য্য অবশ্যই অদ্বৈতবাদে। 'মুদ্গলোপনিষদে' তাহা সত্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং পূর্বে যে অনুমান করা গিয়াছিল, হয়ত অদ্বৈতভক্ত অপর কোন ঋষি পুরুষসূক্ত জোর করিয়া অদ্বৈতবাদানুগত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা অমূলক সিদ্ধ হয়।

এই প্রসঙ্গে ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, 'মুদ্গলোপনিষদে'র মতে 'পুরুষসূক্তের প্রথম তিন (কি চার) মন্ত্রে 'চতুর্ব্যূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,' 'ত্রিপাদ্' ইত্যাদি মন্ত্রে অনিরুদ্ধের বৈভব প্রোক্ত হইয়াছে[৪], পুরুষের যে পাদ জগৎ হইয়াছে, উহাকে 'অনিরুদ্ধনারায়ণ' বলা হইয়াছে। এই সকল সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়-প্রকরণেও আছে। কথিত হইয়াছে যে, বাসুদেব ইন্দ্রকে প্রথমে "ভগবদ্জ্ঞান" উপদেশ করেন। পরে আরও সূক্ষ্মতত্ত্ব শ্রবণে অভিলাষী প্রণত ইন্দ্রকে তিনি দুই খণ্ড পুরুষসূক্তে পরম

১। তৈ আরা, ৩।১৩।৪১ ; বাজসং (মাধ্য), ৩১।১৮-১ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে পূর্বে দেখ।
২। পূর্ব দেখ। ৩। মুদ্গউ, ২। ৪। মুদ্গউ, ১।৪।

রহস্য জ্ঞান উপদেশ করেন।[১] এই সকল হইতে এবং ব্রহ্মের বিষ্ণু, হরি ও বাসুদেব নামের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, অন্ততঃ মুদ্গলোপনিষদে'র মতে; পুরুষসূক্তের স্রষ্টা নারায়ণ ঋষি এবং 'মহাভারতো'ক্ত একায়ন ধর্মের প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি অভিন্ন ব্যক্তি। একায়নধর্ম যে সম্পূর্ণ অদ্বৈতমূলক তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে দেখান হইয়াছে যে, পুরুষসূক্তের তাৎপর্যও অদ্বৈতবাদে। এইরূপে উভয়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অভিন্ন হওয়াতে ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হয়।

নাসদীয়সূক্ত

সুপ্রসিদ্ধ নাসদীয়সূক্তের তাৎপর্য্য পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'শতপথব্রাহ্মণে' উহার এক ব্যাখ্যা আছে। উহাই হয়ত ঐ সূক্তের প্রাচীনতম ব্যাখ্যা। তথায় আছে, "এই জগৎ পূর্বে যেন অসৎ ছিল না, যেন সৎ ছিল না। অথবা এই জগৎ পূর্বে যেন ছিল, যেন ছিল না। তখন ইহা কেবলমাত্র মনই ছিল। সেই হেতু ঋষি কর্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে—'তখন অসৎ ছিল না, এবং সৎও ছিল না।' কেননা, মন যেন সৎ নহে, যেন অসৎ নহে। ঐ মন সৃষ্ট হইয়া আবির্ভূত হইতে ইচ্ছা করিল,—নিরুক্ততর মূর্ত্ততর (হইতে ইচ্ছা করিল)। উহা আপনাকে অন্বেষণ করিল; উহা তপ করিল ইত্যাদি।[২]

নাসদীয়সূক্তের তাৎপর্য্য

'মহাভারতে' নাসদীয়সূক্তের তাৎপর্য্য আছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন

(প্রলয়ে) 'সম্প্রক্ষালনকালেঽতিক্রান্তে চতুর্যুগসহস্রান্তে। অব্যক্তে সর্বভূত-
প্রলয়ে সর্বভূতস্থাবরজঙ্গমে।
জ্যোতিধরণিবায়ুরহিতে অন্ধে তমসি জলৈকার্ণবে লোকে ॥ ৩ ॥
"আপ ইত্যেবং ব্রহ্ম ভূতসংজ্ঞকেঽদ্বিতীয়ে প্রতিষ্ঠিতে ॥ ৪ ॥
ন বৈ রাত্রাং ন দিবসে ন সতি নাসতি ন ব্যক্তে ন চাপ্যব্যক্তে ব্যবস্থিতে ॥ ৫ ॥

১। ঐ, ২। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতেও, পুরুষসূক্তে'র প্রথম চারি মন্ত্রে 'চাতুরাত্ম্য বিবেচিত হইয়াছে।' (৫৯।৩১)

২। "নৈব বা ইদমগ্রেঽসদাসীন্নৈব সদাসীৎ। আসীদিব বা ইদমগ্রে নেবাসীত্তদ্ধ তন্মন এবাস ॥ ১ ॥ তস্মাদেতদৃষিণাভ্যনূক্তম্। 'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীমিতি। নেব হি সন্মনো নেবাসৎ ॥ ২ ॥ তদিদং মনঃ সৃষ্টমাবিরবুভূষৎ। নিরুক্ততরং মূর্ত্ততরং। তদাত্মানমন্বৈচ্ছত্তত্তপোঽতপ্যত -ইত্যাদি।" (শতব্রা মাধ্য), ১০।৫।৩।১-

এবমস্তামবস্থায়াং নারায়ণগুণাশ্রয়াদজরামরাদনিন্দ্রিয়াদগ্রাহ্যাদসম্ভবাৎ, সত্যা-দহিংস্রাল্ললামাদ্বিবিধপ্রবৃত্তিবিশেষাদবৈরাদক্ষয়াদজরাদমূর্তিতঃ সর্বব্যাপিনঃ সর্বকর্তুঃ শাশ্বতস্তমসঃ পুরুষঃ প্রাদুর্ভূতো হরিরব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥ নিদর্শনমপি হ্যত্র ভবতি ॥ ৭ ॥ নাসীদহো ন রাত্রিরাসীন্ন সদাসীন্নাসদাসীত্তম এব পুরস্তাদ্ভবদ্বিশ্বরূপস্য রজনী হি এবমস্যার্থোঽনুভাষ্যঃ ॥ ৮ ॥ তস্যেদানীং তমসঃ সম্ভবস্য পুরুষস্য ব্রহ্মযোনের্ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবে স পুরুষঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষমাণো নেত্রাভ্যামগ্নীষোমৌ সসর্জ। ততো ভূতসর্গেষু সৃষ্টেষু প্রজাঃ ক্রমবশাদ্ ব্রহ্মক্ষত্রমুপাতিষ্ঠন্। যঃ সোমস্তদ্‌ব্রহ্ম যদ্ ব্রহ্ম তে ব্রাহ্মণা যোঽগ্নিস্তৎ ক্ষত্রং ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্ম বলবত্তরম্।

পূর্বে কৃষ্ণ বলেন যে—"অগ্নিঃ সোমেন সংযুক্তঃ একযোনিত্বমাগতঃ।
অগ্নীষোমময়ং তস্মাজ্জগৎ কৃৎস্নং চরাচরম্ ॥" (৩৪১।৫৮)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেন—

'অগ্নীষোমৌ কথং পূর্বমেকযোনী প্রবর্তিতৌ।' এষ মে সংশয়ো জাতস্তং ছিন্ধি মধুসূদন ॥ ১ ॥

তখন কৃষ্ণ বলেন—

"নাসদীয়ে হি ব্রহ্মপ্রধানে সূক্তে মন্ত্রবর্ণো ভবতি 'ন মৃত্যুরাসীদমৃতং...পরঃ কিঞ্চনাস।" "আনীদিতি প্রাণকর্মোপাদানাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তমিব প্রাণং সূচয়তি। তস্মাদজঃ প্রাণ ইতি কস্যচিন্মতিঃ। তামতিদেশেনাপনুদতি। আনীচ্ছব্দোঽপি ন প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণসদ্ভাবং সূচয়তি। অবাতমিতি বিশেষণাৎ।...তস্মাৎ কারণসদ্ভাব-প্রদর্শনার্থ এবায়মানীচ্ছব্দ ইতি।" (ব্রহ্মসূত্র, ২।৪।৮ শঙ্করভাষ্য)

"নেব বা ইদমগ্রেঽসদাসীন্নেব সদাসীৎ। আসীদিব বা ইদমগ্রে নেবাসীত্তদ্ধ তন্মন এবাস ॥ ১ ॥ তস্মাদেতদৃষিণাভ্যনূক্তম্। নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীমিতি। নেব হি সন্মনো নেবাসৎ ॥ ২ ॥ তদিদং মনঃ সৃষ্টমাবিরবুভূষৎ। নিরুক্ততরং মূর্ততরং তদাত্মানমন্বৈচ্ছত্তত্তপোঽতপ্যত তৎ প্রামূর্চ্ছত্তৎ ষট্‌ত্রিংশতং সহস্রাণ্যপশ্যদা-ত্মনোঽগ্নীনর্কান্মনোময়ান্মনশ্চিতস্তে মনসৈবাধীয়ন্ত মনসাচীয়ন্ত মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাস্তুবত মনসাশংসন্যৎ কিং চ যজ্ঞে কর্ম ক্রিয়তে যৎ কিঞ্চ যজ্ঞিয়ং কর্ম মনসৈব তেষু তন্মনোময়েষু মনশ্চিৎসু মনোময়মক্রিয়ত তদ্যৎ কিং চেমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি তেষামেব সা কৃতিস্তানেবাদধতি তাংশ্চিন্বন্তি তেষু গ্রহান্ গৃহ্ণন্তি তেষু স্তুবতে তেষু শংসন্ত্যেতাবতী বৈ মনসো বিভূতিরেতাবতী

বিস্পষ্টিরেতাবন্মনঃ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণ্যগ্ন্যোহর্কাস্তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্বঃ ॥ ৩ ॥" ইত্যাদি শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।৩।১—

* যাস্ক বলেন "অথাপি কস্তচিদ্বাবস্থাচিখ্যাসা—'ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি', "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে"—(নিরুক্ত, ৭।৩।৫) "ইদমেব তাবদতিক্রান্তসর্ববিশেষং ব্রহ্ম ব্যপদেষ্টুমশক্যমতোঽপি পরস্তাৎ কিমন্যদ্ ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ (দুর্গাচার্য্য)।

মধুবিদ্যা

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' এক মধুবিদ্যার বর্ণনা আছে।[১] কথিত হইয়াছে যে, ঐ মধুবিদ্যা দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষি অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছেন।[২] ঐ কথা 'ঋগ্বেদে' ও আছে[৩] তথায় আরও আছে যে, দধীচি ত্বাষ্ট্রা হইতে ঐ মধুতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৪] 'ঋগ্বেদে'র ৫ম মণ্ডলের ৭৫তম সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রে,—ঐ সূক্তে একুনে ৯ মন্ত্র আছে—অশ্বিনীদ্বয়কে "মাধ্বী" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[৫] মধু সম্বন্ধে বিদ্যা 'মাধ্বী'। বিদ্যা ও বেদিতার অভেদোপচার হেতু অশ্বিনীদ্বয়কে "মাধ্বী" বলা হইয়াছে। 'বাজসনেয় সংহিতা'য় (৩৭।১৮) অশ্বিনীদ্বয়কে "মাধ্বী" এবং "মাধূচী" উভয়ই বলা হইয়াছে। 'শতপথব্রাহ্মণে'র (মাধ্য, ৬।১।৫।১৮; ১৪।১।৪।১৩) মতে ঐ মধু "মধু নাম ব্রাহ্মণ"। (১) 'ঋগ্বেদে'র কোন কোন মন্ত্রে (১।২২।৩; ১।১৫৭।৪) অশ্বিদ্বয়ের 'মধুমতী কশা'র উল্লেখ আছে এবং উপাসক তাঁহাদের নিকট তাহা প্রার্থনা করিয়াছেন। 'অথর্ববেদে'র নবম কাণ্ডের প্রথম সূক্তে মধুকশার বিস্তারিত উপাসনা আছে। মধুকশা মধুবিদ্যাই; কেননা, আচার্য্য যাস্ক বলিয়াছেন যে 'কশা' অর্থ 'বাক্'ই। 'অথর্ববেদে' (১০।৭।১৯) আছে, মধুকশা স্কম্ভের জিহ্বা এবং ব্রহ্ম (বা বেদ) তাঁহার মুখ। যাহা হউক, তাহাতে মনে হয় বৈদিক কালে ঐ মধুবিদ্যার বিশেষ প্রচার

১। বৃহউ, ২।৫ ব্রাহ্মণ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫ ব্রাহ্মণ

২। বৃহউ, ২।৫।১৬- ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১৬- ; ১৪।১।১।২০-৫ ; ১৪।১।৪।১৩

৩। যথা, দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষিবান্ ঋষি বলিয়াছেন, "দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ॥" (ঋকসং, ১।১১৬।১২)। এই বচন 'শতপথব্রাহ্মণে' অনূদিত হইয়াছে। (বৃহউ, ২।৫।১৬; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।২৫; ১৪।১।১।২৫। আরও দেখ ঋক্ সং ১।১১৭।২২; ১।১১৬।১২; ১০।৪৮।২

৪। ঋক্ সং, ১।১১৭।২২; আরও দেখ, বৃহউ, ২।৫।১৭

৫। ঐ সকল মন্ত্রের কতিপয় 'সামবেদসংহিতা'য় ও পাওয়া যায় (পূ, ৪।৩।১০; উ, ৮।৩।১২

ছিল। 'ঋগ্বেদে'র শাকল শাখায় উহার বিবৃতি নাই। তথায় গৌতম ঋষিদৃষ্ট নিম্নোক্ত ঋক্‌ত্রয় পাওয়া যায়,—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥"[১]

যজ্ঞকারীর পক্ষে 'বায়ু মধু বহন করে। নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করে। ওষধীসমূহ আমাদের পক্ষে মধুময় হউক। রাত্রি এবং উষাসমূহ মধু। পার্থিব রজ মধুময়। আমাদের দ্যৌ মধু হউক। বনস্পতি আমাদের জন্য মধুমান্ হউক। সূর্য্য মধুমান্ হউক। গোসকল ও আমাদের জন্য মধুময় হউক।' ঐ ঋক্‌ত্রয় বেদের অন্যত্রও পাওয়া যায়।[২] 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে, 'মধু' অর্থ 'রস' এই ঋক্‌ত্রয় রস বিধান করে। যাবৎ আত্মা, তাবৎ রস এবং উহাই এই লোকসমূহ।[৩] উহাতে আরও আছে

"সর্বং বা ইদং মধু যদিদং কিং চ।"[৪]

'এই যাহা কিছু,—এই সমস্তই মধু।'

(২) বেদে আছে

"তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং
নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা
বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥"[৫]

১। ঋক্‌সং, ১।৯০।৬-৭

২। বাজসং (মাধ্য), ১৩।২৭-৯; কাণ্বসং, ১৪।৩।১-৩; তৈত্তিসং, ৪।২।৯।৩; মৈত্রা সং, ২।৭।১৬; কাঠসং, ৩৯।৩; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৯.৩।১১-৩; বৃহউ, ৬।৩।৬; তৈত্তিআ, ১০।১০।১১-৩; ১০।৪৯

৩। 'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্যান্দিন শাখায়) আছে
"মধ্বেতি ত্রিচো রসো বৈ মধু রসমেবাস্মিন্নেতদ্দধাতি।"—(৭।৫।১।৪)
"রসো বৈ কূর্ম্মো রসমেবৈতদুপদধাতি যাবানু বৈ রসস্তাবানাত্মা স এব ইম এব লোকাঃ।" (৭।৫।১।১)

৪। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।১।৩।১৩ ৫। ১০৭ দেখর্ষপূ:

(ই) 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে'ও আছে

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি।"[১]

'উহা (ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই রসস্বরূপ। কেননা, এই রস লাভ করত (লোক) আনন্দী হয়।' সুতরাং 'মধু' বা 'রস' বস্তুত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই ব্রহ্ম। লোককে আনন্দিত করে এবং উহাকে পাইয়া জীব আনন্দে বিভোর হয় বলিয়াই, উহাকে 'মধু' বলা হয়। ("মোদনাৎ মধু") এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ আনন্দময় ব্রহ্মই ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করতঃ ব্রহ্মানন্দে বিভোর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরই উদ্গার ঐ ঋক্‌ত্রয়।[২]

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র মধুবিদ্যায় ও প্রায় সেই প্রকার বিবৃতি আছে।

"ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।"[৩]

এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময় ও অমৃতময় এই পুরুষ এবং এই যে অধ্যাত্ম শারীর তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ (উভয়েই এক ও অভিন্ন)। ইনি নিশ্চয়ই তাহা, যাহা এই আত্মা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই সর্ব।' ঠিক এই প্রকার উক্তি পর পর আপ, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নু, আকাশ, ধর্ম, সত্য এবং মানুষ সম্বন্ধেও আছে।[৪] অতঃপর বিবৃত হইয়াছে যে

"অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।"[৫]

এই আত্মা সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই আত্মার মধু। এই আত্মায় যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ এবং এই যে আত্মা তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ (উভয়েই এক ও অভিন্ন)। ইনিই নিশ্চয়ই তাহা, যাহা এই আত্মা। ইহাই

১। তৈত্তিউ, ২।৭

২। ভগবান্ শৌনক বলেন, "মধু বাতাস্ত্বচ তস্মিন্ পরমং মধুপীতায়তে।" (বৃহদ্দেবতা ।১২৩১)

৩। বৃহউ, ২।৫।১ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১

৪। বৃহউ, ২।৫।২-১৩ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।২-১৩

৫। বৃহউ, ২।৫।১৪ ; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১৪

অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই সর্ব।' এই বচনের প্রথমে উল্লিখিত আত্মা সর্বাত্মাই। প্রথমে পৃথিবী শরীরাদি ব্যষ্টি দৃষ্টিতে আত্মা বা পুরুষের উল্লেখ হইয়াছিল, এখানে সমষ্টি দৃষ্টিতে সর্বাত্মার উল্লেখ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। "সেই এই আত্মা সর্বভূতের অধিপতি, সর্বভূতের রাজা। যেমন রথচক্রের নাভি এবং নেমিতে সমস্ত অর অর্পিত, তেমন এই আত্মায় সমস্ত ভূতবর্গ, সমস্ত দেবতাগণ, সমস্ত লোকসমূহ, সমস্ত প্রাণসমূহ এবং এই আত্মাসমূহ সমর্পিত।"[১]

এই বিবৃতি হইতে অনায়াসে জানা যায়, এই তেজোময় এবং অমৃতময় আত্মা বা পুরুষ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের অভ্যন্তরে, সুতরাং এই জীবশরীরের অভ্যন্তরেও বর্তমান। উহাই আধিদৈবিকাত্মা বা অন্তর্যামী ঈশ্বর, উহাই শারীরাত্মা বা জীব, উহাই সর্বাত্মা, উহাই ব্রহ্ম, এবং উহাই এই সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ। অতএব উহা ব্যতীত অপর কিছুই নাই। ইহাতে মনে হয়, জীবে জীবে ভেদ এবং জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ বস্তুত ঔপাধিক মাত্র। মধুবিদ্যার উপসংহারে দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষি প্রকৃতপক্ষে স্পষ্টতই তাহা বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম পুরুষসমূহ সৃজন করত তাহাতে প্রবেশ করিয়া পুরুষ হইয়াছেন।[২] অনন্তর তিনি আরও বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য; তিনি মায়া দ্বারাই অনেকাত্মক জগৎ প্রপঞ্চ হইয়াছেন।[৩] সুতরাং ঐ পুর বা উপাধি সমূহ বাস্তব নহে, মায়িক। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে জীবেশ্বরভেদও মায়িক। সুতরাং মধুবিদ্যার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব মায়াবাদই। সাধক যখন প্রথম তাহা উপলব্ধি করে, তখন আনন্দময় হইয়া যায়। তখন সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ এবং জীবন্মুক্ত সাধক পরস্পরের আনন্দ বর্ধন করে, পরস্পর পরস্পরের মধু হয়। "এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু" ইত্যাদি শ্রুতিবচনসমূহে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মধুবিদ্যার উল্লেখ 'ঋগ্বেদে'ও আছে, দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষিবান্ ঋষি উহার উল্লেখ করিয়াছেন। মায়াবাদ যে বৈদিক যুগে সুপ্রচলিত ছিল, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' এক মধু বিদ্যার বর্ণনা আছে।[৪] উহা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের, উহা নাকি ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতিকে (বিরাট্‌পুরুষকে) প্রদান

১। বৃহউ, ২।৫।১৫, শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১৫

২। বৃহউ, ২।৫।১৮; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১৮ পূর্বে দেখ।

৩। বৃহউ, ২।৫।১৯; শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৫।১৯ পূর্বে দেখ।

৪। ছান্দোউ, ৩।১—১১ খণ্ড।

করিয়াছিলেন। তিনি মনুকে এবং মনু আপন সন্তানগণকে উহার উপদেশ করেন। এইরূপে পরম্পরাগত ঐ মধুবিদ্যা অরুণ ঋষি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্দালককে প্রদান করেন।[১] উহাতে আদিত্যে মধু ভাবনা করিতে হয়। আদিত্য মধু; অন্তরিক্ষ চাক্, দ্যুলোকরূপ তির্য্যক্‌বংশে উহা ঝুলিতেছে; এবং কিরণসমূহ মধুমক্ষিকা।[২] আদিত্যের বিভিন্ন দিকস্থ কিরণসমূহকে বিভিন্ন মধুনাড়ী বলিয়া ভাবনা করিতে হয়। ঐ মধুবিদ্যার ফল এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে, "যে ঐ ব্রহ্মোপনিষৎ জানে, তাহার জন্য সূর্য্য উদয়ও হয় না এবং অস্তও যায় না,—সর্বদাই দিন থাকে।"[৩] অর্থাৎ সাধক তখন কালাতীত হইয়া চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে নিত্য স্থিতি লাভ করে, তাহার কোন ভাব বিপর্য্যয় হয় না; সে ব্রহ্মই হয়। যাহারা সম্পূর্ণ রহস্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না, পরন্তু অংশত অবগত হয় তাহারা বসুরুদ্রাদি দেবতাগণের অন্যতম হইয়া বিভিন্ন কাল পর্য্যন্ত আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করেন।[৪] ঐ প্রকারে সুদীর্ঘকাল ভোগের পর, ভোগক্ষয়ে, প্রকৃত ব্রহ্ম রহস্য অবগত হইয়া, ব্রহ্মত্ব লাভ করে। যাহা হউক, 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' উক্ত মধুবিদ্যার ন্যায় 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' উক্ত মধুবিদ্যাকেও মায়াবাদমূলক মনে করিবার কোন হেতু নাই।

পতঙ্গসূক্ত বা মায়াসূক্ত

'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ১৭৭ তম সূক্তের দ্রষ্টা প্রজাপতির পুত্র পতঙ্গ ঋষি। উহাতে "মায়াভেদ" (বা মায়ার বিনাশ) প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই হেতু উহার দেবতা মায়া। ঐ পতঙ্গসূক্ত বা মায়াসূক্তে তিনটি মন্ত্র আছে।

"পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়া
হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।
সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে
মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ ॥ ১ ॥

১। ছান্দোউ, ৩.১১।৪ ২। ছান্দোউ, ৩।১।১ ৩। ছান্দোউ, ৩.১১।৩
৪। ছান্দোউ, ৩।৬–১০ খণ্ড।

পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্তি
তাং গন্ধর্বোঽবদদ্গর্ভে অন্তঃ
তাং দ্যোতমানাং স্বর্য্যং মনীষা-
-মৃতস্য পদে কবয়ো নিপান্তি ॥ ২ ॥
অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানম্
আ চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্ ।
স সধ্রীচী বিষুচীর্বসানঃ
আ চরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥ ৩ ॥"

এই মন্ত্রত্রয় অন্যত্রও অনূদিত হইয়াছে।[১] তৃতীয় মন্ত্র দীর্ঘতমা ঋষিও দেখিয়াছিলেন।[২] উহা অপর সংহিতাদিতেও পাওয়া যায়।[৩] ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে এই মন্ত্রত্রয় বা উহাদের কোন কোনটি, কোথাও প্রাণ পক্ষে এবং কোথাও আদিত্য পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৪] ভাষ্যকার সায়ন উহাদিগকে তদ্ব্যতীত, কোথাও কোথাও জীব এবং পরমাত্মা পক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৫] বিশেষ প্রণিধান করিলে দেখা যায়, দীর্ঘতমা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট 'বামীয় সূক্তে' (ঋক্‌সং, ১।১৬৪) "অপশ্যং গোপাং" ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্বের এবং পরের মন্ত্র জীববিষয়ক। উহার অব্যবহিত পূর্বের মন্ত্র (ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩০) জীবের জন্মমৃত্যু বিষয়ে। উহার অব্যবহিত পরের মন্ত্রে (ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩২) জীবের গর্ভবাস ক্লেশ এবং পুত্রোৎপাদনে পিতামাতার অজ্ঞানতা বিবৃত হইয়াছে। তৎপরের মন্ত্রে (ঋক্‌সং

১। তৈত্তিআ ৩।১১।১০—১ (প্রথম দুই মন্ত্র ; বিপাশ্চতঃ স্থলে 'মনীষিণঃ' পাঠান্তরে) ; ৫।৭।১ (তৃতীয় মন্ত্র) ; জৈমিউব্রা. ৩।৩৫।১, ৩।৩৬।১, ৩।৩৭।১

২। ঋক্‌সং, ১।১৬৪।৩১

৩। বাজসং (মাধ্য), ৩৭।১৭ কাণ্বসং, ৪।৭।৩৪ ; অথসং, ৯।১৫।১১ মৈত্রাসং, ৪।৯।৬

৪। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে' তিন ও মন্ত্র প্রাণের পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৩,৩৫।২-৭ ; ৩।৩৬।২-৬ ; ৩।৩৭।২-৬)। তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা (১) প্রাণ পক্ষে, ঐতআ, ২।১।৬ ; তৈত্তিআ, ৫।৬।১০ ; (২) আদিত্য পক্ষে,—শতব্রা (মাধ্য), ১৪।১।৪।৯-১০ ; তৈত্তিআ, ৫।৬।১১-৫ ; (৩) জীবভূত পরমাত্মা পক্ষে—নিরুক্ত, ১৪।৩। ঐ সূক্ত সম্বন্ধে শৌনক লিখিয়াছেন, "তৎ সৌর্যাত্মকং মন্ত্রস্তে মায়াভেদং তথাহপরে ॥" (বৃহদ্দেবতা, ৮।৭৫.২) তিনি মনে করেন যে উহার দ্বিতীয় মন্ত্রে বাক্ দেবীর স্তুতি করা হইয়াছে। (ঐ, ৮।৭৬)

৫। আদিত্য পক্ষে—ঋক্‌সং ভাষ্য, ১।১৬৪।৩১, তৈত্তিআ ভাষ্য, ৩।১১।১০-১ ; ৫।৭।১ (আদিত্য-রূপে মহাবীর)। সূর্য্য এবং জীবভূত পরমাত্মা পক্ষে—ঋক্‌ভাষ্য, ১০।১৭৭।১-২ ; সূর্য্য ও প্রাণ পক্ষে—ঋক্‌ভাষ্য ৭৭।৩

১।১৬৪।৩৩) ঋষির আপন জন্ম সম্বন্ধে। 'অথর্ববেদে'ও এ প্রকার দেখা যায়।[১] এই প্রকরণ বিষয় হইতে মনে হয়, দীর্ঘতমার সূক্তে উহা অবশ্যই জীববিষয়ক। সুতরাং মায়াসূক্তেও উহাকে সেই অর্থে গ্রহণ করা যায়। ভগবান যাস্ক বস্তুতই উহাকে জীবভূত পরমাত্মা পক্ষে পরিগ্রহণ করিয়াছেন। সেইহেতু উহার পূর্বের দুই মন্ত্রকেও, সুতরাং সমগ্র মায়াসূক্তকে জীব বিষয়ক বলা যাইতে পারে। সায়নাচার্য্য ঐ দুই সূক্তকে বিকল্পে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—

'অসুরের মায়া (অর্থাৎ পরব্রহ্ম সম্বন্ধী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া) দ্বারা জীবরূপে অভিব্যক্ত পতঙ্গ বা পরমাত্মাকে পণ্ডিতগণ মন দ্বারা (অর্থাৎ মানসচক্ষে) হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করেন। ক্রান্তদর্শিগণ সমুদ্র বা পরমাত্মার মধ্যে (অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূত তাঁহাতে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ অধ্যস্তরূপে) দেখেন। পণ্ডিতগণ (বৃত্তিজ্ঞানরূপ) কিরণসমূহের অধিষ্ঠানকে (পরব্রহ্মকে) লাভ করিতে ইচ্ছা করেন।

'পতঙ্গ বা পরমাত্মা মনে মনে বাক্য ধারণ করেন (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে তিনি মনে মনে স্রষ্টব্য বিষয় পর্য্যালোচনা করেন)। গর্ভ বা হিরণ্ময় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গন্ধর্ব (হিরণ্যগর্ভ) সেই বাণী বলিয়াছেন। সেই দৈববাণী দিব্য এবং স্বর্গদায়ী। কবিগণ অমৃতের স্থানে উহাকে রক্ষা করেন।'

তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা সেই প্রকারে তিনি করেন নাই। উহা করাই তাঁহার বিশেষ উচিত ছিল। যাহা হউক, উহা এই প্রকার হইবে,—"গোপা বা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতাকে (অর্থাৎ জীবভূত পরমাত্মাকে) দেখিলাম। তাহার পতন বা বিনাশ নাই। সে নিকটে ও দূরে (অর্থাৎ ইহলোকে এবং পরলোকে, ও জীবনকালে ইন্দ্রিয়মার্গে ইতস্তত) নানা পথে বিচরণ করিতেছে। সে দিক্ ও

১। অথসং ঋক্সং
ঌ।১৫।৮ = ১।১৬৪।৩০ (পূর্বে দেখ)
ঌ।১৫।৯ = ১০।৫৫।৫ (জীবের যৌবন, জরা, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম বিষয়ক)
ঌ।১৫।১০ = ১।১৬৪।৩২ (পূর্বে দেখ)
ঌ।১৫।১১ = ১।১৬৪।৩১
ঌ।১৫।১২ = ১।১৬৪।৩৩

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' প্রথম দুই মন্ত্রের পূর্বের কতিপয় মন্ত্র আদিত্য বিষয়ক এবং পরের কতিপয় মন্ত্র গ্রাম্য পশু বিষয়ক। সুতরাং ঐ মন্ত্রদ্বয় আদিত্যবিষয়কও হইতে পারে, অথবা আদিত্য এবং গ্রাম্য পশুর মধ্যবর্তী জীববিষয়কও হইতে পারে।

বিদিক আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত অর্থাৎ সর্বব্যাপী।[১] (তথাপি) ঐরূপে সে ভুবন মধ্যে পুনঃপুনঃ আবর্তন করিতেছে।'

বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্ম বা প্রাণদেবতাই আদিত্য মণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ রূপে এবং শরীর মধ্যে জীবাত্মারূপে বা মুখ্য প্রাণরূপে অবস্থিত। আদিত্য পুরুষ এবং শরীর পুরুষ বস্তুত সম্পূর্ণ অভিন্নই। "অপশ্যং গোপা" ইত্যাদি মন্ত্রের তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (৪।৭।১) মহাবীরের পক্ষে কথিত হইয়াছে। প্রকরণ বলে তাহা জানা যায়। কল্পসূত্রেও তাহা স্পষ্টত ব্যক্ত হইয়াছে। আবার পরে উহা প্রাণ ও আদিত্য পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাতে অনায়াসে বুঝা যায় যে, মহাবীরই প্রাণরূপ এবং আদিত্যরূপ। সায়নও তাহা বলিয়াছেন। জগৎপ্রপঞ্চ প্রাণেরই মহিমা, প্রাণই উহাকে রক্ষা করিতেছে এবং উহার দ্বারা প্রাণ ছন্ন—এই সিদ্ধান্তের প্রমাণরূপে 'ঐতরেয়ারণ্যকে' (২।১।৬) এই মন্ত্র অনূদিত হইয়াছে. এই সকল বিচারে বলিতে হয় যে, মায়াসূক্তের মন্ত্রকে যে ব্রাহ্মণাদিতে কোথাও আদিত্য পক্ষে, কোথাও প্রাণ এবং কোথাও জীব পক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে কোন অসামঞ্জস্য হয় নাই। পরন্তু 'নিরুক্তে'র পরিশিষ্টে যাস্কাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে "অপশ্যং গোপা" ইত্যাদি মন্ত্র ব্যতীত বেদের আরো অনেক মন্ত্রকে অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আদিত্য এবং আত্মা পক্ষে ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁহার মনে ঐ সমস্ত মন্ত্র বস্তুত পরমাত্মা প্রতিপাদক। উহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ব্রহ্মই "অসুরের মায়া দ্বারা" ('অসুরস্য মায়য়া') মুখ্য প্রাণ, আদিত্য বা জীবরূপ পতঙ্গ হইয়াছেন। প্রথম মন্ত্রে স্পষ্টতই তাহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উহা গর্গ ঋষির "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে" বাণীর মতই। অতএব মায়াসূক্তে মায়াবাদই খ্যাপিত হইয়াছে। 'জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণে' (৩।৩৫।৩) উক্ত হইয়াছে যে, মনই অসুর। যেহেতু উহা অসু বা প্রাণসমূহে রমণ করে, সেইহেতু উহাকে অসুর বলা হয়। বেদের মতে, সৃষ্টির মূল কারণ স্রষ্টার মন বা কাম। পূর্বে তাহা

১। মূলের 'সধ্রীচী' ও 'বিষূচী' শব্দের অর্থ, 'শতপথব্রাহ্মণ' (মাধ্য, ১৪।১।৪।১০) ও 'ঐতরেয়ারণ্যকে'র (২।১।৬) মতে, এই দিক্ সমূহই। যেমন সায়ন বলিয়াছেন, 'সধ্রীচী' অর্থ 'পরস্পরসংশ্লিষ্ট', সুতরাং পূর্বাদি চারিদিক এবং 'বিষূচী' অর্থ 'পরস্পরবিযুক্ত', সুতরাং অগ্ন্যাদি চারি বিদিক।

প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ মন কোথা হইতে আসিল বলা যায় না। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' আছে যে[1]

"নৈব হি সন্মনো নৈবাসৎ"

'মন সৎও নহে অসৎও নহে।' সৃষ্টির পূর্বে উহা ছিল, অপর কিছুই ছিল না। পরমেষ্ঠিক ঋষির 'নাসদীয়সূক্তে'ও নাকি তাহাই উক্ত হইয়াছে।

"এতাবতী বৈ মনসো বিভূতিরেতাবতী বিসৃষ্টিরেতাবন্মনঃ ॥[2]

অর্থাৎ এই বিসৃষ্টি নিশ্চয়ই মনের বিভূতি, উহা মনই। যেহেতু মন সদসদনির্বচনীয়, সেহেতু মনের মায়া বা বিভূতি ও তথা জগৎপ্রপঞ্চ সদসদনির্বচনীয়। এইরূপে দেখা যায় মায়াসূক্ত অদ্বৈতবাদাত্মকই। সায়নাচার্যের ব্যাখ্যা হইতেও তাহা প্রতীতি হয়।

ব্রহ্মণস্পতি

অঙ্গিরাকুলজ শুনহোত্র ঋষির পুত্র শৌনহোত্র ভৃগুকুলজ শুনকের পুত্রত্ব স্বীকার করেন। তখন তাঁহার নাম হয় শৌনক গৃৎসমদ।[3] তিনি 'ঋগ্বেদে' ২।১-৩, ৮—২৬, ৩০—৪৩ সূক্ত এবং ৯।৮৬ সূক্তের দ্রষ্টা। ২।২৩-৬ সূক্তে তিনি ব্রহ্মণস্পতিকে স্তুতি করিয়াছেন। ভগবান্ শৌনক লিখিয়াছেন,

"ব্রহ্ম বাগ্ ব্রহ্ম সত্যং চ ব্রহ্ম সর্বমিদং জগৎ।
পাতারং ব্রহ্মণস্তেন শৌনহোত্র স্তবন্ জগৌ ॥[4]

বাক্ ব্রহ্ম। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সত্য। তাই শৌনহোত্র তাঁহাকে ব্রহ্মের রক্ষক (অর্থাৎ ব্রহ্মণস্পতি) বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।' সুতরাং শৌনকের মতে, ব্রহ্মের ব্রহ্মণস্পতি নামের মূলে জগদ্ব্রহ্মবাদ নিহিত

১। "নৈব বা ইদমগ্রেঽসদাসীন্নৈব সদাসীৎ। আসীদিব বা ইদমগ্রে নৈবাসীত্তদ্ধ তন্মন এবাস। তস্মাদে-দৃষিণাভ্যনূক্তম্। 'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীমিতি। নৈব হি সন্মনো নৈবাসৎ।" ইত্যাদি। (শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫.৩.১—

২। শতব্রা (মাধ্য), ১০।৫।৩।৩

৩। আচার্য শৌনক লিখিয়াছেন, যেহেতু তিনি স্তুতি দ্বারা ("গৃণন্") ইন্দ্রের আনন্দ বর্ধন করেন ('মাদয়সে'), সেইহেতু ইন্দ্রের আদেশে শৌনহোত্র "গৃৎসমদ" নামে প্রসিদ্ধ হন। (বৃহদ্দেবতা, ৪।৭৮)

৪। বৃহদ্দেবতা, ৩।৪০

'ঋগ্বেদে' যে জগদ্ব্রহ্মবাদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহা ভগবান্ শৌনক অন্যত্রও বলিয়াছেন। যথা,

"পৌরুষং চাহরসৌ তৎ সর্বমেব তু পৌরুষম্।
এতদ্বৈষ তু বিজ্ঞেয়া দেবাঃ সংস্তবিকাস্ত্রয়ঃ ॥"

—(বৃহদ্দেবতা, ২।১৫)

আছে।[1] গৃৎসমদ ঋষি যে জগদ্ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তাহা আমরা পূর্বেও প্রদর্শন করিয়াছি।[2] তিনি লিখিয়াছেন, ব্রহ্মণস্পতি 'দেবতাদিগের দেবতা'।[3]

"বিশ্বেভ্যো হি ত্বা ভুবনেভ্যস্পরি
ত্বষ্টাজনৎ সাম্নঃ সাম্নঃ কবিঃ।
স ঋণচিদৃণয়া ব্রহ্মণস্পতি-
র্দ্রুহো হন্তা মহ ঋতস্য ধর্তরি॥"[4]

"(হে ব্রহ্মণস্পতি,) কবি ত্বষ্টা সমস্ত ভুবনের উপরে (অর্থাৎ প্রথমে এবং উৎকৃষ্টরূপে), সমস্তের সাররূপে তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মণস্পতি মহান্ ঋতের ধারকের প্রতি ঋণচিৎ, ঋণয়া এবং শত্রুহন্তা।' ঋণ=পাপ, ঋণয়া=ঋণ হইতে পৃথক্‌কর্তা ঋণচিৎ—ঋণ হইতে চয়নকর্তা। যাহা হউক, এইরূপে জানা যায় যে সর্বাত্মক ব্রহ্ম জন্মবান্। একমাত্র অদ্বৈতবাদিগণই তাহা স্বীকার করেন।

উপাস্য ও উপাসকের ঐকাত্ম্যবোধ

'ঋগ্বেদে'র কোন কোন মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি এবং দেবতা অভিন্ন যথা, ৩।২৬।৭ (বিশ্বামিত্র), ৪।২৬ (বামদেব), ৪।৪২।১-৬ (ত্রসদস্যু পৌরুকুৎস্য), ১০।৪৮-৫০ (ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ), ১০।৮৫ (সূর্যা সাবিত্রী), ১০।১০৭ (দক্ষিণা), ১০।১১৯ (লব), ১০।১২৪।১-৪ (অগ্নি), ১০।১২৫ (বাক্), ১০।১২৭ (রাত্রী), ১০।১৫১ (শ্রদ্ধা) এবং ১০।১৮৯ (সর্পরাজ্ঞী)। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীসূক্ত', 'লাক্ষাসূক্ত', এবং 'মেধাসূক্ত'—এই খিল সূক্তত্রয়ের[5]ও ঋষি এবং দেবতা অভিন্ন। আচার্য্য শৌনকের ভাষায় বলিতে, ঐ সকল মন্ত্রে ঋষি "আত্মানমস্তৌৎ …দেবতাং" (দেবতারূপে নিজেদেরই স্তুতি করিয়াছেন')[6] অথবা উহাদিগেতে

১। পূর্বে দেখ। ২। ঋক্‌সং, ২।২৪।৩

৩। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' (১।৩।২১) আছে, "এষ [প্রাণ] উ এব ব্রহ্মণস্পতির্বাগ্ বৈ ব্রহ্ম তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ।" যাস্ক বলেন, ব্রহ্মণস্পতি=ব্রহ্মের পাতা বা পালয়িতা; ব্রহ্মন্=অন্ন বা ধন। তিনি মনে করেন গৃৎসমদের "অস্মাস্তমবতং ব্রহ্মণস্পতি." বাক্যে (ঋক্‌সং, ২।২৪।৪) ব্রহ্মণস্পতি=দেখ। ৪। ঋক্‌সং, ২।২৩।১৭

৫। 'শ্রীসূক্ত 'ঋগ্বেদে'র ৫।৮৭ সূক্তের, 'লাক্ষাসূক্ত' ১০।১৩৭ সূক্তের এবং 'মেধাসূক্ত' ১০।১৫১ সূক্তের পরবর্তী খিল।

৬। বৃহদ্দেবতা, ২।৮৭

"আত্মনোভাববৃত্তানি জগৌ' ('আত্মার ভাববৃত্তসমূহ গীত হইয়াছে')[১] আচার্য্য কাত্যায়নও বলিয়াছেন যে, ঐ সকল মন্ত্রের দেবতা আত্মা[২]। অর্থাৎ উপাস্য দেবতার সঙ্গে আপন অভেদ উপলব্ধি করত ঋষি দেবতার মহিমাকে আপন মহিমা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৩] এসকল মন্ত্রের কোন কোন গুলিতে দেবতার সর্বাত্মকতার প্রতি দৃষ্টি আছে। তাই সেইগুলিকে আমরা ঋষির সার্বাত্ম্যলাভের দৃষ্টান্তরূপে পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।[৪]

'ইন্দ্রবৈকুণ্ঠসূক্ত' (ঋক্‌সং, ১০।৪৮-৫০ সূক্ত) সম্বন্ধে 'বৃহদ্দেবতা'য় (৭।৪৯-৬০) একটা আখ্যায়িকা আছে। তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। কথিত হইয়াছে যে, বিকুণ্ঠা নামে প্রজাপতি-ভক্ত ("প্রাজাপত্যা"[৫]) জনৈকা অসুরী ছিল। ইন্দ্রসম পুত্রলাভের কামনায় তিনি সুমহৎ তপস্যা করেন এবং তদ্দ্বারা ভগবান্ প্রজাপতিকে তুষ্ট করিয়া তিনি তাঁহা হইতে নানাবিধ অভীষ্ট বরসমূহ লাভ করেন। তাহাতে, দৈত্য ও তথা দানবদিগকে বিনাশার্থ, ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] ঐ পুত্র ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ নামে খ্যাত হন। তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের সমস্ত দৈত্যদানবদিগকে সমরে পরাজিত এবং বধ করত তাহাদের রাজ্যলাভ করেন। পরন্তু ঐ বিজয়দর্পে দর্পিত তিনি পরিশেষে "অসুর মায়া দ্বারা মোহিত" হইয়া দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। "অমিততেজ অসুর বর্দ্ধক" ঐরূপে উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ পরিত্রাণার্থ ইন্দ্রবৈকুণ্ঠের "প্রিয়সখা" ঋষিশ্রেষ্ঠ সপ্তগুর শরণাপন্ন হন। তখন সপ্তগু ঋষি ইন্দ্রবৈকুণ্ঠের হস্ত ধারণ করত ("করে স্পৃশন্") দেবদেব

১। বৃহদ্দেবতা, ২।৮৬ 'ভাববৃত্ত' সংজ্ঞার ব্যাখ্যা আচার্য্য নিজেই দিয়াছেন। যথা,

"যথেদমগ্রে নৈবাসীদ্ অসচ্চাপ্যথবাপি সৎ।
ব্যক্তো যথেদং সর্বং তদ্ভাববৃত্তং বদন্তি তু॥"
—(বৃহদ্দেবতা, ২।১২০।

সুতরাং ভাববৃত্ত=অভিব্যক্তি।

২। 'সর্বানুক্রমণী'

৩। 'বামদেবসূক্ত' (ঋক্‌সং, ৪।২৬) সম্বন্ধে শৌনক লিখিয়াছেন,

"অহমিত্যাত্মসংস্তাব স্তু চ স্তুতিরিবাস্তি হি॥"—(৪।১৩৫·২)

৪। পূর্বে দেখ   ৫। বৃহদ্দেবতা, ৭।৪৯.১

৬। "তস্যাং চেন্দ্রঃ স্বয়ং যজ্ঞে জিঘাংসুর্দৈত্যদানবান্॥"—(বৃহদ্দেবতা, ৭।৫০·২)

ইন্দ্ররূপে তাঁহার স্তুতি করেন।[1] তাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ করত ('বুদ্ধা চাত্মানং') ইন্দ্রবৈকুণ্ঠ তিন সূক্তে (ঋক্‌স° ১০।৪৮-৫০) নিজের স্তুতি করেন।[2]

যথাশ্রুত অর্থে ঐ আখ্যায়িকা অবতারবাদ সূচিত করে। দেবতাদিগের পরম শত্রু দৈত্যদানবদিগকে বিনাশার্থ দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং অসুরকুলে অবতার গ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণ করত তিনি ঐ উদ্দেশ্য অবশ্যই পূর্ণ করেন। পরন্তু ঐ আখ্যায়িকা হইতে আরও জানা যায় যে, অবতারপুরুষও পরিস্থিতির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হন না। তাই অসুরকুলে অবতার হেতু দেবরাজ ইন্দ্র অসুরভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অবতারগ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেও তিনি পরিস্থিতির প্রভাবে

"দেবান্ বাধিতুমারেভে মোহিতোঽসুরমায়য়া ॥"[3]

অসুরমায়া দ্বারা মোহিত হইয়া (অসুরদিগের চিরশত্রু) দেবগণকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যাহা হউক পরে ঋষিশ্রেষ্ঠ সপ্তগু দ্বারা প্রবোধিত হইয়া তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, আপন ইন্দ্রত্ব অবগত হন। অথবা এই আখ্যায়িকাকে অস্বীকার করিলেও হয়, ঋষিশ্রেষ্ঠ সপ্তগুর উপদেশে বিকুণ্ঠাতনয় ইন্দ্রাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে ঐকাত্ম্যবোধ লাভ করেন। ঐরূপে প্রবুদ্ধ ইন্দ্রাসুরের ভক্তিই 'ঋগ্বেদে'র ১০।৪৮-৫০ সূক্তে নিবদ্ধ আছে।

ব্রাত্য স্তোম

"অথর্ববেদে'র পঞ্চদশ কাণ্ড "ব্রাত্য-স্তোম" নামে খ্যাত। উহাতে ব্রাত্যের মহিমা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। উহার উপসংহারে ব্রাত্যকে নমস্কার করা হইয়াছে ('নমো ব্রাত্যায়')। ঐ ব্রাত্য কে? তৎসম্বন্ধে অনেক মতমতান্তর

১। ঋক্‌স°, ১০।৪৭ সূক্ত

২। "ততঃ স বুদ্ধা চাত্মানং সপ্তগুপ্রতিহর্ষিতঃ।
আত্মানমেব তুষ্টাব অহং ভুবনিতি ত্রিভিঃ॥"
—(বৃহদ্দেবতা, ৭।৫৭)

ঐ সূক্তত্রয়ের সার শৌনক এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন,

"প্রভূতাং শক্তিমত্তাং চ শত্রূণাম ...নাক্রিয়াম্।
নৃষু সর্বেষু চৈশ্বর্যং প্রভুত্বং ভুবনেষু চ।
প্র বো মহ ইতি স্বস্তাম্ আত্মনো বীর্যমস্তবম্॥" —(ঐ, ৭।৬০)

৩। ঐ, ৭।৫৪.২

পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার সায়ন বলেন, "উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন পুরুষ 'ব্রাত্য' নামে (অভিহিত হয়)। সে অর্থত যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়াসমূহ করিতে অবশ্যই অধিকারী নহে। (সুতরাং) সে ব্যবহারযোগ্যও নহে। ইত্যাদি জনমতকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ব্রাত্য অধিকারী ব্রাত্য মহানুভাব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের ঈর্ষার মূল। অধিক বলার প্রয়োজন কি? ব্রাত্য দেবদেবই। এই প্রতিপাদন আবার সর্বব্রাত্যপর নহে; পরন্তু কোন বিদ্বত্তম, মহাধিকার, পুণ্যশীল, বিশ্বসংমান্য, (কিন্তু) ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বিদ্বিষ্ট, ব্রাত্যকে অনুলক্ষ্য করিয়াই এই বচন—এই প্রকার মনে করিতে হইবে।" 'শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্রে' বিবৃত হইয়াছে যে "বসুগণ স্বর্গকাম (হইয়া) তপস্যা করত 'ব্রাত্যস্তোম' নামক যজ্ঞক্রতু সমূহকে দর্শন করেন। উহাদের দ্বারা যজন করত (তাঁহারা) স্বর্গ প্রাপ্ত হন। স্বর্গকাম ব্যক্তি উহাদের দ্বারা যজন করিবে।[১] এই প্রকারে যজ্ঞে বিনিয়োগের বিধান দৃষ্টে তথা 'অথর্ববেদে'র এই উক্তি দৃষ্টে যে ব্রাত্য চলিলে যজ্ঞাযজ্ঞিয়, বামদেব্য, যজ্ঞ, যজমান এবং পশুসমূহ তাঁহার পিছে পিছে চলে এবং যে তাদৃশ বিদ্বান্ ব্রাত্যকে নিন্দা করে সে যজ্ঞাযজ্ঞিয়, বামদেব্য প্রভৃতিকে নিন্দা করে।[২] ব্রাত্যস্তোমের ব্রাত্য প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞবিরোধী কিনা সন্দেহ হয়। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে উহাতে জনৈক বিদ্বান্ ব্রাত্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৩]

"ব্রাত্য গমনশীলই (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতি-পরায়ণই) ছিলেন। তিনি প্রজাপতিকে সম্যক্ প্রেরিত করিলেন। তিনি প্রজাপতি (হইলেন)। তিনি সুবর্ণ আত্মাকে দর্শন করিলেন, তাহাকে প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন করিলেন। সেই এক হইলেন ("তদেকমভবৎ")। সেই ললাম হইলেন। সেই মহৎ হইলেন। সেই জ্যেষ্ঠ হইলেন। সেই ব্রহ্ম হইলেন ('তদ্‌ব্রহ্মাভবৎ')। সেই তপ হইলেন। সেই সত্য হইলেন। তদ্দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইলেন।[৪]

"তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি মহান্ হইলেন। তিনি মহাদেব হইলেন।"[৫]

১। শাঙ্খাশ্রৌত, ১৪।৬৯।১-২
২। যথা দেখ—অথর্বসং, ১৫।২।৩, ১১, ১৭, ২৩; ১২।১, ৪, ৭, ১১; ১৩।১, ৩, ৫: ইত্যাদি।
৩। অথর্বসং, ১৫।১।১-৩ ৪। অথর্বসং, ১৫।১।৪ ৫। অথর্বসং, ১৫।১।৫

তিনি দেবতাদিগের ঈশা পরিপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি ঈশান হইলেন।"[১] "তিনি একব্রাত্য হইলেন। তিনি ধনু গ্রহণ করিলেন।" উহা ইন্দ্রধনুই।"[২] ইত্যাদি। "সেই ব্রাত্যের সপ্ত প্রাণ, সপ্ত অপান, এবং সপ্ত ব্যান।"[৩] এই অগ্নি তাঁহার 'ঊর্ধ্ব' নামক প্রথম প্রাণ; আদিত্য তাঁহার প্রৌঢ় নামক দ্বিতীয় প্রাণ; চন্দ্রমা তাঁহার 'অভ্যূঢ়' নামক তৃতীয় প্রাণ; পবমান (=বায়ু) তাঁহার 'বিভু' নামক চতুর্থ প্রাণ; আপ তাঁহার 'যোনি' নামক পঞ্চম প্রাণ; পশুগণ তাঁহার 'প্রিয়' নামক ষষ্ঠ প্রাণ; এবং প্রজাগণ তাঁহার 'অপরিমিত' নামক সপ্তম প্রাণ।[৪] এই পৌর্ণমাসী তাঁহার প্রথম অপান। অষ্টকা দ্বিতীয় অপান, অমাবস্যা তৃতীয় অপান, শ্রদ্ধা চতুর্থ অপান, দীক্ষা পঞ্চম অপান, যজ্ঞ ষষ্ঠ অপান এবং দক্ষিণা সপ্তম অপান।[৫] এই ভূমি তাঁহার প্রথম ব্যান, অন্তরিক্ষ দ্বিতীয় ব্যান, দ্যৌ তৃতীয় ব্যান, নক্ষত্রসমূহ চতুর্থ ব্যান, ঋতুসমূহ পঞ্চম ব্যান, আর্তবসমূহ ষষ্ঠ ব্যান, এবং সংবৎসর সপ্তম ব্যান।[৬] আবার প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, আদিত্য সেই ব্রাত্যের দক্ষিণ চক্ষু, এবং চন্দ্রমা বাম চক্ষু; অগ্নি তাঁহার দক্ষিণ কাঁধ, এবং পবমান (বায়ু) বাম কর্ণ; দিন ও রাত্রি তাঁহার নাসাপুটদ্বয়; দিতি ও অদিতি তাঁহার শীর্ষকপালদ্বয়; এবং সংবৎসর তাঁহার শির। ব্রাত্য দিনে পশ্চিম (অভিমুখে) এবং রাত্রিতে পূর্ব (অভিমুখে) (গমন করে)।[৭]

যেহেতু ঐ বিদ্বান্ ব্রাত্য সর্বাত্মক হন, সেইহেতু তিনি সর্বদেবতাময় তাই কথিত হইয়াছে যে, ঐ বিদ্বান্ ব্রাত্য যেখানে গমন করে সমস্ত জগৎ,—সমস্ত দেবতা, তাঁহার পিছে পিছে তথায় গমন করে; তিনি স্থিত থাকিলে উহারা স্থিত থাকে; এবং তিনি চলিলে উহারা চলে। তাদৃশ ব্রাত্যকে যে ব্যক্তি নিন্দা করে, সে সমস্ত দেবতাকেই নিন্দা করে। "সে আদিত্যগণকে, সমস্ত দেবতাগণকে অপমান করে, যে ব্যক্তি তাদৃশ বিদ্বান্ ব্রাত্যকে নিন্দা করে।"[৮] আর যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশংসা করে, সে আদিত্যগণের, সমস্ত দেবতাগণের "প্রিয়ধাম" হয়।[৯] তাদৃশ ব্রাত্য যাহার গৃহে অতিথি

১। অথসং, ১৫।১।৬ ২। অথসং, ১৫।১৫।১-২ ৩। অথসং, ১৫।১৫।৩-৯
৪। অথসং, ১৫।১৬ সূক্ত ৫। অথসং, ১৫।১৭।১-৭ ৬। অথসং, ১৫।১৮ সূক্ত।
৭। অথসং, ১৫।২।১ ইত্যাদি
৮। অথসং, ১৫।২।৩ আরও দেখ—১৫।২।১১, ১৭, ২৩ ইত্যাদি
৯। অথসং, ১৫।২।৪ আরও দেখ—১৫।২।১২, ১৮, ২৪, ইত্যাদি

হয় এবং বাস করে, তাহার বহু পুণ্য লাভ হয়।[১] যে ব্যক্তি ঐ ব্রাত্যকে যেই দেবতা মনে করিয়া যাহা কিছু প্রদান করে, তৎসমস্ত দ্রব্য সেই সেই দেবতাকেই প্রদান করা হয়।[২]

ঐ ব্রাত্যস্তোম হইতে ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানা যায় যে, উপাসক উপাসনার দ্বারা তাহার উপাস্য দেবতাকে সম্যক্ প্রভাবিত করিতে পারে;—আপন অভীষ্ট ফল প্রদানে প্রেরিত করিতে পারে; ক্রমে আত্মোন্নতি করিতে করিতে সে ইহ জীবনেই তাহার উপাস্য ভগবানের সহিত অভেদ উপলব্ধি করে,—সে ঐ ভগবান্‌ই হয়। ব্রাত্যের উপাস্য ভগবান্ সর্বাত্মক। সুতরাং সিদ্ধ ব্রাত্যও আপন সার্বাত্ম্য উপলব্ধি করেন, তিনি সর্বাত্মক হন। উহা হইতে আরও জানা যায় যে তাদৃশ সিদ্ধ ব্যক্তির সেবা দ্বারাও ভগবানের সেবা হয়,—যেমন ভগবানের সেবা দ্বারা, তেমন সিদ্ধ ভক্তের সেবা দ্বারাও, মনুষ্য পূর্ণমনোরথ হইতে পারে। তদ্দ্বারা মনুষ্য এমন কি দেবযান মার্গে গমনেরও অধিকারী হয়।[৩]

কথিত হইয়াছে যে সিদ্ধ ব্রাত্য "একব্রাত্য" হন।[৪] তাহাতে দেখা যায় উপাস্য দেবতা তাঁহার উপাসকের নামে অভিহিত হইয়াছেন। উপাসক ব্রাত্যের উপাস্য দেবতাও ব্রাত্য। সংস্কৃত 'ব্রাত্য' শব্দ শ্রেণী-বাচক। সুতরাং উপাসক ব্রাত্য বহু। উপাস্য দেবতা ব্রাত্য বহু নহেন, একই। তাহা বুঝাইতে তাঁহাকে 'একব্রাত্য' বলা হইয়াছে। বিশিষ্ট উপাসকের নামে উপাস্য দেবতাকে অভিহিত করার দৃষ্টান্ত বেদে আরও পাওয়া যায়।

বৈদিক সাধনে অদ্বৈত-প্রভাব

বৈদিক কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানে অদ্বৈত জ্ঞানের প্রভাব ও প্রতিপত্তির আরও কতিপয় প্রমাণ আমরা এখানে সংগ্রহ করিতেছি।

(১) প্রত্যেক বেদের এক একটি শান্তি বাক্য আছে। ঐ বেদানুযায়ী কোন গ্রন্থের স্বাধ্যায় বা অপর কোন কর্ম করিবার পূর্বে এবং পরে ঐ শান্তি বাক্য পাঠ করিবার বিধান আছে। 'সামবেদে'র শান্তি এই,

---

১। অথর্ব, ১৫।১৩।১- ২। অথর্ব, ১৫।১৪।১৩-৪

৩। দেখ, অথর্ব, ১৫।১১।৩; আরও দেখ—১২।৪ ও ৯

৪। অথর্ব, ১৫।১।৬

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি সর্বাণি সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!! ওঁ আমার অঙ্গসমূহ তৃপ্ত হউক। আমার বাক, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল, প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হউক। এই সমস্তই উপনিষদ্‌বেদ্য ব্রহ্ম। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ না করি (অর্থাৎ বিস্মৃত না হই) এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে নিরাকরণ না করেন। (এই প্রকারে) আমাদের (পরস্পরের) অনিরাকরণ হউক, অনিরাকরণ হউক। উপনিষদে উক্ত সমস্ত ধর্ম আত্মায় নিরত আমাতে হউক, আমাতে হউক। ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! (অর্থাৎ ত্রিবিধ তাপের শান্তি হউক)।' এই শান্তি পাঠের রহস্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়লোলুপ। উহারা সদা সর্বদা বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হয়। কামনা-বায়ু দ্বারা বিতাড়িত হইয়া উহারা নিরন্তর ইতস্তত বিচরণ করে। উহাদিগকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মে স্থাপিত করিতে না পারিলে জ্ঞানোদয় হয় না, ব্রহ্মদর্শন হয় না। শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন।[১] শ্রুতি আরও বলিয়াছেন

"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"[২]

'যখন ইহার (জীবের) হৃদয়ে আশ্রয়প্রাপ্ত সমুদয় কামনা বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য (জীব) অমৃত এবং ইহ শরীরেই ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়)।'

"যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥"[৩]

'ইহ জীবনেই যখন সমস্ত হৃদয় গ্রন্থি (অর্থাৎ গ্রন্থিবৎ দৃঢ়বন্ধনরূপ অবিদ্যাপ্রত্যয়-সমূহ) ছিন্ন হইয়া যায় (সুতরাং তজ্জনিত কামনাসমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়), তখন মর্ত্য অমৃত হয়। ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের সারোপদেশ।' সেইহেতু, উপাসক ভাবনা করিতেছেন যে পরিদৃশ্য সমস্ত বস্তুই উপনিষদ্‌বেদ্য ব্রহ্মই। তিনি যেন উহা কখনও বিস্মৃত না হন। এই বোধে স্থিত থাকিলে সমস্ত কামনা অবশ্যই

১। কঠউ ২।১।১-২ 'স্বস্তি'র এক প্রার্থনা হইতেও বুঝা যায় যে অমৃতলাভ করিতে হইলে "নিষ্কাম" ও "আপ্তকাম" এবং সর্ব প্রকারে তৃপ্ত হইতে হইবে। (ঋক্‌স', ৯।১১৩।১০-১)

২। কঠ, ২।৩।১৪ ; বৃহউ, ৪।৪।৭ ৩। কঠউ, ২।৩।১৫

নিবৃত্তি হইবে, সমস্ত অজ্ঞান প্রত্যয় অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। কেননা, সমস্তই যখন ব্রহ্ম তখন কে কাহার জন্য কামনা করিবে। সনৎকুমার বলিয়াছেন উহা ভূমা, উহা পরম সুখ; উহা অমৃত।[১] সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃই সম্যক্ তৃপ্ত হইবে। তখন কেবল একত্ববোধই থাকে, শোকমোহাদি থাকে না।[২] এইরূপে দেখা যায়, উক্ত শান্তি বাণীর মূলতত্ত্ব একত্ববোধ। জগদ্ব্রহ্মবাদ উহাতে স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে। উহার ঐ তাৎপর্য্য তাপত্রয় হইতে বিমুক্ত করত একত্ব-বোধোদয়ে।

(২) যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যদি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অনুসারে কোন ত্রুটি হইয়া থাকে উহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য 'বামদেব্যস্তোত্র'[৩] পাঠ এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ত্রিলোকগত বলিয়া ভাবনার বিধান 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৩।৪৬) পাওয়া যায়।

"তস্য স্তোত্র উপস্পৃপ্যাৎ ত্রেধাত্মানং বিগৃহ্নীয়াৎ পু, রু, ষ ইতি। স এতেষু লোকেষ্বাত্মানং দধাত্যস্মিন্ যজমানলোকেঽস্মিন্নমৃতলোকেঽস্মিন্ স্বর্গলোকে স সর্বান্ দুরিষ্টিমত্যেতি।"

'ঐ স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আপনাকে পু, রু, ষ এই প্রকারে তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া পরিগ্রহণ করিবেন। অনন্তর যে পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক ও স্বর্গলোক—এই লোকত্রয়ে আপনাকে প্রদান করিবেক। তাহাতে সমস্ত দুরিষ্টি অতিক্রম করে।' এই ভাবনার রহস্য এই—যাহা সর্বগত তাহা সুএর মধ্যেও আছে এবং কুএর মধ্যেও আছে। সুতরাং উহা সু এবং কু উভয়ের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট হয়। উহার দৃষ্টান্ত আকাশ ও আলোক। সর্বগত আকাশ বস্তুর দোষ কিংবা গুণ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। সেইরূপ সর্ববস্তুগত সূর্য্যালোক বস্তুর দোষগুণ দ্বারা বিকৃত হয় না। সেইরূপ সর্বগত আত্মা পাপ বা পুণ্য দ্বারা লিপ্ত হয় না। শ্রুতি-স্মৃতিতে তাহা উক্ত হইয়াছে।[৪]

"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ"[৫]

১। ছান্দোগ্যউ, ৭।২৩; ৭।২৪।১

২। বাজসং (মাধ্য), ৪০।৭; কাণ্বসং, ৪১০।১।৭ (=ঈশউ, ৭)

৩। ঋকসং, ৪।৩১।১—৩; সামসং, ঐ. ১ ১।১২

৪। কঠউ, ২।২।১১ (পূর্বে দেখ)

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥"—(গীতা, ১৩।৩১)

৫। বৃহউ, ৪।৩।১৫

'এই পুরুষ অসঙ্গ।' সুতরাং সর্বগত ভাবনা দ্বারা সাধক পাপ পুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হইতে পারে। উক্ত স্থলে কেবল পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঐ ভাবনার বিধান করা হইয়াছে। যেমন ধারণা তেমন ফল হয়। যাহা হউক, 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র ঐ প্রায়শ্চিত্তবিধানের মূলে জীবের বিভূত্ব এবং অসঙ্গত্বের বাদ নিহিত আছে দেখা যায়।

(৩) 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১।২৭।৬) একটা প্রার্থনায় আছে, "পিতৃগণ, যম, বরুণ, অশ্বিনীদ্বয়, অগ্নি, মরুদ্গণ এবং (যক্ষগন্ধর্বাদি) আকাশচারী-দিগের বিশেষ আলম্বন ঐ (পূর্বোক্ত) ব্রহ্ম আমার প্রকামপ্রাপক হউক। কেননা, আমি নিশ্চয়ই সনাতন তিনি ("স হ্যেবাস্মি সনাতনঃ)। অতএব নাক, ব্রসশ্রবণ, হিরণ্যাদি ও (অপর) ধন (আমার হউক)। হে আপ্ দেবী! এই কর্মে পুত্রসমূহ সম্পাদন করুন।" ইহাতে আছে জীব সনাতন ব্রহ্মই। ঐ প্রার্থনা মন্ত্রের কিঞ্চিৎ পূর্বে আছে, "দেবতাদিগের অযোধ্য পুর অষ্টচক্র ও নবদ্বার। তাহাতে জ্যোতিরাবৃত স্বর্গলোকস্বরূপ হিরণ্ময় কোশ বর্তমান। ব্রহ্মের সেই অমৃতাবৃত পুরীকে যে জানে, তাহাকে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা আয়ু, কীর্তি এবং প্রজা প্রদান করেন। ব্রহ্মা বিভ্রাজমান, হরিণী, যশ দ্বারা সম্পরিবৃত এবং অপরাজিত (সেই) হিরণ্ময়ী পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন।"[১] তাহাতে জানা যায়, ব্রহ্মই জীব সাজিয়াছেন। তাই ঐ প্রার্থনা মন্ত্রে স্তোতা বলিয়াছেন 'আমি নিশ্চয়ই সনাতন তিনি (ব্রহ্ম)।' এই প্রার্থনায় জীবব্রহ্মবাদ সুস্পষ্টত বর্তমান। যদিও উপাসক সম্যক্ জানেন যে তাঁহার উপাস্য এবং তিনি একই, তথাপি তিনি উপাস্যের নিকট স্বর্গাদি-লাভ যাচনা করিতেছেন। ইহা বিশেষ প্রণিধান কর্তব্য।

(৪) 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১০।১—নারাউ, ১।১৪) স্নানের পর আচমনের জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে,—

"আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি! জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি। যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা।"

'এই যে আর্দ্র বা জল (রূপে) প্রকাশিত হইতেছে, সেই (অধিষ্ঠান) জ্যোতি আমিই। যে জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে, (তাহা ব্রহ্মই; সুতরাং) আমি ব্রহ্মই। (পূর্বে জীবরূপে) যে আমি, (এখনও সে) আমি ব্রহ্মই।

১। তৈত্তিআ, ১।২৭।২-৩; পূর্বে পৃষ্ঠা দেখ।

অর্থাৎ 'আমিই, আমি ব্রহ্মই। আমি নিশ্চয়ই আমি; আমাকে হবন করিতেছি। স্বাহা।' এই বচনের রহস্য এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মই। তিনিই জীবত্ব জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। জীবভাবাপন্ন ব্রহ্ম ভাবনা করিতেছে যে চিজ্জ্যোতি জলরূপে প্রকাশ পাইতেছে সেই ব্রহ্ম তিনিই। বস্তুর বস্ত্বন্তর ভবনের ন্যায় জীব রূপান্তরিত হইয়া যে ব্রহ্ম হইয়াছে তাহা নহে। জ্ঞানোদয়ের পূর্বে জীবভাবে যিনি, এখনও ব্রহ্মভাবে সেই তিনিই। পূর্বে অজ্ঞান বশতঃ তিনি তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করেন নাই, এখন করিতেছেন, উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই মাত্র। উহাতে নূতন কিছুর আগমন হয় নাই। এই ব্রহ্মবোধ যে ঔপচারিক নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য বিপর্যয়ে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানাবস্থায় যিনি, পূর্বাবস্থায়ও সেই তিনি, তিনি ব্রহ্মই। জীবরূপী ব্রহ্ম জলরূপী ব্রহ্মকে আপনাতে হবন করিতেছে। যাহাতে জীব ও জল এই দ্বৈতবোধ তিরোহিত হইয়া যায়, অদ্বৈতবোধই বিকশিত হয়; জীবত্ব ও জলত্ব ভস্মীভূত হইলে কেবল ব্রহ্মত্বই অবশিষ্ট থাকিবে। এইরূপে দেখা যায় ঐ আচমনমন্ত্রে সমগ্র অদ্বৈততত্ত্ব নিহিত আছে।

(৫) 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' ভোজনের পূর্বে প্রাণাহুতির মন্ত্রে (১০।৩৩-৪) আছে

"ব্রহ্মণি ম আত্মাঽমৃতত্বায় (জুহোমি)"

'অমৃতত্বলাভের জন্য আমার আত্মাকে (অর্থাৎ জীবভাবকে) ব্রহ্মে (হবন করিতেছি, অর্থাৎ জীবভাব পরিত্যাগ করিতেছি)। ভোজনান্তের মন্ত্রে (১০।৩৬) আছে

"ব্রহ্মণি ম আত্মাঽমৃতত্বায় (হুতম্)।"

'অমৃতত্ব লাভার্থ আমার আত্মা (অর্থাৎ জীবভাব) ব্রহ্মে (হুত হইয়াছে)।' সুতরাং ঐ মন্ত্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে আত্মবিলয়, তথা প্রপঞ্চবিলয়, নিহিত আছে।

ঋগ্বিধান

আচার্য শৌনকের 'ঋগ্বিধানে' 'ঋগ্বেদে'র কতিপয় মন্ত্রের প্রয়োগের বিধান বিবৃত হইয়াছে। যে সকল প্রয়োগের সহিত অদ্বৈতবাদের সম্বন্ধ আছে, আমরা এখানে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি। শৌনক বলিয়াছেন,

(১) যে প্রতিদিন পাঁচ বার 'অহং ভুবং'-সূক্ত জপ করে, তাহার "মূলাবিদ্যা" বিনষ্ট হয়; এবং সে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে[১]

১। 'ঋগ্বিধান', ১৫৫ শ্লোক।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাচত্বারিংশত্তম সূক্তই 'অহং ভুবং'-সূক্ত নামে উল্লিখিত হইয়াছে, কেননা, উহার প্রারম্ভে 'অহং ভুবং' পদ আছে।

"অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতি-
রহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ।
মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবো-
ঽহং দাশুষে বি ভজামি ভোজনম্॥ ১॥

'আমি প্রথম হইতেই ধনের প্রধান পতি; এবং আমি বরাবর বহুধন সঞ্চয় করি। মনুষ্যগণ (ধনার্থ) আমাকেই আহ্বান করে, যেমন (পুত্র) পিতাকে (আহ্বান করে)। আমি হবির্দাতাকে ভোজন (বা ভোগ্য ধন) প্রদান করি।'

"অহমিন্দ্রো রোধো বক্ষো অথর্বণ-
স্ত্রিতায় গা অজনয়মহেরধি।
অহং দস্যুভ্যঃ পরি নৃম্ণমাদদে
গোত্রা শিক্ষন্ দধীচে মাতরিশ্বনে॥ ২॥

'ইন্দ্র আমি অথর্বণের (পুত্র দধীচির) বক্ষের রোধক (অর্থাৎ শিরশ্ছেদন-কর্তা)। আমি (কূপে নিপতিত) ত্রিতের জন্য মেঘ হইতে জল উৎপন্ন করি আমি দস্যুগণ হইতে ধন আদায় করি। মাতরিশ্বের পুত্র দধীচির জন্য জলসমূহের পালক মেঘকে শিক্ষা প্রদান করি।' ইত্যাদি। ঐ দ্রষ্টা ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ, উহা তাঁহারই আত্মস্তুতি। কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে[1] বিকুণ্ঠা আসুরীর পুত্র ইন্দ্র সপ্তগু ঋ[illegible]রা প্রতিবোধিত হইয়া আপন প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনি বস্তুতঃ ভগবান্ ইন্দ্রই। ঐ বোধে স্থিত থাকিয়া অর্থাৎ ভগবান্ ইন্দ্ররূপে তিনি তিন সূক্তে আপন মহিমা খ্যাপন করেন। উহাদের প্রাথমিক 'অহং ভুব'-সূক্ত। যেহেতু মূলাবিদ্যা-বিনাশের এবং আত্মজ্ঞান-লাভের পরই ঐ সূক্ত বলা হইয়াছিল, সেই হেতুই বোধ হয় শৌনক বলিয়াছেন যে, যে উহা জপ করে তাহার মূলাবিদ্যা বিনষ্ট হয় এবং সে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে।

(২) যে প্রতিদিন দশবার 'তমু স্তোতারঃ'-মন্ত্র জপ করে, মূলাবিদ্যা

১। পূর্বে দেখ।

তাহাকে আর সংস্পর্শ করে না। সুতরাং সে জীবন্মুক্ত হয়। তাহাতে কোন সংশয় নাই।[১]

'তমু-স্তোতারঃ' মন্ত্র এই,—

"তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ
ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥"[২]

'হে স্তোতাগণ! সেই পূর্বকালীন (অর্থাৎ অনাদি) ঋতের গর্ভকে যেমন রূপে জান, (তেমন রূপে) স্বতই (—কোন কিছু লাভের প্রত্যাশায় নহে, কিংবা কাহারও ভয়াদিতে নহে) প্রীত কর। উঁহার (মাহাত্ম্য-সূচক) কোন নাম জানিয়া (সেই নামে সম্বোধন করত) বিশেষরূপে বল, 'হে…বিষ্ণু! মহান্ তোমার সুমতি ভজন করিতেছি।'

(৩) "প্রতিদিন শতবার 'অহমেব'-মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতে অহঙ্কার থাকিবে না। মায়াস্পর্শ সর্বথাই (থাকিবে) না।"[৩]

'অহমেব' মন্ত্র এই,—

"অহমেব বাত ইব প্র বাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সংবভূব॥"[৪]

'বিশ্বভুবনকে প্রারম্ভ করিতে আমি বায়ুর ন্যায় (স্বভাবতই) প্রবৃত্ত হই। আমি এই ভূলোকের পরে,—আকাশেরও পরে (অর্থাৎ সর্বাতীত)। আমারই মহিমায় এই সমস্ত সম্ভূত হইয়াছে।'

এই মন্ত্রের দ্রষ্টা আম্ভৃণ ঋষির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী বাক্। তিনি নিজের সার্বাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন।[৫] যে তাঁহার মত ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার যে মায়াস্পর্শ থাকিতে পারে না, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।

১। 'ঋগ্বিধান', ৩৫৫ শ্লোক।
২। ঋক্‌সং, ১।১৫৬।৩ এই মন্ত্রের দ্রষ্টা দীর্ঘতমা ঋষি এবং দেবতা বিষ্ণু।
৩। 'ঋগ্বিধান', ৮২৬ শ্লোক। ৪। ঋক্‌সং, ১০।১২৫।৮
৫। পূর্বে দেখ।

(৪) যে প্রতি দিন দশ বার 'একঃ সুপর্ণঃ'—মন্ত্র জপ করে, "পৃথগ্‌বুদ্ধি" তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও থাকে না। সে পরমাত্মায় সম্যক্‌রূপে স্থিত হয়।'[1]

'একঃ সুপর্ণঃ' মন্ত্র এই,—

"একঃ সুপর্ণঃ সমুদ্রমা বিবেশ
স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চষ্টে।
তং পাকেন মনসাপশ্যমন্তিত-
স্তং মাতা রেড়িল স উ রেড়িল মাতরম্‌॥"[2]

'এক পক্ষী সমুদ্রে আবেশ করিল। উহা সমস্ত ভুবনকে বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়াছে। আমি পরিণত বুদ্ধি দ্বারা উহাকে অন্তিকে দেখিয়াছি। মাতা উহাকে লেহন করে, এবং উহা মাতাকে লেহন করে (অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করে)।' এখানে সুপর্ণ বা পক্ষী বিশ্বস্রষ্টাই। ঋষি নিজেই তাহা বলিয়াছেন। সমুদ্র অপ্‌ বা কারণ-সলিলই। স্রষ্টা প্রজাপতি অপ্‌ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং অপ্‌ তাঁহার মাতা।[3]

(৫) 'যঃ পূর্ব্যায়'-মন্ত্র প্রতিদিন শতবার জপ করিলে, জীববুদ্ধি আর থাকে না, স্বাত্মাতে স্থিতি লাভ হয়।[4]

"যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে
সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি।
যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ
সেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ॥"[5]

'যে পূর্বকালীন (অর্থাৎ অনাদি) অথচ নবীন, এবং স্বয়ম্ভু বিবিধ জগৎকর্তা বিষ্ণুকে (হবি প্রভৃতি) দান করে, তথা যে উঁহার (জগৎপ্রপঞ্চরূপে) জন্মরূপ মহান্‌ মহিমা কীর্তন করে, সে শ্রবণ দ্বারা যুজ্য পদ সর্বতোভাবে হয়।'

(৬) যে এক বৎসর কিংবা এক মাস ধরিয়া প্রতিদিন, অথবা একদিনও, দশবার 'নানানং' সূক্ত জপ করে, তাহার নিজের নিশ্চয় লয় হয়, অপর কাহারও নহে ("নান্যোবাং স্বস্য বৈ লয়ং")।[6]

'নানানং'-সূক্তের দ্রষ্টা আঙ্গিরস শিশু ঋষি এবং দেবতা পবমান সোম।[7]

১। 'ঋগ্বিধান' ৩৫৯ শ্লোক। ২। ঋক্‌সং, ১০।১১৪।৪
৩। পূর্বে দেখ। ৪। 'ঋগ্বিধান', ৩৬৫ শ্লোক।
৫। ঋক্‌সং, ১।১৫৬।২ এই মন্ত্রের দ্রষ্টা দীর্ঘতমা ঋষি এবং দেবতা বিষ্ণু।
৬। 'ঋগ্বিধান', ৩৬৬ শ্লোক। ৭। ঋক্‌সং, ৯।১১২ সূক্ত।

"নানানং বা উ নো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাম্।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগ্ ব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছতি
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১ ॥

'আমাদের বুদ্ধিসমূহ নিশ্চয় নানাবিধ। জনগণের ব্রতসমূহ বিবিধ। তক্ষা দরি-তক্ষণ ইচ্ছা করে। ভিষক্ রোগ ইচ্ছা করে। ব্রাহ্মণ সোমাভিষবকারী (যজমান) ইচ্ছা করে। (তেমন আমি তোমার পরিস্রবণ ইচ্ছা করি, সুতরাং) হে ইন্দু! ইন্দ্রার্থে পরিস্রবিত হও।'

"জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাম্।
কার্মারো অশ্মভির্দ্যুভির্হিরণ্যবন্তমিচ্ছতি
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ২ ॥

'জীর্ণ ঔষধীসমূহ, পক্ষিগণের পালকসমূহ, এবং দীপ্তিমান অশ্মসমূহ (অর্থাৎ বাণ-প্রস্তুতের উপকরণসমূহ) লইয়া কামার ধনবান্ ব্যক্তিগণকে ইচ্ছা করে। (তেমন আমি তোমার পরিস্রবণ ইচ্ছা করি। সুতরাং) হে ইন্দু! ইন্দ্রার্থে পরিস্রবিত হও।'

"কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা।
নানাধিয়ো বসূয়বোঽনু গা ইব তস্থিম
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩ ॥

'আমি কারু (বা স্তোমসমূহের কর্তা) (আমার) সন্তান ভিষক্। (আমার) মাতা (বা দুহিতা) উপলপ্রক্ষিণী (অর্থাৎ যবভর্জিকা)। ধনকামী (আমরা) নানাবুদ্ধিযুক্ত (বা নানাকর্মা)। গো যেমন (গোষ্ঠের প্রতি) তেমন আমরা (লোকের) প্রতি স্থিত আছি। হে ইন্দু! ইন্দ্রার্থে পরিস্রবিত হও।'[১]

১। এই মন্ত্রের এই ব্যাখ্যা যাস্ক-কৃত। ('নিরুক্ত', ৬।৫) এই মন্ত্রে ঋষি স্পষ্টত বলিয়াছেন যে ধন উপার্জনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার পরিবারের নানা জনে নানা কর্ম করেন,—নানা প্রকারের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন। 'কারু' শব্দের অর্থ 'স্তোমসমূহের কর্তা' বলিয়া গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, বেদমন্ত্র-রচনাও একটা ব্যবসা ছিল। তাহা প্রকৃত কি? 'কারু' শব্দ 'ঋগ্বেদে', নানা রূপান্তরে আরও বহুবার পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও উহার অর্থ 'কর্মকর্তা যজমান' (যথা, ১।১১।৬; ১।৩১।৯; ইত্যাদি); কোথাও 'স্তুতিকুশল ঋত্বিক্' (যথা, ১।১১৬, ১।১৬৫।১৪); কোথাও 'যুদ্ধকর্তা' (যথা, ১।১০২।৯); প্রভৃতি। উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'কর্মকর্তা'। 'কৃ' উন্=কারু। আমাদের মনে হয়, ঐ মন্ত্রে ঋষি, হয়ত 'স্তুতি-কুশল ঋত্বিক', অথবা 'কর্মকুশল শিল্পী' অর্থে নিজেকে 'কারু' বলিয়াছেন, 'স্তুতি-রচয়িতা' বা 'মন্ত্রদ্রষ্টা' অর্থে নহে। পৌরোহিত্য-কৌশল্য এবং শিল্প-কৌশল্য উভয়েই ধনোপার্জনের সাধন হইতে পারে। পরন্তু বেদমন্ত্রের রচনা বা দর্শন ঐ সাধন ছিল না।

"অশ্বো বোঢ়া সুখং রথং হসনামুপমন্ত্রিণঃ।
শেপো রোমণ্বন্তৌ ভেদৌ বারিন্মণ্ডুক ইচ্ছতি
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৪ ॥"

'(রথ-) বাহক অশ্ব সুখপ্রদ (বা সুখে বহনীয়) রথ ইচ্ছা করে। বিদূষক হাস্যপ্রদ বাণী ইচ্ছা করে। লিঙ্গ রোমবান্ ভেদ ইচ্ছা করে। এবং মণ্ডূক বর্ষা ইচ্ছা করে। (তেমন আমি তোমার পরিস্রবণ ইচ্ছা করি। সুতরাং) হে ইন্দু! ইন্দ্রার্থে পরিস্রবিত হও।'

আচার্য শৌনক 'ঋগ্বেদে'র মন্ত্রসমূহের দেবতা, ঋষি, ছন্দ, প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং উহাদের রহস্য এবং প্রভাবও তিনি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন মনে হয়। তিনি অতি প্রাচীন লোক; যদিও তিনি কত প্রাচীন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃত-সাহিত্য-বিদ্গণ মনে করেন যে, তিনি ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অর্বাক্‌কালীন নহেন। বেদমন্ত্রের বিনিয়োগ বিষয়ে তাঁহার ঐ গ্রন্থ হইতে ইহা নিঃসঙ্কোচে অনুমান করা যায় যে, অন্তত তাঁহার সময়ে, অদ্বৈতবাদিগণ সকলে না হইলেও, অন্তত কেহ কেহ অদ্বৈততত্ত্বোপলব্ধির সাধনে কোন কোন বেদমন্ত্রেরও প্রয়োগ করিতেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।